

দেবতা এবং বীরদের চিত্রায়ত উপাখ্যান

মিথলজি

এডিথ হ্যামিল্টন

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদ

আসাদ ইকবাল মামুন

অনুবাদকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পুরাণের উপর বৃহদায়তন গ্রন্থের অভাব দীর্ঘ দিনের। সেই তাড়নায় এই অনুবাদ-প্রয়াস। প্রয়োজন বোধটাই ছিল মুখ্য, তাই শিল্প-সাহিত্যের সাথে পুরাণের নিয়ত মিথষ্ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় এই অনুবাদ-গ্রন্থটি যদি পাঠকের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মেটায়, তবে সেটিই হবে আমার যথেষ্ট প্রাপ্তি।

সাধারণ পাঠকবৃন্দের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলে তার পুরো কৃতিত্ব দিতে হবে ‘ঐতিহ্য’-কেই; কারণ অনুবাদটুকু আমার হলেও প্রকাশ-প্রচার থেকে শুরু করে এর বাকি সব লালন-পালন তো করেছেন তারা।

আর অনুবাদের দীর্ঘ দু'বছর সময়কালে জড়ত্বের মাঝে গতিসঞ্চারী উৎসাহ জুগিয়েছেন, আমার স্ত্রী, নিশা। প্রচেষ্টার পেছনে প্রেরণা না থাকলে সৃজনশীলতাই যেত থেমে।



চিরায়ত পুরাণতত্ত্বের উদ্ঘাটন	১৩-২৪
গ্রিকদের পুরাণতত্ত্ব	১৪
পুরাণতত্ত্বের গ্রিক এবং রোমান লেখক বৃন্দ	২২

প্রথম পর্ব :

দেবতাবৃন্দ, সৃষ্টি জগৎ এবং আদিতম বীরগণ	২৫-১০৬
১. দেবতাবৃন্দ	২৭
টাইটানগণ এবং বারোজন শ্রেষ্ঠ অলিম্পীয়	২৭
অলিম্পাসের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতাবৃন্দ	৪১
জল-দেবতাবৃন্দ	৪৩
পাতালপুরী	৪৪
মর্তের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতাবৃন্দ	৪৬
রোমান দেবতাবৃন্দ	৫০
২. মর্তের দুই মহান দেবতা	৫৩
দিমিতির (সিরিস)	৫৬
ডায়োনিসাস বা ব্যাকাস	৬১
৩. বিশ্বজগৎ ও মানবজাতির সৃষ্টি-রহস্য	৭৩
৪. আদিতম বীরগণ	৮৭
প্রমিথিউস এবং আইও	৮৭
ইউরোপা	৯১
সাইক্লোপস পলিফেমাস	৯৫
পুন্স-পুরাণ : নার্সিসাস, হায়াসিন্থ, অ্যাডোনিস	১০০

দ্বিতীয় পর্ব :

প্রেম এবং অভিযানের উপাখ্যানসমূহ	১০৭-১৬৮
৫. কিউপিড এবং সাইকি	১০৯
৬. প্রেমোপখ্যানের আটটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী	১২০
পাইরামাস এবং থিসবি	১২০
অফিউস এবং ইউরিদাইস	১২২
সেইক্স এবং অ্যালসীয়ন	১২৬
পিগম্যালিয়ন এবং গ্যালাতিয়া	১২৯
বোসিস এবং ফিলোমোন	১৩৩
এন্ডিমিয়ন	১৩৬

সূচিপত্র

	দাফনি	১৩৭
	অ্যালফিউস এবং অ্যারিথিউসা	১৩৯
৭.	স্বর্ণ মেঘের চামড়া আনার অভিযান	১৪১
৮.	চারটি বিখ্যাত অভিযান	১৫৮
	ফেইথন	১৫৮
	পেগাসাস এবং বেলেরোফোন	১৬১
	ওটাস এবং এফিয়েলটিস	১৬৬
	ডিডেলাস	১৬৭
তৃতীয় পর্ব :		
	ট্রয়ের যুদ্ধের পূর্ববর্তী মহান বীরগণ	১৬৯-২১৪
৯.	পার্সিউস	১৭১
১০.	থিসিউস	১৮১
১১.	হারকিউলিস	১৯৩
১২.	আটালান্টা	২০৯
চতুর্থ পর্ব :		
	ট্রয়ের যুদ্ধের বীরগণ	২১৫-২৮৮
১৩.	ট্রয়ের যুদ্ধ	২১৭
১৪.	ট্রয়ের পতন	২৩৬
১৫.	অডিসিউসের অভিযানসমূহ	২৪৭
১৬.	ঈনিয়াসের অভিযানসমূহ	২৭০
	প্রথম পর্ব : ট্রয় থেকে ইটালি	২৭০
	দ্বিতীয় পর্ব : পাতাল রাজ্যে অবনমন	২৭৭
	তৃতীয় পর্ব : ইটালিতে যুদ্ধ	২৮২
পঞ্চম পর্ব :		
	পুরাণের বিখ্যাত পরিবারসমূহ	২৮৯-৩৪২
১৭.	অ্যাট্রিঘুসের পরিবার	২৯১
	ট্যান্টালাস ও নাইওবি	২৯২
	আগামেমনন এবং তার সন্তানেরা	২৯৫
	টোরিয়দের মাঝে ইফিজিনিয়া	৩০৬
১৮.	থিবিসের রাজ পরিবার	৩১৪
	ক্যাডমাস ও তার সন্তানেরা	৩১৪

সূচিপত্র

ঈডিপাস	৩১৬
অ্যান্টিগনি	৩২২
থিবিসের বিরুদ্ধে সাতজন	৩২৭
১৯. এথেন্সের রাজ পরিবার	৩৩১
সিক্রোপ্স	৩৩১
প্রক্নি এবং ফিলোমিলা	৩৩৩
প্রক্সিস এবং সিকালাস	৩৩৫
অরিথিয়া এবং বোরিয়াস	৩৩৭
ফ্রেউসা এবং আয়ন	৩৩৭
ষষ্ঠ পর্ব :	
অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পুরাণসমূহ	৩৪৩-৩৭০
২০. মিডাস-এবং অন্যান্যরা	৩৪৫
মিডাস	৩৪৫
ঈক্সিউলেপাস	৩৪৭
ডানাইদগণ	৩৪৯
থাকাস এবং সাইলা	৩৫০
এরাইসিক্থন	৩৫৩
পোমোনা এবং ভোরটুম্নাস	৩৫৪
২১. বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো সংক্ষিপ্ত পুরাণ	৩৫৬
সপ্তম পর্ব :	
নর্সদের পুরাণতত্ত্ব	৩৭১-৪০০
নর্স পুরাণতত্ত্বের ভূমিকা	৩৭৩
২২. সিগ্‌নি এবং সিগার্ডের কাহিনী	৩৭৬
২৩. নর্স দেবতাগণ	৩৮২
সৃষ্টি	৩৮৭
নর্স প্রজা	৩৮৯
উদ্ভব-ক্রমিক সারণি	৩৯২







চিরায়ত পুরাণতত্ত্বের উদ্ঘাটন

(প্রাচীন কালের হেলেনীয় যুগটি বর্বর যুগের চাইতে ছিল অধিকতর সূক্ষ্ম চাতুর্যময় ।
আর নির্বুদ্ধিতার অর্গল থেকে তা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি মুক্ত ।)

হেরোডোটাস I : ৬০

বহুকাল পূর্বের অজানা পর্বে মানুষের চিন্তনশীলতা এবং উপলব্ধির ক্ষমতা কেমন ছিল তা উন্মোচিত হয় গ্রিক এবং রোমান পুরাণতত্ত্বে । এর ভেতর দিয়ে আমরা পুনঃআবিষ্কার করতে পারি সভ্য মানুষের অতীতগামী পথটিকে, যারা আজ বাস করে প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে । এর ভেতর দিয়ে আমরা যেতে পারি সেই সব মানুষের কাছে যারা জীবনযাপন করতো প্রকৃতির সাথে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় এবং পুরাণের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তাতেই যা আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই সময়টিতে যখন ধরিত্রী-মাতা ছিল তরুণী এবং মাটির সাথে, বৃক্ষরাজির সাথে, সমুদ্র, ফুল আর পাহাড়গুলোর সাথে তার সন্তানদের ছিল এক আত্মিক যোগাযোগ । অন্য যে কোন কিছুর চাইতে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আমরা নিজেরা আজ তা উপলব্ধি করতে পারি । যখন কাহিনীগুলো নির্দিষ্ট রূপ লাভ করলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম, বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে সামান্যই পার্থক্য ছিল । তখন কল্পনা ছিল সুস্পষ্টভাবেই প্রাণময় এবং তা শৃঙ্খলিত ছিল না যুক্তির বন্ধনে । ফলে, বনের গাছপালার ভেতর দিয়ে কেউ উদ্ঘাটন করতো কোন পলায়নপরা বনদেবীকে, কেউ বা জলপানের জন্য স্বচ্ছ জলাশয়ের ওপর অবনত হয়ে এর গভীরে দেখতে পেতো কোন জলপরীর মুখচ্ছবি ।

অতীতের এই চমৎকার বিষয়গুলোতে পরিভ্রমণের অবাঞ্ছিত দৃশ্যমালা ধারণ করে আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই, যারা কাজ করেছেন চিরায়ত পুরাণতত্ত্ব নিয়ে, বিশেষত কবিকুলের রচনায় । সেই অনন্ত দূরের অতীতে আদিম মানুষেরা—

দেখতে পেতো সমুদ্র থেকে উদীয়মান সূর্যকে ;

কিংবা কানে শুনতে পেতো বৃদ্ধ টুকটুকনের শিঙার-ধ্বনি ।

এবং তার সৃষ্ট পুরাণের মধ্য দিয়ে মুহূর্তের জন্য হলেও আমরা ধারণ করতে পারি সেই অদ্ভুত, সুন্দর ও প্রাণবন্ত জগতের ক্ষণিকের দৃশ্যকে ।

কিন্তু সকল কালের সকল স্থানের সভ্যতার আলোক বিবর্জিত মানুষের জীবন যাত্রার সামান্য অংশের বিবেচনাই সেই রোমান্টিক আকাশকুসুম কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। এই সত্য থেকে আর কিছুই স্পষ্টতর নয় যে, আজকের নিউ গায়ানা কিংবা অপরিমেয় কাল পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক বন্যাতায়, যেখানকারই আদিম মানুষ হোক না কেন, সে তার জগৎকে চাকচিক্যময় কল্পনা এবং মনোরম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভরে তোলে না বা কখনই তোলে নি। কোন উপদেবী বা পরী নয়, আদিম যুগের বনভূমিতে ঔৎ পেতে থাকতো 'বিভীষিকা'। সেখানে বাস করতো 'আতংক', সঙ্গে থাকতো তার নিকট-সহচর 'যাদু কলা' এবং এর সাধারণ আত্মরক্ষার কৌশল 'মানব-বলি'। দৈব যেকোন চরিত্রের ভয়ানক রোমানল থেকে পলায়নের জন্য তখন মানব জাতির প্রধান আশার উৎস ছিল কোন যাদুর কৃত্যে, যা ছিল মূঢ়তাপূর্ণ কিন্তু ক্ষমতাশালী কিংবা কিছু কষ্ট ও যন্ত্রণার বিনিময়ে হলেও কোন উৎসর্গের মাধ্যমে।

গ্রিকদের পুরাণতত্ত্ব

এই অন্ধকার চিত্রটি চিরায়ত পুরাণতত্ত্বের কাহিনীগুলো থেকে যোজন দূরের। পারিপার্শ্বিকের প্রতি আদি কালের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল তা গ্রিকদের কাছ থেকে খুব একটা জানা যায় না। গ্রিক পুরাণকে নৃতাত্ত্বিকগণ কত সংক্ষেপে উল্লেখ করেন তা লক্ষণীয়।

অবশ্যই গ্রিকদের মূলও প্রোথিত ছিল আদিম কালের মাঝেই। অবশ্যই একদা তারাও যাপন করেছিল বন্য জীবন, যা ছিল কদর্য এবং নৃশংস। কিন্তু এই পুরাণগুলো যা উদ্ঘাটন করে তা হলো তারা প্রাচীন পঙ্কিলতা এবং হিংস্রতা কতটা উর্ধ্বে তুলে এনেছে যখন আমরা তাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করলাম। এই কাহিনীগুলোতে সেই সময়ের সামান্য কিছু চিহ্নই কেবল খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা জানি না প্রথম কখন এই কাহিনীগুলো বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল; যখনই তা ঘটে থাকুক, ততদিনে আদিম যুগ বিগত হয়েছে বহুকাল। আমাদের কাছে পৌছানো পুরাণগুলো মহান কবিকুলের সৃষ্টি। গ্রিসের প্রথম লেখ্য প্রমাণটি হলো 'ইলিয়াড'। হোমারের হাত ধরেই গ্রিক পুরাণের যাত্রা শুরু সাধারণভাবে যার সময়কাল খ্রিস্টের জন্মের অনধিক এক হাজার বছর পূর্বে বলে বিশ্বাস করা হয়। 'ইলিয়াড' হলো অথবা এটি ধারণ করে প্রাচীনতম গ্রিক সাহিত্যকে; এবং এটি সৃষ্টি হয়েছিল সমৃদ্ধ, সুস্ব অন্তর্দৃষ্টিময় এবং নান্দনিক ভাষায়, যার পেছনে কাজ করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য মানুষের মস্তিষ্কের উদ্যোগসমূহ; এবং এটি সভ্যতার এক অবিসংবাদিত দলিল। আদি মানুষেরা কেমন ছিল তার উপর গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীগুলো কোন সুস্পষ্ট আলোকপাত করে না। তারা অগাধ আলো ছড়িয়ে দেয় আদি গ্রিকগণ কেমন ছিল তার উপর—এমন একটি বিষয়, যাতে মনে হতে পারে



খ্রিস্টপূর্ব, যিশূখ্রিস্টের সাথে বিসদৃশভাবে, দেবতাদেরকে নির্মাণ করলো তাদের নিষ্কলনের আদলে ।

যে আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কারা তাদের উত্তরাধিকারী, এমনকি শিল্পকলা এবং রাজনীতির প্রেক্ষিতেও। আমরা তাদের সম্বন্ধে এমন কিছু অবগত হই না যা আমাদের কাছে ভিনদেশীয় বলে মনে হয়।

সাধারণ মানুষ প্রায়ই বলে থাকে 'গ্রিক বিশ্বয়'-এর কথা। এই বাক্যাংশটি যা প্রকাশের চেষ্টা করে তা হলো গ্রিসের জাগরণের সাথে এই পৃথিবীরও ঘটলো নবজন্ম। যা কিছু পুরোনো আর জরাজীর্ণ তার সবই এখন অতীত, দেখুন, সব কিছুই এখন হয়ে উঠেছে নতুন। এরকমই কিছু একটা ঘটেছিল গ্রিসে।

এটি কেন ঘটলো বা কখন ঘটলো, সে ব্যাপারে আমাদের আদৌ কোন ধারণা নেই। আমরা শুধু জানি যে, আদিতম গ্রিক কবিদের মাঝে ভোরের মতো আবির্ভূত হলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের পূর্বে পৃথিবীতে সেই স্বপ্ন কেউ কখনো দেখেনি, কিন্তু তাদের পর সেই স্বপ্ন এই পৃথিবীকে কখনো ছেড়ে যায়নি। গ্রিসের উত্থানের সাথে মানুষ হয়ে উঠলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভাবনার জগতে এ ছিল এক বিপ্লব। ইতোপূর্বে মানুষের অর্জন ছিল সামান্যই। গ্রিসেই মানুষ প্রথম অনুধাবন করতে পারলো তার প্রকৃত অবস্থান।

গ্রিকরা তাদের দেবতাদেরকে নির্মাণ করলো তাদের নিজেদেরই ভাবমূর্তিতে। এটি এর আগে আর কখনই প্রবেশ করেনি মানুষের মনে। তখন পর্যন্ত বাস্তবতার সাথে কোন সাদৃশ্য ছিল না দেবতাদের। সকল প্রাণীর সাথে তারা ছিল বিসদৃশ। মিশরে ছিল এক উঁচু অতিকায় মূর্তি, চলৎশক্তিহীন, গতি যার জন্য কল্পনারও অতীত, পাথরের বুকে মন্দিরে বিশাল স্তম্ভগুলোর মতোই প্রোথিত, মানবীয় আকৃতির এক উপস্থাপনা যাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে অমানবীয়। কিংবা এক অনমনীয় মানব-মূর্তি, বিড়ালের মাথায়ুক্ত এক নারী প্রকাশ করছে অনমনীয় ও অমানবিক নিষ্ঠুরতাকে। কিংবা এক দানবাকৃতি রহস্যময় ফিংস যা ছিল সকল প্রাণী থেকে ভিন্নতর। মেসোপটেমিয়াতে ছিল পটভূমিতে প্রায় প্রোথিত এমন সব জন্তুসদৃশ মূর্তি যেগুলো যে কোন পরিচিত জন্তু থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর, পাখির মাথা বিশিষ্ট মানুষ, ঘোড়ের মাথা বিশিষ্ট সিংহ এবং উভয়েরই ছিল ঈগলের ডানা। এগুলো ছিল সেই সব শিল্পীর সৃষ্টি যাদের প্রবণতা ছিল এমন কিছু সৃষ্টি করা যা কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি তাদের মনোভূমি ছাড়া অন্য আর কোথাও, এগুলো ছিল অবাস্তবতার এক পরিপূর্ণ প্রকাশ।

গ্রিক জাগরণ পূর্ব পৃথিবী এদেরকে এবং এদের সদৃশদেরকেই অর্চনা করতো। কেউ শুধু কল্পনায় এদের পাশে কোন দেবতার অতি সাধারণ অস্বাভাবিক সৌন্দর্যময় গ্রিক মূর্তি স্থাপন করলেই উপলব্ধি করতে পারবে পৃথিবীতে কি এক নতুন ধারণার আবির্ভাব ঘটেছে। এর আবির্ভাবের সাথে সাথে বিশ্ব চরম হয়ে উঠলো যুক্তিসিদ্ধ।

সাধু পল বলেছিলেন যে, অদৃশ্যমানকে অনুধাবন করতে হবে দৃশ্যমানের মাধ্যমে। এটি কোন হিব্রু ধারণা ছিল না, এটি ছিল গ্রিক ধারণা। প্রাচীন পৃথিবীতে কেবলমাত্র গ্রিসেই মানুষ আচ্ছন্ন ছিল দৃশ্যমানের মাঝে; তাদের চারপাশের পৃথিবীতে প্রকৃতই যা

কিছু বিরাজ করছিল তার মাঝেই তারা তাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সন্ধান করছিল। ভাস্কর পর্যবেক্ষণ করতো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদেরকে এবং সে উপলব্ধি করতো যে সেই সব শক্তিমান তরুণের দেহসৌষ্ঠবের চেয়ে সুন্দরতর কোন কিছু কল্পনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে নির্মাণ করলো অ্যাপোলোর মূর্তি। পথের দুপাশে যে সব মানুষকে সে অতিক্রম করলো তাদের মাঝেই গল্পকার খুঁজে পেল হার্মিসকে। হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী, সে দেবতাটিকে দেখলো 'যে বয়সে যৌবন তার স্নিগ্ধতম পর্যায়ে থাকে সেই বয়সের এক যুবক রূপে'। গ্রিক শিল্পী এবং কবিকুল উপলব্ধি করলো কত সুন্দর হতে পারে একজন মানুষ—ঋজু, দ্রুত এবং শক্তিশালী। তাদের সৌন্দর্য সন্ধানে সে এনে দিল পরিপূর্ণতা। তাদের ইচ্ছে ছিল না এমন কোন অলীক কল্পনাকে সৃষ্টি করার যা একটি অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের মনোলোকে। গ্রিসের সকল শিল্পকলা এবং চিন্তা-চেতনা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়লো মানুষের মাঝে।

স্বভাবতই মানবিক দেবতারা স্বর্গকে গড়ে তুললেন এক সুখকর ও অনুকূল স্থানরূপে। গ্রিকরা এতে স্বাস্থ্য বোধ করলো। তারা জানলো স্বর্গলোকবাসীরা সেখানে কি করতেন, তারা কি পানাহার করতেন, কোথায় আয়োজিত হতো বিশেষ ভোজসভাগুলো এবং কিভাবে তারা নিজেদের বিনোদনের ব্যবস্থা করতেন। অবশ্যই তারা ছিলেন ভীতিপ্রদ এবং শক্তিমান। আর যখন তারা ক্রোধাধিত হতেন তখন তারা হয়ে উঠতেন খুবই বিপজ্জনক। তথাপি, উপযুক্ত সমীহ ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে একজন মানুষ তাদের সাথে যথেষ্ট সাবলীল থাকতে পারতো। এমনকি সে তাদের সাথে হাসি-তামাশা করারও পূর্ণ স্বাধীনতা পেতো। জিউস, যিনি তার অবৈধ প্রণয়-সম্পর্কগুলোকে তার স্ত্রীর কাছে থেকে আড়াল করার জন্য সদা তটস্থ থাকতেন, রঙ্গ-রসের জন্য তিনি বরাবরই ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। গ্রিকরা তাকে উপভোগ করতো এবং এ কারণে তারা তাকে পছন্দ করতো আরো বেশি। হাস্য-রস সৃষ্টিতে হেরা ছিলেন এক সার্বক্ষণিক চরিত্র, চিরচেনা এক ঈর্ষাকাতর স্ত্রী, তার স্বামীকে বিভ্রান্ত করে দেয়ার জন্য এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার উদ্ভাবন-কুশল চাতুর্যসমূহ বিরক্ত করার চাইতে গ্রিকদেরকে আনন্দই দিত বেশি, যেমনটি দিয়ে থাকে আজকের দিনে হেরার আধুনিক সংস্করণরা। এই কাহিনীগুলো পুরুষদের প্রতি জাগালো বন্ধু মূলভ অনুভূতি। একটি মিশরীয় ফ্রিংস বা অ্যাসিরীয় শাব্বি-সদৃশ জতুর উপস্থিতিতে হাসি-তামাশা ছিল অকল্পনীয়, কিন্তু এটি অনিশ্চয়্যে ছিল খুবই স্বাভাবিক, এবং তা দেবতাদেরকে করে তুললো সাহচর্য-যোগ্য।

পৃথিবীতেও দেবতারা ছিলেন মানবীয় দৃষ্টিতে অতিশয় আকর্ষণীয়। চমৎকার যুবক-যুবতীর সৌন্দর্য-সুধাসহ তারা ভরে তুলতো বনভূমি, পর্বতের অরণ্যানী, সমুদ্রকে—সুন্দর পৃথিবী ও তার উজ্জ্বল জলরাশির সাথে একতান ধরে তোলার জন্য।

এই হলো গ্রিক পুরাণতত্ত্বের বিষয়—এক মাদনিকতাময় জগৎ, মানুষ মুক্তি পেলো এক অমিত শক্তিধর 'অজানা'-র পিছু-তাড়া থেকে। ভয়ংকর যে অজ্ঞেয়তাসমূহকে অন্য সব স্থানে উপাসনা করা হতো, এবং মর্ত, বায়ু ও সমুদ্র আকীর্ণ ছিল যে সকল ভীতিকর

প্রত্যক্ষা দ্বারা, সেগুলো নিষিদ্ধ হলো গ্রিসে। এটি বলা অশোভন মনে হতে পারে যে, যারা এই পৌরাণিক কাহিনীগুলোর স্রষ্টা তারা অপছন্দ করতো অযৌক্তিক কোন কিছুকে এবং সত্যের প্রতি তাদের ছিল কোন অনুরাগ ; কিন্তু এটি সত্য যে কাহিনীগুলোর কিছু কিছু কি অসম্ভব চমৎকারিত্বময়। যে কেউ এগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে উদ্ঘাটন করতে পারে যে, এমনকি সবচেয়ে অর্থহীন কাজটিও সংঘটিত হয় এমন এক জগতে যা অনিবার্য-ভাবেই যুক্তি নির্ভর এবং সত্য। হারকিউলিস, যার জীবন ছিল উদ্ভট দানবদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রাম-গাঁথা, সর্বদাই বলা হয়ে থাকে যে, তার আবাস ছিল থিবিসে। সমুদ্রের ফেনা থেকে জ্ঞাত আফ্রোদিতির জন্মস্থানের সঠিক অবস্থানটি প্রাচীন কালের একজন পর্যটকও পরিদর্শন করতে পারতেন ; এটি ছিল সিথেরা দ্বীপের সমুদ্র উপকূল থেকে সামান্য দূরবর্তী। পক্ষীরাজ হোড়া পেগাসাস সারা দিন ভর বায়ুতে ভেসে বেড়িয়ে প্রতিরাতে চলে যেতো করিন্থের এক আরামপ্রদ আস্তাবলে। লোকালয়ের একটি পরিচিত স্থানীয় আবাস সকল পৌরাণিক চরিত্রকে দিল বাস্তবতার ছোঁয়া। এই সংমিশ্রণটিকে ছেলেমি বলে মনে হলেও ভেবে দেখুন এই নীরেট পটভূমিকাটি তার তুলনায় কতটা আশ্বাসদায়ক এবং কতটা কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন, যখন একে তুলনা করা হয় আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পন্ন দৈত্যের সাথে যে শূন্য থেকে চলে আসে যখন আলাদিন তার চেরাগটিকে ঘষতে থাকে এবং কাজ শেষেই সে চলে যেত সেই শূন্যে।

আতংকজনক অযৌক্তিকতার কোন স্থান নেই চিরায়ত পুরাণতত্ত্বে। গ্রিক পূর্ব এবং গ্রিক পরবর্তী পৃথিবীতে যে জাদুবিদ্যার এত প্রভাব, তার এখানে কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। কোন পুরুষ চরিত্র নেই এবং আছে কেবল ভয়ংকর ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি নারী চরিত্র। পৈশাচিক জাদুকর এবং কদাকার ডাইনী বুডিসমূহ যারা নিকট অতীতেও প্রায়শ উদ্ভিত হতো ইউরোপ এবং আমেরিকাতে, তাদের কোন ভূমিকাই নেই এই কাহিনী গুলোতে। সার্সি এবং মিডিয়া কেবলমাত্র এই দুজনই হলো ডাইনী এবং তারা ছিল তরুণী ও অতুলনীয় সুন্দরী—ভয়ানক নয়, চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন ব্যাবিলনের যুগ হতে আজকের দিন পর্যন্ত যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটলো, তা চিরায়ত গ্রিসে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল অনেক কাহিনী কিন্তু এমন কোন ধারণার সূত্রপাত ঘটেনি যা প্রভাবিত করতে পারে মানুষের জীবন ধারাকে। অবশেষে নক্ষত্র থেকে গ্রিক মানসলোকে উদ্ভব ঘটলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের। এমন একটি কাহিনীও নেই যেখানে রয়েছে জাদুবিদ্যা সম্পন্ন কোন ভয়ংকর যাজক যে জয় করতে পারে বা আনুকূল্য আদায় করতে পারে দেবতাদের। যাজকদের উপস্থিতি খুবই কম এবং তাদের ভূমিকাও ছিল অতি নগণ্য। ‘অডিসি’-তে অডিসিয়ুসের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে যখন তার পদপ্রান্তে অবনত হয় এক যাজক আর এক কবি, তখনই বীর অডিসিউস অবলীলায় হত্যা করেন যাজকটিকে, কিন্তু পরিত্রাণ পেয়ে যায় কবিটি। হোমার বলেন, যে মানুষটি স্বর্গীয় শিল্প কলায় দীক্ষিত তাকে হত্যা করতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হন এক শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ে। যাজকের উপর নয়, কবির উপরেই রয়েছে স্বর্গীয় প্রভাব—আর একজন কবি কখনই হতে পারে না মানুষের ভয়ের কারণ। অন্যান্য স্থানে ভূত-প্রেতের ধারণা যে

ব্যাপক ও আতংক-সঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে তার কোন অস্তিত্ব নেই কোন গ্রিক কাহিনীতে। 'অডিসিউস'-এ যে মৃতদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে 'করণাকামী মৃত' বলে, তাদেরকে ভয় পেত না গ্রিকগণ।

গ্রিক পুরাণের জগৎ মানবাত্মার জন্য কোন আতংক-জাগানিয়া স্থান ছিল না। এটা ঠিক যে, দেবতাগণ ছিলেন বিব্রতকর রকমের অবোধ। কেউ কখনো বলতে পারতো না জিউসের বজ্রপাতটি কোথায় আঘাত করবে। তথাপি, অতি অল্প সংখ্যক এবং অগুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল দৈব চরিত্রই ছিলেন মানবীয় সৌন্দর্যে অপরূপ সৌন্দর্য মণ্ডিত। আর, মানবিকভাবে সৌন্দর্যময় কোন কিছু তো ভীতিপ্রদ হতে পারে না। প্রাচীন কালের গ্রিক পুরাণবেত্তারা আতংকে আকীর্ণ পৃথিবীকে পরিণত করলেন সৌন্দর্যের লীলা ভূমিতে।

এই আলোকিত দৃশ্যপটে আছে কিছু অন্ধকারও। পরিবর্তনটি ঘটেছিলো ধীরলয়ে এবং তা কখনোই পায় নি পূর্ণতা। মানবীয় দেবতারা দীর্ঘদিনে তাদের উপাসনাকারীদের উন্নতি বিধান করতে পেরেছিলেন সামান্যই। তারা ছিল তুলনারহিত সৌন্দর্যের অধিকারী ও অধিকতর ক্ষমতালালী এবং তারা অবশ্যই ছিলেন অমর; কিন্তু তারা প্রায়শই এমন সব আচরণ করতেন একজন শিষ্ট নর বা নারীর পক্ষে যা করা কখনই শোভন নয়। 'ইলিয়াড'-এ যেকোন দৈব চরিত্রের তুলনায় হেক্টর হলেন অধিকতর মহৎ এবং অ্যাথেনা বা আফ্রোদিতির তুলনায় অ্যাজ্জোমাকি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। হেরা আদ্যস্ত একজন অতি নগণ্য সহমর্মিতা সম্পন্না দেবী। প্রায় সকল দীপ্তিমান দৈব চরিত্রই আচরণ করতে পারতেন নিষ্ঠুর এবং ঘৃণ্যভাবে। ন্যায়-অন্যায়ের খুব সামান্য ধারণাই বিরাজ করতো হোমারের স্বর্ণে, এবং তার পরেও আরো অনেক কাল ধরে।

আছে আরো একটি অন্ধকার দিক। আরো এক কালের পরিচয় মেলে যখন ছিল জন্তুরূপী দেবতা। স্যাটাররা ছিল অর্ধমানব ও অর্ধছাগরূপী দেবতা এবং সেন্টররা ছিল অর্ধ মানব, অর্ধ ঘোড়া। হেরাকে প্রায়ই বলা হয় 'গাভীর মুখাকৃতি সম্পন্ন', যেন এই বিশেষণটি তার সাথে কোনভাবে জুড়ে থাকতো স্বর্গীয় গাভী থেকে স্বর্গের অতি মানবীয় রাণীতে রূপান্তরের সকল পর্যায়ে। এমন কিছু কাহিনীও আছে যেগুলো স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে এমন এক সময়ের দিকে যখন প্রচলন ছিল মানব বলির। কিন্তু যা বিশ্বাস্যকর তা হলো, আদিম বিশ্বাসের এ সকল নিদর্শন যত্রতত্র বিরাজ করতো না। অন্ধৃত ব্যাপার হলো এই যে, এগুলো সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য।

অবশ্যই পৌরাণিক দানব বর্তমান ছিল যেকোন সংখ্যক আকৃতি নিয়ে—

গর্গন, হাইড্রা এবং কিমেরার ভয়ানকতা,

কিন্তু সেখানে তাদের উপস্থিতি শুধুমাত্র বীরদেরকে তাদের গৌরবের প্রাপ্য পুরস্কার এনে দেয়ার জন্য। তাদেরকে বাদ দিয়ে কল্পিত কোন জগতে কি'বা করার থাকতো একজন বীরের? তারা সর্বদা বীরের কাছে পরাস্ত হতো। পুরাণের মহান বীর, হারকিউলিস হতে পারেন গ্রিসের নিজেরই এক রূপক চরিত্র। তিনি যুদ্ধ

করলেন দানবদের সাথে এবং মুক্ত করলেন পৃথিবীকে তাদের কবল থেকে, যেমনটি গ্রিস পৃথিবীকে মুক্ত করলো মানবিকতার উপর অমানবিক শৃঙ্খলের পৈশাচিকতা থেকে।

গ্রিক পুরাণতত্ত্ব বেড়ে উঠেছে মূলত দেব-দেবীদের কাহিনী নিয়ে। কিন্তু একে গ্রিক ধর্মের বিবরণ স্বরূপ কোন 'গ্রিক বাইবেল' হিসেবে পাঠ করা উচিত নয়। সবচেয়ে আধুনিক ধারণা অনুযায়ী বিস্তৃত পুরাণের সাথে ধর্মের কোন সম্পৃক্ততা নেই। এটি প্রকৃতিরই কোন কিছুর ব্যাখ্যা, উদাহরণ স্বরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবকিছু কিভাবে অস্তিত্বশীল হলো : মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা ও পুষ্পরাজি, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্রমালা, ঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, যা কিছু বিদ্যমান এবং যা কিছু সংঘটিত হয়। বজ্র এবং আলোক সম্পাত ঘটতো তখনই যখন জিউস সজোরে নিষ্ক্ষেপ করতেন তার বজ্র। একটি আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এই কারণে যে, পর্বতের ভিতর বন্দি হয়ে আছে এক কিস্তৃত-কিমাংকার প্রাণী, যে সর্বদা চেষ্টা চালাচ্ছে মুক্তির জন্য। ডিপার যে নক্ষত্রপুঞ্জকে সপ্তর্ষিমণ্ডলও বলা হয়, কখনো অস্ত যায় না দিগন্তে, কারণ একদা এক দেবী এর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং আদেশ করেছিলেন যে এটি কখনো সমুদ্রে অস্ত যাবে না। পুরাণ হলো আদি বিজ্ঞান, মানুষ তার চারপাশে যা দেখলো তাকে ব্যাখ্যা করা জন্য তার প্রথম প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু এমন অনেক তথাকথিত পুরাণ আছে যেগুলো আদৌ কোন কিছু ব্যাখ্যা করে না। পিগম্যালিয়ন এবং গ্যালাতিয়ার কাহিনী তারই এক নির্দশন ; প্রকৃতির কোন ঘটনার সাথে এর কোন সংস্রব নেই। স্বর্ণমেষের চামড়া আনার অভিযান, অর্ফিউস এবং ইউরিদাইস, বা এরূপ আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো প্রকৃতি-বিযুক্ত। এই সত্যটি এখন সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে গেছে ; এবং প্রতিটি পৌরাণিক নায়িকার মাঝে আমাদেরকে আর চেষ্টা করতে হয় না চাঁদ বা ভোরকে খোঁজার এবং প্রতিটি বীরের জীবনে আমরা আর সন্ধান করি না কোন সূর্য-পুরাণকে। এই কাহিনীগুলো আদি বিজ্ঞান, আবার, আদি সাহিত্যও বটে।

কিন্তু সেখানে ধর্মও অস্তিত্বশীল। পটভূমিকায় এটি নিশ্চিতভাবেই আছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা খুব সাদামাটাভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষের কি প্রয়োজন এবং দেবতাদের মাঝে তারা কি পেতে চায় হোমার থেকে ট্রাজেডি তৈরিতে আগণ এবং এমনকি আরো পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিধৃত রয়ে গেছে তার এক সুগভীর উপলব্ধি।

এটি প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বজ্র-দেবতা জিউস একদা ছিলেন এক বৃষ্টি-দেবতা। তিনি ছিলেন সূর্যের চেয়েও পটুতর, কারণ পাহাড়-পর্বতময় গ্রিসে সূর্যালোকের চাইতেও বেশি প্রয়োজন ছিল বৃষ্টির এবং দেবকুল শ্রেষ্ঠ হতে পারবেন তিনিই যিনি তার মর্চণাকারীদেরকে দিতে পারবেন তাদের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, পানি। কিন্তু হোমারের জিউস প্রকৃতির কোন সত্য নন। তিনি এমন এক জগতের অধিবাসী যেখানে লেগেছে সভ্যতার ছোঁয়া, এবং অবশ্যই তার রয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের এক মাপকাঠি। নিশ্চিতভাবেই তা খুব উচ্চমার্গের নয় এবং

মনে হয় তা প্রধানত প্রয়োগ করা হতো অন্যদের উপর, নিজের উপর নয় ; কিন্তু মিথ্যাচারী এবং অসীকার ভঙ্গকারীকে তিনি শাস্তি প্রদান করেন ; মৃতদের প্রতি যেকোন অন্যায় আচরণে তিনি ক্রোধাক্ত হন । এবং তিনি সহানুভূতি দেখান ও সাহায্য করেন বৃদ্ধ প্রায়ামকে যখন তিনি একিনিসের কাছে শরণাগত হন । 'অডিসি'-তে তার স্থান আরো উঁচুতে । শূকরের রাখাল সেখানে বলে যে, দীন দরিদ্র এবং আগন্তুকরা জিউসের কাছ থেকে আগত এবং যে তাদেরকে সাহায্য করে না সে পাপাচার করে জিউসেরই বিরুদ্ধে । হেসিওড, যিনি 'অডিসি'-র অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের, যদি আদৌ তা হয়ে থাকে, বর্ণনা করেন এমন একজন মানুষকে যে দুর্ব্যবহার করে শরণার্থী এবং আগন্তুকদের প্রতি, অথবা যে অন্যায় আচরণ করে পিতৃমাতৃহীন শিশুদের সাথে, 'সেই লোকটির উপর জিউস ক্রুদ্ধ ।'

অতঃপর জিউসের সহচর হলেন ন্যায়-দেবী । তা ছিল এক নতুন ধারণা । 'ইলিয়াড'-এ বর্ণিত জলদস্যুদের দলপতিরা চায়নি ন্যায় বিচার । তারা অর্জন করতে চেয়েছিল যা খুশি তা পাওয়ার সামর্থ্য, কারণ তারা ছিল শক্তিশালী এবং তারা চেয়েছিল এমন এক দেবতা যে থাকবে সবলের পক্ষে । কিন্তু দরিদ্রদের জগতের প্রতিনিধি হেসিওড, যিনি ছিলেন এক চাষী, জানতেন যে, দরিদ্রদেরকে অবশ্যই পেতে হবে এক ন্যায়বান দেবতা । তিনি লিখলেন, 'মাছ এবং বন্য জীব জন্তু আর বাতাসে উড়ন্ত পাখিরা ভক্ষণ করে ফেলে একে অপরকে । কিন্তু জিউস মানুষকে দিয়েছেন ন্যায় বিচার । সিংহাসনে আসীন জিউসের পাশে বসে আছেন ন্যায়-দেবী ।' এই উদ্ধৃত অংশটি প্রমাণ করে যে অসহায়দের বিশাল এবং তিক্ত প্রয়োজনের খবরটি পৌঁছে যাচ্ছিল স্বর্গ অবধি এবং সবলের দেবতা পরিণত হয়ে যাচ্ছিলেন দুর্বলের ত্রাণকর্তায় ।

কাজেই এক প্রণয়াকুল জিউস, এক কাপুরুষ জিউস এবং এক হাস্যকর জিউসের কাহিনীগুলোর পশ্চাতে আমরা লক্ষ্য করি আরও এক জিউসের আবির্ভাব, কারণ জীবনের কি দাবি এবং যে দেবতাদেরকে সে উপাসনা করে তাদের কাছে তার কি প্রয়োজন সে ব্যাপারে মানুষ ক্রমশ অধিকতর সচেতন হয়ে উঠছিল । ক্রমেই এই জিউস স্থানচ্যুত করছিলেন অন্যান্যদেরকে যতক্ষণ না তিনি জুড়ে বসলেন সম্পূর্ণ দৃশ্যপট । দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের লেখক ডায়ো ক্রিসোস্টোমের বর্ণনায় তিনি হয়ে উঠলেন : 'আমাদের জিউস, প্রতিটি মঙ্গলকর বস্তুর দাতা, মানবজাতির পিতা, রক্ষাকারী এবং অভিভাবক ।'

'অডিসি' বর্ণনা করে 'সকল মানুষের প্রার্থিত সেই দ্বিধা চরিত্র' রূপে এবং আরও বহু বছর পর এরিস্টটল বললেন, 'সেই উৎকর্ষ যা মরণশীল মানব প্রজাতির অনেক পরিশ্রমের ফল ।' আদিতম পুরাণবেত্তাদের মতে গ্রিকদের ছিল ঐশ্বরিকতা ও উৎকর্ষের এক নিগূঢ় উপলব্ধি । এগুলোর প্রতি তাদের আকাজক্ষা এতই তীব্র ছিল যে তারা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে দেখার পূর্ব পর্যন্ত নিজেদের প্রয়াস ত্যাগ করলো না যতক্ষণ না বজ্র এবং বজ্রালোক পরিণত হলো 'চিরায়ত পিতায়' ।

পুরাণতত্ত্বের গ্রিক এবং রোমান লেখকবৃন্দ

চিরায়ত পুরাণতত্ত্বের কাহিনী নিয়ে রচিত বেশিরভাগ পুস্তক প্রধানত নির্ভর করে ল্যাটিন কবি ওভিদের উপর, যিনি লিখেছিলেন অগাস্টাসের রাজত্বকালে। ওভিদ হলেন পুরাণতত্ত্বের এক সংক্ষিপ্তসার। এই প্রেক্ষিতে অন্য কোন প্রাচীন লেখক তার সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বর্ণনা করলেন প্রায় সবগুলো কাহিনী এবং তিনি তা করলেন এক বিশাল অবয়বে। সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে সুপরিচিত কাহিনীগুলো মাঝে মাঝে চলে আসে আমাদের কাছে কেবলমাত্র তার লেখনীর মাধ্যমে। এই বইতে আমি তাকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন বড় কবি এবং এক দক্ষ গল্পকার এবং পুরাণকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে তার ছিল এমন এক সামর্থ্য যাতে তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন কি অসাধারণ বিষয়বস্তু এরা তার কাছে প্রকাশ করতো; কিন্তু আমাদের আজকের দিনের তুলনায় তিনি দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে সেগুলো থেকে চলে গিয়েছিলেন অনেক দূরে। সেগুলো তার কাছে ছিল স্রেফ নির্বোধ শব্দাচার। তিনি লিখলেন—

আমি বোকার মতো কেবল বলে যাচ্ছি প্রাচীন কবিদের উৎকট
মিথ্যাকে নিয়ে,
যা কোন কালেই চোখে পড়ে নি মানুষের।

তিনি কার্যত তার পাঠককে বলেন, 'তাদের ভুল্‌লতায় কিছু মনে করো না। আমি তাদেরকে এমন, চমৎকারভাবে সাজিয়ে তুলব যে তারা হয়ে উঠবে তোমাদের অতি প্রিয়।' এবং তিনি তাই করেন, প্রায়ই অতি সুচারুভাবে, কিন্তু প্রাচীন গ্রিক কবি হেসিওড এবং পিভারের কাছে যে কাহিনীগুলো ছিল বাস্তব ও গভীর শ্রদ্ধা জাগানিয়া সত্য এবং গ্রিক ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের কাছে যেগুলো ছিল গভীর ধর্মীয় সত্য, তার হাতে সেগুলো হয়ে উঠলো যথার্থ গল্প, কখনো রসালো ও আনন্দদায়ক, প্রায়শই আবেগ সম্পৃক্ত এবং চরমভাবে বাগাড়ম্বরপূর্ণ। গ্রিক পুরাণবেত্তারা বাগাড়ম্বরপ্রবণ নন এবং ভাবপ্রবণতা থেকেও যথেষ্ট মুক্ত।

যে সকল প্রধান লেখকের মাধ্যমে পুরাণসমূহ আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার তালিকাটি নাতিদীর্ঘ। অবশ্যই এর শীর্ষ নামটি হলো হোমার। 'ইলিয়াড' এবং 'অডিসি' হলো, বা আরো যথাযথভাবে বললে, ধারণ করে আমাদের কাছে আগত প্রাচীনতম গ্রিক রচনাসমূহকে। এদের কোন অংশ বিশেষের রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করার কোন উপায় নেই। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক মতদ্বৈততা এবং নিঃসন্দেহে তা চলতেই থাকবে। সে ধরেই হোক, দুটি গ্রন্থের মধ্যে অধিকতর আগেরটি 'ইলিয়াড'-এর রচনাকাল নির্ধারিতভাবেই ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে ধরা হয়।

এই গ্রন্থের সর্বত্র সন সমূহকে খ্রিস্টপূর্ব বলে বুঝতে হবে, যদি না কোথাও তা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়।

তালিকার দ্বিতীয় লেখকটিকে কখনো ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকের, কখনো বা খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের বলে। হেসিওড ছিলেন এক দরিদ্র কৃষক যার জীবন ছিল কষ্ট আর তিক্ততায় যাপিত। এই রূঢ় পৃথিবীতে কিভাবে যাপন করতে হয় একটি সুন্দর জীবন তা দেখানোর চেষ্টা করলো তার সেই কাব্য 'কাজ এবং দিনসমূহ' এবং 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'-র সুশোভন মহিমার সাথে এত চমৎকার প্রতিভুলতা আর হতে পারে না। কিন্তু দেবতাদের নিয়ে হেসিওডের অনেক কিছু বলার ছিল এবং দ্বিতীয় কাব্য 'থিওগোনি', যাকে সচরাচর তার রচনা বলেই ধরা হয়, পুরোপুরিভাবেই পুরাণতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট। যদি হেসিওড প্রকৃতই তা রচনা করে থাকেন, তবে এক বিনীত কৃষক, যিনি বাস করতেন নগর থেকে বহুদূরের এক নিভৃত পল্লীতে, তিনি ছিলেন গ্রিসের প্রথম মানুষ যার মধ্যে জাগলো বিশ্বয় বোধ—কিভাবে সবকিছু ঘটলো, এই পৃথিবী, এই আকাশ, দেবতাগণ, মানব জাতি এবং ঝুঞ্জে পেতে চাইলেন তার কোন ব্যাখ্যা। হোমারকে কখনো স্পর্শ করে নি কোন বিশ্বয়। 'থিওগোনি' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং দেবতাদের প্রজন্মসমূহের এক বিররণী, এবং এটি পুরাণতত্ত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর বিভিন্ন ক্রম অনুযায়ী আসে হোমারের 'স্তোত্রগীত'সমূহ, যে কবিতাগুলো রচিত হয়েছিলো বিভিন্ন দেবতাদেরকে বন্দনা করে। এদের রচনাকাল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবে বেশিরভাগ বিদ্বজ্জনই এদের প্রাচীনতমটিকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষের দিকের অথবা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের প্রথম দিকের বলে বিবেচনা করেন। এরূপ তেত্রিশটি রচনা আছে এবং এদের মধ্যে শেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা সম্ভবত চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সে রচিত।

গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবি পিভার খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে লেখা শুরু করেন। গ্রিসের প্রধান জাতীয় উৎসবগুলোতে, বিভিন্ন খেলায় বিজয়ীদের সম্মানে তিনি রচনা করেন স্তুতিমূলক গাথা। তাঁর প্রতিটি কবিতায় বিবৃত হয়েছে বা প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে পুরাণ। পুরাণতত্ত্বে পিভার হেসিওডের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ট্র্যাজেডির তিনজন রচয়িতার মধ্যে প্রবীণতম জন ঈক্কিলাস ছিলেন পিভারের সম-সাময়িক। সফোক্লিস এবং ইউরিপিদেস নামের অপর দুজন ছিলেন কিছুটা তরুণ। তরুণতম জন ইউরিপিদেস মারা যান খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষদিকে। স্যালামিসে পারস্য দেশীয়দের বিরুদ্ধে গ্রিকদের বিজয় উদ্‌যাপন উল্লস্কে রচিত ঈক্কিলাসের 'পারস্যবাসীরা' ব্যতীত সকল নাটকেই রয়েছে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু। হোমারের সাথে তারাও পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

কমেডির মহান রচয়িতা অ্যারিস্টোফেনেস, যিনি জীবিত ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষভাগ হতে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রারম্ভিক পর্যন্ত, প্রায়শই উল্লেখ করেন পুরাণের কথা, যেমনটি করে থাকেন দুজন মহান গদ্য লেখক ইরোরোপের প্রথম ইতিহাসবেত্তা, হেরোডোটাস, যিনি ছিলেন ইউরিপিদেসের একজন সমসাময়িক এবং দার্শনিক প্লেটো, যিনি জীবিত ছিলেন তার এক প্রজন্ম পরেও।

আলেকজান্দ্রীয় কবিগণ জীবিত ছিলেন ২৫০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের দিকে। তাদেরকে একরূপ সম্বোধন করা হয় এই কারণে যে, তাদের সময়েই গ্রিক সাহিত্যের কেন্দ্রটি গ্রিস হতে সরে গেছে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে। রোডসের অ্যাপোলোনিয়াস সবিস্তারে লিখলেন স্বর্ণমেষের চামড়া আনার অভিযানের কথা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু পুরাণ। তিনি এবং অন্য তিনজন আলেকজান্দ্রীয় যারাও লিখেছিলেন পুরাণতত্ত্ব নিয়ে, মেষপালক ও পল্লীজীবন বিষয়ক কবি থিওক্রিটাস, বায়ন এবং মন্ডাস হারিয়ে ফেললেন দেবতাদের উপর হেসিওড এবং পিভারের বিশ্বাসের সরলতাটুকু এবং ট্রাজিক কবিদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও ভাব-গাভীর্য থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন; কিন্তু তারা ওভিদের মতো লঘুচিন্তা নন।

পুরাণতত্ত্বে খ্রিষ্ট পরবর্তী দ্বিতীয় শতকের আরো দুজন লেখক—একজন ল্যাটিন, আর একজন গ্রিক, যথাক্রমে আপুলিয়াস এবং লুসিয়ানের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিউপিড এবং সাইকির বিখ্যাত কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন শুধুমাত্র আপুলিয়াস, যার রচনাশৈলী অনেকটা ওভিদের মতো। লুসিয়ানের লেখার ধরনটি একেবারেই স্বতন্ত্র। তিনি দেবতাদেরকে বিদ্রোহিত চরিত্রে পরিণত করলেন। তার সময়ে দেবতারা হয়ে উঠলো তামাশার বিষয়। তবুও এভাবেই তিনি দেবতাদের সম্পর্কে প্রদান করলেন যথেষ্ট বিবরণ।

আরও একজন প্রাচীন গ্রিক লেখক অ্যাপোলোডোরাস, ওভিদের পরেই সবচেয়ে বিপুলায়তন কাজ করে গেছেন পুরাণতত্ত্ব নিয়ে কিন্তু হিসেবে ওভিদের বিপরীতে তিনি অতিরিক্ত বস্ত্রনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন। তার রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হতে খ্রিষ্ট-পরবর্তী নবম শতাব্দীর মাঝে বিভিন্ন সময়কে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজ বিদ্বজ্জন জে. জি ফ্রেজার তার রচনাকালকে আমাদের যুগের প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের বলে ধারণা করেন।

সর্বকালের প্রথম নির্দেশিকার রচয়িতা অত্যুৎসাহী গ্রিক পর্যটক পসানিয়াস তার ভ্রমণকৃত স্থানসমূহে ঘটে যাওয়া পৌরাণিক ঘটনাসমূহের যথেষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। খ্রিষ্ট পরবর্তী দ্বিতীয় শতক অবধি তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু কোন কাহিনী নিয়ে তার মনে কখনো কোন প্রশ্ন জাগেনি। তিনি এদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে।

রোমান লেখকদের মধ্যে পুরোধা হলেন ভার্জিল। তিনি পুরাণের উপর তার সমসাময়িক ওভিদের চাইতে অধিক বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু তিনি তাদের মাঝে খুঁজে পেলেন মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশিষ্ট পৌরাণিক চরিত্রসমূহের মাঝে মর্তের জীবন সম্ভারিত করলেন।

আরো অনেক রোমান কবি লিখে গেছেন পুরাণ নিয়ে। ক্যাটালাস বর্ণনা করেছেন কিছু কাহিনী এবং কতকগুলোর পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন হোরেস, কিন্তু কেউই পুরাণতত্ত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নন। সকল রোমানের কাছে এই কাহিনীগুলো ছিল খুব দূরের, ম্রিয়মাণ ছায়ার মত। গ্রিক পুরাণতত্ত্বের যে কোন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হলেন গ্রিক লেখকগণ, যারা বিশ্বাস করতেন তা, যা তারা লিখে গেছেন।

প্রথম পর্ষ
দেবতাবৃন্দ, সৃষ্টিজগৎ এবং আদিতম বীরগণ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



এক দেবতাবৃন্দ

(‘এক প্রাচীন গৌরবের অদ্ভুত অস্পষ্ট অংশ, স্বর্গীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, যারা স্বাস-
শ্বাস নেয় সেই সুদূর জগতে যেখান থেকে তারা এসেছে, স্বর্গের হারিয়ে যাওয়া নির্মাণ
আর অলিম্পীয় বায়ুতে।’)

দেবতারা সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তা বিশ্বাস করতো না গ্রিকগণ। এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা ছিল ভিন্নতর : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সৃষ্টি করেছে দেবতাবৃন্দকে। দেবতাদের পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল স্বর্গ-নরকের। তারাই ছিলেন প্রথম পিতা-মাতা। টাইটানগণ ছিলেন তাদের সন্তান-সন্ততি এবং দেবতারা ছিলেন টাইটানদের সন্তান।

টাইটানগণ এবং বারোজন শ্রেষ্ঠ অলিম্পীয়

টাইটানগণ, যাদেরকে প্রায়শই বলা হয় আদি দেবতাবৃন্দ, অজানাকাল ধরে ছিলেন এই বিশ্ব চরাচরের সর্বাধিকারী। তাদের ছিল বিশালবল এবং তাদের শক্তি ছিল অবিশ্বাস্য। তারা সংখ্যায় ছিলেন অনেকজন, কিন্তু পুরাণের পাতায় ঠাই হয়েছে তাদের অল্প কয়েক জনের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ক্রোনাস, ল্যাটিন ভাষায় স্যাটার্ন। তিনি অন্যান্য টাইটানদেরকে শাসন করলেন ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তার পুত্র জিউস সিংহাসনচ্যুত করলেন তাকে এবং নিজেই দখল করলেন সর্বময় ক্ষমতা। রোমানরা বলে যে, যখন জুপিটার, (যে নামে তারা জিউসকে সম্বোধন করে) সিংহাসনে আরোহণ করলেন, স্যাটার্ন পালিয়ে গেলেন ইতালিতে এবং সূচনা করলেন স্বর্ণযুগের, পরম শান্তি ও সুখের সেই কাল যা টিকেছিল তার শাসনামলের শেষ পর্যন্ত।

অপর উল্লেখযোগ্য টাইটানরা হলেন ওস্যান, যে বীজী ধরিত্রীকে বৃন্তের মতো ঘিরে রাখে বলে মনে করা হতো, তার স্ত্রী টেটিস, সূর্যদেবতা, চন্দ্রদেবী এবং উষাদেবীর পিতা হাইপেরিয়ন, স্মরণশক্তির দেবী নিমোসিনি, আইন ও ন্যায়ের দেবী থেমিস ; আইয়্যাপেটাস যিনি তার পুত্রদ্বয়, অ্যাটলাস, যিনি তার কাঁধে বহন করেছিলেন পুরো পৃথিবীকে, এবং প্রমিথিউস, যিনি ছিলেন মানবজাতির রক্ষাকর্তা-

এর কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। জিউসের আবির্ভাবের ফলে আরো অনেক আদি দেবতার সাথে এরাই কেবল বিতাড়িত হলেন না, কিন্তু গুরুত্বের বিবেচনায় হলেন অবনমিত।

যে সকল দেবতা টাইটানদের উত্তরসূরি হিসেবে এলেন তাদের মধ্যে বারোজন অলিম্পীয় ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাদের বাসস্থান অলিম্পিয়া ছিল বলে তাদেরকে অলিম্পীয় বলা হতো। তবে, অলিম্পাস কি ছিল তা বলা খুব সহজ নয়। এটি সন্দেহাতীত যে প্রথমত একে মনে করা হতো একটি পর্বত শীর্ষরূপে এবং সাধারণভাবে একে গ্রিসের সর্ব-উত্তরে অবস্থিত থেসালির অন্তর্গত গ্রিসের সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট অলিম্পাসের শৃঙ্গ বলেই চিহ্নিত করা হতো। এমনকি প্রাচীনতম গ্রিক মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এমন এক অলিম্পাসের ধারণা দিতে গুরু করলো যা এক রহস্যময় স্থানে অবস্থিত এবং যা পৃথিবীর সকল পর্বতের মধ্যে উচ্চতম। 'ইলিয়াড'-এর একটি উদ্ধৃত অংশে জিউস কথা বললেন দেবতাদের সাথে 'বহু খাঁজ বিশিষ্ট অলিম্পাসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে,' যা স্পষ্টতই একটি পর্বত। কিন্তু এর একটু পরেই তিনি বলেন যে, ইচ্ছে করলেই তিনি পৃথিবী এবং সমুদ্রকে ঝুলিয়ে দিতে পারেন অলিম্পাসের কোন শিখর হতে, যা স্পষ্টতই কোন পর্বতকে নির্দেশ করে না। তেমনটি হলেও তা কোন স্বর্ণ নয়। হোমারের ভাষায়—পোসাইডন শাসন করেন সমুদ্রকে, হেডিস মৃতদেরকে, জিউস স্বর্গকে, কিন্তু তিন জনেরই আবাস অলিম্পাসে।

এর অবস্থান যেখানেই ছিল না কেন এর ছিল মেঘ-নির্মিত এক বিরাট প্রবেশ-দ্বার যার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ঋতু-দেবতাগণ। এর অভ্যন্তরে ছিল দেবতাদের বাসস্থান, যেখানে তারা থাকতেন এবং নিদ্রা যাপন করতেন, ভোজন সম্পন্ন করতেন অ্যামব্রোজিয়া এবং নেক্টার দিয়ে আর উপভোগ করতেন অ্যাপোলোর বীণার সুরমূর্ছনা। এটি ছিল যথার্থই এক পবিত্র আবাসস্থল। হোমারের ভাষায়, অলিম্পাসের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিকে কখনো আলোড়িত করেনি বায়ু প্রবাহ, সেখানে কখনো লাগেনি বৃষ্টি বা তুষারের ছোয়া ; এর চারদিক ছেয়ে আছে মেঘমুক্ত অন্তরীক্ষ এবং সূর্যালোকের স্নেহশুভ্র কণিকাগুলো বিকীর্ণ হয় এর দেয়ালগুলোর উপর।

বারোজন অলিম্পীয় তৈরি করলেন এক দেব-পরিবার—

(১) জিউস (জুপিটার), প্রধানতম ; এরপর তার দুই ভাই (২) পোসাইডন (নেপচুন), এবং (৩) হেডিস, যাকে পুটোও বলা হয় (৪) হেস্টিয়া (ভেস্টা), তাদের বোন, (৫) হেরা (জুনো), জিউসের স্ত্রী ; (৬) অ্যারেস, (মার্স) তাদের পুত্র ; জিউসের সন্তানগণ ; (৭) অ্যাথেনা (মিনার্তা), (৮) অ্যাপোলো, (৯) আফ্রোদিতি (ভেনাস), (১০) হার্মিস (মার্কারি), এবং (১১) প্রোটামিস (ডায়ানা) ; এবং হেরার পুত্র (১২) হেফেস্টাস (ভালকান), যাকে কখনো কখনো জিউসের পুত্র বলেও গণ্য করা হয়।



জিউস (জুপিটার)

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন জিউস এবং তার ভ্রাতৃবৃন্দ। পোসাইডনের ভাগে পড়লো সমুদ্র, এবং হেডিস পেলেন পাতালপুরী। জিউস হলেন একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ছিলেন নডোমণ্ডল, বৃষ্টি ও মেঘের দেবতা, যিনি ব্যবহার করতেন ভয়ংকর বজ্রপাত। সকল দেবতার সামষ্টিক ক্ষমতার চাইতে তার ক্ষমতা ছিল বেশি। 'ইলিয়াড'-এ তিনি তার পরিবর্গকে বলেন, 'আমি সর্বশক্তিমান। তোমরা তা জানার চেষ্টা করে দেখতে পারো। একটি স্বর্ণের রজ্জু বেঁধে দাও স্বর্ণের সাথে এবং তা ধরে রাখুক সকল দেব-দেবী। কেউ জিউসকে টেনে নামাতে পারবে না। কিন্তু আমার যদি ইচ্ছা হতো কাউকে টেনে নামানোর তবে তা আমি করতেই পারতাম। রজ্জুটিকে আমি বেঁধে দিতাম অলিম্পাসের কোন চূড়ার সাথে এবং তাতেই সবকিছু ঝুলে থাকতো বায়ুতে, হ্যাঁ, এমনকি পৃথিবী এবং স্বর্গও।

এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন না সর্বশক্তিমান বা সর্বজ্ঞ। তারও বিরোধিতা করা যেতো বা তাকেও বোকা বানানো যেতো। 'ইলিয়াড'-এ তাকে প্রতারণিত করেন পোসাইডন এবং একই কাজ করেন হেরা। কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে যে রহস্যময় শক্তি, নিয়তি দেব তার চাইতে শক্তিশালী। হোমারের লেখনীতে হেরা জিউসের কাছে অবজ্ঞাভরে জানতে চান যে, তিনি সেই মানুষটিকে, যাকে নিয়তি দেব ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর কোলে, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন কিনা। তিনি এমনভাবে উপস্থাপিত যে, তিনি একের পর এক বিভিন্ন নারীর সাথে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হচ্ছেন এবং নিজ স্ত্রীর কাছে তার অবিশ্বস্ততা লুকোবার জন্য সব রকম কূট-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন। দেবকুলের সবচেয়ে রাজকীয় চরিত্রটির উপর কেন এরূপ ক্রিয়াকর্ম আরোপ করা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিদ্বজ্জনেরা বলেন যে, বিভিন্ন কাহিনী এবং সংগীতে জিউসের সৃষ্টি হয়েছে অনেক দেবতার সমন্বয়ে। যখন কোন শহরে ছড়িয়ে পড়তো তার উপাসনা যেখানে এরই মধ্যে বিরাজ করছিল অন্য একজন দৈব শাসক, তখন তারা ধীরে ধীরে একীভূত হয়ে পরিণত হতো একটি অস্তিত্বে। পূর্বতন দেবতার স্ত্রী তখন হস্তান্তরিত হতো জিউসের কাছে। জিউস এর ফলাফল হলো দুর্ভাগ্যজনক এবং পরবর্তী গ্রিক প্রজন্মসমূহ সুনজরে দেখেনি এই অন্তহীন প্রণয়-উপাখ্যানগুলোকে। তথাপি, এমনকি আদিতম রোমানসমূহও ধারণ করে জিউসের মহিমা-কীর্তনকে। 'ইলিয়াড'-এ আগামেই প্রার্থনা করেন, 'জিউস, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও মেঘের দেবতা, তুমি স্বর্গবাসী সকল দেবতার মাঝে শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম'। তিনি মানুষের কাছ থেকে শুধু উদ্ভোগই নয়, ন্যায় কর্মও আশা করতেন। ট্রয়ে গ্রিক সেনাদলকে বলা হলো, 'সিঁপাচারী বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীকে পিতা জিউস কখনো সাহায্য করেন না।' তার সম্বন্ধে নিচ এবং উচ্চ দুটি ধারণাই যুগপৎ বিরাজ করেছে দীর্ঘকাল ধরে। তার বক্ষবর্ম ছিল এক দুর্ভেদ্য ঢাল, যার

দিকে দৃষ্টিপাত জাগাতো এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, তার পাখি ছিল ঈগল, ওক ছিল তার বৃক্ষ। ওক গাছে ঘেরা ডোডোনা ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণী করার স্থান। যাজ্ঞকগণ যা ব্যাখ্যা করতো সেটাই দেবতার ইচ্ছা রূপে প্রকাশ পেতো ওক পাতার মর্মর ধ্বনিতে।

হেরা (জুনো)

তিনি ছিলেন জিউসের স্ত্রী এবং ভগ্নি। ওস্যান এবং টেথিস—এই দুজন টাইটান তাকে লালন পালন করেন। তিনি ছিলেন বিবাহের রক্ষাকর্তৃ এবং তার উদ্ভট আগ্রহ ছিল বিবাহিতা নারীদের ব্যাপারে। কবিকুলের চিত্রায়ণে তার সম্বন্ধে আকর্ষণীয় তেমন কিছুই নেই। এক প্রাচীন কবিতায় তাকে প্রকৃতপক্ষে সম্বোধন করা হয়—

স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন হেরা, অমরদের রাণী।
সৌন্দর্যে তুলনা রহিত, দ্যুতিময় দেবী
যার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয় সুউচ্চ অলিম্পাসের দেবকুল,
যেমন শ্রদ্ধা বর্ষিত হয় বজ্র-দেবতা জিউসের প্রতি।

কিন্তু যখন তার কীর্তি-কলাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে অনুপুঙ্খভাবে, তখন তিনি আবিষ্কৃত হন মূলত জিউসের প্রণয়িনীদেরকে শাস্তি দেয়ার কাজে, এমন কি রেহাই পায়ে না তারাও যারা রাজি হয়েছিল জিউসের বল প্রয়োগ বা কূট কৌশলের কারণে। তারা কতটা অনিচ্ছুক বা নিষ্পাপ ছিল তার কোন মূল্য ছিল না তার কাছে, দেবী তাদের সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখতেন। তার কৃপাহীন ক্রোধ অনুসরণ করতো তাদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকেও। তিনি কখনই ভুলে যেতেন না কোন মনঃকষ্টকে। কোন পক্ষের পরাজয় ব্যতীত সম্মানজনক শান্তির পথেই পরিসমাপ্তি ঘটতে পারতো ট্রয়ের যুদ্ধের, যদি না এক ট্রোজানের প্রতি তার থাকতো তীব্র ঘৃণা, যিনি অন্য এক দেবীকে নির্বাচিত করেছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী রূপে। তার উপেক্ষিত সৌন্দর্যের রোষানলে পুড়ে ছাই হলো ট্রয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী, 'স্বর্ণমেষের চামড়া আনার অভিযান'—এ তিনি হলেন বীরগণের ক্ষরুণাময়ী রক্ষাকর্তৃ এবং বীরসুলভ কাজের উৎসাহদাত্রী। কিন্তু অন্য কাহিনীতে তার এরূপ উপস্থিতি নেই। তবুও তার উপাসনা হতো সকল গৃহে। তিনি ছিলেন সেই দেবী যার কাছে বিবাহিতা নারীরা আসতো সাহায্যের প্রার্থনায়। তার কন্যা ইলিথিয়া (বা আইলিথাইয়া) নারীদেরকে সাহায্য করতেন তাদের সন্তান প্রসবকালে।

তার কাছে পবিত্র ছিল গাভী এবং ময়ূর। আর্গস ছিল তার প্রিয় নগরী।

পোসাইডন (নেপচুন)

তিনি ছিলেন সমুদ্রের নিয়ন্তা, জিউনের ভ্রাতা এবং বিশিষ্টতায় জিউনের পরেই ছিল তার স্থান। ইজিয়ান সাগরের উভয় পার্শ্বের গ্রিকগণ ছিল সমুদ্রচারী এবং সমুদ্র-দেবতাই ছিল তাদের কাছে সবকিছু। টাইটান ওস্যানের দৌহিত্র অ্যাফ্রিডিত্তি ছিলেন তার স্ত্রী। সমুদ্রের তলদেশে পোসাইডনের ছিল এক মনোরম রাজপ্রাসাদ, কিন্তু তাকে বেশি দেখা যেতো অলিম্পাসেই। সমুদ্রের প্রভু হওয়া ব্যতীতও, প্রথম অশ্বটি তিনিই দান করেন মানুষকে এবং তিনি উভয় কারণেই সম্মানিত হলেন।

প্রভু পোসাইডন, তোমার কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি এই আশীর্বাদ,
বলবান অশ্বসমূহ, সতেজ অশ্বসমূহ এবং গভীর সমুদ্রের শাসনও।

ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং নিস্তরঙ্গতা ছিল তার নিয়ন্ত্রণে—

তিনি আদেশ করলেন এবং জেগে উঠলো ঝড়ো হাওয়া
এবং সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসসমূহ।

কিন্তু যখন তিনি জলরাশির উপর দিয়ে চালাতেন সোনালি বাহন তখন তরঙ্গমালার গর্জনসমূহ ডুবে যেতো নিস্তরঙ্গতায় এবং তার বাহনের মসৃণ ও ঘূর্ণায়মান চাকাসমূহকে অনুসরণ করত প্রশান্ত নীরবতা।

তাকে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে 'ভূমিকম্প প্রদানকারী' এবং সর্বদাই তিনি বহন করছেন তার ত্রিশূলটিকে, যা তিন কাঁটায়ুক্ত একটি বর্শা এবং যার সাহায্যে তিনি নাড়িয়ে দিতে ও ভেঙে ফেলতে পারেন সবকিছু।

তার নাম জড়িয়ে আছে ঝাঁড় এবং অশ্ব উভয়ের সাথেই, কিন্তু ঝাঁড়ের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল আরো অনেক দেবতারই।

হেডিস (পুটো)

তিনি ছিলেন অলিম্পীয়দের মাঝে তৃতীয় ভ্রাতা, যিনি তার ভাগে পেয়েছিলেন পাতালপুরী এবং মৃতদের উপর নিয়ন্ত্রণ। তাকে পুটোও বলা হতো, যিনি ছিলেন সম্পদের দেবতা, মর্তের নিচে লুকোনো সব মূল ধাতুর সর্বসর্বাধিকারী রোমান অথবা গ্রিক সকলেই তাকে এই নামেই সম্বোধন করতো, কিন্তু প্রায়শই তারা এটিকে অনুবাদ করতো 'dis' রূপে, যা হলো 'ধনী' শব্দের ল্যাটিন রূপ। তার ছিল একটি বহুল পরিচিত টুপি বা শিরোস্ত্রান যা কেউ পরলে তাকে অদৃশ্য করে তুলতো। তিনি কদাচ তার অন্ধকার জগৎ ছেড়ে অলিম্পাস বা মর্তে ক্রমাগত আসতেন এবং তাকে এমনটি করতেও বলা হতো না। তিনি ক্রোধিতও ছিলেন না। তিনি ছিলেন করুণাহীন, অননুমোদন, কিন্তু ন্যায়বান; ভয়ংকর কিন্তু কোন দুষ্ট দেবতা নয়। তার

স্ত্রী ছিলেন পার্সিফোন (প্রসারপিনা) যাকে তিনি অপহরণ করে নিয়ে এসেছিলেন মর্ত থেকে এবং পাতালপুরীর রানী বানিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন মৃতদের অধিপতি—কিন্তু মৃত্যুদেবতা নন, যাকে গ্রিকরা বলতো থ্যানাটস এবং রোমানরা বলতো ওর্কাস।

প্যালাস অ্যাথেনা (মিনার্তা)

তিনি ছিলেন কেবল জিউসেরই কন্যা। কোন মা তাকে গর্ভে ধারণ করে নি। পূর্ণ অবয়বে এবং বর্ম ধারণ করে তিনি জেগে উঠেন জিউসের মাথা থেকে। ‘ইলিয়াড’-এ তার আদিতম বর্ণনায় তিনি এক ভয়ংকর এবং নৃশংস যুদ্ধ-দেবী, কিন্তু অন্য সব বর্ণনায় কেবল বহিঃশক্তির হাত থেকে রাজ্য এবং আবাসস্থলকে রক্ষার করার ক্ষেত্রেই তিনি যুদ্ধ প্রিয়। তিনি প্রধানত ছিলেন নগরী-দেবী, সভ্য জীবন, চারুশিল্প এবং কৃষিকাজের রক্ষাকর্তৃ ; লাগামের আবিষ্কারিকা, যিনি প্রথম মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ঘোড়াকে পোষ মানান।

তিনি ছিলেন জিউসের প্রিয়তম সন্তান। তাকে তিনি বিশ্বাস করতেন তার ভয়ংকর অভেদ্য ঢাল, বর্ম, এবং তার ধ্বংসাত্মক অস্ত্র, বজ্রপাত বহন করার জন্য।

তাকে বর্ণনা করার জন্য যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তা হলো ‘ধূসর-চোখের’ অথবা কখনো কখনো যেটিকে বলা হয় ‘বিচ্ছুরিত চোখের।’ তিনজন কুমারী দেবীর মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধানতমা এবং তাকে বলা হতো চির কুমারী দেবী, পার্থেনস, এবং তার মন্দির ছিল ‘পার্থেনন’। পরবর্তী কাব্যসমূহে তিনি হলেন জ্ঞান, যুক্তি এবং শুদ্ধতার মূর্ত প্রকাশ।

এথেন্স ছিল তার বিশেষ নগরী, তার সৃষ্ট জলপাই বৃক্ষ ছিল তার প্রিয় বৃক্ষ ; পেঁচা ছিল তার পাখি।

ফিবাস অ্যাপোলো

তিনি ছিলেন জিউস এবং লেটো(ল্যাটোনা)-র পুত্র, যার জন্য ক্ষুদ্র দ্বীপ ডেলোসে। তাকে বলা হয়ে যাকে ‘সকল দেবতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রিক সুলভ।’ গ্রিক কাব্যে তিনি এক সুদর্শন দেবতা, এক মহান সুর-স্রষ্টা, যিনি তার সোনালি বীণা বাজিয়ে আনন্দে মাতিয়ে তুলেন অলিম্পাসকে ; তিনি ছিলেন রূপালি ধনুকের প্রভু, ধনুর্বিদ্যার দেবতা, সুনিপুণ তীরন্দাজ ; নিরাময়ের দেবতাও, যিনি প্রথম মানুষকে শেখালেন নিরাময়কলা। এই সব চমৎকার সদগুণাবলীর অধিকারী হওয়া ছাড়াও তিনি হলেন আলোর দেবতা, যার মাঝে নেই কোন অন্ধকার এবং তাই তিনি সত্যের দেবতা। তার ঠোঁট থেকে কখনো নিসৃত হয় না কোন মিথ্যা বাণী।

হে কিবান, তোমার সন্তোর সিংহাসন থেকে
 চণ্ডতের কেন্দ্রস্থিত তোমার আবাস থেকে
 তুমি কথা বল মানুষের সাথে ।
 জিউসের নির্দেশে কোন মিথ্যার ঠাই নেই সেখানে,
 কোন ছায়াই অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারে না সত্য বাণীকে ।
 এক চির-অক্ষয় অধিকারের মাধ্যমে জিউস নির্ধারণ করলেন
 অ্যাপোলোর সম্মান, যাতে সবাই দ্বিধাহীনভাবে
 বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে তার বাণীতে ।

সুউচ্চ পার্নেসাসের নিচে ডেলফি ছিল অ্যাপোলোর দৈববাণী করার স্থান,
 পুরাণতত্ত্বে যার রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । ক্যাস্টালিয়া ছিল এর পবিত্র ঝর্ণা ;
 সিফিসাস এর নদী । একে মনে করা হতো পৃথিবীর কেন্দ্র বলে, খ্রিস্ট এমনকি
 অন্যান্য দেশ হতেও এখানে আসতো তীর্থ যাত্রীরা । অন্য কোন তীর্থস্থান এর
 প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে নি । উপস্থিত সত্য-সন্ধানীদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন এক
 যাজ্ঞিকা যিনি কথা বলার পূর্বে চলে যেতেন সম্মোহিত অবস্থায় । সম্মোহনটি
 পাহাড়ের এক গভীর খাদ থেকে উদ্ভিত বাষ্প দ্বারা ঘটতো বলে মনে করা হয়
 যেখানে স্থাপিত হয়েছিল তার আসন, যা ছিল তিন পা বিশিষ্ট এক চৌকি, ত্রিপদী ।

জন্মস্থান ডেলোস অনুসারে অ্যাপোলোকে বলা হতো ডেলিয়ান এবং পাইথন
 নামক ড্রাগনকে হত্যা করায় তাকে বলা হতো পাইথিয়ান, যা একদা বাস করতো
 পার্নেসাসের গুহাতে । এটি ছিল এক ভয়ংকর দানব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল
 মারাত্মক, কিন্তু অবশেষে বিজয়ী হলো দেবতার নির্ভুল তীর । 'লাইসিয়ান' নামেও
 তাকে প্রায়শই সম্বোধন করা হতো, যা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত, যেমন নেকড়ে-
 দেবতা, আলোর দেবতা, এবং লাইসিয়ার দেবতা । 'ইলিয়াড'-এ তাকে বলা হয়,
 'স্মিথিয়ান,' যার অর্থ মুষিক-দেবতা, কিন্তু কেউ জানে না তিনি মুষিক দেরকে রক্ষা
 করতেন, নাকি ধ্বংস করতেন । তাকে প্রায়শই সূর্য দেবতাও বলা হতো । তার নাম
 ফিবাস-এর অর্থ হলো 'দ্যুতিময়' অথবা 'উজ্জ্বল' । যদিও প্রকৃত পক্ষে, সূর্য-দেবতা
 ছিলেন টাইটান হাইপেরিয়নের সন্তান হেলিওস ।

ডেলফিতে অ্যাপোলো সত্যিকার অর্থেই ছিলেন এক হিতৈষী শক্তি, তিনি
 ছিলেন মানুষ এবং দেবতাদের মধ্যে এক প্রত্যক্ষ সংযোগ, দৈব ইচ্ছা জানার জন্য
 তিনি মানুষকে দিতেন প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী, তাদেরকে দেখাতেন দেবতাদের
 সাথে শান্তি স্থাপনের পথ ; তিনি ছিলেন শুদ্ধতাদর্শী, এমনকি যারা আপন
 জনের রক্তে রঞ্জিত তাদেরকেও তিনি করতে পারতেন পরিতুষ্ট । তবুও এমন কিছু
 কাহিনী প্রচলিত আছে যেগুলো তাকে করুণাশীল এবং নির্ভর বলে প্রতিপন্ন করে ।
 সকল দেবতার মতো তার মাঝেও সত্যত সংগ্রামশীল ছিল দুটি সত্তা : এর একটি

হলো আদিম ও রুক্ষ এবং অপরটি হলো সুন্দর ও কাব্যিক। তার মাঝে আদিম রূপটির খুব সামান্যই অবশিষ্ট ছিল।

তার বৃক্ষ ছিল লরেল। অনেক প্রাণীই তার কাছে পবিত্র ছিল, এর মধ্যে প্রধান ছিল ডলফিন এবং কাক।

আর্টেমিস (ডায়ানা)

(জনাহান ডেলোসের 'মাউন্ট সিঙ্কাস' এর নামানুসারে তাকে সিঙ্কিয়াও বলা হয়।)

অ্যাপোলোর যমজ বোন, জিউস ও লেটোর কন্যা। তিনি ছিলেন অনিশ্পাসের তিন কুমারী দেবীর অন্যতম—

স্বর্ণালি আফ্রোদিতি ভালবাসায় আলোড়িত করেন সবাইকে,
বশীভূত হয় না শুধু তিনটি হৃদয়ঃ কুমারী ভেস্টা,
ধূসর-নেত্র অ্যাথেনা যিনি যুদ্ধ আর কারিগর কলায় অন্তপ্রাণ এবং
আর্টেমিস,
যিনি ভালবাসেন অরণ্যানীকে আর পর্বতের উপর দুর্নিবার ছুটে
বেড়াতে।

তিনি ছিলেন বনের সব কিছুর নিয়ন্তা, দেবকুলে প্রধান শিকারী, যা একজন দেবীর জন্য বেমানান। একজন দক্ষ শিকারীর মত তিনিও ছিলেন যৌবনের ধারক, সর্বত্রই তিনি ছিলেন 'শিশিরসিক্ত যৌবন'-এর রক্ষাকর্তৃ। তবুও পুরাণতত্ত্বের সেই চিরচেনা আরো এক আশ্চর্য স্ববিরোধিতা হলো এই যে, তিনি ট্রয়ের উদ্দেশে গ্রিক নৌবহরের যাত্রাকে বিলম্বিত করেছিলেন যতক্ষণ না তার জন্য একটি কুমারীকে উৎসর্গ করা হলো। আরো অনেক কাহিনীতে তিনি ছিলেন ভয়ংকর ও প্রতিশোধপরায়ণ। অন্যদিকে যখন নারীরা বরণ করতো দ্রুত ও যত্নপূর্ণ মৃত্যু তখন ধরে নেয়া হতো যে তাদেরকে বধ করা হয়েছে তার রূপালি তীরের মাধ্যমে।

ফিবাস যেমন ছিলেন সূর্য-দেবতা, তিনি ছিলেন চন্দ্র-দেবী নামে বলা হতো ফিবি এবং সেলিনি (ল্যাটিন ভাষায় লুনা)। এর কোনটিই প্রকৃতপক্ষে তার নাম ছিল না। ফিবি ছিলেন একজন টাইটান, আদি দেবতাদের অন্যতম। সেলিনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য—প্রকৃতই এক চন্দ্র-দেবী, কিন্তু তার কোন সংশব নেই অ্যাপোলোর সাথে। তিনি ছিলেন সূর্য-দেবতা হেলিওসের বোন, যার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় অ্যাপোলোকে।

পরবর্তী কাব্যসমূহে আর্টেমিসকে এক করে ফেলা হলো হেকাটির সাথে। তিনি হলেন 'ত্রিৰূপী দেবী,' নভোলোকে সেলিনি, মর্তে আর্টেমিস, পাতালপুরী এবং

রাতেৱ অন্ধকার জগতে হেঁকাটি । হেঁকাটি ছিলেন অমাবস্যাৱ দেবী, চন্দ্রালোকহীন
কৃষ্ণ রাত্রিগুলোর দেবী । তিনি সম্পূর্ণ ছিলেন আঁধারে ত্রিঘ্নাকর্মে, ক্রস ওয়ে (cross-
way) সমূহের দেবী, যেগুলোকে মনে করা হতো দুষ্ট জাদু কলার ভৌতিক
স্থানরূপে । তিনি ছিলেন এক ভয়ংকর দেব-চরিত্র—

নরকের হেঁকাটি,

দূরন্ত প্রতাপে যিনি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন কঠিনতম বস্তু নিচয়কে ।

শোন ! শোন ! তার শিকারী কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করে ধেয়ে
আসছে শহরের ভিতর দিয়ে ।

তিনটি সড়কের সঙ্গম-স্থলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি ।

বনের ভিতর দিয়ে ধাবমান মনোমুগ্ধকর শিকারী-দেবী হতে, জ্যোৎস্নার মায়া
ছড়ানো চন্দ্র-দেবী হতে, নিবাদ কুমারী দেবী হতে এ এক উদ্ভট রূপান্তর, যার
জন্ম—

চিন্তায় আসে পরম পবিত্রতা

কুড়নো যায় ফুল-ফল এবং পত্ররাজি ।

কখনই স্পর্শ করে না অপবিত্রতা ।

প্রত্যেক দেবতার মাঝে শুভ এবং অশুভের যে অনিশ্চয়তা দৃষ্ট হয় তিনি হলেন
তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ।

সাইপ্রোস বৃক্ষ এবং সকল বন্য প্রাণী, বিশেষত হরিণ ছিল তার কাছে পবিত্র ।

আফ্রোদিতি (ভেনাস)

প্রেম এবং সৌন্দর্যের দেবী, যিনি মোহমুগ্ধ করেছিলেন সকল দেবতা এবং মানুষকে
সমানভাবে ; তিনি ছিলেন তামাশা-প্রিয় দেবী, যিনি ছলনা এবং অনুরাগের ভিতর
দিয়ে উপহাস করতেন তাদেরকে যাদেরকে তিনি জয় করেছেন তার কুট-কৌশলে ;
তিনি সেই অপ্রতিরোধ্য দেবী যিনি হরণ করে নিয়েছিলেন এমন কি জ্ঞানীজনের
সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিকেও ।

‘ইলিয়াড’-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন জিউস এবং ডাইওনের কন্যা, কিন্তু
পরবর্তী কাব্যগুলোতে তিনি সমুদ্রের ফেনা থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয় এবং
তার নামের অর্থ করা হয় ‘ফেনা থেকে উদ্ভূত’ রূপে । এই সমুদ্র-জন্মটি ঘটেছিল
সিথেরার অদূরে, যেখান থেকে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সাইপ্রাসে । উভয়
দ্বীপই এর পর থেকে চিরদিন তার কাছে ছিল পবিত্র, এবং তাকে তার প্রকৃত নাম
ছাড়াও বলা হতো সিথেরিয়া বা সাইপ্রিয় ।

হোমারের একটি প্রোত্রকাব্য তাকে, ‘অপরূপা, সোনালি দেবী,’ সম্বোধন করে তার সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে—

পশ্চিমা বায়ুস্রোত তাকে বয়ে নিয়ে এল
গর্জনশীল সমুদ্রের উপর দিয়ে,
কোমল ফেনার উপর থেকে,
তার দ্বীপ, তরঙ্গ-বেষ্টিত সাইপ্রাসে ।

স্বর্ণ-মালা পরিহিত সময়-দেবতারা
আনন্দে স্বাগত জানালেন তাকে ।
তারা তাকে সজ্জিত করলেন অমরদের পোশাকে ;
এবং তাকে নিয়ে এলেন দেবতাদের কাছে ।
সকলেই বিশ্বয়-বিমূঢ় হয়ে দেখলেন বেগুনি শিরস্ত্রাণের সিথেরিকে ।

রোমানরাও দিয়েছে তার একই রকম বর্ণনা । সৌন্দর্য তার পিছু নেয় । বাতাস এবং ঝড়ো মেঘমালা উড়ে যায় তার অগ্রবর্তী হয়ে, স্নিগ্ধ পুষ্পরাজি সাজিয়ে তোলে ধরিত্রীকে ; উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে সমুদ্রের তরঙ্গমালা ; তিনি ঘুরে বেড়ান বিকীর্ণ আলোর মাঝে । তাকে ব্যতিরেকে কোথাও নেই কোন আনন্দ বা স্নিগ্ধতা । কবির তাকে এভাবেই চিত্রায়িত করতে বেশি পছন্দ করেন ।

কিন্তু তার আর একটি রূপও আছে । যেহেতু বীরদের লড়াই বৃত্তান্তই হলো ‘ইলিয়াড’-এর মূল বিষয়বস্তু, তাই সেখানে তার ভূমিকা খুব নগণ্য হওয়াই স্বাভাবিক । সেখানে তিনি এক কোমল ও দুর্বল চরিত্র, যাকে মরণশীলও আক্রমণ করতে ভয় পায় না । পরবর্তী কাব্যসমূহে তাকে দেখানো হয়েছে ছলনাময়ী ও বিদ্রোহপরায়ণ রূপে, যিনি মানুষের উপর প্রয়োগ করেন ভয়ংকর এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ।

বেশিরভাগ কাহিনীতে তিনি হলেন খোঁড়া এবং কুৎসিৎ দেবকারিগর হেফেস্টাস (ভালকান)-এর স্ত্রী । মাটল ছিল তার বৃক্ষ ; পায়রা ছিল তার পাখি—কখনো কখনো চড়ুই এবং রাজহাঁসও ।

হার্মিস (মার্ক্যারি)

জিউস ছিলেন তার পিতা এবং অ্যাটলাস কন্যা মাইয়া ছিলেন তার মাতা । একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মূর্তির কারণে তার মুখাবয়ব অন্য যে কোন দেবতার চাইতে আমাদের কাছে বেশি পরিচিত । তিনি ছিলেন মার্জিত এবং দ্রুত গতি সম্পন্ন । তার পায়ে থাকতো ডানামুক্ত পাদুকা ; ডানা ছিল তার হৃদয়-মুকুটযুক্ত শিরস্ত্রাণে এবং

জিউস আত্মসিদ্ধান্তে। তিনি ছিলেন জিউসের বার্তাবাহক, যিনি দুটি বোন তার
হৃদয় পালনের জন্য নৌবাহিনীর মত দ্রুত।

সকল দেবতার মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে দৃষ্ট এবং চলাক ; প্রকৃত পক্ষে
তিনি ছিলেন এক দক্ষ তরুর তিনি একদিন বসন পূর্ণ হবার পূর্বেই এর সজ্জা রাখতে
শুরু করেছিলেন।

শিওটির তনু হলো উমানগ্নে,

এবং বস্ত্র নেমে আসার পূর্বেই সে চূড়ি করলো

আপোলোর গাভীর পাল।

জিউস এগুলো ক্ষেত্র দিতে তাকে বাধ্য করেন এবং কচ্ছপের খোলক হতে
তার সন্না তৈরিকৃত কাঁপাটি উপহার দিয়ে তিনি আপোলোর ক্ষমা লাভ করেন।
সম্ভবত তাকে নিয়ে এই অতি পুরোনো কাহিনী এবং বাণিজ্য ও বাজারের দেবতা
হয়ে তার বণিকদের স্বাক্ষরকারী হওয়ার মাঝে কোন সংযোগ রয়েছে।

তার এই ভাবনূর্তির সাথে অতি অসঙ্গতিপূর্ণভাবেই তিনি ছিলেন মৃতদের
আনুষ্ঠানিক পথ-নির্দেশক সেই 'দৈব উদ্‌ঘোষক' যিনি আত্মানমূহকে পরিচালিত
করেন শেষ আবাস স্থলের দিকে।

পুরাণের কাহিনীগুলোতে অন্য যেকোন দেবতার চাইতে তার আবির্ভাব ঘটে
গৌণবাহ।

অ্যারেস (মার্স)

যুদ্ধের দেবতা। জিউস এবং হেরার পুত্র, হোমারের ভাষায় যাদের দুজনেই তাকে
তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন। যদিও 'ইনিয়াড' একটি যুদ্ধের কাব্য তবু এর আদ্যন্ত তিনি
ছিলেন এক ঘৃণার পাত্র। মাঝে মাঝে বীরগণ 'অ্যারেসের লড়াইয়ের আনন্দে প্রীত
বোধ করেন', কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'এই নিষ্ঠুর দেবতার ক্রোধ' থেকে মুক্তি
পেতে চান। হোমার তাকে বর্ণনা করেন ঘাতক, রক্তপিপাসু, মরণশেষীদের জন্য
এক মূর্তিমান অভিশাপ রূপে এবং উদ্ভট রকমের এক ভীকু ও বটে, যিনি আহত হলে
যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন ও পালিয়ে যান। তথাপি যুদ্ধক্ষেত্রে তার থাকতো
এক অনুচর দল যা কাউকে উৎসাহিত করতে পারে আত্মবিশ্বাস ছাড়িয়ে। সেখানে
আছে তার বোন এরিস, যার অর্থ হলো কলহের দেবী এবং তার পুত্র 'স্ট্রাইফ'।
যুদ্ধের দেবী ইনিয়ো—ল্যাটিন ভাষায় বেলোনা, —হেঁটে যান তার পাশ দিয়ে এবং
তার সাথে আছে ত্রাসের দেবতা, কম্পনের দেবতা এবং আতঙ্কের দেবতা। যখন
তারা অগ্রসর হতো তখন তাদের পেছনে জাপতো যন্ত্রণার আতর্জনাদ এবং মর্তলোক
ভেসে যেতো রক্তস্রোতে।

গ্রিকরা আরেসকে যতটুকু পছন্দ করতো, রোমানরা মার্সকে তার চাইতে অধিক পছন্দ করতো। তাদের কাছে তিনি 'ইলিয়াডে'-এর হীন ও আর্তচিংকাররত কোন দেবতা নন, তিনি তাদের কাছে ছিলেন উজ্জ্বল সমর সাজে সুসজ্জিত দুর্ধর্ষ এবং অজেয়। বীরত্বের মহান ল্যাটিন কাব্য 'ঈনিড'-এর যোদ্ধারা তার কাছ থেকে মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ার চাইতে, আনন্দিত হতো তখনই যখন তারা দেখতো যে তারা 'মার্সের শক্তির বলয়ে' পতিত হতে যাচ্ছে। তারা 'দ্রুত ধাবিত হয় গৌরবময় মৃত্যুর দিকে' এবং 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুকে মধুর' মনে করে।

পুবাণতত্ত্বে আরেসের ভূমিকা অতি নগণ্য। একটি কাহিনীতে তিনি হলেন আফ্রোদিতির প্রেমিক এবং অলিম্পীয়দের রীতি-গর্হিত কাজের জন্য বন্দি হলেন আফ্রোদিতির স্বামী হেফেস্টাসের হাতে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধের একটি প্রতীক ছাড়া আর তেমন কিছু নন।

হার্মিস, হেরা বা অ্যাপোলোর মত তিনি কোন সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

তার এমন কোন নগরী ছিল না যেখানে তাকে উপাসনা করা হতো। গ্রিকরা অনিশ্চিতভাবেই বলতো যে, তিনি এসেছিলেন প্রেস হতে, যা ছিল গ্রিসের উত্তর-পূর্বে রুড এবং ডায়ংকর মানুষদের এক আবাসস্থল।

যথোপযুক্তভাবে, শকুন ছিল তার পাখি। কুকুবকে তার পতনরূপে নির্বাচন করে অন্যায়ই করা হয়েছিল।

হেফেস্টাস (ডালকান এবং মালসিবার)

অগ্নিদেবতা। কখনো বলা হয় জিউস এবং হেরার পুত্র, কখনো বা শুধুমাত্র হেরার, জিউস অ্যাথেনাকে জন্ম দিলে পাল্টা জবার হিসেবে যিনি তাকে জন্ম দেন। পরম সৌন্দর্যময় অমর দেবতাদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনিই হলেন কুৎসিত। তিনি খোঁড়াও ছিলেন। 'ইলিয়াড'-এর এক স্থানে তিনি বললেন যে, যখন তার নির্লজ্জ মা দেখলেন যে, তিনি প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মেছেন তখন তাকে ছুড়ে ফেলে দেন স্বর্গ থেকে; অন্যত্র তিনি বললেন যে, তিনি একদা হেরার পক্ষ নেয়ার চেষ্ঠা কবায় জিউস প্রোতাহিত হয়ে এই কাজ করেন। এই দ্বিতীয় কাহিনীটিই অধিকতর বেশি পছন্দিত, মিস্টনের জনপ্রিয় পংক্তিমালায় জন্য। মালসিবার—

নিষ্কিন্ত হলেন প্রো-ধাবিত জোড় কর্তৃক

ফটিক-বহু আকাশ হতে ঝঞ্ঝাঝে, নিষ্কিন্ত দিকে; সকাল গড়িয়ে
তিনি পতিত হলেন দুপুর পর্যন্ত, দুপুর থেকে শিশিবিষিত সন্ধ্যা পর্যন্ত,
এক গ্রীষ্মের দিনে, এবং অস্তময়মান সূর্যের সাথে
পতিত হলেন চূড়া থেকে এক পতনশীল নক্ষত্রের মতো,
ঈজিযান দ্বীপের লেমনসে।

যাহোক, এ সকল ঘটনা সুদূর অতীতে ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। হোমারের রচনায় তিনি অবশ্য আর অলিম্পাস হতে বিভাঙিত হবার ঝুঁকিতে ছিলেন না ; সেখানে তিনি ছিলেন উচ্চ সম্মানে আসীন, অমরদের শ্রম-পুরুষ, তাদের অস্ত্র ও বর্ম নির্মাতা এবং কর্মকার, যিনি তৈরি করেন তাদের বসতবাড়ি, আসবাবপত্র, এমনকি তাদের অস্ত্রশস্ত্রও। তার কারখানায় ছিল পরিচারিকাবৃন্দ যাদেরকে তিনি তৈরি করেছেন স্বর্ণ গলিয়ে, যারা চলাফেরা করতে পারতো এবং সাহায্য করতো তার কাজে।

পরবর্তী কাব্যগুলোতে প্রায়শই বলা হয় যে তার কামারশালাটি ছিল কোন এক অগ্নিগিরির নিচে এবং সেটিই ঘটাতো অগ্ন্যুৎপাত।

তার স্ত্রী হলো 'ইলিয়াড'-এর তিন জন গ্রেসের (গ্রিক পুরাণে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদায়ী তিন দেবী-ভগিনী) অন্যতম, হেসিওডের বর্ণনায় অ্যাগনিয়া, 'অডিসি'তে অ্যাফ্রোদিতি।

তিনি ছিলেন দয়ালু, শান্তি-প্রিয় দেবতা, যিনি জনপ্রিয় ছিলেন স্বর্ণ ও মর্ত উভয় স্থানেই। অ্যাথেনার সাথে তিনিও ছিলেন নগর-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। এই দুজন ছিলেন কুটির শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, যেই শিল্পটি কৃষিকার্যের মতোই ছিল সভ্যতার এক বুনিয়াদ ; হেফেস্টাস ছিলেন কর্মকারদের রক্ষাকর্তা আর অ্যাথেনা রক্ষা করতেন তাঁতিদেরকে। যখন ছেলে মেয়েদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়া হতো কোন নাগরিক সংগঠনে, সেই অনুষ্ঠানের দেবতা হতেন হেফেস্টাস।

হেস্টিয়া (ভেষ্টা)

তিনি ছিলেন জিউসের বোন এবং অ্যাথেনা ও আর্টেমিসের মতো এক চিরকুমারী দেবী। তার কোন সবিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিল না এবং পুরাণে তার কোন ভূমিকাই নেই। তিনি ছিলেন চুল্লির দেবী, গৃহের প্রতীক, কোন নবজাতককে পরিবারে গ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই যার থেকে তাকে ঘুরিয়ে আনা হতো। প্রত্যেকটি আহার শুরু এবং শেষ হতো তাকে কিছু উৎসর্গ করে।

হেস্টিয়া, মানুষ এবং দেবতাদের সকল গৃহে
তোমার রয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান, সুমিষ্ট সুরা উৎসর্গ করা হয়
প্রত্যেক আহারের শুরুতে এবং শেষে, ঢেলে দেয়া হয় যথোপযুক্তভাবে।
তোমাকে ব্যতীত দেবতা এবং মানবকুল সশস্ত্র করতে পারতো না
তাদের ভোজন।

প্রত্যেক নগরীতেও জনসাধারণের নিমিত্ত থাকতো একটি চুল্লি যা পবিত্র ছিল হেস্টিয়ার কাছে যেখানে আগুনকে কখনই নিবে যেতে দেয়া হতো না। যদি কোন

নতুন বসতি স্থাপন করা হতো তবে বসতি স্থাপনকারীগণ সেই মাতৃ-নগরী থেকে নিয়ে আসতো কয়লা, যা দিয়ে নতুন নগরীর চুল্লিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতো।

ভেটাল নামে অভিহিত ছয় চিরকুমারী যাজিকা দ্বারা রোমে তার আগুনের রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো।

অলিম্পাসের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতাবৃন্দ

বারো জন অলিম্পীয় ছাড়াও স্বর্গে ছিলেন অন্য আরো দেবতা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন কামদেবতা এরস (ল্যাটিন ভাষায় কিউপিড)। হোমার তার সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, কিন্তু হেসিওডের কাছে তিনি হলেন—

মৃত্যুহীন দেবতাদের মাঝে সুন্দরতম।

আদি কাহিনীগুলোতে তিনি প্রায়শই এক সুদর্শন ও দায়িত্বশীল যুবক যিনি মানুষকে দেন চমৎকার সব উপহার সামগ্রী। গ্রিকরা তার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতো তা সবচেয়ে ভালভাবে বর্ণিত হয়েছে কোন কবির লেখনীতে নয়, দার্শনিক প্রেটো কর্তৃক: “কামদেবতা-এরস—বাস করেন মানুষের হৃদয়ে, কিন্তু সকলের হৃদয়ে নয়, কারণ যেখানে রয়েছে রক্ষতা, সেখান থেকে তিনি চাল যান দূরে। তার সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্য হলো এই যে তিনি কখনো কোন অন্যায় করেন না বা একে প্রশ্রয় দেন না। কারণ সকল মানুষ তার উপাসনা করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। কারণ যাকে স্পর্শ করেন কামদেবতা সে কখনো পথ মাড়ায় না অন্ধকারে।”

আদি বর্ণনাসমূহে এরস আফ্রোদিতির পুত্র ছিলেন না, বড়জোড় ছিলেন তার ঋণকালীন সঙ্গী। পরবর্তী কবিদের কাছে তিনি ছিলেন তার পুত্র এবং এক অনিষ্টকারী দুষ্ট বালক, বা আরো খারাপ কিছু—

তার পংকিল চিত্তের মাঝেই বিরাজ করতো মধুর বাণী।

সত্য নয়, তিনি ধারণ করতেন কেবলি অমঙ্গল। খেলাচ্ছলেই হয়ে উঠতেন নিষ্ঠুর।

তার হাতগুলো হৃষ, তথাপি তার তীর উড়ে যায় মৃত্যুর সীমাসী পর্যন্ত।

তার শরটি ক্ষুদ্র, কিন্তু এটি উঠে যায় স্বর্গের সমান উচ্চতায়।

স্পর্শ করো না তার বিশ্বাসঘাতক উপহার-সামগ্রী, এগুলো অগ্নিসংহারী।

তিনি প্রায়শই উপস্থিত হন চোখ কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায়, কারণ ভালবাসা প্রায়শই অন্ধ। তার সহচর ছিল অ্যান্টিরস, যাকে কখনো বলা হয় উপেক্ষিত ভালোবাসার প্রতিশোধ গ্রহণকারী, কখনো বা হিমিরোসের মতো কেউ যে প্রত্যাখ্যান করে ভালোবাসাকে; অথবা প্রত্যাশার দেবতা এবং বিবাহ-ভোজনের দেবতা, হাইমেন।

জিউস এবং হেরার কন্যা, * হিবি ছিলেন যৌবনের দেবী। কখনো তিনি আবির্ভূত হন দেবতাদের পার্শ্ব-বাহী রূপ, কখনো তার স্থলাভিষিক্ত হন গ্যানিমিড, যিনি জিউসের ঈগল কর্তৃক অপহৃত এবং অলিম্পাসে বাহিত এক সুদর্শন দ্রোজান রাজকুমার। হারকিউলিসের সাথে বিবাহ ব্যতীত যার আর কোন কাহিনী প্রচলিত নেই।

* আইরিস ছিলেন রংধনুর দেবী এবং দেবতাদের একজন বার্তাবাহিকা, 'ইলিয়াড'-এ তিনি হলেন একমাত্র বার্তাবাহিকা। 'অডিসি'-তে এই ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হন হার্মিস, কিন্তু তিনি আইরিসের স্থান দখল করেন নি। দেবতাবৃন্দ কখনো শরণাপন্ন হন একজনের কাছে, কখনো বা আর একজনের কাছে। অলিম্পাসে ছিলেন আরো দুই দল চমকপ্রদ বোন, মিউজ এবং গ্রেস বৃন্দ।

* গ্রেস দেবী ছিলেন তিনজন : অ্যাগলিয়া (সুখমা দেবী), ইউফ্রোসিনি (আনন্দ-উচ্ছলতার দেবী) এবং থ্যালিয়া (উৎসাহের দেবী)। তারা ছিলেন জিউস এবং ইউরোনমির কন্যা, যার পিতা ছিলেন টাইটান ওস্যান। হোমার এবং হেসিওডের বর্ণিত একটি কাহিনী ব্যতীত, যেখানে অ্যাগলিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হেফেস্টাসের সাথে আর কোথাও তারা ভিন্ন ব্যক্তিত্বরূপে বিবেচিত হন না, সর্বদাই অবিচ্ছিন্নভাবে সুখমা ও সৌন্দর্যের তিনটি ভিন্নরূপে। যখন তারা অ্যাপোলোর বীণার সাথে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নেচে উঠতো তখন দেবতাবৃন্দও হতেন আনন্দে উদ্বেলিত, এবং যেকোন মানুষ তাদের সংসর্গে এলে সুখী হতো। তারা 'বিকশিত করে জীবনকে।' তাদের সহচরী মিউজবৃন্দ সহ তারা ছিলেন 'সংগীতের রানী, এবং তাদেরকে ছাড়া কোন বিশেষ ভোজ-অনুষ্ঠানই পরিপূর্ণতা পেতো না।

মিউজবৃন্দ সংখ্যায় ছিলেন নয়জন। তারা ছিলেন জিউস এবং স্বরণশক্তির দেবী নিমোসিনির কন্যা। প্রথম বর্ণনাসমূহে গ্রেস দেবীগণের মতো তাদেরকেও পরস্পর থেকে পৃথক করা যেতো না। হেসিওডের ভাষায়, 'তারা সকলেই একটি চিন্তের অধিকারী, তাদের হৃদয় বাঁধা ছিল সংগীতে এবং তাদের আত্মা ছিল বন্ধনমুক্ত। মিউজগণ যাকেই ভালবাসে সে-ই হয় সুখী। এ কারণে, কেউ দুঃখ ও শোক বুকে ধারণ করলেও মিউজগণের সহচরীদের গান শুনে তৎক্ষণাৎ ভুলে যেতো তার বিষাদময় চিন্তা এবং সব যন্ত্রণা। এমনই পবিত্র ছিল মানুষের প্রতি মিউজদের আশীর্বাদ।'

পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব ক্ষেত্র। কিন্তু ছিলেন ইতিহাসের মিউজ, ইউরেনিয়া জ্যোতির্বিদ্যার, মেলপোমিন ট্রাজেডির, থ্যালিয়া কমেডির, টার্পসিকোরি নৃত্যের, ক্যালিওপি মহাকাব্যের, ইরাতো প্রেমের-কবিতার, পলিহিমনিয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও প্রতীক্ষার, আর ইউটারপি ছিলেন গীতি কবিতার দেবী।

হেসিওড বাস করতেন মিউজদের অন্যতম পর্বত হেলিকনের নিকটে—অনার্য প্রকৃতি পিরিয়ার অন্তর্গত পিবাসে যেখানে তারা জনগ্রহণ করেছিলেন, পার্নেসাস এবং অবশ্যই অলিম্পাসে। একদিন নয়জনই এলো তার সামনে এবং তারা তাকে বললো, ‘আমরা জানি কিভাবে মিথ্যা বলতে হয় যাকে সত্য বলে মনে হতে পারে; কিন্তু আমরা জানি, কখন আমাদেরকে সত্য বলতে হবে।’ তারা ছিলেন সত্যের দেবতা অ্যাপোলো এবং প্রোস দেবীগণের সহচরী। পিটার তাদের এবং অ্যাপোলোর কীণা সখ্যকে বলেন, ‘সোনালি কীণা যার সাথে অনুগত হয় নৃত্যের ছন্দ, যা আছে অ্যাপোলো এবং বেথুনি-মালা পরিহিতা মিউজদের।’ যে উৎসাহ তারা যোগাতো মানুষকে তা যে কোন যাত্রকের বাণীর চাইতেও অধিক পবিত্র।

যখন জিউসের ধারণাটি চমৎকারিত্ব পেল, তখন অলিম্পাসে তার পাশে বসলো দুটি মহামহিম রূপ। থেমিস, যার অর্থ হলো ন্যায় বা দৈব বিচারক এবং ডাইক, যা হলো মানবিক বিচারক। কিন্তু তারা কখনই হয়ে উঠতে পারেন নি বাস্তব ব্যক্তিত্ব। একই কথা প্রযোজ্য দুটি সর্বিশেষ আবেগের ক্ষেত্রে যেগুলো হোমার এবং হেসিওডের রচনায় অতি উচ্চ ধারণা বহন করে : নেমেসিস, সাধারণত যাকে অনুবাদ করা হয় * ‘ন্যায়নিষ্ঠ ক্রোধ রূপে এবং * এইডোস, যা অনুবাদের জন্য একটি কঠিন শব্দ, কিন্তু এটি গ্রিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এর অর্থ হলো এমন এক ভয় ও লজ্জার অনুভূতি যা মানুষকে নিবৃত্ত করে অন্যায় কাজ হতে, কিন্তু এটি এমন এক অনুভূতিকে নির্দেশ করে যা একজন সামর্থ্যবান মানুষকে ধারণ করতে হবে হতভাগ্যদের সামনে—করণা নয়, কিন্তু এমন এক ধারণা যে, তার এবং সেই দরিদ্র হতভাগ্যদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

এমনটি মনে হয় না যে নেমেসিস বা এইডোস কারুরই আবাস ছিল দেবতাদের সাথে। হেসিওড বলেন যে, কেবলমাত্র যখন মানুষ চূড়ান্তভাবে পুরোপুরি অসৎ হয়ে উঠবে তখন ধবল পরিচ্ছদে অবগুষ্ঠিত মুখমণ্ডল নিয়ে নেমেসিস এবং এইডোস ত্যাগ করবেন এই মর্তকে এবং চলে যাবেন চিরতরে অমরদের মাঝে।

বিভিন্ন সময়ে কিছু মরণশীল স্থানান্তরিত হয়েছিল অলিম্পাসে, কিন্তু একবার স্বর্গে চলে যাওয়ার পর সাহিত্যে তাদের আর স্থান থাকলো না। তাদের কাহিনী পরবর্তীতে বর্ণিত হবে।

জল-দেবতাবৃন্দ

* পোসাইডন (নেপচুন) ছিলেন মহাসমুদ্র ভূমধ্যসাগর এবং বহুত্বপূর্ণ সমুদ্র (ইউজিন, এখনকার কৃষ্ণ সাগর)-এর প্রভু। পাইলিপ্পার নদীসমূহও ছিল তার।

* ওস্যান ছিলেন একজন টাইটান। তিসি ছিলেন ওস্যান নদীর অধিপতি, এক বিশাল নদী যা বৃত্তবদ্ধ করে আছে মর্তকে। তার স্ত্রী টেথিসও ছিলেন একজন

টাইটান। এই নদীর উপনদী এসেনিডবুন্দ ছিল তাদের কন্যা। মর্তের সকল নদীর দেবভাগণ ছিলেন তাদের পুত্র।

• পন্টাস ছিলেন 'গভীর সমুদ্রের দেবতা।' তিনি ছিলেন ধরিত্রী দেবীর পুত্র এবং সমুদ্রদেবতা নেরেউসের পিতা, যিনি ছিলেন তার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

• নেরেউসকে বলা হতো সমুদ্রের বৃদ্ধ মানব (ভূ-মধ্যসাগর)—'এক নিম্মত এবং মার্জিত দেবতা', হেসিওড বলেন, 'যার চিন্তাসমূহ ন্যায় এবং সহানুভূতিশীল এবং যিনি কখনই মিথ্যা বলেন না।' তার স্ত্রী ছিলেন ওস্যানের কন্যা ডোরিস। তাদের ছিল পঞ্চাশটি সুন্দরী কন্যা, যারা ছিল সমুদ্র-পরী, যাদেরকে তাদের পিতার নামানুসারে বলা হতো নেরেইড, যাদের অন্যতম থেটিস ছিলেন একদিসের মাতা। পোসাইডনের স্ত্রী, অ্যাফ্রোডিতি ছিলেন আরো একজন সমুদ্র-পরী।

• ট্রাইটন ছিলেন সমুদ্রের ট্রাম্পেট বাদক। তার ট্রাম্পেটটি ছিল এক বিশালাক ধোলক। তিনি ছিলেন পোসাইডন এবং অ্যাফ্রোডিতির পুত্র।

• প্রোতিয়ুসকে কখনো বলা হতো পোসাইডনের পুত্র, কখনো বা তার সহচর। তার ছিল ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং ইচ্ছামত নিজের আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা।

• ন্যাডবুন্দও ছিল জল-পরী। তারা বাস করতো ছোট নদী, নির্ঝর বা প্রস্রবনে।

• লিউকোথিয়া এবং তার পুত্র প্যালিমেন, যারা একদা ছিল মরণশীল, পরিণত হয়েছিলেন সমুদ্রের দেব-চরিত্রে, একই কথা প্রযোজ্য গ্রকাসের ক্ষেত্রে, কিন্তু তিনজনই ছিলেন অগুরুত্বপূর্ণ।

পাতালপুরী

মৃতদের রাজ্যটি শাসিত হতো বারোজন মহান অনিস্পিয়ানের অন্যতম হেডিস বা পুটো কর্তৃক, এবং তার রানী ছিলেন পার্সিফোন। এটিকে প্রায়শই তার নামানুসারে বলা হয় হেডিস। 'ইলিয়াড'-এর বর্ণনা অনুযায়ী এর অবস্থান হলো মর্তের গোপন স্থানসমূহের নিচে। 'অডিসি'-র বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে যাওয়ার রাস্তাটি চলে গেছে পৃথিবীর প্রান্তসীমা ছুঁয়ে ওস্যান নদীর এ পার থেকে ওপার পর্যন্ত। পঞ্চম শতাব্দীর কবিদের বর্ণনা অনুযায়ী গুহাগুলোর ভিতর দিয়ে এবং গভীর সমুদ্রকে পাশে ফেলে মর্ত থেকে পাতালে যাওয়ার রয়েছে বিভিন্ন প্রবেশ-পথ।

কখনো কখনো পাতালপুরীতে টার্টারাস এবং এরিবাস নামে দুটি অংশ আছে বলে ধরা হয়, এর মধ্যে টার্টারাস ছিল অধিকতর গভীরে অবস্থিত, এবং ধরিত্রীদেবীর পুত্রদের বন্দিশালা; আর এরিবাস ছিল সেই স্থান, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতজনেরা যেখানে চলে যেতো। তদুপরি, প্রায়শই এই দুটি অংশের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না এবং যেকোনটিই ব্যবহার করা হতো; পুরো পাতালপুরী বলতে বিশেষত টার্টারাসকেই বুঝানো হতো।

হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী পাতালপুরী ছিল এক অবস্থা ছায়াস্পন্ন স্থান, যেখানে বান করে কেবল ছায়াসমূহ। সেখানে কোন কিছুতে নেই বাস্তবতার ছোঁয়া। যদি ভূতের অস্তিত্বকে বিবেচনা করা হয় তবে এটি চরম দুঃখপূর্ণের মতো কোন কিছু। পদবর্তী কবিকুল মৃতদের এই ভগৎকে বর্ণনা করেন আরও অধিকতর স্পষ্টভাবে যেখানে অওভকে দেখা হয় শান্তি এবং শুভকে করা হয় পুদঙ্কৃত। যেকোন গ্রিক কবির হৃদয়কে সোম্যান কবি ভার্জিলের রচনায় এই ধারণাটি উপস্থাপিত হয়েছে পুন্দ্রপুন্দ্রভাবে, এক দলের নিদারুণ যন্ত্রণা এবং অপবদলের আনন্দ-উল্লাস বর্ণিত হয়েছে সন্নিহিত। ভার্জিলই হলেন একমাত্র কবি, যিনি পাতালপুরীর ভৌগোলিক বর্ণনা দেন সুস্পষ্টভাবে, সেখানে যাওয়ার পথটি শুরু হয় যেখানে দুঃখ-নদী আকবন এসে পতিত হয় শোক-নদী ককিটাসে, সেই স্থান থেকে। ক্যাবন নামক এক বৃদ্ধ মান্নি ফেবিত পাব করেন মৃতদের আত্মসমূহকে নদীর অপর পাড়ে, যেখানে অবস্থান করে টার্টাসের (ভার্জিল প্রদত্ত নাম) অভ্যন্তর ফটক। কারণ তার নৌকাতে কেবলমাত্র তাদের আত্মাকেই গ্রহণ করবেন মৃত্যুর পর যাদের ঠোঁটে গুঁজে দেয়া হয়েছিল পারাপারের টাকা এবং সৎকার করা হয়েছিল যথাযথভাবে।

ফটকের সামনে প্রহরায় বসে থাকতো তিন-মাথা বিশিষ্ট এবং ড্রাগনের লেজযুক্ত বুকুর সারবেরাস, যে সকল আত্মাকে শুধু প্রবেশের অনুমতিই দেয়, কিন্তু কাউকেই ফিরে আসার অনুমতি দেয় না। কারো আগমনের সাথে সাথে তাকে হাজির করা হয় ব্যাডামাস, মাইনস ও ইয়াকাস নামক তিনজন বিচারকের সামনে যারা দণ্ডদেশ প্রদান করেন এবং শুভকে প্রেরণ করেন অনন্ত যন্ত্রণার মাঝে আর শুভকে প্রেরণ করেন 'ইলিসিয়ান প্রান্তর' নামক এক আশীর্বাদ ধনা স্থানে।

আকেরন এবং ককিটাস ব্যতীত আরো তিনটি নদী আছে যেগুলো পাতালপুরীকে উর্ধ্ব-ভগৎ থেকে পৃথক করে : অগ্নি-নদী ফ্লিগেথন ; অভঙ্গনীয় অঙ্গীকারের নদী টিফ্রিস যার নামে দেবতারা অঙ্গীকার করে ; এবং বিশ্বস্তি নদী লীথি।

এই বিশাল অঞ্চলের কোন এক স্থানে ছিল পুটোর রাজপ্রাসাদ কিন্তু অনেক ফটকযুক্ত এবং অগণিত অতিথিতে আকীর্ণ থাকার উল্লেখ ব্যতীত লেখকরা এর সম্বন্ধে আর কিছু বর্ণনা করেন না। এর চারপাশে ছিল বিস্তীর্ণ পতিত জমি, অনুজ্জ্বল এবং শীতল, অ্যাসফোডেলের তৃণভূমি, অনুমেয়রূপেই অদ্ভুত, বিরল, ভৌতিক ফুল। আমরা এব সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানি না। কবিগণ আলো-আধারিতে লুকোনো এই স্থানের চিত্রায় জড়িয়ে থাকতে অগ্রহী ছিলেন না।

* এরিনিবুন্দ (ফিউরিবুন্দ) কে ভার্জিল স্থান দিয়েছেন পাতালপুরীতে, যেখানে তারা শান্তি দেয় অন্যায়কারীদেরকে। গ্রিক কবিগণ ভার্জিলকে প্রধানত মর্তলোকে পাপীদের সঙ্কলী বলে মনে করতেন। তারা ছিল নির্মম, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ। হেরাক্লিটাস বলেন, 'এমন কি সূর্যও হয় না কখনো তার কক্ষচ্যুত, কিন্তু ন্যায়ের দেবী এরিনিরা তাকেও অতিক্রম করে ফেলে।' সচরাচর তাদের সংখ্যা তিনজন বলে উল্লেখ করা হয় : টিনিফোন, মিজিরা এবং অ্যালেক্টো।

• নিভ্রায়েদী এবং তার ছাই • দুহাদেব, বস করতেন পাঠানপুৰিতে । যখন সেখন খোলেই ইচ্ছা আসতো মনুনের কাছে । তারা অতিভন্ন কবতো দুটি ফটক, একটি ছিল শিল্পের তৈরি যা দিয়ে যেতো সভ্য যুগ, আর একটি ছিল আইভির তৈরি যা দিয়ে যেতো মিথ্যা যুগ ।

মর্তের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতাবৃন্দ

দ্বিতীয়ে নানা হতো সর্বজন-মাতা, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে কোন দেবী ছিলেন না । তাকে কখনই নির্দিষ্ট করা হয় নি প্রকৃত মর্ত থেকে এবং আলনা কোন ব্যক্তিও ছিলেন না । ক্রনাস এবং প্রিয়ান কন্যা, শনা-দেবী, দিমিতির (নিরিস) এবং সুবা-দেবতা ডায়োনিসাস যাকে ব্যাকাসও বলা হয়, ছিলেন মর্তের সর্বময় দেব-চরিত্র এবং গ্রিক ও রোমান পুরাণতবে তাদের ছিল অপরিণীম গুরুত্ব । পরবর্তী অধ্যায়সমূহে জানা যাবে তাদের কাহিনীসমূহ । মর্তে আর অন্য যেসব দেবতা বাস করতেন তারা ছিলেন অগুরুত্বপূর্ণ ।

এব মধ্যো মুখ্য ছিলেন *প্যান । তিনি ছিলেন হার্মিসের পুত্র ; হোমারের স্তোত্রগীত অনুগায়ী তিনি একজন কোলাহলপ্রিয় এবং মূর্তিবাক্ত দেবতা ; কিন্তু তিনি অংশত ছিলেন পশুও, তার ছিল ছাগলের শিং এবং পায়ের পাতার বদলে ছিল ছাগলের পুর । তিনি ছিলেন ছাগলপালক এবং মেঘপালকদের দেবতা এবং তিনি ছিলেন বনপরীদের নৃত্যের উচ্ছল সহচর । সকল বন্য স্থানই ছিল তার আবাসস্থল, ঝোপঝাড়, বন-বনানী এবং পর্বতমালা, কিন্তু তিনি তার অনুস্থান আর্কেডিকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন । তিনি ছিলেন এক বিশ্বয়কর সংগীতজ্ঞ । তিনি তার সুর যত্নে যে সুর সৃষ্টি করতেন তা ছিল নাইটিংগেল পাখির মতোই মধুর । তিনি একের পর এক পবীদের প্রেমে পড়তেন, কিন্তু দৈহিক কদর্যতার কারণে বার বার হতেন প্রত্যাখ্যাত ।

রাত্রে গভীর বনের মাঝে ভয়ে কম্পমান পথিক যে শব্দ শুনতে পেতো তা তারই সৃষ্ট বলে মনে করা হয়, কাজেই এটি সহজেই অনুমেয় কি ভাবে 'সংক্রামক আতঙ্ক' নামক ভয়টির উদ্ভব ঘটেছিলো । তিনি * সিলিনাসকে কখনো বলা হতো প্যানের পুত্র ; কখনো বা তার ভাই, যে ছিল হার্মিসের এক পুত্র । তিনি ছিলেন আমুদে ও স্থূল শরীরের এক বৃদ্ধ যিনি সচরাচর একটি গাধার উপরে চড়ে বেড়াতেন, কারণ অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনি হারিয়ে ফেলতেন হাঁটার ক্ষমতাটুকুও ।

তিনি প্যানের মতো ব্যাকাসের সাথেও মজিত ছিলেন । যখন সুরা-দেবতাটি তরুণ ছিলেন তখন তিনি তাকে শিক্ষা দান করেন এবং শিক্ষকের পরম মদ্যপানাসক্তির কারণে তিনিও তার একনিষ্ঠ অনুসারীতে পরিণত হন ।

মর্তের এই দেবতাগণ ছাড়াও ছিলেন বুঝি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় জমজ দুই ভাই,
* ক্যাস্টর এবং * পোলাক্স (পলিডিউসিস), যারা বেশিরভাগ বর্ণনায় তাদের সময়ের
অর্ধেকটা যাপন করেন মর্তে, অর্ধেকটা স্বর্গে।

ভারা ছিলেন * লিডার পুত্র এবং এমন দেবতা হিসেবেই উপস্থাপিত যারা
ছিলেন নাবিকদের রক্ষাকর্তা—

দ্রুতগামী জাহাজের রক্ষক, যখন ঝড়ো বাতাস উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলে ক্রুর
সমুদ্রের বুকে চিরে।

যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষাকর্তা হিসেবেও তারা ছিলেন সমান সমর্থ। তারা সবিশেষ
সম্মানিত ছিলেন রোমে, যেখানে তারা উপাসিত হতেন এমন ভাবে—

মহান দুই জমজ ভাই, যাদের কাছে প্রার্থনা করে সকল ডোরিয়ান।

কিন্তু তাদের বর্ণনাসমূহ স্ববিরোধী। কখনো কখনো কেবলমাত্র পোলাক্সকেই
স্বর্গীয় বলে ধরা হয়, এবং ক্যাস্টর হলেন মরণশীল, যিনি তার ভাইয়ের ভালোবাসার
কারণেই বড়জোড় লাভ করেছিলেন অর্ধ-অমরত্ব।

* লিডা ছিলেন স্পার্টার রাজা টিভারিউসের পত্নী, এবং সবচেয়ে প্রচলিত
কাহিনীটি হলো এই যে, তিনি তার ঔরসে গর্ভে ধারণ করেছিলেন দুই মরণশীল
সন্তান ক্যাস্টর ও আগামেমননের স্ত্রী, ক্লাইটেমেনেত্রাকে; এবং জিউসের ঔরসে,
যিনি রাজহংস বেশে মিলিত হয়েছিলেন তার সাথে, গর্ভে ধারণ করেছিলেন অন্য
দুজন অমর, পোলাক্স এবং ট্রয়ের নায়িকা হেলেনকে। তথাপি ক্যাস্টর এবং
পোলাক্স, দুই ভাইকে প্রায়ই বলা হতো, 'জিউসের পুত্র'; প্রকৃতপক্ষে, যে গ্রিক
নামে তারা বেশি পরিচিত ছিলেন সেই 'Dioscouri' শব্দের অর্থ হলো, 'জিউসের
কিশোর পুত্রদ্বয়।' আবার, তাদেরকে, 'টিভারিউসের পুত্রদ্বয়,' 'Tyndaridae'-ও
বলা হতো।

তাদেরকে সর্বদাই উপস্থাপন করা হয় ট্রয়ের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে, থিসিউস,
জ্যাসন এবং আটলান্টার সমকালীন রূপে। তারা অংশ নিয়েছিলেন ক্যালিডোনিয়ার
বন্য-শূকর শিকারের অভিযানে; স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার অভিযানে; থিসিউস
কর্তৃক হেলেন অপহৃত হলে তারা তাকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু ক্যাস্টরের
মৃত্যুতে পোলাক্স যে ভাব্তুবোধ প্রদর্শন করেছিলেন তাছাড়া অন্য কোন কাহিনীতে
তাদের ভূমিকা অগুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের জানা নেই, ঠিক কেন তারা গিয়েছিলেন প্যারী-মালিক আইডাস এবং
লিনসিউসের দেশে। পিতার বলেন, সেখানে কোনভাবে গাড়ী নিয়ে আইডাসকে ক্রুদ্ধ
করে তোলা হয় এবং ছুরিকাঘাতে নিহত হন ক্যাস্টর। অন্য লেখকরা বলেন যে,
দ্বন্দ্বের কারণটি ছিল সেই দেশের রাজা লিউসিডাসের দুই কন্যা। পোলাক্স ছুরিকাঘাত
করেন লিনসিউসকে, এবং জিউস আঘাত করেন আইডাসকে তার বজ্রপাত দ্বারা।

কিন্তু নিহত হলেন ক্যাপ্টার এবং পোলান্সকে সাহুনা দিয়ে প্রশমিত করা গেল না। তিনিও নিজ মৃত্যু কামনা করলেন এবং দয়াপরবশ হয়ে জিউস অনুমতি দিলেন তার জীবনকে তার ভাইয়ের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে এবং বেঁচে থাকতে—

তোমার সময়ের অর্ধেক মর্তের নিচে এবং অর্ধেক স্বর্গের স্বর্ণ-গৃহে।

এই ভাষ্য অনুযায়ী দুজন কখনই বিচ্ছিন্ন হন নি পরস্পরের কাছ থেকে। একদিন তারা বাস করতেন হেডিসে, পরদিন অলিম্পাসে, সর্বদাই একসাথে। পরবর্তী গ্রিক লেখক লুসিয়ানের ভাষ্যটি ভিন্নতর, যাতে তাদের আবাসস্থল ছিল স্বর্ণ এবং মর্ত ; এবং পোলান্স যখন যান একটিতে, ক্যাপ্টার যান অন্যটিতে, ফলে তারা কখনই পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পারেন নি। লুসিয়ানের নাতিদীর্ঘ ব্যঙ্গ রচনাটিতে, অ্যাপোলো জানতে চান হার্মিসের কাছে :

‘আমি বলছি কেন আমরা পোলান্স এবং ক্যাপ্টারকে কখনই এক সাথে দেখতে পাই না ?’

‘বেশ’ হার্মিস উত্তরে বলেন, ‘তারা পরস্পরকে এতই পছন্দ করে যে যখন নিয়তি আদেশ জারি করলো যে তাদের যেকোন একজনকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং কেবল একজন প্রাপ্ত হবে অমরত্ব, তারা নিজেদের মধ্যে অমরত্বকে ভাগাভাগি করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।’

‘হার্মিস, এটা তেমন সুবিবেচনা প্রসূত নয়। এভাবে তারা নিজেদের যথার্থ কোন কাজে নিয়োজিত রাখতে পারবে ? আমি ভবিষ্যদ্বাণী করি ; ইক্টিউলেপাস করেন রোগের নিরাময় ; তুমি একজন দক্ষ বার্তাবাহক—কিন্তু এই দুজন—তারা কি আলস্যে কাটিয়ে দেবে তাদের সারাটা সময় ?’

‘নিশ্চিতভাবেই, নয়। তারা পোসাইডনের সেবায় নিযুক্ত। তাদের কাজ হলো বিপন্ন যেকোন জাহাজকে রক্ষা করা।’

‘আহা, তুমি এখন আসলেই কিছু বললে। আমি আনন্দিত এই জন্য যে তারা এমন চমৎকার কাজে ব্যস্ত।’

নক্ষত্রলোকে তারা পরিচিত হলেন দুটি নক্ষত্র রূপে : জেমিনী, দুই জমজ। তারা সর্বদাই উপস্থাপিত হয়েছেন চমৎকার তুষার-ধবল ঘোড়া চালনা করে অবস্থায়, কিন্তু হোমার অশ্বচালনা নৈপুণ্যে ক্যাপ্টারকে পোলান্সের উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি দুজনকে সম্বোধন করেন—

ক্যাপ্টার, অশ্ব পোষমানানোকারী, পলিডিউসিস, একে দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা।

* সিলিনিরা ছিল অংশত মানুষ এবং অংশত ঘোড়া। তারা হাঁটতো দুই পায়ে, চার পায়ে নয়, কিন্তু প্রায়শই পায়ের পাতার পরিবর্তে তাদের থাকতো ঘোড়ার খুর, কখনো বা ঘোড়ার কান এবং সর্বদাই থাকতো ঘোড়ার লেজ। তাদের নিয়ে কোন কাহিনীর প্রচলন নেই, কিন্তু তাদেরকে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় গ্রিক পুষ্পাধারসমূহে।

* স্যাটারগণ ছিল প্যানের মতো অর্ধ মানব ও অর্ধ ছাগরূপী বনদেবতা এবং তার মতো তাদেরও আবাস ছিল মর্তের দুর্গম বনাঞ্চলসমূহে।

এই অমানবিক, কনাকার দেবতাদের বিপরীতে বনভূমির দেবীগণ নয়নমনোহর কুমারী, * ওরিয়্যাডগণ ছিলেন পর্বতপরী, এবং * ডায়্যাডগণ, যাদেরকে কখনো কখনো বলা হয় * হানাদ্রায়াড, ছিলেন বৃক্ষপরী, প্রতিক্ষেত্রেই যাদের জীবন বাঁধা থাকতো সেই সব বৃক্ষের জীবনের সাথেই।

বায়ু-রাজ * ইওলাসও বাস করতেন মর্তে। তার আবাসস্থল ছিল ইওলিয়া নামক এক দ্বীপে। সঠিক ভাবে বললে, তিনি ছিলেন বায়ু-দেবতার অস্থায়ী বিকল্প, দেবতাদের প্রতিনিধি। চার প্রধান বায়ু দেবতারা ছিলেন উত্তর-বায়ু বোরিয়াস, ল্যাটিন ভাষায় * অ্যাকুইলো, পশ্চিম-বায়ু জেফার যার ছিল একটি দ্বিতীয় ল্যাটিন নাম * ফাভোনিয়ুস ; দক্ষিণ-বায়ু নোটুস, যাকে ল্যাটিন ভাষায় অস্টারও বলা হতো ; এবং পূর্ব-বায়ু ইউরাস, যা গ্রিক এবং ল্যাটিন উভয় ভাষাতে একই।

এমন কিছু প্রাণী ছিল যেগুলো মানবীয় বা দৈব কোনটিই ছিল না, যাদের আবাস ছিল মর্তেই। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :

* সেন্টরবৃন্দ। তারা ছিল অর্ধ মানব ও অর্ধ ঘোড়া, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা ছিল হিংস্র প্রাণী, মানুষের চাইতে বন্য জন্তুর সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্য তাদের একজন, কীরন সর্বত্র পরিচিত ছিলেন সততা এবং জ্ঞানের জন্য।

* গর্গনবৃন্দও ছিল মর্তবাসী। তারা ছিল তিনজন এবং এর মধ্যে দুজন ছিল অমর। তারা ছিল ডানায়ুক্ত ড্রাগন সদৃশ প্রাণী, যাদের দৃষ্টি মানুষকে পরিণত করতো পাথরে। সমুদ্র-দেবতা ও ধরিত্রী দেবীর পুত্র ফোর্সিস ছিল তাদের পিতা।

* গ্রেইয়াইনৃন্দ ছিল গর্গনদের বোন। তারা ছিল তিন ধূসর মানবী যাদের সকলের জন্য ছিল কেবল একটি মাত্র চোখ। তারা বাস করতো ওস্যানের দূরবর্তী উপকূলে।

* সাইরেনবৃন্দ বাস করতো সমুদ্রের (ভূমধ্য) এক দ্বীপে। তাদের ছিল মনোমোহিনী কণ্ঠস্বর এবং তাদের গান নাবিকদেরকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যেতো মৃত্যুর উপকূলে। তারা দেখতে কেমন ছিল তা কারো জানা ছিল না, কারণ কেউ তাদেরকে দেখলে আর কখনই ফিরে আসতো পারতো না।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু স্বর্গ নাকি মর্ত ছিল তাদের বাসস্থান তার কোন উল্লেখ নেই, তারা ছিলেন ফেইটগণ, যাদেরকে গ্রিক ভাষায় বলা হয় 'Moirae', আর ল্যাটিন ভাষায় Parcae। হেসিওডের বর্ণনায় যারা জন্মের সময় মানুষকে প্রদান করতেন ভালো এবং মন্দ। তারা ছিলেন তিনজন ক্রোদা, বয়নকারী, যিনি বয়ন করেন জীবনের ভাগ্য জাল ; ল্যাকেসিস, জ্ঞান, মীমাংসাকারী, যিনি প্রত্যেক মানুষকে তার নিয়তি প্রদান করেন ; অ্যাত্রোপস, যার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়, যিনি বহন করেন 'যুগিত চরকা' এবং সুতা কেটে দিয়ে নিশ্চিত করেন মানুষের মৃত্যু।

রোমান দেবতাবৃন্দ

পূর্বোল্লিখিত বারোজন মহান অলিম্পীয় দেবতা পরিণত হয়েছিলেন রোমান দেবতাতোও। রোমের উপর গ্রিক শিল্পকলা এবং সাহিত্যের এতটাই প্রভাব ছিল যে, রোমান দেব-দেবীগণকে অনুরূপ গ্রিক দেব-দেবীর সাদৃশ্য দেয়ার জন্য পাল্টে ফেলা হয়েছিল এবং তাদেরকে একই বলে গণ্য করা হতো। অবশ্য, রোমে তাদের বেশির ভাগেরই ছিল রোমান নাম; এগুলো ছিল জুপিটার (জিউস), জুনো (হেরা), নেপচুন (পোসাইডন), ভেস্টা (হেস্টিয়া), মার্স (অ্যারেস), মিনার্তা (অ্যাথেনা), ভেনাস (আফ্রোদিতি), মার্কুরি (হার্মিস), ডায়ানা (আর্টেমিস), ভালকান বা মালসিবার (হেফেস্টাস), সিরিস (দিমিতির)। দুজন ধরে রাখলেন তাদের গ্রিক নাম: অ্যাপোলো এবং প্রুটো; কিন্তু শেষের জনকে কখনই সন্মোদন করা হয়নি হেডিস, যেমনটি সচরাচর করা হতো গ্রিসে। ব্যাকাস যাকে সন্মোদন করা হয় নি ডায়োনিসাস, ছিলেন সুরা-দেবতা, তার ছিল একটি ল্যাটিন নামও, লিবার।

গ্রিক দেবতাদেরকে গ্রহণ করে নেয়াটা ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ রোমানদের ছিল না তাদের নিজস্ব কোন সবিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেবতা। তারা ছিল, গভীর ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ, কিন্তু তাদের কল্পনা শক্তি ছিল সামান্যই। তারা কখনই সৃষ্টি করতে পারতো না অলিম্পীয়দেরকে যাদের প্রত্যেকেরই ছিল, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। গ্রিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করার আগে তাদের দেবতারা ছিল অস্পষ্ট, 'ইতস্তত করে কোন কিছুর পরিচয় দেয়া'-র চাইতে বেশি কিছু নয়। তারা ছিল * নিউমিনাবৃন্দ যার অর্থ শক্তিসমূহ বা ইচ্ছাসমূহ — সম্ভবত ইচ্ছা-শক্তিসমূহ।

ইটালিতে গ্রিক সাহিত্য এবং শিল্পকলার প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত রোমানরা সুন্দর ও কাব্যিক দেবতাদের কোন প্রয়োজনই বোধ করেনি। তারা ছিল বৈষয়িক জনগোষ্ঠী এবং 'সংগীতকে উৎসাহদানকারী বেগুনি-বেণীবন্ধ মিউজগণ' বা 'গীতিময় অ্যাপোলো তার স্বর্ণালি বীণায় সৃষ্টি করছেন মধুর মেলোডি' বা এরকম কোন কিছুর প্রতি তাদের ছিল না কোন আগ্রহ। তারা চেয়েছিল নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের দেবতা। উদাহরণ স্বরূপ, এমন একজন যে পাহারা দেবে শিশুর দোলনা। অথবা এমন একজন যিনি পরিচালনা করবেন শিশুদের ভোজন। মিউমিনাদের কোন কাহিনী কখনই বর্ণিত হয় নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা পুরুষ কিনা নারী তাও উল্লেখ করা হয় নি। তবে তারা জড়িত ছিলেন প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সাধারণ কাজ-কর্মের সাথে এবং তারা যে সম্মান অর্জন করেছিলেন তা দিমিতির ও ডায়োনিসাস ব্যতীত অন্য কোন গ্রিক দেবতার জিপ্সো জোটেনি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও শ্রদ্ধার্ত ছিলেন * লাক্স এবং * পেনাটিস। প্রতিটি রোমান পরিবারে থাকতেন একজন করে 'লার', যিনি ছিলেন কোন এক পূর্ব পুরুষের প্রেতাত্মা এবং কয়েকজন পেনাটিস, যারা ছিলেন চুল্লি-দেবতা ও খাদ্য ভাগ্যের

অভিরক্ষাকর্তা। তারা ছিলেন পরিবারটির নিজস্ব দেবতা, কেবল ঐ পরিবারটির জন্য নিবেদিত, প্রকৃতই এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সকল গৃহস্থালির রক্ষক। মন্দিরে কখনই তাদের উপাসনা হতো না, কেবল মাত্র গৃহেই তা সম্পাদিত হতো, যেখানে প্রতিটি ভোজনে খাবারের কিছু অংশ তাদের জন্য উৎসর্গ করা হতো। সর্বসাধারণের জন্যও ছিলেন লারিস এবং পেনাটিস, তারা নগরীর জন্য তা-ই করতেন যা অন্যরা করতেন পরিবারের জন্য।

গৃহস্থালি জীবনের সাথে জড়িত আরো অনেক নিউমিনাও ছিলেন যেমন সীমানা-রক্ষক, * টারমিনাস ; উর্বরতার কারণ, * প্রিয়াপাস ; গরুর শক্তিবর্ধনকারী * প্যালিস ; চাষী এবং কাঠুরের সাহায্যকারী, * সিলভানাস।। একটি দীর্ঘ তালিকাই তৈরি করা যেতো। কৃষি খামারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি জিনিসই ছিল একজন হিতৈষী শক্তির তত্ত্বাবধানে, কিন্তু কখনই কোন সুনির্দিষ্ট অবয়বের ধারণা পাওয়া যায় নি।

* স্যাটার্ন মূলত ছিলেন একজন নিউমিনা, যিনি ছিলেন বীজবপনকারী এবং বীজ উভয়েরই রক্ষক, তার স্ত্রী হিসেবে * অপ্স ছিলেন ফসলের রক্ষাকর্তৃ। পরবর্তীকালে, তাকে গ্রিক দেবতা ক্রনাসের সমতুল্য মনে করা হতো এবং বলা হতো রোমান জিউস, জুপিটারের পিতা। এভাবে তিনি হয়ে উঠলেন এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং তার সম্বন্ধে বর্ণিত হলো বেশ কিছু কাহিনী। যখন তিনি রাজত্ব করতেন ইটালিতে, 'স্বর্ণ-যুগের স্বরণে' প্রত্যেক শীতে আয়োজন করা হতো বিশাল ভোজ-উৎসব, 'স্যাটার্নালিয়া'। এ সম্বন্ধে ধারণাটি ছিল এই যে, যতদিন চলতো এ উৎসব, ততদিন সেই 'স্বর্ণযুগ' নেমে আসতো পৃথিবীতে। তখন বেজে উঠতো না কোন যুদ্ধের দামামা ; দাস মালিক এবং ক্রীতদাস খাবার গ্রহণ করতো একই টেবিলে ; মৃত্যুদণ্ড হয়ে যেতো মূলতবি ; এটি ছিল পরস্পরকে উপহার সামগ্রী দেয়ার এক ঋতু ; এটি মানুষের মনে, জাগরুক করে রাখতো সাম্যের ধারণা, এ ছিল এমন এক সময় যখন সবাই এসে দাঁড়াতো একই সমতলে।

* জ্যানাসও ছিলেন মূলত একজন নিউমিনা 'শুভ উদ্বোধনের দেবতা,' যা নিশ্চয়তা দিত শুভ সমাপ্তির। একটি বিশেষ মাত্রায় তিনি ব্যক্তিত্বময় হয়েছিলেন।

রোমে তার প্রধান মন্দিরটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল, যেখানে ঘণ্টে দিবসের উদ্বোধন এবং সমাপ্তি, এর ছিল দুটি দরজা, যাদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতো তার মূর্তি, দুটি মুখাবয়ব নিয়ে, একটি তরুণ ও অপরটি বৃদ্ধ। এই দরজাগুলো বন্ধ থাকতো কেবল তখনই যখন রোমে বিরাজ করতো শান্তি। নগরীর জীবনের প্রথম সাতশত বছরে এগুলো বন্ধ ছিল তিনবার, মঙ্গলকিরী রাজা নিউমার রাজত্বকালে ; প্রথম পিউনিক যুদ্ধের পর যখন কার্থেজ পরাস্ত হয়েছিলেন ২৪১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে ; এবং অগাস্টাসের রাজত্বকালে, মিল্টন বলেন, যখন,

কোন যুদ্ধ বা লড়াইয়ের শব্দ
শোনা যেত না পৃথিবীর কোথাও।

স্বাভাবিকভাবেই তার মাস, জানুয়ারি দ্বারাই আরম্ভ হতো নতুন বছর।

* ফনাস ছিলেন স্যাটার্নের পৌত্র। তিনি ছিলেন প্যানের রোমান সংস্করণ, এক অমার্জিত দেবতা। তিনি ছিলেন একজন ভবিষ্যদ্বক্তাও, এবং মানুষের সাথে কথা বলতেন স্বপ্নে।

* ফনবৃন্দ ছিলে রোমান স্যাটার।

* কুইরিনাস ছিল দেবত্বপ্রাপ্ত রোমুলাসের নাম, যিনি ছিলেন রোমের প্রতিষ্ঠাতা।

* ম্যানিসবৃন্দ ছিল হেডিসে গুহ মৃতদের আত্মা। কখনো কখনো তাদেরকে দৈব চরিত্র বলে গণ্য করে উপাসনা করা হতো।

* লেমিউরিস বা লার্তা ছিল অশুভ মৃতদের আত্মা এবং তারা ছিল খুবই ভীতিকর।

* ক্যামিনি শুরু করেছিলেন একজন উপকারী এবং প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় এক দেবীরূপে যিনি তত্ত্বাবধান করতেন বর্ণা এবং কৃপসমূহের, নিরাময় করতেন রোগের এবং করতে পারতেন ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু যখন গ্রিক দেবতারা রোমে এলেন তখন ক্যামিনিদের গুলিয়ে ফেলা হয় ব্যবহারিক জীবনে অপ্রয়োজনীয় দেবীগণ মিউজদের সাথে, যারা কেবল মাত্র শিল্প কলা এবং বিজ্ঞান নিয়ে জড়িত ছিলেন। এগেরিয়া, যিনি শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিলেন রাজা নিউমাকে, তাকে একজন ক্যামিনা বলেই ধরা হয়।

* লুসিনাকে কখনো কখনো গণ্য করা হতো রোমান * ইলিথাইয়া, বলে, যিনি ছিলেন শিশু প্রসবের দেবী, কিন্তু সচরাচর নামটি ব্যবহৃত হতো জুনো এবং ডায়ানা উভয়ের গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য।

* পোমোনা এবং *ভোরটুম্নাস শুরু করেছিলেন নিউমিনারূপে, ফল ও ফুলবাগানের রক্ষাকারী শক্তিরূপে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ব্যক্তিরূপ প্রতিষ্ঠা পায় এবং এমন একটি কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল যাতে তারা পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



দুই মর্তের দুই মহান দেবতা

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমর দেবতাগণ মানব জাতির জন্য ছিলেন সামান্যই হিতৈষী এবং প্রায়ই অপকারী ; জিউস ছিলেন মরণশীল কুমারীদেব জন্য এক সর্বনাশা প্রেমিক এবং সম্পূর্ণ অননুমোদিত ছিল কখন তিনি ব্যবহার করবেন তার বজ্রপাত ; অ্যারেস ছিলেন যুদ্ধবাজ এবং সাধারণভাবে অতি ক্ষতিকর ; বরাবরের মতো হেরা যখন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতেন তখন তার সমস্ত ন্যায় বোধ লোপ পেতো ; অ্যাথেনাও ছিলেন একজন যুদ্ধ সৃষ্টিকারী এবং জিউসের মতোই অবিবেচনা প্রসূতভাবে বিদ্যুৎ গতিতে ব্যবহার করতেন তার বর্শা ; আফ্রোদিতি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন মূলত অন্যের জন্য ফাঁদ তৈরিতে এবং ছলনা করার জন্য । তারা ছিলেন সুন্দর ও নিশ্চিতভাবেই দীপ্তিমান এবং তাদের অভিযানসমূহ সৃষ্টি করেছিল অসাধারণ সব কাহিনী ; কিন্তু যখন তারা সরাসরি ক্ষতিকারক হতেন না ; তখন তারা হতেন খেয়ালি ও অবিশ্বস্ত এবং সাধারণত মরণশীলরা তাদেরকে ছাড়াই ছিল বেশি সফল ।

অবশ্য দুজন ছিলেন একেবারে ভিন্নতর—যারা প্রকৃতই ছিলেন মানুষের বন্ধু : একজন হলেন ক্রনাস ও রিয়ার কন্যা শস্য-দেবী দিমিতির, ল্যাটিন ভাষায় যাকে বলা হয় নিরিস এবং অপরজন হলেন সুরা-দেবতা ডায়োনিসাস যাকে ব্যাকাসও বলা হয় । দিমিতির ছিলেন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ, সেটিই ছিল স্বাভাবিক । দ্রাক্ষালতার চাষের বহুকাল পূর্বেই বপন করা হয়েছিল শস্য । প্রথম দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি ছিল পৃথিবীতে বসতি-জীবনের সূত্রপাত । দ্রাক্ষাক্ষেত্র এলো আরো পরে । আর যে দৈব চরিত্র নিয়ে এসেছিল শস্যাদানা তাকে দেবতা নয় দেবী ভাবাটাই ছিল স্বাভাবিক । যখন পুরুষের কাজ ছিল শিকার এবং যুদ্ধ করা, শস্যক্ষেত্রগুলো ছিল নারীর তত্ত্বাবধানে, এবং যেহেতু তারা চান্দাবাদ করতো, বীজ-হলুয় ছড়াতো বীজ এবং নিজেরাই তুলতো ক্ষেতের ফসল, তাই তারা অগ্রসর করলো যে একজন দেবীর পক্ষেই সম্ভব কোন নারীকে সবচেয়ে ভালোভাবে ঈর্ষান্বিত করা ও তার কাজে সাহায্য করা । তারাও তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারতো, যাকে উপাসনা করা হতো, পুরুষরা যে রকম রক্তক্ষয়ী বিসর্জনকে মাধ্যমে অন্যান্য দেবতাদেরকে উপাসনা করতো সেভাবে নয়, অতি বিনীতভাবে, যা খামারটিকে করে তুলতো ফলবতী । তার মাধ্যমে শস্যক্ষেত্রগুলো হয়ে উঠেছিল পবিত্র, 'দিমিতিরের পবিত্র

শস্যাদানা।' শস্য মাড়াই ক্ষেত্রগুলোও ছিল তার তত্ত্বাবধানে। দুটোই ছিল তার মন্দির যেখানে তিনি যেকোন সময় উপস্থিত হতে পারতেন। 'পবিত্র মাড়াই-ক্ষেত্রে যখন তারা শস্য ঝাড়তো, তখন পাকা-ফসলের মতো হলুদ চুলের অধিকারী দিমিতির নিজে ঝটিকা বায়ুর তোড়ে আলাদা করে ফেলেন শস্যাদানা এবং খোসাসমূহকে, আর ঝড়ের গাদাসমূহ ক্রমশ হয়ে উঠে ধবল। 'এয়েন আমার হয়', শস্য কেটে কেউ প্রার্থনা করছে, 'দিমিতিরের বেদীর পাশে শস্যের স্তুপের ভিতর শস্য ঝাড়ার বিশাল পাখাটি যখন বসানো হলো, তখন স্থিত হেসে হাতে ফসলের আঁটি এবং পপি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।'

তার প্রধান উৎসবটি অবশ্যই ছিল ফসল কাটার ঋতুতে। আদিকালে এটি অবশ্যই ছিল শস্য উৎপাদনকারীর এক সাদামাটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিন, যখন নতুন শস্যাদানা হতে তৈরি প্রথম পাউরুটিটিকে টুকরো টুকরো করা হতো এবং শ্রদ্ধাসহ তা খাওয়া হতো সেই দেবীর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতাময় প্রার্থনা করে যার কাছ থেকে এসেছে মানব জীবনের এই উৎকৃষ্টতম এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আশীর্বাদটি। পরবর্তীকালে এই বিনীত ভোজনটি পরিণত হয়েছিল এক রহস্যময় উপাসনায়, যার সম্বন্ধে আমরা খুব সামান্যই জানি। সেপ্টেম্বরের এই মহান উৎসবটি আসতো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর, কিন্তু এটি অনুষ্ঠিত হতো নয়দিন ধরে। সেগুলো ছিল খুবই পবিত্র কতকগুলো দিন, যখন জীবনের বেশিরভাগ সাধারণ কাজ-কর্ম থেমে যেতো সাময়িকভাবে। দল বেঁধে মানুষ করতো শোভাযাত্রা, নৃত্যও সংগীতের মূর্ছনায় সম্পন্ন করতো বিভিন্ন উৎসর্গ, সর্বত্রই থাকতো এক উৎসবের আমেজ। এসব কিছুই ছিল সাধারণের ধারণা এবং অনেক লেখকের সাথে এগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গণে যে মূল অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হতো তা কখনই বর্ণিত হয় নি। যারা এটি দেখতো তারা বাঁধা থাকতো এক নীরবতা-ব্রতের মাঝে এবং তারা এই নীরবতা এমনভাবে বজায় রাখতো যে, সেখানে কি সংঘটিত হতো আমরা তার খুব বিক্ষিপ্ত কিছু অংশই জানতে পারি।

বিশাল মন্দিরটি অবস্থিত ছিল এথেন্সের নিকটবর্তী এক ক্ষুদ্র শহর ইলিউসিসে এবং উপাসনাটিকে বলা হতো 'ইলিউসীয় রহস্য।' গ্রিক এবং রোমান জগৎ জুড়ে এগুলোর মর্যাদা ছিল গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিসেরো বলেন, 'এই রহস্যগুলোর চাইতে বড় আর কিছু নেই। তারা আমাদের চরিত্রগুলোকে করে তুলেছে মধুর এবং আমাদের রীতি-নীতি সমূহকে করেছে সহনীয়; তারা আমাদেরকে কেবলমাত্র আনন্দময় জীবনযাপন করতেই শেখায় নি, তারা আমাদেরকে এও শিখিয়েছে কিভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয় নতুন কোন আশা নিয়ে।'

যদিও তারা ছিলেন পবিত্র এবং ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার যোগ্য, তবু তারা রেখে গেলেন তাদের উৎসবের চিহ্ন। আমরা তাদের সম্বন্ধে যে গুটি কয়েক তথ্য পাই তার

একটিতে এক অতি ভাবগম্ভীর মুহূর্তে দেখানো হলো, 'শস্যের একটি শীষ যা তুলে আনা হয়েছে নীরবতার ভিতর থেকে।'

যা-ই হোক, কেউ স্পষ্টভাবে জানে না ঠিক কখন এবং কিভাবে সুরা-দেবতা, ডায়োনিসাসও দিমিতিরের পাশে স্থান দখল করলেন ইলিউসিসে।

দিমিতিরের পাশে যখন বেজে উঠে মন্দির
সিংহাসনে বসেন বহমান চুলের ডায়োনিসাস।

এটিই খুব স্বাভাবিক ছিল যে তারা উপাসিত হবেন একত্রে, উভয় দৈব-চরিত্রই ছিলেন মর্তলোকে মঙ্গলময় আশীর্বাদ প্রদানকারী, উভয়েই উপস্থিত থাকতেন জীবনের জন্য জরুরি প্রাত্যহিক সকল কাজে, পাউরুটি টুকরো করা থেকে মদ্যপান পর্যন্ত। ফসল কাটার ঋতুটি ছিল, ডায়োনিসাসেরও উৎসব—

আনন্দ-দেবতা, ডায়োনিসাস, সেই শুদ্ধ নক্ষত্র
যিনি আলোক সঞ্চারিত করেন কুড়োনো ফলের ভিতর।

কিন্তু তিনি ছিলেন না সর্বদাই আনন্দ-দেবতা, আর দিমিতিরও ছিলেন না গ্রীষ্মের এক সার্বক্ষণিক সুখী দেবী। প্রত্যেকেরই পরিচয় ছিল আনন্দ ও দুঃখ উভয়ের সাথেই। এই ভাবেও তারা পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন; তারা দুজনেই ছিলেন দুঃখ-দুর্দশা পীড়িত দেবতা। অন্য দেবতাদেরকে কখনোই স্পর্শ করতে পারে নি কোন দীর্ঘকালীন দুঃখ-যাতনা। 'যেখানে নেই কোন বায়ু প্রবাহ, নেই কোন বৃষ্টি বা ভূমারপাত, সেই অলিম্পাসে বাস করতেন তারা। সকল দিবস-রজনী ব্যাপী তারা ছিলেন সুখী, ভোজনে তারা গ্রহণ করতেন নেকটার এবং অ্যাম্ব্রোসিয়া, যখন পরম গর্বিত অ্যাপোলো বাজাতে শুরু করতেন তার বীণা, এবং মিউজদের সুমিষ্ট কণ্ঠ তার সাড়ায় জেগে উঠতো, যখন থ্রেসবৃন্দ নেচে উঠতো হীবি এবং আফ্রোদিতির সাথে এবং এক উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তো তাদের চারদিকে।' কিন্তু মর্তের দুই দেবতার দৈব-চরিত্রের ছিল হৃদয় বিদীর্ণ করা কষ্টেরও অভিজ্ঞতা।

শস্যলতা এবং দ্রাক্ষা সমৃদ্ধ শাখা প্রশাখার কি ঘটে, যখন তুলে নেয়া হয় শস্য-দানা এবং আঙুরগুলো, এবং যখন কৃষ্ণ-হিম নেমে এসে হত্যা করে মাঠের শ্যামল সজীব প্রাণকে? এটিই মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করলো যখন প্রথম কাহিনীগুলো বর্ণিত হলো ব্যাখ্যা করার জন্য যা ছিল খুবই রহস্যময়,—তাদের চোখের সামনে দিবা-রাত্রিতে, বিভিন্ন ঋতুতে এবং সত্য সংঘটনশীল পরিবর্তনসমূহে। যদিও দিমিতির এবং ডায়োনিসাস ছিলেন নক্ষত্রগুলোর আবর্তনে নবায়নের সুখী দেবতা, স্পষ্টতই শীতের শুষ্কতার সময় তারা হয়ে উঠতেন পুরোপুরি ভিন্ন রকম। দুঃখ এসে ভর করতো তাদের উপর এবং পৃথিবীও হয়ে উঠতো দুঃখ ভারাক্রান্ত।

বহুকাল পূর্বের মানুষেরা বিস্থিত হয়েছিল কেন এমন হয় তা ভেবে, এবং তারা এর কারণ ব্যাখ্যা করতে বিভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করলো।

মর্তের দুই মহান দেবতা

দিমিতির (সিরিস)

(এই কাহিনীটি বর্ণিত হয় শুধুমাত্র একটি অতি প্রাচীন কবিতায়, হোমারের অন্যতম প্রাচীন একটি ভোক্ত্রগীতে, যার রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক হতে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে। মূল রচনাটি ধারণ করে প্রাচীন গ্রিক কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরম সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা এবং এই সুন্দর পৃথিবীর আনন্দকে।)

দিমিতিরের ছিল কেবলমাত্র একটি কন্যা পার্সিফোন (ল্যাটিন ভাষায় প্রসারপিনা), যিনি ছিলেন বসন্ত-কুমারী। তিনি তাকে হারিয়ে ফেলেন এবং তার গভীর শোকে তিনি বন্ধ করে দেন পৃথিবীতে কোন ফসলের ফলন, পৃথিবী পরিণত হলো এক উষ্ণ মরুভূমিতে। শ্যামল এবং পুষ্পময় ভূমি হয়ে গেল প্রাণহীন, কারণ হারিয়ে গেছে পার্সিফোন।

অন্ধকার পাতালপুরীর প্রভু, অগণিত মৃত জনের সর্বসর্বা, তাকে অপহরণ করলেন বিশ্বয়করভাবে প্রস্তুতি নার্সিসাস দ্বারা প্রলোভিত করে, যখন সে তার সহচরীদের থেকে সরে গিয়েছিল দূরে। তিনি গাঢ় কালো রঙের তেজি ঘোড়া গুলো দ্বারা চালিত রথে জেগে উঠল মর্তের এক গভীর ফাটল বেয়ে এবং কুমারী মেয়েটিকে তার কজি দ্বারা শক্ত করে ধরে নিজের পাশে বসালেন। তিনি তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় বয়ে নিয়ে গেলেন পাতালপুরী পর্যন্ত। সুউচ্চ পাহাড় এবং গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে সেই কাল্পনা প্রতিধ্বনিত হলো এবং তা শুনতে পেলেন তার মা। কিন্তু কেউ তাকে সত্যটি বলতে পারলো না, 'না কোন মানুষ, না কোন দেবতা, এমন কি পাখিগুলোর মাঝ থেকে কোন নিশ্চিৎ বার্তাও এল না।' নয়দিন ধরে দিমিতির ইতস্তত ঘুরে বেড়ালেন এবং এতদিন ধরে তিনি নিতে পারেন নি অ্যামব্রোজিয়ার স্বাদ বা ঠোটে নিতে পারেন নি সুমিষ্ট নেক্টার, অবশেষে তিনি এলেন সূর্য-দেবতার কাছে এবং তিনি তাকে খুলে বললেন সকল ঘটনা : পার্সিফোন আছে মর্তের নিচে পাতালপুরীতে, ছায়াময় মৃতদের মাঝে।

তখন দিমিতিরের হৃদয়ে প্রবেশ করলো আরো এক গভীরতর কষ্ট। তিনি ত্যাগ করলেন অলিম্পাস, বাস করতে লাগলেন মর্তলোকে ; কিন্তু এমন এক ছদ্মবেশে যে কেউ চিনতে পারে নি তাকে, এবং প্রকৃতই মরণশীল মানুষেরা সহজে চিনতে পারে না দেবতাদেরকে। তিনি তার সান্ত্বনাহীন ইতস্তত ভ্রমণের এক পর্যায়ে এলেন ইলিউসিসে এবং বসে পড়লেন পথের পাশে একটি দেয়ালের কাছে। তাকে মনে হলো এক বৃদ্ধা নারীর মতো, বিশাল বাড়িসমূহে যেমনটি থাকে ছোট ছেলে মেয়েদের তদারকির জন্য বা মজুদভাণ্ডার পাহারা দিয়ার জন্য। চারজন সুন্দরী কুমারী বোন কূপ থেকে পানি নিতে এসে দেখে ফেলিলো তাকে এবং সহানুভূতিসহ তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তিনি সেখানে কি করছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন যে, তিনি পালিয়ে এসেছেন জলদস্যুদের কাছ থেকে যারা কার্যত তাকে ক্রীতদাসী রূপে



পার্সিকোনের অপহরণ

বিক্রি করে দিতে চাইছিল এবং তিনি এই অপরিচিত স্থানে কাউকেই চিনেন না যার কাছে সাহায্যের জন্য যেতে পারেন। তারা তাকে বললো যে, এই শহরের যেকোন গৃহই তাকে স্বাগত জানাবে, তবে তারা সবচেয়ে বেশি খুশি হবে যদি তারা তাকে তাদের নিজ বাড়িতে নিতে পারে, যদি তিনি অপেক্ষা করেন ততক্ষণ যতক্ষণে না তারা তাদের মায়ের কাছে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করে আসতে পারে। দেবী সম্মতিনূচকভাবে তার মাথা ঈষৎ অবনত করলেন এবং বালিকাগণ তাদের উজ্জ্বল পাত্র সমূহ পানিতে পূর্ণ করে দ্রুত ফিরে গেল তাদের বাড়িতে। তাদের মা মেটানেইরা তাদেরকে ফিরে যেতে এবং আগতুককে বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ জানতে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, এবং দ্রুত ফিরে গিয়ে তারা মহিমাযয়ী দেবীকে তখনো সেখানে বসে থাকতে দেখলো ; নিবিড়ভাবে অবগুষ্ঠিত অবস্থায় এবং তার সরু পা অঙ্গি আবৃত ছিল এক প্রগাঢ় কালো রঙের গাউনে। তিনি তাদের অনুসরণ করলেন এবং যেই নাকি তিনি প্রবেশদ্বারটি অতিক্রম করে ঢুকলেন বিশাল কক্ষটিতে যেখানে মা তার ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে বসেছিলেন, এক দৈব জ্যোতি ভরে তুললো প্রবেশ পথটিকে এবং শ্রদ্ধা মিশ্রিত এক ভয় ভর করলো মেটানেইরার উপর।

তিনি দিমিতিরকে বসতে অনুরোধ করলেন এবং তাকে মধুর মতো মিষ্টি মদ সাধলেন ; কিন্তু দেবী তা স্পর্শ করলেন না। এর পরিবর্তে তিনি চাইলেন পুদিনার গন্ধযুক্ত বার্লি-পানি, ফসল কাটার ঋতুতে চাষীর ব্যবহৃত শীতল বায়ু প্রবাহ ব্যবস্থা এবং ইলিউসিসে উপাসনাকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র পেয়াল। এভাবে অবসাদ দূর করে তিনি শিশুটিকে তুলে নিলেন এবং তাকে ধরে রাখলেন তার সুরভিত বক্ষস্থলে এবং তার মায়ের হৃদয় আনন্দে ব্যাকুল হলো। এভাবে দিমিতির পরিচর্যা করলেন দিমোফুনকে যে পুত্রটিকে মেটানেইরা জন্ম দিয়েছিলেন জ্ঞানী সিলিয়াসের ঔরসে। এবং শিশুটি বেড়ে উঠলো এক তরুণ দেবতার মতো, কারণ প্রতিদিন দিমিতির তার গায়ে মেখে দিতেন অ্যামব্রোসিয়া এবং রাতে তাকে স্থাপন করতেন আগুনের লোহিত তপ্ত কেন্দ্রে। তার উদ্দেশ্য ছিল তাকে অনন্ত যৌবন প্রদান করা।

অবশ্য কিছু একটা শিশুর মাকে ফেলে দিয়েছিল অস্বস্তিতে, তাই একরাতে তিনি খেয়াল রাখলেন সবকিছু এবং তিনি শিশুটিকে আগুনের উপর শায়িত অবস্থায় দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। দেবী রাগান্বিত হলেন ; জোর করে বালকটিকে কেড়ে নিলেন এবং তাকে ভূমিতে ছুড়ে মারলেন। তিনি তাকে বার্ষিক্য এবং মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর করা হলো না। তথাপি সে গুয়ে থাকলো তার হাঁটুর উপর এবং ঘুমিয়ে পড়লো তার বাহুতে এবং এ জন্য সে আজীবন পেতে পারে শ্রদ্ধা ও সম্মান।

অতঃপর তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন দেবী রূপে। তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো সৌন্দর্য এবং এক স্নিগ্ধ সুরভী ; তার শরীর থেকে আলো এমনভাবে

বিচ্ছুরিত হলো যে বিশাল গৃহটি হয়ে উঠলো আলোকময়। তিনি শ্রদ্ধামিশ্রিত এক ভয়ে আক্রান্ত নারীটিকে বললেন যে, তিনিই দিমিতির। তারা যেন অবশ্যই শহরের নিকটে কোথাও তার জন্য একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করে দেয় এবং এভাবে পুনর্জন্ম করে তার হৃদয়ের আনুকূল্য।

এভাবে তিনি তাদেরকে ছেড়ে গেলেন, এবং মেটানেইরা বাকশক্তিহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সেখানকার সকলেই ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ভোরবেলায় তারা সিলিয়াসকে সবকিছু খুলে বললেন এবং তিনি জনগণকে ডেকে সমবেত করলেন এবং তাদের কাছে দেবীর আদেশ প্রকাশ করলেন। তারা স্বৈচ্ছায় তার মন্দির নির্মাণের জন্য কাজ করলো, এবং যখন এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলো তখন সেখানে এলেন দিমিতির এবং সেখানে বসলেন,—অলিম্পাসের দেবতাদের থেকে অনেক দূর, একাকী, তার কন্যার প্রত্যাশায় সময় কাটাতে লাগলেন।

মর্তের সর্বত্র সেই বছরটি মানব জাতির জন্য ছিল অতি ভয়ংকর এবং নিষ্ঠুর। কোন ফসল জন্মালো না, হলো না কোন বীজের অংকুরোদগম, বৃথা গেল লাঙ্গলের ফলার গভীর দাগ। মনে হলো যেন মানব জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দুর্ভিক্ষে। অবশেষে জিউস বুঝতে পারলেন যে, সমগ্র বিষয়টি তার নিজেরই সমাধান করা উচিত। তিনি একের পর এক দেবতাদেরকে পাঠাতে লাগলেন দিমিতিরের কাছে তার রাগ প্রশমিত করার জন্য, কিন্তু তিনি কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না। পৃথিবীকে তিনি কখনই ফলবতী হতে দেবেন না, যতদিন তিনি তার কন্যাকে দেখতে না পাচ্ছেন। তখন জিউস অনুধাবন করলেন যে, এর সমাধান করতে হবে তার ভাইকে। তিনি হার্মিসকে পাতালপুরীতে যেতে এবং এর সর্বেসর্বাকে আদেশ করতে বললেন যেন তার নববধূকে দিমিতিরের কাছে ফেরত পাঠানো হয়।

হার্মিস দুজনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখলেন, পার্সিফোন ছিল জড়োসড়ো ও অনিচ্ছুক, কারণ সে তার মায়ের প্রত্যাশায় ছিল। হার্মিসের কথায় সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, ফিরে যাওয়ার জন্য সে ছিল অতি উদ্যমী। তার স্বামী জানতেন যে তাকে অবশ্যই জিউসের কথা মেনে নিতে হবে এবং তাকে তার কাছ থেকে দূরে মর্তলোকে পাঠিয়ে দিতে হবে, কিন্তু সে চলে যাওয়ার সময় তার কাছে মিনতি করে বললেন যেন সে তার কথা মনে রাখে সদয়ভাবে এবং সে ছিল অমরদের অন্যতম একজনের স্ত্রী, এই কথা ভেবে সে যেন কষ্ট না পায়। এবং তিনি তাকে যাওয়ালেন ডালিম ফলের বীজ, এই কথা সর্বান্তকরণে জেনে যে, যদি সে জীর্ণ করে তবে সে অবশ্যই ফিরে আসবে তার কাছে।

তিনি তার স্বর্ণালি রথটিকে রওনা দেয়ার জন্য প্রস্তুত রাখলেন এবং হার্মিস তুলে নিলেন এর লাগাম এবং কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া দুটিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন সোজা সেই মন্দিরে যেখানে বাস করতেন দিমিতির। তিনি তার কন্যাকে এক নজর দেখার জন্য দৌড়ে গেলেন ততটা দ্রুত যতটা দ্রুত দৌড়ায় মেইনাড কোন পার্বত্য এলাকায়। পার্সিফোন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সেখানে নিবিড়ভাবে,

আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকলো। সারা বেলা ধরে তারা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে থাকলো, এবং দিমিতির দুঃখ ভারাক্রান্ত হলো যখন তিনি শুনলেন ডালিম বীজের কথা, তার এই ভয় তাকে আচ্ছন্ন করলো যে তিনি হয়তো তার কন্যাকে তার নিজের কাছে রাখতে পারবেন না।

তখন তার কাছে পাঠালেন আর একজন বার্তাবাহককে, এক মহতী ব্যক্তিত্বকে। তিনি তার শ্রদ্ধেয়া মা রিয়া ব্যতীত আর কেউ নন, যিনি ছিলেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। দ্রুত তিনি অলিম্পাসের চূড়া থেকে নেমে এলেন শূন্য ও পত্র-পল্লবহীন পৃথিবীতে, এবং মন্দিরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি দিমিতিরকে বললেন—

এসো, আমার কন্যা, কারণ দূরদর্শী এবং তীব্র বজ্র সৃষ্টিকারী জিউস তোমাকে আদেশ করেছেন।

আবার এসো দেবতাদের সেই আবাসস্থলে যেখানে তুমি পাবে তোমার সম্মান,

যেখানে তুমি পাবে তোমার আকাশকার ধন, তোমার কন্যাকে, তোমার কষ্টকে সাত্বনা দেয়ার জন্য

যেমন প্রতিটি বছরই সম্পন্ন হয় এবং সমাপ্তি ঘটে তিক্ত শীতের।

কারণ অন্ধকারের রাজ্যটি তাকে ধরে রাখবে কেবলমাত্র বছরের তৃতীয় অংশটির জন্য।

কারণ বাকিটা সময় তাকে তুমি কাছে পাবে, সুখী দেবতাদের মাঝে। এখন শুধুই শান্তি। মানুষকে ফিরিয়ে দাও সব সজীবতা, যা কেবল তোমারই দান।

দিমিতির তা প্রত্যাখ্যান করলেন না, যদিও এটি ছিল এক সামান্য সাত্বনা যে তাকে প্রতি বছর চার মাসের জন্য পার্সিফোনকে হারাতে হবে এবং তার প্রিয় সন্তানটিকে মৃতদের রাজ্যে চলে যেতে দেখতে হবে। কিন্তু তিনি ছিলেন সহমর্মিতা সম্পন্ন : ‘মঙ্গলময়ী দেবী,’ যেমনটি সর্বদা বলতো মানুষ। তিনি যেই দুঃখ ডেকে এনেছেন তার জন্য তিনি দুঃখ বোধ করলেন। তিনি মাঠগুলোকে গুলিরায়ে দান করলেন ফল-মূলের প্রাচুর্য এবং পুরো পৃথিবী আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো পুষ্পরাজি এবং সবুজ পত্র-পল্লবে। তিনি গেলেন ইলিউসিসের রাজকুমারীর কাছে যে নির্মাণ করেছে তার মন্দির। তিনি ট্রিপ্টোলেমাস নামক একজনকে নির্বাচন করলেন মানুষের কাছে তার দূত হিসেবে, যিনি তাদেরকে নির্দেশনা দেবেন কি করে শস্যবীজ বপন করতে হয়। তিনি তাকে, সিলিয়ান এবং অন্যদেরকে শেখালেন তার পবিত্র কৃত্যানুষ্ঠানসমূহকে, ‘এমন সব রহস্য যাগুলো কেউ মুখেও আনতে পারে না, কারণ ভয়মিশ্রিত এক গভীর শ্রদ্ধায় সবার জিব থেমে আসে। সে-ই পুণ্যধন্য যে দেখেছে তাদেরকে ; অনাগত দিনগুলোতে যা তার জন্য বয়ে আনবে সৌভাগ্য।’

সুরভিত ইউলিসিসের রানী
 যিনি দান করেছেন মর্তের মঙ্গলময় বস্তু নিচয়,
 আমাকে দাও তোমার অনুগ্রহ, হে দিমিতির ।
 তুমি পার্সিফোন, স্নিগ্ধতমা,
 মনোহারিণী কুমারীর মতো, আমি তোমার
 আনুকূল্যের জন্য নিবেদন করছি এই সংগীত ।

দিমিতির এবং পার্সিফোন, উভয় দেবীর কাহিনীগুলোতেই দুঃখের ধারণাসমূহ প্রধানতম । কৃষিজ সম্পদের দেবী, দিমিতির, উপরত্ব ছিলেন সেই দৈব দুঃখিণী মা যিনি প্রতিবছর দেখতেন তার কন্যার মৃত্যুকে । পার্সিফোন ছিলেন বসন্ত ও গ্রীষ্মের জ্যোতির্ময়ী দেবী, যার আলোকবর্শি শুষ্ক ও বাদামি পাহাড়ি এলাকায় আপতিত হয়ে তাকে বিতৃষ্ণ ও লাভণ্যময় করে তোলার জন্যে যথেষ্ট ছিল, যেমন স্যাপফোর বর্ণনায়—

আমি শুনতে পাই পুষ্পময় বসন্তের পদধ্বনি...

—পার্সিফোনের পদধ্বনি । কিন্তু পার্সিফোন সর্বদাই জানতো কত স্বপ্নায়ু ছিল সেই সুন্দর ; ফল, ফুল, পত্রপল্লবের মতো মর্তের যা কিছু সুন্দর সৃষ্টি, সবকিছুরই সমাপ্তি ঘটবে শীতের আগমনে এবং তার মতোই হার মানে মৃত্যুর শক্তির কাছে । অন্ধকার পাতালপুরীর প্রভু তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর সে আর কখনো হতে পারে নি পুষ্পময় তৃণভূমির সেই উজ্জ্বল তরুণী যে খেলে বেড়াতো নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় । সে প্রকৃতই প্রতি বসন্তে জেগে উঠে মৃতদের মাঝ থেকে, কিন্তু সে তার সাথে নিয়ে আসতো সে যেখান থেকে এসেছে তার স্মৃতি ; তার সকল উজ্জ্বল সৌন্দর্য সত্ত্বেও তার মাঝে ছিল কিছু একটা অস্বাভাবিক এবং ভয় জাগানিয়া । তাকে প্রায়শই বলা হতো ‘এমন এক কুমারী যার নাম মুখে আনা উচিত নয় ।’

অলিম্পীয়রা ছিলেন ‘সুখী দেবতা,’ ‘মৃত্যুহীন দেবতা,’ কষ্ট ও দুর্ভোগে জীবন যাপনকারী, মৃত্যু যাদের চূড়ান্ত নিয়তি সেই মরণশীলদের থেকে অনেক দূরের । কিন্তু তাদের শোক এবং মৃত্যুকালে মানুষ করুণার জন্য আকুল হতে পারতো সেই দেবীর কাছে যে দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং যাকে গ্রহণ করতে হয় মৃত্যুর স্বামী ।

ডায়োনিসাস বা ব্যাকাস

(এই কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে দিমিতিরের কাহিনী হতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে । ডায়োনিসাস ছিলেন অলিম্পাসে প্রবেশকারী শেষ দেবতা । হোমর তাকে স্বীকৃতি দেন নি । খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম বা নবম শতকে হেসিওডের রচনায় কিছু সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ উল্লেখ ছাড়া তার কাহিনীর আর কোন আদি উৎস নেই । শেষ দিক্কার একটি হোমারীয় স্তোত্রগীত, যা এমনকি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেরও হতে পারে, কেবল মাত্র এটিই বর্ণনা করে

মর্তের দুই মহান দেবতা

জলদস্যুদের জাহাজটিকে, এবং সকল গ্রিক কবিদের মধ্যে আধুনিকতম ইউরিনিদেস
কর্তৃক খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত নাটকের বিখ্যাত হলো পেথ্রিয়ুসের পরিণতি ।)

থিবিস ছিল ডায়োনিসাসের নিজস্ব নগরী, যেখানে জন্ম হয়েছিল তার । তিনি ছিলেন
জিউস এবং থিবীয় রাজকুমারী সেমেলির পুত্র । (কেবল থিবিসেই মরণশীল নারীরা
গর্ভে ধারণ করে অমর দেবতা ।) তিনি ছিলেন একমাত্র দেবতা যার পিতা-মাতা
উভয়ই দৈব ছিলেন না । সেমেলি ছিলেন জিউসের প্রেমিকাদের মধ্যে সবচেয়ে
হতভাগ্য এবং তার ক্ষেত্রেও কারণটি ছিলেন হেরা । জিউস তার প্রেমে ছিলেন
পাগলপ্রায় এবং তাকে বলেছিলেন যে, সে তার কাছে যা চাইবে তাই পাবে ; তিনি
সিন্ধু নদীর নামে অঙ্গীকার করে বললেন যে এই প্রতিজ্ঞা এমন কি সে নিজেও
ভাঙতে পারবে না । সেমেলি তাকে বললেন যে, অন্য কিছু নয়, তিনি শুধু দেখতে
চান স্বর্গের অধিপতি এবং বজ্রপাতের প্রভুরূপে তার সকল মহিমা । তার হৃদয়ে এই
ইচ্ছাকে প্রোথিত করেছিলেন হেরা । জিউস জানতেন যে, কোন মরণশীল তাকে
এভাবে দেখে জীবিত থাকতে পারবে না ; কিন্তু তার করার কিছুই ছিল না । তিনি
শপথ করেছেন সিন্ধুর নামে । তিনি এলেন তার প্রার্থিত রূপে এবং প্রজ্জ্বলিত
আলোর সেই ভয়ংকর গৌরবের তীব্রতায় মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেন সেমেলি ;
কিন্তু জিউস তার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন তার সপ্তানকে যে ছিল প্রায় ভূমিষ্ঠাবস্থায়
এবং তিনি তাকে হেরার কাছ থেকে দূরে এক স্থানে লুকিয়ে রাখলেন যতক্ষণ না
এল এর চন্দ্রের ত্রিধিক্ষণ । অতঃপর হার্মিস লালন পালনের জন্য তাকে নিয়ে
গেলেন মর্তের সুন্দরতম উপত্যকা নাইসার উপদেবীদের কাছে, কিন্তু কেউ কখনো
দেবেনি নাইসা কিংবা কেউ জানেও না এটি কোথায় অবস্থিত । কেউ বলে
উপদেবীগণ ছিল হায়াদিস, জিউস পর্ববর্তীতে যাদেরকে নভোমণ্ডলে স্থাপন করেন
নক্ষত্ররূপে, তারা সেই নক্ষত্র যেতলো দিগন্তের কাছে চলে এলে মর্তে নেমে আসে
বৃষ্টিধারা ।

কাজেই সুরা-দেবতা জন্ম নিলেন অগ্নি হতে এবং লালিত হলেন ঋষি দ্বারা,
আত্মবকে পরিপক্বকারী তীব্র তাপ দ্বারা এবং সেই জলদারা দ্বারা যা বাঁচিয়ে রাখে
বৃক্ষলতাকে ।

প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ডায়োনিসাস ঘুরে বেড়ালেন দূর-দূরান্তে অনেক অদ্ভুত স্থানে ।

স্বর্ণময় লিডিয়া অঞ্চলে,
ত্রিভুজ্যাতেও ; পার্শ্বিয়ার রৌদ্র কাকুল
সমভূমিতে ; ন্যাকত্রিয়ার বিশাল মেয়ালতলো ।
মিডিসেস ন গ্রাম্য দেশ ;
এবং আরাবির ড্রেই ।

সর্বত্র তিনি মানুষকে শেখালেন সুরা-সংস্কৃতি এবং তার উপাসনার রহস্যগুলো এবং সর্বত্রই তারা তাকে গ্রহণ করলো একজন দেবতারূপে যতক্ষণ না তিনি চলে এলেন তার নিজ বাসভূমে ।

একদিন গ্রিসের নিকটেই সমুদ্রের উপর দিয়ে এল জলদস্যুদের একটি জাহাজ । উপকূলের পাশে এক বিশাল অন্তরীপে তারা দেখতে পেল এক সুদর্শন যুবককে । তার সমৃদ্ধ ঘনকৃষ্ণ চুল নেমে এসেছিল তার সুপ্রশস্ত স্বচ্ছ আচ্ছাদনকারী রক্তাভ বেগুনি রঙের পোশাকটি পর্যন্ত । তাকে দেখাচ্ছিল এক রাজপুত্রের মতো, এমন একজন যার পিতা-মাতা হয়তো তার জন্য দিতে পারবে বিশাল মুক্তিপণ । উল্লসিত হয়ে নাবিকরা ছুটে গেল উপকূলের দিকে এবং তাকে ধরে আনলো । জাহাজে ফিরে তারা তাকে শৃঙ্খলিত করার জন্য নিয়ে এল শক্ত রশি, কিন্তু বিষয়ে অভিভূত হয়ে তারা দেখলো যে, তারা ব্যর্থ হচ্ছে তাকে বাঁধতে ; রশিগুলো এক সাথে পরস্পরকে ধরে রাখতে পারছে না ; যখন তারা স্পর্শ করছিল তার হাত-পা তখন তারা ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল দূরে । এবং তিনি তার গভীর কালো চোখে এক মৃদু হাসি নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ।

তাদের মাঝে কেবলমাত্র জাহাজের কাণারী বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলো এবং চিৎকার করে বললো যে, এ অবশ্যই কোন এক দেবতা এবং এফুনি তাকে মুক্তি দেয়া উচিত, অন্যথায় তাদের উপর নেমে আসবে ভয়ংকর অমঙ্গল । কিন্তু ক্যাপ্টেন তাকে তার বোকাসুলভ আচরণের জন্য ভৎসনা করলো এবং নাবিকদেরকে আদেশ দিল দ্রুত পাল তোলার জন্য । বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো তা এবং লোকজন শক্তভাবে বাঁধলো এটিকে, কিন্তু একবিন্দুও নড়লো না জাহাজটি । তখন একের পর এক ঘটতে থাকলো বিষয়কর সব ঘটনা । সুরভিত সুরা জলধারার মতো বয়ে গেল পাটাতনের নিচে, অনেক স্তবকসহ এক দ্রাক্ষালতা ছড়িয়ে পড়লো পালের উপর, একটি গাঢ় সবুজ আইভিলতা মাতুলের চারদিকে জোড় বাঁধলো মনোলোভা ফুল-ফলে পূর্ণ এক মালার মতো । আতংকগ্রস্ত হয়ে জলদস্যুরা ক্যাপ্টেনকে আদেশ করলো ডাঙ্গায় ভিড়তে । কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, কারণ যখন তারা কথা বলছিল তখন তাদের বন্দিটি পরিণত হয়েছে এক সিংহে, এটি গর্জন করছিল এবং চরম ক্রুদ্ধভাবে তাকাচ্ছিল চারদিকে । এতে তারা ভয়ে লাফিয়ে পড়লো জাহাজের উপর থেকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তারা সকলেই পরিণত হলো ডলফিনে, কেবলমাত্র সেই মহত কাণারীটি ব্যতীত । তার উপর বর্ষিত হলো দেবতার ক্ষমা । তিনি তাকে নিরস্ত করলেন এবং সাহস সঞ্চয় করতে বললেন, কারণ সে এমন এক জনের আনুকূল্য পেয়েছে যিনি প্রকৃতই একজন দেবতা—তিনি হলেন ডায়োনিসাস, যাকে ধর্মোপারণ করেছিলেন সেমেলি, জিউসের ঔরসে ।

তিনি যখন গ্রিসের পথে প্রেস অতিক্রম করছিলেন তখন দেবতাটি অপমানিত হয়েছিলেন সেখানকার অন্যতম রাজা লাইকারগাস কর্তৃক, যে এই নতুন দেবতার

ইশাননাকে চন্দনভাঙে বিরোধিতা করেছিল। ডায়োনিসাস তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন এবং অশ্রুয় নিলেন গভীর সমুদ্রে। কিন্তু পর্বতবর্তীতে তিনি ফিরে এলেন, তাকে পদাশ্রয় করলেন এবং তার দুর্ব্যবহারের জন্য তাকে শাস্তি দিলেন, যদিও তা লঘু দণ্ড—

তাকে বন্দি করে রাখা হলো এক পার্বত্য ওহায়
যতক্ষণ না তার ভয়ংকর উন্মত্ত ক্রোধ
নির্দাপিত হলো ধীরে ধীরে এবং সে জানতে শিখলো
সেই দেবতাকে যাকে সে ভৎসনা করেছিল।

কিন্তু অন্য দেবতারা এতটা কোমলমতি ছিলেন না। জিউস সাইকারগাসকে অগ্নাত করে অন্ধ করে ফেললেন এবং এর সামান্য পরেই সে মারা গেল। দেবতাদের সাথে সংঘাতে গিয়ে কেউ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

তার ভ্রমণের কোন এক পর্যায়ে ডায়োনিসাস দেখা পেলেন ক্রিটের রাজকুমারী অ্যারিয়াডনির, যখন সে চরম নিঃসঙ্গভাবে পড়ে ছিল নেব্রস দ্বীপের উপকূলে, এথেনীয় রাজকুমার থিসিউস কর্তৃক পবিত্যক্ত হয়ে, একদা যার জীবন সে রক্ষা করেছিল। তার জন্য ডায়োনিসাসের জাগলো করুণা। তিনি তাকে উদ্ধার করলেন এবং অবশেষে তাকে ভালবেসে ফেললেন। যখন তার মৃত্যু হলো তখন ডায়োনিসাস তাকে তার প্রদত্ত একটি মুকুট নিলেন এবং এটিকে স্থাপন করলেন নক্ষত্রলোকে।

যে মাকে তিনি কখনো দেখেননি তার কথা তিনি ভুলে যান নি। তিনি তার জন্য এত আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন যে তিনি তাকে খুঁজে পেতে অবশেষে পাতালপুরীতে ভয়ংকর অবরোধের দুঃসাহস দেখালেন। যখন তিনি তাকে খুঁজে পেলেন, তখন তিনি তাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে মৃত্যু-দেবতার ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করলেন এবং বশ্যতা স্বীকার করলেন মৃত্যু দেবতা।

ডায়োনিসাস তাকে নিয়ে গেলেন, কিন্তু মর্তে বসবাসের জন্য নয়। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন অলিম্পাসে, যেখানে দেবতারা তাকে তাদের অন্যতম ~~বিশেষ~~ গ্রহণ করতে একমত হলেন, যিনি প্রকৃতই এক মরণশীল, কিন্তু তিনি হলেন একজন দেবতার মা এবং এজন্যই তিনি অমরদের সাথে থাকার যোগ্যতা রাখেন।

সূরা-দেবতা হতে পারতেন দয়ালু এবং হিতৈষী। তিনি হতে পারতেন নিষ্ঠুরও এবং তিনি মানুষকে তাড়িত করতেন ভয়ংকর পরিণতির দিকে। প্রায়শই তিনি তাদেরকে উন্মাদে পরিণত করতেন।* মেইসিডাস, বা যাদেরকে বলা হতো *ব্যাক্কানটিসও, ছিল মদমত্তা নারী। তাঁর চিত্রকায় করে, জাদুদণ্ডে সুর-তবস্ত্র সৃষ্টি করে, উন্মত্ত আনন্দে তারা ছুটে যেতো বনের ভিতর দিয়ে বা পর্বতের উপর দিয়ে। কোন কিছুই নিবৃত্ত করতে পারতো না তাদেরকে। তারা বন্য প্রাণীসমূহকে শত ছিন্ন

করে ফেনতো এবং গোত্রাসে গিলে ফেনতো তাদের রক্তাক্ত মাংসসমূহকে । তারা গান গাইতো—

কি মধুর এই পর্বতের উপর দিয়ে
নেচে বেড়ানো আর গান করা,
উন্মাদনা সৃষ্টিকারী উজাড় উড়াল ।
কি মধুর এই মর্তে নিঃশেষে ডুবে যাওয়া
যখন বন্য ছাগ ধরা পড়ে শিকাররূপে ।
ওহ্, কি আনন্দ এই রক্ত আর কাঁচা লাল মাংসে ।

অলিম্পাসের দেবতারা তাদের জন্য উৎসর্গসমূহে এবং তাদের মন্দিরগুলোতে পছন্দ করতেন শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য । উন্মাদ নারীবৃন্দ, মেইনাদের ছিল না কোন মন্দির । তারা পূজার জন্য যেতো তেপান্তরে দুর্গমতম পর্বতে, গভীরতম বনে, যেন তারা মেনে চলতো কোন প্রাচীন প্রথা, যখনও মানুষ চিন্তা করেনি তাদের দেবতাদের জন্য কোন মন্দির নির্মাণের কথা । তারা ধূলিময় ও জনবহুল নগরী ছেড়ে ফিরে গেল নির্জন পর্বত ও বনানীর বিস্তৃততার কাছে । সেখানে ডায়োনিসাস তাদেরকে দিলেন পানীয় এবং খাবার : গুলুলতা এবং বেরি, এবং বন-ছাগীর দুধ । তাদের শব্দা ছিল পত্র পল্লবময় গাছের নিচে তৃণভূমির নরম ঘাসে যেখানে সারা বছর ধরে ঝড়ে পড়তো পাইনের সূচের মতো পাতা । তারা জেগে উঠতো শান্তি ও স্বর্গীয় সতেজতার এক পরিবেশে ; তারা স্নান করতো স্বচ্ছ ঝর্ণায় । খোলা আকাশের নিচে এই পূজার মাঝে ছিল এক ভিন্ন রকমের স্নিগ্ধতা ও মুক্তির স্বাদ এবং এর আনন্দের আতিশয্য পৃথিবীর বন্য সৌন্দর্যে এনে দিতে ভিন্ন মাত্রা । তথাপি সর্বদা থাকতো সেই ভয়ংকর রক্তাক্ত ভোজনটির আয়োজনও ।

এরূপ দুটি পুরোপুরি ভিন্ন রকম ধারণার মাঝে কেন্দ্রীভূত ছিল ডায়োনিসাসের উপাসনা—একটা মুক্তি ও পরমানন্দের এবং অপরটি আদিম নিষ্ঠুরতার । সুরা-দেবতা এর যেকোনটিই দিতে পারতেন তার উপাসনাকারীদেরকে । তার জীবনের সকল কাহিনী ব্যাপী তিনি কখনো মানুষের আশীর্বাদ, কখনো বা তার ধ্বংসের কারণ । তার কৃত জঘন্যতম কর্মটি ছিল সেটি, যা তিনি করেছিলেন তার মায়ের নগরী থিবিসে ।

ডায়োনিসাস থিবিসে এসেছিলেন সেখানে তার উপাসনা-চর্চা প্রতিষ্ঠা করতে । প্রথামফিক তার সাথী হয়েছিল একদল নারী যারা ছিল নৃত্যরত এবং যাদের কণ্ঠে ছিল জয়োত্তাসের গান । তাদের পরিচ্ছদের উপর ছিল হরিণের চামড়া, তারা সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি করছিল চিরহরিৎ আইভি লতায় জড়ানো জাদুদণ্ড দ্বারা । মনে হলো তারা যেন আনন্দে উন্মাদপ্রায়, তারা গাইছিল—

মর্তের দুই মহান দেবতা

হে ব্যাক্তানাল, এসে,
 এসে, হে।
 যান হে তবু নিশ্চয়ই উল্লেখ,
 বস্তুনিষ্ঠ হলে গও,
 সত্যের দূর সমুদ্র বস্তুনি।
 সত্যকে তার প্রকাশ্যে কর,
 দিনি বয়ে আনেন আনন্দ-ধারা।
 পবিত্র, সকল পবিত্র
 সংগীত করছে মিনতি।
 পাহাড়ের দিকে, পাহাড়ের দিকে,
 উড়ে যাও, হে ব্যাক্তানাল
 দ্রুত গতিতে।
 আনন্দে হও ভাসমান।

থিওসের রাজা পেট্রুইস ছিলেন সেমেলির বোনের ছেলে কিন্তু তার এ
 ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না যে এই উত্তেজিত ও অস্বস্তি আচরণকারী নারীদের
 দলটির নেতৃত্বে ছিল তারই মাসভূতো ভাই। তিনি জানতেন না যে যখন সেমেলি
 মায়া যান, তখন জিউস তার সম্মানকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই আগন্তুকদের
 উন্মাদ-নৃত্য, উচ্চস্রব আনন্দ সংগীত এবং সাধারণভাবে অস্বাভাবিক আচরণকে তার
 কাছে মনে হলো অত্যন্ত আপত্তিকর, এবং তাৎক্ষণিকভাবে থামিয়ে দেয়ার মত।
 পেট্রুইস তার রক্ষীদেরকে আদেশ করলেন আগন্তুকদেরকে পাকড়াও করতে এবং
 বন্দি করতে; বিশেষত তাদের দলনেতাকে, 'যার মুখমণ্ডল সুরাপানে রক্তিমাত, যে
 লিডিয়ার এক প্রতারক জাদুকর।' কিন্তু যখন তিনি একথাগুলো বলছিলেন তখন
 তিনি তার পেছনে জনতে পেলেন এক গুরুগম্ভীর সাবধান বাণী: 'যে মানুষটিকে
 তুমি প্রত্যাখান করলে তিনি এক নতুন দেবতা। তিনি হলেন সেমেলির সম্মান যাকে
 জিউস উদ্ধার করেছিলেন। স্বর্গীয় দিমিত্রের সাথে তিনি হলেন মর্তে মানুষের জন্য
 মহত্তম।' বক্তাটি ছিলেন বৃদ্ধ অন্ধ ভবিষ্যদ্বাণীকারী টাইরেসিয়াস, থিওসের সেই
 পবিত্র মানুষ, যিনি অন্য যে কারো চাইতে ভালো জানতেন দেবতাদের ইচ্ছাকে।
 কিন্তু যখন পেট্রুইস তার কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বৃদ্ধটিকে
 আবিষ্কার করলেন বন্য নারীর বেশে: আইভিলতার একটি সূক্ষ্ম জড়িয়ে আছে তার
 শ্বেতশুভ্র চুলে, তার বৃদ্ধ কাঁধ আবৃত ছিল হরিণের চামড়ায়, তার কম্পমান হাতে
 ছিল পাইনের পাতার মতো সূচালো শীর্ষ বিশিষ্ট একটি অস্বস্তি দণ্ড। পেট্রুইস তাকে
 দেখে ভৎসনা করে হাসলেন এবং ঘৃণাতরে আদেশ দিলেন তাকে দৃষ্টির বাইরে চলে
 যাওয়ার জন্য। এভাবে তিনি তার উপর বয়ে আনলেন ধ্বংসের নিয়তি; তিনি
 জনতে পেতেন না যখন দেবতারা তার সাথে কথা বলতেন।

ডায়োনিসাসকে তার সামনে নিয়ে এলো তার একদল সৈন্য। তারা বললো যে, সে পলায়ন বা প্রতিরোধের চেষ্টা করে নি, বরং সম্ভাব্য সকল সহযোগিতাই করেছে তাকে ধরা এবং নিয়ে আসার ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না তারা লজ্জিত বোধ করলো এবং বললো যে, তারা কেবল আদেশে পালন করেছে, নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় কিছুই করেছে না। তারা এও ঘোষণা করলো, যে কুমারী মেয়েগুলোকে তারা বন্দি করেছিল তারা সকলেই পালিয়ে গেছে পর্বতের দিকে। কোন বেড়ি বেঁধে রাখতে পারলো না; দরজাগুলো খুলে গেল আপনা থেকেই। ‘এই লোকটি,’ তারা বললো, ‘থিবিসে এসেছে অনেক বিস্ময় বহন করে—’

পেট্রেউস তখন তার ক্রোধ এবং ঘৃণা ব্যতীত সবকিছুর ব্যাপারেই অন্ধ হয়ে গেছেন। তিনি ডায়োনিসাসের সাথে কথা বললেন অত্যন্ত উগ্রভাবে, যিনি তার উত্তর দিচ্ছিলেন অত্যন্ত বিনীতভাবে, মনে হচ্ছিল যেন তিনি চেষ্টা করছেন তার প্রকৃত সত্য পৌছতে এবং তাকে এটি উপলব্ধি করাতে যে, সে একজন দেবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তিনি তাকে সাবাধান করে দিয়ে বললেন যে তিনি তাকে বন্দি করে রাখতে পারবেন না, ‘কারণ দেবরাজ আমাকে মুক্ত করবেন।’

‘দেবরাজ?’ পেট্রেউস জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্রূপের সাথে।

‘হ্যাঁ,’ ডায়োনিসাস উত্তর দিলেন। ‘তিনি এখানেই আছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন আমার দুর্দশা।’

পেট্রেউস বললেন, ‘এমন কোথাও যেখানে আমার চোখ তাকে দেখতে পাচ্ছে না।’

‘আমি যেখানে তিনি সেখানেই আছেন,’ ডায়োনিসাস উত্তর দিলেন। ‘আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন না কারণ আপনি পবিত্র নন।’

পেট্রেউস ক্রোধান্বিত হয়ে সৈন্যদেরকে আদেশ করলেন তাকে বেঁধে ফেলতে এবং তাকে বন্দিশালায় নিয়ে যেতে এবং ডায়োনিসাস চলে গেলেন এই বলে যে ‘যে অন্যায় আপনি করলেন তা তো দেবতাদের সাথে করারই শামিল।’

কিন্তু বন্দিশালা ধরে রাখতে পারলো না ডায়োনিসাসকে। তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং আবার পোন্তুউসের কাছে গিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এসকল আশ্চর্য ঘটনা দৈব কারণেই ঘটছে, এবং তিনি যেন এক ক্ষুদ্র ও মহান দেবতার উপাসনাকে স্বাগত জানান। তবুও যখন পেট্রেউস তার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র অপমান ও হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডায়োনিসাস তাকে ছেড়ে দিলেন তার ধ্বংস ডেকে আনার নিয়তির কাছে। এটিই ছিল সম্ভাব্য সবচেয়ে ভয়ংকর ফলাফল।

পেট্রেউস দেবতাটির অনুসারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলে গেলেন পাহাড়ে, যেখানে কুমারী মেয়েগুলো আশ্রয় নিয়েছিল বন্দিশালা থেকে পালিয়ে গিয়ে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল অনেক থিবীয় নারী; এই দলে পেট্রেউসের মা এবং বোনরাও

ছিল। এবং সেখানে ডায়োনিসাস নিঃশব্দে প্রকাশ করলেন ভয়ংকরতম রূপে। তিনি তাদের সকলকে উন্মাদে পরিণত করলেন। সেই নারীরা পেহুইউসকে এক বন্য-জন্তু পাহাড়ি সিংহ বলে ভাবলো, এবং তারা ধেয়ে গেল তাকে হত্যা করার জন্য, সর্বাগ্রে এগিয়ে এলো তার মা। যখন তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন অবশেষে তিনি জ্ঞানলেন যে তিনি যুদ্ধ করেছেন একজন দেবতার বিরুদ্ধে এবং তাকে নিজ জীবনের বিনিময়েই এর মূল্য দিতে হবে। তারা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে ফেললো, এবং, তখন, কেবল তখনই, দেবতাটি তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনলেন, এবং তার মা দেখলো সে কি করেছে। তার যন্ত্রণাদঙ্ক মায়ের দিকে তাকিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া কুমারী মেয়েগুলো তাদের নাচ-গান ও জাদুদণ্ডের বন্য সুরতরঙ্গ খামিয়ে একে অপরকে বললো—

অদ্ভুত, দুর্জয়ে পথে দেবতারা আসেন মানুষের কাছে
অতীত আকাজক্ষার অনেক কিছুই তারা করেছেন পূর্ণ,
এবং যা কিছু প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা চলে গেছে অন্যপথে।
আমরা সেই পথ মাড়ানোর কথা কখনো ভাবিনি
দেবতারা যার সন্ধান দিয়েছেন আমাদেরকে।
তাই ঘটে এমনটি।

*

*

*

প্রথম দৃষ্টিপাতে ডায়োনিসাস সংক্রান্ত বিভিন্ন উপখ্যানগুলোর ধারণাসমূহকে স্ববিরোধী বলে মনে হয়। একটিতে তিনি হলেন আনন্দ-দেবতা—

তিনি হলেন সেই জন যার অলকদাম বাঁধা থাকে স্বর্গে,
আরক্তিম ব্যাক্কাস,
মেইনাডদের দলনেতা, যার
প্রাণবন্ত আলোকবর্তিকা ছড়ায় উজ্জ্বলতা

অপর একটিতে তিনি হলেন এক হৃদয়হীন দেবতা, অসংযমী, নিষ্ঠুর—

তিনি হলেন সেই জন যিনি তার ভর্ৎসনাময় হাসিতে তার শিকার
সম্পন্ন করেন,
ফাঁদে ফেলেন এবং তাকে টেনে নিয়ে যান যুত্বের দুয়ারে তার ব্যাক্
কানালগুলো দ্বারা।

তবে প্রকৃত সত্য হলো যে, এই উভয় ধারণাই উদ্ভূত হয়েছিল স্বাভাবিক এবং যৌক্তিকভাবে, এই কারণে যে তিনি ছিলেন সুরা-দেবতা। সুরা ভালো এবং মন্দ দুই-ই। এটি প্রফুল্ল ও উষ্ণ করে তোলে মানুষের চিন্তাকে; এটি তাদেরকে

মাতালও করে তোলে। গ্রিকরা ছিল এমনই এক জনগোষ্ঠী যারা সত্যকে উপলব্ধি করতো খুবই স্পষ্টভাবে। তারা এড়িয়ে যেতে পারে নি মদ্য-পানের কুখ্যতি এবং হীন দিকটিকে এবং দেখেনি শুধু এর আনন্দময় দিকটিকে। ডায়োনিসাস ছিলেন দ্রাক্ষা-দেবতা ; তাই তিনি ছিলেন এমন এক শক্তি যিনি মাঝে-মধ্যে মানুষকে ঠেলে দিতেন ভয়ংকর ও নৃশংস অপরাধের দিকে। কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারতো না, কেউ কখনো চেষ্টাও করতে পারে নি পেথ্রুউসের নিয়তিকে ঠেকাবার জন্য। কিন্তু গ্রিকরা পরস্পরকে বলেছিল যে একরূপ ঘটনা তখনই ঘটে যখন মানুষ হয়ে উঠে পাঁড়-মাতাল। এই সত্যটি তাদেরকে অন্ধ করে তোলেনি অপর সত্যটির ব্যাপারে যে, মদ হলো ‘আনন্দ সঞ্চারী,’ যা চিত্তকে করে তোলে লঘু, নিয়ে আসে আয়েশী আরাম এবং হাস্যরস ও আনন্দ মুখরতা।

ডায়োনিসাসের সুরা,
যখন মানুষের একঘেয়ে উদ্বেগ
ত্যাগ করে প্রত্যেকের হৃদয়
আমরা চলে যাই এমন এক স্থানে যা আগে কখনো হয়নি দ্যাখা।
দরিদ্র হয়ে উঠে ধনী, ধনীর চিত্ত হয়ে উঠে মহতী।
দ্রাক্ষালতা হতে তৈরি তীর হলো সর্ব-জয়ী।

সময়ান্তরে ডায়োনিসাসের আচরণের এই ভিন্নতার কারণ হলো সুরার দ্বৈত বৈশিষ্ট্য এবং একই কথা প্রযোজ্য সুরা-দেবতার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন মানুষের হিতৈষী আবার তিনি-ই ছিলেন মানুষের ধ্বংসকারী।

তার মানব-হিতৈষী চরিত্রে তিনি শুধু ছিলেন না মানুষের আনন্দ-প্রদায়ী, তার মদের পেয়ালাটি ছিল—

প্রাণ-সঞ্চারী, সকল পীড়িত জনের নিরাময়কারী।

তার প্রভাবে দ্রুত জেগে উঠতো সাহস এবং মুহূর্তে বিলীন হতো যে কোন ভয়। তিনি উদ্দীপ্ত করে তুলতেন তার উপাসনাকারীদেরকে ; তিনি তাদেরকে এটি উপলব্ধি করতে শেখালেন যে, যা তারা পারবে না বলে ভেবেছিল তা অসম্ভব সাধন করতে পারে। এই সকল সুখকর স্বাধীনতা এবং আত্মবিশ্বাস চলে যেতো তারা ধীরস্থির বা মাতাল হয়ে এলে, কিন্তু যখন এটি দীর্ঘস্থায়ী হতো তখন তারা নিজেদের শক্তিকেও অতিক্রম করে যেতো। সাধারণ মানুষ ডায়োনিসাসকে এমনভাবে অনুভব করতো যা অন্য কোন দেবতার ক্ষেত্রে ঘটেনি। তিনি শুধু তাদের অন্তর্জগতেই বাস করতেন না, বহির্জগতেও বাস করতেন। তিনি তাদেরকে তার নিজেরই রূপে রূপান্তর করতে পারতেন। সুরা-পান যে অতিশয় ডায়োনিসাসের ক্ষমতা দিতে পারে তার এই ক্ষণিকের ধারণা ছিল মানুষকে এটি দেখানোর জন্য যে, তারা যতটুকু

জানতো, তার চাইতে অধিক ক্ষমতা আছে তাদের, তারা নিজেরাই হয়ে উঠতে পারে দৈব।’

দেবতা-অর্চনার পুরোনো ভাবনা হতে এই ধারণাটি ছিল অনেক ভিন্নতর, যে ধারণা মতে প্রচুর পান কর আনন্দ পাওয়ার জন্য, বা উবেগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা মাতাল হওয়ার জন্য। ডায়োনিসাসের এমন অনুসারীও ছিল যারা কখনো মদ্য পান করে নি আদৌ। এটি জানা নেই ঠিক কখন এই বিশাল পরিবর্তনটি এলো, যা মদ-মত্ততার ভিতর দিয়ে ক্ষণিকের মুক্তিদানকারী দেবতাকে পরিণত করলো সেই দেবতাতে, যিনি তাদের মুক্ত করেন উৎসাহের ভিতর দিয়ে, কিন্তু এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফলাফলটি হলো এই যে, এটি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ডায়োনিসাসকে পরিণত করলো গ্রিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতাতে।

‘ইলিউসিনীয় রহস্য’, যা সম্পর্কিত ছিল মূলত দিমিতিরের সাথে, প্রকৃতই তার ছিল অপরিমিত গুরুত্ব। সিসেরোর ভাষায় তারা শত শত বছর ধরে মানুষকে সাহায্য করেছে, ‘আনন্দের সাথে বেঁচে থাকার জন্য, আশা নিয়ে মৃত্যু বরণ করার জন্য।’ কিন্তু তাদের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, আর তা-ই ছিল স্বাভাবিক, কারণ কাউকে অনুমতি দেয়া হয়নি সেই সব ধারণা খোলাখুলি অন্যকে শেখাতে বা তাদের নিয়ে কিছু লিখতে। পরিশেষে কেবল তাদের এক আবছায়া স্মৃতিই অবশিষ্ট থাকতো। কিন্তু ডায়োনিসাসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। তার উৎসবে যা করা হতো তা উনুস্ত ছিল সারা মর্তলোকে এবং আজও রয়ে গেছে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব। গ্রিসের আর কোন উৎসবই এর সাথে তুলনীয় ছিল না। এটি অনুষ্ঠিত হতো বসন্তকালে যখন দ্রাক্ষালতাগুলো এর পত্র-পল্লব ও শাখা-প্রশাখাসমূহ বিকশিত করতে শুরু করতো এবং এটি চলতো পাঁচদিন ধরে। এগুলো ছিল প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের দিন। তখন থেমে যেতো জীবনের সব সাধারণ কাজ-কর্ম। কাউকে করা যেতো না বন্দি; এমনকি বন্দিদেরকে মুক্তি দেয়া হতো যাতে তারা সাধারণের আনন্দের অংশীদার হতে পারে। কিন্তু যে স্থানে জনগণ জড়ো হতো দেবতাকে সম্মান জানানোর জন্য তা ছিল না নির্মম ক্রিয়াকর্ম ও রক্তক্ষয়ী কোন ভোজন দ্বারা ভয়ংকর করে তোলা কোন উষর প্রান্তর; এটি এমনকি ছিল না আদিষ্ট উৎসর্গ ও পুরোহিত-সুলভ অনুষ্ঠানাদিময় কোন মন্দির-প্রাপ্ত। এটি ছিল এক রঙ্গমঞ্চ এবং অনুষ্ঠানটি ছিল একটি নাটক মঞ্চায়ন। গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যটি রচিত হয়েছিল ডায়োনিসাসের উদ্দেশ্যে। যে কবিকুল রচনা করেছিলেন নাটকগুলো, যে কুশীলব সংগীতশিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করতো, তাদের সকলকেই বিবেচনা করা হতো দেবতার দাস রূপে। এসব নাটকে অভিনয় করাটা ছিল এক পবিত্র কাজ, কুশীলব এবং লেখকদের মতো এর দর্শকগণও জড়িত থাকতো এক উপাসনাকর্মে। সম্ভবত ডায়োনিসাস নিজেও উপস্থিত থাকতেন এবং তার পুরোহিতগণও সেই অনুষ্ঠানে গ্রহণ করতেন সম্মানিত আসন।

কাজেই, এটি সুস্পষ্ট যে, মানুষকে মহিমাময় রচনা ও অভিনয় শৈলী শেষার জন্য পবিত্র উদ্দীপনাদানকারী দেবতার ধারণাটি তার পূর্বতন ধারণার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্রাজিক নাটকগুলো, শেক্সপিয়রের নাটকগুলো ছাড়া যাদের সাথে আর কোনটি তুলনীয় নয়, মঞ্চস্থ হয়েছিলো ডায়োনিসাসের রঙ্গমঞ্চে। সেখানে কমেডিও মঞ্চস্থ হতো, কিন্তু সংখ্যায় তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ট্রাজেডিগুলো, এবং তার একটি কারণও ছিল।

এই অদ্ভুত দেবতা, যিনি ছিলেন উজ্জ্বল আনন্দ সঞ্চারী, নিষ্ঠুর শিকারী, পরম উৎসাহদাতা, আবার তিনিই ছিলেন অনেক কষ্ট ও দুর্দশা ভোগকারী। দিমিত্রিরের মতো তিনি অন্যের জন্য শোকে যন্ত্রণাক্রিষ্ট হন নি, তার যন্ত্রণার উৎস ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি ছিলেন দ্রাক্ষালতা, যার ফলবতী প্রতিটি শাখা কেটে নেয়া হতো, ফলশূন্য অংশগুলো পড়ে থাকতো ; সারা শীত জুড়ে যাদেরকে দেখাতো মৃতবৎ যেন এক কর্তিত বৃক্ষ যাতে আর কখনো বিকশিত হবে না পত্র-পল্লব। পার্সিফোনের মতোই ডায়োনিসাসের মৃত্যু ঘটতো শীতের আগমনে। কিন্তু তা তার মতো ছিল না, তার মৃত্যু ছিল ভয়ংকর: তাকে ছিড়ে টুকুরো টুকুরো করা হতো, কোন কোন কাহিনীতে টাইটান কর্তৃক, অন্য কাহিনীগুলোতে হেরার আদেশে। তাকে পুনরায় জীবিত করা হতো, আবার তার মৃত্যু হতো, এবং পুনর্জন্মে উঠতেন। তার রঙ্গমঞ্চে তার আনন্দময় পুনরুত্থানকে উদ্‌যাপন করা হতো, কিন্তু তার প্রতি যে ভয়ানক আচরণ করা হলো এবং তার প্রভাবযুক্ত মানুষজন যা করলো তার ধারণাটি তার সাথে এতটাই সম্পৃক্ত ছিল যে, তা সর্বদাই ভুলে থাকা উচিত। তিনি ছিলেন এক বধিত ও কষ্ট-প্রাপ্ত দেবতার চাইতেও অধিক। তিনি ছিলেন ট্রাজিক দেবতা।

তবু তার আর একটি দিকও আছে। তিনি দিয়েছিলেন এই নিশ্চয়তা যে, মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। তার উপাসনাকারীরা বিশ্বাস করতো যে, তার মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন প্রমাণ করে যে, শারীরিক মৃত্যুর পরেও আত্মা বেঁচে থাকে চিরকাল। এই বিশ্বাসটি ছিল ইলিউসিসের রহস্যগুলোর অন্যতম। প্রথমত এটি কেন্দ্রীভূত ছিল পার্সিফোনের মাঝে, যিনি নিজেও প্রতি বসন্তে জেগে উঠতেন মৃতদের মাঝ থেকে। কিন্তু অন্ধকার পাতালপুরীর রানী হিসেবে তিনি মৃতলোকের উজ্জ্বলতার মাঝে ধরে রাখতেন উদ্ভট ও ভীতপ্রদ কোন কিছু; যিনি সর্বদা পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যেই মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেন, তিনি কিভাবে মৃত্যুকে জয় করতে পারেন? অপর দিকে ডায়োনিসাসকে কখনো ভয় হতো না পাতালপুরীর শক্তি রূপে। পাতালপুরীতে পার্সিফোনকে নিয়ে অনেক উপখ্যান প্রচলিত আছে; তার মধ্যে কেবল একটি ডায়োনিসাসকে নিয়ে তিনি সেখান থেকে তার মাকে উদ্ধার করেন। তার পুনরুত্থানে তিনি ছিলেন প্রকৃত এক জীবনের মূর্ত প্রকাশ যা মৃত্যুর চেয়ে শক্তিশালী। পার্সিফোন নয়, তিনিই হয়ে উঠেছিলেন অমরতায় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু।

৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মহান গ্রিক লেখক পুটার্ক তার গৃহ থেকে অনেক দূরে থাকা অবস্থায় খবর পেলেন যে, তার এক শিশু কন্যার মৃত্যু হয়েছে—তার কথায় যে ছিল খুব শান্ত প্রকৃতির। স্ত্রীর কাছে পত্রে তিনি লিখলেন : প্রিয়তমা, তুমি শুনেছো যে, একবার আত্মা দেহত্যাগ করলে তার ঘটে চির বিলুপ্তি এবং সেটি হারায় সকল উপলব্ধি-ক্ষমতা। আমি জানি যে, এ সকল দাবিতে তোমার কোন বিশ্বাস নেই, কারণ আমরা ব্যাকাসের রহস্যাবলীর সেই সকল পবিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিজ্ঞাসমূহকে জানি, বিশেষত আমরা যারা সেই ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা এটিকে এক সন্দেহাতীত সত্য বলে ধারণ করি যে, আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না অপবিত্রতা এবং মৃত্যু। আমাদের ভাবা উচিত (মৃতদের সম্পর্কে) যে, তারা চলে যায় অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর কোন স্থানে এবং সুখী পরিমণ্ডলে। সেভাবেই আমাদের আচরণ প্রকাশিত হোক, বাহ্যিকভাবে আমাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে, আর অন্তঃকরণে আমরা যেন হয়ে উঠি বিদগ্ধতর, অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী এবং নীতিবান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



• তিন

বিশ্ব-জগৎ ও মানবজাতির সৃষ্টি-রহস্য

(খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইফ্রিলাস বর্ণিত প্রমিথিউসের শক্তির অংশটুকু ব্যতীত আমি এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছি মূলত হেসিওড থেকে, যার জন্য কমপক্ষে আরো তিন শত বছর আগে। যেকোন কিছুই সৃষ্টির পৌরাণিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রধানতম। ঊনাসের কাহিনীর স্থূলতা এবং প্যাভোরার কাহিনীর অকপটতা—উভয়ই তার রচনার বৈশিষ্ট্য।)

প্রথমে ছিলেন ক্যাওস, বিশাল ও অপরিমেয় গভীরতার এক গর্ত,
সমুদ্রের মতো নিষ্ঠুর, অন্ধকার, অমিতাচারী এবং উদ্ভাস।

এগুলো মিল্টনের কবিতার শব্দাবলী, কিন্তু বস্তু নিচয়ের প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুকাল পূর্বে গ্রিকরা কি ভাবতো, এগুলো তাকেই যথার্থভাবে প্রকাশ করে। দেবতাদের অবির্ভাবের বহু পূর্বে, সুদূরের তমসচ্ছন্ন অতীতে, অগণিতকাল পূর্বে, ছিল শুধু ক্যাওসের অবয়বহীন দ্বিধা, যা আচ্ছন্ন ছিল অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে। অবশেষে এই অবয়বহীন শূন্যতার ভিতর জন্ম নিল দুটি শিশু ; কিন্তু কিভাবে তা ঘটলো তার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা কেউ কখনো করেনি। 'রাত্রি' ছিল ক্যাওসের সন্তান এবং এরিবাসও ছিলেন তা-ই, যিনি হলেন সেই অপরিমেয় গভীরতা যেখানে বাস করে মৃত্যু। সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ছিল না, সবই ছিল অন্ধকার, শূন্য, নীরব এবং অশেষ।

অতঃপর সংঘটিত হলো এক বিস্ময়ের বিস্ময়। সীমাহীন শূন্যতার এই ভৌতিকতা থেকে কোন এক রহস্যময় উপায়ে জন্ম হলো সৃষ্টির কিছুই মাঝে শ্রেষ্ঠটির। এক মহান নাট্যকার, হাস্যরসাত্মক নাটকের রচয়িতা, অ্যারিস্টোফেনেস, এর আবির্ভাবকে বর্ণনা করেন বহুল ব্যবহৃত এক উদ্ধৃতি—

...কৃষ্ণকালো ডানায়ুক্ত 'রাত্রি'

অন্ধকার ও গভীর এরিবাসের বক্ষস্থলে

পাড়লো এক বায়ু-তাড়িত ডিম এবং যখন ঝড়চক্র

সামনে গড়ালো জেগে উঠলো প্রার্থিত 'ভালোবাসা',

স্বর্ণের পাখনা হতে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে।

অন্ধকার হতে এবং মৃত্যু হতে জন্ম হলো 'ভালোবাসা'-র এবং এর জন্মের সাথে সাথে শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য এসে বিদূরিত করতে শুরু করলো সকল অন্ধ বিশ্বাস। 'ভালোবাসা' সৃষ্টি করলো 'আলো,' অ'ণ তার সহচর রূপে উজ্জ্বল 'দিন'-কে।

এর পরের ঘটনাটি ছিল পৃথিবীর সৃষ্টি কিন্তু এটিকেও কেউ কখনো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে নি। এটি কেবল সংঘটিত হলো। ভালোবাসা ও আলোর আবির্ভাবের পর পৃথিবীর উন্মেষটি ছিল এক স্বাভাবিক ঘটনা। কবি হেসিওড যিনি গ্রিকদের মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যা দিলেন সৃষ্টি রহস্যের, লিখলেন,

সুন্দরী মর্ত উঠলো জেগে
প্রশস্ত বক্ষ নিয়ে, সে হলো সকল বস্তুর
অনড় ভিত্তি। এবং অপরূপ মর্ত
প্রথম ধারণ করলো নক্ষত্রময় স্বর্গলোককে, যা তার নিজেরই সমান।
নিজেকে চারদিকে আচ্ছাদিত করার জন্য এবং
আশীর্বাদপুষ্ট দেবতাদের চিরদিনের আবাস তৈরির জন্য।

অতীত নিয়ে এই সমুদয় চিন্তার ভিতর তখনো কোন পার্থক্য নির্দেশিত হয়নি স্থান ও ব্যক্তির মধ্যে। মর্ত ছিল নীরেট ভূ-ভাগ, তবু অস্পষ্টভাবে এটিও ছিল এক ব্যক্তিত্ব। স্বর্গ ছিল সুউচ্চে এক খিলান সদৃশ আচ্ছাদন, কিন্তু এটি কোন এক ভাবে আচরণ করতো মানুষেরই মতো। যারা এই কাহিনীগুলো বর্ণনা করলেন তাদের কাছে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছিল জীবন্ত, এটি ধারণ করে তাদের প্রাণের অনুরূপ প্রাণ। তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা, তাই তারা ব্যক্তিত্বায়ন ঘটালো সবকিছুর, যা কিছুর আছে প্রাণের সুস্পষ্ট লক্ষণ, যা কিছুর আছে চলৎশক্তি ও পরিবর্তনশীলতা : পৃথিবী তার রূপকলা পাটে ফেলে শীত আর গ্রীষ্মের চক্রে ; নভোমণ্ডলে পরিবর্তন সংঘটিত হয় সদাচলিষ্ণু নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে ; পরিবর্তন আসে উদ্দাম সমুদ্র এবং আরো অনেক কিছুতে। এটি ছিল কেবল এক অনুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বায়ন : এমন কিছু যা অস্পষ্ট কিন্তু প্রবল, যা এর গতির তোড়ে নিয়ে এল পরিবর্তন, এবং এ কারণেই এটি ছিল প্রাণশীল।

কিন্তু যখন তারা বললো ভালোবাসা এবং আলোর আগমনের কথা তখন কাহিনীগুলোর আদি বর্ণনাকারীরা আয়োজন করছিল দৃশ্যপটে মানবজাতির আবির্ভাবের, এবং তারা ব্যক্তিত্বায়ন করতে শুরু করলো আরো সুস্পষ্টভাবে। তারা প্রাকৃতির শক্তি সমূহকে দিল সুনির্দিষ্ট অবয়ব। তারা এদেরকে ভালো মানুষের পুরোগামী রূপে এবং তারা এগুলোকে মর্ত এবং স্বর্গ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ব্যক্তিসত্তা রূপে সংজ্ঞায়িত করলো। মানুষ যেভাবে আচরণ করে তারা এগুলোকে সে সমস্ত উপায়েই উপস্থাপন করলো ; উদ্ভিদ স্বরূপ, হাঁটা-চলা এবং আহার গ্রহণ, যেগুলো 'স্বর্গ' এবং 'মর্ত'-এর ক্ষেত্রে কোনক্রমেই প্রযোজ্য ছিল না। এ দুটো ছিল ভিন্ন রকম। যদি এরা প্রাণশীল হতো তবে তা হতো খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথম সৃষ্টিসমূহ যাদের ছিল প্রাণের অবয়ব তারা ছিল 'ধরিত্রী মাতা' এবং 'স্বর্গ পিতা'-র সন্তান (গেইয়া এবং আবানস)। তারা ছিল বিকট আকৃতির প্রাণী। আমরা যেমন বিশ্বাস করি, একদা পৃথিবী আকীর্ণ ছিল কিস্তিকিমাকার দানবীয় প্রাণী দ্বারা, গ্রিকদের বিশ্বাসও ছিল তা-ই। কিন্তু তারা এদেরকে বিশাল সরীসৃপ কিংবা ম্যামথ জাতীয় প্রাণী বলে ভাবতো না। তাদের দৃষ্টিতে এগুলো ছিল কিছুটা মানব সদৃশ, তথাপি অমানবীয়। তাদের ছিল ভূমিকম্প, প্রবল সামুদ্রিক ঝড় ও আগ্নেয়গিরির ভয়ংকর ও বিস্ময়কর শক্তি। তাদের নিয়ে বর্ণিত কাহিনীগুলোতে তাদেরকে ঠিক জীবিত প্রাণী বলে মনে হয় না, উপরন্তু এমন এক জগতের বাসিন্দা বলে মনে হয় যেখানে ছিল না কোন প্রাণের ছোঁয়া। সেখানে কেবল অপ্রতিরোধ্য শক্তিসমূহ দুর্দান্ত গতিতে ছুটে চলে এবং এরা পর্বতসমূহকে উৎপাটন করার পর নিক্ষেপ করে শূন্য আর সমুদ্রগুলোকে পরিণত করে বিশাল গর্তে। গ্রিকদের বাহ্যত এমন কিছু অনুভূতি ছিল, কারণ তাদের কাহিনীগুলোতে তারা এগুলোকে মানুষের পরিচিত প্রাণশীলতার অবয়বের সাথে বিসদৃশভাবে উপস্থাপন করে যদিও এরা বর্ণিত হয় প্রাণশীল রূপেই।

এদের মাঝে তিনটি ছিল বিকট রকমের বড় এবং শক্তিশালী, প্রতিটির ছিল একশত হাত এবং পঞ্চাশটি মাথা। অন্য তিনটির নাম দেয়া হয়েছিল সাইক্লোপস (চাকা সদৃশ চোখ বিশিষ্ট), কারণ প্রত্যেকের কেবল একটি বিশাল চক্ষু, চাকার মতোই গোলাকাকৃতি এবং বড়, যা ছিল তাদের কপালের ঠিক মধ্যস্থলে। সাইক্লোপসরাও ছিল দানবাকৃতির, পর্বতচূড়ার মতো উঁচু এবং প্রবল ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন। সবার শেষে এলেন টাইটানগণ। তারা সংখ্যায় ছিলেন বেশ কয়েকজন এবং আকৃতি ও শক্তির বিবেচনায় তারা কোনক্রমেই অন্যদের চেয়ে হীন ছিলেন না, তারা পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক ছিলেন না। তাদের কয়েকজন এমন কি হিতৈষীও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এদের একজন মানুষের সৃষ্টির পর, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

এটিই চিন্তা করা স্বাভাবিক ছিল যে, এই ভীতিকর সৃষ্টিগুলো ধরিত্রী-মাতারই সন্তান যখন পৃথিবী ছিল নবীনা, তখন যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল তার অন্ধকার তলদেশ থেকে। কিন্তু এটি খুবই বেমানন হয়ে যায় যদি তারা হতো 'স্বর্গের'-ও সন্তান। তবে গ্রিকরা তা-ই বলতো এবং তারা, স্বর্গ-কে এক হীন পিতায় পরিণত করেছিল। সে তার একশটি হাত এবং পঞ্চাশটি মাথা দ্বারা ঘৃণা করতো মধ্যস্থিত, যদিও তারা ছিল তারই পুত্র তবু সে তাদেরকে জন্মের পর পরই মৃত্যুর কোন এক গোপন স্থানে বন্দি করে রাখতো। সে সাধারণভাবে ত্যাগ করেছিল সাইক্লোপস এবং টাইটানদেরকে; ধরিত্রী-মাতা তার অন্যান্য সন্তানের প্রতি অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হলো এবং তাকে সাহায্য করার জন্য তাদের প্রতি ক্ষোভান জানালো। কেবল একজনই যথেষ্ট সাহস দেখালেন, তিনি হলেন টাইটান ক্রোনাস। তিনি তার পিতার প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকলেন এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করলেন। তার রক্ত থেকে জন্ম নিল দানবদের চতুর্থ প্রজন্ম জায়ন্টিগণ। একই রক্ত থেকে জন্ম নিল এরিনিজ (ফিউরিজ) গণও। তাদের কাজ ছিল পাপীদেরকে পচাচ্চাবন করা এবং

শান্তি দেয়া। এদেরকে বলা হতো ‘অন্ধকার চারিণী,’ তারা ছিল ভয়ংকর-দর্শন, তাদের চুল ছিল প্যাচানো সাপ এবং অশ্রুবিন্দু ছিল রক্তের ফোঁটা। অন্য দানবগুলো শেষ পর্যন্ত মর্ত থেকে বিতাড়িত হলেও এরিনিজগণ রয়ে গেল। যতদিন পৃথিবীতে পাপাচার থাকবে ততদিন তারাও থাকবে।

এর পর থেকে অজানাকাল ধরে, ক্রনাস, যাকে রোমানরা বলতো স্যাটার্ন, হলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একাধিপতি এবং তার রানী হলেন তার ভগ্নী রিয়া (ল্যাটিন ভাষায় অপ্স)। অবশেষে তার পুত্রদের অন্যতম, স্বর্গ-মর্তের ভবিষ্যৎ-প্রভু গ্রিক ভাষায় জিউস এবং ল্যাটিন ভাষায় জুপিটার, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তার একরূপ করার যথেষ্ট কারণও ছিল, কারণ ক্রনাস আগে থেকেই জানতেন যে তার কোন এক সন্তান নিয়তি নির্ধারিতভাবেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে এবং তিনি তার নিয়তিকে প্রতিরোধ করার জন্য জন্মের সাথে সাথে তাদেরকে গলাধঃকরণ করতে থাকলেন। কিন্তু রিয়া যখন জন্ম দিলেন তার ঔরসের ষষ্ঠ সন্তান তাকে রিয়া গোপনে ক্রিটে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন, কারণ তিনি তার স্বামীকে কাপড়ে প্যাচানো একটি পাথর খণ্ড দিলেন, যাকে তিনি সেই শিশু সন্তানটি বলেই ভাবলেন এবং সে মতে তাকে গলাধঃকরণও করলেন। পরবর্তীতে জিউস যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন, তখন তিনি তার মাতামহী ধরিট্রী-মাতার সহায়তায় বলপূর্বক তার পিতাকে তার পূর্বের পাঁচ-সন্তানসহ এটিকে উগরাতে বাধ্য করলেন, এবং এটি স্থাপিত হলো ডেলফিতে, যেখানে অপরিমেয় কাল পরে পসানিয়াস নামক এক পর্যটক ১৮০ খ্রিষ্টাব্দে যা দেখলেন তার বর্ণনাটি এরকম, ‘অতিশয় বড় এক পাথর খণ্ড, যাকে ডেলফির পুরোহিতগণ তৈল মর্দন করতো প্রতিদিন।’

এরপর ক্রনাস, যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল তার জ্ঞাতা টাইটানগণ কর্তৃক এবং জিউস, যার সাথে ছিল তার পাঁচ ভাই-বোন—এর মধ্যে সংঘটিত হলো এক ভয়াবহ যুদ্ধ, যা প্রায় ধ্বংস করে ফেললো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে।

এক ভয়ংকর শব্দ কাঁপিয়ে তুললো সীমাহীন সমুদ্রকে।

পুরো মর্তলোক চিৎকার করে উঠলো তীব্রভাবে।

সুবিশাল স্বর্গলোক কম্পিত হলো, আর্তনাদ করলো।

এর ভিত্তি থেকে অনেক দূরে স্থলিত হলো অলিম্পাস

মৃত্যুহীন দেবতাদের স্রোতে, প্রগাঢ় আঁধারময়

কম্পন গ্রাস করলো টার্টারাসকে।

টাইটানরা যুদ্ধে পরাস্ত হলো, অংশত এই কারণে যে, জিউস শতহস্ত বিশিষ্ট দানবদেরকে মুক্ত করলেন যারা তাদের অপ্রতিরোধ্য অস্ত্রশস্ত্র—বজ্র, আলোক-সম্পাত এবং ভূমিকম্প নিয়ে তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছিলো—এবং এই কারণেও যে টাইটান আয়াপেটাসের অন্যতম পুত্র, যার নাম ছিল প্রমিথিউস এবং যিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জিউসের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করলেন। জিউস তার বিজিত শত্রুদেরকে ভীষণভাবে শাস্তা করলেন, তারা—

বাঁধা ছিল যন্ত্রণাময় শিকলে, সুপ্রশস্ত পথ বিশিষ্ট মর্তের নিচে ;
 যেমন মর্তের নিচে, তেমনি মর্তের উপরে স্বর্গলোকে,
 কারণ এত নিচে অবস্থান করে টার্টারান ।
 নয় দিন, নয় রাত ধরে পতিত হবে কামারের ব্রোঞ্জ-নেহাই
 এবং দশম দিনে তা স্বর্গ থেকে পৌছবে মর্তে ।
 এবং আবার নয়দিন, নয় রাত ধরে পতিত হবে,
 এসে পৌছবে পিতলের সীমানাযুক্ত টার্টারাসে ।

প্রমিথিউসের ভাই অ্যাটলাস ভোগ করেন এর চেয়েও খারাপ পরিণতি । তিনি
 অভিযুক্ত হলেন—

চিরকাল তার পৃষ্ঠে বহন করবে
 বিশাল পৃথিবীর ভয়ংকর ভার
 এবং আকাশের খিলান সদৃশ আচ্ছাদন ।
 তার কাঁধে থাকবে সেই শুভ্রনমূহ
 যেগুলো পৃথক করে রাখে স্বর্গ ও মর্তকে,
 এ এমন এক ভার যা সহজে বহনযোগ্য নয় ।

এই ভার বহন করে তিনি চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকেন সেই স্থানের সামনে যা মেঘ
 এবং অন্ধকারে আচ্ছাদিত, যেখানে 'রাত্রি' এবং 'দিন' চলে আসে কাছাকাছি এবং
 পরস্পরকে জানায় অভিবাদন । গৃহটি তার অভ্যন্তরে কখনই একত্রে ধারণ করে না
 'রাত্রি' ও 'দিন'-কে সর্বদাই একজন থাকে দূরে, চলে যায় মর্ত পরিদর্শনে এবং অন্যজন
 এই ভ্রমণের কালে অপেক্ষা করে গৃহে । একজন মর্তবাসীদের জন্য ধারণ করে দূরগামী
 আলোক রশ্মি, অন্যজন তার হাতে ধরে রাখে 'মৃত্যু'-র ভাই 'নিদ্রা'-কে ।

টাইটানরা পরাস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরও জিউস পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হতে
 পারলেন না । ধরিত্রীদেবী জন্ম দিলেন তার সর্বশেষ ও ভয়ংকরতম সন্তান, যা পূর্বের
 যে কোন সৃষ্টির চাইতে বেশি বিপজ্জনক । তার নাম ছিল টাইফন ।

এক জ্বলন্ত দানব যার রয়েছে একশত মাথা,
 যে ক্ষেপে উঠলো সকল দেবতার বিরুদ্ধে ।
 তার বিকট চোয়াল হতে বেরিয়ে আসতো মৃত্যু-ঘণ্টা,
 তার চোখ থেকে নির্গত হতো চোখ ধাঁধানো আগুয় ।

কিন্তু এরই মধ্যে জিউস নিয়ে নিয়েছিলেন বজ্র এবং আলোক-সম্পাতের
 নিয়ন্ত্রণ । এগুলো হয়ে উঠলো তার মারণাস্ত্র, যা আর কেউ ব্যবহার করতে পারতো
 না । তিনি টাইফনকে আঘাত করে ভূপাতিত করলেন—

সেই বজ্র দ্বারা যার কোন বিরোধ নেই,
 সেই বজ্রের রয়েছে নিরন্তর অগ্নিশিখা ।

তার হৃৎপিণ্ডেই ঘটলো অগ্নি-প্রদাহ
 তার শক্তি পরিণত হলো ভস্মে ।
 এখন সে অপ্রয়োজনীয়ভাবে পড়ে আছে
 ইটনার তীরে, যেখান থেকে কখনো কখনো নির্গত হয়
 ভয়ংকর চোয়ালসহ নদীর লোহিত তপ্ত উত্তাপ,
 সিসিলির সমতল ভূমি,
 ফল সমাহারে মনোহর ।
 এবং এই হলো টাইফনের স্কুটনশীল ক্রোধ
 তার অগ্নিময় বাণ ।

তথাপি পরে আরো একটি প্রচেষ্টা চালানো হয় জিউসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য;
 জায়ান্টরা বিদ্রোহ করলো । কিন্তু এরই মধ্যে দেবতারা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠলো
 এবং জিউসের অন্যতম পুত্র মহা শক্তিশালী হারকিউলিসেরও সাহায্য পেলেন ।
 জায়ান্টরা পরাস্ত হলো এবং নিষ্কিণ্ত হলো টার্টারাসে ; এবং মর্তের নিষ্ঠুর শক্তির বিরুদ্ধে
 স্বর্গের জ্যোতির্ময় শক্তির বিজয় সম্পন্ন হলো । তারপর থেকে জিউস, এবং তার ভাই-
 বোনেরা শাসন করতে থাকলো, তারা হলো সবকিছুর একচ্ছত্র প্রভু ।

যদিও তখনো কোন মনুষ্য জাতি ছিল না ; কিন্তু পৃথিবী তখন দানবমুক্ত এবং
 এটি তখন মনুষ্য জাতিকে স্বাগতম জানানোর জন্য তৈরি হয়েই ছিল । এটি তখন
 হয়ে উঠেছিল এমন এক স্থান যেখানে মানুষ বাস করতে পারতো আরাম-আয়েশ ও
 নিরাপত্তার সাথে, তখন ছিল না হঠাৎ কোন টাইটান বা দানবের মুখোমুখি হবার ভয় ।
 পৃথিবীকে মনে করা হতো একটি গোলাকাকৃতি চাকতি রূপে যা দুটি সমান অংশে
 বিভক্ত হলো 'সমুদ্র' দ্বারা, যেকোনটি সম্বোধন করতো গ্রিকরা,—যাকে আমরা ভূ-মধ্য-
 সাগর বলে জানি, এবং যার দ্বারা আমরা সম্বোধন করি কৃষ্ণ সাগরকে । (গ্রিকরা প্রথম
 একে বলতো 'অ্যাগ্নিন', যার অর্থ হলো, 'অবক্ষুসুলভ সমুদ্র' এবং পরবর্তীতে, সম্ভবত
 জনসাধারণ এর সাথে অধিকতর পরিচিত হয়ে উঠার পর একে বলতো, 'ইউগ্নিন',
 যার অর্থ হলো 'বন্ধু সুলভ সমুদ্র' । কখনো কখনো এরূপ বলা হয় যে, তারা একে
 এই চমৎকার নামটি দিয়েছিল একে তাদের সাথে আবেশ প্রসন্ন করার জন্য ।) পৃথিবীর
 চারদিকে প্রবাহিত হতো বিশাল নদী, ওস্যান, যা কখনো আক্রান্ত হয় সি বায়ুপ্রোত
 বা ঝড় দ্বারা । ওস্যানের দূরের উপকূলে বাস করতো এক রহস্যময় জর্নগোষ্ঠী, যাদের
 কাছে পৌছানোর পথ খুঁজে পাওয়া পৃথিবীর যে কারো জন্যই সম্ভব ছিল । সেখানে
 বাস করতো কিমেরিয়ানরা, কিন্তু পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর নাকি দক্ষিণে তা কেউ জানতো
 না । এটি মেঘ এবং কুয়াশায় আচ্ছাদিত এক স্থান, যাকে দিবালোক কখনো স্পর্শ
 করেনি ; যেখানে উজ্জ্বল সূর্যালোক কখনো আবির্ভূত হয় নি তার মহিমা নিয়ে, যখন
 সে অতি প্রত্যুষে নক্ষত্রময় আকাশে উঠে যেত, তখনও নয়, এমনকি সন্ধ্যায়
 যখন সে আকাশ হতে নেমে আসতো মর্তের দিকে তখনও নয় । অন্তহীন রাত্রি ছড়িয়ে
 থাকতো চিরকাল এর বিষণ্ণ অধিবাসীদের উপর ।

এই একটি মাত্র দেশ ব্যতীত ওস্যানের ওপারে আর যারা বাস করতো তারা সকলেই ছিল খুবই সৌভাগ্যবান। দূর্বতম উত্তরে, এতটাই দূরে যে উত্তর বায়ুরও পশ্চাতে, পরম সুখময় এক স্থানে বাস করতো হাইপার বোরিয়ানরা। কেবল অল্প কয়েকজন আগন্তুক ও মহান বীর এই স্থান পরিদর্শন করতে পেরেছিলেন। জাহাজ কিংবা পদব্রজে কোনটিতেই খুঁজে পাওয়া যেত না হাইপারবোরিয়ানদের মধুর মিলন-মেলায় যাওয়ার পথটি। কিন্তু মিউজগণ তাদের থেকে খুব বেশি দূরে থাকতো না, তাদের পথটি ছিল এরকমই। কারণ সর্বত্র দোলা দিয়ে যেত কুমারী মেয়েদের নৃত্যকলা, শোনা যেত বীণার সুস্পষ্ট আহ্বান এবং বেজে উঠতো বাঁশির সুর। সোনালি লরেল পাতা দিয়ে তারা বাঁধতো তাদের চুল এবং আয়োজন করতো চিত্তাকর্ষক ভোজনের। সেই পবিত্র জাতিগোষ্ঠীতে জড়া ও মৃত্যুবৎ বার্ষিক্যের কোন স্থান ছিল না। সর্ব দক্ষিণে ছিল ইথিওপীয়দের দেশ, যাদের সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই জানি যে, দেবতারা তাদেরকে এমনই আনুকূল্য দিত যে তারা তাদের সাথে আনন্দঘন ভোজ উৎসবেও আসন নিতে পারতো।

ওস্যানের তীরেও ছিল মহিমাম্বিত মৃতদের আবাস। সেই স্থানে ছিল না কোন তুষারপাত বা তীব্র শীত বা কোন ঝড়-বৃষ্টি; কিন্তু ওস্যান হতে পশ্চিম বায়ু দেবতা গান গাইতো মৃদুভাবে বা উত্তেজনা ছড়িয়ে মানুষের আত্মাকে সতেজ করার জন্য। যারা অন্যায় হতে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতো তারাই মর্ত থেকে এখানে এসেছিল।

তাদের জন্য আশীর্বাদ হলো এমন এক জীবন যা চিরতরে মুক্ত পরিশ্রম হতে।
মর্ত বা সমুদ্রের জলরাশি আর আক্রান্ত হবে না তাদের সৃষ্টি হাতে,
আর নয় সেই খাদ্যের জন্য শ্রম যা মিটায় না ক্ষুধা।
কিন্তু দেবতাদের কারণে তারা যাপন করে
এমন এক জীবন যেখানে নেই কোন অশ্রুপাত।
সেই সব আশীর্বাদধন্য দ্বীপে বয়ে যায় মৃদু সমুদ্র-বায়ু,
এবং বৃক্ষে শোভা পায় স্বর্ণ-পুষ্প,
এমনকি জলেরও উপরে।

এরই মধ্যে সবকিছু তৈরি হয়েছিল মানবজাতির আবির্ভাবের জন্য। এমনকি শুভ এবং অশুভ জনেরা মৃত্যুর পর কে কোথায় যাবে তাও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল মানব-সৃষ্টির সুবর্ণ সময়। এটি কিভাবে ঘটলো তার উপর একাধিক বিবরণ আছে। কেউ বলে, দেবতারা এই ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন প্রমিথিউসের উপর, যিনি টাইটান হয়েও টাইটানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন জিউসের পক্ষ নিয়ে এবং তার ভাই এপিমিথিউসের উপরেও। প্রমিথিউস, যার নামের অর্থ হলো পরিণামদর্শী, ছিলেন মহাজ্ঞানী, এমনকি দেবতাদের চাইতেও জ্ঞানী, কিন্তু এপিমিথিউস, যার অর্থ হলো অপরিসীমদর্শী ছিলেন বিক্ষিপ্ত চিন্তা, যিনি নিয়ত অনুসরণ করতেন তার প্রথম প্রণোদনা এবং অতঃপর পাল্টে ফেলতেন তার মন। এই ক্ষেত্রেও তিনি তা-ই করলেন। মানব সৃষ্টির পূর্বেই তিনি সকল সুখমা দান করে

ফেঙ্গলেন ভবু-ভানোয়ারদেরকে, শক্তি এবং ক্ষিপ্ততা, সাহস এবং ধূর্ততা, পশম এবং পালক, ডানা এবং খোলক, এবং এরকম সবকিছু—যতক্ষণ মানুষের জন্য বাকি থাকলো না আর কিছুই, জীব-ভবুদের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য না কোন আত্মরক্ষামূলক আচ্ছাদন, না অন্য কোন বিশেষ গুণ। অনেক বিলম্বে হলেও বরাবরের মতো এবারও তিনি দুঃখিত বোধ করলেন এবং তার ভাইয়ের সাহায্য চাইলেন। তখন মানব সৃষ্টির দায়িত্বটি গ্রহণ করলেন প্রমিথিউস এবং মানুষকে শ্রেষ্ঠতর করার একটি উপায় খুঁজে বের করলেন। তিনি মানুষকে সাজালেন পতদের তুলনায় মহত্তর অবয়বে, দেবতাদের মতোই স্বজুভাবে : অতঃপর তিনি চলে গেলেন স্বর্গে সূর্যের কাছে, যেখানে তিনি প্রজ্জ্বলিত করলেন একটি অগ্নিশিখা এবং নিয়ে এলেন অগ্নি, অন্য যেকোন কিছুর চাইতে মানুষের জন্য এক উৎকৃষ্ট এর রক্ষাকবচ পশম বা পালক, কিংবা শক্তি বা ক্ষিপ্ততা যে কোন কিছুর তুলনায়।

এবং এখন, যদিও কোমল এবং স্বল্পায়ু,

তবু, মানুষ পেল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এবং তা থেকে

শিখলো অনেক কলা-কৌশল।

অন্য একটি কাহিনী মতে দেবতাগণ নিজেরাই সৃষ্টি করেছিলেন মানুষকে। তারা প্রথম সৃষ্টি করলেন এক স্বর্ণ-প্রজাতি। যদিও ছিল মরণশীল, তবে তারা বাঁচতো দেবতাদের মতোই দুঃখহীন চিন্তে শ্রম এবং যন্ত্রণা থেকে অনেক দূরে। এদের শস্য-ক্ষেত্রগুলো ছিল ফলে ভরপুর। তাদের ছিল প্রচুর পতর পাল এবং তাই তারা ছিল দেবতাদের অতি প্রিয়। যখন সমাধি ঢেকে ফেলতো তাদেরকে তখন তারা পরিণত হতো বিভ্রম আত্মায়। তারা হয়ে উঠতো হিতৈষী এবং মানব জাতির অভিভাবক।

এই সৃষ্টি-তত্ত্ব অনুসারে মনে হয় যে, দেবতাগণ বিভিন্ন ধাতব পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আগ্রহী ছিলেন, এবং বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অধঃক্রম অনুসারে তারা অগ্রসর হলো প্রকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টের দিকে, অতঃপর নিকৃষ্টতমের দিকে। স্বর্ণের পর তারা সচেষ্ট হলো রূপা নিয়ে। দ্বিতীয় এই রৌপ্য-প্রজাতিটি প্রথমটির তুলনায় ছিল খুবই নিম্নমানের। তাদের বুদ্ধিমত্তা এতই সামান্য ছিল যে তারা নিজেদেরকে পরস্পর আহত করা থেকেও বিরত রাখতে পারলো না। তারাও বিদায় নিল, কিন্তু স্বর্ণ-প্রজাতির মতো তাদের আত্মা রয়ে গেল না, তাদের চলে যাওয়ার পরেও। পরবর্তী প্রজাতিটি ছিল তাম্র-প্রজাতি। তারা ছিল খুবই ভয়ংকর এবং শক্তিশালী, এবং যুদ্ধ ও দাস্য এতটাই অনুরক্ত ছিল যে, তারা নিজেরা নিজেদের হাতেই ধ্বংস হলো স্বপূর্ণভাবে। এসব কিছু ঘটলো মঙ্গলের জন্যই, কারণ তাদের পরই আভির্ভূত হলো দেবতুল্য বীরগণ, যারা এমন সব গৌরবময় যুদ্ধ এবং অভিযানে অংশগ্রহণ করলো এতকাল ধরে মানুষ কেবলমাত্র যার গল্প বা গুণকীর্তনই করতে পেরেছে। অবশেষে তারা চলে গেল আশীর্বাদধন্য এক দীপে যেখানে তারা চিরকাল বাস করলো প্রকৃত স্বর্গ-সুখে।

পঞ্চম প্রজাতিটি হলো তারা, যারা এখন বাস করছে পৃথিবীতে লৌহ-প্রজাতি। তারা বাস করে অমঙ্গলের কালে এবং তাদের স্বভাবেও বর্তেছে অনেক পাপাচার,

আর তাই তাদের কখনো পরিত্রাণ নেই পরিশ্রম ও দুঃখ হতে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা হতে থাকলো অধম থেকে অধমতর ; পুত্ররা সর্বদাই হলো তাদের পিতার চেয়ে নিকৃষ্টতর। এমন একটা সময় আসবে যখন তারা হয়ে উঠবে এমনি দুষ্ট-চরিত্র যে, তারা পূজা করবে শক্তির ; বাহুবলই হয়ে উঠবে তাদের শক্তির ভিত্তি, উত্তমের প্রতি তাদের থাকবে না কোন শ্রদ্ধাবোধ। অবশেষে যখন এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবে না যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে বা লজ্জাবোধ করবে কষ্ট ও দুর্দশার মাঝে, তখন জিউসও তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এবং তবু তখনো কিছু করার থাকবে, কেবল যদি সাধারণ মানুষ জেগে উঠে এবং অত্যাচারী শাসকদেরকে দমিত করে।

*

*

*

সৃষ্টি-ভক্তের এই দুটি কাহিনী—পঞ্চ যুগের কাহিনী এবং প্রমিথিউসও এপিমিথিউসের কাহিনী—যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের তবু একটি বিষয়ে এরা ছিল একমত। দীর্ঘকাল ধরে, নিশ্চিতভাবে সুখময় স্বর্ণ-যুগ ব্যাপী মর্ত্যলোকে কেবলমাত্র পুরুষই, ছিল না কোন নারী। প্রমিথিউস পুরুষদের ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নশীল হওয়ায় জিউস ক্ষিপ্ত হয়ে সৃষ্টি করলেন নারী। প্রমিথিউস মানুষের জন্য শুধু অগ্নিই চুরি করলেন না ; তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে কোন উৎসর্গকৃত পশুর উৎকৃষ্টতম অংশটুকু পায় পুরুষগণ, আর নিকৃষ্টতম অংশটুকু জোটে দেবতাদের ভাগে। তিনি একটি বিরাট ঝাড় জ্বাই করলেন এবং এর উৎকৃষ্ট ভক্ষণীয় অংশটুকু আচ্ছাদনে লুকিয়ে রাখলেন, এগুলোর উপর নাড়িভুঁড়ি স্থপীকৃত করে আরো আড়াল করে ফেললেন। এই স্থূপের পাশে তিনি স্থাপন করলেন অস্থিসমূহের আরো একটি স্থূপ যা সাজানো হলো খুব ধূর্ততার সাথে এবং আচ্ছাদিত হলো উজ্জ্বল চর্বিতে এবং জিউসকে এর থেকে যেকোন একটিকে নির্বাচন করতে বললেন। জিউস পছন্দ করলেন শ্বেত চর্বিযুক্ত অংশটি এবং ক্রোধান্বিত হলেন যখন দেখলেন যে খুব শঠতার সাথে অস্থিগুলোকে সাজানো হয়েছে। কিন্তু তিনি তার পছন্দ সেরে ফেলেছিলেন এবং তাকে এটি মেনে চলতে হবে। এর পরবর্তীকালে কেবলমাত্র চর্বি এবং অস্থিই দেবতাদের উদ্দেশ্যে দাহ করা হতো তাদের বেদিতে। মানুষেরা ভালো মাংসটুকু রেখে দিত নিজেদের জন্য।

কিন্তু মানুষ এবং দেবতাদের পিতা এই অপমান সহ্য করার পাত্র ছিলেন না। তিনি অঙ্গীকার করলেন প্রতিশোধ নেয়ার, প্রথমে মানবজাতির উপর এবং অতঃপর মানবজাতির বন্ধুটির উপর। তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করলেন এক অতি অশুভ, এক মিত্র এবং মনোহর সৃষ্টি, এক সলাজ কুমারীর আদলে, এবং সকল দেবতা তাকে দিল উপহার-সামগ্রী, রূপালি পোশাক পরিচ্ছদ এবং কারুকার্যময় অবগুষ্ঠন, যা দেখতে ছিল এক বিস্ময়, এবং প্রস্ফুটমান ফুলের উজ্জ্বল মালা এবং এক স্বর্ণ-যুকুট—যা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অপরূপ সৌন্দর্য। তারা তাকে যে সব উপহার দিল তার জন্যই তারা তার নাম দিলেন প্যাণ্ডিয়ারা, যার অর্থ হলো ‘সকলের উপহারের সমন্বয়।’ যখন এই সুন্দর সর্বনাশটি তৈরি হয়ে গেল, জিউস তাকে বাইরে নিয়ে এলেন এবং বিস্ময়ে ভরে গেল দেবতা এবং পুরুষদের দৃষ্টি। তার

থেকেই উন্মোচন ঘটলো প্রথম নারীর, হলো নারী জাতির আবির্ভাব, যারা পুরুষের জন্য বয়ে আনে কেবলই অমঙ্গল, যাদের স্বভাবই হলো অমঙ্গল সাধন করা।

প্যাভোরা সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী হলো যে, তার দুষ্ট প্রকৃতি নয়, সকল দুর্ভাগ্যের উৎস ছিল কেবল তার অভ্যুৎসাহীতা। দেবতারা তাকে উপহার দিয়েছিলেন একটি বাস্তু যার ভিতরে তারা প্রত্যেকেই রেখেছিলেন কোন না কোন অশুভ সামগ্রী এবং তারা তাকে তা কখনো খুলতে বারণ করেছিলেন। অতঃপর তারা তাকে পাঠিয়ে দিল এপিমিথিউসের কাছে যে তাকে সানন্দে গ্রহণ করলেন যদিও, এপিমিথিউস তাকে দেবতাদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে গ্রহণ করলেন, এবং পরবর্তীতে যখন সেই বিপজ্জনক চরিত্রটি, অর্থাৎ নারীটি তার হলো, তিনি উপলব্ধি করলেন তার ভাইয়ের উপদেশ কতটা মঙ্গলকর ছিল। কারণ, সকল নারীর মতো প্যাভোরারও ছিল নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্রতি অপার কৌতূহল। যেন তাকে জানতেই হবে ঐ বাস্তবের ভিতর কি আছে। একদিন সে এর ঢাকনাটি খুলেই ফেললো—এবং বেরিয়ে এলো অসংখ্য রকমের মহামারী, মানব জাতির জন্য নেমে এল সীমাহীন দুঃখ এবং ক্ষতি। প্যাভোরা দ্রুত ঢাকনাটিকে আবার বসিয়ে দিল যথাস্থানে কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অবশ্য সেখানে একটি ভালো জিনিসও ছিল—আর তা হলো ‘আশা’। অনেক অশুভ-এর মধ্যে এটি ছিল একমাত্র শুভ। এবং মানবজাতির দুর্ভাগ্যের মাঝে এটি আজও রয়ে গেছে একমাত্র সান্ত্বনা রূপে। তাই মরণশীলরা বুঝতে পারলো যে জিউসের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়া সম্ভব নয় বা তাকে কখনো ধোঁকা দেয়াও সম্ভব নয়। জ্ঞানী এবং করুণাময় এপিমিথিউসও, তা-ই অনুধাবন করেছিলেন। জিউস নারী প্রদান করে মানুষকে শায়েস্তা করার পর তার মনোযোগ ফেরালেন প্রধান পাপীটির দিকে। দেবতাদের নতুন সর্বাধিপতি অন্য টাইটানদের বিরূপে যুদ্ধ-জয়ে সাহায্যের জন্য ঋণী ছিলেন এপিমিথিউসের কাছে, কিন্তু তিনি তার ঋণ ভুলে গেলেন। জিউসের ভৃত্য ‘ফোর্স’ এবং ‘ভায়েলেন্স’ তাকে ধরে নিয়ে গেল ককেশাসে যেখানে তারা তাকে বেঁধে রাখলো—

এক সু-উচ্চ শিলাখণ্ডের সাথে
ছেঁড়ার অতীত এক সুদৃঢ় শিকলে।

এবং তারা তাকে বললো,

অনন্ত কাল ধরে অসহনীয় বর্তমান তোমাকে মিসিষ্ট করে যাবে।
এবং যে তোমাকে মুক্তি দেবে তার জন্য প্রার্থনা হয় নি।
এমনি ফল তুমি আহরণ করেছো তোমার মানব-প্রীতির পথে।
একজন দেবতা হয়েও তুমি ভয় পেলেন না দেব-কুল প্রধানের ক্রোধকে,
উপরন্তু মরণশীলদেরকে দিলে সেই সম্মান যা তাদের প্রাপ্য নয়।
এবং তাই তোমাকে পাহারা দিতে হবে এই নিষ্প্রাণ পাহাড়কে—



প্যাভোরা বলে ফেললো বাস্তব এবং মানবজাতির জন্য নিয়ে এল মহামারী ও দুর্ভোগ

বিশ্রামহীন, নিদ্রাহীনভাবে, এমনকি ছুটবে না মুহূর্তের বিরামও।

আর্তনাদ হবে তোমার ভাষা, বিলাপ হবে তোমার শব্দমালা।

ঐশ্বর্য শক্তি দেয়ার জন্যই প্রমিথিউসকে এই নির্যাতন করা হয় নি, বন প্রয়োগের মাধ্যমে অনিশ্চাসনের অধিপতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এক গোপন তথ্য জানানোর জন্যও তা করা হয়েছিল। জিউস জানতেন যে, সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রা 'নিয়তি' এটি নির্ধারিত করেছিল যে, কোন একদিন তার এমন এক পুত্র জন্মাবে যে তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে এবং দেবতাদেরকে স্বর্গে তাদের আবাস থেকে বিতাড়িত করবে, কিন্তু কেবল প্রমিথিউসই জানতেন কে হবে সেই পুত্রের মা। যখন তিনি পাহাড়ের উপর শৃঙ্খলিত অবস্থায় তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, জিউস তার বার্তাবাহক হার্মিসকে পাঠালেন তাকে সেই গোপন তথ্যটি প্রকাশ করার জন্য আদেশ দিতে। প্রমিথিউস তাকে বললেন—

যাও এবং সমুদ্র-তরঙ্গমালাকে আছড়ে না পড়তে অনুরোধ কর।

তখন তুমি আমাকেও প্ররোচিত করবে না সহজে।

হার্মিস তাকে সতর্ক করে দিলেন যে, যদি সে তার অটল নীরবতা বজায় রাখে তবে তাকে আরো ভয়াবহ কষ্ট ভোগ করতে হবে—

আসবে রক্তে রঞ্জিত এক ঈগল,

তোমার ভোজ পর্বে যে এক অনাহৃত অতিথি।

সারাদিনভর সে তোমার শরীরটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে,

তোমার কালো যকৃৎটিকে নিয়ে প্রবল রোষে মেতে উঠবে ভোজনে।

কিন্তু হুমকি বা নির্যাতন, কোন কিছুই ভেঙে পড়লেন না প্রমিথিউস। তার শরীর বাঁধা ছিল, কিন্তু তার আত্মা ছিল মুক্ত। তিনি নিষ্ঠুরতা বা নিপীড়নের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন। তিনি জানতেন যে তিনি জিউসকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং মরণশীলদেরকে তাদের অসহায়ত্বে সহমর্মিতা দেখিয়ে ঠিকই করেছেন। তাকে চরম অন্যায়ভাবে এই কষ্ট দেয়া হচ্ছিল এবং যে ক্ষতিই হোক না কেন তিনি কোনক্রমেই এই অপশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। তিনি হার্মিসকে বললেন—

এমন কোন শক্তি নেই যা আমার কথা জোর করে আদায় করতে পারে।

কাজেই জিউস তার জ্বলন্ত বজ্রসমূহ নিক্ষেপ করতে পারে,

এবং তুমারের শ্বেতগুহ্র ডানা দ্বারা,

বজ্র এবং ভূমিকম্প দ্বারা,

বিচলিত পৃথিবীকে চমকে দাও।

এর কোন কিছুই আমার ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

হার্মিস চিৎকার করে বললেন—

কোন, উন্মাদের কাছ থেকেই কেবল গোপন্য যেতে পারে এসব প্রলাপ বাক্য,

এবং তার যে কষ্ট প্রাপ্য তা তাকে ভোগ করতে দাও।

অনেক প্রজন্ম পরে আমরা জানতে পারি যে, তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কেন এবং কিভাবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নি কোথাও। এমন একটি অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে যে অমর হওয়া সত্ত্বেও সেন্টার কীরন তার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিল এবং তাকে তা করতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যখন হার্মিস প্রমিথিউসকে চাপ দিচ্ছিলেন জিউসের কাছে নতি স্বীকার করতে তখন তিনি তাকে একথা বললেন, কিন্তু এমন এক ভাবে যেন একে মনে হলো এক অসম্ভব উৎসর্গ বলে—

এই যন্ত্রণার কোন শেষ নেই।

যতক্ষণ না কোন দেবতা স্বেচ্ছায় তোমার পক্ষ হয়ে কষ্টভোগ করবে, তার নিজের উপর তুলে নেবে তোমার যন্ত্রণাকে, এবং তোমার অস্থারূঢ় হয়ে

নেমে যাবে সেখানে যেখানে আঁধার এসে গ্রাস করবে সূর্যকে, যেখানে আছে মৃত্যুর গভীর অন্ধকার শূন্যতা।

কিন্তু কীরন তা-ই করলো এবং সম্ভবত জিউস তাকে একজন বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আমরা এটাও জানিতে পারি যে, হারকিউলিস ঈগলটিকে বধ করেন এবং প্রমিথিউসকে মুক্তি দেন তার শৃঙ্খল থেকে, এবং জিউসও চাইছিলেন তা-ই ঘটুক। কিন্তু জিউস কেন তার মন পরিবর্তন করেছিলেন এবং নাকি প্রমিথিউস মুক্ত হয়ে সেই গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু একটি ব্যাপার সুনিশ্চিত যে, দুজনের মধ্যে যেভাবেই সমঝোতা হয়ে থাকুক না কেন প্রমিথিউস আত্মসমর্পণ করেন নি। গ্রিক যুগ থেকে আমাদের আজকের যুগ পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার নাম উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করেছে অন্যায্য ও শাসককুলের ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক অপরাজেয় প্রতিবাদীর প্রতীক রূপে।

মানুষের সৃষ্টি-তত্ত্বের আরো একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। পঞ্চ-যুগের কাহিনী অনুযায়ী, মানুষের আবির্ভাব ঘটে লৌহ-প্রজন্মে। প্রমিথিউসের কাহিনীতে এটি নিশ্চিত নয় যে, তিনি যে মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন তারা সেই প্রজন্মের নাকি ব্রোঞ্জ-প্রজন্মের ছিল। তৃতীয় কাহিনী মতো প্রস্তর-প্রজন্ম হতেই মানুষের আবির্ভাব। কাহিনীটির সূত্রপাত ঘটে 'নূহের প্লাবন' দ্বারা।

সারা পৃথিবীময় মানুষ এতটাই দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে উঠলো যে, জিউস তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি মনস্থির করলেন—

ঝড়-ঝঞ্ঝার মিলিত তাণ্ডব ছড়িয়ে দিতে অসীম মর্ত্ত জুড়ে
এবং মরণশীল মানুষের এক চরম ধ্বংস সাধন।

তিনি সৃষ্টি করলেন মহা-প্লাবন। তিনি তাকে সমুদ্রের জন্য ডেকে পাঠালেন তার ভাই মহাসমুদ্র দেবতাকে, এবং তারা দুজনে স্বর্ষ থেকে মুশলধারে বৃষ্টি ঝরিয়ে এবং নদীসমূহের দুকূল ছাপিয়ে জলে ডুবিয়ে দিলেন মর্ত্ত ভূমিকে।

জলের শক্তি বিশ্বয়ে অভিভূত করে দিল অন্ধকার পৃথিবীকে,

সর্বোচ্চ পর্বতের শিখরেও। কেবলমাত্র সু-উচ্চ পারন্যাসাসই পুরোপুরি প্রাবৃত হলো না, এবং এর উচ্চতম শৃঙ্গে সামান্য এক খণ্ড শুষ্ক স্থানের জন্য মানব জাতি রক্ষা পেল ধ্বংস হতে। নয়দিন এবং নয় রাত বৃষ্টির পর সেখানে স্রোতের তোড়ে ভেসে এলো একটি বিশাল কাঠের বান্ধ, কিন্তু এর ভিতরে নিরাপদে, বেঁচেছিল দুটি মানব সন্তান, একজন পুরুষ অপরজন নারী। তারা ছিল ডিউক্যালিয়ন এবং পীরা—ছেলেটি প্রিমিথিউসের পুত্র এবং মেয়েটি তার ভ্রাতৃপুত্রী, এপিমিথিউস এবং প্যাডোরার কন্যা। সমগ্র বিশ্ব চরাচরের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, প্রিমিথিউস তার পরিবারকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেন। তিনি বন্যার সনূহ আগমন বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তিনি তার পুত্রকে আদেশ করলেন বান্ধটি তৈরি করতে, একে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে, এবং প্রয়োজনে তার স্ত্রীসহ যেন সে এর ভিতর চড়ে বসে।

সৌভাগ্যবশত জিউস অসন্তুষ্ট হলেন না, কারণ দুজনেই ছিল ধার্মিক, দেবতাদের বিশ্বস্ত উপাসক। যখন বান্ধটি ভূমি স্পর্শ করলো এবং তারা এর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, দেখতে পেলো না কোথাও কোন প্রাণের চিহ্ন, চারদিকে শুধু বন্য জলরাশি। জিউস তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন এবং বন্যার জল নামিয়ে দিলেন। ভাটার স্রোতের মতো সমুদ্র ও নদীর পানি নিচে নেমে গেল ধীরে ধীরে এবং মর্ত ভূমি আবার শুকিয়ে গেল। পীরা এবং ডিউক্যালিয়ন নেমে এলো পারন্যাসাস হতে, যারা ছিল এক মৃত পৃথিবীতে একমাত্র জীবিত প্রাণী। তারা দেখতে পেল একটি পিচ্ছিল এবং শৈবালময় মন্দির, তবে পুরো ধ্বংস হয়ে যায় নি, এবং সেখানে তারা তাদের উদ্ধারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো এবং তাদের ভয়ংকর একাকীত্বে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করলো। তারা একটি কঠোর গুণতে পেল, 'তোমার মাথা অবগুষ্ঠিত কর এবং তোমাদের পেছনে নিষ্ক্ষেপ কর তোমাদের মায়ের অস্থিসমূহকে।' আদেশটি তাদেরকে আঘাত করলো বিভিষিকার মতো। পীরা বললো, 'এমন একটি কাজ করার দুঃসাহস আমাদের নেই।' ডিউক্যালিয়ন রাজি হতে বাধ্য হলো যে, তার কথাই ঠিক; কিন্তু সে বের করতে চেষ্টা করলো এ কথাগুলোর আড়ালে কি অর্থ লুকিয়ে আছে এবং অকস্মাৎ সে এগুলোর অর্থ অনুধাবন করলো।

'মর্ত হলো সবকিছুর মাতা,' সে তার স্ত্রীকে বললো, 'পাথরগুলো হলো তার অস্থি। এগুলোকে আমরা কোন অন্যায় ছাড়াই পেছনে নিষ্ক্ষেপ করছি পায়ের পাতা-ই করলো, এবং যখন পাথরগুলো পতিত হলো তখন তারা মানবীয় আকৃতি ধারণ করলো। তাদেরকে বলা হতো 'পাথর মানব', এবং তারা ছিল এক সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী প্রজন্ম, যেমনটি হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত এবং প্রকৃতই, প্লাবনের পর নির্জন হয়ে পড়া মর্তকে রক্ষা করার জন্য যেমনটি প্রয়োজন ছিল ঠিক তেমনি।



চার আদিতম বীরগণ

প্রমিথিউস এবং আইও

(এই কাহিনীর বিষয়বস্তু নেয়া হয়েছে দুজন কবির কাছ থেকে, এদের একজন হলেন গ্রিক কবি ঈক্সিলাস এবং অন্যজন রোমান কবি ওভিদ। তাদের পরস্পরের মাঝে সময়ের ব্যবধান হলো সাড়ে চারশ বছর, কিন্তু এর চেয়ে বেশি দূরত্ব রচিত হয়েছিল তাদের বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে। তারাই কাহিনীগুলোর উৎকৃষ্টতম উৎস। এদের প্রত্যেকের দ্বারা বিবৃত কাহিনীগুলো পরস্পর থেকে আলাদা করা বেশ সহজ। ঈক্সিলাস গুরুগম্ভীর এবং বহুনিষ্ঠ, ওভিদ লঘু এবং হাস্যরস সৃষ্টিকারী। প্রেমাস্পদের মিথ্যা কথনের স্পর্শই হলো ওভিদের বৈশিষ্ট্য, সাইরিংসের ছোট উপাখ্যানটির মতো।)

সেইসব দিনে যখন প্রমিথিউস কেবলমাত্র দান করেছেন অগ্নি এবং যখন তাকে প্রথম বাঁধা হলো ককেশাসের পর্বত-শৃঙ্গে, এক অদ্ভুত দর্শনার্থী এলো তার সাথে দেখা করতে। এক বিকিণ্ড-বিহ্বল পলায়নপর প্রাণী আনাড়ির মতো বন্ধুর ও উঁচু খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে এলো সেখানে, যেখানে তার আবাস। এটি দেখতে ছিল বকনা বাছুরের মতো কিন্তু কথা বললো কোন বালিকার মতো যে দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত। প্রমিথিউসের দৃষ্টি তাকে থামিয়ে দিলো ক্ষণিকের জন্য। সে চিৎকার করে বললো,

আমি দেখলাম—

ঝঞ্ঝা তাড়িত এক সৃষ্টিকে,

যে বাঁধা আছে শৈলখণ্ডের সাথে।

তুমি কি করেছিলে কোন অন্যায় ?

একি তারই শাস্তি ?

এ আমি কোথায় ?

কথা বলো এক ভাণ্ডা বিড়ম্বিত পৃথিবীর সাথে।

যথেষ্ট—আমি যথেষ্টই ক্লান্ত—

আমার ভ্রমণ—আমার দীর্ঘ ভ্রমণ।

এখনো আমি খুঁজে পাইনি কোথাও কোন স্থান
যেখানে আমি আমার দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারি।
আমি এক বালিকা যে কথা বলছে তোমার সাথে,
কিন্তু আমার মাথায় রয়েছে শিং।

প্রমিথিউস তাকে চিনতে পারলেন। তিনি জানতেন তার কাহিনীটি এবং তিনি
তার নামটিও বললেন।

আমি তোমাকে চিনি, মেয়ে, ইনাকাসের কন্যা, আইও।
তুমি ভালবাসায় উষ্ণ করে তুলেছিলে দেবতাদের চিত্রকে
এবং হেরা তোমাকে করেন ঘৃণা। তিনিই
তোমাকে তাড়িত করেছেন এই অনন্ত উড়ালে।

বিশ্বয় দমিত করলো আইও-র প্রবল উদ্বেজনাতে। সে হত-বিস্মল হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকলো। তার নাম উচ্চারিত হলো এই অদ্বুত সৃষ্টির মুখে, এই অদ্বুত
স্থানে। সে মিনতি করে বললো—

কে তুমি এই লাঞ্ছনা ভোগকারী, যে সত্য কথা বলে
তার কাছে যে নিজেও এক কষ্ট ভোগকারী?

এবং তিনি উত্তর দিলেন,

তুমি দেখছো প্রমিথিউসকে যে মরণশীলদেরকে দিয়েছিল অগ্নি।

তখন সে তাকে এবং তার কাহিনীটি বুঝতে পারলো।

তুমি—সেই জন যে পরিত্রাণ দিল সমগ্র মানব জাতিকে?

তুমি—সেই প্রমিথিউস, দুঃসাহসী, অক্ষয়?

তারা পরস্পরের সাথে কথা বললো খোলা মনে। প্রমিথিউস তাকে বললেন,
তার উপর কৃত জিউসের অন্যায় আচরণের কথা, এবং আইও তাকে বললো যে
জিউসের কারণেই একদা এক রাজকন্যা ও সুখী বালিকা হওয়া সত্ত্বেও, এখন
পরিণত হয়েছে—

এক জন্তু, এক অনাহারী জন্তুতে,
যে তার কদাকার ঠোঁট নিয়ে ছুটে চলে
উন্মত্তের মতো এবং ফিরে আসে।
হায়, লজ্জা...

তার দুর্ভাগ্যের প্রত্যক্ষ কারণ ছিলেন জিউসের ঈর্ষাকাতর স্ত্রী, হেরা, কিন্তু সব
কিছুর মূলে ছিলেন জিউস নিজে। তিনি তার প্রেমে পড়লেন এবং পাঠালেন—

একদা আমার কুমারী জীবনে
 রাত্রির রূপ,
 বোঝালো আমাকে বিনয়ী শব্দের ছলে :
 'হে সুখী, সুখী বালিকা,
 কেন তুমি এখনো কুমারী ?
 কামনার তীর বিদ্ধ করেছে জিউসকে ।
 তোমার জন্য তিনি হয়েছেন আবেগ-আকুল ।
 তার আকাঙ্ক্ষা কেবল তোমার ভালবাসা অর্জন করা ।'
 সর্বদাই, প্রতি রাতে, এমন স্বপ্ন বিভোর করে তোলে আমাকে ।

কিন্তু জিউসের ভালবাসার চাইতেও বড় হয়ে দেখা দিল হেরার ঈর্ষাকাতরতার
 ভয় । তবে নির্বুদ্ধিতার সাথেই কাজ করলেন দেবতা ও মানবকুলের পিতা যখন
 তিনি পুরু কালো মেঘে মর্তকে আছাদিত করে আইও এবং নিজেকে লুকাতে
 চাইলেন, মনে হলো যেন হঠাৎ রাত্রি এসে গ্রাস করলো দিবালোককে । হেরা
 যথার্থভাবেই জানতেন যে এরকম একটি অদ্ভুত ঘটনার অবশ্যই কোন কারণ আছে
 এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তার স্বামীকে সন্দেহ করলেন । যখন তিনি তাকে স্বর্গের
 কোথাও খুঁজে পেলেন না তিনি দ্রুত নেমে এলেন মর্তে এবং সরে যেতে বললেন
 মেঘ দলকে । কিন্তু জিউসও ছিলেন অতি ক্ষিপ্ত । যখন হেরা তাকে দেখে ফেললেন
 তখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি চমৎকার শ্বেতস্তম্ভ বকনা বাছুরের কাছে—যেটি
 অবশ্যই ছিল আইও । তিনি দিব্যি কেটে বললেন যে, এইমাত্র নবজাতকের মতো
 মর্ত ভেদ করে উত্থিত হওয়ার আগে তিনি একে কখনো দেখেননি । এবং ওভিড
 বলেন যে, এটি তা-ই প্রতিপন্ন করে যে, প্রেমাস্পদের মিথ্যাচার দেবতাদেরকে
 ক্রোধান্বিত করে তোলে না । তবে এটি এও প্রমাণ করে যে, সেগুলো খুব একটা
 ফলদায়কও নয়, কারণ হেরা এর একটি কথাও বিশ্বাস করেন নি । তিনি বললেন
 যে, বকনা বাছুরটি খুবই সুন্দর এবং জিউস তাকে এর থেকে কোন উপহার তৈরি
 করে দেবেন কিনা । জিউস পূর্বের মতোই দুঃখিত বোধ করলেন এবং তিনি
 অনুধাবন করলেন যে এতে অসম্মতি দিলে পুরো ব্যাপারটি চলে যাবে নিয়ন্ত্রণের
 বাইরে । কি কৈফিয়তই বা তিনি দিতে পারতেন ? একটি নগণ্য ছোট পায়ু তিনি
 অনীহা সত্ত্বেও আইওকে তৎক্ষণাৎ হস্তান্তর করলেন তার স্ত্রীর কাছে এবং হেরা
 ভালোভাবেই জানতেন কিভাবে তাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ।

তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন আর্গাসের তত্ত্বাবধানে, হেরার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য
 যা ছিল এক চমৎকার ব্যবস্থা, কারণ আর্গাসের ছিল একশত চোখ । এমন এক
 গ্রহরীর সামনে, যে তার কিছু চোখ দ্বারা ঘুমোতে পড়তো এবং বাকিগুলো দ্বারা
 পাহারা দিতো । জিউসকে মনে হলো অসহায় । তিনি লক্ষ্য করলেন আইও-র দুর্দশা,
 যে পরিণত হয়েছিলো এক জন্তুতে এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলো তার গৃহ থেকে ; তিনি
 তাকে সাহায্য করার দুঃসাহস দেখাতে পারলেন না । অবশেষে তিনি গেলেন

দেবতাদের কর্তাব্যবহা, তার পুত্র হার্মিসের কাছে এবং তাকে অবশ্যই আর্গাসকে হত্যা করার একটি উপায় দেব করতে বললেন। হার্মিস ছিলেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক। স্বর্গ থেকে মর্তে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথেই ত্যাগ করলেন তার দেবতানুসৃত সবকিছু এবং আর্গাসের দিকে অগ্রসর হলেন গ্রামা রাখালের মতো বাঁশিতে মধুর সুর তুলে। সেই সুরে আর্গাস বিগলিত হলো এবং বাদকটিকে তার আরো কাছে আসতে বললো। 'তুমি ইচ্ছে করলে এই শৈলখণ্ডের উপর আমার পাশে বসতে পারো', সে বললো, 'তুমি দেখতে পাচ্ছে এটি স্থানটি ছায়ায়—মেষপালকের জন্য অতি উত্তম।' হার্মিসের পরিকল্পনার অনুকূলে এর চেয়ে ভালো আর কিছু ঘটত পারতো না, তথাপি কিছুই হলো না। তিনি বাঁশি বাজালেন এবং কথার পর কথার ফুলঝুরি ছড়ালেন, যতটুকু তন্দ্রালু এবং একঘেয়ে ভাবে সম্ভব; একশত চোখের কিছু নিদ্রাহীন হলো, কিন্তু কিছু সর্বদাই জেগে থাকলো। অবশেষে দেবতা প্যান এর একটি কাহিনী কাজে আসলো যেটিতে তিনি ভালোবাসলেন সাইরিন্স নামে এক উপদেবীকে, যে তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং যেই নাকি তিনি ধরতে গেলেন তাকে তার বোন-উপদেবীরা পরিণত করলো এক গুচ্ছ নলখাগড়ায়। প্যান বললেন, 'তবু তুমি আমারই হবে' এবং সে যা হয়ে গেল তা থেকে তিনি তৈরি করলেন—

এক মেষপালকের বাঁশি

নল খাগড়া ও মোমের মিশ্রণে

এরকম কাহিনী যখন গড়াতে লাগলো, তখন এই কাহিনীটিকে ততটা ক্লাস্তিকর মনে না হলেও, আর্গাসের কাছে তেমনি লাগলো। তার সবকিছু চোখ ঘুমিয়ে পড়লো। হার্মিস তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করলেন, কিন্তু হেরা তার চোখগুলো নিয়ে নিলেন এবং এদেরকে বসিয়ে দিলেন প্রিয় পাখি ময়ূরীর লেজে।

তখন মনে হলো যেন মুক্তি পেয়ে গেছে আইও, কিন্তু না; হেরা তৎক্ষণাৎ তাকে আবার আক্রমণ করলেন। তিনি একটি ডাঁশ পোকা পাঠিয়ে দিলেন তাকে মড়কে আক্রান্ত করার জন্য, যেটি হল ফুটিয়ে তাকে উন্মাদে পরিণত করলো। আইও প্রমিথিউসকে বললো—

সে আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায় সমুদ্রের দীর্ঘ বেলাভূমিমাঝে।

পানাহার করা আমার সাধের অতীত।

এমনকি নিদ্রাও স্পর্শ করে না আমাকে।

প্রমিথিউস তাকে সাত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাকে শুধু এক সুদূর ভবিষ্যতের কথাই বলতে পারলেন। তার নিকট জীবনে যা পড়ে ছিল তা হলো ভয়ংকর সব স্থানে আরো পথ-পরিভ্রমণ। নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, প্রবল উদ্বেজনায়ে সে প্রথম সমুদ্রের যে অংশ পাড়ি দিলো তাকে তার নামানুসারে বলা হয় 'আয়োনিয়', এবং 'বসফরাস', যার অর্থ হলো 'বাঁড়ের দুর্গ', যা তার চলে যাওয়ার

স্মৃতি ধারণ করে রাখবে, কিন্তু তার প্রকৃত সান্ত্বনা হলো এই যে, অবশেষে সে পৌছবে নীল নদে, যেখানে জিউস তাকে ফিরিয়ে দেবে তার মানবীয় আকৃতি। সে তার ঔরসে গর্ভে ধারণ করবে ইপাফাস নামে এক পুত্র-সন্তান, এবং এরপর কাটাবে এক সুখী ও সম্মানিত জীবন। এবং

এটি জেনে রেখো, তোমার বংশ থেকে জন্ম নেবে
মহিমান্বয় এবং সাহসী এক তীরন্দাজ,
এবং সে-ই হবে আমার মুক্তিদাতা।

আইওর উত্তরাধিকারী হলেন হারকিউলিস, যিনি ছিলেন বীরকুলের শ্রেষ্ঠতম, তার চাইতে দেবতারাও খুব সামান্যই শ্রেষ্ঠতর ছিল, এবং যার কাছে প্রমিথিউস তার মুক্তির জন্য ঋণী থাকলেন।

ইউরোপা

(এই উপাখ্যানটি ক্লাসিক্যাল যুগের রেনেসাঁর ধারণার মতো—চমৎকার, সুবিন্যস্ত এবং বর্ণিল। এটি গৃহীত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আলেক্সান্দ্রীয় কবি মন্ডাসের রচনা হতে যা এর শ্রেষ্ঠতম বর্ণনা।)

আইও একমাত্র নারী নয় যে জিউসের প্রেমিকারূপে পেয়েছিল ভৌগোলিক খ্যাতি। ছিল আরো একজন, যে ছিল আরো বেশি পরিচিত। সে হলো সিডনের রাজকন্যা 'ইউরোপা'। যেখানে হতভাগ্য আইওকে তার বিশেষ পরিচিতির জন্য দিতে হয়েছিল যথেষ্ট মূল্য, ইউরোপা ছিল পরম সৌভাগ্যবতী। কেবলমাত্র ষাঁড়ের পৃষ্ঠে আসীন হয়ে গভীর সমুদ্র অতিক্রম কালে অল্প কিছুক্ষণের আতংক ব্যতীত সে কখনই কোন কষ্ট ভোগ করেনি। ঐ সময় হেরা কি করছিলেন কাহিনীটি সে ব্যাপারে কিছুই বর্ণনা করে না, কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে তিনি তখন নজরদারি করছিলেন না এবং তার স্বামী স্বাধীনভাবে যা খুশি তা করতে পারছিলেন।

কোন এক বসন্তের সকালে স্বর্গে বসে যখন জিউস অনস্বত্বাবে অবলোকন করছিলেন পৃথিবীকে তখন হঠাৎ তার চোখে পড়লো এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছিল ইউরোপা, আইও-র মতো সেও ছিল স্বপ্ন তড়িত, কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রেমে মজেছে এমন কোন দেবতার কারণে নয়, নারীর আকৃতি ধারণ করে দুটি ভূ-খণ্ড-এর প্রত্যেকেই তার স্বভাব দাবি করছে। সেটুকু সব বিপত্তি। এশিয়া বললো যে, সে তার জন্মদাত্রী, কাজেই সে-ই তার স্বত্বাধিকারী। বেনামি আর একজন বললো যে, জিউসের উচিত মেয়েটিকে তার কাছেই দেয়া। ভোরের এই অন্ধৃত দৃশ্যপট থেকে জেগে উঠে, সে সময় সত্য স্বপ্নগুলো প্রায়ই দেখা দেয়

মরণশীলদের কাছে, ইউরোপা আর ঘুমোতে যাওয়ার চেষ্টা করলো না। বরং সে তার সমবয়সী সহচরীদেরকে ডেকে পাঠালো তার সাথে সমুদ্রের ধারে পুষ্পময় তৃণভূমিতে যাওয়ার জন্য। এটিই ছিল তাদের একত্রে মিলিত হওয়ার প্রিয়তম স্থান, নৃত্য বা নদী-মোহনায় তাদের লাভণ্য ঝরা শরীরের অবগাহন বা ফুল কুড়োবার জন্য।

এবার তারা সবাই, তাদের সাথে নিয়ে এলো ঝুড়ি, কারণ তারা জানতো যে, এ সময়েই ফুলগুলো থাকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপে। ইউরোপারটি ছিল স্বর্ণের তৈরি, যাতে খোদাই করা ছিল অপূর্ণ সুন্দর সব নকশা, বিশ্বয়ের ব্যাপার এই যে, তা প্রকাশ করছিল আইওর উপাখ্যান, গাভীর আকৃতি নিয়ে তার ভ্রমণসমূহ, আর্গাসের মৃত্যু, এবং জিউস তার দৈব হাতে মৃদুভাবে স্পর্শ করেছে তাকে এবং তিনি পুনরায় তাকে দান করলেন নারী রূপ। এটি উপলব্ধি করা যায় যে, এটি ছিল বিশ্বয়কর ও অতি মূল্যবান এমন কিছু যার থেকে চোখ ফেরানো যায় না, এবং এটি অবশ্যই অলিম্পাসের দেব-কারিগর হেফেস্টাস ব্যতীত আর কারো হাতে তৈরি নয়।

যেমন সুশোভন ছিল তার ঝুড়িটি, তেমনটি এটি পূর্ণ করার জন্যে ছিল চমৎকার সব ফুল; সুগন্ধিময় নার্সিসাস এবং হায়াসিন্থ এবং বেগুনি ও হলুদ ফ্রোকাস, এবং সবচেয়ে জ্যোতির্ময় ছিল গাঢ় লাল বর্ণের মহিমাগয় জংলী গোলাপ। আনন্দচিন্তে বালিকারা কুড়োলো সেগুলো, তারা তৃণভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এখানে ওখানে, প্রত্যেকেই ছিল সুন্দরীদের ভিতরে সবচেয়ে সুন্দরী কুমারী; তথাপি সৌন্দর্যে সবাইকে ছাপিয়ে গেল ইউরোপা, যেমনটি ছিলেন 'ভালবাসার দেবী' তার বোন থ্রেসবৃন্দের তুলনায়। এবং এই 'ভালবাসার দেবী'-র কারণেই ঘটলো পরবর্তী ঘটনাসমূহ। যখন স্বর্গ থেকে এই সুন্দর দৃশ্যটি দেখলেন, তখন তিনি, যিনি কিনা একাই জয় করতে পারেন জিউসকে—তার পুত্র, দুঃখবুদ্ধির বালক কিউপিডসহ—তার একটি তীর নিক্ষেপ করলেন তার হৃৎপিণ্ডের দিকে, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি উন্মাদের মতো ইউরোপার প্রেমে পড়লেন। যদি ও হেরা ছিলেন দূরে, তবু তিনি ভাবলেন সতর্কতা অবলম্বন করাই উত্তম এবং ইউরোপার সামনে আবির্ভূত হওয়ার আগে তিনি নিজেকে পরিণত করলেন একটি বাঁড়ে। আন্তাবলে বা মাঠে চরানো অবস্থায় যে রকমটি দেখা যায় তেমন নয়, এটি সকল বাঁড়ের মধ্যে সুন্দরতম, উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের, তার জ্বর উপর রয়েছে এক রূপালি বৃন্ত এবং শিংগুলো ছিল নতুন চাঁদের মতো বক্টিম। তাকে এত প্রশান্ত এবং স্নিগ্ধ মনে হলো যে বালিকারা তার আগমনে ভীত হলো না, উপরন্তু তারা তাকে তাদের আদর মাখানো স্পর্শ দেয়ার জন্য আকুল হয়ে তার চারদিকে জড়ো হলো। তখন তার শরীর থেকে আগত স্বর্গীয় সুরভীতে শ্বাস নিতে চাইল, যা পুষ্পময় তৃণভূমির সুরভীর চাইতেও ছিল মধুরতর। তিনি এগিয়ে গেলেন ইউরোপার দিকে এবং যেই নাকি সে তাকে মৃদুভাবে স্পর্শ করলো, তিনি এমন সুরময় শব্দ তুলে সাড়া দিলেন, যার চাইতে অধিক সুরেলা শব্দ কোন বাঁশি দিয়েই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।



ইউরোপার অপহরণ

অতঃপর তিনি ভয়ে পড়লেন তার পদপ্রান্তে এবং মনে হলো যেন তিনি তাকে তার প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ দেখাতে চাইছেন এবং সে চিৎকার করে অন্যদেরকে তাকে তার সাথে এর উপর আরোহণ করতে বললো।

কারণ এটি নিশ্চিতভাবেই আমাদেরকে বহন করবে তার পৃষ্ঠে,
এটি কোমল, প্রিয়-দর্শন এবং প্রশান্ত।
এটি ঝাঁড়সদৃশ নয়, যেন প্রকৃতিই এক মানব,
তবু নেই তার কথা বলার সামর্থ্যটুকু।

মৃদু হেসে সে তার পৃষ্ঠে চেপে বসলো, কিন্তু অন্যরা যথেষ্ট দ্রুত হলেও তাকে অনুসরণ করার সুযোগ পেল না। ঝাঁড়টি লাফিয়ে উঠলো এবং পূর্ণ গতিতে ছুটে গেল বিপুল সমুদ্র সৈকতের দিকে এবং অতঃপর ভিতর দিয়ে নয়, ছুটে চললো জলরাশির উপর দিয়ে। তার চলার পথে সমুদ্রের তরঙ্গমালা হয়ে এলো শান্ত ও মসৃণ এবং এক পূর্ণ দল জেগে উঠলো গভীর তলদেশ থেকে এবং তাকে সাহচর্য দিল—অদ্ভুত সমুদ্র-দেবতা, নেরাইডবৃন্দ এলো ডলফিনে চড়ে, ট্রাইটনগণ এলো তাদের শিঙা বাজিয়ে, এবং এলেন মহা সমুদ্রের প্রভু নিজে, যিনি ছিলেন জিউসের আপন ভাই।

এই বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ এবং চারপাশের বহুমান জলধারা দেখে সমানভাবে ভয় পেয়ে গেলো ইউরোপা। সে একহাতে শক্ত করে ধরলো ঝাঁড়টির বিশাল শিং দুটো এবং অন্য হাতে ধরলো তার রক্তবর্ণ পোশাকটিকে, একে পানির তোড় থেকে বাঁচাবার জন্য ; এবং বায়ু শব্দ—

স্বীত করে তুললো গভীর ভাঁজসমূহকে
জাহাজের পালের মতো,
এবং আলতোভাবে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো।

এটি কোন ঝাঁড় হতে পারে না, ইউরোপা ভাবলো, সুনিশ্চিতভাবেই এটি কোন দেবতা ; এবং সে তাকে খুব অনুনয় ও মমতাময় কণ্ঠে তার কাছে দয়া প্রার্থনা করে বললো যেন তিনি তাকে কোন উদ্ভট স্থানে একা ফেলে চলে না যান। তিনি তার কথার উত্তর দিলেন এবং তাকে বুঝালেন যে, তিনি কে সে ব্যাপারে তার অনুমান ঠিক। তিনি তাকে বললেন যে, তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনিই হলেন দেবকুল শ্রেষ্ঠ, জিউস এবং তিনি যা কিছু করছিলেন সবই তাকে ভালোবেসে। তিনি তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার নিজ দ্বীপ ক্রিটে, যেখানে তার মা তাকে তার জন্মের পর থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন ক্রনাসের কাছ থেকে, এবং সেখানে সে তার জন্য গর্তে ধারণ করবে—

মহিমান্বিত পুত্রগণকে যাদের রক্তদণ্ড
শাসন করবে মর্তের সকল মানুষকে।

সব কিছু ঘটলো জিউসের কথা মতোই। দৃষ্টিতে এলো ক্রিট ; তারা অবতরণ করলেন, এবং অলিম্পাসের ফটকরক্ষী 'ঋতু-দেবতাগণ' তাকে সাজালো বিয়ের সাজে। তার পুত্ররা ছিলেন বিখ্যাত মানব, শুধু এই মর্তলোকে নয়, পরবর্তী জগতেও—যেখানে তাদের দুজন, মাইনস এবং র্যাডামাস্তাস, মর্তে তাদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ তারা নিযুক্ত হলেন মৃতদের বিচারক রূপে। কিন্তু সকলের মধ্যে ইউরোপার নামটিই হয়ে থাকলো সবচেয়ে স্মরণীয়।

সাইক্লোপস পলিফেমাস

(এই উপাখ্যানের প্রথমাংশ 'অডিসি'-এর অন্তর্ভুক্ত, দ্বিতীয় অংশটি বর্ণিত হয় শুধুমাত্র খ্রিস্ট পরবর্তী তৃতীয় শতকের আলেকজান্দ্রীয় কবি থিওক্রিটাস কর্তৃক ; শেষ অংশটি খ্রিস্ট পরবর্তী দ্বিতীয় শতকের ব্যঙ্গ রচয়িতা লুসিয়ানের রচনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এর শুরু এবং শেষের মধ্যে কাল-ব্যবধান কমপক্ষে একহাজার বছর। কাহিনী বর্ণনে হোমারের কুশলতা এবং প্রাণোদীপনা, থিওক্রিটাসের কাব্য-কল্পনা এবং লুসিয়ানের নৈরাশ্যবাদ, তাদের নিজ নিজ মাত্রা অনুযায়ী উপস্থাপন করে গ্রিক সাহিত্যের গতি প্রকৃতিকে।)

প্রাণের সকল বিকট আকৃতির রূপ যেগুলো প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন শত মাথা বিশিষ্ট প্রাণীগুলো, জায়ান্টসমূহ এবং এরকম আরো অনেক কিছু, বিজিত হওয়ার পর মর্ত থেকে বিতাড়িত হলো চিরতরে, ব্যতিক্রম শুধু সাইক্লোপসবৃন্দ। তাদেরকে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা জিউসের খুব প্রিয় ও পছন্দের হয়ে উঠেছিল। তারা ছিল চমৎকার কারিগর এবং তারা তার বজ্রপাত তৈরি করে দিয়েছিল। প্রথমে তারা ছিল মাত্র তিনজন কিন্তু পরে তারা সংখ্যায় হয়েছিল অনেক। জিউস তাদের আবাস গড়ে দিলেন এক সৌভাগ্যময় স্থানে, যেখানে দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং শস্য ক্ষেত্রসমূহ ফলভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে কোন চাষাবাদ এবং বীজবপন ছাড়াই। তাদের ছিল অসংখ্য মেঘ ও ছাগল এবং তারা আরাম ভোগ্যেই দিন যাপন করতো। কিন্তু তাদের হিংস্রতা ও বন্যতা বহাল ছিল আগের মতোই। তাদের ছিল না কোন আইন বা ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা, প্রত্যেকেই কাজ করতো বেজ্ঞাচারীর মতো। আগন্তুকদের জন্য এটি ছিল এক অন্তর্ভুক্ত দেশ।

প্রমিথিউস শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার অজানা কাল পরে, তার সাহায্য প্রাপ্তদের উত্তর-সূরীরা যখন হয়ে উঠেছে সভ্য এবং শিখে গেছে দূরগামী জাহাজ তৈরির কলাকৌশল, তখন এক গ্রিক রাজকুমার তার জাহাজ ভেড়ালো এই বিপদসংকুল দেশের উপকূলে। তার নাম ছিল অডিসিউস (ল্যাটিন ভাষায় ইউলিসিস) এবং ট্রয় নগরী ধ্বংসের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। ট্রোজানদের সঙ্গে কঠিনতম যুদ্ধেও তিনি মৃত্যুর ততটা নিকটবর্তী হন নি, যতটা হলেন এখানে এসে।

যেখানে তার নাবিকরা জাহাজ ভেড়ালো তার অনতিদূরে দেখা গেল একটা গুহা, যা ছিল সমুদ্রের দিকে খোলা এবং সুউচ্চ। একে বসতিপূর্ণ বলেই মনে হলো, এর প্রবেশমুখে ছিল সুদৃঢ় প্রাচীর। অডিসিউস তার বারোজন সহযাত্রীসহ এটিতে অনুসন্ধানী অভিযান চালাতে শুরু করলেন। তারা ছিলেন খাদ্যের সন্ধানে এবং তিনি তার সঙ্গে নিলেন শক্তি বর্ধক এবং সুগন্ধিময় ও সুমিষ্ট মদে পূর্ণ ছাগলের চামড়া তৈরি একটি পাত্র, যা সেখানে যারা থাকবে তাদেরকে দেয়া হবে তাদের আতিথেয়তার বিনিময়ে। প্রাচীরের ফটকটি বন্ধ ছিল এবং তারা গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে কেউ ছিল না, কিন্তু এটি স্পষ্টতই ছিল কোন মহা পরাক্রমশালীর আবাসস্থল। গুহার চারপাশে ছিল মেমশাবক ও ছাগলছানার পরিপূর্ণ খোঁয়াড়। এছাড়াও তাক ভর্তি ছিল পনির এবং বালতি ভর্তি দুধ, সমুদ্র-যাত্রায় ক্লান্ত নাবিকদের কাছে যা ছিল খুবই উপাদেয় এবং তারা স্বত্বাধিকারীর জন্যে অপেক্ষাশেষে সেগুলো দিয়েই পানাহার সেরে নিল।

অবশেষে সে এলো, কদাকার এবং বিশালবপু, পর্বত শৃঙ্গের মতো উঁচু। তার পতদলকে পেছন থেকে তাড়িয়ে সে ঢুকলো এবং এক গুরুভার পাথরখণ্ড দ্বারা বন্ধ করে দিল গুহার প্রবেশ মুখটি। অতঃপর চারদিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো আগন্তুকদের এবং ভয়ংকর উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বললো, 'তোমরা কারা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছো পলিফেমাসের গৃহে? বণিক অথবা চৌর্যপরায়ণ জলদস্যুরা?' তারা তার শরীর এবং কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো, কিন্তু অডিসিউস দৃঢ়তার সাথেই উত্তর দিলেন : 'আমরা হলাম ট্রয়ের যুদ্ধে জাহাজডুবির শিকার একদল যোদ্ধা এবং শরণার্থীদের দেবতা জিউসের সুরক্ষায় আমরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' কিন্তু পলিফেমাস গর্জে উঠে বললো যে, সে খোরাই পরোয়া করে জিউসকে। সে যেকোন দেবতার চাইতে বিশালদেহী এবং তাদের কাউকেই সে ভয় পায় না। এই বলে, সে প্রসারিত করে দিল তার বিশাল বাহুগুলো এবং প্রতিটি হাতে ধরে নিয়ে এলো একজন করে মানুষ এবং প্রবলবেগে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে মগজ বের করে ফেললো। ধীরে ধীরে সেগুলো সে ভক্ষণ করলো শেষ বিন্দু পর্যন্ত এবং অতঃপর পরিপূর্ণ ক্ষুধা নিয়ে আয়েশের সাথে ঘুমিয়ে পড়লো গুহার ভিতর আড়াআড়িভাবে।

সে আক্রমণের শিকার হলো না। কেবলমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ছিল দরজার সামনের বিশাল পাথরটি সরানো এবং যদি আতংকগ্রস্ত মানুষগুলো যথেষ্ট সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে তাকে হত্যা করে ফেলতো তবে তারা সেখানে বন্দি হয়ে পড়তো চিরদিনের জন্য।

সারারাত ভর অডিসিউস ঘটে যাওয়া সেই ভয়ংকর ঘটনাগুলোর মাঝেই কাটালেন এবং তাদের প্রত্যেকেরই একই পরিস্থিতি হতো যদি না তিনি পলায়নের কোন পথ খুঁজে বের করতে পারতেন। কিন্তু এরই মধ্যে ভোর হয়ে এলো এবং প্রবেশদ্বারে জড়ো হওয়া পশুর পাল জাগিয়ে তুললো সাইক্লোপসকে, কিন্তু

অডিসিউসের মাথায় এলো না কোন সমাধান। তাকে দেখতে হলো তার আরো দুই সহচরের মৃত্যু, পলিফেমাস তাদেরকে খেয়ে উঠলো প্রতরাশ হিসেবে। এরপর সে তার পশুপালকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল, পাথরটিকে পুনরায় স্থাপন করলো দরজায় এবং তা এত সহজে করলো যেন কোন মানুষ তার তুণীরের ঢাকনা খুললো এবং বন্ধ করলো। সারাদিনব্যাপী গুহায় বন্দি থেকে অডিসিউস কেবল ভাবলেন আর ভাবলেন। তার সহচরদের চারজন শেষ হয়ে গেল নিষ্ঠুরভাবে। তাদের সবারই কি হবে এই ভয়ংকর পরিণতি? অবশেষে তার মস্তিষ্কে একটি পরিকল্পনা এল। খোঁয়াড়ের পাশে পড়ে ছিল একটি বিশাল কাষ্ঠখণ্ড যা ছিল বিশটি দাঁড় বিশিষ্ট কোন জাহাজের মাস্তুলের মতো লম্বা এবং পুরু। এটি থেকে তিনি একটি উপযুক্ত টুকরা কেটে নিলেন এবং তিনি ও তার লোকজন মিলে শানিত করলেন এবং এর শীর্ষ ভাগকে সুদৃঢ় করলেন আগুনের তাপে চক্রাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। সাইক্লোপস ফিরে আসার আগেই তারা কাজটি সম্পন্ন করলো এবং এটি লুকিয়ে রাখলো। এর পরেও পূর্বের মতই চলতে থাকলো সেই ভয়ংকর ভোজন। যখন তা শেষ হলো তখন অডিসিউস তার সাথে আনা এক পেয়ালা মদ সাধলো সাইক্লোপসকে। সে তা শূন্য করে ফেললো আনন্দ চিন্তে এবং আরও চাইলো। অডিসিউস পেয়ালা ভরে ঢালতে লাগলেন যতক্ষণ না মাতাল ঘুম এসে তাকে গ্রাস করলো। তখন অডিসিউস ও তার দলবল সেই লাঠিটি গোপন স্থান থেকে বের করে আনলো এবং এর তীক্ষ্ণ প্রান্তকে আগুনে উত্তপ্ত করলো যতক্ষণ না এটি প্রায় এক অগ্নি শিখার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকলো। যেন উর্ধ্বলোক থেকে কোন ক্ষমতা এসে তাদের ভিতর সঞ্চারিত করলো এক দুরন্ত সাহস এবং তারা লোহিত-তপ্ত তীক্ষ্ণ প্রান্তটি ঢুকিয়ে দিল সাইক্লোপসের চোখের ভিতর। এক ভয়ংকর চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলো এবং তীক্ষ্ণ প্রান্তটি টেনে বের করে আনলো। তাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দানকারীদেরকে ধরার জন্য সে গুহার সর্বত্র ছুটে বেড়ালো, কিন্তু যেহেতু সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, তাই তারা তার কাছ থেকে ফস্কে যেতে সক্ষম হলো।

অবশেষে সে প্রবেশমুখের পাথরটিকে পাশে সরিয়ে রাখলো এবং তার হাত আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সে সেখানে বসে পড়লো এই ভেবে যে, যখন তারা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে তখন সে তাদেরকে ধরে ফেলবে। কিন্তু অডিসিউস এর জন্যও একটি পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। তিনি প্রত্যেককে তিনটি করে পুরু পশমযুক্ত ভেড়া পছন্দ করতে এবং তাদেরকে গাছের বাকল দ্বারা তৈরি শক্ত ও নমনীয় রজ্জু দ্বারা একত্রে বেঁধে ফেলতে বলেছিলেন। অতঃপর তারা যেন অপেক্ষা করে দিবালোকের জন্য, যখন পশু পালকে পাঠানো হবে পশুচারণক্ষেত্রে। অবশেষে ভোর হলো এবং পশুগুলো ভিড় ঠেলে ফটক অতিক্রম করার সময় পলিফেমাস নিশ্চিত হতে চাইলো যেন কোনটির পৃষ্ঠ চড়ে কোন মানুষ পালিয়ে যেতে না পারে। সে কখনই ভাবেনি যে এদের অধঃদেশে যুক্ত থাকিও সম্ভব, কিন্তু সেখানেই ছিল মানুষগুলো, প্রত্যেকেই সঁটে থাকলো মাঝখানের ভেড়াটির অধঃদেশে, এর দীর্ঘ

পশমগুলোকে আঁকড়ে ধরে। সেই ভয়ংকর স্থান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তারা নেমে এলো ভূমিতে এবং দ্রুত এগিয়ে গেলো জাহাজের দিকে, এবং মুহূর্তের মধ্যে জাহাজটিকে ভাসিয়ে দিয়ে তাতে আরুড় হলো। কিন্তু তাদের এই সতর্ক পলায়নে অডিসিউস অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন। গুহার প্রবেশ মুখে অবস্থানরত অন্ধ দৈত্যটির উদ্দেশ্যে তিনি চিৎকার করে বললেন ‘কাজেই সাইক্লোপস, তুমি কি সবগুলো পুঁচকে মানুষকে খেয়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নও? তুমি তোমার গৃহে তোমার অতিথিদের প্রতি যে আচরণ করেছিলে তার উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছো।’

কথাগুলো পলিফেমাসের হৃদয়কে যন্ত্রণাবিদ্ধ করলো। সে উপরে উঠে গেল এবং পর্বত চূড়া থেকে ভেঙে আনলো বিশাল শৈলখণ্ড এবং তা নিক্ষেপ করলো জাহাজের দিকে। এটি জাহাজের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ থেকে চুল পরিমাণ ব্যবধানে পড়ায় তা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেলো, এবং অপস্রয়মান তরঙ্গ স্রোতে ভেসে জাহাজটি তীরে চলে আসার উপক্রম হয়েছিল। নাবিকরা তাদের দাঁড়গুলোতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলো এবং অতি কষ্টে তারা জাহাজটিকে সমুদ্রে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। যখন অডিসিউস দেখলেন যে তারা পৌঁছে গেছেন নিরাপদ দূরত্বে তখন তিনি চিৎকার করে বিদ্রোহাত্মকভাবে বললেন ‘সাইক্লোপস, নগরী সমূহের ধ্বংসকারী অডিসিউস তোমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিল এবং কেউ জানতে চাইলে তুমি তাকে তা-ই বলো।’ কিন্তু ততক্ষণে তারা চলে গেছে অনেক দূরে; দৈত্যটি তাদের কিছুই করতে পারলো না। সে অন্ধ হয়ে পড়ে রইলো সমুদ্রের পাড়ে।

বহুকাল ধরে এটিই পরিফেমাসকে নিয়ে বর্ণিত একমাত্র উপাখ্যান। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, সে রয়ে গেল সেই একই রূপে, কিস্তি এবং বিশাল দেহের এক ভয়ংকর দানব রূপে যার চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তিহীন। কিন্তু অবশেষে সে বদলালো, কারণ যা কিছু কুৎসিত এবং পাপ ক্রিষ্ট তা পরিবর্তন প্রবণ এবং সময়ের সাথে হয়ে যায় নমনীয়। হয়তো কোন এক কাহিনী বর্ণনাকারী অডিসিউস কর্তৃক ফেলে যাওয়া এই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত প্রাণীটিকে দেখে সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন। পরবর্তী কাহিনীর সকল ঘটনায় তাকে উপস্থাপন করা হয় একটি চমৎকার হাস্যরসময় চরিত্র রূপে, ভীতিপ্রদ কোন কিছু হিসেবে নয়। তাকে উপস্থাপন করা হলো এক হৃদভাগ্য বিশ্বাসপ্রবণ দানব রূপে, একটি কৌতুককর দানব রূপে, যে পুরোপুরি অসংগত ছিল সে কেমন কদাকার, অমার্জিত এবং অনাকর্ষণীয় ছিল। আর তাই দুর্ভাগ্য পীড়িত হলো, কারণ সে মনোহারিণী ও ছলনাময়ী সমুদ্র-উপদেবী গ্যালাতিয়ার প্রেমে পড়েছিল উন্মাদের মতো। এরই মধ্যে তার বাসস্থান হলো উল্লো সিসিলি এবং কোন এক ভাবে সে ফিরে পেয়েছিল তার দৃষ্টিশক্তি, হয়তো এই কাহিনীতে তার পিতা মহাসমুদ্র দেবতা পোসাইডনের কোন যাদুকরী ক্ষমতাবলে। প্রেম-কাতর দানবটি জানতো যে, গ্যালাতিয়া তাকে কখনো গ্রহণ করবে না; তার প্রেম ছিল আশাহীন। তথাপি যন্ত্রণা যখন তার হৃদয়কে তার বিরুদ্ধে কঠোর করে তুলতো এবং নিজেকে আদেশ করতো, ‘তোমার যে ভেড়ীটি আছে তাকে দোহন কর; যে

তোমাকে দূরে ঠেলে কেন তার পেছনে ছুটছো ?' ছলনাময়ীটি হয়তো নীরবে নিভৃত্তে আসতে পারতো তার কাছে ; তখন হঠাৎ এক আপেল-পতনের তোড় বর্ষিত হবে তার পশু দলের উপর এবং তার কানে বেজে উঠতো সেই ছলনাময়ীর কণ্ঠস্বর যে তাকে সম্বোধন করছে ভালোবাসায় বৃন্দ হয়ে থাকা এক দুর্বল প্রেমিকরূপে। কিন্তু সহসাই সে উঠতো না এবং তার ধীরতা এবং কদাকৃতিকে উপহাস করে চলে যেতো যখন সে তাকে অনুসরণের চেষ্টা করত। তখন আবার দুর্ভাগ্য পীড়িত এবং অসহায়ভাবে সমুদ্র তীরে বসে পড়া ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকতো না, কিন্তু তখন আর প্রচণ্ড ক্রোধে মানুষ হত্যা করার চেষ্টায় নয়, সেই সমুদ্র-উপদেবীর মন গলাবার জন্য শুধুমাত্র বিস্মাদময় প্রেমসংগীত গেয়ে।

বেশ পরের আর একটি কাহিনীতে গ্যালাতিয়ার মনে সহানুভূতির উদ্বেক হয়েছিল, এই কারণে নয় যে, পলিফেমাসের গানে বর্ণিত সেই অপরূপ সুন্দরী, কমণীয় এবং দুগ্ধ-ধবল কুমারীটি সেই কদাকার, এক চক্ষু বিশিষ্ট (এই কাহিনীটিতেও সে তার চক্ষু ফিরে পেয়েছিল) প্রাণীটির প্রেমে পড়েছিল, বরং এই কারণে যে, উপদেবীটি দূরদর্শিতার সাথে উল্লেখ করেছিল যে, সে ছিল মহাসমুদ্রের দেবতার আনুকূল্য-ধন্য পুত্র এবং কোনক্রমেই তাকে ভুচ্ছজ্ঞান করা সম্ভব নয়।

তাই সে তার বোন-উপদেবী ডোরিসকে তা বললো, যে নিজেই সাইক্লোপসকে আকর্ষণের আশা করছিল এবং সে কথা বলা শুরু করলো অবজ্ঞার সুরে, 'তুমি এক চমৎকার প্রেমিকই পেয়েছো—সেই নিসিলীয় মেঘপালক, যে এখন সবার আলোচনার পাত্র।'

গ্যালাতিয়া: তোমার কোন কথাই ঠিক নয়, এসব বলা বন্ধ কর। তিনি হলেন পোসাইডনের পুত্র।

ডোরিস: আমার সকল সমীহ জিউসের জন্যই। একটি ব্যাপার সুনিশ্চিত যে—সে খুবই কুৎসিত, অমার্জিত এবং নিষ্ঠুর।

গ্যালাতিয়া : ডোরিস, তোমাকে শুধু এটুকুও বলছি যে, তার মধ্যে পুরুষ শোভন কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। অবশ্যই এটি ঠিক যে তার কেবল একটিই চোখ, তবে সে দু'চোখের সমানই দেখে।

ডোরিস: মনে হচ্ছে তুমি যেন তার প্রেমেই পড়েছ।

গ্যালাতিয়া: আমি প্রেমে পড়েছি—পলিফেমাসের! আমি নই—কিন্তু অবশ্যই আমি অনুমান করতে পারি কেন তুমি এভাবে কথা বলছো? তুমি ভালোভাবেই জানো যে, সে কখনো তোমার দিকে তাকায় নি, আমাকেই দোষেছে।

ডোরিস: এক চোখা এক মেঘপালক তোমাকে আরও সুদর্শনা। এটি খুবই গর্বের কথা। যাহোক তার জন্য তোমাকে কোন কিছু বান্না করতে হবে না। আমি বুঝতে পারি যে, সে কোন ভ্রমণকারী থেকে বান্না করে নিতে পারে উপাদেয় খাদ্য।

কিন্তু পলিফেমাস কখনই গ্যালাতিয়াকে জয় করতে পারে নি। সে একিস নামক এক তরুণ রাজপুত্রের প্রেমে পড়ে, প্রবল ঈর্ষার বশে পলিফেমাস যাকে হত্যা করে।

অবশ্য, একিস পরিণত হয়েছিল এক নদী-দেবতায়। এভাবে কাহিনীটির শুভ পরিণতি ঘটে। কিন্তু আমাদের জানা নেই যে, পলিফেমাস গ্যালাতিয়া ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে আর কখনো ভালোবেসে ছিল কিনা, কিংবা অন্য কুমারী কখনো পলিফেমাসকে ভালোবেসেছিলো কিনা।

পুষ্প-পুরাণঃ নার্সিসাস, হায়াসিন্থ, অ্যাডোনিস

নার্সিসাসের সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রথম কাহিনীটি বর্ণিত হয় শুধু খ্রিস্ট পূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতকে রচিত হোমারের আদি পর্বের একটি স্তোত্রগীতে, দ্বিতীয় কাহিনীটি আমি নিয়েছি ওভিদের রচনা থেকে। এই দুই কবির মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান, যারা কেবলমাত্র ছয়-সাতশত বছরের কাল ব্যবধান দ্বারাই পৃথক নন, তাদের মাঝে বিরাজ করছে গ্রিক ও রোমান জাতির মৌলিক পার্থক্যটিও। স্তোত্রগীতগুলো রচিত হয়েছিল খুবই বস্তুনিষ্ঠ ও সহজভাবে, কৃত্রিমতার কোন স্পর্শ ছাড়াই। কবি চিন্তা করেছেন কেবল তার বিষয় নিয়েই। আর ওভিদ সর্বদাই তার মাথায় রাখতেন তার দর্শকদের কথা। কিন্তু তার গল্প বলার ধরনটি চমৎকার। নিজের অবয়ব দেখার জন্য প্রেতাত্মার মৃত্যু-নদীতে তাকানোর ঘটনাটি তার রচনা শৈলীর বৈশিষ্ট্যের এক সূক্ষ্ম উদাহরণ এবং তা যে কোন গ্রিক লেখকের সাথে বিসদৃশ। হায়াসিন্থাস উৎসবের সবচেয়ে চমৎকার বর্ণনা দেন ইউরিপিডেস ; অ্যাপোলোডোরাস এবং ওভিদ উভয়েই উল্লেখ করেছেন তার কাহিনীটিই। যদি কখনো আমার কাহিনীতে কোন প্রান্যুত প্রকাশ পায় তবে তা নিশ্চিতভাবেই ওভিদের কারণে বলে ধরে নিতে হবে। অ্যাপোলোডোরাস কখনো এরূপ কোন কিছুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন না। অ্যাডোনিসকে আমি নিয়েছি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দুই কবি থিওক্রিটাস এবং বাইয়নের কাছ থেকে। উপাখ্যানটি আলেকজান্দ্রীয় কবিদের বৈশিষ্ট্যসূচক, প্রান্যুত, কিছুটা লঘু, কিন্তু রসাস্বাদনে সর্বদাই চমৎকারিত্বময়।

গ্রিসে রয়েছে স্নিগ্ধতম সব বনফুল। এগুলো যে কোন স্থানেই হতে পারতো সৌন্দর্যময়, কিন্তু গ্রিস বিস্তৃত তৃণভূমি এবং ফলভরা মাঠের কোন সমৃদ্ধ এবং উর্বর দেশ নয় যেখানে ফুলকে খুব মানানসই মনে হয়। এটি পাহাড়ি পথ-ঘাট, প্রান্তরময় পাহাড় এবং বন্ধুর পর্বতমালার এক দেশ, এবং এরকম স্থানে বনফুলের অপরূপ উজ্জ্বল পরিষ্কটন হলো,

আনন্দের এক অতি প্রাচুর্য,

উজ্জ্বল, এক অবাধ করা উজ্জ্বলতা।

আবির্ভূত হয় এক পরম বিষয় রূপে। বন্ধু পাহাড়-চূড়াসমূহ ছেয়ে যায় উজ্জ্বল বর্ণিলতায়, পর্বতের প্রতিটি ফাটল হয়ে উঠে পুষ্পময়। চারপাশের বৈচিত্র্যহীন ও নিরাভরণ মহিমার সাথে এই চিত্তাকর্ষক ও সমৃদ্ধ সৌন্দর্যের পার্থক্যটি সহজেই

চোখে পড়ে। অন্য কোথাও হয়তো বনফুলের উপস্থিতি কিছুটা চোখে পড়তে পারে, কিন্তু গ্রিসে কখনই নয়।

এটি প্রাচীনকালে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য। বহুকালের পুরোনো অতীতে যখন গ্রিক পুরাণের উপাখ্যানগুলো ক্রমশ নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছিল, তখন মানুষ গ্রিক বসন্তের পুষ্পময়তার মাঝে খুঁজে পেলো বিশ্বয় এবং আনন্দ। সেই মানুষেরা আমাদের থেকে হাজার বছর অতীতের এবং আমাদের কাছে প্রায় অচেনা সেই অপক্লপ স্নিগ্ধতার মাঝে তাদের ভেতরেও জেগে উঠতো আমাদের মতোই শিহরিত অনুভব। প্রতিটি ফুলই ছিল অতি চমৎকার, তারা সবাই মিলে আবৃত করে রাখতো পুরো স্থানটিকে, যেমন রংধনুর আবরণ ঢেকে রাখে পাহাড়কে। এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হলো, কেন এরা এত চমকপ্রদ ছিল তা নিয়ে গ্রিসের আদি কাহিনী-কারগণ বলে গেছেন একের পর এক উপাখ্যান।

এগুলোকে দেবতাদের সাথে সম্পৃক্ত করাই ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। স্বর্গ ও মর্তের সকল বস্তুকেই, বিশেষত সুন্দর বস্তুসমূহকে রহস্যজনকভাবে সম্পর্কিত করা হতো দৈব ক্ষমতার সাথে। প্রায়শই অতিশয় সুন্দর যে কোন ফুলকে নিজেরই প্রয়োজনে কোন দেবতার সৃষ্টি বলে ধরে নেয়া হতো। একথাটি সত্য ছিল নার্সিসাসের ক্ষেত্রে। এটি তখন একই নামে পরিচিত আমাদের যুগের ফুলটির মতো ছিল না, এটি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং রূপালি বর্ণের একটি ফুল। জিউস এটি সৃষ্টি করেন তার ভাই, অন্ধকার পাতালপুরীর প্রভুকে সাহায্য করার জন্য, যখন তিনি দিমিতিরের কন্যা পার্সিফোনের প্রেমে পড়ে তাকে অপহরণ করতে চাইলেন। সে তখন কোমল ঘাস, গোলাপ এবং ক্রোকাস, সিঙ্ক ভায়োলেট, আইসিস এবং হায়াসিন্থে আবৃত এনার উপত্যকায় এক তৃণভূমিতে ফুল কুড়োচ্ছিল তার সহচরীদেরকে নিয়ে। সহসা তার চোখে পড়ল সম্পূর্ণ নতুন এক দৃশ্য, এমন এক ফুল যা তার দেখা সুন্দরতম ফুলের এক অদ্ভুত মহিমা, অমর দেবতাগণ এবং মরণশীল মানুষ সকলের কাছেই তা ছিল এক পরম বিশ্বয়। এর মূল থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছিল মধুর সুবাসীময় একশত ফুল। উপরের সুবিশাল আকাশ, নিচের মর্তভূমি এবং সমুদ্রের লবণাক্ত তরঙ্গমালা সকলেই এর রূপে বিমোহিত হলো।

কুমারী মেয়েগুলোর মধ্যে কেবল পার্সিফোনই এটিকে লক্ষ্য করলো সবার অগোচরে। অন্যরা ছিল তৃণভূমির অপর প্রান্তে। সে চুপিসারে এগিয়ে গেল এর দিকে, একাকী এবং আধো ভয়ে, কিন্তু তবু সে এটি দ্বারা তার ঝড়ি-ভর্তি করা থেকে দমিত হলো না, ঠিক যেমনটি সে অনুভব করবে বলে জিউস ভেবেছিলেন। বিশ্বয়ে সে তার দুহাত প্রসারিত করে দিল এই সুন্দর বস্তুটির দিকে, কিন্তু তা স্পর্শ করার পূর্বেই মাটিতে সৃষ্টি হলো একটি গভীর ফাটল এবং এর ভেতর থেকে জেগে উঠলো এক অতি কৃষ্ণকায় অশ্ব, যা টেনে নিচ্ছিল একটি রথ এবং অশ্বারোহীটি ছিলেন পরম মহিমাময়, রাজসিক, সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর। তিনি তাকে তার কাছে নিলেন এবং নিবিড়ভাবে ধরে রাখলেন। পরমহুর্তে বসন্তকালীন পৃথিবীর উজ্জ্বলতা থেকে

তাকে নিয়ে যাওয়া হলো মৃতদের রাজ্যে এবং এই কাজটি করলেন সেই রাজ্যেরই সর্বাধিপতি ।

নার্সিসাসকে নিয়ে এটিই একমাত্র কাহিনী নয় । আরও একটি চমকপ্রদ, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নতর কাহিনী আছে । তার নায়ক ছিল নার্সিসাস নামক এক সুদর্শন যুবক । তার সৌন্দর্য এমনই রমণীমোহন ছিল যে, কোন কুমারী তাকে একবার দেখলেই তার প্রেমে পড়ে যেতো, কিন্তু যুবকটি কাউকেই কখনো কামনা করতো না । সে সবচেয়ে সুন্দরীটিকেও অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করতো অবলীলাক্রমে, তা সে যতই তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করুক না কেন । ভগ্নহৃদয় মেয়েগুলোর কোন গুরুত্বই ছিল না তার কাছে । এমন কি সুন্দরীতম উপদেবী ইকোর দুঃখজনক ঘটনাটিও তার চিত্তকে নাড়া দিতে পারলো না । ইকো ছিল বন এবং বন্য প্রাণীদের দেবী আর্টেমিসের খুব প্রিয়, কিন্তু সে আরো অধিক শক্তিময়ী দেবী স্বয়ং হেরার বিরাগভাজন হয়েছিল যিনি সদা ভটস্ব থাকতেন জিউসের উপর নজরদারি করার কাজে । তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, জিউস হয়তো কোন উপদেবীর প্রেমে পড়েছেন এবং তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি তাদের কাছে গেলেন । কিন্তু ইকোর মনভোলানো আলাপচারিতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেন । যখন তিনি নিবিষ্ট চিত্তে তার কথা শুনছিলেন, তখন নীরবে পালিয়ে গেল অন্যরা এবং হেরা জানতে পারলেন না কোথায় জিউসের বিক্ষিপ্ত কল্পনা কার কাছে বাঁধা পড়লো । তার স্বভাব সুলভ অন্যায় সিদ্ধান্তটি চলে গেল ইকোর বিরুদ্ধে । হেরার শাস্তির কবলে পড়ে সেই উপদেবীটি হয়ে উঠলো আরো একজন অসুখী বালিকা । দেবী তাকে আদেশ করলেন যে, তাকে যা বলা হবে তা পুনরাবৃত্তি করা ব্যতীত সে যেন কখনো তার জিভ ব্যবহার না করে । ‘সর্বদা তুমি কেবল শেষ শব্দটিই ব্যবহার করতে পারবে,’ হেরা বললেন, ‘কিন্তু কখনোই প্রথমে কথা বলতে পারবে না ।’

এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন এক ব্যাপার, কিন্তু কঠিনতম হলো যখন অন্যান্য প্রেম-প্রত্যাখ্যাত কুমারীর মতো সেও নার্সিসাসের প্রেমে পড়লো । সে তাকে অনুসরণ করতে পারতো কিন্তু তার সাথে কথা বলতে পারতো না । তাই সে কিতাবে এমন এক যুবককে তার দিকে আকৃষ্ট করবে যে কখনো সে মেনে দিকেই দৃষ্টিপাত করে না ? তবে একদিন মনে হলো যেন তার সেই সুযোগটি এসেছে । নার্সিসাস তার সহচরদেরকে বলছিল, ‘কেউ কি আছে এখানে ?’ এবং ইকো ত্বরীয় আনন্দে উত্তর দিল, ‘এখানে—এখানে ।’ সে কখনো গাছের আড়ালে ছিল বলে নার্সিসাস তাকে দেখতে পেলো না, এবং সে চিৎকার করে বললো ‘এসো !’—আর এটি বলার জন্যই তো সে প্রতীক্ষা করছিল । ইকো সানন্দে উত্তর দিল ‘এসো !’ এবং দুহাত প্রসারিত করে বেরিয়ে এলো বনের ভেতর থেকে । কিন্তু ক্ষোভে এবং বিরক্তিতে নার্সিসাস চলে গেল দূরে । ‘এটি হতে পারে না’, সে বললো, ‘আমি মৃত্যুকেও মেনে নেব আমার নিজের উপর তোমাকে কর্তৃত্ব দেয়ার পূর্বে ।’ বিনয়

এবং সনির্বন্ধ অনুরোধসহ সে যা কিছু বলতে পারলো তা হলো, 'আমার নিজের উপর তোমাকে কর্তৃত্ব দিলাম,' কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে নার্সিসাস। ইকো বেদনা এবং লজ্জায় আরতিম হয়ে নিজেকে আড়ান করলো এক নিঃসঙ্গ গুহার মধ্যে, এবং আর কখনই পেলো না কোন সাহুনা। প্রতিষ্কার প্রহর শুনে চিরকাল সে থেকে গেল সেই নির্জনতার মাঝেই, কণ্ঠস্বরটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না তার।

প্রেমকে অবজ্ঞায় ঢাকুটি করে এভাবেই নার্সিসাস চলতে থাকলো তার নিষ্ঠুর পথে। অবশেষে তার শাস্তি চেয়ে তার প্রত্যাখ্যানে বিদীর্ণ কোন একজনের প্রার্থনার উত্তরে দেবতারা বললেন : 'হয়তো সে অন্যকে নয়, কেবল নিজেকেই ভালবাসে।' ন্যায়নিষ্ঠ ক্রোধের দেবী নেমেসিস তা প্রমাণ করার দায়িত্ব নিলেন। একদা নার্সিসাস এক স্বচ্ছ জলাশয়ের উপর অবনত হলো জলপানের আশায় এবং সে দেখতে পেলো তার নিজের প্রতিবিম্ব, তাত্ক্ষণিক সে তার প্রেমে পড়ে গেল। 'এখন আমি বুঝতে পারছি' সে চিৎকার করে বললো, 'অন্যরা আমার কাছ থেকে কত যত্নগা পেয়েছে, কারণ আমি আমার নিজেরই প্রেমে পড়ে যত্নগার দহনে দগ্ধ হচ্ছি—তথাপি আমি কিভাবে এই জলে বিধিত অপক্লপ সুন্দরের কাছে পৌছতে পারি? কিন্তু আমি তো একে ত্যাগ করতে পারি না। কেবল মৃত্যুই আমাকে মুক্তি দিতে পারে।' এবং তাই ঘটলো। সেই জলাশয়ের উপর দিনের পর দিন পলকহীন তাকিয়ে থেকে সে ক্রমশ শীর্ণ হয়ে গেল। ইকো তার কাছেই ছিল, কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না; কেবল মৃত্যুর মুহূর্তে সে তার প্রতিবিম্বকে বললো, 'বিদায়—বিদায়,' ইকো তাকে বিদায় জানিয়ে কেবল কথাগুলোর পুনরাবৃত্তিই করতে পারলো।

বলা হয়ে থাকে যে, যখন তার আত্মা মৃতদের জগৎকে আবেষ্টনকারী নদীকে অতিক্রম করছিল, তখন এটি নৌকার উপর থেকে অবনত হয়ে জলে তার বিম্বটিকে শেষবারের মতো এক নজর দেখতে চাইছিল।

যে উপদেবীদেরকে সে অবজ্ঞা করেছিল, তারা তার মৃত্যুতে তার প্রতি সদয় হলো এবং সৎকারের জন্য তার শবদেহ খুঁজে বেড়াল, কিন্তু তারা তা খুঁজে পেল না। যেখানে এটি পড়েছিল সেখানে প্রস্ফুটিত হলো একটি নতুন ও স্নিগ্ধ ফুল এবং তারা তার নামানুসারে এটিকে বলত নার্সিসাস।

আরো একজন সুদর্শন যুবকের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সৃষ্টি হল হায়াসিহাস নামক আরো একটি ফুল। এই নামে আমরা এখন যে ফুলটিকে জানি, সেটি সের্বকম কিছু ছিল না, তা ছিল লিলি-আকৃতির এবং গাঢ় রক্ত বর্ণের, কেউবা বলে দৃষ্টিনন্দন গাঢ় লাল বর্ণের। সেটি ছিল এক দুঃখজনক মৃত্যু এবং প্রতি বছর এর স্মরণে অনুষ্ঠিত হতো—

হায়াসিহাস উৎসব

যা চলতো গভীর রাত্রি ধরে

অ্যাপোলোর সাথে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

মৃত্যু হলো তার।

তারা অংশ নিচ্ছিল চাকতি নিক্ষেপে,
এবং দেবতার ধাবমান চাকতি
চলে গেল তার লক্ষ্য ছাড়িয়ে।

এবং হায়াসিঙ্হাসের কপালে আঘাত করে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করলো। সে ছিল অ্যাপোলোর সবচেয়ে প্রিয় সহচর। চাকতিটিকে কে বেশি দূরে নিক্ষেপ করতে পারে তা দেখার জন্য যখন তারা চেষ্টা করছিল তখন তাদের মাঝে কোন শঙ্কতা ছিল না, তারা কেবল একটি খেলাই খেলছিল। আকস্মিক রক্ত প্রবাহ দেখে দেবতাটি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং ছেলেটি মৃতবৎ বিবর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হতাশায় ম্লান হয়ে তিনি তাকে তার বাহতে তুলে গুপ্তাঙ্গ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যখন তিনি তাকে ধরে রাখলেন তখন ছেলেটির মাথা পেছনে হেলে পড়লো যেন বৃত্তচ্যুত হলো কোন পুষ্প। মৃত্যু এসে কেড়ে নিল তাকে এবং অ্যাপোলো তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ক্রন্দনশীল হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে কত অল্প বয়সে, কত সৌন্দর্য নিয়েই না সে মারা গেল। তার কারণেই সে মৃত্যুবরণ করল, যদিও তিনি ছিলেন নির্দোষ এবং তিনি চিৎকার করে বললেন, 'ওহ, আমি যদি আমার জীবনটি তোমাকে দিয়ে দিতে পারতাম, বা তোমার সাথে মরে যেতে পারতাম।' যখন তিনি একথা বলছিলেন তখন রক্তস্রাব ঘাস আবার সবুজ হয়ে উঠল, সেখানে ফুটলো এক বিস্ময়কর ফুল, যা বালকটির নাম টিরদিনের মতো সকলের কাছে পরিচিত করে তুললো। অ্যাপোলো নিজে সেই ফুলের পাপড়িতে উৎকীর্ণ করে দিলেন—কেউ বলে হায়াসিঙ্হের নামের আদ্যক্ষরটি এবং অন্যরা বলে এই গ্রিক শব্দটির দুটি অক্ষর যার অর্থ হলো 'হায়,' যাই হয়ে থাকুক, সেটি ছিল দেবতাটির পরম দুঃখ বোধের এক স্মৃতিচিহ্ন।

আরো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, অ্যাপোলো নয়, তার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ ছিলেন পশ্চিম বায়ু দেবতা জেফার যিনি নিজেই ভালোবাসতেন এই সুন্দরতম বালকটিকে। তার চেয়ে অ্যাপোলোকে বেশি পছন্দ করায় তিনি ঈর্ষান্বিত ক্রোধে তার দিকে নিক্ষেপ করেন চাকতিটিকে এবং এটি আঘাত করে হায়াসিঙ্হকে।

*

*

*

মনোমুগ্ধকর এই কাহিনীগুলোর নায়ক হয়েও চমৎকার এই যুবকগণ, যারা মৃত্যুবরণ করছিল জীবনের পূর্ণ বসন্তে, যথার্থভাবেই তারা রূপান্তরিত হ'লো বসন্তের ফুলে। হয়তো তাদেরও ছিল এক অন্ধকার অতীত। তারা সুদূর অতীতে কৃত কোন পাপকর্মের সংকেত বহন করে। আমাদের কাছে পৌছানো গ্রিক কাহিনী বা কবিতাগুলোর বহুকাল পূর্বে বা তার পূর্বেও হয়তো ছিলেন কাহিনীকার এবং কবিকুল। এমনটি ঘটে থাকতে পারে যে, যদি কোন গ্রামে ফসলের মাঠগুলো ফলবতী না হতো বা কাল্পিত ফসল না ফলতো, তবে হয়তো কোন গ্রামবাসীকে হত্যা করে তার রক্ত ছড়িয়ে দেয়া হতো নিফলা মাঠের উপর। তখনো মানুষের

কোন ধারণা ছিল না অলিম্পাসের মহান দেবতাকুল সম্বন্ধে, যারা একপ ঘৃণা উৎসর্গকে হয়তো প্রচণ্ডভাবে অপছন্দ করতো। মানবজাতির এব্যাপারে ছিল এক অস্পষ্ট অনুভূতি যে, যোহেভু তাদের জীবন চরমভাবে নির্ভর করে বীজ বপন এবং ফসল তোলায় ঋতুর উপর, তাই তাদের নিভেদের সাথে মাটির অবশ্যই থাকতে হবে এক গভীর সম্পর্ক এবং তাদের শরীরের রক্ত যা লালিত হয় শস্যকণা দ্বারা, বিনিময়ে এটি প্রয়োজনে লালন করতে পারে তাকে। একটি বালককে এভাবে হত্যা করার পর তারা যদি ভাবতো যে, পরবর্তীতে মাটিতে প্রস্ফুটিত নার্সিসাস এবং হায়্যাসিন্থের রূপ লয়ে সে পুনর্জীবিত হচ্ছে, তবে তার চাইতে স্বাভাবিক আর কি হতে পারতো? কাজেই তারা একে অপরকে বলতে পারতো যে এটি ঘটে গেছে, যেন এক চমকপ্রদ বিষয়, যা নিষ্ঠুর মৃত্যুটিকে আপাতভাবে অপেক্ষাকৃত কম নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করতো। তারপর চলে গেল কতকাল এবং মানুষ আর বিশ্বাস করলো না যে, ফলবতী হবার জন্য পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল রক্তের, সেই কাহিনীতে যা কিছু নিষ্ঠুর তা বাদ দিতে হবে এবং পরিশেষে ভুলে যেতে হবে। একদা যে ভয়ংকর কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল তা কেউ আর মনে রাখবে না। তারা হয়তো বলবে, হায়্যাসিন্থসকে তার আত্মীয়রা তাদের খাদ্য প্রাপ্তির জন্য হত্যা করেনি, বরং তার মৃত্যু হয়েছিল এক দুঃখজনক ভুলের কারণে।

*

*

*

এ সকল মৃত্যু এবং পুষ্পিত পুনরুজ্জীবনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল অ্যাডোনিসের কাহিনীটি। প্রতি বছর গ্রিক মেয়েরা শোক পালন করতো তার জন্য এবং প্রতি বছর তারা আনন্দে মেতে উঠতো যখন ফুটে উঠতো রক্ত-লাল বনফুল, আনেমোনি। তাকে ভালোবাসতেন প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি, যিনি তার ভালোবাসার তীরে দেবকুল এবং মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করতেন সমভাবে, নিয়তির চক্রে তিনিও ভোগ করলেন একই মর্মভেদী যন্ত্রণা।

আনেমোনির জন্মের সময়েই আফ্রোদিতি তাকে দেখেছিলেন এবং তথাপি তখনই তাকে ভালোবাসলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাকে তারই হতে হবে। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন পার্সিফোনের কাছে তার দায়িত্ব নেয়ার জন্য, কিন্তু পার্সিফোনও তাকে ভালোবাসতেন এবং তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইতেন না, এমন কি তাকে ফিরে পাবার জন্য দেবীটি পাতাল রাজ্যে যাওয়ার পকেট নর্য। কোন দেবীই বশ্যতা স্বীকার করলেন না এবং অবশেষে জিউস নিজে তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অ্যাডোনিস বছরের অর্ধেকটা সময় করে প্রত্যেকের সাথে কাটাবে, শরৎ এবং শীত মৃতদের স্থানীর সাথে; বসন্ত এবং গ্রীষ্ম প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবীর সাথে।

যতক্ষণ তিনি আফ্রোদিতির সাথে থাকতেন ততক্ষণ তিনি তাকে ছুঁই রাখার জন্য তটস্থ থাকতেন। সে সর্বদাই কোন কিছু ধাওয়া করতে পছন্দ করতেন এবং প্রায়শই তিনি তার রাজহাঁস চালিত রথটি ফেলে যেতেন, যাতে করে তিনি সচরাচর

আয়েশে ঘুরে বেড়াতেন বায়ুতে এবং শিকারীর বেশে দুর্গম বন-বনানীতে তাকে অনুসরণ করতেন। কিন্তু এক দুর্ভাগ্যের দিনে তিনি তার সাথে ছিলেন না এবং অ্যাডোনিস খুঁজে পেলেন এক বিশাল বন্য শূকর। তার শিকারী কুকুরগুলো দ্বারা জন্তুটিকে কোণঠাসা করে ফেললেন। তিনি তার বর্শা নিক্ষেপ করলেন এর দিকে, কিন্তু এটিকে তিনি কেবল আহতই করতে পারলেন এবং তিনি সরে যাওয়ার পূর্বেই যন্ত্রণায় উন্মাদ প্রায় শূকরটি তার দিকে ধেয়ে গেল এবং এর দীর্ঘ দাঁত দ্বারা তাকে বিদ্ধ করলো। মৃত থেকে অনেক উপরে তার ডানায়ুক্ত রথে ভ্রমণরত অবস্থায় আফ্রোদিতি তার প্রেমিকের আর্তনাদ শুনতে পেলেন এবং ছুটে গেলেন তার কাছে। ক্রমশ তার শেষ নিশ্বাস ঘনিয়ে আসছিল। গাঢ় রক্ত ধারা বেরিয়ে আসছিল তার তুবার ধবল শরীর থেকে এবং চক্ষুদ্বয় হয়ে আসছিল তারি এবং ম্রিয়মান। তিনি তাকে চুমু খেলেন, কিন্তু অ্যাডোনিস জানলেন না যে তিনি তাকে চুমু খেলেন তার মৃত্যুর পরে। তার শরীরের ক্ষত ছিল যতটা গভীর আফ্রোদিতির হৃদয়ের ক্ষত ছিল আরো গভীরতর। তিনি তার সাথে কথা বললেন, যদিও তিনি জানতেন যে সে তা কখনই শুনতে পারবে না—

‘তুমি চলে গেলে, আকাজ্জক পিছু নিয়ে,
আর আমার আকাজ্জকগুলো মিনিয়ে গেল স্বপ্নের মতো।
তোমার সাথে চলে গেল আমার সৌন্দর্যও
কিন্তু দেবত্বের দায় নিয়ে আমাকে তো বাঁচতেই হবে
এবং আমি পারি না তোমার পিছু পিছু যেতে।
চুষন কর আমাকে আরো একবার, শেষ বারের মতো, দীর্ঘ এক চুষন
যতক্ষণ না আমি তোমার আত্মাকে টেনে নিতে পারি আমার ঠোঁটের
ভেতর
এবং নিঃশেষে পান করতে পারি তোমার সকল ভালবাসা।’

ডাকছিল পর্বতগুলো এবং উত্তর দিচ্ছিল ওক্ বৃক্ষরাজি,
হায়, শোক, অ্যাডোনিসের জন্য শোক। সে মৃত।
ইকো কেঁদে উঠলো, শোক, অ্যাডোনিসের জন্য শোক
এবং তার জন্য কাঁদলো সকল প্রেমিকা, কাঁদলো মিউজগণও।

কিন্তু কৃষ্ণ কালো পাতালপুরী থেকে অ্যাডোনিস জন্মের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন না, কিংবা দেখতে পেলেন না সেই গাঢ় রক্তিম ফুল যা প্রস্ফুটিত হয়েছে সেখানেই, মাটির যে স্থানটি রঞ্জিত হয়েছে তার রক্ত-সিন্দুতে।

দ্বিতীয় পর্ব
প্রেম এবং অভিযানের উপাখ্যানসমূহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



পাঁচ কিউপিড এবং সাইকি

(এই কাহিনীটি কেবলমাত্র দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের ল্যাটিন লেখক আপুলিয়াস কর্তৃক বর্ণিত হয়। তাই দেবতাদের ল্যাটিন নামগুলোই ব্যবহৃত হয়েছে। এটি একটি সুবর্ণিত কাহিনী, ওভিদের মতো করে। লেখক যা কিছু রচনা করেন তা দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, কিন্তু এর কিছুই তিনি বিশ্বাস করেন না।)

একদা ছিলেন এক রাজা, যার ছিল তিনটি কন্যা। তারা সবাই ছিল সুন্দরী কুমারী, অনুজতমা সাইকি, সৌন্দর্যে তার বোনদেরকে এমনভাবে ছাপিয়ে গেল যে, তাদের পাশে তাকে দেখলে মনে হতো যেন সামান্য মরণশীলদের মাঝে বসে আছেন এক দেবী। তার অপরূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো মর্তময় এবং সবিস্ময়ে ও সপ্রশংসভাবে তাকে এক নজর দেখার জন্য এবং তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সব স্থান থেকে মানুষেরা ছুটে আসতো, যেন সত্যিই সে ছিল অমর। তারা এমনও বলতো যে, এমনকি ভেনাস নিজেও সৌন্দর্যে এই মরণশীলের সমকক্ষ ছিলেন না। যতই তারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় তার সৌন্দর্য-পূজার জন্য জড়ো হতে থাকলো, ততই তারা অমনোযোগী হয়ে পড়লো ভেনাসের প্রতি। তার মন্দিরগুলো অবহেলার শিকার হাত লাগলো, তার বেদিগুলো আবর্জনায় হয়ে উঠলো নোংরা, তার প্রিয় শহরগুলো জনশূন্য হয়ে পড়লো এবং সেগুলো তখন ধ্বংস হয়ে যেতে লাগলো। তার প্রাপ্য সকল সম্মান নিবেদিত হলো এমন এক সামান্য বালিকার উদ্দেশ্যে মৃত্যুই যার অমোঘ নিয়তি।

এটি সহজেই অনুমেয় যে দেবী এরূপ আচরণ কখনই মেয়ে নেবেন না। বরাবরের মতো তিনি সাহায্য চাইলেন তার পুত্রের কাছে, যে ছিল এক যুগলপক্ষ যুবক, যাকে কেউ বলতো কিউপিড, কেউবা বলতো প্রেম-দেবতা, স্বর্গ-মর্ত কোথাও তার নিক্ষিপ্ত তীরের কোন প্রতিরক্ষা ছিল না। দেবী তাকে তার সমস্যাগুলো বললেন এবং বরাবরের মতোই তিনি তার আদেশ প্রতিপালন করতে তৈরি ছিলেন। 'তোমার ক্ষমতা ব্যবহার কর' তিনি বললেন, 'বেহায়া মেয়েমানুষটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত এবং ঘৃণ্য প্রাণীটির সাথে প্রেমাবদ্ধ কর।' কাজেই সন্দেহাতীতভাবেই তিনি তা-ই করতেন যদি ভেনাস প্রথমেই তাকে

না দেখাতেন সাইকিকে, তার ঈর্ষাময় ক্রোধের ভিতর তিনি কখনোই ভেবে দেখেননি এরূপ সৌন্দর্য এমন কি প্রেমের দেবতাকেও কতটুকু আক্রান্ত করতে পারে। যেই নাকি কিউপিড তাকালেন তার দিকে যেন তিনি নিজের স্ত্রীর বিদ্ধ করলেন নিছেরই ছুঁপিও। তিনি তার মাকে এসবের কিছুই বললেন না, প্রকৃতপক্ষে একটি শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতাও তার ছিল না এবং ভেনাস তাকে নিশ্চিত আস্থাসহ রেখে গেলেন এই ভেবে যে, তিনি শীঘ্রই ডেকে আনবেন সাইকির ধ্বংস।

যা ঘটলো তা ছিল পুরোপুরি আত্মোদ্ভবতার হিসেবের বাইরে। সাইকি চরম দুর্ভাগ্যগ্রস্ত কারোর প্রেমের পড়লো না, আসলে সে আদৌ কারো প্রেমের পড়লো না। আরও অদ্ভুত হলো এই যে, তার প্রেমের পড়লো না কেউ, পুরুষরা তার দর্শন পেয়ে বিশ্বয়ে তার উপাসনা করেই সন্তুষ্ট থাকলো—অতঃপর তারা চলে যেত অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। তার চেয়ে অনেক কম রূপবতী দুই বোনের চমৎকার বিয়ে সম্পন্ন হলো, দুজনই রাজ-রানী হলো। সকলের চেয়ে সুন্দরী সাইকি দুঃখ ভরাক্রান্ত মনে প্রতীক্ষায় বসে রইলো একাকী, যে কেবল প্রশংসিতই হলো, যাকে কখনো কেউ ভালোবাসেনি। মনে হলো যেন কোন পুরুষ তাকে কামনা করে না।

এটি অবশ্যই তার পিতা-মাতার জন্য ছিল সবচেয়ে বেশি মর্মবেদনার কারণ। অবশেষে তার পিতা অ্যাপোলোর দৈববাণী দেয়ার একস্থানে গেল কিভাবে তার জন্য এক উপযুক্ত স্বামী পাওয়া যায় সে ব্যাপারে তার উপদেশ শোনার জন্য। দেবতাটি তাকে উত্তর দিলেন, কিন্তু তার বাণী ছিল খুবই ভয়ংকর। কিউপিড অ্যাপোলোকে তার সব কথা বলে রেখেছিলেন এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সেমতে অ্যাপোলো বললেন যে, গভীরতম শোকের পোশাকে আচ্ছাদিত করে সাইকিকে একাকী রেখে আসতে হবে এক পাহাড়ের চূড়ায় এবং সেখানে তার নিয়তি নির্ধারিত স্বামী তার কাছে এসে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে, যে এক ভয়ংকর পাখায়ুক্ত সাপ এবং দেবতাদের চাইতেও বেশি শক্তিশালী।

যখন সাইকির পিতা এই শোকাবহ সংবাদটি নিয়ে এলেন তখন সবার কষ্টের মাত্রাটি সহজেই অনুমেয়। তারা তাকে এমন এক পোশাক পরালো যেন তা কোন মৃতের পোশাক এবং তারা তাকে পাহাড়-শীর্ষে নিয়ে গেল এমন দুঃখ ভরাক্রান্ত মনে যা তাকে সমাধিস্থ করার কষ্টের চাইতেও তীব্রতর। কিন্তু সাইকি ভেঙে পড়লো না। 'আমার জন্য তোমাদের অশ্রুপাত করা উচিত ছিল আগেই' সে তাদেরকে বললো, 'সেই সৌন্দর্যের কারণে যার জন্য আমার উপর বর্ষিত হয়েছে স্বর্গ-দেবতার ঈর্ষা। এখন ফিরে যাও, এই জেনে যে আমি আনন্দিত হয়েছি, কারণ অবশেষে তার পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।' তারা চরম হতশায়ী শোক আচ্ছন্ন হয়ে চলে গেল, সেই স্নিগ্ধ অসহায় মেয়েটিকে ফেলে রেখে গেল যে একাকী মুখোমুখি হবে তার অমোঘ নিয়তির এবং তারা তাদের প্রাসাদের দুর্জাগুলো বন্ধ করে দিল দিনের পর দিন তার জন্য শোক জ্ঞাপনের জন্য।

উঁচু পাহাড় চূড়ার অন্ধকারে সাইকি বসে পড়লো, অজানা এক আতংকের প্রতীক্ষায়। সেখানে যখন সে কান্দছিল এবং মৃত্যুভয়ে শিউরে উঠছিল, তখন নীরবতার ভিতর দিয়ে তার কাছে এল এক বায়ু দেবতা জেফারের নিশ্বাস, যা ছিল সকল বায়ুর মধ্যে সবচেয়ে মধুর এবং পেলব। সে পাহাড় অঞ্চল থেকে ভেসে যাচ্ছিল দূরে এবং নিচে, যতক্ষণ না সে শুয়ে পড়লো ঘাসে আচ্ছাদিত এক তৃণভূমিতে, যা ছিল বিছানার মতো কোমল এবং ফুলে ফুলে সুরভিত। সেখানে সবকিছুই ছিল প্রশান্তিময়, সে মুক্তি পেল সকল যন্ত্রণা থেকে এবং মধুর নিদ্রা আচ্ছন্ন করলো তাকে। অতঃপর সে জেগে উঠলো এক উজ্জ্বল নদীর পাশে এবং এর তীরে ছিল এক রাজকীয় এবং মনোরম প্রাসাদ। এটি তৈরি হয়েছিল এক দেবতার জন্য। এর স্তম্ভগুলো ছিল স্বর্ণ নির্মিত, দেয়ালগুলো ছিল রূপার তৈরি এবং মেঝে আবৃত ছিল মূল্যবান পাথর দ্বারা। স্থানটি ছিল নিঃশব্দ, নীরব এবং জনমানব শূন্য। সাইকি এগিয়ে গেল আরো কাছে, এর সৌন্দর্য সুধায় সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লো। যখন সে প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল তখন তার কানে ভেসে এল কিছু কণ্ঠস্বরের শব্দাবলী। সে কাউকে দেখতে পেল না, তবু তাদের উচ্চারিত শব্দগুলো তার কাছে এল স্পষ্টভাবেই। তারা তাকে বললো যে, এই প্রাসাদটি তারই জন্য। সে যেন অবশ্যই প্রবেশ করে নির্ভয়ে এবং স্নানাদি সেরে নিজেকে করে নেয় সতেজ। অতঃপর তার জন্য সাজিয়ে দেয়া হবে একটি ভোজন-টেবিল। ‘আমরা তোমার ভৃত্য,’ কণ্ঠস্বরগুলো বললো, ‘যা কিছু করার ইচ্ছা হয় তুমি তাই করতে পারো।’

এযাবৎ তার জীবনে এই স্নানটিই ছিল সবচেয়ে আনন্দময়, ভোজনটি ছিল সবচেয়ে সুস্বাদু।

যখন সে খাবার গ্রহণ করছিল তখন তার চারদিকে বেজে উঠলো মধুর সংগীত, যেন কোন ধর্ম-সঙ্গীতদল ঐকতান তুলে গেয়ে উঠছিল হার্পের সাথে, কিন্তু সে কেবল শুনতে পেল, দেখতে পেল না কিছুই। সুর-সঙ্গীতের সেই অদ্ভুত সাহচর্য ব্যতীত সে সারাটা দিন কাটালো একাকী। কিন্তু এক অন্যায্যেয় উপায়ে সে উপলব্ধি করলো যে, নিশ্চিতভাবেই রাত্রির আগমনের সাথে সাথেই তার স্বামী তার কাছে এসে হাজির হবে। এবং সত্যিই তা-ই ঘটলো। যখন সে তাকে তার পাশে অনুভব করলো এবং তার কানে মর্মর ধ্বনির মতো তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তার চিত্ত নির্ভয় হলো পুরোপুরি। সে বুঝলো যে, এ কোন দানব বা ভয়ংকর আকৃতির কিছু নয়, এবং এই হলো তার প্রাণপ্রিয় প্রেমিক ও স্বামী যার জন্য সে প্রতীক্ষার গ্রহণ শুনছে।

এই আধেক সাহচর্য তাকে পূর্ণ ভূষ্টি দিতে পারেনা, তবুও সে নিজেকে সুখী বোধ করলো এবং সময় চলে যেতে লাগলো চোখের নিমেঘে। যাহোক, এক রাতে তার অদেখা কিন্তু প্রিয়তম স্বামী গুরুপত্নীরূপে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, তার দু বোনের মাধ্যমে তার দিকে এগিয়ে আসছে এক সমূহ বিপদ। ‘পাহাড়ের

যে হান থেকে তুমি স্বদেশ হয়ে গিয়েছিলে, ওরা সেখানেই আসছে তোমার জন্য
 বিলাপ করতে' তিনি বললেন, 'তুমি কোনক্রমেই তাদের সাথে দেখা করবে না,
 আর তুমি যদি তা কর তবে তা আমার জন্য বয়ে আনবে চরম দুঃখ এবং তোমার
 নিজের জন্যও ডেকে আনবে ধ্বংস।' সে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বললো যে, সে
 হেমন কিছু করবে না, কিন্তু পরদিনই সে তার বোনদের কথা ভেবে এবং তাদেরকে
 কোন সাহায্য না নিতে পারার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়লো। যখন তার স্বামী এল
 তখনো তার চোখে অব্যবহৃত অশ্রুধারা এবং স্বামীর সোহাগ-স্পর্শও তা দমিত করতে
 পারলো না। অবশেষে অতি দুঃখিত মনে তিনি তার আকাঙ্ক্ষার কাছে সমর্পিত
 হলেন। 'তোমার যা ইচ্ছা তা-ই কর,' তিনি বললেন 'কিন্তু তুমি কেবল তোমার
 নিজের ধ্বংসকেই সন্ধান করছো।' তখন তিনি তাকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করে দিয়ে
 বললেন যে, সে যেন তাদের দ্বারা প্ররোচিত না হয়, যা তার কাছ থেকে তার
 চিরদিনের বিচ্ছেদের যন্ত্রণা বয়ে আনবে। সাইকি চিৎকার করে বললো যে সে
 কখনো এমন কিছু করবে না। সে তাকে হারানোর চাইতে শত বার মরতে রাজি।
 'কিন্তু আমাকে এই আনন্দটুকু দাও,' সে বললো, 'আমার বোনদেরকে দেখার।' স্বামীটি গভীর দুঃখে প্রতিজ্ঞা করে বললো যে, তাহলে তাই হোক।

পরদিন ভোরে তারা দুজন পর্বত থেকে নেমে এল জেফারের সহায়তায়। প্রবল
 সুখানুভূতি এবং উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে সাইকি অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য।
 সেই কবে তারা তিনজন এক সাথে গল্পে মেতেছিল তা বিস্মৃত প্রায়। তাদের আনন্দ
 এতটাই গভীর ছিল যে তারা আনন্দাশ্রু স্রবণ করতে পারলো না এবং পরস্পরকে
 তারা তীব্রভাবে আলিঙ্গন করলো। কিন্তু অবশেষে যখন তারা প্রাসাদে প্রবেশ
 করলো এবং অগ্রজা দুই বোন দেখলো এর বিস্ময়কর সম্পদ ভাণ্ডার; যখন তারা
 আসন গ্রহণ করলো রাজসিক ভোজ্যসম্পদে এবং শুনতে পেল সেই সুমধুর সংগীত,
 তখন এক ভিত্ত ঈর্ষায় আক্রান্ত হলো তাদের মন-প্রাণ। তাদের মাঝে জেগে উঠলো
 এক চরম কৌতূহল এটা জানার জন্য যে, কে এই সব অপরূপ সুন্দর সামগ্রীর
 মালিক এবং তাদের বোনের স্বামী। কিন্তু তাদের উপর সাইকির বিশ্বাস ছিল
 নিষ্পাপ এবং সে তাদেরক শুধু বললো যে, তিনি একজন যুবক মানুষ, এখন শিকার
 অভিযানে গৃহের বাইরে। অতঃপর তাদের হাত স্বর্ণ ও মনিমুক্তায় পূর্ণ করে আবার
 তাদেরকে বুঝিয়ে দিল জেফারের কাছে, যেন তিনি তাদেরকে পাহাড়ে দিয়ে
 আসেন। তারা স্বেচ্ছায়ই চলে গেল কিন্তু তাদের হৃদয় পূর্ণ ছিল ঈর্ষার আগুনে।
 তাদের সকল সম্পদ এবং সৌভাগ্যকে সাইকির তুলনায় মনে হলো যেন অতি
 সামান্য। তারা প্রবল হিংসাজাত ক্রোধের এতটাই বশীভূত হলো যে, অবশেষে
 তারা তার ধ্বংস ডেকে আনার উপায় খুঁজতে লাগলো।

সেই রাতেই সাইকির স্বামী তাকে আরো একবার সতর্ক করে দিল। সে যখন
 অনুময় করে তার কাছে তার বোনদের পুনবার আসতে বারণ করলো, সে তার
 কথায় কর্ণপাত করলো না। সে তার এই কথা পুনরায় স্রবণ করলো। সে তাকে

কখনো দেখতে পাবে না, তাকে কি সবার সাথেই দেখা করতে নিষেধ করা হবে, এমনকি তার প্রাণপ্রিয় বোনদের সাথেও ? কিউপিড আবারো হার মানলেন এবং দুই দুষ্ট নারী তাদের ধূর্ত পরিকল্পনা ফেঁদে অনতিবিলম্বে এসে হাজির হলো ।

এরই মধ্যে যখন তার স্বামী দেখতে কেমন এ ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে সাইকি ইতস্তত করায় এবং স্ববিরোধী কথা বলায় তারা ক্রমশই নিশ্চিত হচ্ছিল এই ভেবে যে সে তাকে কখনো চোখেও দেখেনি এবং প্রকৃতপক্ষে সে জানতোও না যে তার স্বামী দেখতে কেমন ছিল । অবশ্য তারা তাকে এটি বললো না, কিন্তু তাদের কাছে অর্থাৎ আপন বোনদের কাছে তার এই দুঃসহ অবস্থা আড়াল করার জন্য তারা তাকে ভৎসনা করলো । তারা বললো যে, তারা জানতে পেরেছে এবং তা তারা সত্য হিসেবেই জানে যে, তার স্বামী কোন মানুষ নয়, এবং অ্যাপোলোর দৈববাণী অনুযায়ী সে হলো এক ভয়ংকর সাপ । কোন সন্দেহ নেই যে, এটি এখন সহানুভূতিশীল, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এটি কোন একদিন তার উপর চড়াও হবে এবং তাকে গোথাসে গিলে খাবে ।

ভীত বিহ্বল সাইকি অনুভব করলো যে, ভালবাসা নয়, তার হৃদয়কে প্রাণিত করছে এক তীব্র ভয়ের অনুভূতি । সে প্রায়ই বিস্মিত হতো এই ভেবে যে, কেন তিনি তাকে দেখা দেবেন না । অবশ্যই এর বিপজ্জনক কোন কারণ আছে । সে প্রকৃতপক্ষে তার সম্বন্ধে কি জানতো ? তিনি দেখতে ভয়ংকর না হয়ে থাকলেও, তিনি এমনি হৃদয়হীন যে তিনি তাকে দেখতে বারণ করে ছিলেন । সে প্রচণ্ড কষ্ট, দ্বিধা এবং অস্পষ্ট উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তার বোনদেরকে বুঝতে দিল যে, তারা যা বললো, তা সে অস্বীকার করতে পারে না, কারণ সে তার সঙ্গে কেবলমাত্র অন্ধকারেই সাহচর্য পেয়েছে । 'অবশ্যই মারাত্মক ভুল কিছু রয়েছে,' সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, 'কারণ তিনি দিবালোক পরিহার করতেন ।' এবং সে তাদের উপদেশ কামনা করলো ।

তারা তাদের উপদেশ পূর্বেই স্থির করে রেখেছিল । সেই রাতেই সে যেন অবশ্যই তার শয্যার পাশেই লুকিয়ে রাখে একটি ধারালো ছুরি এবং একটি বাতি । যখন তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়বে তখন সে শয্যা ত্যাগ করে জ্বালিয়ে দেবে বাতি এবং হাতে তুলে নেবে ছুরিটি । সে যেন অবশ্যই অবিচলিতভাবে ছুরিটি প্রবেশ করিয়ে দেয় সেই ভয়ংকর প্রাণীটির শরীরে । আলোতে সব কিছুই উল্লোচিত হবে । 'আমরা তোমার কাছাকাছিই থাকবো,' তারা বললো, 'তার মৃত্যু হলে পরে আমরা তোমাকে আমাদের সংগে নিয়ে যাবো ।'

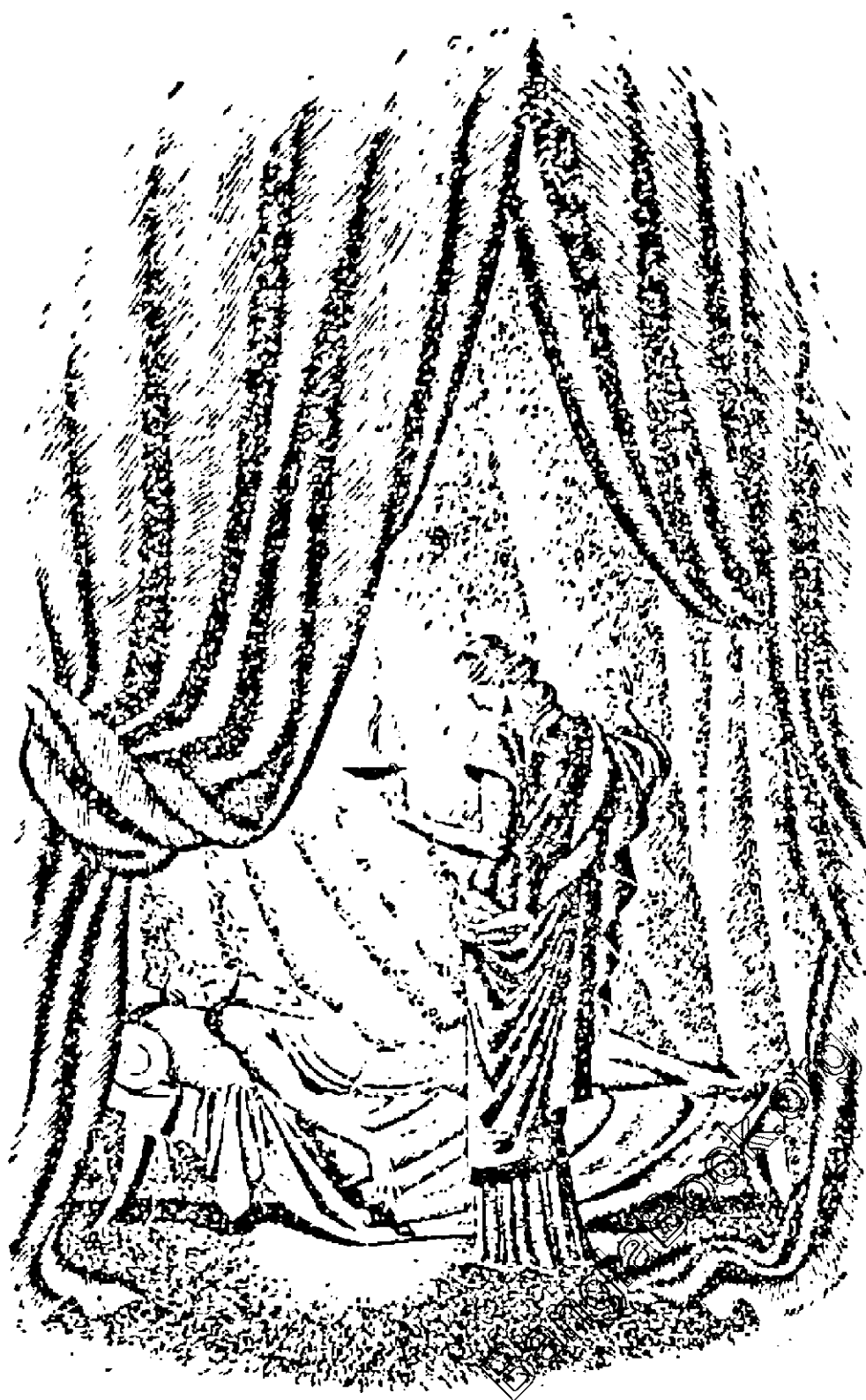
তারা তাকে চরম সন্দেহের দোলচালে ফেলে চলে গেল এবং কি করা উচিত তা ভেবে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো । সে তাকে ভালোবাসতো এবং তিনি ছিলেন তার প্রাণপ্রিয় স্বামী । না ; সে এক ভয়ংকর সাপ এবং সে তাকে চরমভাবে ঘৃণা করে । সে তাকে মেরে ফেলবে—নাকি মারবে না । তাকে হতে হবে সুনিশ্চিত, আবার সে চাইলো না কোন সুনিশ্চয়তা । কাজেই সারাটা দিন ধরে তার এই চিন্তাগুলো একটি

অপদটির সাথে যুদ্ধ করলো। অবশ্য যখন দুনিয়া এল সন্ধ্যা তখন সে হাল ছেড়ে দিল। একটি বিবরে সে স্থির সিঁকায় পৌঁছলো : তার দর্শন তাকে পেতেই হবে।

অবশেষে কিউপিড যখন গভীর নিদ্রায় নিতোর হয়ে পড়লেন, তখন সাইকি তার সকল সাহস সঞ্চয় করে বাতি জ্বালিয়ে দিল। সে অতি সতর্পণে এগিয়ে গেল তার শয্যার দিকে এবং বাতি উঁচিয়ে সেখানে কি ভয়ে আছে তা অপলক দেখতে থাকলো। ওহ, নৃষ্টি এবং পরমানন্দের এক অনুভূতি তার চিত্তকে পরিপূর্ণ করে তুললো। কোন দৈত্য-দানব নয়, উদঘাটিত হলো সকল সৃষ্টির মধ্যে স্নিগ্ধতম এবং সুন্দরতম সৃষ্টি, যার উদঘাটনে প্রদীপ শিখাটি আরো উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকলো। নিজেই মৃত্যু এবং অবিস্মৃততার প্রথম সঙ্কায় সাইকি তার হাঁটুতে মুখ লুকালো এবং তার কম্পমান হাত থেকে যদি ছুরিটি না পড়ে যেত তবে সে হয়তো এটি তার নিজেরই বুকে বসিয়ে দিত। কিন্তু সেই অস্থির হাত দুটো যারা তাকে রক্ষা করেছিল তারাই তার সাথে করলো বিশ্বাসঘাতকতাও। কারণ, সে তার উপর নুঁকে পড়েছিল, তার রূপ-সৌন্দর্যে আনন্দ-আপ্ত হলো, এবং এই সৌন্দর্য দ্বারা তার চক্ষুদ্বয়কে পূর্ণ করার পরম সুখানুভূতি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো না। এরই মধ্যে কিছু উত্তপ্ত তেল বাতি থেকে গড়িয়ে পড়লো কিউপিডের কাঁধের উপর। তিনি ভ্রোণে উঠতে শুরু করলেন: তিনি আলোটি দেখতে পেলেন, জানলেন তার বিশ্বাস-ভঙ্গতাকে এবং একটি কথাও না বলে তিনি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

রাতের অন্ধকারে সাইকি অতি দ্রুত পিছু নিল তার। কিন্তু সে তাকে দেখতে পেল না, সে শুনতে পেল তার কণ্ঠস্বর যে তার উদ্দেশ্যেই কথা বলছিল। সে তাকে দিচ্ছিল তার পরিচয় এবং অতি বেদনার্ত কণ্ঠে তাকে জানালো বিদায়-বার্তা। 'যেখানে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই, সেখানে থাকতে পারে না ভালোবাসা' তিনি বললেন এবং দূরে চলে গেলেন। 'প্রেম-দেবতা!' সে ভাবলো। 'তিনি ছিলেন আমার স্বামী এবং আমি, সেই হতভাগী আমি, তার বিশ্বাস ভঙ্গ করলাম। তিনি কি আমাকে চিরতরে ছেড়ে চলে গেছেন?...যেকোন মূল্যেই,' সে যথেষ্ট সাহস নিয়ে নিজেকে বললো, 'আমি আমার বাকিটা জীবন তার সন্ধানেই কাটিয়ে দিতে পারি। যদি আমার জন্য তার কোন ভালোবাসা অবশিষ্ট না থাকে, তবে নিদেনপক্ষে আমি প্রমাণ করতে পারবো তাকে আমি কত গভীরভাবে ভালোবাসি।' এবং সে তার সন্ধানী যাত্রা শুরু করে দিল। কোথায় যেতে হবে সে ব্যাপারে তার কোন ধারণাই ছিল না; সে শুধু জানতো যে তার এই সন্ধান চলতেই থাকবে।

এরই মধ্যে কিউপিড চলে গেলেন তার মায়ের কাছে তার ক্ষত নিরাময়ের জন্য। কিন্তু যখন ডেনাস তার কাহিনী শুনলেন এবং জ্ঞানলেন যে, যে মেয়েটিকে সে পছন্দ করেছে সে হলো সাইকি, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাকে তার যন্ত্রণার মাঝে ফেলে রেখে চলে গেলেন সেই মেয়ের সন্ধান। যে তাকে আরো ঈর্ষান্বিত করে তুললো। ডেনাস সাইকির উপর কোন দেবীর অনন্তোষ বর্ষণ করাতে স্থির প্রতিজ্ঞা ছিলেন।



সাইকি অপলক তাকিয়ে ছিল কিউপিডের দিকে

হতভাগী সাইকি তার আশাহীন পথ-চলায় দেবতাদের আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করছিল। সে তাদের কাছে নিরন্তর আকুল হয়ে প্রার্থনা করলো, কিন্তু তাদের কেউই তাকে সাহায্য করে ভেনাসের শত্রু হতে চাইলেন না। অবশেষে সে অনুধাবন করলো যে, তার আর কোন আশা নেই, স্বর্গেও নয়, মর্তেও নয়, এবং সে একটি চরম সিদ্ধান্ত নিল। সে সোজা চলে যাবে ভেনাসের কাছে। সে বিনীতভাবে তার কাছে প্রস্তাব করবে তাকে তার পরিচরিকা করার জন্য এবং সে তার রাগ নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে। 'কে বলতে পারে' সে ভাবলো, যে তার স্বামী তার মায়েব গৃহে নেই।' কাজেই সে সেই দেবীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো যিনি নিজেই তাকে খুঁজছিলেন।

যখন সে ভেনাসের কাছে উপস্থিত হলো তখন দেবীটি উচ্চস্বরে হাসলেন এবং তাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি তার পূর্বের সেই স্বামীকেই খুঁজছে কিনা যার জন্য তার কোন কিছু করার সামর্থ্যই নেই, কারণ তারই দেয়া দঙ্ঘ আঘাতে সে এখন মুমূর্ষু প্রায়। তিনি বললেন, 'কিন্তু প্রকৃতই, তুমি এত সাধারণ এবং এমন এক দুর্ভাগ্য পীড়িত মেয়ে যে, অধ্যবসায়ী এবং কষ্টকর কাজ সম্পন্ন না করে তুমি কখনো কোন প্রেমিক পেতে সমর্থ হবে না। তোমার প্রতি আমার শুভ কামনা স্বরূপ আমি তোমাকে সেই কর্ম-সাধনায় দিক্ষিত করে তুলবো।' সেই সাথে তিনি গম, পপি এবং মিলিট ইত্যাদির ক্ষুদ্রতম শস্য-বীজগুলো নিয়ে একত্রে স্তুপীকৃত করলেন। তিনি বললেন 'সন্ধ্যা নেমে আসার পূর্বেই এগুলোকে পৃথক করে ফেলবে। এবং তা করতে হবে তোমার নিজেরই স্বার্থে।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সাইকি পড়ে রইলো একাকী, বসে থাকলো স্থির হয়ে এবং তাকালো সেই স্তুপের দিকে। দেবীর আদেশের নিষ্ঠুরতায় তার মন হয়ে পড়ল চরমভাবে হত-বিহ্বল; এবং প্রকৃতই এমন একটি কাজ শুরু করার কোন অর্থ ছিল না, যা সুস্পষ্টভাবেই ছিল অসম্ভব। এই চরম বিপন্ন মুহূর্তে মরণশীল বা অমরদের অনুকম্পা-বঞ্চিত মেয়েটি সহানুভূতি পেল মাঠের ক্ষুদ্রতম প্রাণী, দ্রুতগামী পিপড়াগুলোর কাছে। তারা একে অপরকে সুধালো, 'এসো, এই অসহায় মেয়েটিকে দুগ্ধ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাকে সাহায্য কর।' তাৎক্ষণিকভাবে তারা এলো তরঙ্গের মতো, একটির পর একটি তারা পৃথকীকরণ এবং বিভাজনের কাজটি করলো যতক্ষণ না প্রত্যেক প্রকারের বীজ সুবিন্যস্তভাবে আলাদা হলো। ভেনাস ফিরে এসে তাই দেখলেন, কিন্তু তার ক্রোধ দমিত হলো না। তিনি বললেন 'তোমার কাজ এখনি শেষ হয়ে যায় নি।' তখন তিনি সাইকিকে খেতে দিলেন পা রুটির শত্রু অংশটি এবং আদেশ করলেন মাটিতে ঘুমিয়ে থাকার জন্য, আর নিজে গুতে গেলেন তার নরম, সুবতিত গদিয়ুক্ত শয্যায়। নিশ্চিত তিনি যদি মেয়েটিকে ব্যস্ত রাখতে পারেন কঠোর পরিশ্রমে এবং অর্ধাহারেও, তবে তার ঘৃণ্য সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে শীঘ্রই।

ততদিন তার ছেলেকে পাহারায় রাখা হবে তার প্রকোষ্ঠে যেখানে তখনো সে তার ক্ষত থেকে সেরে উঠতে পারে নি। যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছিল তাতে ভেনাস সন্তুষ্ট হলেন।

পরদিন সকালে তিনি সাইকির জন্য বের কবলেন আরো একটি কাজ, এবারেরটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। তিনি বললেন, 'ঐ যে নিচে নদীর উপত্যকায়, যেখানে প্রচুর ঝোপঝাড় জন্মায়, সেখানে রয়েছে স্বর্ণ-পশম যুক্ত মেঘদল। সেখানে গিয়ে আমার জন্য নিয়ে এসো তাদের কিছু উজ্জ্বল পশম।' যখন নিপীড়িত বালিকাটি মৃদুভাবে বহমান নদীটির কাছে পৌঁছলো, তখন তার মাঝে উদ্গত হলো সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব যন্ত্রণা ও হতাশা থেকে চিবমুক্তির বাসনা। কিন্তু যখন সে পানির উপর উপড় হচ্ছিল তখন সে তার পায়ের কাছ থেকে তনতে পেল এক মৃদু কণ্ঠস্বর এবং নিচে তাকিয়ে দেখলো যে, শব্দটি আসছিল এক সবুজ নলখাগড়া হতে। এটি বললো যে, সে যেন ভুবে না মরে। এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারতো না। মেঘগুলো প্রকৃতই ছিল খুব ভয়ংকর। কিন্তু সন্ধ্যায় নদীর ধারে বিশ্রাম নেয়ার জন্য যতক্ষণ না এগুলো বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ সাইকি যেন অপেক্ষা করে। তখন সে ঢুকে যেতে পারবে সেই ঝোপঝাড়ে এবং সেই তাঁক্ষ কন্টকাকীর্ণ ঝোপে খুঁজে পাবে প্রচুর স্বর্ণ-পশম।

এভাবেই কথা বললো দয়াশীল এবং বিনম্র নলখাগড়াগুলো এবং সেসব দিক নির্দেশনা মেনে সাইকি তার নিষ্ঠুর মনিবের জন্য নিয়ে যেতে সক্ষম হলো কিছু উজ্জ্বল পশম। ভেনাস তা গ্রহণ করলেন ত্বর হাসি দিয়ে। 'তোমাকে কেউ সাহায্য করেছিল,' তিনি তাঁক্ষভাবে বললেন, 'এটি কখনই তুমি নিজে কর নি। যা হোক, আমি তোমাকে আরো একটি সুযোগ দেব এটি প্রমাণ করার জন্য যে, তুমি যেরূপ দেখানোর চেষ্টা কর তোমার সত্যিই সেরূপ একটি দৃঢ় হৃদয় এবং অনন্য দূরদর্শিতা আছে। ওই পাহাড় হতে যে কৃষ্ণ জলধারা পতিত হচ্ছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছো? এটিই সেই ঘৃণ্য নদী টিব্বের উৎসস্থল। তুমি এর জলধারায় এই পাত্রটি পূর্ণ করবে।' সাইকি যখন সেই জলপ্রপাতের দিকে এগিয়ে গেল, তখন সে বুঝলো যে এটি হলো এক জঘনাতম কাজ। চারপাশের শিলাখণ্ডগুলো এমনই ঝড়ো এবং পিচ্ছিল, আর পতনশীল জল স্রোতের তীব্রতা এতটাই ভয়ংকর ছিল যে, কেবল কোন ডানায়ুক্ত প্রাণীই সেখানে পৌঁছতে পারতো। কিন্তু এবই মধ্যে এই কাহিনীর সকল পাঠকের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, (হয়তো সাইকির হৃদয়ের অন্তঃস্থলেও যেমনটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল) যদিও তার প্রতিটি কাজকেই মনে হতো অসম্ভব রকম কঠিন, তবু প্রতিবার তার জন্য একটি চমৎকার সমাধান যেন বের কনাই থাকতো। এবার তার ত্রাতা হলো একটি ঝুপল, এটি এর বিশাল ডানায় ভর করে, স্থিত হয়ে বসলো তার পাশে, এটি এর চক্রেতে তুলে নিল তার পাত্রটি এবং কৃষ্ণ জলধারায় এটি পূর্ণ করে ফিরিয়ে দিল তার কাছে।

কিন্তু ভেনাস ক্ষান্তি দিলেন না। কেউ তাকে কেবল মূৰ্খতার দায়েই দুষ্ট করতে পারে। তার সকল কাজের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তাহলো সাইকিকে আবার মৰ্মভুদ ভাবে খাটিয়ে নেয়া। তিনি সাইকিকে একটি বাক্স দিয়ে বললেন যে, এটি নিয়ে সে যেন যায় পাতালপুরীতে এবং প্রসারপিনাকে যেন তার সৌন্দর্যের কিছুটা দিয়ে এটি পূর্ণ করে দিতে বলে। সে যেন তাকে বলে যে, ভেনাসের এটি প্রকৃতই প্রয়োজন, তিনি তার অসুস্থ পুত্রের সেবা শুশ্রূষা করে এতটাই বিগতরূপ। আবারো অনুগতের মতোই সাইকি রওনা দিল হেডিসের পথ-সঙ্কানে। সে তার পথ-নির্দেশককে পেয়ে গেল তার অতিক্রান্ত এক টাওয়ারে। এটি তাকে সমস্ত দিক-নির্দেশনা দিল কিভাবে প্রসারপিনার প্রাসাদে যেতে হবে, প্রথমে মাটির নিচে এক বিশাল গর্তের ভিতর দিয়ে, অতঃপর নেমে যেতে হবে মৃত্যু-নদীর তীরে, যেখানে নদী পারের জন্য ক্যারন মাঝিকে দিতে হবে একটি পেনি। সেখান থেকে রাস্তাটি সোজা চলে গেছে প্রাসাদের দিকে। সেখানে তিন-মাথাযুক্ত কুকুর সারবেরাস পাহারা দেবে বহিঃদরজায়, কিন্তু সে যদি তাকে সামান্য খাবার দেয় তবে সে হয়ে উঠবে বন্ধু সুলভ এবং তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে।

সবকিছুই ঘটলো পথ-নির্দেশকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী। প্রসারপিনা ভেনাসের জন্য কিছু একটা করতে চাইছিলেন এবং অত্যাৎসাহে সাইকি বাক্সটি বয়ে নিয়ে এল, সে ফিরে এল যত দ্রুত গিয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশি দ্রুত।

তার পরবর্তী কাজটি সে নিজেই নিজের উপর ডেকে এনেছিল তার অত্যাৎসাহিতা এবং এর চাইতে অধিক তার অহমিকার কারণে। সে উপলব্ধি করলো যে তাকে অবশ্যই দেখতে হবে ঐ বাক্সে কি এমন সৌন্দর্য-জাদু আছে; এবং পারলে সে নিজেও এর খানিকটা ব্যবহার করবে। ভেনাসের মতো সে-ও ভালই জানতো যে, সে যেসব কাজের ভেতর দিয়ে অগসর হচ্ছে তাতে তার মুখাবয়বের সৌন্দর্য ধরে রাখা সম্ভব নয়, এবং তার মনে সর্বদাই এই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতো যে কখন জানি দেখা হয়ে যায় কিউপিডের সাথে। সে যদি নিজেকে তার জন্য আরো সুন্দরী করে তুলতে পারতো। সে সেই প্রলোভন সম্বরণ করতে ব্যর্থ হলো। সে খুলে ফেললো বাক্সটি। চরম হতাশ হয়ে সে দেখলো যে এর ভেতরে কিছুই নেই, একে মনে হলো শূন্য। তবে, তক্ষুণি এক চরম অবসন্নতা তাকে গ্রাস করলো এবং সে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল।

এই সন্ধিক্ষণে 'ভালবাসার দেবতা' নিজে এগিয়ে এলেন সামনে। ইতিমধ্যে কিউপিউ তার ক্ষত সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং সাইকির প্রত্যাশায় ছিলেন। ভালোবাসাকে বন্দী রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। ভেনাস দরজাগুলো বন্ধ করে দিলেও জানালাগুলো ছিল খোলাই। কিউপিডের কাজ ছিল শুধু তা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া এবং তার স্ত্রীকে খুঁজে বের করা। সে প্রায় প্রাসাদটির পাশেই গুয়ে ছিল এবং তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ খুঁজে পেলেন। মুহূর্তে তিনি তার চোখ থেকে দূর করলেন সব নিদ্রা

এবং একে রেখে দিলেন সেই বাক্সে। তিনি তার তীরের একটি মাত্র খোঁচাতেই তাকে জাগিয়ে তুললেন, এবং তার অত্যাশাহিতার জন্য তাকে তিরস্কার করলেন। তিনি তাকে প্রসারপিনার বাক্সটি তার মায়ের কাছে দিয়ে আসতে বললেন এবং তিনি তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন যে এর পর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

যখন আনন্দিত সাইকি তার শুভযাত্রার জন্য খুব তাড়াহুড়ো করছিল, তখন দেবতাটি চলে গেলেন অলিম্পাসে। তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে, ভেনাস আর কোন নিপীড়নের কারণ হবেন না, তাই তিনি সোজা চলে গেলেন স্বয়ং জুপিটারের কাছে। কিউপিড যা বললেন, দেবকুল এবং মানবজাতির প্রভু তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মতি দিলেন—‘যদিও অতীতে তুমি আমার অনেক ক্ষতিই করেছো—আমাকে ষাঁড়, রাজহাঁস এবং এরকম আরো অনেক কিছুতে পরিণত করে আমার সুনাম এবং সম্মানের যথেষ্ট ক্ষতি করেছো...তবু, আমি তোমাকে অস্বীকার করতে পারি না।’

তখন তিনি ভেনাসসহ সকল দেবতাকে ডেকে ঘোষণা করলেন যে, কিউপিড এবং সাইকি আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহিত এবং তিনি কনেটির উপর অমরত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তাব করলেন। মার্ক্যারি সাইকিকে নিয়ে এলেন দেবতাদের প্রাসাদে, এবং জুপিটার নিজেকে তাকে অ্যামব্রোজিয়ার স্বাদ নিতে দিলেন যা তাকে দান করলো অমরত্ব। এতে অবশ্যই পাল্টে গেল পুরো দৃশ্যপট। ভেনাস তার দেবী পুত্র-বধূর বিরুদ্ধে কারো কাছে নালিশ করতে পারলেন না; যুগলটি হয়ে উঠেছিল খুবই দৃষ্টি-শোভন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এবার স্বামী ও সন্তান-সন্তুতি নিয়ে সাইকি স্বর্গে বাস করলে মর্তে এসে সে আর তেমনভাবে মানুষের মাথা বিগড়াতে পারবে না এবং তার জন্য পূজা কর্ম নির্বিঘ্নেই চলবে।

কাজেই সবকিছুরই ঘটলো শুভ সমাপ্তি। ‘প্রেম-দেবতা’ এবং ‘আত্মার দেবী’ (যা সাইকি নামের অর্থ) তিক্ত কষ্টের পর পরস্পরকে খুঁজে পেলেন; এবং সেই মিলন-বন্ধন আর কখনো ভেঙে গেল না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



ছয়

শ্রেমোপখ্যানের আটটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী

পাইরামাস এবং থিসবি

(এই কাহিনীটি কেবলমাত্র গুডবৈদের রচনাতেই পাওয়া যায়। এটি তার উৎকৃষ্টতম রচনাসমূহের বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে : সুবর্ণিত ; বেশ কিছু অলংকারময় স্বগতোক্তি সমৃদ্ধ ; শ্রেম নিয়ে এক বর দৈর্ঘ্যের রচনা।)

একদা মালবেরি গাছের গাঢ় লাল বর্ণের বেরিসমূহ ছিল তুষারধবল। বর্ণ-পরিবর্তনের কাহিনীটির সাথে জড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত ও দুঃখময় ঘটনা। দুই তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যুই ছিল এর কারণ।

পাইরামাস এবং থিসবি, সমগ্র প্রাচ্যে ছেলেটি ছিল সবচেয়ে সুদর্শন যুবক এবং মেয়েটি ছিল সবচেয়ে সুন্দরী কুমারী। তারা বাস করতো রানী সেমিরামিসের নগরী ব্যাবিলনে, যেখানে বাড়িগুলো এমনি লাগোয়া ছিল যে, একটি দেয়াল দুটি ঘরের জন্য সাধারণ রূপে ব্যবহৃত হতো। এত কাছাকাছি বড় হতে হতে তারা পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখলো। তারা স্বপ্ন দেখছিলো বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ; কিন্তু তাদের পিতা-মাতারা বাদ সাধলো। কিন্তু প্রেমকে দমিত করে রাখা যায় না। এর লেলিহান শিখাকে যত বেশি নির্বাপিত করার চেষ্টা করা হয়, এর দহন হয় তত তীব্রতর। আর প্রেমের মিলনের জন্য কোন না কোন একটি পথ সর্বদা খোলাই থাকে। এদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ছিল অসম্ভব, যাদের হৃদয় পুড়ে থাকে হয়ে যাচ্ছিল প্রেমানলে।

উভয় গৃহই যে দেয়ালটিকে সাধারণ হিসেবে ব্যবহার করতো তাতে একটি সন্ধ ছিল। আগে কেউ এটি লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এমন কিছু নেই যা প্রেমিক-প্রেমিকাদের চোখ এড়িয়ে যায়। আমাদের দুই তরুণ তরুণী এটি আবিষ্কার করলো এবং এর ভেতর দিয়ে তারা মধুরভাবে এপাশ ওপাশ কানে কানে কথা বলতে পারতো, এক পাশে থিসবি, অন্য পাশে পাইরামাস। যে ঘণ্টাই দেয়ালটি তাদেরকে পৃথক করে রেখেছিল, সেটিই তাদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হলো। 'কিন্তু তুমি না থাকলে আমরা তো পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারতাম, চুমু খেতে পারতাম,' তারা

বলতো। 'কিন্তু তুমি আমাদেরকে কথা বলতে তো দাও। তুমি এমন একটি পথ করে দিয়েছো যা দিয়ে ভালোবাসার কথাগুলো পৌঁছে যায় ভালোবাসার কানে। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।' কাজেই তারা কথা বলতে পারতো এবং যখন রাত্রি ঘনিয়ে এসে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিত, তখন তারা প্রত্যেকেই চুম্বন-স্পর্শ দিত দেয়ালের উপর যা অপর পাশের আরেক জনের ঠোঁটে পৌঁছতে পারতো না।

প্রতিদিন সকালে যখন ভোর এসে নিবিয়ে দিত নক্ষত্রগুলোকে এবং সূর্যালোকে গুটিয়ে যেত ঘাসের উপর জমে থাকা শিশির কণাগুলো, তারা চুপিসারে যেত সেই ছিদ্রের কাছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তারা কখনো উচ্চারণ করতো তাদের দহনশীল ভালোবাসার কথা, কখনো বা তাদের চরম দুর্ভাগ্যের জন্য তারা প্রকাশ করতো শুধুই মর্মবেদনা। কিন্তু এসব কিছুই ঘটতো প্রায় নিঃশব্দে। একদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা সেই রাতেই পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে এবং নগরী ছেড়ে চলে যাবে কোন নির্ভৃত স্থানে যেখানে তারা ঘর বাঁধতে পারবে স্বাধীনভাবে। তারা 'নিনাসের সমাধি' নামক সুপরিচিত স্থানে একটি গাছের নিচে মিলিত হতে একমত হলো। এটি ছিল তুষারধবল বেরি ফলে পরিপূর্ণ একটি দীর্ঘ মালবেরি গাছ, যার নিকটে ছিল একটি শীতল ঋণাধারা। পরিকল্পনাটি তাদের পছন্দ হলো এবং তারা এমনই উতলা হয়ে উঠলো যে, যেন দিনটি আর কখনই শেষ হবে না।

অবশেষে সমুদ্রের অপর পাড়ে অস্ত গেল সূর্য এবং জেগে উঠলো রাত্রি। রাতের অন্ধকারে থিসবি চুপিসারে বেরিয়ে পড়লো এবং অতি সন্তর্পণে রওনা দিল সমাধির দিকে। পাইরামাস তখনো আসেনি; তবু সে তার জন্য অপেক্ষা করলো, তার ভালোবাসা তাকে সাহসী করে তুললো। কিন্তু চন্দ্রালোকে হঠাৎ সে একটি সিংহীকে দেখতে পেল। ভয়ংকর ভাবুটি সবেমাত্র একটি শিকার সম্পন্ন করে এসেছিল, তার চোয়াল ছিল রক্তাক্ত এবং এটি ঋণাধারায় তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে এসেছিল। এটি যথেষ্ট দূরে ছিল বলে থিসবির পলায়নের সুযোগ ছিল, কিন্তু পালাবার সময় তার ওড়নাটি পড়ে গেল। গুহায় ফিরে যাওয়ার পথে সিংহীটি তা দেখতে পেল এবং সে এটি মুখে পুরে নিল এবং বনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বেই একে ছিঁড়ে ফেললো। কয়েক মিনিট পরে এসে পাইরামাস তা-ই দেখতে পেল। তার সামনে পড়ে ছিল থিসবির রক্তমাখা ওড়নার ছিন্ন অংশ এবং ধূলোর মধ্যে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল সিংহীটির পদচিহ্ন। উপসংহারটি ছিল অনিবার্য। তার এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, সে সবকিছুই জেনে গেছে। থিসবি আর বেঁচে নেই। পাইরামাস তার ভালোবাসা দিয়েছিল এক স্বল্পবয়সী কুমারীকে যে একাকী এসেছিল বিপদসংকুল এক স্থানে এবং সে সেখানে আগে পৌঁছতে পারে নি তাকে রক্ষা করার জন্য। পাইরামাস বললো, 'আমিই তোমাকে হত্যা করেছি।' সে পদদলিত ধূলো থেকে উঠে দাঁড়ালো থিসবির ফেলে যাওয়া ওড়নাটির উপর এবং একে বার বার চুম্বনে সিঁড় করে নিয়ে গেল মালবেরি গাছের নিকট। সে বললো, 'এখন, তুমিও আমার

রক্তপান করবে।' সে তার তরবারি বের করলো এবং এটি বিদ্ধ করে দিল তার নিজেরই দেহে। তার রক্ত ফিনিকি দিগ্ধে উঠে বেরি ফলগুলোকে রাঙিয়ে তুললো গাঢ় লাল রঙে।

থিসবি যদিও সন্ত্রস্ত ছিল সিংহীর কারণে, আরও বেশি ভীত হয়ে পড়েছিল তার প্রেমিককে হাবানোর ভয়ে। সে তাদের অভিসাবেব সেই বৃক্ষটির কাছে যাওয়ার দুঃসাহস দেখালো, উজ্জ্বল ধবল ফলভারে নত সেই মালবেরি গাছটির কাছে। সে তা খুঁজে পেল না। সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল, তার শাখা প্রশাখায় ছিল না ধবল রঙের সামান্যতম ছোয়াও। যেই নাকি সে এই বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করলো, নিচে ভূ-তলে নড়ে উঠলো কিছু একটা। সে ভয়ে কেঁপে উঠে পিছিয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই অর্ধনির্মীলিত চোখে ছায়ার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে পেল সেখানে কি ছিল। এ যে পাইরামাস, রক্তস্নাত এবং মৃতপ্রায়। সে তার কাছে ছুটে গেল এবং দু'বাহুতে তাকে জড়িয়ে ধরলো। সে তার শীতল ঠোঁটে চুমু খেল এবং তাকে মিনতি করলো তার দিকে তাকানোর জন্য, তার সাথে কথা বলার জন্য। 'এই তো আমি তোমার থিসবি, তোমার প্রিয়তমা' সে কঁদে কঁদে বললো। পাইরামাস তার নামের উচ্চারণে চোখ দুটো খুললো এক পলকের জন্য। অতঃপর মৃত্যু এসে সেই চোখ দুটোকে বন্ধ করে দিল চিরতরে।

থিসবি দেখতে পেল পাইরামাসের তরবারিটি তার হাত থেকে নিচে পড়ে আছে এবং এর পাশে পড়ে আছে তার নিজের শতচ্ছিন্ন ও রক্তস্নাত ওড়নাটি। তার বুঝবার আর কিছু বাকি রইল না। 'তুমি নিজ হাতে নিজেকে এবং আমার জন্য তোমার ভালোবাসাকেও হত্যা করলে। আমিও হতে পারি সাহসী। আমিও ভালোবাসতে পারি। কেবল মৃত্যুরই ক্ষমতা আছে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার। এটিরও এখন সেই ক্ষমতা থাকবে না।' সে তরবারিটি বসিয়ে দিল নিজের হৃৎপিণ্ডে যা তখনও ভেজা ছিল তার প্রিয়তমের রক্তে।

অবশেষে দেবতারা সহানুভূতিশীল হলেন এবং প্রেমিক যুগলের পিতা-মাতারও। গাঢ় লাল বর্ণের মালবেরি ফল হলো এই প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার চিরস্থায়ী স্মৃতি, এবং একই ভাষাধারে রক্ষিত আছে তাদের উভয়ের দেহভঙ্গ, যাদেরকে মৃত্যুও আলাদা করতে পারে নি।

অফিউস এবং ইডরিদাইস

(অর্গোনটদের সাথে অফিউসের কাহিনীটি বর্ণিত আছে কেবলমাত্র খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গ্রিক কবি রোডসের অ্যাপোলোনিয়াসের রচনায়। কাহিনীর বাকি অংশগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণিত হয়েছে দুই রোমান কবি ভার্জিল এবং ওভিদ কর্তৃক প্রায় একইভাবে। তাই এখানে ব্যবহৃত হলো দেবতাদের ল্যাটিন নামগুলো। ভার্জিলের উপর

অ্যাপোলোনিয়াসের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই তিনজনের যেকোন একজনই এই সম্পূর্ণ কাহিনীটি হয়তো একাই লিখে ফেলতে পারতেন বর্তমান রূপে।)

দেবতারাই ছিলেন আদিতম সুব্রষ্টা। সেই সারিতে অ্যাথেনা সবিশেষ কেউ না হলেও, তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন বাঁশি যা তিনি নিজে কখনও বাজান নি। হার্মিস তৈরি করেছিলেন বীণা এবং তা তিনি দিয়ে দেন অ্যাপোলোকে যিনি এটি থেকে এমনই মধুর সুর সৃষ্টি করতেন যে, অলিম্পাসে যখন তিনি এটি বাজাতেন তখন দেবতারা ভুলে যেতেন অন্য সব কিছু। হার্মিস তার নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন মেষপালকের বাঁশিও এবং তা থেকে সৃষ্টি করতেন অতি আনন্দময় সুর। প্যান তৈরি করেছিলেন রীডযুক্ত বাঁশি যার সুর ছিল বসন্তের নাইটিংগেইলের সুরের মতোই সুমধুর। মিউজগণের নিজস্ব কোন সুরযন্ত্র ছিল না, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর ছিল তুলনারহিতভাবে চমৎকার।

পরবর্তীতে ক্রমানুসারে এলেন এমন কিছু মরণশীল যারা তাদের কাজের কুশলতায় স্বর্গীয় দেবতাদের প্রায় সমতুল্য ছিলেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন অর্ফিউস। মাতৃকুল বিবেচনায় তিনি ছিলেন মরণশীলদের চাইতেও অধিক কিছু। তিনি ছিলেন মিউজদের অন্যতম একজনের এবং এক থ্রেসিয় রাজকুমারের পুত্র। তার মা তাকে দিয়েছিলেন সুরের আশীর্বাদ এবং যেখানে তিনি বেড়ে উঠেন সেই থ্রেস তা লালন করে। থ্রেসিয়রা ছিল গ্রিকদের মধ্যে সবচেয়ে সংগীত পিপাসু। কিন্তু সেখানে বা অন্য কোথাও দেবতাগণ ছাড়া অর্ফিউসের আর কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না। যখন তিনি তার বীণায় সুর তুলতেন তখন তার পারদমতা ছাড়িয়ে যেত সকল সীমানা। কেউ বা কোন কিছুই তাকে থামাতে পারতো না।

থ্রেসিয় পর্বতমালার উপর গভীর ও প্রশান্ত বনানীতে
অর্ফিউসের বীণার ঝংকার কাঁপিয়ে তুলতো বৃক্ষরাজিকে,
বন্য প্রাণীদেরকে মাতিয়ে তুলতো বন্যতায়।

প্রাণশীল বা নিষ্প্রাণ সব কিছুই অনুসরণ করতো তাকে। তার সুর মূর্ছনায় নড়ে উঠতো পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ডগুলো এবং পাল্টে যেত নদীর গতিপথ। তার দেহাঙ্গাময় বিয়ের পূর্ববর্তী জীবন সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানা যায়, সুর-স্রষ্টা রূপে তিনি যতটা পরিচিত, এই ঘটনা দ্বারা তিনি এর চাইতে অধিক পরিচিত। তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এক বিখ্যাত অভিযানে এবং নিজেকে এর অন্যতম কার্যকর সদস্য রূপে প্রমাণিত করেছিলেন। তিনি জ্যাসনের সাথে আর্গোতে নাবিক হিসেবে ছিলেন এবং যখন বীর অভিযাত্রীরা অবসন্ন হয়ে পড়তো বা দাঁড় টেনে হয়ে পড়তো খুব কঠিন, তখন তিনি বীণাতে তুলতেন সুরধ্বনি। তখন তারা জেগে উঠতেন এক উদ্দীপনার ভিতর এবং মধুর সংগীত সুধায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার দাঁড় টেনে অগ্রসর হতেন সমুদ্রের বুক চিরে। অথবা নিজেদের মধ্যে যদি কোন বিবাদ-বিসম্বাদ চরম পর্যায়ে

পৌছতো তার সুরের পেলবতায় সবচেয়ে ক্রুদ্ধ জনটিও হয়ে আসতেন প্রশমিত এবং তারা তাদের ভুল বুঝতে পারতেন। তিনি বীর অভিযাত্রীদেরকে রক্ষা করেছিলেন সাইরেনদের হাত থেকেও। যখন তারা গুনতে পেলেন সমুদ্রের ওপার হতে ভেসে আসছে চিত্ত বিমোহিত করা অপার সুরধারা তখন এর আহ্বানে সাড়া দেয়া ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না বলে তারা জাহাজ ঘুরিয়ে দিলেন সেই দিকে, তখন অফিউস হাতে তুলে নিলেন অমোঘ বীণা এবং এর সুরের ঝংকারে ডুবে গেল সেইসব মায়াবির কুহক কণ্ঠস্বর। জাহাজটি ফিরে এল তার পূর্বের গতিপথে এবং বায়ুর তোড়ে তারা সেই ভয়ংকর স্থান থেকে দূরে সরে যেতে পারলেন। যদি অফিউস না থাকতেন তবে সেই সাইরেনদের দীপেই আর্গেন্টদের জীবন লীলা সাক্ষ হতো।

আমাদের জানা নেই কখন বা কোথায় তার সাথে তার প্রেমিকা ইউরিদাইসের পরিচয় ঘটে এবং কখন তিনি তার কাছে পাণি-প্রার্থনা করেন। তবে এটি ঠিক যে, তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন এমন কোন কুমারীর পক্ষে তার সুরের মায়াকে উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না। তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেও তাদের সুখের কাল ফুরালো খুব শীঘ্রই। বিয়ের পর পরই যখন কনে তার সহচরীদেরকে নিয়ে হাঁটছিল এক ভৃগভূমিতে তখন বিয়ধর সাপ ভাইপার তাকে দংশন করলো এবং তার মৃত্যু ঘটলো। অফিউস শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। তাই তিনি ইউরিদাইসকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার জন্য মৃতদের রাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজেকে সুধালেন—

আমার সুরের মায়াজালে
আমি মন্ত্রমুগ্ধ করবো দিমিতিরের কন্যাকে,
আমি মন্ত্রমুগ্ধ করবো মৃতদের প্রভুকে,
তাদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেব আমি আমার সুরের মাধুর্যে।
আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো হেডিস থেকে।

তিনি অন্য যেকোন প্রেমিক মানবের তুলনায় দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন। তিনি তার বিপদসংকুল পথ-চলাকে নিয়ে গেলেন পাতালপুরী পর্যন্ত। সেখানে তিনি তার বীণায় তুললেন মধুর সুরমূর্ছনা এবং সেই সুরের লালিষ্টে সমগ্র পাতালপুরীতে নেমে এল এক তুরীয় আনন্দময় নীরবতা। কুকুর সার্কোরাস তার পাহারার কাজে গা ছাড়া ভাব দেখালো, থেমে গেল ইক্সায়নের অগ্নিচক্র; সিসিফাস তার পাথরের উপর বসে রইলো বিশ্রামে; ট্যান্টালাস বিস্মৃত হলো তার তৃষ্ণার কথা; প্রথমবারের মতো ভয়ংকর ফিউরি দেবীগণের মুখাবয়ব অশ্রুসিক্ত হলো। হেডিসের রাজা তার রানীকে সংগে নিয়ে এসে গুনতে চাইলেন সেই সুর। অফিউস গাইলেন—

হে দেবতাগণ, যারা শাসন কর এই অন্ধকার ও নিঃশব্দ জগৎ,
নারীর গর্ভজাত সকলকেই আসতে হবে তোমাদের কাছে ।
যা কিছু সুন্দর তার সবকিছুই শেষ পর্যন্ত নেমে আসে তোমাদের
কাছে ।

তোমরা সেই ঋণদাতা যাদের ঋণ সর্বদাই পরিশোধিত হয় ।

কিছুকাল অস্থায়ীভাবে আমরা বিচরণ করি মর্তলোকে,
কিন্তু আমি এমন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি যে তোমাদের
কাছে এসে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি ।

ফুলটি প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই ছিড়ে ফেলা হয়েছিল কুঁড়িটিকে ।

আমি আমার ক্ষতি বয়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছিলাম । আমি তা পারি নি ।

প্রেম-দেবতার মতোই শক্তিশালী । হে প্রভু, তুমি জানো

মানুষ যা বলে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, কিভাবে একদা

পুষ্পরাজি দেখলো প্রসারপিনার অপহরণ ।

অতঃপর স্নিগ্ধ ইউরিদাইসের জন্য আবারো বুনন,

ভাঁত থেকে জীবনের যে ছক কেড়ে নেয়া হয়েছিল

খুব দ্রুত । আমার প্রার্থনা অতি সামান্য,

তুমি কেবল তাকে সাময়িকভাবে দাও আমাকে, চিরতরে নয় ।

সে আবার তোমারই হবে যখন ফুরিয়ে আসবে তার আয়ু ।

তার সেই কণ্ঠস্বরের মহিমার প্রভাবে কেউ তাকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন
না । তিনি—

লৌহ-অশ্রুবিন্দু ঝড়ালেন পুটোর কপোলে,

এবং নরক-দেবতা মঞ্জুর করলেন প্রেম-দেবতার মিনতিকে ।

তারা ইউরিদাইসকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে তার কাছে দিলেন, কিন্তু
একটি শর্ত সাপেক্ষে: যখন ইউরিদাইস তাকে অনুসরণ করবে তখন তিনি যেন তার
দিকে ফিরে না তাকান যতক্ষণ না তারা পৌঁছতে পারছে মর্তলোকে । কিন্তুই তারা
দু'জনে হেডিসের বিশাল দরজা দিয়ে চলে গেলেন সেই পথে যা তাদেরকে অন্ধকার
হতে মুক্ত করে নিয়ে যাবে উপরে এবং আরো উপরে । তিনি জানতেন যে সে তার
পেছনেই থাকবে, তবু তিনি চরমভাবে উৎসুক হয়ে পড়লেন তাকে একটি পলক
দেখার জন্য । তখন তারা প্রায় পৌঁছে গেছে তাদের গন্তব্যে, অন্ধকার ক্রমশ কমে
আসছিল, তিনি তখন সানন্দে পদার্পণ করেছেন দিগ্বালাকে । ঠিক তখনই তিনি
ফিরে তাকালেন তার দিকে । এটি একটু বেশি কাঁড়িঘড়ি হয়ে গেল ; সে তখনো
অন্ধকার গুহার মধ্যেই ছিল । তিনি মৃদু আলোকে তাকে দেখতে পেলেন এবং তাকে
জড়িয়ে ধরবার জন্য দুবাহ বাড়িয়ে দিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে হারিয়ে গেল । সে

ফকে পড়ে গেল অন্ধকারে। তিনি যা ভাবতে পেলেন তা কেবল দ্বিগুণ শব্দ,
“দিনায়।”

তিনি প্রাণপণ তার পিছু ছোট্টা চেষ্টা করলেন এবং তাকে অনুসরণ করলেন
অপোহুয়া, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হলো না। দেবতারা তাকে তার জীবদ্দশায়
দ্বিষ্টদ্বন্দ্বের নৃত্যের ভগ্নে প্রবেশাধিকার দিতে পারতেন না। গভীর হতাশার মাঝে
তাকে একাকী মর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করা হলো। অতঃপর তিনি চিরতরে ত্যাগ
করলেন মানুষের সাহচর্য। তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন থ্রেসের দুর্গম অঞ্চলের
নির্দোষ নীরবতার মাঝে। কেবলমাত্র বীণার ঝংকারে মগ্ন হওয়া ব্যতীত কোন
কাতেই তিনি পেতেন না লিন্দুমাত্র শান্তি। তার বীণা বেজে চলতো সদা-সর্বক্ষণ।
পাহাড়, নদী এবং বৃক্ষসাজি ছিল তার মুখ্য শ্রোতা এবং একমাত্র সাহচর্য। অবশ্য
একদল নেইনাদ তাকে আক্রমণ করলো। যারা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিল
পেহুইসকে। এরা ছিল সেগুলোর মতোই উন্মত্ত। তারা হত্যা করলো এই নিরীহ
সুদ্রষ্টাকে; টুকরো টুকরো করে ফেললো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এবং তার দ্বিখণ্ডিত
মাথাটিকে নিক্ষেপ করলো প্রোতবিনী নদী হ্রদে। এটি নদীর মোহনা হয়ে বাহিত
হলো ভেসবিয়ান উপকূল পর্যন্ত। কিন্তু এটি সেই একই রূপে পৌছলো মিউজদের
হাতে এবং তারা একে দ্বীপের এক পবিত্রস্থানে সমাধিস্থ করলো। তারা তার অঙ্গ
প্রত্যঙ্গগুলো ছড়ো করলো এবং মাউন্ট অলিম্পাসের পাদদেশে এক স্মৃতিসৌধে
স্থাপন করলো, এবং সেখানে নাইটিঙ্গেল পাখিরা আজও গান গায় অন্য যেকোন
স্থানের চেয়ে মধুরতর সুরে।

সেইক্স এবং অ্যালসীয়ন

(এই উপখ্যানের শ্রেষ্ঠতম উৎস হলেন ওভিস। ঝড়েও অতিবস্ত্রটি সর্বিণেষভাবে
তোমান প্রবণতা। এর চমৎকার সব সূক্ষ্ম বিষয়ের সাথে নিদ্ভাদেবতার সহ-অবস্থানটি
প্রতিফলিত করে কুশলী বর্ণনার ক্ষেত্রে ওভিসের সামর্থ্যকেই। দেবতাদের নামগুলো
অবশ্যই প্যাটিনে।)

থেনালীর রাজা সেইক্স ছিলেন প্রভাতী তারা লুসিফারের পুত্র। ষোল্লক্ষত্র দিব্যভাগে
বয়ে আনে তার আলো এবং তার পিতার সকল উজ্জ্বল অনন্দ ছড়িয়ে থাকতো তার
মুখাবয়বে। তার স্ত্রী অ্যালসীয়নও ছিলেন উচ্চ উত্তরাধিকার বাহিকা; তিনি ছিলেন
বায়ুরাজ ঈওলাসের কন্যা। তারা দুজনেই পরস্পরকে ভালোবাসতেন গভীরভাবে
এবং কখনই যেহেতু আলাদা থাকেন নি। তবুও এমন একটি সময় এল যখন এক
দীর্ঘ সন্মুখাত্মার কারণে ঈওলাস অ্যালসীয়নকে ছেড়ে যাওয়ার মতো কষ্টকর
নিষ্কাশ নিলেন। অনেক কিছুই তখন সেইক্সকে বিব্রতকর ছিল এবং তিনি এক

ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞানার ইচ্ছা পোষণ করলেন যে ছিল বিপদে মানুষের পরম আশ্রয়। যখন অ্যালসীয়ন তার পরিকল্পনা সহজে জানলেন তখন শোক এবং আতংকে তিনি স্তব্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে এবং কান্নায় ভেঙে যাওয়া কণ্ঠে বললেন যে, অল্প কয়েকজনের মধ্যে তিনিও জানতেন সমুদ্রের উপর বায়ুর দুর্দান্ত প্রভাবকে। তিনি তার পিতার প্রাসাদে সেই শৈশব থেকেই দেখে এসেছেন তাদেরকে, তাদের ঝগড়া-বিস্কন্ধ মিলন, তাদের আজ্ঞাবহ কৃষ্ণ মেঘরাজি এবং তীব্র লাল আলোকসম্পাত। তিনি বললেন, 'কতবার আমি সমুদ্র উপকূলে ঘূর্ণিপাকে শূন্যে উড়ে যেতে দেখেছি জাহাজের চূর্ণ-বিচূর্ণ পাটাতনকে। ওহ, তুমি যাবে না। যদি আমার কথা না-ই শোন তবে নিদেনপক্ষে আমাকে তোমার সাথে নিও। আমরা একসাথে থাকলে যেই বিপদই আসুক না কেন আমি তা সহ্য করতে পারবো।'

সেইস্ব প্রবলভাবে আলোড়িত হলেন, কারণ তার প্রতি অ্যালসীয়নের ভালোবাসাও কোন অংশে কম ছিল না, কিন্তু তার কার্যসিদ্ধিকে তিনি অবহেলা করতে পারলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাকে অবশ্যই ভবিষ্যদ্বক্তার উপদেশ শুনতে হবে এবং তিনি সমুদ্র পথে বিপদসংকুল অভিযাত্রায় তাকে সাথী হিসেবে পেতে চাইলেন না। তাই অ্যালসীয়নকে সবকিছু মেনে নিতে হলো এবং তিনি সেইস্বকে একাই যেতে দিলেন। তখন তার চিত্ত এতটাই দুঃখে ভারাক্রান্ত যেন তিনি আগাম দেখতে পাচ্ছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি বেলাভূমিতে ততক্ষণ অপেক্ষা করলেন যতক্ষণ না জাহাজটি পাল তুলে হারিয়ে গেল দৃষ্টি-সীমার বাইরে।

সেইরাতেই সমুদ্রের উপর আছড়ে পড়লো এক প্রলয়ংকরী ঝড়। সকল বায়ু মিলিত হলো এক হারিকেনের তীব্রতায় এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালা জলোচ্ছ্বাস রূপে পৌছে গেল পর্বতের শীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত। বৃষ্টি হলো এমন মুশলধারে যে সমস্ত স্বর্গকে মনে হলো যেন পতিত হচ্ছে সমুদ্রে এবং সমুদ্রকে মনে হলো যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে আকাশকে। আঘাতে প্রায় ভেঙে পড়া এবং থরোথরো কম্পমান জাহাজের লোকজন আতংকে দিশেহারা হয়ে পড়লো। ব্যতিক্রম শুধু একজন, যিনি ভাবছিলেন শুধু অ্যালসীয়নের কথা এবং আনন্দিত ছিলেন এই ভেবে যে, সেতো নিশ্চয়পদেই থাকবে। যখন, জাহাজটি ডুবে গেল এবং জল ধারায় ভেসে গেলেন তিনি তখনো তার ঠোটে ছিল কেবল তারই নাম।

ওদিকে অ্যালসীয়ন কেবল দিন গুনছিলেন। তিনি তার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় তার জন্য একটি পোশাক বয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং নিজের সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য নিজের জন্যও একটি পোশাক বানালেন, যেন ত্রিধর্ম স্বামী এসে তাকে আগের সৌন্দর্যেই আবিষ্কার করে। প্রতিদিন তিনি বহুদৈব দেবতাদের কাছে বিশেষত জুনোর কাছে প্রার্থনা করলেন। যে অনেক আগেরই মৃত্যু বরণ করেছে তার জন্য এমন প্রার্থনায় আলোড়িত হলেন দেবী। তিনি ডেকে পাঠালেন তার বার্তাবাহিকা আইরিসকে এবং তাকে আদেশ দিলেন নিদ্রা-দেবতা সোমনাসের আবাসস্থলে

নাওয়ার জন্য এবং সেইব্বের পরিণতি সহজে প্রকৃত সত্যটুকু জানানোর জন্য আলসীয়নকে একটি স্বপ্ন দেখাতে অনুরোধ করতে বললেন।

নিদ্রা-দেবতার আবাস হলো কিমেরিয়ানদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের নিকটেই, এমন এক গভীর উপত্যকার যাকে কখনো স্পর্শ করে না সূর্যালোক এবং ঈষৎ অন্ধকার গোদাগির ছায়া ঢেকে ফেলে সর্বকিছুকে। সেখানে নেই কোন মোরগের ডাক ; নীরবতাকে ভেঙে সেখানে ডেকে উঠে না কোন প্রহরী-কুকুর, মৃদুমন্দ হাওয়ায় মর্মরিত হয় না কোন শাখা-প্রশাখা, কারো কণ্ঠস্বরে সচকিত হয় না নিববচ্ছিন্ন শান্তিধারা। কেবল একটিমাত্র শব্দই আসে মৃদু-বহমান বিশ্বতির নদী লীথির জলস্রোত হতে, যেখানে জলের কৃৎসর্গনি সর্বকিছুকে প্রলোভিত করে নিদ্রার পানে। প্রাসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয় পপি এবং তন্দ্রা উদ্বেককারী অন্যান্য তুলসতা। গৃহভ্যন্তরে কোমল শয্যায় শুয়ে আছেন নিদ্রা-দেবতা। সেখানে বিচিরা বর্ণের এক পরিচ্ছদ পরে, আকাশে এক রংধনু রেখা সৃষ্টি করে হাজির হলেন আইরিস, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন আবাসটি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো তার পোশাকের উজ্জ্বলতায়। তবুও, দেবতার নিদ্রাতুর চোখ উন্মীলিত করা এবং তার কি করা প্রয়োজন তা তাকে বোঝানো কঠিন ছিল। যখনই তিনি নিশ্চিত হলেন যে, দেবতাটি প্রকৃতই জেগে উঠেছেন এবং তার কার্যসিদ্ধি হয়েছে তখনই আইরিস দ্রুত পালিয়ে গেলেন এই ভয়ে যে, তিনিও হয়তো নিদ্রার মাঝে হারিয়ে যাবেন চিরতরে।

নিদ্রার দেবতা জাগিয়ে তুললেন তার পুত্র মফিউসকে, যিনি যে কোন মানুষের রূপ পরিগ্রহ করতে ছিলেন অতি পারদ্রব এবং তিনি তাকে জুনোর আদেশটুকু জানিয়ে দিলেন। শব্দহীন ডানায় ভর দিয়ে মফিউস উড়ে গেলেন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এবং দাঁড়ালেন আলসীয়নের শয্যার পার্শ্বে। তিনি ডুবে মরে যাওয়া সেইব্বের মুখাবয়ব এবং রূপ ধারণ করলেন। নগ্ন এবং সম্পূর্ণ জলসিক্ত অবস্থায় তিনি অবনত হলেন আলসীয়নের শয্যার উপর। 'হতভাগিনী স্ত্রী', তিনি বললেন, 'দেখ তোমার স্বামী এখানেই আছে। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো, নাকি মৃত্যুতে বদলে গেছে আমার মুখাবয়ব? আলসীয়ন, আমি মৃত। যখন জলরাশি এসে আমাকে স্তব্ধ করে দিল তখনো তোমার নামটি আমার ঠোঁটেই ছিল। আমার আর কোন আশা নেই। কিন্তু আমাকে তোমার অশ্রুটুকু দিয়ে দাও। সেই ঘোর ছায়াচ্ছন্ন স্থানে যিনি আমি অক্রন্দনশীল অবস্থায় না যাই।' ঘুমের মধ্যে আলসীয়ন কাতর কণ্ঠে শব্দ করে উঠলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য দু বাহু বাড়িয়ে দিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি তোমার সাথেই যাবো,' এবং তার কান্না তাকে জাগিয়ে তুললো। তিনি যে দৃঢ় বিশ্বাসে জেগে উঠলেন তা হলো, তার স্বামী মারা গেছে। অর্থাৎ তিনি যা দেখলেন তা কোন স্বপ্ন নয়, এ যে বাস্তবেই তার স্বামী। 'আমি তাকে এই স্থানেই দেখলাম,' তিনি নিজেই নিজেকে বললেন, 'তাকে দেখাচ্ছিল খুব করুণাকাত্তিক। তিনি মৃত এবং পীড়িত আমিও মারা যাবো। যখন তার সুন্দর শরীরটি তরুণমাল্যের মাঝে হারিয়ে যাবে তখন কি আমি স্থির থাকতে পারি? প্রিয় স্বামী আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না; আমি বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো না।'

প্রথম দিবালোকের আবির্ভাবেই তিনি চলে গেলেন বেলাভূমিতে, সেই অন্তরীপে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছিলেন সমুদ্রে তার স্বামীর পাল তুলে দেয়া। যখন তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সমুদ্রের দিকে দূরের জলরাশিতে তিনি কিছু একটা ভেসে থাকতে দেখলেন। স্রোতমালা ধেয়ে আসছিল সৈকতের দিকে এবং বস্তুটি নিকটতর থেকে আরো নিকটতর হতে লাগলো যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন যে এটি একটি শবদেহ। হৃদয়ে গভীর মমতা এবং ভয়ের অনুভূতিসহ তিনি এটিকে পর্যবেক্ষণ করলেন যখন এটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল তার দিকে। অবশেষে এটি চলে এল অন্তরীপের খুব কাছাকাছি, প্রায় তার পাশেই। এই তো সে, তার স্বামী। তিনি দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে, আর ত্রন্দনশীল কণ্ঠে বললেন, 'স্বামী, প্রিয়তম।' এবং অতঃপর এক বিস্ময়, তরঙ্গরাশিতে ডুবে যাওয়ার বদলে, তিনি এদের উপর দিয়ে উড়ে গেলেন। তার ছিল ডানা; তার শরীর ছিল পালকে আচ্ছাদিত। তিনি পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন পাখিতে। দেবতারা ছিলেন দয়ালু। তারা সেইসঙ্গেও একই পরিণতি দান করলেন। যখন অ্যালসীয়ন সেই শরীরের দিকে গেলেন তখন এটি উধাও হয়ে গেল, এবং তিনি তার মতো এক পাখিতে পরিণত হয়ে তার সাথে যোগ দিলেন। কিন্তু তাদের ভালোবাসা হারিয়ে গেল না। তাদেরকে সব সময়ই দেখা যেত এক সাথে, হয়তো উড়ে বেড়াচ্ছে বা সঞ্চালিত হচ্ছে তরঙ্গমালার মাঝে।

প্রতি বছরের শেষে সাতটি দিন থাকে যখন সমুদ্র থাকে নিস্তব্ধ এবং প্রশান্ত; কোন বায়ুস্রোতই আলোড়িত করে না তার জলরাশিকে। এই কটি দিন অ্যালসীয়ন সমুদ্রে ভাসমান পাখির বাসাগুলোতে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর সময় পায়। ছোট বাচ্চাগুলোকে তা দেয়া শেষ হলে পর্বটির সমাপ্তি ঘটে; কিন্তু প্রতি শীতেই এই অপার শান্তির দিনগুলো ফিরে আসে, এবং তার নামানুসারে এদেরকে বলা হয় অ্যালসীয়ন বা আরো পরিচিতরূপে, 'হ্যালসীয়ন'-এর দিন।

যখন প্রশান্ত পাখিরা তা দিতে বসে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের উপর।

পিগম্যালিয়ন এবং গ্যালাতিয়া

(এই উপাখ্যানটি বর্ণিত হয় কেবলমাত্র ওভিস কর্তৃক এবং এ কারণেই সের্গেই দেবীর নামটি হলো ডেনাস। একটি পৌরাণিক কাহিনীকে অলংকারময় করানো ক্ষেত্রে ওভিসের পারঙ্গমতার এটি এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন, যা অনুধাবনের জন্য যিহে ভ্রমকালে হবে আবার ভূমিকাটির দিকে)

সাইপ্রাসের এক স্বর্গীয় আশীর্বাদপুষ্ট তরুণ জন্মের পিগম্যালিয়ন ছিলেন নারী-বিদেষ্টা।

শ্রেমোপখ্যানের আটটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী

অপরিমেয় ক্রটির কারণে বীতশ্রদ্ধ, যা প্রকৃতিই দিয়েছে নারীকে।

তিনি কখনো বিয়ে না করার স্থির সংকল্প করেছিলেন। তিনি নিজেকে বোঝালেন, তার জন্য তার শিল্পকলাই যথেষ্ট অথচ তিনি যে মূর্তি নির্মাণ করলেন এবং যা নির্মাণে তিনি প্রয়োগ করলেন তার সবটুকু প্রতিভা তা ছিল এক নারী-মূর্তি। এতদিন যা তিনি মন থেকে এমনকি জীবন থেকেও এত সহজে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাকে পুরোপুরি বাতিল করতে পারলেন না, অথবা তিনি এক আদর্শ নারীর রূপ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছিলেন এবং মানুষকে দেখাতে চাইলেন, যে নারীকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই তার মাঝে কি কি গণাবলীর অভাব রয়েছে।

তিনি গভীর অনুরাগে মূর্তিটি নিয়ে কাজ করলেন দীর্ঘদিন ধরে এবং সৃষ্টি করলেন শিল্পকলার এক সুন্দরতম নিদর্শন। তিনি এটি নিয়ে মেতে থাকলেন এবং প্রতিদিন তার আঙুলের শিল্পিত স্পর্শে তা আরো সুন্দর হয়ে উঠতে লাগলো। মর্ত্যলোকে এমন কোন নারী নেই বা কখনো সৃষ্টি হয় নি এমন কোন নারী-মূর্তি যার সৌন্দর্য এর সাথে তুলনীয় হতে পারে। যখন এর শ্রেষ্ঠত্ব পৌঁছে গেল সর্বোচ্চ পর্যায়ে তখন এর সৃষ্টির ভাণ্ডে ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা : তিনি প্রেমে পড়লেন, তিনি গভীর আবেগময়ভাবে তার নিজেরই সৃষ্টির প্রেমে পড়লেন। এর ব্যাখ্যায় এটি অবশ্যই বলতে হবে যে, মূর্তিটিকে কোন মূর্তির মতো লাগছিল না ; কেউ চিন্তাও করতে পারে নি যে এটি আইভরি বা পাথরের তৈরি, এ যেন মানুষেরই উষ্ণ রক্ত মাংসে তৈরি, এর নেই শুধু চলৎশক্তি। অন্যকে তাক্সিলা প্রদর্শনকারী এই যুবকের ক্ষমতা ছিল এমনি বিশ্বয়কর। শিল্পের শ্রেষ্ঠতম অর্জনটি ছিল তার, যা ছিল এক অব্যক্ত শিল্পের এক নমুনা।

কিন্তু এর পর থেকেই যে নারী জাতিকে তিনি অবজ্ঞা করেছিলেন তারা তার উপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠলো। কোন প্রাণশীল কুমারীর আশাহত প্রেমিক কখনই পিগম্যালিয়নের মতো চরমভাবে অসুখী ছিল না। তিনি চুষন ছড়িয়ে দিলেন তার প্রণোদিত ঠোঁট দুটিতে,—তারা তাকে চুষ খেতে পারলো না ; তিনি অনুরাগের মৃদু স্পর্শ ছড়ালেন তার হাত এবং মুখমণ্ডলে—তাদের সাড়া মিললো না ; তিনি তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন—সে থেকে গেল শীতল এবং নির্বিকার। কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভান করতে চেষ্টা করতেন, যেমনটি শিশুরা করে তাদের খেলনার সাথে। তিনি একে একে পরাতেন মূল্যবান পরিচ্ছদ সামগ্রী, একটির পর একটি সজ্জা এবং উজ্জ্বল বর্ণের পোশাক দিয়ে চেষ্টা করছিলেন এবং ভাবছিলেন যে, সে সজুট হয়েছে। তিনি এমন সব উপহার সামগ্রী দিয়ে আসতেন যেগুলো পছন্দ করে রক্ত-মাংসের কুমারীরা। যেমন, ছোট ছোট পাখি বা চমৎকার কোন ফুল এবং ফেইথনের বোনের অশ্রুর মতো উজ্জ্বল সামগ্রীর পাথর এবং অতঃপর স্বপ্ন দেখতেন যে সে তাকে তার এই প্রবল ভালোবাসার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। তিনি রাতে তাকে শুইয়ে দিতেন তার শয়্যায় এবং তার জন্য সকল আরাম উষ্ণতার ব্যবস্থা করতেন, যেমনটি ছোট মেয়েরা করে থাকে তাদের পুতুলের জন্য। কিন্তু



পিগম্যালিয়ন এবং গ্যালাতিয়া

তিনি তো কোন শিশু ছিলেন না এবং তিনি তার অভিনয় চালিয়ে যেতে পারলেন না। অবশেষে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। তিনি ভালোবেসেছিলেন এক প্রাণহীন বস্তুকে এবং তিনি চরমভাবে হয়ে পড়লেন আশাহীন ও ভাগ্য বিড়ম্বিত।

এই অনন্য আবেগটি দীর্ঘদিন 'আবেগময় প্রেমের দেবী'-র অগোচরে থাকলো না। ভেনাস যা কিছু তার কাছে কদাচিত আসে একরূপ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। পিগম্যালিয়ন ছিলেন এক নতুন রকমের প্রেমিক এবং ভেনাস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন এমন এক যুবককে সাহায্য করতে যে হয়তো এখনো প্রেমমুগ্ধ এবং খাঁটি।

ভেনাসের ভোজনোৎসবের দিনটি অবশ্যই সাইপ্রাসে ছিল বিশেষভাবে সম্মানিত; সমুদ্রের ফেনা থেকে উথিত হবার পর যে দ্বীপটি তাকে প্রথম গ্রহণ করেছিল। তার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হলো সোনালি রঙের প্রলেপযুক্ত শিংবিশিষ্ট প্রচুর সংখ্যক বকনা গরু; তার অনেক বেদি হতে দ্বীপময় ছড়িয়ে পড়লো ধূপের স্বর্গীয় সুবাস, লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো তার মন্দির-প্রাঙ্গণ; অসুখী প্রেমিক না হয়েও সেখানে উপহার সামগ্রীসহ উপস্থিত ছিল অনেকেই, এই প্রার্থনায় যে প্রেমাস্পদ আরো কাছে আসবে। সেখানে, অবশ্যই পিগম্যালিয়নও ছিলেন। তিনিই কেবল দেবীকে এটি জিজ্ঞাসা করার দুঃসাহস দেখালেন যে, তিনি তার মূর্তিটির মতো কোন কুমারীকে কখনো খুঁজে পাবেন কিনা; কিন্তু ভেনাস জানতেন, সে প্রকৃতপক্ষে কি চাচ্ছিলেন। এবং তিনি তার প্রার্থনা যে মঞ্জুর হয়েছে এর প্রতীক রূপে যে বেদীর উপর সে দাঁড়িয়েছিলো তার উপর রক্ষিত অগ্নিশিখাটিকে উজ্জ্বলভাবে বায়ুতে তিনবার প্রজ্বলিত করে তুললেন।

এই শুভ সংকেতের তাৎপর্য বুঝে পিগম্যালিয়ন খুঁজে পেলেন তার গৃহ, এবং তার প্রেমাস্পদ, তার নিজেই সৃষ্টিকে, যাকে তিনি দিয়েছেন তার হৃদয়। সেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল তার ভিত্তির উপর, যেন এক অপরূপ সুন্দরী। তিনি ভালোবাসার কোমল স্পর্শ দিলেন এবং অতঃপর আবার পেছনে সরে আসলেন। এটি কি আত্ম-প্রবঞ্চনা নাকি সে প্রকৃতই তার স্পর্শে উষ্ণতা অনুভব করলো? তিনি তার ঠোঁটে ঐকে দিলেন চুম্বন এক দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন চুম্বন এবং অনুভব করলেন তার ঠোঁটের নিচে এদের ক্রমশ কোমল হয়ে পড়া। তিনি স্পর্শ করলেন তার বাহু, তার কাঁধ, বিলীন হয়ে গেল এদের সব কাঠিন্যতা। এটা অনেকটা সূর্যালোকে মোমের নরম হয়ে যাওয়ার মতো। তিনি জড়িয়ে ধরলেন তার কজি, সেখানে তখন নাড়িতে রক্তের স্পন্দন। তিনি ভাবলেন ভেনাসের কথা। এটি অবশ্যই দেবীই কাজ। এবং অনির্বচনীয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দভরে তিনি তার প্রেমাস্পদকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সে মৃদু হাসিতে তাকালো তার দিকে এবং লজ্জায় হয়ে উঠলো রাঙা।

ভেনাস সশরীরে উপস্থিত হয়ে তাদের বিয়েতে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু পরবর্তীতে কি ঘটেছিল তা আমাদের জানা নেই। শুধু এটুকু ছাড়া যে, পিগম্যালিয়ন কুমারী প্রেমিকাটির নাম রেখেছিলেন গ্যাল্যাতিয়া এবং তাদের পুত্র প্যাফোসের নামানুসারে হয় ভেনাসের এক প্রিয় নগরীর নাম।

বোসিস এবং ফিলোমোন

(এই কাহিনীর একমাত্র উৎস হলেন ওভিদ। এটি রূপকথার কাহিনীকে প্রায় বাস্তব বলে উপলব্ধি করানোর জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রতি তার অনুরাগ ও দক্ষতাকেই প্রকাশ করে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দেবতাদের ল্যাটিন নামগুলো।)

একদা পার্বত্য-দেশ ফ্রিজিয়াতে ছিল দুটি বৃক্ষ যাদেরকে দূরের বা কাছেই সকল চাষীই এক বিরাট বিশ্বয় বলে মানতেন। এদের একটি ছিল গুঁক গাছ এবং অপরটি লেবুগাছ, যদিও তাদের জন্য হয়েছিল একই গুঁড়ি থেকে। এটি কিভাবে ঘটলো তা দেবতাদের অপরিমেয় ক্ষমতা এবং তারা যেভাবে বিনয়ী ও ধার্মিককে পুরস্কৃত করতেন তারই এক প্রমাণ।

কখনো কখনো অলিম্পাসের উপরে বসে অ্যামব্রোজিয়া খেতে খেতে এবং নেক্টার পান করতে করতে জুপিটার যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবং এমনকি অ্যাপোলোর বীণার শব্দ শুনতে বা প্রেসদের নৃত্য দেখতেও ক্লান্তি অনুভব করতেন তখন তিনি নেমে আসতেন মর্তে, নিজেকে আড়াল করতেন মরণশীলের ছদ্মবেশে এবং বেরিয়ে পড়তেন নানান অভিযানে। এসব অভিযানে তার সঙ্গী হতেন মার্ক্যারি, যিনি ছিলেন সকল দেবতাদের মাঝে সবচেয়ে আমুদে, ধূর্ত এবং সম্পদ সন্ধানে সবচেয়ে দক্ষ। তার এই বিশেষ ভ্রমণে জুপিটার জানতে চেয়েছিলেন ফ্রিজিয়ার লোকজন কেমন অতিথিপরায়ণ। তার কাছে আতিথেয়তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সকল অতিথি যারা কোন নতুন স্থানে আশ্রয় খুঁজে ফেরে, ছিল তারই তত্ত্বাবধানে।

সেমতে দুই দেবতা দরিদ্র পথিকের বেশ ধরলেন এবং পথে পথে হেঁটে বেড়ালেন। তারা তাদের পথে প্রতিটি পর্ণকুটির এবং প্রাসাদোপম বাড়িগুলোতে করাঘাত করলেন খাবার এবং আশ্রয় চেয়ে। কিন্তু কেউই রাজি হলো না। প্রতিবারই তারা প্রত্যাখ্যাত হলো অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে এবং তাদের মুখের উপরেই দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। তারা শতবার চেষ্টা করলেন সবাই তাদের সাথে একই ব্যবহার করলো। অবশেষে তারা হাজির হলেন দারিদ্র্য পীড়িত এক ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে, যা ছিল তাদের দেখা যেকোনটির চাইতে দরিদ্রতর যার ছাদ ছিল কেবলমাত্র নলখাগড়ায় ছাওয়া। কিন্তু এখানে যখন তারা কড়া নাড়লেন তখন দরজাটি খুলে গেল প্রশস্তভাবে এবং একটি উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর তাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলো। নিচু প্রবেশদ্বারের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় তাদেরকে অবনত হয়ে যেতে হলো, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের পর তারা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলেন এক হিমছাম এবং পরিচ্ছন্ন কক্ষে যেখানে মায়াভরা চোখে তাদেরকে স্বাগত জানালেন এক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এবং তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো।

বৃদ্ধাটি আগুনের পাশে একটি বেঞ্চ স্থাপন করে তাদেরকে এর উপর আরাম করে শুয়ে পড়তে বললো এবং তাদের ক্লান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিশ্রাম দিতে বললো। আর বৃদ্ধাটি এর উপর বিছিয়ে দিল একটি নরম চাদর। সে আগন্তুকদেরকে বললো যে, তার নাম বোকিস এবং তার স্বামীর নাম ফিলোমোন। তারা তাদের বিবাহিত জীবনের পুরোটাই কাটিয়েছে এই পর্ণকুটিরে এবং সারা জীবনই তারা সুখী। 'আমরা দরিদ্র,' সে বললো, 'কিন্তু আপনি যখন দারিদ্র্যকে মেনে নিতে ইচ্ছুক হবেন তখন এটি তত খারাপ কিছু নয় এবং নিজের যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট আত্মাটিও সর্বদাই বড় সাহায্যকারী।' যতক্ষণ সে কথা বলছিল ততক্ষণ সে তাদের জন্য কিছু একটা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। সে অন্ধকার চুল্লির যথেষ্ট তলদেশের ছাইয়ের নিচের কয়লায় বাতাস দিল ততক্ষণ যতক্ষণ না আগুনের প্রজ্বলন ঘটলো। সে এর উপর পানি ভর্তি একটি ছোট কেতলি বসিয়ে দিল, এবং যখন তা ফুটতে আরম্ভ করলো ঠিক তখনই তার স্বামী বাগান থেকে তুলে নেয়া একটি চমৎকার বাঁধাকপি নিয়ে ঢুকলো। শূকরের মাংসের সাথে মিশিয়ে তা চুল্লিতে চড়ানো হলো। যখন তা রান্না হয়ে গেল তখন বোকিস একটি টেবিল স্থাপন করলো তার কম্পমান বুড়ো হাতে। টেবিলের একটি পা ছিল খাটো কিন্তু ভাঙা বাসনের একটি টুকরা দ্বারা সে এটিকে ভারসাম্যে রাখলো। ছাইয়ে পোড়ানো কিছু জলপাই, মূলা জাতীয় সব্জি এবং কয়েকটি ডিম সে স্থাপন করলো বোর্ডের উপর। এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাঁধাকপি এবং শূকরের মাংস, এবং বৃদ্ধাটি টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে দিল দুটি গদিয়ুক্ত আসন এবং তার অতিথিদেরকে অনুরোধ করলো এতে হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করতে।

এরপর সে তাদের জন্য একটি বিচ কাঠের পেয়ালা এবং একটি পোড়ামাটির পাত্র করে নিয়ে এল ভিনেগার সদৃশ মদ, যাতে মেশানো ছিল যথেষ্ট পরিমাণ পানি। ফেলোমোন নৈশভোজের সাথে এহেন আনন্দ যোগ করতে পেরে যারপরনাই সুখী এবং গর্বিত বোধ করলো এবং প্রতিটি পেয়ালা নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে তা পুনরায় পূর্ণ করার দিকে খেয়াল রাখলো। বয়োবৃদ্ধ দম্পতি তাদের অতিথিদের সাফল্যে এতটাই সন্তুষ্ট এবং উত্তেজিত ছিল যে, একটি অল্পত ব্যাপার তাদের সামনে উন্মোচিত হলো খুবই ধীরে ধীরে। পাত্রটি সর্বদাই মূর্ছা পরিপূর্ণ থাকছিল। এটি হতে যত পেয়ালা মদই তুলে নেয়া হোক না কেন, মদের পরিমাণ একই থাকলো, এটি থাকলো কানায় কানায় পরিপূর্ণ। যখন তারা এই বিষয়টি লক্ষ্য করলো তখন তারা ভয়ে একে অপরের দিকে তাকালো এবং চোখ নিম্নলিখিত করে প্রার্থনা করলো নীরবে, নিঃশব্দে। অল্পতের কম্পমান কণ্ঠে তাদের দরিদ্র আপ্যায়নের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। 'আমাদের একটি রাজহংসী আছে,' বৃদ্ধাটি বললো, 'আমাদের উচিত যা আপনাদের জন্য উৎসর্গ করা ; কিন্তু

আপনারা যদি কেবল কিছুটা সময় অপেক্ষা করতেন তবে তা একুণি করে ফেলা যেত।' কিন্তু রাজহংসীটি ধরা ছিল তাদের সাধের বাইরে। তারা বৃথাই চেষ্টা করলো যতক্ষণ না তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো, জুপিটার ও মার্কুরি তা দেখে খুবই আনন্দিত বোধ করলেন।

কিন্তু যখন পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফেলোমোন এবং বোসিস এ কাজের ক্ষান্তি দিল তখন দেবতারা ভাবলেন যে, এখন সময় হয়েছে কিছু একটা করার। তারা প্রকৃতই ছিলেন খুব দয়ালু। 'তোমরা হলে দেবতাদেরকে আতিথ্য প্রদানকারী' তারা বললেন, 'এবং তোমরা অবশ্যই তোমাদের পুরস্কার পাবে। এই মন্দ দেশ যা অবজ্ঞা করে দরিদ্র আগন্তুকদেরকে তা অবশ্যই চরম শাস্তি পাবে, কিন্তু তোমরা নও।' তখন তারা বৃদ্ধ দম্পতিটিকে তাদের সাথে পর্ণ কুটিরের বাইরে নিয়ে এলেন এবং তাদেরকে তাদের চারদিকে তাকাতে বললেন। বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে তারা দেখলো কেবলই জলরাশি। অদৃশ্য হয়ে গেছে পুরো গ্রামাঞ্চল। তাদেরকে ঘিরে রেখেছে এক বিশাল হ্রদ। প্রতিবেশীরা এই বৃদ্ধ দম্পতির সাথে সদাচরণ করতো না, তবু সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের পরিণতির কথা ভেবে তারা অশ্রু সঞ্চার করতে পারলো না। কিন্তু হঠাৎ তাদের অশ্রুপাত থেমে গেল এক অপার বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে। তাদের চোখের সামনেই তাদের ক্ষুদ্র, অনুচ্চ পর্ণকুটিরটি যা দীর্ঘদিন ধরে ছিল তাদের আবাসগৃহ, তা পরিণত হলো সবচেয়ে শ্বেত মার্বেলের রাজকীয় স্তম্ভময় এবং স্বর্ণ-ছাদ বিশিষ্ট এক মন্দিরে।

'ওউ জনেরা' জুপিটার বললেন, 'যা কিছু খুশি প্রার্থনা কর এবং তোমাদের ইচ্ছে পূরণ হবে।' বৃদ্ধ দম্পতিটি খুব দ্রুত পরস্পরের মধ্যে কানে কানে কিছু একটা বললো, অতঃপর ফেলোমোন কথা বলে উঠলো। 'আমরা তোমাদের যাজক হতে চাই আর তোমাদের জন্য এই মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে চাই—এবং আহা, যেদিন থেকে আমরা একত্রে বসবাস করছি, সেদিন থেকে আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হইনি। আমরা যেন একত্রে মরতে পারি সেই ব্যবস্থা করুন।'।

দেবতাগণ সম্মতি দিলেন, দুজনের ব্যাপারেই তারা ছিলেন যথেষ্ট সন্তুষ্ট। সেই বিশাল প্রাসাদোপম মন্দিরের সেবায় তারা নিয়োজিত থাকলো দীর্ঘদিন এবং চমৎকার চুল্লির তাপে তাদের উষ্ণ ও আরামদায়ক ঘরটির কথা ভেবে তারা আকুল হতো কিনা তা কাহিনীটি থেকে জানা যায় না। কিন্তু মার্বেল ও স্বর্ণে সজ্জিত মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তারা তাদের অতীত জীবন নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে উঠলো, যে জীবন এত কষ্টের হওয়ার পরেও ছিল কত না সুখের। এখন তারা দুজনেই অতিবৃদ্ধ। যখন তারা স্মৃতি বিনিময় করছিল অকস্মাৎ তারা একে অপরের গায়ে পত্র-পল্লব গজিয়ে উঠতে দেখলো। অতঃপর তাদের চারদিকে জন্মালো গাছের বাকল। তারা কেবল চিৎকার করার সময়টুকুই পেল, 'বিদায়, প্রিয়সঙ্গী।' শব্দগুলো

তাদের ঠোট থেকে বেদিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা কৃষ্ণে পরিণত হলো, কিন্তু তখনও তারা ছিল একত্রে। সেবু এবং ওক গাছ জনু নিল একই ঠুঁড়ি থেকে।

দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে এই বিশ্বয়ের প্রশংসা করতে এবং সেই ধার্মিক ও বিশ্বস্ত যুগলের সম্মানে গাছদ্বয়ের শাখায় শাখায় সর্বদা ঝুলানো থাকতো ফুলের মালা।

এন্টিমিয়ন

(আমি এই উপাখ্যানটি নিয়েছি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কবি থিওক্রিটাসের কাছ থেকে। তিনি বর্ণনা করেন বিতর্ক গ্রিক কৌশলে, সহস্র এবং সংযতভাবে।)

এই যুবক, যার নাম এত বিখ্যাত, তার কাহিনীটি অতি সংক্ষিপ্ত। কোন কোন কবি বলেন তিনি ছিলেন একজন রাজা, কেউ বলেন শিকারী, কিন্তু বেশির ভাগই বলেন যে, তিনি ছিলেন এক মেঘপালক। সকলেই একমত যে, তিনি ছিলেন অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী এবং এটিই ছিল চরম দুর্ভাগ্যের কারণ।

মেঘ পালক এন্টিমিয়ন

যখন তার পশুদলকে পাহারা দিচ্ছিল

তখনই চন্দ্রদেবী, সেলিনি

দেখে ফেললেন তাকে, প্রেমে পড়লেন তার,

খুঁজে ফিরলেন তাকে।

স্বর্ণ থেকে এলেন ল্যাটমাসের বনের ভিতরে,

চুষন করলেন তাকে, শায়িতা হলেন তার পাশে।

তার ভাগ্য ছিল আশীর্বাদ ধন্য।

এর পর সে মগ্ন হয়ে পড়লো সুখ নিদ্রায়,

চিরদিনের জন্য,

নিরবচ্ছিন্নতায়, নীরবতায়, ঘুমিয়ে থাকলেন

মেঘ পালক এন্টিমিয়ন।

তিনি আর কখনই জেগে উঠলেন না তার উপর অস্বস্তি হয়ে থাকা উজ্জ্বল রূপালি অবয়বটিকে দেখার জন্য। সকল কাহিনীতেই তিনি চিরতরে নিদ্রাবিভোর, অমর কিন্তু কখনই চেতনাশীল নন। অপরূপ সৌন্দর্য সুধা নিয়ে তিনি নিথর হয়ে পড়ে থাকেন পার্বত্য অঞ্চলের পাশে, যেন সত্যের সমান ব্যবধানে। তবু তার মাঝে থেকে যায় উষ্ণতা আর প্রাণের স্পন্দন, এবং রাতের পর রাত চন্দ্রদেবী এসে তাকে আচ্ছাদিত করে দিয়ে যান তার চুষনে চুষনে। কথিত হয় যে, এই যাদুময়ী নিদ্রাটি

তারই চাতুর্যে সৃষ্ট। তিনি তাকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে দিলেন যাতে তিনি তাকে পেতে পারেন এবং তাকে যখন খুশি তখন প্রেমময় স্পর্শে ভরে তুলতে পারেন। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, তার গভীর আবেগ অনেক দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ শুধু এক যন্ত্রণার বোঝা বয়ে আনতো তার জন্য।

দাফনি

(এই কাহিনীটি শুধুমাত্র ওভিদ-ই বর্ণনা করেন। একজন রোমানের পক্ষেই কেবল এটি রচনা করা সম্ভব। একজন গ্রিক কবনই একজন বন-পরীর জন্য সম্ভ্রান্ত পোশাক ও কেশবিন্যাসের কথা ভাবেন না।)

দাফনি স্বাধীনচেতা এবং প্রেম ও বিবাহকে ঘৃণাকারী সেই সব তরুণী শিকারীদের অন্যতম ছিলেন, পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে যাদের উপস্থিতি প্রায়শই চোখে পড়ে। তাকেই অ্যাপোলোর প্রথম প্রেমিকা বলে মনে করা হয়। অ্যাপোলোর কাছ থেকে তার পালিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। দেবতাদের প্রেমাসক্তির কারণে একের পর এক কুমারী মেয়েরা হয় তাদের ঔরসজাত সন্তানকে গোপনে হত্যা করতো অথবা নিজেই আত্মহত্যা করতো। এরকম ক্ষেত্রে কেউ বড়জোড় প্রত্যাশা করতো দেশান্তরী এবং অনেক নারী একে মৃত্যুর চেয়েও জঘন্যতর বলে মনে করতো। ককেশাসের উঁচু পাহাড়ে সমুদ্র-পরীরা যখন দেখলো প্রমিথিউসকে, তখন তারা তাকে বললো—

তুমি যেন, আর কখনো, দেখতে না পাও আমাকে
দেবতাদের কোমল শয্যার অংশীদার হয়ে।
যেন স্বর্গবাসী কেউই আর কখনো
আমার কাছে ভিড়তে না পারে।
দেবতাদের এক্রূপ ভালবাসা,
যাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হতে পারে না কেউ,
তা যেন কখনো আমার না হয়।
দেব-প্রেমিকের সাথে যুদ্ধ, কোন যুদ্ধ নয়,
এ কেবলই এক হতাশা।

দাফনির এর সাথে পুরোপুরি একমতই হওয়ার কথা। কিন্তু সে এমনকি কোন মরণশীল প্রেমিককেও কামনা করে নি। তার শিকার, কার্যত নদী-দেবতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ সে সকল সুদর্শন ও উপযুক্ত পাণিপ্রার্থীকেই প্রত্যাখ্যান করলো। তিনি তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করতেন এবং আফসোস করে বলতেন, 'আমি কি কখনো

মাতামহ হতে পাববো না ?' কিন্তু যখন সে তাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরতো এবং মিষ্টি কথায় তাকে প্রলুব্ধ করে বলতো, 'পিতা, প্রিয়তম, আমাকে ডায়ানার মতো হতে দাও, তখন তিনি হার মানতেন এবং সে চলে যেত গভীর অরণ্যে, নিজের স্বাধীনতায় পরম সুখ অনুভব করে।

কিন্তু অবশেষে তাকে দেখলেন অ্যাপোলো এবং সেই সাথে তার সবকিছুই শেষ হয়ে গেল। সে তখন শিকারে ব্যস্ত, তার পোশাক ছিল হাঁটু পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তার বাহু ছিল নগ্ন, তার চুল ছিল বন্য ও অবিন্যস্ত। তবু তাকে লাগছিল অপূর্ব সুন্দরী। অ্যাপোলো ভাবলেন, 'তাকে কত সুন্দরীই না লাগবে যখন সে চমৎকার পোশাক পরবে আর তার চুল থাকবে পরিপাটি করে সাজানো ?' যে আত্মনে পুড়ে তার হৃদয় থাক হচ্ছিল এই চিন্তা তা আরো উষ্ণে দিল এবং তিনি তার সন্ধানে যাত্রা শুরু করলেন। দাফনি পালিয়ে গেল এবং সে দৌড়াতে পারতো খুব দ্রুত। এমন কি প্রথম দিকে অ্যাপোলো তার সাথে কুলিয়ে উঠতো পারছিলেন না ; তথাপি শীঘ্রই তিনি তাতে সফল হলেন। যখন তিনি দৌড়ালেন তখন তিনি তার কণ্ঠস্বরকে পাঠিয়ে দিলেন দাফনির অগ্রভাগে, তিনি তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, তাকে প্ররোচিত করলেন, তাকে পুনঃনিশ্চয়তা দিলেন। 'ভয় পেয়োনা' তিনি বললেন। 'খামো এবং তাকিয়ে দেখ আমি কে, নিষ্ঠুর, বিকটদর্শন বা কোন মেঘপালক নই। আমি হল্যাম ডেলফির রাজা এবং আমি তোমাকে ভালবাসি।'

কিন্তু দাফনি পালিয়ে যেতেই লাগলো, এমনকি পূর্বের চাইতে আরো বেশি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে। অ্যাপোলো যদি প্রকৃতই তাকে অনুসরণ করতে থাকেন, তবে ব্যাপারটা হবে খুবই আশাহীন, কিন্তু সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। সময় ঘনিয়ে আসছিল ; সে তার ঘাড়ের উপর অনুভব করলো তার নিশ্বাস, তখনই সামনে চোখে পড়লো বৃক্ষরাজি এবং সে দেখতে পেল তার পিতার নদী। সে আত্ননাদ করে তাকে বললো, 'আমাকে সাহায্য কর। পিতা, আমাকে সাহায্য কর।' এই কথার পরই তার উপর নেমে এল নিশ্চল করে দেয়া এক অসাড়তা, যে ভূমিতে এতক্ষণ সে এত দ্রুত দৌড়াচ্ছিল মনে হচ্ছিল সেখানেই যেন তার পা প্রোথিত হয়ে যাচ্ছিল। গাছের বাকল তাকে ছেয়ে ফেলতে লাগলো ; পল্লবিত হতে লাগলো পত্ররাজি। সে একটি গাছে পরিণত হয়ে গেল, লরেল গাছ।

অ্যাপোলো এই রূপান্তরটি দেখলেন হতাশা এবং দুঃখভরে। 'ওহে সুন্দরতম কুমারী, তুমি আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেলে,' তিনি তার লোক প্রকাশ করলেন। 'কিন্তু নিদেনপক্ষে তুমি আমার বৃক্ষতো হবে। তোমার জ্ঞাতা দ্বারা আমার বিজয়ী যোদ্ধারা তাদের ঢালের অগ্রভাগ মালায় জড়িয়ে দেবে। তুমি আমার সকল সাফল্যের অংশ হবে। যেখানেই গানের সুবাস উঠবে এবং ঘটবে গল্পের বিস্তার, সেখানেই একত্রিত হবে অ্যাপোলো এবং তার লরেল। সুন্দর উজ্জ্বল পত্রপল্লবময় বৃক্ষটি যেন পরম আনন্দে সম্মতিসূচক ভাবে তার শীর্ষভাগ ঈষৎ অবনত করলো।

অ্যালফিউস এবং অ্যারিথিউসা

(এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হয় কেবলমাত্র ওভিদ কর্তৃক। তার এই বর্ণনায় এমন কিছু নেই যা উদ্ভেদযোগ্য। শেষে উল্লিখিত কাব্যংশটি নেয়া হয়েছে আলেকজান্দ্রীয় কবি মন্ডাসের রচনা থেকে।)

সিসিলির সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী সিরাকিউজের অংশবিশেষ ছিল অর্টিজিয়া নামক একটি দ্বীপ। সেখানে ছিল অ্যারিথিউসা নামে এক পবিত্র নির্ঝর। অথচ একদা অ্যারিথিউসা ছিল না কোন জলধারা বা এমনকি কি কোন জলপরীও নয়, সে ছিল এক সুন্দরী শিকারী মেয়ে এবং আর্টেমিসের এক সহচরী। আর্টেমিসের মতো সেও ছিল পুরুষদের ব্যাপারে অনাগ্রহী এবং তার মতো সে-ও পছন্দ করতো শিকার কার্য এবং বনের স্বাধীনতা।

কোন একদিন শিকার শেষে ক্লান্ত ও তাপদগ্ন হয়ে সে এসে উপস্থিত হলো রূপালি উইলো বৃক্ষের ছায়াবৃত এক স্ফটিক-স্বচ্ছ নদীর ধারে। স্নানাদির জন্য এর চাইতে চমৎকার স্থান ছিল কল্পনাভীত। অ্যারিথিউসা নগ্ন হলো এবং নেমে গেল শীতল ও আরামদায়ক জলে। কিছুক্ষণ সে এদিক-ওদিক সাঁতার কাটলো পরম প্রশান্তিতে; হঠাৎ সে তার নিচে কিছু একটার নাড়া অনুভব করলো। আতংকে সে উঠে এল তীরে—এবং যখন সে এটি করলো তখন সে গুনতে পেল একটি কণ্ঠস্বর : ‘এত তাড়া কেন তোমার, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা?’ পেছনে না তাকিয়েই সে নদীর তীর থেকে পালিয়ে গেল বনের দিকে এবং ভয় থেকে জাত সবটুকু বেগে সে দৌড়ালো। তাকে প্রবলভাবে তাড়া করছিলেন এমন একজন যে তার চাইতে দ্রুতগামী না হলেও তার চাইতে শক্তিশালী। অচেনা কণ্ঠটি তাকে থামতে বললেন। তাকে বললেন যে, তিনি নদীর দেবতা, অ্যালফিউস এবং তিনি তাকে অনুসরণ করছিলেন এজন্য যে, তিনি তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু সে তার কিছুই চাইল না এবং পালানো ছাড়া তার মনে অন্য কোন ভাবনা কাজ করছিল না।

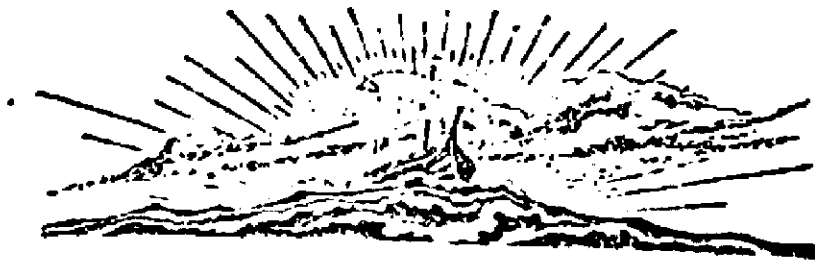
পশ্চাদ্ধাবনটি চলতে থাকলো দীর্ঘ সময় ধরে, কিন্তু উদ্দেশ্যটি ছিল সন্দেহাতীত; তিনি কেবল মেয়েটির তুলনায় অধিক দূরত্ব দৌড়ানো অব্যাহত রাখলেন। শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লো অ্যারিথিউসা এবং সাহায্য প্রার্থনা করলো তার দেবীর কাছে এবং তার প্রার্থনা বৃথা গেল না। আর্টেমিস তাকে এক নির্ঝরে পরিণত করলেন এবং মর্তকে এমন ভাবে চিরে ফেললেন যে সমুদ্রের নিচে গ্রিস থেকে সিসিলি পর্যন্ত সৃষ্টি হলো একটি সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ। অ্যারিথিউসা নিমজ্জিত হয়ে গেল এবং আবির্ভূত হলো অর্টিজিয়াতে; আর যে স্থানটিতে তার জলরাসি ব্রহ্মরূপে ভেসে উঠে তা আর্টেমিসের কাছেও এক পবিত্র স্থান।

কিন্তু এমনটি বলা হয়ে থাকে যে, ডাউডেসে অ্যালফিউসের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। কাহিনীটি এরূপ যে, দেবতা নিজেও নদীতে পরিণত হয়ে তাকে অনুসরণ

করলেন সেই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এবং তার জলরাশি মিশে গেল অ্যারিথিউসার জলরাশির সাথে ঋণাধারার মাঝে । কথিত আছে যে, গ্রিক ফুলসমূহকে প্রায়ই উঠে আসতে দেখা যায় এর তলদেশ থেকে, এবং গ্রিসে যদি অ্যালফিউসের জলে নিক্ষেপ করা হয় কোন কাঠের পেয়ালা তবে তা পুনঃআবির্ভূত হয় সিসিলিতে অ্যারিথিউসার জলে ।

অ্যালফিউস তার জলরাশিসহ পথ খুঁজে নেয় গভীর তলদেশ দিয়ে,
বয়ে চলে অ্যারিথিউসার পানে কণের উপহার সামগ্রী,
শুভ্র পাতা এবং ফুল নিয়ে,
অদ্ভুত সব উপায়ের উদ্ভাবক হলো প্রেম,
যেন সেই দুষ্ট বালক, যে শুধুই অনিষ্ট করে ।
প্রেম তার জাদুর স্পর্শে ছুটে চলতে শেখালো এক নদীকে ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



সাত

স্বর্ণ মেঘের চামড়া আনার অভিযান

(এটি হলো চিরায়ত কালের দিনগুলোতে খুব জনপ্রিয় এক দীর্ঘ কবিতার শিরোনাম, যার রচয়িতা হলেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের রোডসের কবি অ্যাপোলোনিয়াস। তিনি এই অভিযানের কাহিনীটি পুরোপুরিই বর্ণনা করেন কেবলমাত্র জ্যাসন এবং পেলেকাসের অন্যতম কাহিনীটি ব্যতীত, যা আমি গ্রহণ করেছি পিভার থেকে। এটি তার বিখ্যাত এক কাব্য-গীতার বিষয় বস্তু, যা রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথম অংশে। অ্যাপোলোনিয়াস তার কবিতাটি সমাপ্ত করেন বীরগণের গ্রিসে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে। আমি এর সাথে যোগ করেছি সেখানে জ্যাসন এবং মিডিয়া যা করেছিলেন তার বর্ণনা। আর আমি তা গ্রহণ করেছি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ট্র্যাজিক কবি ইউরিপিডেস হতে, যাকে তিনি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক নাটকের কাহিনী বানিয়েছিলেন।

এই তিনজন লেখক পরস্পরের সাথে খুবই বিসদৃশ। কোন গদ্য-শব্দভরই পিভারের ধারণার পরিচায়ক নয়, হয়তো কেবলমাত্র স্পষ্ট ও অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্রে তার অসামান্য ক্ষমতার কিছুটা প্রকাশ। 'ইনিড'-এর পাঠকদের অ্যাপোলোনিয়াসের মাধ্যমে মনে পড়ে যাবে ভার্জিল-এর কথা। ইউরিপিডেসের 'মিডিয়া, এবং অ্যাপোলোনিয়াসের 'নাটিকা' এবং ভার্জিলের 'দিদো'-এর মাঝে পার্থক্যটি একটি বিশেষ মাত্রার গ্রিক ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্যই পরিমাপক।)

ইউরোপে প্রথম যে বীর কোন বড় অভিযানে যাত্রা করেন তিনি ছিলে স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার অভিযানের দলনেতা। তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রিক অভিযাত্রী, 'অডিসি'-র দলনেতার সম্ভবত এক প্রজন্ম পূর্বে জীবিত ছিলেন। এটি অবশ্যই ছিল এক নদী-পথে অভিযাত্রা। নদী, হ্রদ আর সমুদ্রই ছিল তখন যোগাযোগের মাধ্যম, ছিল না কোন সড়ক-যোগাযোগ। শুধু গভীর সমুদ্রেই নয়, স্থলভাগেও অভিযাত্রীরা মোকাবেলা করতো মারাত্মক সব বিপদ। রাতে কোন জাহাজ চলাচল করতো না, এবং যেখানেই নাবিকেরা জাহাজ ভেড়াতো সেখানেই হয়তো লুকিয়ে থাকতো কোন দৈত্য বা জাদুকর, যা বড় বা জাহাজ ডুবির চাইতেও বেশি ভয়ংকর ক্ষতি সাধন করতে পারতো। বিশেষত গ্রিসের বাইরে অভিযাত্রার জন্য প্রয়োজন পড়তো অতীব সাহসের।

স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার অভিযানে যারা 'আর্গো' নামক জাহাজে যাত্রা করেছিলেন সেইসব বীরদের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন কাহিনী এই

ঘটনাটিকে অধিকতর ভালোভাবে প্রমাণ করতে পারতো না। এমন সন্দেহ জাগতেই পারে যে, প্রকৃতই এরূপ কোন সমুদ্র-যাত্রা আদৌ ঘটেছিল কিনা যাতে নাবিকদেরকে এত বেশি এবং এত বিচিত্র সব বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অবশ্য তারা সকলেই ছিলেন স্বনামধন্য বীর, তাদের কেউ ছিলেন খ্রিসের শ্রেষ্ঠ বীর, এবং তারা তাদের অভিযানের জন্য যোগ্যই ছিলেন।

স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার কাহিনীটির সূত্রপাত ঘটে অ্যাথামাস নামক এক গ্রিক রাজার মাধ্যমে যিনি তার স্ত্রীর প্রতি বিরাগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাকে দূরে সবিয়ে রেখে রাজ কুমারী ইনোকে বিয়ে করেন। তার প্রথম স্ত্রী, নেফেলি তার দুই সন্তানকে নিয়ে আতংকে ছিলেন, বিশেষত তার ছেলে ফ্রিন্সাসকে নিয়ে। তিনি ভাবলেন যে, দ্বিতীয় স্ত্রীটি, হয়তো তাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে যাতে তার নিজ পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকার হতে পারে, এবং তার ধারণাই ঠিক ছিল। এই দ্বিতীয় স্ত্রীটি এসেছিলেন এক বিখ্যাত পরিবার থেকে। তার পিতা ছিলেন থিবিসের স্বনামধন্য রাজা, ক্যাডমাস; তার মা এবং তিন বোন ছিলেন নিম্নলিখিত জীবনের অধিকারী। কিন্তু ইনো নিজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন সেই ছোট্ট ছেলেটির মৃত্যু ঘটানোর জন্য এবং তিনি তা করার জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা ফেঁদে বসলেন। যেভাবেই হোক তিনি সকল শস্য বীজের মালিকানা পেয়েছিলেন, এবং কৃষকরা বপন করার পূর্বেই তিনি এগুলোকে তাপে নষ্ট করে ফেললেন; ফলে, আদৌ কোন ফসলই ফললো না। যখন রাজা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে একজন লোককে পাঠালেন এটা জানতে যে, এই ঘোরতর বিপদে তার কি করা উচিত, ইনো বার্তাবাহকটিকে প্ররোচিত করলেন অথবা খুব সম্ভবত, তাকে উৎকোচ দিয়ে এটা বলতে বাধ্য করলেন যে, ভবিষ্যদ্বক্তা ঘোষণা করেছেন যে, আর কখনো ফসল ফলবে না যদি না তারা তরুণ রাজপুত্রটিকে উৎসর্গ না করে।

অনাহারের ভয়ে উৎকণ্ঠিত জনগণ রাজাকে তা মেনে নিতে এবং ছেলেটির মৃত্যু অনুমোদন করতে বাধ্য করলো। পরবর্তী গ্রিকগণের কাছে এরকম উৎসর্গের ধারণা আমাদের কালের মতোই ছিল ভয়ংকর এবং যখন এটি কোন কাহিনীতে কোন ভূমিকা রাখতো তারা একে প্রায়ই পরিবর্তিত করে ফেলতো অপেক্ষাকৃত কম ভয়ংকর কোন কিছুতে। প্রচলিত কাহিনীটি এরূপ যে, যখন ছেলেটিকে নেয়া হলো বেদিতে তখন বিতচ্ছ স্বর্ণের পশমময় এক বিশ্বয়কর মেঘ তাকে এবং তার বোনকে হঠাৎ উপরে তুলে নেয় এবং তাদেরকে বয়ে নিয়ে গেল বায়ুর ভিতর দিয়ে। হার্মিস তাকে পাঠিয়ে ছিলেন তাদের মায়ের শ্রাধ্দের জবাবে।

যখন তারা ইউরোপ এবং এশিয়াকে বিভাজনকারী সংকীর্ণ প্রণালীটি অতিক্রম করছিল, তখন, মেয়েটি, যার নাম ছিল হেলি, লিটল গেল এবং পড়ে গেল জলে। সে ডুবে মারা গেল; এবং প্রণালীটির নাম হলো তার নামে: হেলির প্রণালী, হেলিসপট। ছেলেটি ভূমিতে নেমে এল নিরাপদে, 'অবহুসুলভ সমুদ্রের' (কৃষ্ণ সাগর, যা আজও বহুসুলভ হয়ে উঠেনি) উপকূলে, কলচিসদের দেশে। কলসিয়রা

ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর জনগোষ্ঠী। তবু, তারা মনয় হলো ফ্রিঙ্কাসের প্রতি : তাদের রাজা ইটিজ তার এক কন্যার সাথে ফ্রিঙ্কাসের বিবাহ দেন। এটি অশোভন মনে হতে পারে যে নিজে নিরপদে রক্ষিত হওয়ার কৃতজ্ঞতায় ফ্রিঙ্কাস তাকে রক্ষাকারী মেঘটিকেই জিউসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন : কিন্তু তিনি তা-ই করলেন, এবং তিনি মূল্যবান স্বর্ণ-মেঘের চামড়া দিয়ে দিলেন রাজা ইটিজকে।

ফ্রিঙ্কাসের ছিল এক পিতৃবা যিনি অধিকার সূত্রে ছিলেন গ্রিসের এক রাজা, কিন্তু পেলিয়াস নামক তারই এক ভ্রাতৃপুত্র তার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নেয়। রাজার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, জ্যাসন, যে ছিল রাজত্বের ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারী, তাকে গোপনে দূরের এক নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলো, এবং যখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক হলো তখন সে নির্ভয়ে ফিরে এসে তার দুষ্ট চাচাতো ভাইটির কাছ থেকে রাজত্ব দাবি করলো।

জবর দখলকারী পেলিয়াস এক ভবিষ্যদ্বক্তার কাছ থেকে জেনেছিলেন যে, তার এক আত্মীয়ের হাতে তার মৃত্যু হবে এবং তাকে সাবধান হতে হবে যেকোন জনের কাছ থেকে যার পায়ে থাকবে একটি মাত্র চপ্পল। যথা সময়ে এমন এক ব্যক্তি শহরে এসে হাজির হলো। তার একটি পা ছিল নগ্ন, যদিও শরীরের অন্য সব অংশে সে ছিল চমৎকারভাবে সজ্জিত, তার সুদর্শন শরীরে জড়ানো ছিল সুশোভন পোশাক, কাঁধের চারদিকে ছড়ানো ছিল চিতা বাঘের চামড়া। সে তার চুলের উজ্জ্বল বন্ধনগুলো কেটে ফেলে নি এবং এগুলো মৃদু তরঙ্গ তুলে নেমে গিয়েছিল তার পৃষ্ঠদেশে অবধি। সে সোজা চলে গেল শহরের অভ্যন্তরে এবং জনাকীর্ণ বাজার এলাকায় প্রবেশ করলো নিঃশব্দ চিত্তে।

কেউই তাকে চিনতে পারলো না, কিন্তু তাকে দেখে সবাই বিস্মিত বোধ করলো এবং বললো যে 'তিনি কি হতে পারেন অ্যাপোলো ? অথবা আফ্রোদিতির অধিকর্তা ? পোসাইডনের সাহসী পুত্রদের কেউ নয়, কারণ তারা মৃত।' কাজেই তারা একে অপরকে প্রশ্ন করলো। কিন্তু এই খবরে পেলিয়াস ছুটে এলেন হস্তদন্ত হয়ে এবং যখন তিনি একটি মাত্র চপ্পল দেখলেন, তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি তার চিত্তে ভয় নুকিয়ে রেখে আগন্তুককে বললেন যে : 'তোমার পিতৃভূমি কোন্ দেশে ? কোন ষ্ণ্য ও নোংরা মিথ্যা নয়, আমি তোমাকে অনুরোধ করে বলছি। আমার কাছে সত্য কথাটি বলো।' বিনয়ী কণ্ঠে, অন্যজন উত্তর দিল, 'আমি আমার নিজ বাসভূমে ফিরে এসেছি আমার গৃহের হত সম্মান পুনরুদ্ধার করার জন্য, এই দেশটি আর কখনই শাসিত হয়নি ন্যায্যের পথে যা আমার পিতাকে দিয়েছিলেন জিউস স্বয়ং। আমি তোমার চাচাতো ভাই এবং সবাই আমাকে জ্যাসন নামেই সম্বোধন করে। তুমি এবং আমি অবশ্যই আমাদেরকে শাসন করবো ন্যায্যনীতি দ্বারা—তরবারি বা বর্শা দ্বারা নয়। তুমি যা কিছু শিরোধি তাই তার সবটুকু নিজের কাছে রাখো, পণ্ডর পাল এবং গরুর তামাটে দল ও ষাঁঠসমূহ, রেখে দাও, কিন্তু স্বাধীন রাজদণ্ড এবং সিংহাসন হস্তান্তর কর আমার কাছে, যেন এদের থেকে কোন অন্যায় বিবাদে সূত্রপাত না ঘটে।'

পেনিয়াস তার কথার উত্তর দিলেন বিনয়ী ভাষায় । ‘কাজেই তা-ই হোক, তবে প্রথমেই একটি কাজ করতে হবে । মৃত ফ্রিড্রাস আমাদেরকে আদেশ করেছেন স্বর্ণ-মেঘের চামড়া ফিরিয়ে আনার জন্য এবং এর মাধ্যমে তার আত্মাকে তার স্বভূমিতে ফিরিয়ে আনতে । কিন্তু এরই মধ্যে আমার সহচর হয়েছে বার্বক্যা, যেখানে তোমার যৌবনপুষ্প কেবল পূর্ণ বিকশিত হচ্ছে । তুমিই এই অভিযানে যেতে পারো, এবং আমি জিউসেব নামে শপথ করে বলছি যে, আমি তোমার কাছে রাজত্ব এবং সার্বভৌম শাসন তুলে দেব ।’ তিনি এমনটি বললেন, মনে-প্রাণে এই বিশ্বাস রেখে যে একশ চেষ্টায় কেউ সফল হয় না এবং জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না ।

এই মহান অভিযানের ধারণাটিকে জ্যাসনের কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হলো । তিনি সম্মতি দিলেন, এবং সর্বত্রই জানিয়ে দেয়া হবে যে, প্রকৃতই এটি হবে একটি অভিযান । গ্রিসের যুবারা চ্যালেঞ্জটিকে সানন্দে গ্রহণ করলো । শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ সকলেই এলেন সেই দলে যোগ দিতে । তাদের মধ্যে ছিলেন বীরকুল শ্রেষ্ঠ হারকিউলিস, ছিলেন মহান সংগীতজ্ঞ অফিউস, ক্যাস্টর এবং তার ভাই পোলাক্স, একিলিসের পিতা পেনেউস ; এবং আরো অনেকে । হেবা সাহায্য করছিলেন জ্যাসনকে এবং তিনিই সকলের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করলেন এই আশা যে, তারা যেন তাদের মায়েদের বিপদ ব্যতীত অন্য কোন জীবন নিয়ে না ভাবে ; কিন্তু এমনকি জীবনের বিনিময়ে হলেও তারা যেন তাদের সহযাত্রীদের সাথে পান কবে সাহসেব অমরত্বের অনন্যতা । তারা আর্গো জাহাজের পাল তুলে দিলেন । জ্যাসন তার হাতে তুলে নিলেন একটি সোনালি পান পাত্র এবং সমুদ্রে মদ নিক্ষেপ করে স্বরণ করলেন জিউসকে যার বর্শা ছিল তাদের যাত্রাকে গতিময় করার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ ।

তাদের সামনে অপেক্ষা করছিল ভয়াবহ সব বিপদ এবং এদের কোন কোনটি কেড়ে নিল অনেক প্রাণ, যেন তারা চলে গেল সেই অনন্য অমরত্বের সুখা পান করার জন্য । তারা প্রথম অবতরণ করলেন লেমনস নামক এক উঁচু দ্বীপে যেখানে বাস করতো কেবল নারীরা । তারা পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল এবং তারা বৃক্ক ব্রজা ব্যতীত সকল পুরুষকেই হত্যা করলো । তার কন্যা, হিপসিপাইসি যে ছিল সেই নারীদের নেত্রী, তার পিতাকে হত্যা না করার সিদ্ধান্ত নিল এবং তাকে একটি ফাঁপা বাগ্নে করে ভাসিয়ে দিল সাগরে, যা তাকে শেষ পর্যন্ত নিকপদ স্থানে পৌঁছে দিল । এই ভয়ংকর নারীরা আর্গোনটদেরকে অবশ্য সমিধি গ্রহণ করলো এবং যতক্ষণ না তারা আরো সমুদ্রে পাল তুললেন ততক্ষণ তারা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট খাবার, মদ এবং পোশাক দিয়ে সাহায্য করলো ।

লেমনস ছাড়ার পরপরই আর্গোনটরা তাদের দল থেকে হারালেন হারকিউলিসকে । হাইলাস নামক এক বালক ছিল জ্যাসনের বর্মবাহক এবং খুব প্রিয় পাত্র । যখন বালকটি তার জল তোলায় পাত্রটিকে খুব বেশি গভীরে নামিয়ে দিল, তখন এক জল-উপদেবী দেখে ফেললো তার গোলাপের ওড্রতাময় সৌন্দর্যকে এবং তাকে চুষন করার ইচ্ছা পোষণ করলো । সে তার বাহু প্রসারিত করে দিল বালকটির



ହାତୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳଣି

ঘাড় বেঁটন করে এবং তাকে টেনে নিল গভীর জলে এবং তাকে আর দেখা গেল না। হারকিউলিস তাকে সর্বত্র খুঁজলেন উন্মাদের মতো তার নাম ধরে ডেকে ডেকে এবং সমুদ্র থেকে দূরে বনের গহীন থেকে গহীনতর স্থানে তিনি চেষ্টা বেড়ালেন। তিনি ভুলে গেলেন স্বর্ণ-মেঘের চামড়া, আর্গো এবং তার সহযাত্রীদের কথা : শুধু মাত্র হাইলাস ছাড়া, সবকিছু। তিনি ফিরে এলেন না এবং অবশেষে তাকে ছাড়াই জাহাজ রওনা দিল।

তাদের পরবর্তী অভিযান ছিল হার্পিগণের বিরুদ্ধে, যারা ছিল বাঁকানো চঞ্চু এবং চোয়াল বিশিষ্ট ভয়ংকর উড়ন্ত প্রাণী। এরা যেখান দিয়েই উড়ে যেত সেখানেই রেখে যেত এক অসহনীয় দুর্গন্ধ যা অসুস্থ করে তুলতো সকল জীবিত প্রাণীকে। উপকূলের যে স্থানে আর্গোনটগণ জাহাজ ভিড়িয়ে ছিলেন রাত্রি যাপনের জন্য সেখানেই বাস করতো এক নিঃসঙ্গ এবং দুর্ভাগ্য পীড়িত বৃদ্ধ যাকে সত্যবজ্রা আপোলো দান করেছেন ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা। তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অতি নির্ভুল এবং এটিই জিউসকে অসন্তুষ্ট করে তুললো। কারণ তিনি তার ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মকে সর্বদা রহস্যের মাঝে আড়াল করতে চাইতেন (এবং তা খুব স্বাভাবিক ভাবেই হেরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য ছিল)। তাই তিনি বৃদ্ধটির উপর ভয়ংকর শাস্তি আরোপ করলেন। যখনই সে খাবার গ্রহণের জন্য তৈরি হতো তখনই 'জিউসের শিকারী কুকুর' রূপী হার্পিগুলো খুব দ্রুত ছুটে আসতো এবং নষ্ট করে ফেলতো খাবারগুলো। এগুলোকে তারা এতই নোংরা করে ফেলতো যে, খাওয়া তো দূরের কথা কেউ এর কাছেও ভিড়তে পারতো না। আর্গোনটগণ যখন ফিনেউস নামের এই হতভাগ্য বৃদ্ধটিকে দেখলেন—তখন তাকে দেখালো এক প্রাণহীন স্বপ্নের মতো, যে তার শীর্ণ পা দুটি দ্বারা হেঁটে যেত খুব ধীরে ধীরে, দুর্বলতায় সে কেঁপে উঠতো বার বার এবং কেবল ত্বকের আবরণটিই যেন কোনক্রমে তার শরীরের অস্থিগুলোকে একত্রে ধরে রেখেছিল। সে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলো এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। নিজ দৈব ক্ষমতার কারণে সে জানতে পেরেছিল যে বিশেষ দুজনের পক্ষেই সম্ভব তাকে হার্পিগণের হাত থেকে মুক্ত করা। তারা হলেন মহান উত্তর-বায়ু দেবতা বোরিয়াসের পুত্রদ্বয়, যারা আর্গো যাত্রীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকলেই সহানুভূতির সাথে তার কথা শুনলেন এবং সেই দুজন তাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করার অঙ্গীকার করলেন।

যখন অন্যরা তার খাবার নিয়ে ব্যস্ত তখন বোরিয়াসের পুত্রদ্বয় উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে তার পাশে অবস্থান নিলেন। সে তখনো খাবারের একটি দানাও ঠিকমত মুখে তুলতে পারেনি, অথচ ঘৃণ্য ও বিকট আকৃতির প্রাণীগুলো শূন্য হতে নোংরা করে দিল খাবারগুলো এবং গোথ্রাসে গিলে ফেললো তার সবটুকু। উপরন্তু তাদের পেছনে অসহনীয় এক দুর্গন্ধ ফেলে রেখে এরা উড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বায়ুস্রোতের সমান বেগ সম্পন্ন উত্তর-বায়ু দেবতার পুত্রদ্বয় তাদেরকে অনুসরণ করলেন এবং তাদেরকে ধরে ফেললেন এবং তাদের তরবারি দ্বারা এদেরকে আঘাত করলেন।

নিশ্চিতভাবেই তারা হয়তো এদেরকে কোটে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন যদি না দেবতাদের দাড়া-দাড়া রংধনু-দেবী আইরিস স্বর্ণ থেকে নেমে এসে এদেরকে রক্ষা করতেন। তারা যেন ডিউসের শিকারী কুকুরগুলোকে হত্যা বিবর্ত যাকে, কিন্তু তিনি চির নদীর নামে অঙ্গীকার করে বললেন যে, এরা আর কখনো ফিনেউসকে গল্পনা দেবে না এবং এই অঙ্গীকার কখনো লংঘিত হবে না। কাজেই দুজনে ফিরে আসলেন হুটুচুটে এবং আশ্বস্ত করলেন বৃদ্ধটিকে। সেই আনন্দে বৃদ্ধটি সারারাত ধরে বীরদের সাথে ভোজনে অংশ নিল।

সে তাদেরকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধেও উপদেশ দিল, বিশেষত সংঘর্ষপ্রবণ পাথর, সিম্পলগেইড সম্বন্ধে। সমুদ্র যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখন এরা নিজেদের মধ্যে বিরতিহীন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

সে বললো, এদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রমের একমাত্র উপায় হলো, প্রথমত চেষ্টা করতে হবে একটি ঘুঘু পাখি দ্বারা। যদি এটি নিরাপদে অতিক্রম করতে পারে, তখনই কেবল সুযোগ আছে তাদেরও সফলভাবে অতিক্রম করার। কিন্তু যদি ঘুঘুটি ব্যর্থ হয় তবে তাদেরকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার সকল আশা ত্যাগ করতে হবে।

পরদিন সকালে তারা স্বভাবতই একটি ঘুঘু নিয়ে যাত্রা শুরু করলো এবং শীঘ্রই চোখে পড়লো সেই বিশাল গড়ানে পাথরগুলো। এদের মাঝখান দিয়ে কোন পথ থাকটা তাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হলো। তবু তারা ঘুঘুটিকে ছেড়ে দিলেন এবং একে নজরে রাখলেন। এটি এর ভিতর দিয়ে উড়ে গেল এবং নিরাপদে বেরিয়ে গেল। কেবলমাত্র এর লেজের পালকগুলোর শীর্ষভাগই পাথরগুলোর মাঝে আটকে গেল যখন এগুলো একসাথে গড়িয়ে পড়ছিল; এবং সেগুলো ছিঁড়ে গেল। বীরগণ যত দ্রুত সম্ভব এর পেছন পেছন ছুটে গেল। পাথরগুলো আলাদা হয়ে গেল, দাঁড়িগণ প্রয়োগ করলো তাদের সর্বোচ্চ শক্তি এবং তারাও বেরিয়ে গেল নিরাপদে। অবশ্য ঠিক সময় মতো যখন পাথরগুলো আবার পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ ঘটালো, তখন জাহাজের একেবারে পশ্চাৎ ভাগের সুসজ্জিত শেষ অংশটি বিনষ্ট হয়ে গেল। এমন সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে তারা বড় কোন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পেলেন। কিন্তু তারা অতিক্রম করে যাবার পর পাথরগুলো একে অপরের সাথে ঝুঁত লেগে গেল স্থায়ীভাবে এবং এগুলো নাবিকদের জন্য আর কখনই ডেকে আনতে পারে নি কোন বিপর্যয়।

সেখান থেকে অনতিদূরেই ছিল নারী যোদ্ধাবাহিনী, অসম্ভবদের দেশ—অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই যে, তারা ছিল সবচেয়ে শান্তিকামী উপদেবী, স্নিগ্ধ। হারমোনির কন্যা। কিন্তু তাদের পিতা ছিলেন ভয়ংকর যুদ্ধ-দেবী, আরেস, কন্যার অনুসরণ করলো তারই পথ, তাদের মায়ের পথ নয়। বীরদের আনন্দে থেমে যাওয়ার এবং তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ারই কথা। আর এটি কোন রক্তপাতহীন যুদ্ধও হওয়ার কথা ছিল না, কারণ আমাজনরা কোন বিনীত শত্রু ছিল না। কিন্তু বায়ুপ্রবাহ

ছিল অনুকূল এবং তারা কালক্ষেপ করলেন না। দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সময় তাদের চোখে পড়লো ককেশাস পর্বত এবং তাদের থেকে অনেক উঁচুতে প্রিমিথিউসকে, এবং তারা শুনতে পেলেন ঈগলের বিশাল ডানা ঝাপটানোর শব্দ, যখন এটি দ্রুত উড়ে যাচ্ছিল এর বজ্রাক্ত খাবারের দিকে। তারা কোন কিছুই জন্মই খামলেন না এবং সেদিনই সূর্যাস্তের সময় তারা পৌছলেন স্বর্ণ-মেঘের চামড়ার দেশ কলচিসে।

তারা যাত্রটা কাটিয়ে দিলেন কোন কিছু না বুঝেই এবং উপলব্ধি করলেন যে, নিজেদের সাহস ছাড়া কোথাও তাদের জন্য কোন সাহায্য নেই। উপরে অলিম্পাসে তাদের নিয়ে একটি শলা-পরামর্শ চলছিল। তাদের বিপদে আতঙ্কিত হয়ে হেবা আফ্রোদিতির সাহায্য চাইতে গেলেন। প্রেমের দেবী তার এই আগমনে বিস্মিত বোধ করলেন, কারণ হেরা তার কোন বন্ধুজন ছিলেন না। তবু অলিম্পাসের মহামন্ত্রী রানী যখন তার সাহায্য প্রার্থনা করলেন তখন তার মধ্যে জেগে উঠলো এক বিশ্বয় মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ এবং তিনি তার নিজের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সাহায্য প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারা একত্রে পরিকল্পনা করলেন যে, আফ্রোদিতির পুত্র কিউপিড এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে কলসিয় রাজকন্যাটি জ্যাসনের প্রেমে পড়ে। এটি জ্যাসনের জন্য ছিল একটি চমৎকার পরিকল্পনা। মিডিয়া নামক এক কুমারী মেয়ে জানতো কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় অত্যন্ত শক্তিশালী জাদু এবং সে যদি তার কুহক বিদ্যা ব্যবহার করতে পারে তবে নিশ্চিতভাবেই বাঁচানো যেত আর্গোনটদেরকে। কাজেই আফ্রোদিতি গেলেন কিউপিডের কাছে এবং তাকে বললেন যে, যদি সে তার কাক্সিত কাজটি করে দিতে পারে তবে তিনি তাকে উপহার দেবেন একটি চমৎকার খেলনা; উজ্জ্বল এবং গাঢ় নীল এনামেলের তৈরি একটি বল। সে আনন্দিত হলো এবং হাতে তুলে নিল তার ধনুক ও তীর এবং বিশাল বায়ুমণ্ডল ভেদ করে দ্রুত নেমে এল কলচিসে।

ইতিমধ্যে বীর অভিযাত্রীগণ রাজার কাছে স্বর্ণ-মেঘের চামড়া ফেরত চাওয়ার জন্য নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছিলেন। পথে তারা কোন অসুবিধা ছাড়াই নিরাপদ থাকলো, কারণ হেরা তাদেরকে পুরু কুয়াশার স্তরে আবৃত করে রাখলেন এবং তারা রাজপ্রাসাদে পৌছলেন সবার অগোচরে। এটি প্রকাশিত হয়ে পড়লো যখন তারা প্রবেশ ফটকে পৌছলেন। ফটকরক্ষীরা দ্রুত এই সুদর্শন তরুণ আগন্তুকদের দলটিকে লক্ষ্য করলো, শিষ্টতা সহকারে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিল এবং রাজাকে তাদের আগমন বার্তা জানিয়ে দিল।

তিনি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন এবং তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তার ভৃত্যরা সবকিছু আয়োজন করার জন্য তটস্থ হয়ে পড়লো, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো, পানি গরম করলো তাদের স্নানের জন্য এবং খাদ্য তৈরি করলো। এই ক্ষণে সময়ে চূপসারে এসে হাজির হলো রাজকন্যা মিডিয়া, যে কৌতূহলী ছিল আগন্তুকদের দেখার জন্য।

যেই নাকি কুমারীটির দৃষ্টি পড়লো জ্যাসনের উপর অমনি কিউপিড অতি দ্রুত টেনে ধরলেন যেন তার ধনুক এবং একটি তীর বিধে গেল কুমারীটির হৃদয়ের গভীর

পর্যন্ত। এটি সেখানে পুড়তে থাকলো এক অগ্নিশিখার মতো এবং তার চিত্ত বিগলিত হতে থাকলো মধুর যন্ত্রণায়। তার মুখমণ্ডল হতে থাকলো শ্বেত গুত্র বা কখনো লজ্জা রাঙা। বিস্ময়ে এবং লজ্জায় সে ফিরে গেল তার কক্ষে।

বীরগণ স্নান সম্পন্ন করে মাংস ও পানীয় গ্রহণ করে সতেজ হওয়ার পরই কেবলমাত্র রাজা ঈটিজ জিজ্ঞাসা করতে পারলেন তাদের পরিচয় এবং তারা কোথেকে এসেছেন। কোন অতিথিকে আপ্যায়নের পূর্বে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করাটা ছিল খুবই অসৌজন্যমূলক আচরণ। জ্যাসন উত্তরে বললেন যে, তারা সকলেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য, দেবতাদের পুত্র বা পৌত্র, যারা গ্রিস থেকে জাহাজে করে এসেছেন এই প্রত্যাশায় যে, তিনি তাদেরকে স্বর্ণ-মেষের চামড়া ফিরিয়ে দেবেন এবং এর বিনিময়ে তারা তার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। প্রয়োজনে তারা তার শত্রুদেরকে পরাস্ত করে দেবেন বা তার ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোন কাজ করে দেবেন।

যখন রাজা ঈটিজ এসব শুনলেন তখন প্রবল ক্ষোভে তার চিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তিনি পছন্দ করতেন না ভিনদেশীদেরকে, একই কথা সত্য গ্রিকদের ক্ষেত্রেও; তিনি তাদেরকে তার দেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলেন, এবং তিনি নিজেই নিজেকে বললেন, 'যদি এই আগন্তুকরা আমার ভোজন-টেবিলে অতিথি না হতো তবে আমি হয়তো এদেরকে হত্যাই করে ফেলতাম।' নীরবে তিনি ভাবতে লাগলেন তার কি করা উচিত এবং অবশেষে তার মাথায় এটি পরিকল্পনা এল।

তিনি জ্যাসনকে বললেন যে, তিনি সাহসী মানুষদের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ পোষণ করেন না এবং যদি তারা তেমনটি প্রমাণ করতে পারে তবে তিনি স্বর্ণ-মেষের চামড়াটি তাদেরকে দিয়ে দেবেন। 'এবং তোমাদের সাহসের পরীক্ষা হবে,' এটি ছিল তার দুটি ঝাড়কে জোয়াল পরানো, যাদের পা ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি, নিশ্বাস ছিল লেলিহানময় আগুন এবং এদেরকে দিয়েই মাঠে চাষাবাদ করতে হবে। অতঃপর লাঙ্গলের দাগ বরাবর শস্য বীজের মতো ছুড়তে হবে ড্রাগনের দাঁত—তৎক্ষণাৎ জেগে উঠবে সশস্ত্র মানুষ রূপী ফসল হিসেবে। যখন এরা আক্রমণে উদ্যত হবে তখন এদেরকে কেটে ফেলতে হবে—যা এক ভয়ংকর ফসল কাটা। 'আমি নিজে এর সব কিছুই করেছি,' তিনি বললেন, 'এবং আমার ছাইকে কম সাহসী এমন কাউকেই আমি স্বর্ণ-মেষের চামড়া দেব না।' কিছুক্ষণ জ্যাসন বাকশূন্য হয়ে বসে রইলেন। তার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটিকে অসম্ভব বলে মনে হলো, যা যে কারুরই সামর্থ্যের বাইরে। অবশেষে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার চেষ্টা করবো, এমনকি এটি আমার মৃত্যু থেকে আনলেও। যদিও এটি খুবই ভয়ংকর এক পরীক্ষা।' এই বলে তিনি উঠে পড়লেন এবং রাত্রি যাপনের জন্য তার সহযোগীদেরকে নিয়ে ফিরে গেলেন জাহাজে, কিন্তু মিডিয়ার ভাবনাগুলোই তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সারাটা রাত ধরে মিডিয়া যেন তাকে দেখতে পেল, তার সৌন্দর্যকে, তার শিক্ততাকে, এবং যেন তার

উচ্চারিত শব্দমালাও সে জনতে পেল। জ্যাসনের পরিণতির ভয়ে তার হৃদয় নিদারুণ যন্ত্রণায় দৃষ্ট হতে লাগলো। সে অনুমান করতে পারছিলো তার পিতার পরিকল্পনাটি।

জাহাজে ফিরে বীরগণ এক সভায় মিলিত হলেন এবং একজনের পর আর একজন জ্যাসনকে অনুরোধ করতে লাগলেন এই পরীক্ষা মোকাবেলা করার জন্য যেন তাকেই সুযোগ দেয়া হয়; কিন্তু সবকিছুই ব্যর্থ গেল, জ্যাসন তাদের কাউকেই তা করতে দিলেন না। যখন তারা আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন তখন সেখানে এসে হাজির হলেন রাজার এক পৌত্র, একদা জ্যাসন যার জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন এবং সে তাদেরকে মিডিয়ায় জাদুর ক্ষমতার কথা বললো। এমন কিছু নেই যা মিডিয়া করতে পারে না, সে গ্রহ-নক্ষত্র, এমনকি চাঁদকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি তার সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করা হয় তবে জ্যাসন ঐ ষাঁড়গুলো এবং ড্রাগনের দাঁত সম্পন্ন মানুষগুলোকে পরাস্ত করতে পারবেন। এটিকেই মনে হলো একমাত্র পরিকল্পনা যা আশার আলো ছড়ালো এবং তারা যুবরাজকে ফিরে গিয়ে মিডিয়াকে রাজি করানোর চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করলো, এটা তারা জানতো না যে প্রেমের দেবতা তা এরই মধ্যে করে রেখেছেন।

মিডিয়া তার কক্ষে একাকী বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল এবং নিজেকে এই বলছিল যে, সে চিরদিনের মতো এক লজ্জায় নিপতিত হলো। কারণ, সে এক আগন্তুককে এতই পছন্দ করতো যে, সে তার জন্য প্রকাশ করলো এক প্রবল আবেগ এবং সে চলে যেতে চাইলো তার পিতার বিপক্ষে। সে বললো 'এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো।' সে তার হাতে তুলে নিল একটি ছোট কৌটা যার মধ্যে ছিল মৃত্যু সঞ্চারী গুল্ম-লতা, কিন্তু যখন সে সেখানে এর পাশে বসলো তখন সে জীবন এবং পৃথিবীর আনন্দময় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবলো, এবং তার কাছে সূর্যটিকে আগের যে কোন সময়ের চাইতে অধিক স্নিগ্ধ বলে মনে হলো। সে কৌটাটি দূরে ফেলে দিল; এবং আর দ্বিধাবিহীন না হয়ে সে স্থির প্রতিজ্ঞা করলো যে, যাকে সে ভালোবাসে তার সাহায্যার্থেই সে তার ক্ষমতা ব্যবহার করবে। তার কাছে ছিল এমন এক জাদুর মলম যা কেউ নিজের গায়ে মাখলে সে সেই দিনের জন্য থাকতো নিরাপদ; সে কোন কিছুর দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। যে বৃক্ষ হতে এটি তৈরি হয় (জ্যাসন) প্রথম জন্মেছিল যখন প্রমিথিউসের রক্ত ঝরেছিল পৃথিবীতে। সে এটি রেখে দিল তার বক্ষাবরণীর ভেতর এবং খুঁজতে গেল তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে যুবরাজকে জ্যাসন সাহায্য করেছিলেন। মিডিয়া তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করলো যে তাকে খুঁজেছিল এমন এক সাহায্যের প্রার্থনায় যা দেয়ার জন্য মিডিয়া এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। মিডিয়া যুবরাজটির সকল কথায় সন্তোষসঞ্চারী সম্মতি দিল এবং তাকে পাঠিয়ে দিল জাহাজে যেন সে জ্যাসনকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অনতিবিলম্বে দেখা করতে বলে। এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে জ্যাসন রওনা দিলেন এবং যখন তিনি গেলেন তখন হেরা তার উপর ছড়িয়ে দিলেন আলোকময় স্নিগ্ধতা, ফলে যে-ই

তাকে দেখলো সে-ই বিস্মিত হলো। যখন জ্যাসন পৌছলেন মিডিয়ায় কাছে তখন মনে হলো যেন তার হৃদয় তাকে ত্যাগ করে চলে গেল জ্যাসনের কাছে, এক প্রস্থ কুয়াশা ছেয়ে ফেললো মিডিয়ায় চোখ এবং তার নড়াচড়ার ক্ষমতাও থাকলো না। দুজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো মুখোমুখি যেমন বাতাস না থাকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উঁচু পাইন গাছগুলো। আবার বাতাস বইতে শুরু করলে এরাও মর্মরধ্বনি তোলে; কাজেই এই দুজনও আলোড়িত হলো ভালোবাসার নিশ্বাসে এবং একে অন্যের কাছে প্রকাশ করলো তাদের সব জন্মানো কথা।

জ্যাসনই প্রথম শুরু করলেন এবং সত্যতঃ অনুরোধ করলেন তার প্রতি সদয় হওয়ার জন্য। তিনি কিছুটা হলেও আশান্বিত হলেন, কারণ মিডিয়ায় স্নিগ্ধতা এটাই প্রকাশ করছিল যে তার ভেতর এক অপার সৌজন্যবোধ ছাপিয়ে যাচ্ছিল। সে জানতো না কিভাবে তার সাথে কথা বলতে হবে; সে তার সকল অনুভূতি যেন একবারে প্রকাশ করতে চাইছিল। নীরবে সে তার বক্ষাবরণীর ভেতর থেকে মলমের কৌটাটি বের করে তাকে দিল। জ্যাসন যদি চাইতেন তবে সে হয়তো তার আত্মাটিও তাকে দিয়ে দিত। অতঃপর তারা দুজনেই দ্বিধা ধরোধরো হয়ে চোখ স্থির করে মাটির দিকে এবং আবার পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলো, মৃদু হাসলো ভালোবাসার আকাজক্ষায়।

অবশেষে নীরবতা ভাঙলো মিডিয়া এবং জাদুটি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তাকে তা বললো। মলমটি যখন ছড়িয়ে দেয়া হবে অস্ত্রগুলোর উপর তখন তা এগুলোকে এবং তাকেও একদিনের জন্য করে ফেলবে অদৃশ্য। যদি ড্রাগনের দাঁত সম্পন্ন খুব বেশি সংখ্যক মানুষ তাকে আক্রমণে উদ্ভূত হয়, তবে অবশ্যই তিনি যেন ভিড়ের মাঝে নিষ্ক্ষেপ করেন একটি প্রস্তরখণ্ড যার ফলে তারা নিজেদের সবাইকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের সাথে লড়াইয়ের লিপ্ত হবে। 'এখন আমাকে প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে,' সে বললো। 'কিন্তু যখন তুমি আবার নিরাপদে বাড়ি ফিরবে তখন স্মরণ করো এই মিডিয়াকে, যেমন আমি তোমাকে মনে রাখবো চিরদিন।' জ্যাসন আবেগ মিশ্রিত উত্তর দিলেন, 'দিবস রজনী কখনই আমি তোমাকে ভুলবো না।'

তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মিডিয়া চলে গেল প্রাসাদে, পিতার প্রতি তার কৃত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুশোচনা করতে। জ্যাসন চলে গেলেন তার দুই সহোদরীকে ড্রাগনের দাঁত সংগ্রহের জন্য পাঠাতে। ইতোমধ্যে জ্যাসন মলমটির কার্যকারিতা পরখ করে নিলেন এবং এর সংস্পর্শে তার মাঝে জেগে উঠলো এক ভয়ংকর, অপ্রতিরোধ্য শক্তি এবং বীরদের সবাই এতে উদ্ভাস প্রকাশ করলেন। তবুও তৎকালীন পরেও, তারা যখন সেই মাঠে পৌছলো যেখানে অপেক্ষা করছিলেন রাজা ও কলচিয়রা এবং আগুনের লেলিহানময় নিশ্বাস নির্গত করে গুহার ভেতর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসছিল ঝাড়গুলো, তখন অভিযাত্রীদেরকে গ্রাস করতে থাকলো এক ভয়ংকর আতংক। কিন্তু জ্যাসন থামিয়ে দিলেন সেই ভীতিপ্রদ প্রাণীগুলোকে যেমন বিশাল প্রস্তর খণ্ড থামিয়ে দেয় তরঙ্গমালাকে। তিনি প্রথমটিকে এবং অতঃপর পরেরটিকে বল প্রয়োগ করলেন

এদের হাঁটুর উপর এবং এদের উপর চড়িয়ে দিলেন জোয়ালটিকে, আর তখন সবাই বিস্ময়ে দেখছিলেন তার অপার শক্তির প্রভাব। মাঠের উপর দিয়ে তিনি এদেরকে তাড়িয়ে বেড়ালেন, এদের উপর দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন লাঙ্গলটিকে এবং লাঙ্গলের ফলার দাগ বরাবর নিক্ষেপ করলেন ড্রাগনের দাঁত। যখন সম্পন্ন হচ্ছিল চাষাবাদ এবং জেগে উঠছিল ফসল, তখনই অস্ত্র সজ্জিত মানুষের দল তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। জ্যাসন মিডিয়া'র কথা মনে রেখেছিলেন এবং তাদের ভিড়ে নিক্ষেপ করলেন এক বিশাল পাথরখণ্ড। ফলে যোদ্ধাগুলো একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং বিদ্ধ হলো নিজেদেরই বর্ষার আঘাতে, আর লাঙ্গলের দাগগুলো ভেসে গেল রক্তধারায়। কাজেই জ্যাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হলো তার জয়ের মাধ্যমেই, যা রাজা ঈটিজের জন্য ছিল চরম মর্মপীড়াদায়ক।

বীর অভিযাত্রীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা করে রাজা ফিরে গেলেন প্রাসাদে এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাদেরকে কখনই দেয়া হবে না স্বর্ণ-মেঘের চামড়া। কিন্তু হেরা ছিলেন তাদের পক্ষে। তিনি ভালোবাসা এবং যত্নগায় মিডিয়াকে করে তুললেন বিভ্রান্ত, যে স্থিরপ্রতিজ্ঞা হলো জ্যাসনের সাথে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই রাতে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল চুপিসারে এবং অন্ধকারে দ্রুত ছুটে গেল জাহাজের দিকে, যেখানে অভিযাত্রীরা সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে তাদের পরম সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। সে তাদের সামনেই হাঁটু গেড়ে মিনতি করলো যেন তারা তাকে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারা যেন অবশ্যই কালবিলম্ব না করে নিয়ে নেয় স্বর্ণ মেঘের চামড়াটি এবং অতঃপর যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়েন অন্যত্র, অন্যথায় তাদের মৃত্যু অবধারিত। একটি ভয়ংকর সাপ পাহারা দিচ্ছিল স্বর্ণ-মেঘের চামড়াটিকে, কিন্তু সে এটিকে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দেবে যাতে এটি তাদের কোন ক্ষতি না করতে পারে। মিডিয়া এগুলো বললো খুবই যত্নগা পীড়িত হয়ে, কিন্তু জ্যাসন ছিলেন আনন্দচিন্তে এবং তিনি তাকে তুলে নিলেন মৃদুভাবে, এবং তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যখন তারা ফিরে যাবেন গ্রিসে তখন সে হবে তার স্ত্রী। অতঃপর তাকে জাহাজে তুলে তারা এগিয়ে চললো তার নির্দেশনা মতো এবং পৌছলো সেই পবিত্র তরুদলের নিকট যেখানে ঝুলানো ছিল স্বর্ণ-মেঘের চামড়াটি। পাহারাদার সাপটি ছিল খুবই ভয়ংকর, কিন্তু মিডিয়া তার দিকে এগিয়ে গেল নির্ভয়ে এবং এক জাদুময় গানের সুরে সে একে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে ফেললো। জ্যাসন দ্রুত গাছ থেকে 'সোনালি বিস্ময়'টিকে নামিয়ে আনলেন যেখানে এটি ঝুলানো ছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি করে ফিরে গেলেন জাহাজে, কারণ ততক্ষণে ভোর হয়ে আসছিল। সবচেয়ে শক্তিশালী বীরটিকে রাখা হয়েছিল দাঁড়টনের জন্য এবং সর্বোচ্চ শক্তিতে তারা পাল তুলে দিল নদী থেকে সমুদ্রের দিকে।

কি ঘটেছে ততক্ষণে তা অবগত হয়ে গিয়েছিলেন রাজা এবং তিনি মিডিয়া'র ভাই অ্যাপসার্টাসকে পাঠালেন তাদের অনুসন্ধানে। সে এমন এক বিশাল সেনাদলের

নেতৃত্ব দিচ্ছিল যে, মনে হলো যেন বীরগণের ক্ষুদ্র দলটির পক্ষে তাদেরকে পরাস্ত করা বা তাদের কাছ থেকে পলায়ন করা অসম্ভব, কিন্তু মিডিয়া আবারও তাদেরকে রক্ষা করলো, এবার এক ভয়ংকর কাজের মাধ্যমে। সে তার ভাইকে হত্যা করলো। কথিত হয় যে, মিডিয়া তার ভাইকে এই কথা বলে পাঠালো যে, সে বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে এবং অ্যাপসার্টাস যদি সেই রাতে তার সাথে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করে তবে সে তার জন্য নিয়ে আসবে সেই স্বর্ণ-মেঘের চামড়া। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই অ্যাপসার্টাস এসে হাজির হলো এবং জ্যাসন তাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করলেন। তার প্রগাঢ় রক্ত রঞ্জিত করলো তার বোনের রূপালি পরিচ্ছদকে, যখন সে আতংকে দূরে সরে যাচ্ছিল। দলনেতার মৃত্যুর ফলে সেনাদলটি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো এবং অভিযাত্রীদের জন্য সমুদ্রমুখী পথটি নির্বিঘ্ন হয়ে গেল।

আবার, এও বলা হয়ে থাকে যে, অ্যাপসার্টাস মিডিয়ার সাথে আর্গো জাহাজে যাত্রা করলো, যদিও সে কেন এ কাজ করলো তার কোন ব্যাখ্যা নেই, এবং রাজা তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করলেন। যখন রাজার জাহাজটি তাদের নিকটে চলে আসলো তখন মিডিয়া নিজেই তার ভাইকে আঘাত করে নিচে ফেলে দিল এবং তার শরীরকে কেটে টুকরো টুকরো করে নিক্ষেপ করলো সমুদ্রে। রাজা সেগুলোকে উদ্ধার করার জন্য থেমে গেলেন এবং আর্গোটি নিরাপদে সরে গেল।

এর সাথেই আর্গোনটদের অভিযান প্রায় শেষ হয়ে এল। যখন তারা অতিক্রম করছিলেন স্কাইলার মসৃণ ও ঝলু শিলখও এবং চেরিভিসের ঘূর্ণিস্রোতকে, সেখানে অনন্তকাল ধরে উন্মত্ত সমুদ্র গর্জন করে চলছিল এবং এর ভয়ংকর তরঙ্গমালা ফুলে ফেঁপে প্রায় ছুঁয়ে ফেলছিল আকাশটাকে। কিন্তু হেরা এটি খেয়াল রাখলেন যে, সমুদ্র উপদেবীরা যেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে এবং তাদের জাহাজ যেন নিরাপদে থাকে।

অতঃপর এল ক্রিট—যেখানে তারা নামতে পারলেন মিডিয়ার কারণেই। সে তাদেরকে বললো যে, সেখানে বাস করে প্রাচীন ব্রোঞ্জযুগের শেষ প্রতিনিধি ট্যালাস। তার পুরো শরীরটাই ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি ব্যতিক্রম শুধু একটি হাঁটু, যা ছিল খুবই ভঙ্গুর। এ কথা বলার মাঝেই সে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলো। সে দেখতে ছিল খুবই ভয়ংকর এবং তার আরো নিকটতর হলে সে শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করে জাহাজ ধ্বংস করে দেবে বলে হুমকি দিল। অভিযাত্রীরা দাঁড় টানা বন্ধ রাখলেন এবং মিডিয়া হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে বললো যে, হেডিসের শিকারী ঋকুধওলো এসে যেন একে ধ্বংস করে। পাপের জগতের ভয়ংকর শক্তিটি তা জনতে পেল। যখন ব্রোঞ্জ মানবটি একটি তীক্ষ্ণ প্রান্তযুক্ত পাথরের টুকরা হাতে ভেঁসে নিল আর্গোর দিকে তা সজোড়ে নিক্ষেপ করার জন্য, তখনই তার হাঁটু ছেঁড়ে গেল এবং ফিনকি দিয়ে বেরোতে থাকলো রক্তধারা যতক্ষণ না সে তাতে ডুবে গেল এবং মৃত্যু বরণ করলো। অতঃপর ভূমিতে অবতরণ করলেন বীরগণ এবং পরবর্তী সমুদ্র যাত্রার জন্য নিজেদেরকে সতেজ করে নিলেন।

ত্রিসে পৌছানোর পর বীরগণ দলছুট হয়ে গেলেন, প্রত্যেকে ফিরে গেলেন নিজ নিজ গৃহে, এবং জ্যাসন ও মিডিয়া স্বর্ণ-মেঘের চামড়াটি নিয়ে গেল পেলিয়াসের কাছে। কিন্তু তারা দেখতে পেল যে, ভয়ংকর সব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পেলিয়াস জ্যাসনের পিতাকে আত্মহননে বাধ্য করেছেন এবং সেই শোকে মারা গেছে তার মা। এই চরম অন্যায় কাজকে শায়েস্তা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে জ্যাসন মিডিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন, যা তাকে কখনো ব্যর্থ হতে দেয় নি। মিডিয়া এক ধূর্ত কৌশলে পেলিয়াসের মৃত্যু ডেকে আনলো। সে পেলিয়াসের কন্যাদেরকে বললো যে, কিভাবে বৃদ্ধকে আবার যুবকে পরিণত করা যায় সেই গোপন কৌশলটি তার জানা আছে এবং তার কথাটি প্রমাণ করার জন্য সে তাদের সামনে একটি অতি বড়ো ভেড়াকে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখে দিল একটি গরম পানির পাত্রে। অতঃপর সে উচ্চারণ করলো এক জাদুমন্ত্র এবং মুহূর্তে পানি থেকে জেগে উঠলো এক মেঘশাবক এবং এটি দৌড়ে পালিয়ে গেল। মেয়েগুলো প্রভাবিত হলো। মিডিয়া পেলিয়াসকে খাওয়ালো এক তীব্র চেতনানাশক ঔষধ এবং তার মেয়েদেরকে বললো, তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য। নিজেদের পিতাকে যুবকে রূপান্তরিত করার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও একরূপ কাজ করতে তাদের মন সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু অবশেষে সেই ভয়ংকর কাজটি সম্পন্ন হলো, তার শরীরের টুকরোগুলোকে রাখা হলো গরম পানিতে। অতঃপর তারা তাকালো মিডিয়ার দিকে যেন সে সেই জাদু-মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করে, যা তাদের কাছে ফিরিয়ে আনবে তাদের পুনঃ যৌবন প্রাপ্ত পিতাকে। কিন্তু ততক্ষণে মিডিয়া চলে গেছে—চলে গেছে প্রাসাদ ছেড়ে, এমন কি নগরী ছেড়েও। তারা আতঙ্কিত হয়ে অনুধাবন করলো যে, তারাই তাদের পিতার হত্যাকারী। জ্যাসন সত্যিই চরম প্রতিশোধ নিলেন।

এমন একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে যে, মিডিয়া জ্যাসনের পিতাকে পুনর্জীবিত করে তোলে এবং তাকে আবার যুবকে পরিণত করেছিল। সে জ্যাসনকে শিখিয়ে দিয়েছিল অনন্ত যৌবনের গোপন কৌশল। পাপ এবং পুণ্য থেকে সে যা কিছু করেছিল সবই শুধু জ্যাসনের জন্য, কিন্তু অবশেষে সে পুরস্কার হিসেবে এই পেল যে, জ্যাসন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

পেলিয়াসের মৃত্যুর পর তারা এলেন করিথ্রে। তাদের দুটি সন্তানের জন্ম হলো এবং সবকিছু ভালোই চলছিল, এমনকি নিজ বাসভূমি ছেড়ে আসা মিডিয়ার একাকীত্বের মাঝেও। জ্যাসনের প্রতি গভীর ভালোবাসার কাছে তার প্রিয়জন এবং স্বদেশ হারানোর বেদনাকে অতি সামান্যই মনে হলো। অতঃপর জ্যাসন প্রদর্শন করলেন তার মনোজগতের চরম হীনতা, যদিও তাকে মনে হতো মহান বীর: তিনি বিয়ে করলেন করিথের রাজকুমারীকে এবং তিনি কেবল তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথাই ভাবলেন, ভালোবাসা বা কৃতজ্ঞতার কথা নয়। জ্যাসনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম আঘাতে নিদারুণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ মিডিয়া যা কিছু বললো তাতে করিথের রাজার মনে এই ভয় ঢুকে গেল যে, মিডিয়া হয়তো তার কন্যার কোন ক্ষতি করে ফেলতে

পারে—তিনি, এমন এক সন্দেহ মুক্ত অনন্য মানুষ ছিলেন যিনি এতদিন এসব চিন্তা কখনই করেন নি। তিনি তার আদেশ পাঠিয়ে জানালেন যে, মিডিয়া এবং তার পুত্রদেবকে তৎক্ষণিকভাবে দেশ ত্যাগ করতে হবে। বিদেশে বিভূঁইয়ে ছোট ও অসহায় সন্তানদের নিয়ে নারীটি হয়ে পড়লো অরক্ষিত।

সে গভীরভাবে ভাবতে লাগলো তার কি করা উচিত এবং ভাবছিল তার ভুল ও দুর্ভাগ্য নিয়ে,—তার ইচ্ছা হচ্ছিল, যে জীবন আর বহনযোগ্য নয় তাকে মৃত্যুর হাতে নপে দেয়ার, কখনো অশ্রুস্রবল চোখে তার মনে পড়ছিল তার পিতা ও নিজ বাসগৃহের কথা, কখনো সে কঁপে উঠছিল তার রক্তরঞ্জিত ভাইয়ের কথা ভেবে, কখনো বা ভাবছিল পেলিয়াসের কথা, সর্বোপরি তার সেই বন্য ভালোবাসার কথা যা তার জন্য বয়ে এনেছে আজকের লাঞ্ছনা এবং দুর্দশা,—যখন সে এগুলো ভাবছিল ঠিক তখনই তার সামনে এসে হাজির হলেন জ্যাসন। সে তার দিকে তাকালো ; তবে কোন কথা বললো না। সে জ্যাসনের পাশেই ছিল, তবুও সে ছিল তার থেকে বহুদূরে, তার উপেক্ষিত ভালোবাসা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবনকে নিয়ে সে ছিল একাকী। জ্যাসনের উপলব্ধি এদের মাঝে এমন কিছু খুঁজে পেল না যা তাকে নীরব করে তুলতে পারে। তিনি তাকে নিরাসক্তভাবে বললেন যে, তিনি সর্বদাই জেনে এসেছেন তার আত্মা ও আবেগ কতটা অনিয়ন্ত্রিত। যদি এটি তার নব পরিণীতা স্ত্রীর নামে নির্বুদ্ধিতা জ্ঞাত ও অনিষ্টকর কথার কারণে না হয়ে থাকে তবে সে অনায়াসে থেকে যেতে পারে করিচ্ছে। তবে তিনি তার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাই করেছেন। এটি সম্পূর্ণভাবে তারই প্রচেষ্টার ফল যে সে কেবলমাত্র দেশান্তরী হবে, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। রাজাকে জোর করে এতে রাজি করাতে গিয়ে তাকে খুবই কঠিন সময় অতিক্রম করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি চেষ্টার কাপণ্য করেন নি। তিনি মিডিয়ার কাছে এসেছেন একারণে যে, তিনি কোন বন্ধুকে হারাতে চান না। তিনি জানতে এসেছিলেন যে, যাত্রার জন্য তার কাছে যথেষ্ট স্বর্ণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে কিনা।

এটি খুব বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল। মিডিয়া বিস্কোরিত কণ্ঠে কথা বলে উঠলো। 'তুমি এসেছো আমার কাছে ?' সে বললো—

আমার কাছে, সকল মানুষের কাছে ?

তবু সে-ও ভালো যে তুমি এসেছ।

কারণ, যদি আমি তোমার কদর্যতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি, তবে আমার চিন্তের যন্ত্রণার হবে কিছুটা লাঘব।

আমিই যে তোমাকে রক্ষা করেছিলাম, গ্রিনের সবাই তা অবগত।

ঘাড়গুলো, ড্রাগন-মানবেরা, মেঘ-চামড়া, সর্প-কারারক্ষীগুলোও,

আমি তাদেরকে পরাস্ত করলাম। তুমি হলে বিজয়ী।

আমি ধরে রাখলাম সেই আবেগটিকে যা তোমাকে রক্ষা করলো।

স্বর্ণ মেঘের চামড়া আনার অভিযান

এক নতুন দেশের কারণে আমি ফেলে এলাম
 আমার পিতা এবং স্বগৃহকে ।
 আমি নিশ্চিহ্ন করলাম তোমার শত্রুদেরকে,
 পেলিয়াসের জন্য বের করলাম ভয়ংকরতম মৃত্যু ।
 এখন তুমি আমাকে করছো পরিত্যাগ ।
 কোথায় হবে আমার ঠিকানা ? আমি কি ফিরে যাবো
 আমার পিতৃগৃহে ?
 পেলিয়াসের কন্যাদের কাছে ?
 তোমার কারণে আমি সকলের কাছে হয়েছি শত্রুপ্রতিম,
 যদিও আমি নিজে তাদের সাথে বিবাদে জড়াইনি ।
 ওহ, আমি তোমার মাঝে খুঁজে পেয়েছিলাম
 এক অনুগত স্বামী, যে প্রশংসিত হয় সকলের কাছে ।
 এখন, আমি হলাম দেশান্তরী । হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর ।
 আমি অসহায়, আমি একাকী ।

জ্যাসনের উত্তর ছিল এরকম যে, মিডিয়া তাকে রক্ষা করেনি, আফ্রোদিতিই
 তাকে রক্ষা করেছিলেন । তিনিই তাকে মিডিয়ার সাথে প্রেমাবদ্ধ করেছিলেন এবং
 মিডিয়াকে গ্রিসের মতো একটি সভ্য দেশে আনতে পেরেছেন বলে মিডিয়ার উচিত
 জ্যাসনের কাছে যথেষ্ট ঋণী থাকা । এছাড়া, সে আর্গোনটদেরকে যেভাবে সাহায্য
 করেছিল তা তিনি অন্যদের জানানোর সুব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে সকলেই তাকে
 প্রশংসা করে । কেবল যদি তার থাকতো সামান্য কাণ্ডজ্ঞান, যদি সে মেনে নিত
 জ্যাসনের দ্বিতীয় বিবাহ, তবে তা তার নিজের জন্য এবং তার সন্তানদের জন্যও
 হতো মঙ্গলকর । তার দেশান্তরীর জন্য সে নিজেই দায়ী ।

অন্য যা কিছুই ঘটতি থাকুক না কেন, মিডিয়ার ছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তা । সে
 তার স্বর্ণ প্রত্যাখ্যান ব্যতীত আর কোন বাক্য বায় করলো না । সে তার কাছ থেকে
 কোন কিছু বা কোন সাহায্য নিল না । জ্যাসন রাগান্বিত হয়ে দ্রুত তার কাছ থেকে
 চলে গেলেন ।

'তোমার একগুঁয়ে গর্ব,' তিনি তাকে বললেন,—

এটি দূরে সরিয়ে দেবে তোমার প্রতি সদয় সকলকেই ।
 কিন্তু এর জন্য তুমি একদিন হবে দুঃখে নিমজ্জিত ।

সেই মুহূর্ত থেকে মিডিয়া এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মনস্থ করলো এবং
 প্রতিশোধের উপায়টিও তার জানা ছিল ।

মৃত্যুর মাধ্যমেই, ওহ, মৃত্যুর মাধ্যমেই হবে,
 জীবনের সংঘাতের মীমাংসা,
 সারা হবে জীবনের ক্ষুদ্র দিবসটুকু ।

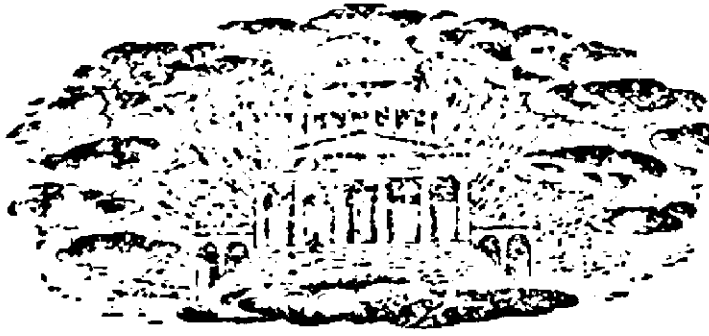
সে জ্যাননের দ্বিতীয় স্ত্রীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, এবং তারপর—তারপর ? কিন্তু তার আর কি করণীয় তা সে ভেবে ঠিক করতে পারলো না। ‘প্রথমত তার মৃত্যু,’ সে বললো।

সে একটি বাক্স থেকে বের করলো একটি চমৎকার পোশাক। সে এটিতে মেখে নিল এক নিষাক্ত ঔষধ এবং একে একটি বুড়িতে ভরে তার পুত্রদ্বয়ের মাধ্যমে এটিকে পাঠিয়ে দিল নববধূটির কাছে। তাদের বলে দেয়া হলো সে যেন পোশাকটি তাৎক্ষণিকভাবে পরিধান করে বুসিয়ে দেয় যে, সে এটি গ্রহণ করেছে। রাজকুমারীটি এটি খুশিমনে গ্রহণ করলো এবং তা পরিধান করলো। রাজকুমারীটি তা গায়ে জড়ানোর সাথে সাথেই এক ভয়ংকর লেলিহানময় আগুন তাকে ছেয়ে ফেললো। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো ; তার শরীরের মাংসগুলো গলে গলে পড়তে লাগলো।

যখন মিডিয়া জানতে পারলো যে, কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তখন সে আরও ভয়ংকর এক কাজ করতে মনস্থির করলো। তার সন্তানদের ছিল না কোন নিরাপত্তা, কোথা থেকে তারা পাচ্ছিল না কোন সাহায্যও। এটি কেবল ক্রীতদাসেরই জীবন হতে পারে, এর চাইতে বেশি কিছু নয়। ‘আমি তাদেরকে অন্যের হাতে লাঞ্চিত হওয়ার জন্য বেঁচে থাকতে দিতে পারি না, সে ভাবলো—

আমার নিজ হাতে তাদের মৃত্যুর চাইতে
অন্যের হাতে হবে আরো ক্ষমাহীন।
না, যেই আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম জন্ম
সেই আমিই তাদেরকে দেব মৃত্যুর স্বাদ।
ওহ, এখন আর কোন ভীর্ণতা নয়, তারা এখন
কতটুকু তরুণ, তাও ভালবার সময় নয়,
তারা কতটা প্রিয়, তারা কবে কোথায় জন্মেছিল—
এমন নয় যে আমি ভুলে যাব আমার পুত্রদেরকে,
কোন এক মুহূর্তে, এক অতি ক্ষুদ্র মুহূর্তে—
অতঃপর চিরদিনের জন্য নেমে আসবে দুঃখ।

মিডিয়া জ্যাননের নব পরিণীতা স্ত্রীর যে পরিণতি ডেকে এনেছিল তাতে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি ছুটে এলেন তাকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তৎক্ষণে তার দুই পুত্র নিহত হয়েছে এবং প্রাসাদের ছাদে মিডিয়া পা রাখছিল ড্রাগন-বাহিত এক রথে। তারা তাকে বায়ুতে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য জ্যানসন মিডিয়াকে অভিশাপ দিলেন, কখনো মিডিয়াকে দায়ী করলেন না।



আট চারটি বিখ্যাত অভিযান

ফেইথন

(এটি গুভিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী, সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত, শুধুমাত্র সজ্জার জন্য খুঁটিনাটি বর্ণনা দেয়া হয় নি, এটি করা হয়েছে এই কাহিনীর প্রভাবকে আরো সুদূরপ্রসারী করার জন্য।)

সূর্য-দেবতার প্রাসাদটি ছিল এক দীপ্তিমান স্থান। এটি বিকিরণ ছড়াতো স্বর্ণ থেকে, দীপ্তি ছড়াতো আইভরী থেকে আর চাকচিক্য ছড়াতো মণিমুক্তো থেকে। ভেতর বা বাইরের সবকিছু ছিল দ্যুতিময়, উজ্জ্বল এবং ঝলমলে। সেখানে সর্বদাই বিরাজ করতো আলোঝলমল দুপুর। ছায়াময় গোধূলি কখনই সেখানকার উজ্জ্বলতাকে ম্লান করতে পারতো না। অন্ধকার এবং রাত্রি সেখানে ছিল অচেনা। মরণশীলদের মাঝে খুব অল্প কয়েকজনই আলোর সেই অপরিবর্তনশীল উজ্জ্বলতাকে ধারণ করতে পারতো, কিন্তু খুব নগণ্য সংখ্যক মরণশীল সেখানে কোন পথ খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছে।

তবুও, মাতৃকুল বিচেনায় মরণশীল এক যুবক একদিন সেখানে যাওয়ার দুঃসাহস দেখালো। তাকে প্রায়ই স্বপ্নে যেতে হলো এবং ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখকে উপযোজন করে নিতে হলো। কিন্তু যেই উদ্দেশ্যটি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল তা এতটাই জরুরি ছিল যে, সে তার উদ্দেশ্যকে ভুলে গেল না। বার্নিশ করা দরজার মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে গেল রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত এবং চলে গেল সিংহাসন-কক্ষে যেখানে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোকময় সৌন্দর্যে পরিবেষ্টিত হয়ে বসে ছিলেন সূর্য—দেবতা। সেখানেই ছেলেটিকে থামিয়ে দেয়া হলো। সে আর এগোতে পারলো না।

সূর্যদেবতার চোখকে কোন কিছুই ফাঁকি দিতে পারে না। তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে দেখতে পেলেন এবং তার দিকে সদয়ভাবে তাকালেন। 'তুমি এখানে কি করে এলে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। অন্যজন সাহসের সাথে উত্তর দিল, 'আমি জানতে এসেছি যে তুমি আমার পিতা হও কিনা। আমার মা বলেছে যে তুমিই আমার পিতা, কিন্তু আমি যখন বলি যে তুমি আমার পিতা তখন অন্যান্য ছেলেরা আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করে। তারা আমাকে বিশ্বাস করে না। আমি আমার মাকে তা বলেছি এবং তিনি আমাকে বলেছেন তোমার কাছে গিয়ে আমার তা জেনে নেয়া উচিত।' মৃদু হেসে

সূর্যদেবতা জ্বলন্ত আলোতে তৈরি তার মুকুটখানি খুলে ফেললেন যাতে ছেলেটি তার দিকে নির্বিঘ্নে তাকাতে পারে। 'এখানে এসো, ফেইথন,' তিনি বললেন। 'তুমিই আমার পুত্র। ক্লাইমিনি তোমাকে সত্য কথাটাই বলেছে। আমি আশা করি যে, তুমি আমার কথাকেও অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি তোমাকে একটি প্রমাণ দেব। আমার কাছে তুমি যা খুশি চাইতে পারো এবং তুমি তা পাবে। আমি আমার প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য হিসেবে ডাকবো দেবতাদের অঙ্গীকারের নদী স্টিব্বকে।'

কোন সন্দেহ নেই যে, ফেইথন প্রায়ই সূর্য-দেবতাকে স্বর্গলোকে চলাচল করতে দেখেছে এবং কিছুটা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আর কিছুটা উদ্বেজনার অনুভূতি নিয়ে নিজেকে বলেছে, 'ঐ তো আমার পিতা।' এবং অতঃপর সে বিশ্বয়বোধ কবতো এই ভেবে যে, এই রথে চড়তে, ঘোড়াগুলোকে এই বন্ধুর পথে পরিচালনা করতে, এই মর্তলোককে আলো দিতে কেমন লাগতো। এখন তার পিতার কথায় সেই অসম্ভব স্বপ্নটি বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। সে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বললো, 'পিতা, আমি তোমার আসনে বসতে চাই। এই আমার একমাত্র চাওয়া। কেবল একটি দিনের জন্য, শুধুমাত্র, একটি দিনের জন্য আমাকে তোমার রথটি চালাতে দাও।'

সূর্যদেবতা তার অপরিণামদর্শিতা বুঝতে পারলেন। কেন তিনি এই ভয়ংকর অঙ্গীকারটি করলেন এবং এ বালকের অপরিণত মস্তিষ্কে এরকম একটি ভাবনা সঞ্চারিত হতে দিলেন? 'প্রিয় পুত্র', তিনি বললেন, 'আমি জানি যে, আমি অঙ্গীকার করতে পারি না, কারণ আমি স্টিব্বের নামে অঙ্গীকার করেছি। তবে যদি তুমি পীড়াপীড়ি কর তবে আমাকে তা দিতেই হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, তুমি তা করবে। শোন, তুমি কি চেয়েছো। তুমি ক্লাইমিনি এবং আমারও সন্তান। তুমি মরণশীল এবং কোন মরণশীল এই রথ চালাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে আমি ব্যতীত কোন দেবতাও এটি চালাতে পারবে না। দেবতাকুল শ্রেষ্ঠও পারেন না। পথটির কথা ভেবে দেখ। এটি সমুদ্র থেকে এমনি খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে যে ঘোড়াগুলোও খুব কষ্টে তা চলতে পারে, যদিও সকালে তারা বেশ সতেজই থাকে। মধ্যাহ্নে এটি এমনি খাড়া যে, এমনকি আমিও নিচে তাকানোর সাহস পাই না। সবচেয়ে কষ্টের হলো অবতরণটি, এটি এমন খাড়া যে, আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য যে সমুদ্র-দেবতারা অপেক্ষা করছে তারা ভেবে আশ্চর্য হয় যে, কিভাবে আমি না উল্টে গিয়ে নেমে আসতে পারলাম। ঘোড়াগুলো পরিচালনা করাও এক অনন্ত লড়াই। যখন এরা উপরে উঠে তখন এদের ক্রুদ্ধ আত্মা হয়ে উঠে উত্তপ্ত এবং তখন এদের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না বললেই চলে। তারা তোমার সাথে কি করবে?'

'তুমি কি এমন কল্পনাবিলাসে মত্ত যে ভাবছো, স্বর্গলোকে কেবলই বিশ্বয়ের খেলা, দেবতাদের নগরীটি কেবলই সুন্দরে পরিপূর্ণ। কিন্তু কিছুই নয়। তোমাকে অতিক্রম করতে হবে সব হিংস্র জন্তু, ভয়ংকর সব দিককারী পশু এবং তুমি এদের সকলকেই দেখতে পাবে। ঘাড়, সিংহ, বিছা, দিগ্বাল কাঁকড়া ইত্যাদি প্রত্যেকেই তোমার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে। নিজেকে দমিত কর। তোমার চারদিকে

তাকাও। এই প্রচুর্যের পৃথিবী যা কিছু ধারণ করে সেগুলো দেখ। এদের মাঝ থেকে তোমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি পছন্দ কর এবং তা তোমার হয়ে যাবে। পুত্র আমাব, তুমি যা প্রমাণ করতে চাও, তোমার জন্য আমার উদ্বেগই তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে আমি তোমার পিতা।’

কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভ কথার কিছুই অর্থময় হয়ে উঠলো না ছেলেটির কাছে। এক চমৎকার দৃশ্য উন্মোচিত হলো তার কাছে। সে দেখতে পেল যে, সে গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিখ্যাতকর যানে, তার হাতগুলো বিজয়ীর মতো পরিচালিত করছিল সেই ঘোড়াগুলোকে যাদেরকে জোড় নিজেও বশে আনতে পারে নি। সে তার পিতার সর্বকথাগীতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলো না। সে কোন ভয়ের শিহরণ অনুভব করলো না, নিজ পারসমতায় তার কোন সন্দেহ জাগলো না। অবশেষে সূর্যদেবতা তাকে এ কাজে নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টায় ক্ষান্তি দিলেন। তিনি যা দেখলেন, তা খুবই আশাহীন। অধিকন্তু কোন সময়ও আর অবশিষ্ট ছিল না। তখন ছিল যাত্রার মুহূর্ত। এরই মধ্যে পূর্ব দিকের ফটক গাড় লাল বর্ণ ছড়িয়ে দিল এবং উন্মাদেবী উজ্জ্বল আলোকময় প্রাঙ্গণ উন্মোচিত করলেন। নক্ষত্ররা আকাশ হতে বিলীন হয়ে আসছিল; এমনকি কালক্ষেপণরত ভোরের তারাটিও ম্লান হয়ে এল।

সময়ের তাড়া ছিল, কিন্তু সবকিছুই ছিল তৈরি। ঋতু দেবতাগণ, যারা ছিলেন অলিম্পাসের ফটকরক্ষী, অপেক্ষা করছিলেন দরজাগুলোকে প্রসারিত করে টেনে দেয়ার জন্য। ঘোড়াগুলোকে লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং জুড়ে দেয়া হয়েছিল যানটির সাথে। সে তার মনস্থির করে ফেলেছিল। যাই হোক না কেন সে এখন আর তা পান্টাতে পারবে না। বায়ুর ভিতর দিয়ে প্রথম দুর্নিবার গতিটি এত তীব্র ছিল যে, পূর্ব-বায়ু দেবতা অনেক পেছনে পড়ে গেলেন। সমুদ্রের কাছে নিচু হয়ে আসা মেঘদলের ভিতর দিয়ে ঘোড়াগুলোর উড়ন্ত পা ছুটে চললো সমুদ্র-কুয়াশা ভেদ করে, অতঃপর স্বচ্ছ বায়ুর ভিতর দিয়ে এরা ছুটে চললো উপরে এবং আরো উপরে, উঠে গেল স্বর্গের চূড়া পর্যন্ত। পরমানন্দদায়ক কিছু মুহূর্তের জন্য ফেইথন নিজেকে আকাশের প্রভু রূপে উপলব্ধি করলেন। কিন্তু ইহাৎ ঘটলো ছন্দপতন। রথটি তীব্রভাবে এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকলে, গতি ছিল আরো দ্রুত; সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। সে নয়, ঘোড়াগুলোই তখন গতি পরিচালিত করছিল। রথের মধ্যে হালকা ওজন, বলগাতে নরম হাতের স্পর্শ এটুকুই বোঝালো যে তাদের চালক সেখানে নেই। তখন তারাই ছিল প্রভু। আর কেউ তাদেরকে নির্দেশ দিতে পারবে না। তারা মূল পথ থেকে ছিটকে গেছে এবং তারা ছুটে লাগলো নির্বিচারে, উপরে-নিচে, ডানে-বামে। তারা রথটিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেললো ঋষিগণের সাথে সংঘর্ষে, এটি প্রায় ক্রাবটির উপর গিয়ে পড়লো। এরই মধ্যে হতভাগ্য রথ-চালকটি ভয়ে প্রায় বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে লাগাম ছেড়ে দিল।

এটি ছিল আরও অনিয়ন্ত্রিত, বেপরোয়া এবং অপরিণামদর্শী এক গতির সংকেত। ঘোড়াগুলো আকাশের শীর্ষে উঠে গেল এবং অতঃপর উন্টে নিচে পতিত হয়ে মর্তে অগ্নি লেনিহান সৃষ্টি করলো। সর্বোচ্চ যে পর্বতগুলো প্রথম পুড়ে গেল সেগুলো ছিল

দ্বিষ্টগনের আবাস আইজা এবং হেনিকন, পারন্যাসাস এবং স্বর্গ ভেদকাবী অলিম্পাস। এদের ঢাল বেয়ে অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়লো নিচের উপত্যকা এবং গভীর বন-ভূমিতে, যতক্ষণ না সর্বত্র সবকিছু জ্বলতে লাগলো। ঝর্ণাগুলো পরিণত হলো ছোট জল ধারায়, নদীগুলো সংকুচিত হয়ে গেল। একপ বলা হয়ে থাকে যে তখনই নীল নদ সরে যায় এবং তার শীর্ষ লুকিয়ে রাখে যা আজও লুকোনো।

যানটিতে ফেইথন অতি কষ্টে তার অবস্থান ধরে রাখছিল এবং সে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছিল তীব্র ধোঁয়া এবং তাপে, যেন তা আসছিল কোন ভয়ংকর চুল্লি থেকে। এই প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা এবং আতংকের পরিসমাণ্ডি ছাড়া তখন সে আর কিছুই চাইছিল না। তার মৃত্যুকেই স্বাগত জানানো উচিত। ধরিত্রী-মাতাও আর সহ্য করতে পারছিল না। সে এমন এক তীব্র শব্দ করলো যে তা পৌছে গেল দেবতাদের কাছে। অলিম্পাস হতে নিচে তাকিয়ে তারা অনুধাবন করলেন যে, ধরিত্রীকে বাঁচাতে হলে খুব দ্রুত কিছু একটা করতে হবে। জোড় তার বহুপাত তুলে নিলেন এবং তা সজোরে নিক্ষেপ করলেন সেই অপরিণামদর্শী এবং অনুতপ্ত চালকের দিকে। এটি তাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিল, চুরমার করে দিল যানটিকে এবং উন্মাদ ঘোড়াগুলোকে ধাবিত করলেন সমুদ্রের দিকে।

অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত ফেইথন রথ থেকে বায়ুর মধ্য দিয়ে পতিত হলো মর্তে। যে নদীকে কোন মরণশীল কখনো চোখে দেখেনি সেই এরিদানুস নদী তাকে গ্রহণ করলো, নিবিয়ে দিল সব অগ্নিশিখা এবং শীতল করলো তার শরীর। এত সাহসী এবং এত অল্প বয়সে মৃত্যুবরণকারী ছেলেটির জন্য সহানুভূতি জাগলো জলপরীদের মাঝে। তারা তাকে সমাহিত করলো এবং সমাধির উপর খোদাই করে লিখল :

এখানে শুয়ে আছে ফেইথন যে চালনা করেছিল সূর্য-দেবতার যান।

সে ব্যর্থ হলো, কিন্তু তার সাহস ছিল অসাধারণ।

তার বোনগণ, হেলিয়াদিস, যারা ছিল সূর্য দেবতা হেলিওসের কন্যা তার সমাধিতে এল শোক প্রকাশ করতে। সেখানে তারা এরিদানুসের তীরে পরিণত হলো পপলার গাছে।

যেখানে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে তারা অশ্রুপাত করে জলধারা, চিরদিনের জন্য। এর প্রতিটি অশ্রু বিন্দু পানিতে পড়ে জ্বলজ্বল করে উঠে যেন অশ্বরের চকচকে ফোঁটা।

পেগাসাস এবং বেলেরোফোন

(এই কাহিনীর দুটি পর্ব নেয়া হয়েছে আদিম কথিত্বের কাছ থেকে। হেসিওড খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম বা নবম শতকে আমাদেরকে বর্ণনা করেন কিমেরা এবং অ্যান্ডিয়ার প্রেমকাহিনী এবং বেলেরোফোনের করুণ পরিণতিটি বর্ণিত হয় 'ইলিয়াড'-এ। কাহিনীর বাকি

ইফার, শরবর্তীত যে নগরীকে বলা হতো করিথু, তার রাজা ছিলেন প্রকাস। তিনি ছিলেন সিসিফাসের পুত্র, যিনি জিউসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার শাস্তিরূপ হেডিসে চিরকাল ধরে এক খণ্ড পাথরকে টেনে পাহাড়ের উপর তোলার জন্য চেষ্টা করছিলেন। প্রকাসও নিজের উপর টেনে এনেছিলেন দেবতাদের অসন্তোষ। তিনি ছিলেন একজন তুখোড় অশ্বারোহী এবং যুদ্ধে আরও ভয়ংকর করে তোলার জন্য তিনি তার ঘোড়াগুলোকে খাওয়াতেন নর-মাংস। এমন বীভৎস কাজ দেবতাদেরকে সর্বদাই ক্রোধান্বিত করে তুলতো এবং সে অন্যদের প্রতি যেমন আচরণ করতো তারাও তার প্রতি তেমন আচরণ করলেন। তাকে তার রথ থেকে ছুড়ে ফেলা হলো এবং তার ঘোড়াগুলো তাকে ছিন্নভিন্ন করে টুকরো টুকরো করে ফেললো এবং গলাধকর্ষণ করলো।

নগরীতে বেলেরোফোন নামে এক সাহসী তরুণ ছিল যাকে সাধারণত তার পুত্র বলেই মনে করা হতো। তবে এমন জনশ্রুতি ছিল যে, বেলেরোফোনের ছিল আরো শক্তিশালী এক পিতা, পোসাইডন নিজে, যিনি ছিলেন মহাসমুদ্র-রাজ এবং যুবকটির তেজ ও শরীরের অসাধারণত্বের জন্য তার জন্মের এই ধারণাটিকে খুবই মানানসই বলে মনে হয়। অধিকন্তু তার মা, ইউক্লিনোমি একজন মরণশীল হওয়ার পরেও অ্যাথেনা কর্তৃক এমনভাবে দীক্ষিত হয়েছিলেন যতদিন না তিনি বুদ্ধি ও জ্ঞানে দেবতাদের সমকক্ষ হলেন। কাজেই এটি প্রত্যাশিতই ছিল যে, বেলেরোফোনকে মরণশীলের চাইতে দৈব বলে মনে করাই বেশি সঙ্গত ছিল। অসাধারণ অভিযানগুলো তাকে জানাতো অনন্য আহ্বান এবং কোন মারাত্মক বিপদই তাকে পেছনে ফেরাতে পারতো না এবং যে কাজের জন্য সে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতো তার জন্য সে কোন সাহস বা প্রচেষ্টা প্রয়োগেরও প্রয়োজন বোধ করতো না। প্রকৃত পক্ষে, এটি প্রমাণ করলো যে—

যা মানুষ অসম্ভব বলে স্থির করতো,—
যার আশা মানুষ ছেড়ে দিত—উপরের দৈব শক্তিই
যা করতে পারে
তার হাতে তা-ই সম্পন্ন হতো সাবলীল পাবস্মতায়।

মর্তের যেকোন কিছুই চাইতে বেলেরোফোন বেশি আকাঙ্ক্ষা করলো পেনগাসাসকে। এটি ছিল এক মনোমুগ্ধকর ঘোড়া যা জন্ম নিয়েছিল গর্গনের রক্ত থেকে যখন পার্সিডিস তাকে হত্যা করেন।* এটি ছিল—

এক পক্ষীরাজ ঘোড়া, উড়ে চলায় ক্রান্তিহীন
বায়ু ভেদ করে ছুটে চলছে দ্রুত, দমকা হাওয়ার মতো।

বিশ্বয় আচ্ছন্ন করলো তাকে। মিউজদের পুত্র, হেলিকনে অবস্থিত কবিকুল-প্রিয় ঋণী হিপ্পোক্রিনে জেগে উঠলো এটি, যেখানে এম ক্ষুব্ধ অঘাত করেছিল

* উল্লেখ্য: তৃতীয় পর্ব, নবম অধ্যায়



পেগাসাসের উপর বসে বেলেরোফোন হত্যা করেছে কিমেবাকে

মর্তকে। এরকম অদ্বিত প্রাণীকে কে ধরতে বা পোষ মানাতে পারে? এক আশাহীন প্রতীক্ষায় আক্রান্ত হলো বেলেরোফোন।

ইফার (করিস্থ)-এর স্ত্রী ভবিষ্যদ্বক্তা পলিডাসের কাছে সে তার মরিয়্যা আকাঙ্ক্ষার কথা বললো। তিনি তাকে অ্যাথেনার মন্দিরে যাওয়ার জন্য এবং সেখানে নিদ্রা যাপনের জন্য বললেন। দেবতারা প্রায়শই স্বপ্নে মানুষের সাথে কথা বলেন। কাজেই বেলেরোফোন সেই পবিত্র স্থানে গেল এবং সে যখন দেবীর পার্শ্বে গভীর নিদ্রায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল তখন তার মনে হলো যেন হাতে স্বর্ণ-দ্রব্য নিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবী। দেবী তাকে বললেন, 'তুমি কি ঘুমিয়ে? আর নয়, জেগে উঠো। এটিই তা যা তোমার পরম কাঙ্ক্ষিত ঘোড়াটিকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে।' সে লাফিয়ে উঠলো। সেখানে কোন দেবী ছিলেন না, কিন্তু সামনে পড়ে ছিল একটি চমৎকার বস্তু, সম্পূর্ণ স্বর্ণে তৈরি একটি লাগাম, যা আগে আর কখনো দেখা যায় নি। অবশেষে এটি সে তার হাতে নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠলো এবং দ্রুত বেরিয়ে পড়লো মাঠে, পেগাসাসকে খোঁজার জন্য। সে এটিকে দেখতে পেল, যা তখন করিহের বিখ্যাত ঋণী পিরিন থেকে জলপান করছিল এবং আস্তে আস্তে সে এর কাছে গেল। ঘোড়াটি শান্তভাবে তার দিকে তাকালো, চমকিত বা ভীত কোনটিই হলো না; এবং ন্যূনতম অসুবিধা সৃষ্টি ছাড়াই লাগাম ধারণ করলো। অ্যাথেনার জাদু কাজ করলো। সেই অসাধারণ প্রাণীটির প্রভুত্ব অর্জন করলো বেলেরোফোন।

ব্রোঞ্জের বর্মের সাজানো পূর্ণ পরিচ্ছদে সে তার পৃষ্ঠে আসীন হলো এবং তাকে পূর্ণ বেগে গতিশীল করলো, যেন ঘোড়াটিও তার মতো এই খেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। এখন সে বায়ুর প্রভু, উড়ে যাচ্ছে যেখানে খুশি সেখানে, সকলের ঈর্ষাকে অতিক্রম করে। যখন সবকিছু উন্মোচিত হলো তখন বোঝা গেল যে, পেগাসাস ছিল না কেবল কোন আনন্দের উৎস, প্রয়োজনের মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যও ছিল এটি, কারণ বেলেরোফোনের সামনে তখনো পড়ে ছিল অনেক কঠিন পরীক্ষা।

কোন এক ভাবে, আমরা ঠিক জানি না কিভাবে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই দুর্ঘটনাবশত সে তার ভাইকে মেরে ফেলেছিল এবং সে চলে গেল আর্গসে যেখানে রাজা প্রোতাস তাকে আশ্রয় দিলেন। সেখানেই শুরু হলো তার বিচার পর্ব এবং তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহও উদ্বোধিত হলো। প্রোতাসের স্ত্রী অ্যান্ডিয়া তার পক্ষে পড়ে প্রত্যাখ্যাত হলো। তিন্ত্র জোড়ে অ্যান্ডিয়া তার স্বামীকে বললো যে, তার অতিথি তার প্রতি অশোভন আচরণ করেছে এবং তাকে হত্যা করা হয়। যদিও তিনি জোদ্ধাষিত ছিলেন তবু তিনি তাকে হত্যা করলেন না। বেলেরোফোন তার টেবিলে ভোজ গ্রহণ করেছে তাই তিনি তাকে আক্রমণ করতে পারলেন না। তবে তিনি এমন এক পরিকল্পনা ফাঁদলেন যে তা নিশ্চিতভাবেই তার একই পরিণতি ডেকে আনবে। তিনি তরুণটিকে এশিয়ার অন্তর্গত লাইসিয়ার রাজার কাছে একটি পত্র পৌছে দিতে বললেন এবং বেলেরোফোন একই সহজেই রাজি হলো। পেগাসাসের পৃষ্ঠে আসীন হয়ে দীর্ঘ ভ্রমণটিকে তার কাছে ভেমন কিছুই মনে হলো না। লাইসিয়ার

রাজা তাকে গ্রহণ করলেন প্রাচীন রীতির আতিথেয়তাসহ এবং তাকে নয়দিন ধরে আতিথ্য প্রদান করার পর তার কাছে পত্রটি দেখতে চাইলেন। তখন তিনি তা পড়ে জানতে পারলেন যে, প্রোতাস চাচ্ছিলেন যেন তরুণটিকে হত্যা করা হয়।

তিনি তা করতে আগ্রহী হলেন না, যেই একই কারণে প্রোতাসও তা করতে পারেন নি, আর তা হলো যারা অতিথি এবং আতিথ্য দানকারীর মধ্যে বন্ধনটিকে অমর্যাদা করে তাদের উপর জিউস ছিলেন অত্যন্ত রুঢ়। তবে আগন্তুক এবং তার ঘোড়াটিকে কোন অভিযানে পাঠিয়ে দিলে তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। তাই তিনি তাকে সেই অভিযানে যেতে বললেন এবং হত্যা করতে বললেন কিমেরাকে, এ ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে তার আর ফেরা হবে না। কিমেরাকে মনে করা হতো অপরাজেয়। সে ছিল এক ভয়ংকরতম অন্তঃশক্তি, তার মাথা ছিল সিংহীর মতো, লেজ ছিল সাপের এবং দেহ ছিল ছাগলের—

এক ভয়ংকর সৃষ্টি, দীর্ঘ এবং দ্রুতগামী পদযুক্ত, শক্তিশালী,
যার নিশ্বাস ছিল অনির্বাপনীয় অগ্নিশিখা।

কিন্তু বেলেরোফোনের জন্য পেগাসাসকে চালিয়ে সেই জ্বলন্ত দানবীর কাছাকাছি যাওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে নি। সে তার উপর দিয়ে বায়ুতে উড়ে গেল এবং নিজের কোন ঝুঁকি ছাড়াই তাকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো।

যখন সে ফিরে এল প্রোতাসের কাছে, তখন তিনি তাকে অন্য কোন উপায়ে শাস্তি দেয়ার কথা ভাবলেন। তিনি তাকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সলিমিদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন এবং এই অভিযানে বেলেরোফোন বিজয়ী হওয়ার পর তাকে পাঠানো হলো আমাজনদের বিরুদ্ধে, সেখানেও সে সমানভাবে সফল হলো। অবশেষে নিজ সাহস আর সৌভাগ্যের মাধ্যমে সে প্রোতাসের মন জয় করলো। তিনি তার বন্ধু হয়ে গেলেন এবং নিজের কন্যাকে বেলেরোফোনের সাথে বিবাহ দিলেন।

এভাবে সে দীর্ঘদিন সুখী জীবনযাপন করলো ; অতঃপর সে দেবতাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুললো। সাফল্যের সাথে জোড় বেঁধে তার ঐকান্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে এমন সব চিন্তার দিকে ধাবিত করলো যা মোটেই মানব শোভন ছিল না, যেগুলোকে অপছন্দ করতেন দেবতারা। সে ঘোড়া চালিয়ে অলিম্পাসে যেতে চাইলো। সে বিশ্বাস করতো যে সে সেখানে অমরদের পাশে স্থান করে নিতে পারবে। ঘোড়াটি ছিল অপরিসীম বুদ্ধিমান। তার উচিত হয় নি এরূপ যাত্রা শুরু করা এবং এটি এর চান্দকে ছুড়ে ফেলে দিল। অতঃপর দেবতাদের ঘৃণার শিকার হয়ে বেলেরোফোন নিক্স আত্মাকে যন্ত্রণাক্রান্ত করে মানুষের স্বাভাবিক পথ ছেড়ে একাকী ঘুরে বেড়ালো, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

পেগাসাস স্থান পেল অলিম্পাসের স্বর্গীয় আন্তঃবলে যেখানে বাস করতো জিউসের ঘোড়াগুলো। সবগুলোর মাঝে এটিই ছিল শ্রেষ্ঠতম। কবিদের ভাষায় বর্ণিত হয় যে, যখন জিউস তার অসাধারণ গুণগুণাত ব্যবহার করতেন তখন পেগাসাসই তার কাছে সেই বজ্র এবং আলোক বহন করে নিয়ে আসতো।

ওটাস এবং এফিয়েলটিস

(এই কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত বা সংক্ষেপভাবে বর্ণিত আছে 'অডিসি' এবং 'ইনিড'-এ, কিন্তু কেবলমাত্র আপোলোডোরাসই এটি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেন। তিনি সম্ভবত প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতকে এটি রচনা করেন। যদিও তার রচনাশৈলী বিরক্তিকর, তবে এই কাহিনীর বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত কম বিরক্তিকর।)

এই জমজ ভাতৃদ্বয় ছিল অপদেবতা, কিন্তু এরা দেখতে অতি পৌরাণিক দানবদের মতো ছিল না। এদের শরীরের গড়ন ছিল স্বচ্ছ এবং মুখমণ্ডল ছিল সুশ্রী। হোমাবের ভাষায় তারা ছিল—

প্রাণ-সঞ্চারী ধরিত্রী তার অপার সুষমায়
যাদেরকে লালন করেছে তাদের মাঝে দীর্ঘতম,
তুলনারহিত ওরাইয়নের পর সবচেয়ে সুদর্শন।

ভার্জিল বর্ণনা করেন মূলত তাদের উন্মাদসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে। তার ভাষায় তারা ছিল—

জমজ, বিশাল-বপু, যারা তাদের হাত দ্বারা
সু-উচ্চ স্বর্গসমূহকে ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট ছিল
তারা প্রাণপণ চেষ্টা করতো জুপিটারকে তার স্বর্গ-রাজ্য থেকে নামিয়ে
ফেলার জন্য

কারো কারো মতে, তারা ছিল ইফিমেডিয়ার সন্তান; অন্যরা বলেন, ক্যানাসের সন্তান। তাদের মা যে-ই হয়ে থাকুক না কেন, সকল ঘটনার বিবেচনায় মায়ের স্বামী আলোউসের পুত্র হিসেবে আলোইদা নামেই বেশি পরিচিত ছিল।

যখন তারা খুবই তরুণ তখনই তারা প্রমাণ করতে শুরু করলো যে, তারা দেবতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠতর। তারা অ্যারেসকে বন্দি করলো, বেঁধে ফেললো পিতলের শিকলে এবং তাকে তালাবদ্ধ করে রাখলো। অলিম্পিয়রা তাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তারা ধৃত হার্মিসকে পাঠালেন তার সাহায্যার্থে, যিনি তাকে রাতের অন্ধকারে চুপিসারে মুক্ত করার কৌশল বের করলেন। তখন উগ্র দুই ভাই আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। তারা এই বলে হুমকি দিল যে, তারা পেলিয়ন পর্বতকে নিক্ষেপ করবে ওসা পর্বতের উপর এবং স্বর্গের উঁচু সব কিছুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, যেমনটি অতি প্রাচীনকালে দানবেরা ওসাকে নিক্ষেপ করেছিল পেলিয়নের উপর। এতে দেবতাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবং জিউস তার বজ্রপাতকে তৈরি করে নিলেন তাদেরকে আঘাত করার জন্য। কিন্তু তা নিক্ষেপ করার পূর্বেই পোসাইডন এসে তাকে নিবৃত্ত করলেন এবং অঙ্গীকার করলেন যে, তাদেরকে বশে আনা হবে। জিউস তাতে রাজি হলেন এবং পোসাইডনের কথাই সত্য হলো। জমজদ্বয় স্বর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামালো এবং পোসাইডন স্বস্তি বোধ করলেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এই যে, তারা দুজন নতুন সব পরিকল্পনা ফাঁদলো, যেগুলো তাদেরকে আরো বেশি কৌতূহলী করে তুলেছিল।

ওটাস ভাবলো যে, হেরাকে অপহরণ করা হবে এক চমৎকার অভিযান এবং এফিয়েলটিস পড়েছিল আর্টেমিসের প্রেমে, অথবা ওটাসের ভাবনা তেমনই ছিল। প্রকৃতপক্ষে দুই ভাই কেবলমাত্র পরস্পরের স্বার্থ নিয়েই ভাবতো। পরস্পরের প্রতি তাদের ছিল অসাধারণ অনুরক্তি। কে আগে তার কাঙ্ক্ষিত দেবীকে পাবে তা স্থির করার জন্য তারা ভাগ্য পরীক্ষার আশ্রয় নিল এবং ভাগ্য এফিয়েলটিসের প্রতি আনুকূল্য দেখালো। তারা পাহাড়ের উপর সর্বত্র এবং বন-বনানীতে খুঁজলো আর্টেমিসকে, কিন্তু অবশেষে যখন তারা তাকে দেখতে পেল, তখন তিনি ছিলেন সমুদ্র সৈকতে, সমুদ্রে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি তাদের অসং উদ্দেশ্য জানতেন এবং জানতেন কিভাবে তাদেরকে শাস্তা করতে হবে। তারা তার পিছু নিল, কিন্তু তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে তার যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। পোসাইডনের সব সন্তানেরই ছিল এই ক্ষমতাটি : তারা স্থলভাগের মতো সমুদ্রেও সমান স্বাচ্ছন্দ্যে দৌড়াতে পারতো, কাজেই তারা দুজন অনায়াসেই তাকে অনুসরণ করলো। তিনি তাদেরকে নিয়ে এলেন বনাঞ্চলময় নেব্রোস দ্বীপে এবং যখন তারা তাকে প্রায় ধরে ফেললো, তখন তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার পরিবর্তে তারা দেখতে পেল যে, একটি দুষ্ক-ধবল হরিণী ছুটে যাচ্ছে বনের ভিতর দিয়ে। সেই দৃশ্য দেখে তারা ভুলে গেল দেবীকে এবং তারা ছুটলো সেই মনোহরিণী প্রাণীটির সন্ধানে। গভীর বনে তারা একে হারিয়ে ফেললো এবং একে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাকে দ্বিগুণ করার জন্য তারা আলাদা হয়ে গেল। তারা বনের এক খোলা জায়গায় একে একই সময়ে দেখতে পেল, কিন্তু কেউই দেখলো না যে, এর ঠিক পেছনেই গাছে অবস্থান করছিল অন্য ভাইটি। তারা তাদের বর্শা নিক্ষেপ করলো এবং হরিণীটি অদৃশ্য হয়ে গেল। বর্শাটি খোলা স্থান অতিক্রম করে ছুটে গেল বনের দিকে এবং খুঁজে পেল তাদের উদ্দেশ্যকে। তরুণ শিকারীদ্বয়ের বিশাল শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তাদের প্রিয় প্রাণীটির কারণে তারা পরস্পরের বর্শা দ্বারা বিদ্ধ হলো এবং একে অপরের হাতে নিহত হলো।

এমনি চরম প্রতিশোধ নিলেন আর্টেমিস।

ডিডেলাস

(ওভিদ এবং অ্যাপোলোডোরাস উভয়েই এই কাহিনীটি বর্ণনা করেন। অ্যাপোলোডোরাস সম্ভবত ওভিদের একশত বছর পরেও জীবিত ছিলেন। তার রচনাশৈলী ছিল একাধারে এবং ওভিদ ছিলেন অনেকটা এর বিপরীত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি অ্যাপোলোডোরাসকেই অনুসরণ করেছি। এই কাহিনীতে ওভিদের বর্ণনা নিম্নমানের আবেশ এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ।)

ডিডেলাস ছিলেন সেই স্থপতি যিনি ক্রিটের মিনাটর দানবের জন্য লেবিরিথ বা গোলক ধাঁধা নির্মাণ করেন এবং যিনি অ্যারিয়াডনিকে দেখান কিভাবে থিসিউস এটি

থেকে পালিয়ে যেতে পারেন।* যখন রাজা মাইনস জানলেন যে, এথেনীয়রা পালিয়ে গেছে, তখন তিনি সাব্যস্ত করলেন যে, এটা তখনই সম্ভব যদি কেবলমাত্র ডিডেলাস তাদেরকে সাহায্য করে থাকে। সেই অনুযায়ী তিনি তাকে এবং তার পুত্র ইকারুসকে বন্দি করলেন লেবিরিচ্ছে। এটি নিশ্চিতভাবেই এর অতি সুন্দর গঠন-কৌশলের এমনই এক নিদর্শন যে, এর নির্মাতাও কোন সাহায্য ছাড়া এটি থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজে পেত না। কিন্তু অসাধারণ উদ্ভাবকটি এতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন না। তিনি তার পুত্রকে বললেন—

পলায়নকালে জল বা স্থলপথে হয়তো বাধা আসবে,
কিন্তু বায়ু এবং আকাশ তো এখনো উন্মুক্ত,

এবং তিনি তার নিজের ও ইকারুসের জন্য দুই জোড়া ডানা তৈরি করলেন। তারা তা পরিধান করলেন এবং উড্ডয়নের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ডিডেলাস ইকারুসকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে, সমুদ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় সে যেন একটি মাঝামাঝি গতিপথ মেনে চলে। যদি সে খুব উঁচু দিয়ে উড়ে যায় তবে সূর্যের তাপে গেল যেতে পারে আঠা এবং খুলে পড়তে পারে ডানাগুলো। কিন্তু গল্পে যেমনটি প্রায়শই ঘটে যে, গুরুজনরা যা বলে তরুণরা তাতে কর্ণপাত করে না, তাই ঘটলো। যখন তারা সাবলীলভাবে এবং সহজেই উড়ে গেল ক্রিট হতে দূরে, এই অভিনব ও বিস্ময়কর ক্ষমতার আনন্দে বালকটি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়লো। সে তীব্রভাবে কেবল উপরেই উঠতে থাকলো। বিস্মৃত হলো তার পিতার উদ্দেশ্যময় উপদেশের কথা। তখনই সে পড়ে গেল। খুলে গেল তার ডানা। সে পতিত হলো সমুদ্রে এবং ডুবে গেল জলরাশিতে। যন্ত্রণাদগ্ধ পিতা নিরাপদে উড়ে গেলেন সিসিলিতে, যেখানে রাজা তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

মাইনস তার পলায়নে জুগুপ্স হয়ে উঠলেন এবং তাকে খুঁজে বের করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি এক ধূর্ত পরিকল্পনা করলেন। তিনি সর্বত্র ঘোষণা করে দিলেন যে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত জটিল ভাবে প্যাঁচানো এক নলের ভেতর দিয়ে একটি সুতা অতিক্রম করতে পারবে তাকে বিরাট পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। ডিডেলাস সিসিলীয় রাজাকে বললেন যে, তিনি তা করতে পারবেন। তিনি নলটির এক প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করলেন, একটি পিঁপড়ার সাথে একটি সুতা বন্ধে দিলেন পিঁপড়াটিকে নলের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন এবং অতঃপর ছিদ্রটি বন্ধ করে দিলেন। যখন পিঁপড়াটি চলে এল অপর প্রান্তে তখন সুতাটি অতিক্রম করে ফেলেছে সকল প্যাঁচ এবং বাঁক। মাইনস বললেন 'কেবল ডিডেলাসই এরকম চিন্তা করতে পারে', এবং তিনি সিসিলিতে এলেন তাকে ধরার জন্য। কিন্তু সিসিলির রাজা তাকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলেন এবং যুদ্ধে মাইনস নিহত হলেন।

* দ্রষ্টব্য: পর্ব তিন। অধ্যায় দশ।

তৃতীয় পর্ব
ট্রয়ের যুদ্ধের পূর্ববর্তী মহান বীরগণ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



নয় পার্সিউস

(এই উপাখ্যানটি প্রায় এক রূপকথার মতোই। এখানে হার্মিস এবং অ্যাথেনার ভূমিকা অনেকটা সিনডেরেলার ধর্ম পিতা এবং ধর্মমাতার মতো। জাদুময় ওয়ালেট এবং টুপি রূপকথার গল্পে প্রায়শই বিবাজিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকাশ করে। এটিই একমাত্র পুরাণ যেখানে জাদু এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করে এবং মনে হয় এটি মিসেস খুবই জনপ্রিয়। অনেক কবিই এটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেন। কাঠের সিন্দুকের ভিতর ড্যানির বর্ণনা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মহান গীতিকবি সিওসের 'সিমোনিডিস' কাব্যের এক বিখ্যাত কাব্যংশ। সম্পূর্ণ কাহিনীটি বিধৃত হয় ওভিদ এবং অ্যাপোলোডোরাস উভয়ের রচনাতেই। দ্বিতীয় জন, যিনি ওভিদের প্রায় একশ বছর পরের, তিনিই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর। তার বর্ণনাটি সহজ এবং স্পষ্ট। ওভিদের বর্ণনা চরমভাবে বাহ্যিকময়—উদাহরণ স্বরূপ সামুদ্রিক সাপকে মারার জন্য তিনি একশত ছত্র ব্যবহার করেন। আমি অ্যাপোলোডোরাসকে অনুসরণ করেছি, কিন্তু আমি 'সিমোনিডিস' থেকে অংশ বিশেষ যোগ করেছি এবং অন্যান্য যাদের রচনা থেকে ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেসিওড এবং পিভার।)

আর্গসের রাজা অ্যাক্রিসিয়ুসের ছিল কেবল একটি সন্তান, একমাত্র কন্যা ড্যানি। সে ছিল রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী নারী, কিন্তু রাজার মনে খুব একটা শান্তি ছিল না; কারণ তার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি কোনদিন পুত্র সন্তানের পিতা হবেন কিনা তা দেবতাকে জিজ্ঞাসা করার জন্যে তিনি গেলেন ডেলফিতে। পুরোহিতানী তাকে 'না' সূচক উত্তর দিলেন এবং যা যোগ করলেন তা ছিল আরও খারাপ : যে, তার কন্যা এমন এক পুত্রের মা হবে যে তাকে হত্যা করবে। সেই পরিণতি হতে পরিত্রাণের একমাত্র নিশ্চিত উপায় ছিল ড্যানিকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা—অন্য কোন বিকল্প চিন্তা না করে। অ্যাক্রিসিউসের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। ঘটনাপ্রবাহে এটি সুস্পষ্ট যে, তার পিতৃস্নেহ প্রগাঢ় ছিল না, কিন্তু তার ছিল দেবতাদের ভয়। যারা নিকটাত্মীয়ের রক্তপাত ঘটাতো তাদেরকে তারা ভয়ানক শাস্তি দিতেন। অ্যাক্রিসিয়ুস নিজ কন্যাকে হত্যার দৃষ্টিতে দেখতে পারলেন না। তবে তার ছিল এক ব্রোঞ্জ নির্মিত ভূগর্ভস্থ বাড়ি—কিন্তু এর ছাদের একাংশ ছিল আকাশপানে খোলা যার মাধ্যমে আলো-বাতাস প্রবেশ করতো। সেখানে তিনি তাকে বন্দি করে রাখলেন এবং প্রহরার ব্যবস্থা করলেন।

আর অপরূপ রূপবতী ড্যানি ক্রিষ্ট হতে লাগলো দুঃখ-যন্ত্রণায়,
দিবসের উজ্জ্বল আলোক ছেড়ে পিতলের দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে,
এবং সমাধির মতো গোপন সেই প্রকোষ্ঠে
সে বাস করতো বন্দির মতো। তবু তার কাছে
জিউস এল স্বর্ণ-বৃষ্টি হয়ে।

রাত-দিনভর সে সেখানে বসে থাকতো অলসভাবে। উপরের খোলা আকাশের
ভাসমান মেঘ ছাড়া তার আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। একদিন ঘটলো এক
রহস্যময় ঘটনা। নেমে এল স্বর্ণ-বৃষ্টি ধারা। সেই বৃষ্টিতে স্নাত হলো তার কক্ষ।
বৃষ্টির রূপ লয়ে তার কক্ষে এসেছিলেন জিউস। সে গর্ভে ধারণ করলো জিউসের
সন্তান।

কিছুকাল সে তার পিতার কাছে তার সন্তানের জন্মের কথা গোপন রাখলো।
ব্রোঞ্জের সেই কক্ষের সংকীর্ণ সীমায় তাকে আড়াল করে রাখা ক্রমশই কঠিনতর
হয়ে পড়লো এবং অবশেষে একদিন পার্সিউস নামের সেই ছোট ছেলেটিকে দেখে
ফেললেন তার মাতামহ। 'তোমার সন্তান।' অ্যাক্রিসিয়ুস আরো ত্রোধান্বিত হয়ে
চিৎকার করে উঠলেন, 'কে তার পিতা?' কিন্তু যখন ড্যানি সগর্বে উত্তর দিল,
'জিউস' তিনি তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। শুধু একটি বিষয়েই তিনি নিশ্চিত
ছিলেন যে, এই বালকের জীবন তার নিজের জীবনের জন্য ডেকে আনবে ভয়ানক
বিপদ। তিনি একে হত্যা করতে ভয় পেলেন যেই কারণে সেই একই কারণে তিনি
তার কন্যাকেও হত্যা করতে পারেন নি, আর তা হলো জিউস এবং ফিউরিগনের
ভয়, যারা এরূপ হত্যাকারীদেরকে তাড়িয়ে বেড়ান হত্যা করার জন্য। তাই তিনি
তাদেরকে সহস্র হত্যা না করে, পরোক্ষভাবে ঠেলে দিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।
তিনি একটি বিরাট সিঁদুক নির্মাণ করে এর ভিতরে তাদের দুজনকে ঢুকিয়ে নিয়ে
গেলেন সমুদ্রে এবং নিষ্ক্ষেপ করলেন সমুদ্রের জলে।

সেই অদ্ভুত নৌকায় ড্যানি বসে থাকলো তার পুত্রের পাশে। দিনের আলো
ম্লান হয়ে এল এবং সমুদ্রে সে হয়ে পড়লো একাকী।

যখন কাঠের সিঁদুকটিতে আঘাত করলো বায়ু এবং তরঙ্গমালা
ভয়ে সে তার মায়াময় হাত প্রসারিত করলো
পার্সিউসের দিকে, তার চোখ তখন অশ্রু সজল।
সে বললো, 'হে পুত্র, আমার কি যে দুঃখ,
কিন্তু ছোট শিশু, তুমি নিদ্রা যাও, নীরবে,
তোমার এই নিরানন্দ ঘরে ডুবে যাও পৃথিবীর বিশ্রামে,
এটি শুধুই এক পিতলে আবদ্ধ বাক্য।
এখন রাত্রি, চারদিকে শুধু অন্ধকার।
ধাবমান তরঙ্গমালা তোমার চুলের খুব নিকটেই,

বায়ুর তীক্ষ্ণ শব্দে তুমি কর্ণপাত করো না,

যা তোমার লাল পরিচ্ছদে, সুন্দর ছোট্ট মুখমণ্ডলে আছড়ে পড়ছে।

সারা রাত ধরে সেই দোলায়মান সিন্দুকে সে শুনতে পেল জলরাশির শব্দ, সর্বদাই মনে হচ্ছিল যে, এটি তাদেরকে গ্রাস করবে। ভোর হলো, তার জন্য এটি কোন স্বস্তি বয়ে নিয়ে এল না, কারণ সে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। এমন কি সে দেখতে পেল না চারপাশে সমুদ্র ছাপিয়ে জেগে উঠা দ্বীপসমূহকে, অনেক অনেক দ্বীপ। সে যা বুঝতে পারলো তা হলো—এক তরঙ্গ এসে তখন তাদেরকে শূন্যে তুলে ফেললো এবং দ্রুত তাদেরকে বয়ে নিল আরো উপরে এবং অতঃপর তা পিছু ফিরে গেল। এটি তাদেরকে ফেলে গেল শক্ত এবং স্থির কোন কিছুর উপর। তারা ভূমির সন্ধান পেল; সমুদ্রের তাণ্ডব থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু তখনো তারা ছিল সিন্দুকের ভিতর এবং বের হওয়ার কোন উপায় ছিল না।

নিয়তির ইচ্ছাই ছিল এটি—অথবা, হয়তো জিউসের, যিনি তখন পর্যন্ত তার প্রেম এবং সন্তানের জন্য সামান্যই করেছেন—তাদেরকে খুঁজে পেল ডিকটিস নামে এক মহৎ জেলে। সে বাস্ত্রটির কাছে গেল এবং এটিকে ভেঙে খুলে ফেললো এবং হতশ্রী কার্গোটিকে নিয়ে গেল বাড়িতে, তার স্ত্রীর কাছে, যে নিজেও ছিল তার মতোই দয়ালু। তারা ছিল নিঃসন্তান এবং তারা ড্যানি ও পার্সিউসের এমন যত্ন নিল যেন তারা তাদের অতি আপনজন। তারা দুজন সেখানে অনেক বছর থাকলো। ড্যানি সবুটই থাকলো তার পুত্রকে সেই জেলের সঙ্গে তার নগণ্য কাজে সম্পৃক্ত করে, যা ছিল ক্ষতির সম্ভাবনা মুক্ত। কিন্তু অবশেষে এল অনেক বড় বিপদ। সেই ক্ষুদ্র দ্বীপের শাসক ছিল পলিডিকটিস, যে ছিল ডিকটিসের ভাই। কিন্তু সে ছিল এক নিষ্ঠুর এবং নৃশংস মানুষ। দীর্ঘদিন সে কোন দৃষ্টিপাতই করে নি সেই মা এবং ছেলের প্রতি, কিন্তু অবশেষে ড্যানি তার নজর কাড়লো। সে তখনো ছিল অসাধারণ সুন্দরী, পলিডিকটিস তার প্রেমে পড়লো। পার্সিউস তখন প্রাপ্ত বয়স্ক। পলিডিকটিস ড্যানিকে চাইলো কিন্তু তার সন্তানকে নয়। সে ড্যানির সম্ভাবনের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পথ খুঁজতে লাগলো।

তখন গর্গন নামে কিছু ভয়ংকর দানবী বাস করতো এক দ্বীপে এবং সেই তারা পর্বীচিত ছিল তাদের ভয়ংকর ক্ষমতার কারণে। পলিডিকটিস সেই ভয়ংকর দানবী নিয়ে কথা বললো পার্সিউসের সাথে; সে তাকে সম্ভবত বললো যে, পৃথিবীর অন্য যেকোন কিছুর চাইতে তার পাওয়া উচিত এদের কোন একটির মাথা। এই পর্বীকল্পনা হতে এটিই মনে হয় যে, বাস্তবে নিশ্চিতভাবেই সর্বাধিক কদা হচ্ছিল পার্সিউসকে হত্যা করার জন্য। সে যোগা করা গেলো, সে শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে এবং তার বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ করা হলো তা উদ্‌যাপন করার জন্য। পার্সিউসও নিমন্ত্রিত হলেন। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক অর্থেই তিনি নববধূর জন্য নিয়ে এল উপহার সামগ্রী, শুধু পার্সিউস ব্যতীত। তার দেয়ার মত কিছুই ছিল না।

তিনি ছিলেন যুবক, গর্বিত এবং সেই মুহূর্তে অপमानে চরমভাবে মর্মান্বিত। রাজা যা ভেবেছিলেন তিনি তা-ই করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি এমন এক উপহার দেবেন যা সেখানকার যে কোনটির চাইতে শ্রেষ্ঠতর। তিনি চলে গেলেন, হত্যা করলেন মেডুসাকে এবং উপটোকন হিসেবে নিয়ে এলেন তার মাথা। অন্য আর কিছুই রাজাকে মানাতো না। সজ্ঞানে কেউ এমন প্রস্তাব করতে পারে না। মেডুসা ছিল গর্গনদের অন্যতম—

এবং গর্গনরা সংখ্যায় ছিল তিনজন,
প্রত্যেকেরই ছিল ডানা এবং সর্পসদৃশ চুল,
মানুষের কাছে যারা ছিল ভয়ংকরতম।
যাদেরকে কেউ একবার দেখলে
আর ফিরে পাবে না প্রাণ-বায়ু,

কারণ যে কেউ তাদের দিকে তাকালে তাৎক্ষণিকভাবে পরিণত হতো পাথরে। মনে হলো পার্সিউস যেন তার ক্রোধজাত অহংকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধুই এক অন্তঃসারশূন্য গর্বের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। স্বর্গীয় আশীর্বাদপুষ্ট না হলে কোন মানুষের পক্ষে মেডুসাকে হত্যা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু পার্সিউস তার নির্বুদ্ধিতা থেকে পরিত্রাণ পেলেন। দুজন মহান দেবতা তার উপর নজর রাখছিলেন। রাজ্য দরবার ত্যাগ করার পর পরই তিনি একটি জাহাজ নিলেন, তার মাকে দেখার এবং তাকে তার ইচ্ছার কথা জানানোর সাহস হলো না তার। তিনি গ্রিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এটি জানার জন্য যে সেই তিন দানবীকে কোথায় পাওয়া যাবে। তিনি গেলেন ডেলফিতে, কিন্তু সব পুরোহিতানীই তাকে সেই স্থান সন্ধান করতে বললেন যেখানকার মানুষ দিমিত্রিরের সোনালি শস্য দানা খায় না, কেবলমাত্র ওক গাছের বীজ বা ফল খায়। কাজেই তিনি গেলেন ওক গাছের দেশ ডোডোনাতে, যেখানে পরস্পর আলাপের ওক গাছগুলো ঘোষণা করতো জিউসের ইচ্ছাকে, যেখানে বাস করতো সেলিবুন্দ, যারা তাদের ঋটি তৈরি করতো ওক গাছের ফল হতে। তারা তাকে শুধু এটিই বলতে পারলো যে, সে ছিল দেবতাদের সুরক্ষায়। তারা জানতো না যে, গর্গনরা কোথায় থাকতো।

কখন এবং কিভাবে হার্মিস ও অ্যাথেনা তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন তা বর্ণিত হয় নি কোন কাহিনীতেই, কিন্তু এর পূর্বেই তাকে নিতে হলো অনেক হতাশার অভিজ্ঞতা। অবশেষে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর এক পর্যায়ে তার সাথে দেখা হলো অদ্ভুত সুন্দর এক ব্যক্তির। তিনি কেমন ছিলেন তা আমরা জানতে পারি অনেক কবিতা থেকে, স্নিগ্ধতম যৌবনে যিনি অন্য যুবকদের সাথে বিসদৃশভাবে তার গালে বহন করতেন এক সোনার জাদুদণ্ড যার এক প্রান্তে ছিল ডানা, যিনি পরিধান করতেন ডানায়ুক্ত টুপি এবং ডানায়ুক্ত চপ্পল। তাকে দেখে পার্সিউসের বুকে জেগে

উঠলো আশা, কারণ তিনি জানতেন যে এটি হার্মিস ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, যিনি হবেন তার পথ-নির্দেশক এবং মঙ্গলনাতা।

এই দীপ্তিময় ব্যক্তিত্বটি তাকে বললেন যে, মেডুসাকে আক্রমণ করার পূর্বে তিনি যেন ভালোভাবে অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে নেন এবং তার যা কিছু দরকার ছিল সেগুলো উত্তরের উপদেবীদের দখলে। সেই উপদেবীদের আবাস খুঁজে পেতে হলে তাদেরকে যেতে হবে ধূসর নারীদের কাছে, কেবল তারাই তাদেরকে সঠিক পথটি বাতলে দিতে পারবে। এই রমণীরা বাস করতো এমন এক স্থানে যা সর্বত্রই ছিল অনুজ্জ্বল এবং গোখুলিতে আচ্ছাদিত। কোন সূর্যালোক কখনো স্পর্শ করেনি ঐ দেশকে, এমন কি রাতের চাঁদও নয়। সেই ধূসর দেশে বাস করতো তিন রমণী, যারা নিজেরাও ছিল ধূসর এবং চরম বার্ধক্যে বিবর্ণপ্রায়। এরা প্রকৃতই ছিল উদ্ভট সৃষ্টি। কারণ এদের তিন জনের জন্য ছিল কেবল একটিমাত্র চোখ। এটিই ছিল রেওয়াজ যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তারা চোখটিকে কপাল থেকে তুলে দিত অন্যজনকে।

এসব কিছু হার্মিস বললেন পার্সিউসকে এবং অতঃপর তিনি তার পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই পথ-নির্দেশনা দিয়ে পার্সিউসকে নিয়ে যাবেন তাদের কাছে। সেখানে পৌছানোর পর পার্সিউস যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না তিনি তাদের একজনকে নিজ কপাল থেকে চোখটিকে তুলে অন্যজনের কাছে স্থানান্তর করতে দেখবেন। সেই মুহূর্তে যখন তাদের কেউই কিছু দেখতে পাবে না তখন তিনি যেন দ্রুত এগিয়ে যান এবং কেড়ে নেন চোখটি এবং যতক্ষণ না তারা উত্তরের উপদেবীদের কাছে পৌছানোর উপায় না বলে দেয় ততক্ষণ তিনি যেন তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন।

হার্মিস বললেন যে, মেডুসাকে আঘাত করার জন্য তিনি নিজে তাকে দেবেন একটি তরবারি—যা গর্গনদের ফলার আঘাতে কখনই বেঁকে বা ভেঙে যাবে না, তা যতই শক্ত হোক না কেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি অতি চমৎকার উপহার এবং তথাপি, তরবারি আঘাত করার উপযুক্ত দূরত্বে পৌছানোর পূর্বেই তার পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আর একজন মহান দৈব-চরিত্র তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। পার্সিউসের পাশে দাঁড়ালেন প্যালাস অ্যাথেনা। তিনি তার বক্ষাবরণী হিসেবে ব্যবহার ব্রোঞ্জের পাতটি খুলে ফেললেন এবং তাকে দিয়ে বললেন যে, 'যখন তুমি গর্গনটিকে আক্রমণ করবে তখন এর দিকে তাকাবে। তুমি তাকে এর মাঝে দেখতে পাবে যেমনটি দেখা যায় আমেরিকা মধ্যে এবং এভাবে এড়িয়ে চলো তার ভয়ংকর ক্ষমতা।'

তখন পার্সিউসের প্রকৃতই আশাবাদী হওয়ার স্বপ্ন ছিল। গোখুলি-রাজ্যের যাত্রা ছিল খুবই দীর্ঘ, 'ওস্যানের' জলধারার উপর দিয়ে, কৃষ্ণ দেশের প্রান্ত দিয়ে যেখানে বাস করতো কিমেরিয়ারা। যেহেতু হার্মিস ছিলেন তার পথ-নির্দেশক, তাই

তিনি ব্যর্থ হলেন না। অবশেষে তারা খুঁজে পেলেন ধূসর রমণীদেরকে, তখন তারা কম্পমান আঙ্গুর দিকে তাকিয়েছিল ধূসর পাখির মতো, কারণ তাদের আকৃতি ছিল রাজহংসের মতো। কিন্তু তাদের মাথা ছিল মানুষের মতো এবং তাদের ডানার নিচে ছিল বাহ ও হাত। হার্মিস যা বলেছিলেন পার্সিউস ঠিক তা-ই করলেন, তিনি দূরে স্থির থাকলেন যতক্ষণ না তাদের একজন চোখটিকে তুলে নিল তার কপাল থেকে। অতঃপর সে তার বোনকে এটি দেয়ার পূর্বেই তার হাত থেকে পার্সিউস এটি কেড়ে নিলেন। তারা যে চোখটি হারিয়ে ফেলেছে, এটি ছিল তিন জনই তা বুঝে উঠার ঠিক পূর্বমুহূর্ত। গর্গনদের প্রত্যেকেই জানলো যে, অন্য দুজনের যেকোন একজনের কাছে চোখটি আছে। কিন্তু পার্সিউস কথা বলে উঠলেন এবং তাদেরকে বললেন যে, চোখটি তখন তার কাছে আছে এবং এটি আবারও তাদের হবে যদি তারা তাকে 'উত্তরের উপ-দেবীদের'কে খুঁজে পাওয়ার পথ বলে দেয়। তারা তৎক্ষণাৎ তাকে পূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিল এবং তারা তাদের চোখ ফিরে পাওয়ার জন্য যে কোন কিছুই করতে পারতো। পার্সিউস তাদের কাছে চোখটি ফিরিয়ে দিল এবং তাদের নির্দেশিত পথে সে এগিয়ে গেল। এছাড়া তার উপায়ও ছিল না, যদিও সে চিনতো না সেই পথগুলোকে যেগুলো উত্তর বায়ুর পিছু নিয়ে চলে গিয়েছিল হাইপার বোরিয়ানদের আশীর্বাদপুষ্ট দেশে, যা সম্বন্ধে বলা হয় যে, জাহাজ বা স্থলপথ কোন ভাবেই কেউ খুঁজে পাবে না হাইপার বোরিয়ানদের পথ-ঘাট। পার্সিউসের সঙ্গে ছিলেন হার্মিস, কাজেই পথ-ঘাট তার জন্য উন্মুক্তই হয়ে রইল এবং তিনি পৌঁছে, গেলেন সুখী মানুষদের দেশে যারা সর্বদা ভোজ উৎসব আর হর্ষোৎফুল্ল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে থাকতো। তারা তার প্রতি পরম সহানুভূতি প্রদর্শন করলো এবং তারা তাকে তাদের ভোজ-উৎসবে স্বাগত জানালো এবং বাঁশী ও বীণার সুরে সুরে নৃত্যরত কুমারীরা সাময়িকভাবে থেমে গেল তার কাত্তিকত উপহার এনে দেয়ার জন্য। এগুলো হলো: ডানায়ুক্ত চপ্পল, একটি জাদুর ওয়ালেট যেটি এতে যা রাখা হতো সর্বদা তার আকার ধারণ করতো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটি টুপি, যা তার পরিধানকারীকে অদৃশ্য করে তুলতো। এগুলো এবং অ্যাথেনার ঢাল এবং হার্মিসের তরবারিসহ পার্সিউস গর্গনদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরি হয়েছিল। হার্মিস জানতেন কোথায় ছিল তাদের আবাস এবং সুখের রাজ্য তাকে বলে তারা দুজন 'ওস্যান' ও সাগরের উপর দিয়ে উড়ে গেলেন ভয়ংকর বোম্বার্ডের দ্বীপে।

পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে, যখন পার্সিউস তাদেরকে খুঁজে পেলেন তখন তারা সবাই ছিল নিদ্রামগ্ন। উজ্জ্বল ঢালটির আঘাতে তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন, বিশাল ডানায়ুক্ত প্রাণী সৈমালি ফলাতে আবৃত শরীর এবং তাদের চুল ছিল পাকানো সাপের তৈরি। তখন অ্যাথেনা এবং হার্মিস উভয়ই ছিলেন তার পার্শ্বে। তারা তাকে বলে দিলেন এর মধ্যে কোনটি ছিল মেডুসা এবং এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কেবল তাকেই হত্যা করা সম্ভব ছিল; বাকিদুজন

ছিল অমর। পার্সিউস তার ডানায়ুক্ত চপ্পলদ্বয় দ্বারা তাদের উপর বায়ুতে ভেসে থাকলেন আর তাকিয়ে থাকলেন কেবল বর্মটির দিকে। তখন তিনি মেডুসার গলায় একটি আঘাত করার জন্য গম্ভীর হির করলেন এবং অ্যাথেনা তার হাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। একটি আঘাতে পার্সিউস মেডুসার ঘাড় দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন এবং এর দিকে একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে তিনি তার চক্ষু হির রাখলেন তার ঢালের দিকে, তিনি ছোঁ মেয়ে তুলে নিলেন এর মাথা। তিনি এটিকে রেখে দিলেন গুয়ালেটের মধ্যে, যা এটিকে আবদ্ধ করে রাখলো। এটি থেকে তার ভয় পাওয়ার এখন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু অন্য দুজন গর্গন জেগে উঠেছিল, তাদের বোনের হত্যায় তারা ভীত সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়লো এবং খুঁজে বের করতে চাইলো হত্যাকারীকে। পার্সিউস নিরাপদেই থাকলেন; তিনি ছিলেন অন্ধকারে টুপি পরিহিত এবং তারা তাকে খুঁজে পেল না।

আর তাই সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে চললো
সমৃদ্ধ চুল বিশিষ্ট ড্যানির পুত্র, পার্সিউস
তার ডানায়ুক্ত চপ্পল পরে,
উড়ে চলছিল চিত্তার সমান দ্রুততায়।
এক রূপার গুয়ালেটের মধ্যে
দৃষ্ট হচ্ছিল এক বিষয়,
সে বহন করছিল দানবীর মাথা,
আর মাইয়ার পুত্র, জিউসের বার্তাবাহক
সর্বদাই ছিল তার পক্ষে।

তার ফেরার পথে তিনি এলেন ইথিওপিয়াতে এবং সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। এরই মধ্যে হার্মিস তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। পার্সিউস খুঁজে পেলেন এক সুন্দরী কুমারীকে যাকে ফেলে যাওয়া হয়েছিল এক ভয়ংকর সামুদ্রিক সাপের গ্রাসের মুখে, যেরকমটি পরে খুঁজে পেয়েছিলেন হারকিউলিসও। তার নাম ছিল অ্যালোমিডা এবং সে ছিল এক বোকাটে কিন্তু আত্মাভিমानी নারীর কন্যা।

যে ইথিওপ রানী
তার রূপ-সৌন্দর্যকে
সমুদ্র-উপদেবীদের চাইতে অধিক
বলে প্রশংসা করতে বললেন
এবং তাদের ক্ষমতাকেও করা হলো বিক্রি।

তার ভেতর এমন এক অহংকার জেগে উঠলো যে, সে সমুদ্র-দেবতা নেরেউসের কন্যাদের চাইতেও অধিকতর সুন্দরী। সেইসব দিনগুলোতে যে কারো জন্য চরম দুভাগ্য বয়ে আনার সুনিশ্চিত উপায় ছিল কোন ক্ষেত্রে দেবতাদের চেয়ে

শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা ; এতদসত্ত্বেও জনগণ তা করতে বাধ্য ছিল। এই ক্ষেত্রে, ঔদ্ধত্যের শাস্তি বর্ষিত হলো অ্যাম্ভ্রোমিডার মা, রানী ক্যাসিওপিয়ায় উপর নয়, তার কন্যার উপর। ইপিওপরীরা প্রায়ই প্রচুর সংখ্যক দানবের ঘাসের মুখে পড়তো এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার কাছে জানলো যে, তারা এই ক্ষতিকর প্রাণী থেকে রেহাই পাবে যদি অ্যাম্ভ্রোমিডাকে সমুদ্র দানবের কাছে উৎসর্গ করা হয়। তারা তার পিতা সেফেউসকে রাজি হতে বাধ্য করলো। যখন পার্সিউস মেয়েটির কাছে পৌছলেন তখন সে ছিল সমুদ্র-পার্শ্বে এক সংকীর্ণ পর্বতের উপর ; সেখানে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই দানবের প্রতীক্ষায় থাকার জন্য। পার্সিউস তাকে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়ে গেলেন। যতক্ষণ না সেই ভয়ংকর বিশাল দানবটি এল এর শিকারের সন্ধানে, ততক্ষণ তিনি অ্যাম্ভ্রোমিডার পাশে অপেক্ষা করলেন ; অতঃপর তিনি এর মস্তক কর্তন করেন, যেমনটি করেছিলেন গর্গনদের ক্ষেত্রে। মস্তকশূন্য শরীরটি পড়ে থাকলো সমুদ্রের জলে ; পার্সিউস অ্যাম্ভ্রোমিডাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন তার পিতা-মাতার কাছে এবং সেখানে তাদের কন্যার পাণি-প্রার্থনা করলেন। তারা তা হাসিমুখে মঞ্জুর করলেন।

তাকে নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন তার নিজের দ্বীপ আর তার মায়ের কাছে। যে বাড়িতে তিনি এতকাল বাস করেছেন সেখানে তিনি কাউকে খুঁজে পেলেন না। জেলে ডিকটিসের স্ত্রী অনেক আগেই মৃত্যু বরণ করেছেন এবং অন্য দুজন—ড্যানি ও অন্য জন, পার্সিউসের কাছে যে ছিল পিতৃত্বল্য, উভয়কেই পলিডিকটিসের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করতে হয়েছিল ; কারণ ড্যানি তাকে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় সে ভীষণ ভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। পার্সিউসকে বলা হলো যে, তারা এক মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি জানতে পারলেন যে, রাজা রাজপ্রাসাদে এক ভোজ উৎসব আয়োজন করতে যাচ্ছেন এবং তার আনুকূল্যধন্য সব লোক সেখানে উপস্থিত হবে। পার্সিউস তৎক্ষণাৎ তার নিজের সুযোগ খুঁজে পেলেন। তিনি সোজা চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে এবং প্রবেশ করলেন সেই ভোজসভা কক্ষে। যখন তিনি প্রবেশ-ফটকে দাঁড়ালেন, তার বুকে ছিল অ্যাথেনার উজ্জ্বল বর্ম, রূপার ওয়ালেটটি ছিল তার পার্শ্বদেশে, তিনি সেখানকার সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রে টালেন। তখন কেউ কোন কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই তিনি বের করে ফেললেন গর্গনটির মাথা এবং নিমেষে সেই নিষ্ঠুর রাজা ও তার অনুগত চরেরা পাথরে পরিণত হলো। সেখানে তারা পড়ে রইল, এক সারি মূর্তির মতো, প্রত্যেকেই যেন বরফের মতো কঠিন, যেমন ভাবে তিনি প্রথম আঘাত করেন পার্সিউসকে দেখে, ঠিক তেমনিভাবে।

যখন দ্বীপবাসী জানতে পারলো যে তারা সেই অত্যাচারী রাজার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে তখন পার্সিউসের পক্ষে ড্যানি এবং ডিকটিসকে খুঁজে বের করা সহজ হয়ে গেল। তিনি ডিকটিসকে বানালেন সেই দ্বীপের রাজা, কিন্তু তিনি এবং তার মা

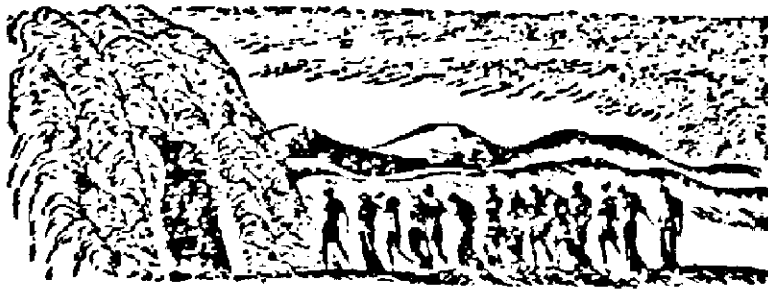


পার্সিডিস ধরে রেখেছেন মেডুসার মাথা

ঠিক করলেন যে তারা অ্যাক্সোমিডাকে সাথে নিয়ে চলে যাবেন গ্রিসে এবং চেষ্টা করবেন অ্যাক্সিসিয়ুসের সাথে পুনর্মিলিত হতে, এটা জানানর জন্য যে, সেই রাতে ভাসিয়ে দেয়ার এত বছর পরেও তার হৃদয় কোমন হয়েছে কিনা এবং সে তার কন্যা ও দৌহিত্রকে আনন্দ চিন্তে গ্রহণ করবে কিনা। যখন তারা আর্গসে পৌঁছলেন তখন তারা জানলেন যে, অ্যাক্সিসিয়ুস সেই নগরী থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এবং তিনি কোথায় আছেন তা কেউ বলতে পারলো না। সেখানে পৌঁছানোর পর পরই পার্সিউস জানতে পারলেন যে, উত্তরে ল্যারিসার রাজা এক বিশাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন এবং এতে অংশ নেয়ার জন্য তিনি সেখানে চলে গেলেন। চাকতি নিষ্ক্ষেপে যখন তার পালা এল তখন তিনি সেই ভারি বস্তুটি এমন জোরে নিষ্ক্ষেপ করলেন যে, এটি হঠাৎ দিক পরিবর্তন করলো এবং পতিত হলো দর্শকদের মাঝে। অ্যাক্সিসিয়ুস কোন এক কাজে তখন রাজার কাছেই ছিলেন এবং চাকতিটি তাকে আঘাত করলো। আঘাতটি ছিল গুরুতর এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

কাজেই অ্যাপলোর ভবিষ্যদ্বাণী আবারও সত্য প্রমাণিত হলো। যদি পার্সিউসের মনে কোন দুঃখ ভর করেই থাকে, তবু তিনি এটুকু জানতেন যে, তার মাতামহ তাকে এবং তার মাকে হত্যা করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাই করেছিলেন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এরপর পার্সিউস এবং অ্যাক্সোমিডা সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। তাদের পুত্র, ইলেকট্রায়ন, ছিলেন হারকিউলিসের পিতামহ। মেডুসার মস্তক দেয়া হলো অ্যাথেনার কাছে যা তিনি সর্বদা বহন করতেন জিউসের ঢালে, যা তিনি তার জন্য বয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.org



দশ থিসিউস

(এথেনীয়দের সবচেয়ে প্রিয় এই বীর অনেক লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অগাস্টান যুগের ওভিদ তার জীবনোপাখ্যান বর্ণনা করেন খুবই অনুপূজ্যভাবে এবং খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের অ্যাপোলোডোরাসও তাই করেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের শেষ দিককার পুটার্কের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। ইউরিপিদেসের তিনটি নাটক এবং সফোক্লিসের একটি নাটকে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। গল্পকার এবং কবি উভয় সম্প্রদায়ের রচনাতেই তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরোক্ষ বর্ণনা আছে। আমি মোটের উপর অ্যাপোলোডোরাসকে অনুসরণ করেছি কিন্তু ইউরিপিদেস হতে যোগ করেছি অ্যাজ্জাসের আবেদন, হারকিউলিসের উন্মত্ততা, এবং হিপ্পোলাইটাসের নিয়তি—এই কাহিনীগুলো; সফোক্লিস হতে ইডিপাসের প্রতি তার সহমর্মিতা; পুটার্ক হতে তার মৃত্যুর ঘটনা, যে ব্যাপারে অ্যাপোলোডোরাস শুধু একটি ছদ্ম ব্যবহার করেন।)

থিসিউস ছিলেন মহান এথেনীয় বীর। তিনি এত সব অভিযানে এবং দুঃসাহসী কাজে অংশগ্রহণ করেন যে, এথেন্সে একটি কথার প্রচলন ঘটে গিয়েছিল, 'থিসিউস ব্যতীত কিছু সম্ভব নয়।'

তিনি ছিলেন এথেনীয় রাজা ঈজিউসের পুত্র। তিনি তার যৌবন কাটান দক্ষিণ গ্রিসের এক নগরীতে মাতৃগৃহে। শিশুটির জন্মের পূর্বেই ঈজিউস ফিরে যান এথেন্সে, কিন্তু প্রথমে তিনি একটি গর্তের মধ্যে স্থাপন করলেন একটি তরবারি এবং এক জোড়া জুতা এবং এদেরকে একটি বিশাল পাথর দিয়ে ঢেকে রাখলেন। তিনি এটি করলেন তার স্ত্রীর জ্ঞাতসারেই এবং তাকে বললেন যে, যদি কখনো বালকটি আসে, যদি সে এমন শক্তিশালী বালক হয়ে থাকে যে পাথরটিকে টেনে সরিয়ে ফেলার সমর্থ্য রাখে এবং এর নিচের বস্তুগুলো নিয়ে নিতে পারে তবে তাকে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয় এথেন্সে তাকে তার পিতা বলে দাবি করার জন্য। শিশুটি ছিল এক ছেলে, সুস্থ এবং সে বেড়ে উঠলো অন্য বালকদের চাইতে অনেক শক্তিশালী রূপে, কাজেই যখন তার মা তাকে সেই পাথরের কাছে নিয়ে গেলেন, সে অনায়াসে তা তুলে ফেললো। এখন তিনি তাকে বললেন যে, সময় এসেছে তার পিতাকে খুঁজে বের করার এবং তার জন্যে একটি জাহাজের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তার মাতৃগৃহে। কিন্তু থিসিউস জলপথে যেতে অস্বীকার করলেন, কারণ এরকম যাত্রা হবে নিরাপদ এবং সহজ। তার ধারণা ছিল যত দ্রুত সম্ভব একজন বীরে পরিণত হওয়া এবং সহজ নিরাপত্তা তা করার

নিশ্চিতভাবেই ছিল না কোন অনুভূত পছন্দ। তার সর্বনাই মনে থাকতো গ্রিসের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হারকিউলিসের* কথা এবং তার এরূপ অবিশ্বাস প্রতিভারই প্রয়োজন ছিল। এটাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ তারা দুজন ছিলেন চচাতো ভাই। তার না এবং মাতামহ যে জাহাজ নেয়ার জন্য তাকে পীড়পীড়ি করছিলেন, তিনি তা নিতে অবিশ্বাসিত কঠোর অস্বীকার করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন যে, এতে ব্যর্থ করার অর্থ হচ্ছে বিপদ থেকে কাপুরুষোচিত পলায়ন এবং তিনি স্থল পথেই এখানে যেতে মনস্থ করলেন। যাত্রাটি ছিল খুবই দীর্ঘ এবং দস্যুদের আক্রমণ-প্রবণতার কারণে ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করলেন। তিনি এদের একজনকেও জীবিত রাখলেন না, যাতে এরা আগামী দিনের অভিযাত্রীদেরকে বিপদাপন্ন করতে না পারে। ন্যায় বিচারের ব্যাপারে তার ধারণা ছিল সাধারণ কিছু কার্যকর : একজন অন্য জনের প্রতি যে আচরণ করে, খিসিউস তার প্রতি সে আচরণটিই করেন। উদাহরণ স্বরূপ, স্কাইরন পরাজিতদেরকে ধরে এনে বাধ্য করতো হাঁটু গেড়ে তার পা ধুয়ে দিতে এবং অতঃপর লাথি মেরে তাদেরকে ফেলে দিত সমুদ্রে। খিসিউস তাকে হত্যা করেছিলেন এক তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডের আঘাতে। সিনিস মানুষকে হত্যা করতো দুটি পাইন গাছের সাথে বেঁধে এদেরকে মাটির দিকে অবনত করে এবং অতঃপর গাছ দুটিকে ছেড়ে দিয়ে। তারও মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল একই পথে। প্রক্রান্তেসকে স্থাপন করা হয়েছিল সেই লোহার শয্যায় যা সে ব্যবহার করতো তার শিকারদের জন্য। সেখানে সে তাদেরকে এ শয্যার সমান দৈর্ঘ্যে স্থাপন করতো, যদি দৈর্ঘ্য কম হতো তবে তাকে টেনে লম্বা করা হতো আর দৈর্ঘ্য বেশি হলে কেটে ফেলা হতো। কাহিনীটি থেকে জানা যায় না যে, তার উপর কোন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়েছিল, তবে দুটো পদ্ধতির মধ্যে যা-ই হয়ে থাকুক, আসল কথা হলো, এদের কোন একটির দ্বারা প্রক্রান্তেসের জীবনাবসান ঘটলো।

এটি অনুমেয় যে, গ্রিস কিভাবে সেই সকল তরুণের প্রশংসার সাথে কতটা অনুরণিত হতো যারা ভ্রমণার্থীদের এতটা দুর্দশার কারণগুলোকে অপসারণ করতো। যখন তিনি এখানে পৌঁছলেন তখন তিনি এক সর্বজনবিদিত বীর এবং তিনি রাজা-প্রদত্ত এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হলেন, অথচ রাজা নিজেই এ ব্যাপারে অন্তর্ক ছিলেন যে, খিসিউস তারই পুত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবকটির ব্যাপক জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে সে হয়তো জনগণের মন জয় করে নিজেকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। তাই তিনি তাকে নিমন্ত্রণ করে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। পরিকল্পনাটি তার ছিল না, এটি ছিল স্বর্ণ-মেসের চামড়া আনার অভিযানের নায়িকা মিডিয়ার পরিকল্পনা যে তার কুহক বিন্যাস মাধ্যমে জেনে গিয়েছিল খিসিউসের পরিচয়। সে তার জাহাজে যানবাহনে করে করিন্থ থেকে চলে এসেছিল এখানে এবং সে সিজিউসের উপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ; যা তার পুত্রের আগমনে ব্যাহত হোক তা সে চায়নি। কিন্তু যখন তার

* দ্রষ্টব্য : পরবর্তী অধ্যায়

হাতে বিধের পেয়ালাটি তুলে দেয়া হলো তখনই নিজের পরিচয় প্রকাশ করার জন্য তিনি তার ডরবারিটি বের করলেন। রাজা ভৎসনাৎ এটি চিনতে পারলেন এবং পেয়ালাটি দ্রুত মাটিতে ফেলে দিলেন। বরাবরের মতোই মিডিয়া পালিয়ে গেল এবং নিরাপদে এশিয়াতে চলে যেতে পারলো।

তখন ঈজিউস রাজ্যময় ঘোষণা করলেন যে, থিসিউস তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। নতুন উত্তরাধিকারী দ্রুত পেয়ে গেলেন এথেনীয়দের কাছে নিজেকে প্রিয় করে তোলার এক সুবর্ণ সুযোগ।

এথেন্সে তার আগমনের কিছু বছর পূর্বে নগরীতে ভর করেছিলো এক চরম বিপর্যয় ও দুর্ভাগ্য। ক্রিটের শক্তিশালী রাজা মাইনস হারালেন তার একমাত্র পুত্র অ্যাজ্রোজিউসকে, যখন যুবকটি দেখা করতে গিয়েছিল এথেনীয় রাজার সাথে। রাজা ঈজিউস এমন একটি কাজ করলেন যা কোন আতিথ্যদানকারীর পক্ষে করা সমীচীন নয়, তিনি তার অতিথিকে পাঠালেন অতি বিপদসংকুল এক অভিযানে— এক ভয়ংকর ঝাড়কে হত্যা করার জন্য। উল্টো ঝাড়টিই মেরে ফেললো যুবকটিকে। মাইনস আক্রমণ করলেন দেশটিকে, দখল করলেন এথেন্স এবং ঘোষণা করলেন যে, যদি এথেন্সের জনগণ প্রতি নয় বছর পরপর তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গের জন্য সাতজন যুবক ও সাতজন যুবতীকে না পাঠায় তবে তিনি একে ধ্বংস করে দেবেন। এক ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করতো এই যুবক-যুবতীদের অদৃষ্টে। যখন তারা ক্রিটে পৌছতো তখন তাদেরকে ঠেলে দেয়া হতো মিনোটরের গ্রাসের মুখে।

মিনোটর ছিল এক দানব, যে ছিল অর্ধেক মানব আর অর্ধেক ঝাড়, মাইনসের স্ত্রী প্যাসিফি এবং এক অসাধারণ সুন্দর ঝাড়ের গর্ভজাত। পোসাইডন মাইনসকে এই ঝাড়টি দিয়েছিলেন যেন তিনি এটিকে তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, কিন্তু মাইনস এটিকে হত্যা করলেন না এবং এটিকে নিজের জন্য রেখে দিলেন। তাকে শাস্তা করার জন্য, পোসাইডন প্যাসিফিকে এর প্রেমে উন্মাদ করে তুললেন।

যখন মিনোটরের জন্ম হলো তখন মাইনস একে হত্যা করলেন না। তার ছিল ডিডেলাস নামক এক মহান স্থপতি এবং উদ্ভাবক, যিনি তার জন্য নির্মাণ করেন এক বন্দিশালা যেখান থেকে পলায়ন করা ছিল অসম্ভব। ডিডেলাস নির্মাণ করেন এক জগদ্বিশ্বাত গোলকধাঁধা। একবার এর ভিতর কেউ প্রবেশ করলে তারে এর অনন্ত সর্পিলাকার পথে হেঁটেই যেতে হতো এবং আর খুঁজে পেত না বেরিয়ে আসার কোন পথ। তবুও এথেনীয়দেরকে প্রতিবার এই স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছেড়ে দেয়া হতো সেই মিনোটরের কাছে। পালানোর সম্ভাব্য কোন পথই থাকতো না। যেনিকৈই তারা দৌড়াতো না কেন তাদেরকে দৌড়াতে হতো সোজা মিনোটরের দিকেই, যদি কখনো তারা স্থির দাঁড়িয়ে থাকতো তবে এটি যেকোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতো গোলকধাঁধা থেকে। এমনি ছিল সর্বমুখী ফাঁদটি যা থিসিউসের এথেন্সে পৌছানোর কয়েকদিন পরেই গ্রাস করেছিল চৌদ্দজন যুবক-যুবতীকে। সময় এসে গিয়েছিল তার পরবর্তী দলটির একই পরিণতি প্রাপ্তির।

তৎক্ষণাৎ থিসিউস এগিয়ে এলেন এবং নিজেও সেই হতভাগ্যদের একজন হওয়ার প্রস্তাব দিলেন। সবাই তাকে ভালোবাসতো তার অমায়িকতার জন্য এবং তার মহত্বের জন্য তার প্রশংসা করলো, কিন্তু তারা ভাবতেই পারেনি যে, তিনি মিনোটরকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। যা হোক, তিনি তার পিতাকে এটি বললেন এবং তার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যদি তিনি সফলকাম হন তবে তিনি তার জাহাজের কালো পালের স্থলে স্থাপন করবেন সাদা পাল যাতে তার ভূমিতে অবতরণের অনেক পূর্বেই দ্বিচ্ছিউস জেনে যেতে পারেন যে, তার পুত্র নিরাপদ আছে।

যখন হতভাগ্য যুবক-যুবতীরা ত্রিটে পৌছলো, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের সামনে দিয়ে দলবেঁধে এগিয়ে গেল গোলকধাঁধার দিকে। মাইনসের কন্যা অ্যারিয়াডনি ছিল দর্শকদের মধ্যে একজন এবং প্রথম দর্শনেই সে থিসিউসের প্রেমে পড়ে গেল। সে ডিডেলাসকে ডেকে পাঠালো এবং তাকে বললো যে, তিনি যেন অবশ্যই তাকে গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার একটি উপায় বলে দেন এবং সে ডেকে পাঠালো থিসিউসকে এবং তাকে বললো যে, সে তার জন্য পলায়নের পথ বলে দেবে যদি কিনা তিনি প্রতিজ্ঞা করেন তাকে এখেন্সে নিয়ে যাবার ও তাকে বিয়ে করার। যেমন ভাবা যায় তেমনি হলো, তিনি এ ব্যাপারে কোন বাধা হয়ে থাকলেন না, এবং সে ডিডেলাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত কৌশলটি তাকে বুঝিয়ে দিল। তিনি যেন একটি সুতার বল এক প্রান্তে দরজার ভিতরের দিকে রেখে সুতার প্রান্ত ধরে এগিয়ে যান। তিনি তা-ই করলেন এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি যখনই ইচ্ছা তার ফেরার পথ খুঁজে বের করতে পারতেন, তিনি সাহসের সাথে মিনোটরের সন্ধানে হেঁটে গেলেন গোলকধাঁধার ভিতরে। এর ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি এর কাছে এলেন, এবং এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আঘাতে জর্জরিত করে একে মাটিতে ফেলে দিলেন ; এবং তার মুষ্টির আঘাতে—তার আর কোন অঙ্গ ছিল না—তিনি দানবটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলেন।

পাহাড়ী স্থানে যেমন পতিত হয় কোন ওকবৃক্ষ
এর নিচে সবকিছুকে ভেঙ্গে-চূরে দিয়ে,
তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন থিসিউস।
তিনি প্রাণ নির্গত করলেন, সেই হিংস্র
প্রাণীর প্রাণ, এবং এখন এটি মৃত।
কেবল মাথাটিই নড়ছিল ধীরে ধীরে,
কিন্তু শিংগুলো এখন অব্যবহার্য।

থিসিউস যখন সেই ভয়ংকর লড়াই সেরে উঠে দাঁড়ালেন সুতার বলটি তখনো তিনি যেখানে ফেলে এসেছিলেন সেখানেই ছিল, এবং ফেরার পথটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অন্যরা তাকে অনুসরণ করলো এবং অ্যারিয়াডনিকে সাথে নিয়ে তারা পালিয়ে গেলেন জাহাজে এবং সমুদ্র-পথে চলে গেলেন এখেন্সের দিকে।



গোলকধাধার ভিতরে মিনোটর

পশ্চিমদ্যে তারা নামলেন নাব্বাস দ্বীপে এবং অতঃপর কি ঘটলো সে ব্যাপারে রয়েছে তিন তিন মতামত। একটি কাহিনীতে বলা হয় যে, থিসিউস অ্যারিয়াডনিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সে ছিল গভীর নিদ্রায় বিভোর এবং থিসিউস তাকে ছাড়াই জাহাজের পাল ভুলে দিয়েছিলেন, ডায়োনিসাস তাকে খুঁজে পান এবং তার স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনেন। অন্য একটি কাহিনী থিসিউসের প্রতি অনেক বেশি আনুকূল্য প্রদর্শন করে। অ্যারিয়াডনি ছিল চরমভাবে সমুদ্রপীড়াগ্রস্ত এবং তিনি তাকে বেলাভূমিতে রেখে এলেন যাতে সে নৃহতা ফিরে পায় এবং তিনি ফিরে গেলেন জাহাজে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সারার জন্য। এক তীব্র বায়ুপ্রবাহ তাকে ঠেলে নিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে এবং তাকে সেখানে দীর্ঘ সময় আটকে রাখলো। ফেরার পর তিনি অ্যারিয়াডনিকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন এবং তিনি গভীর যত্নগায় বিদ্ধ হতে লাগলেন।

তবে উভয় কাহিনীতে একটি ব্যাপারে মিল আছে। আর তা হলো যখন এথেন্সের কাছে পৌঁছলেন তখন তারা ভুলে গিয়েছিলেন সাদা পাল তুলতে। হয়তো, তার অভিযানের সাফল্যের আনন্দ বা অ্যারিয়াডনিকে হারানোর শোকে তিনি বিমূর্ত হয়েছিলেন অন্য সব কাজের কথা। তার পিতা রাজা ঈজিউস অ্যাক্রোপলিস থেকে দেখতে পেলেন সেই কালো পতাকা, যেখান থেকে তিনি দিনের পর দিন তার ক্রান্তিময় চোখে তাকিয়ে থেকেছেন সমুদ্রের পানে। এটি তার কাছে ছিল তার পুত্রের মৃত্যু-সংকেত এবং পর্বতচূড়া থেকে তিনি পড়ে গেলেন সমুদ্রে এবং ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। এর পর থেকে সেই সমুদ্রকে বলা হয় ঈজিয়ান সাগর।

কাজেই থিসিউস হয়ে গেলেন এথেন্সের রাজা, সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং নিঃস্বার্থ এক রাজা। তিনি জনগণের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের উপর তার শাসন চাপিয়ে দিতে চান না, বরং তিনি চান এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে থাকবে সকলের সম-অধিকার। তিনি রাজকীয় ক্ষমতায় ইস্তফা দিলেন এবং তিনি গঠন করলেন এক প্রজাতন্ত্র, নির্মাণ করলেন পরিষদ-ভবন, যেখানে জড়ো হতেন নাগরিকগণ এবং প্রয়োগ করতেন তাদের ভোটাধিকার। যে একটি মাত্র কার্যালয় তিনি নিজের জন্য রাখলেন তা হলো সর্বাধিনায়কের কার্যালয়। এভাবে মর্তের সকল নগরীর মধ্যে এথেন্স হয়ে উঠলো সবচেয়ে সুখী এবং উন্নত নগরী, স্বাধীনতার একমাত্র নিখাদ আবাস, পৃথিবীর একমাত্র স্থান যেখানে জনগণই নিজেদেরই শাসন করতো। এই কারণেই ‘থিবিসের বিরুদ্ধে সাতজনের বিখ্যাত যুদ্ধ’* এখন বিজয়ী থিবিসরা মৃত শত্রুদেরকে সৎকার করতে অস্বীকার করলো, পরাজিতরা সাহায্যের জন্য এল থিসিউস এবং এথেন্সের কাছে এই বিশ্বাসে যে, এমন নেতার অধীনস্থ মুক্ত মনের মানুষেরা কখনই অসহায় মৃতদের প্রতি অন্যায়কে সমর্থন করবে না। তাদের আশা বৃথা গেল না। থিসিউস তার সেনাদলকে পুষ্ট করে থিবিসের বিরুদ্ধে, একে পরাস্ত করলেন এবং বাধ্য করলেন সেই মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু থিবিসরা যে অন্যায় করেছিল, তিনি বিজয়ী হবার পর তাদের প্রতি সেই একই

* দ্রষ্টব্য : পর্ব পাঁচ, অধ্যায় আঠার

অন্যায় করলেন না। তিনি দিলেন প্রকৃত বীরের পরিচয়। তিনি তার সেনাদলকে নগরীতে ঢুকতে এবং লুটতরাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি হিবিসের ক্ষতি করতে আসেন নি, এসেছেন মৃত আর্গিভনের সংস্কার করতে, এবং সেই কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি তার সেনাদলকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এথেসে।

এরূপ আরো অনেক কাহিনীতে তিনি তার একই গুণাবলী প্রদর্শন করেন। তিনি সাদরে গ্রহণ করেন বৃদ্ধ ঐডিপাসকে, যাকে অন্য সবাই ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।* তিনি তার ভরণপোষণ এবং আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেন, তার মৃত্যুর সময়েও তিনি তার পাশে ছিলেন। তিনি তার দুই অসহায় কন্যাকে রক্ষা করেন এবং তাদের পিতার মৃত্যুর পর তাদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। যখন হারকিউলিস** তার উন্মাদ-দশায় নিজ স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে হত্যা করেন, যখন তিনি তার মানসিক সুস্থতা ফিরে পেয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলেন, তখন কেবল থিসিউসই তার পাশে দাঁড়ালেন। হারকিউলিসের অন্যান্য বন্ধুরা দূরে সরে গেল; যে লোকটি এমন ভয়ংকর কাজ করতে পারে তার উপস্থিতির আতঙ্কে, কিন্তু থিসিউস তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন, তার সাহস জাগিয়ে তুললেন, তাকে বললেন যে, মরে যাওয়াটা হবে কাপুরুষের কাজ, এবং তিনি তাকে এথেসে নিয়ে গেলেন।

তবে প্রজাতন্ত্রের সকল দায়িত্ব এবং লাঞ্ছিত ও অসহায়দেরকে রক্ষা করার জন্য বীরত্বপূর্ণ অভিযানগুলো থিসিউসকে নিবৃত্ত করতে পারলো না বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য বিপদের প্রতি ভালোবাসা থেকে। তিনি গেলেন নারী-যোদ্ধা আমাজনদের দেশে, কেউ বলে হারকিউলিসের সাথে কেউ বলে একাকী এবং নিয়ে এলেন তাদের একজনকে, কখনো বলা হয় অ্যান্টিওপি, কখনো বা হিপ্লোলাইটা। এটি নিশ্চিত থাকে যে, সে থিসিউসের ঔরসে যে পুত্রসন্তান জন্মদান করে তার নাম ছিল হিপ্লোলাইটাস এবং এ-ও সত্য যে তার জন্মের পর আমাজনরা এসেছিল হিপ্লোলাইটাকে উদ্ধার করতে এবং এথেসকে ঘিরে থাকা নগরী অ্যাটিকাতে আক্রমণ চালায়, এমনকি নগরীর ভিতরেও প্রবেশ করে। অবশেষে তারা পরাজিত হয় এবং থিসিউসের রাজত্বকালে আর কোন শত্রু অ্যাটিকায় প্রবেশ করে নি।

কিন্তু তিনি আরো অনেক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার অভিযানে তিনি ছিলেন আর্গো নামক জাহাজের অন্যতম অভিযাত্রী। তিনি অংশগ্রহণ করেন বিখ্যাত 'ক্যালিডোনীয় শিকার' অভিযানে, যখন ক্যালিডনের রাজা গ্রিসের মহত্তম ব্যক্তিকে আহ্বান জানালেন, তার দেশকে ভয়ংকর বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য। এই অভিযান কালে থিসিউস তার অপরিণামদর্শী বন্ধু পিরাইথুয়াসের জীবন রক্ষা করেন, যেমনটি আর্গো কয়েকবার করেছিলেন। পিরাইথুয়াস ছিলেন থিসিউসের মতোই অভিযানপ্রিয়, কিন্তু কোনক্রমেই ছিলেন না এতটা সফলকাম, ফলে তিনি, নিরন্তর বিপদগ্রস্ত হতেন। থিসিউস ছিলেন তার

* দ্রষ্টব্য : পর্ব পাঁচ, অধ্যায় আঠার,

** দ্রষ্টব্য : পর্ব তিন, অধ্যায় এগার।

অনুদত্ত এবং তাকে সর্বাত্মকরূপে সাহায্যে করতেন। তাদের বন্ধুত্ব ক্ষত্রিয় হলেও পিরাইথুয়াসের এক অপরিণামদর্শী কাজের ফলে। তার ইচ্ছা হলো এটা জানার যে, থিসিউসকে বঁচানো হলেই হোক, কিন্তু বলা হয় প্রকৃতপক্ষে তিনি ঠিক ততটুকু মহান কিনা এবং নেই উল্লেখ্য তিনি চলে যান অ্যাটিকায় এবং চুরি করেন থিসিউসের কিছু গন্ধ। যখন তিনি জনলেন যে, থিসিউস তাকে খুঁজে ফিরছেন, তখন তিনি দ্রুত সরে যাওয়ার পরিবর্তে তার সাথে দেখা করতে গেলেন, তৎক্ষণাৎ এটি নির্ধারণ করার জন্য যে, কে ছিলেন অধিকতর উত্তম মানুষ। কিন্তু যখন তারা পরস্পরের সাথে দেখা করলেন তখন পিরাইথুয়াস ছিলেন বরাবরের মতোই আবেগতাপিত। অন্যের প্রশংসায় তিনি সহসাই সবকিছু ভুলে গেলেন। তিনি থিসিউসের দিকে হাত বাড়িয়ে নিলেন এবং চিৎকার করে বললেন, 'তুমি যে শান্তিই দাও না কেন আমি তা মাথা পেতে নেব। তুমি বিচার কর।' এরূপ উষ্ণ হৃদয়ের পরিচয়ে থিসিউস উল্লসিত হয়ে উঠলেন, উত্তর দিলেন, 'আমি কেবল চাই তুমি আমার বন্ধু এবং অভিযানের সহযোগী হও।' এবং তারা বন্ধুত্বের এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন।

যখন ল্যাপিথির রাজা, পিরাইথুয়াস বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন, তখন থিসিউসও ছিলেন অন্যতম অতিথি এবং সেখানে তার ভূমিকা ছিল খুবই কার্যকর। যে বিবাহ ভোজসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবত তা ছিল সর্বকালের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। অদ্ভুত সৃষ্টি সেন্টরবন্দ, যাদের শরীর ছিল ঘোড়ার আর বুক ও মুখমণ্ডল ছিল মানুষের, তারা কনে পক্ষের হয়ে এসেছিল সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানে। তারা মাতাল হবার উপক্রম হয়েছিল এবং অপহরণ করতে চেয়েছিল মেয়েদেরকে। থিসিউস কাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করতে চাইলেন কনেকে এবং যে সেন্টরটি তাকে অপহরণের চেষ্টা করছিল তাকে তিনি সজোরে আঘাত করে ধরাশায়ী করলেন। এরপর সংঘটিত হলো এক ভয়ংকর লড়াই কিন্তু জয় হলো ল্যাপিথির এবং অবশেষে সেন্টরদের পুরো সম্প্রদায়টি বিভাঙিত হলো রাজ্য থেকে, থিসিউস ল্যাপিথিবাসীদেরকে সাহায্য করলেন শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু শেষ অভিযানে তিনি তার বন্ধুকে রক্ষা করতে পারলেন না। সেই বিপর্যস্ত বিবাহ-ভোজের উৎসবে কনের মৃত্যুর পর, চরিত্রের সাথে সংগতি রেখেই পিরাইথুয়াস স্থির করলেন যে, তার দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে তিনি নিয়ে আসবেন বিশ্ব লোকের সবচেয়ে সুবক্ষিত নারীটিকে, আর এটি পার্সিফোন ছাড়া আর কেউ হতে পারবে না। সম্ভবত এই অতি বিপজ্জনক অভিযানের পরিকল্পনায় আলোড়িত হয়েই থিসিউস তাকে সাহায্য করলেন। সে মতে ঘোষণা করলেন যে, তিনি নিজেকেই অপহরণ করবেন ভাবি ট্রয়-রানী হেলেনকে,* যে তখন ছিল কেবল এক শিশু এবং যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠবে তখন তাকে বিয়ে করবেন। পার্সিফোনকে অপহরণের চেয়ে এটি অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ হলেও, যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল যা সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষীকেও সন্তুষ্ট করবে। হেলেনের ভাই ছিলেন ক্যাস্টর এবং পল্লোক্স, যারা যেকোন মরণশীল

* দ্রষ্টব্য : পর্ব চার, অধ্যায় তের এবং বার।

বীরের চাইতেও ছিলেন শ্রেষ্ঠতর। থিসিউস সেই ছোট মেয়েটিকে অপহরণ করতে সক্ষম হলেন, যদিও আমাদের জানা নেই কিভাবে তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যে শহরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে অভিযান চালানেন দুই ভাই এবং তারা হেলেনকে উদ্ধার করলেন। নৌভাগ্য থিসিউসের, যে তারা তাকে সেখানে পান নি। থিসিউস তখন পিরাইথুয়াসের সাথে পাতালপুরীর পথে।

তাদের অভিযাত্রা এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর খুঁটিনাটি আমাদের জানা নেই, শুধু এই সত্যটুকু ছাড়া যে, 'হেডিসের প্রভু' যথার্থভাবে সতর্ক ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং এক চমকপ্রদ উপায়ে তাদেরকে হতাশ করে দিয়ে তিনি আনন্দ বোধ করলেন। অবশ্যই, তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন না, কারণ তারা এরই মধ্যে ঢুকে গেছেন মৃতদের রাজ্যে, কিন্তু তিনি এক বন্ধুত্বপূর্ণ সদিচ্ছাজ্ঞাপকভাবে তাদেরকে বসতে বললেন তার উপস্থিতিতে। তারা তার নির্দেশিত আসনে বসলেন এবং সেখানেই তারা রয়ে গেলেন। তারা আর এটি থেকে উঠতে পারলেন না। একে বলা হতো 'বিশৃতির আসন'। যে এর উপর একবার বসতো, ভুলে যেত সবকিছু। তার সকল স্মৃতি অবলুপ্ত হতো এবং সে আর নড়তে পারতো না। সেখানে পিরাইথুয়াস বসে থাকলেন চিরকালের জন্য, কিন্তু থিসিউস মুক্তি পেলেন তার চাচাতো ভাই কর্তৃক। হারকিউলিস পাতালপুরীতে এসে সেই আসন থেকে টেনে তুললেন থিসিউসকে এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন মর্তে। তিনি পিরাইথুয়াসের জন্যও একই চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। 'মৃতদের প্রভু' জানতেন যে, সে-ই ছিল পার্সিফোনকে অপহরণের পরিকল্পনাকারী এবং তিনি তাকে শক্তভাবে ধরে রাখলেন।

তার জীবনের পরবর্তী বছরগুলোতে থিসিউস বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অ্যারিয়াডনির বোন ফিড্রার সাথে এবং এভাবে চরম দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আনেন তার জন্য, তার নিজের জন্য এবং তার পুত্র হিপ্পোলাইটাসের জন্য, যে পুত্রকে ধারণ করেছিল এক আমাজন। খুব অল্প বয়সেই তিনি হিপ্পোলাইটাসকে বড় হবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণের এক শহরে যেখানে কেটেছিল থিসিউসের যৌবনকাল। বালকটি পরিণত হলো এক সুদর্শন যুবকে, এক দক্ষ খেলোয়াড় ও শিকারীতে, অবজ্ঞা করতো তাদেরকে যারা বাস করতো বিলাসবহুল আরাম-আশ্রয়ে এবং বিশেষত আরো বেশি ঘৃণা করতো তাদেরকে যারা ছিল দুর্বলচিত্ত ও প্রেমকাতর। সে অশ্রদ্ধা করতো আফ্রোদিতিকে, সে অর্চনা করতো আর্টেমিসকে, যিনি ছিলেন মনোহর সুন্দরী ও শিকারী। তবে সমস্যা দেখা দিল তখন, যখন থিসিউস ফিড্রাকে সহ ফিরে এলেন তার পুরোনো বাসগৃহে। তৎক্ষণাৎ এক দুর্নিবার মমতা জেগে উঠলো পিতা ও পুত্রের মাঝে। তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো একে অপরের সাহচর্যে। সং পুত্রটি ফিড্রার দিকে দৃষ্টিপাত করলো না। কারণ সে কখনোই কোন নারীর দিকে চোখ রাখতো না। ফিড্রার কাছে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তিনি হিপ্পোলাইটাসের প্রেমে পড়লেন পাগলের মতো এবং দৃষ্টি হতে লাগলেন চরম যন্ত্রণায়, একরূপ অসম ভালোবাসায় তিনি লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন, কিন্তু এ

ভালোবাসায় জন্মী হতে তিনি চন্মভাবে ব্যর্থ হলেন। এই যন্ত্রণাময় ও অতঃ প্রেমের পেছনে কাজ করছিলেন আত্মপন্থিত। তিনি হিপ্পোলাইটাসের উপর ছিলেন রাগান্বিত এবং তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলেন।

ফিড্রা তার চরম যন্ত্রণাময় ও অনিয়ন্ত্রিত ভালোবাসায় কোথাও কোন সাহায্যের সম্ভাবনা না দেখে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু কেউ যেন কখনো তার কারণ জ্ঞানতে না পারে। সেই সময়ে থিসিউস ছিলেন গৃহের বাইরে। ফিড্রার পুরোনো পরিচারিকা—যে তার প্রতি ছিল সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ এবং ফিড্রা খারাপ কিছু চাইতে পারেন তা ছিল তার চিন্তার বাইরে—আবিষ্কার করলো তার গোপন আবেগ, তার হতাশা এবং তার আত্মহত্যা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তার মনে তখন কেবল একটি চিন্তা, বাঁচাতে হবে তার প্রভুপত্নিকে, সে সোজা চলে গেল হিপ্পোলাইটাসের কাছে।

‘সে তোমার ভালোবাসার জন্য মূর্খপ্রায়,’ সে বললো, ‘তার জীবন রক্ষা কর। তাকে ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসা দাও।’ হিপ্পোলাইটাস তীব্র অনীহা প্রকাশ করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। যে কোন রমণীর ভালোবাসা তার জন্য ছিল অপমানজনক, কিন্তু এই অসম ভালোবাসা তাকে পীড়িত এবং আতঙ্কিত করে তুললো। সে দ্রুত প্রাসাদ-প্রান্তরের দিকে চলে গেল, পরিচারিকাটি তাকে অনুসরণ করতে লাগলো এবং তাকে সকাতির মিনতি করছিল। ফিড্রা সেখানেই বসেছিলেন, কিন্তু হিপ্পোলাইটাস তাকে দেখতে পেলো না। সে বৃদ্ধাটির উপর ভয়ংকর ক্রোধে ফেটে পড়লো।

‘তুমি এক করুণাকাত্তিক হতভাগী,’ সে বললো, ‘আমি যেন আমার পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি তুমি সেই চেষ্টাই করছো। এরকম কথা শুনে আমার ভেতর এক কদর্য অনুভূতি জাগছে। হায় নারী, নির্লজ্জ নারী—তোমাদের সকলেই নির্লজ্জ। আমার পিতা উপস্থিত না থাকলে আমি আর কখনো এই বাড়িতে প্রবেশ করবো না।’

সে দ্রুত চলে গেল এবং পরিচারিকাটি ঘুরেই ফিড্রার মুখোমুখি হলো। ফিড্রা উঠে দাঁড়ালেন এবং তার মুখাবয়ব এমন এক লক্ষণ প্রকাশ পেল যা বৃদ্ধাটিকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

‘তবুও আমি তোমাকে সাহায্য করবো’, বৃদ্ধাটি তীব্রভাবে লাগলো।

‘চুপ কর,’ ফিড্রা বললেন, ‘আমার ব্যাপারটি আমি নিজেই ঝামেলা করবো।’ এই বলে তিনি চলে গেলেন অন্দরমহলে এবং পরিচারিকাটি কাঁপতে কাঁপতে নীরবে তার পিছু নিল।

এর অল্পক্ষণ পর শোনা গেল বাড়ির প্রভুর কণ্ঠস্বর যা তার আগমন ঘোষণা করলো এবং থিসিউস প্রবেশ করলেন প্রাসাদ-প্রান্তরে। ত্রন্দনশীল নারীরা সেখানে তার সাথে দেখা করলো। তারা তাকে বললো যে, ফিড্রা মারা গেছেন। তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তারা এইমাত্র তাকে খুঁজে পেয়েছে, মৃতাবস্থায়, কিন্তু তার হাতে ছিল তার স্বামীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি।

‘হায় প্রিয়তমা, শ্রেষ্ঠা,’ থিসিউস বললেন, ‘তোমার শেষ ইচ্ছাগুলো কি এখানে লেখা আছে ? এই তো তোমার স্বাক্ষর—সেই তোমার, যে আর কখনো আমার পানে তাকিয়ে হাসবে না।’

তিনি চিঠিটি খুললেন, পড়লেন এবং পড়লেন বার বার। অতঃপর তিনি প্রাসাদ-প্রান্তরে অপেক্ষমাণ দাস-দাসীদের কাছে গেলেন।

‘এই চিঠিটি উদ্ধৃত করে কান্ডাচ্ছে,’ তিনি বললেন, ‘এর শব্দগুলো কথা বলে উঠে—তাদেরও জ্বিত আছে। তোমরা জেনে রেখো, আমার পুত্র আমার স্ত্রীর দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছিল। হে পোসাইডন, দেবতা, আমার অভিশাপ শুনে রাখো, এবং আমার অভিশাপ কার্যকর কর।’

এরপর যে নীরবতা নেমে এল তা ভেঙে গেল দ্রুত ধাবমান পদ-ধ্বনিতে। প্রবেশ করলো হিপ্পোলাইটাস।

‘কী হয়েছে ?’ সে চিৎকার করে উঠলো। ‘কিভাবে তার মৃত্যু হলো ? পিতা, তুমি নিজেই আমাকে বলো। আমার কাছ থেকে তোমার দুঃখকে আড়াল করো না।’

‘স্নেহ পরিমাপ করার একটি গজকাঠি থাকা উচিত ছিল,’ বললেন থিসিউস। ‘এমন কোন উপায় যা দিয়ে জানা যায় কাকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে যায় না। তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো তারা তাকাও আমার পুত্রের দিকে—যে মারা গেছে তারই হাতে সত্য উন্মোচিত হলো। সে আমার স্ত্রীর কাছে তার যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল। তার চিঠি তার যেকোন কথার চাইতে বেশি তাৎপর্যময়। দূর হও। তুমি এই দেশ ত্যাগ কর। তুমি ধ্বংস হও এবং এক্ষুণি।’

‘পিতা,’ হিপ্পোলাইটাস উত্তরে বললো, ‘আমার কথায় কোন চাতুর্য নেই এবং আমার নিষ্পাপতার কোন সাক্ষ্য নেই। যেই একজন ছিল সে-ও তো মৃত। আমি সর্বোচ্চ যা করতে পারি তা হলো জিউসের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি যে, আমি তোমার স্ত্রীকে কখনই স্পর্শ করিনি, কখনো একরূপ ইচ্ছাও জাগেনি, এমন কোন ভাবনার কথা তাকে বলিও নি। আমি যদি দোষী হই তবে যেন চরম দুর্দশায় আমার মৃত্যু হয়।’

‘মরে গিয়ে সে সত্য প্রমাণ করে গেছে,’ থিসিউস বললেন, ‘কিন্তু, তুমি এই দেশ থেকে বিতাড়িত হও।’

হিপ্পোলাইটাস চলে গেল, কিন্তু দেশান্তরিত নয়, তার জমাও অতি নিকটেই অপেক্ষা করছিল মৃত্যু। যখন সে সমুদ্র-পথে চলে যাচ্ছিল দূরে, সে চলে যাচ্ছিল চিরতরে, তার পিতার অভিশাপ পরিপূর্ণ হলো। পানি থেকে উঠে আসলো এক দানব এবং দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও তার ঘোড়াগুলো চরম আতংকে ছুটে গেল দূরে। ভেঙে পড়লো রথটি এবং মারাত্মক আঘাত পেয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় চলে গেল।

থিসিউস অনবহিত থাকলেন না। তার কাছে আবির্ভূত হলেন আর্টেমিস এবং তাকে প্রকৃত সত্যটি বললেন।

আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসি না,
তবু বেদনাহত করতেই আসি।
এটুকু দেখাতে যে তোমার পুত্র ছিল নির্দোষ।
ড্রষ্ট ছিল তোমার স্ত্রী, সে তার প্রেমে হয়ে পড়েছিল উন্মাদ,
তবু সে তার তীব্র আবেগের সাথে যুদ্ধ করলো এবং তার মৃত্যু হলো।
কিন্তু সে যা লিখে গেছে তা সত্য নয়।

এত সব ভয়ংকর ঘটনার সত্য বিবরণ শুনে থিসিউস শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। এখনো প্রাণ বায়ু নির্গত না হওয়া হিপ্পোলাইটাসকে ভিতরে নিয়ে আসা হলো।

সে অতিকষ্টে শ্বাস নিয়ে বললো, 'আমি ছিলাম নির্দোষ। আর্টেমিস, আপনি আমার দেবী, আপনার অনুরক্ত শিকারীটি এখন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে।' 'এবং প্রিয়তম মানব, আর কেউ তোমার স্থান দখল করতে পারবে না,' তিনি বললেন।

হিপ্পোলাইটাস আর্টেমিসের উজ্জ্বল আলোকময় রূপ থেকে চোখ ফেরালো ভগ্নহৃদয় থিসিউসের পানে।

'পিতা, প্রিয় পিতা,' সে বললো। 'এটি আপনার দোষ ছিল না।'

'যদি আমি তোমার জন্য মরতে পারতাম,' থিসিউস চিৎকার করে বললেন।

দেবীর শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর বর্ষিত হলো তাদের নিদারুণ যন্ত্রণার উপর।

'তোমার সন্তানকে তোমার হাতে বুঝে নাও, থিসিউস,' তিনি বললেন, 'যে একে হত্যা করেছে সে তুমি নও। সে হলো আফ্রোদিতি। এটি মনে রেখো তাকে কখনও ভোলা যাবে না। সংগীত এবং গল্পের ভিতর দিয়ে মানুষ মনে রাখবে তাকে।'

তিনি দৃশ্য হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং সেই সাথে হিপ্পোলাইটাসও চলে গেল। সে রওনা দিল সেই পথে যা নেমে গেছে মৃতদের রাজ্যের দিকে।

থিসিউসের মৃত্যুও ছিল চরম দুভাগ্যজনক। তিনি গিয়েছিলেন তার এক বন্ধু রাজা লাইকোমিডিসের প্রাসাদে, যেখানে কয়েক বছর পর একিলিসকে বালিকার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, থিসিউস সেখানে গিয়েছিলেন এই কারণে যে, এথেন্স তাকে নির্বাসিত করেছিল। সকল বর্ণনাতেই, সেই রাজা তার বন্ধু, তার নিমন্ত্রণকারী, তাকে হত্যা করেন। তবে কেন, তা আমাদের জানা নেই।

যদি এথেনীয়রা তাকে নির্বাসিত করেও থাকে, তার মৃত্যুর পর পরই তারা তাকে এমনভাবে সম্মানিত করলো, যা কারো অদৃষ্টে জোটে নি। তারা তার জন্য নির্মাণ করলো এক বিশাল সমাধি এবং এক আদেশ জারি করলো যে, এটি চিরদিন ক্রীতদাস এবং সব দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের জন্য এক পবিত্র স্থান রূপে বিবেচিত হবে, এটি স্থাপিত হলো এমন এক জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যিনি সারাটা জীবন ছিলেন অসহায়দের ত্রাতা।



এগার হারকিউলিস

(ওভিস হারকিউলিসের জীবনের একটি বর্ণনা দেন, কিন্তু তা অতি সংক্ষিপ্তভাবে, যা তার স্বভাবসূশত অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার কৌশলের সাথে খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি কখনই বীরোচিত কাজের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন না, তিনি বিষাদময় কাহিনীই বেশি পছন্দ করেন। প্রথম দৃষ্টিতে এটি খুব উদ্ভট লাগে যে, তিনি হারকিউলিস কর্তৃক তার স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যাকে উপেক্ষা করেন; কিন্তু এই কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মহান নাট্যকার ইউরিপিডেসের রচনায়, এবং ওভিসের রচনার গুরু-পাণ্ডিত্য সম্ভবত তার বুদ্ধিমত্তার কারণেই। গ্রিক ট্রাজেডিয়ানগণ পুরাণের যে সকল শাখায় বিচরণ করেছেন সেগুলো নিয়ে তার বর্ণনা অতি সামান্য। হারকিউলিসের আরো একটি অতি বিখ্যাত কাহিনী—কিভাবে তিনি অ্যালসেসিসকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেন তা-ও তিনি উপেক্ষা করেন, যা ছিল ইউরিপিডেসের আরো একটি নাটকের বিষয়বস্তু। ইউরিপিডেসের সমসাময়িক সফোক্লিস বর্ণনা করেন কিভাবে হারকিউলিস মৃত্যুর বরণ করেন। অতি শৈশবে এক সাপের সাথে তার লড়াইয়ের কাহিনী বিধৃত হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পিতাবের লেখনীতে এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে থিওক্রিটাস কর্তৃক। আমি অনুসরণ করেছি দুই ট্রাজেডি-রচয়িতা এবং থিওক্রিটাসকে, পিতারকে নয়, যিনি ছিলেন অনুবাদ বা এমনকি শব্দান্তরের জন্যেও অন্যতম দুরূহ কবি। অবশিষ্ট অংশের জন্য আমি অনুসরণ করেছি অ্যাপোলোডোরাসকে, যিনি ছিলেন প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের একজন গদ্য রচয়িতা, যিনি ছিলেন ওভিস ব্যতীত একমাত্র লেখক যিনি হারকিউলিসের জীবন বর্ণনা করেছেন সম্পূর্ণভাবে। আমি কেবল এক্ষেত্রে তার বর্ণনাকে ওভিসের তুলনায় পছন্দনীয় মনে করেছি, কারণ তিনি এটি বর্ণনা করেছেন অপেক্ষাকৃত অনুপুঙ্খভাবে।)

গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন হারকিউলিস। তিনি এথেন্সের মহান বীর থিসিউসের তুলনায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব। এথেন্স ব্যতীত গ্রিসের সর্বত্রই তিনি ছিলেন সর্বপেক্ষা প্রশংসিত ব্যক্তি। অন্য গ্রিকদের তুলনায় এথেন্সীয়রা ছিল ভিন্নতর এবং তাদের বীরও ছিলেন ভিন্নতর। থিসিউস ছিলেন সব সাহসীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী যেমনটি ঘটে সব বীরের ক্ষেত্রে, কিন্তু অন্যান্য বীরের সাথে তার পার্থক্য হলো এই যে, তিনি ছিলেন যেমন সাহসী তেমনই দয়ালু, আর যেমন ছিল বুদ্ধিবৃত্তি তেমনই ছিল শারীরিক শক্তি। এথেনীয়রা এমন বীরকেই পছন্দ করবে সেটিই ছিল স্বাভাবিক, কারণ তারা মূল্যায়ন করতো চিন্তনশীলতা এবং ধারণাসমূহকেও, দেশটির অন্য কোন

অংশে এমনটি ঘটেনি। খিসিউস ধারণ করতেন তাদের আদর্শকে। আর হারকিউলিস ধারণ করতেন তা যা গ্রিনের বাকি অংশে সমাদৃত হতো। তার ছিল সেইসব তার গুণাবলী যেগুলোকে গ্রিকরা সম্মান এবং প্রশংসা করতো। তার নিঃশংক সাহসের কারণেই তারা তাদের দলে ছিল না যারা খিসিউসকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো।

হারকিউলিস ছিলেন মর্তের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ এবং তার ছিল চরম আত্মবিশ্বাস যা তার অসাধারণ শারীরিক শক্তিরই প্রকাশ। তিনি নিজেকে দেবতাদের সমতুল্য মনে করতেন এবং এর কিছু কারণও আছে। 'জায়ান্টদেরকে' পরাস্ত করার জন্য তারা তার সাহায্য নিয়েছিলেন। মর্ত-দেবতার নিষ্ঠুর পুত্রদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অভিযানে হারকিউলিসের তীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি দেবতাদেরকে সে মতেই মূল্যায়ন করতেন। একদা ডেলফির এক পুরোহিতানী তার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দেয়ায়, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পুরোহিতানীটি যে ত্রিপদীর উপর বসেছিলেন তা কেড়ে নেন এবং ঘোষণা করলেন যে, তিনি এটি নিয়ে যাবেন এবং নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করবেন। অবশ্যই অ্যাপোলো তা সহ্য করতে পারলেন না এবং হারকিউলিস যথার্থই তার সাথে লড়াইয়ের প্রতীতি নিচ্ছিলেন এবং জিউসকে অবশেষে মধ্যস্থতা করতে হলো। বিবাদটি সহজেই মিটে গেল, তবে, এ ব্যাপারে হারকিউলিস ছিলেন যথেষ্ট সদাচারী। তিনি অ্যাপোলোর সাথে বিবাদে জড়াতে চাননি, তিনি কেবল তার ভবিষ্যদ্বাণীর স্থান থেকে উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। যদি অ্যাপোলো তা করতে দিতেন তবে বিষয়টি সেখানেই মীমাংসা হয়ে যেত। অপরদিকে, এই অকুতোভয় মানুষটিকে দেখে অ্যাপোলো তার সাহসিকতার প্রশংসা করলেন এবং তার পুরোহিতানীকে হারকিউলিসের প্রশ্নের উত্তর দিতে বললেন।

হারকিউলিস তার সারা জীবন ব্যাপী এই যথার্থ আত্মবিশ্বাসটি ধারণ করতেন যে, তার বিপক্ষে যে-ই থাকুক না কেন তিনি কখনো পরাস্ত হবেন না এবং বাস্তবেও তাই ঘটতো। যখনই তিনি কারো সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন ফলাফলটি থাকতো সুনিশ্চিত। কেবলমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তিই তাকে পরাস্ত করতে পারতো। হেরা তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন জাদুবিদ্যা, পেয়েছিলেন কার্যকরী ফলাফল এবং অবশেষে জাদুর বলেই তাকে হত্যা করা হয়। বায়ু, সমুদ্র বা স্থলের কোন কিছুই তাকে কখনো পরাজিত করতে পারেনি।

তার কাজে বুদ্ধিমত্তা কখনোই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেত না এবং প্রায়ই এটির ছিল দৃষ্টিকটু রকমের অনুপস্থিতি। একদা প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি সূর্যের দিকে তীর তাক করেন এবং তাকে তীরবিদ্ধ করার হুমকি দেন। আর একবার টেউয়ের কবলে পড়ে তার নৌকা উল্টে যাওয়ায় জলধারাকে তিনি বললেন যে, যদি তারা শান্ত না হয় তবে তিনি তাদেরকে শায়েস্তা করবেন। আর বুদ্ধিবৃত্তি শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু তার আবেগ ছিল সূতীব্র। এটি জেদে উঠতো অতি দ্রুত এবং পরম পারঙ্গমতায় হয়ে উঠতো অনিয়ন্ত্রিত, যেমন যখন তিনি ছেড়ে আসলেন আর্গোয়ান তখন তার তরুণ বর্ম-বাহক হাইলাসকে হারানোর গভীর বেদনায় তিনি ভুলে গেলেন

তার সহযাত্রীদের সবকিছু এবং স্বর্ণ-মেয়ের চামড়া আনার অভিযানের কথা। তার মতো প্রচণ্ড শারীরিক শক্তিময় একজন মানুষের মধ্যে গভীর অনুভূতির একরূপ উপস্থিতি নিজেকে দৃষ্টিকটুভাবে অন্যের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াসকে প্রকাশ করে। কিন্তু এটি তার অনেক ক্ষতিও সাধন করেছিল। তার মাঝে ঘটতো মারাত্মক ক্রোধের আকস্মিক প্রকাশ যা প্রায়শই নীরিহ লোকদের জন্য বয়ে আনতো চরম দুর্গতি। যখন তার ক্রোধোন্মত্ততা থেমে আসতো এবং তিনি ফিরে যেতেন স্বাভাবিক অবস্থায় তখন তিনি প্রদর্শন করতেন অসহায় অনুতপ্ততা এবং তার উপর প্রস্তাবিত যে কোন শাস্তিকে বিনীতভাবে মেনে নিতেন। তার সম্মতি ব্যতীত কোন লোক তাকে শাস্তি দিতে পারতো না—তথাপি কোন ব্যক্তিই তার মতো শাস্তি কখনো ভোগ করে নি। তিনি তার জীবনের একটি বড় অংশ কাটিয়েছেন একের পর এক দুর্ভাগ্যজনক কাজের প্রায়শ্চিত্ত করে এবং তার উপর চাপিয়ে দেয়া অসম্ভব দাবিগুলোর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করে। কখনো কখনো তিনি নিজেই নিজেকে শাস্তি দিতেন যখন অন্যরা তাকে দায়মুক্তি দেয়ার জন্য মনস্থ করতো।

থিসিউসের মতো তাকে কোন রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতায় বসালে তা হতো চরম হাস্যকর ; তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল সামান্যই। এখেণীয় বীরগণ যেমনটি করবে বলে ধারণা করা হয়, তিনি সে রকম উদ্ভাবনী বা মহান কোন ধারণাই বের করতে পারতেন না। তার চিন্তাশক্তি ছিল এতটা সীমিত পর্যায়ে যে, তিনি কেবল তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল এমন কোন দানবকে হত্যার পরিকল্পনা করতে পারতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রকৃত মহাদেবের অধিকারী। এটি এজন্য নয় যে, বিশ্বয়কর শারীরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে তিনি অর্জন করেছিলেন পরিপূর্ণ সাহস, এটি খুব সামান্য এক কারণ, কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, নিজের কৃত অন্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি যেকোন কিছু করার সদিচ্ছা পোষণ করতেন, তিনি দেখাতেন তার আত্মার মহত্ত্ব। যদি তার থাকতো কিছুটা সূক্ষ্মতা, ন্যূনতম পক্ষে নিজেকে চিন্তা ও যুক্তির পথে পরিচালনা করার জন্য তা যদি হতো যথেষ্ট, তবে তিনিই হতে পারতেন শ্রেষ্ঠতম বীর।

তার জন্ম হয়েছিল থিবিসে এবং দীর্ঘদিন তাকে মনে করা হতো প্রখ্যাত সেনাপতি অ্যাফিট্রিয়নের পুত্ররূপে। সেই সময়টিতে তাকে বলা হতো অ্যালসিডিস অথবা অ্যাফিট্রিয়নের পিতা অ্যালকেউসের উত্তরাধিকারী। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, তিনি ছিলেন জিউসের পুত্র, যিনি সেনাপতিটি যখন যুদ্ধে ব্যস্ত তখন অ্যাফিট্রিয়নের স্ত্রী আক্সমিনার সাথে তার স্বামীর ছদ্মবেশে মিলিত হন। তার ছিল দুই সন্তান। জিউসের ঔরসে হারকিউলিস এবং অ্যাফিট্রিয়নের ঔরসে ইফিক্লিস। এক বছর বয়সের মধ্যে এক বিপদের মোকাবেলার কৌশলের মাধ্যমেই বালকদ্বয়ের উত্তরাধিকারের পার্থক্য প্রতীয়মান হয়ে উঠে। বরষাভের মতো এবারও হেরা হয়ে উঠলেন চরম ঈর্ষাকাতর এবং হারকিউলিসকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এক সন্ধ্যায় আক্সমিনা দুটি শিশুকেই সোঁসল করিয়ে এবং দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলেন তাদের শয়্যা, আদর করে তাদেরকে স্পর্শ করলেন এবং বললেন, 'নিদ্রা

যাও, আমার ছোট ছোট সন্তানেরা, আমার আত্মার আত্মা। সুখী হও তোমাদের
 সুখনিদ্রায় এবং জাগরণে।' তিনি দোলনায় দোলা দিলেন এবং মুহূর্তে শিশু দুটি
 নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। অন্ধকার মধ্যরাতে যখন বাড়িতে সবাই ছিল নিদ্রামগ্ন,
 তখন দুটি সাপ অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করলো শিশু দুটির কক্ষে। কক্ষটিতে আলোর
 ব্যবস্থা ছিল এবং যখন সাপ দুটো তাদের বন্ধিম ফণা তুলে আর জিভ লকলকিয়ে
 দোলনা পর্যন্ত উঠে গেল, শিশু দুটি জেগে উঠলো। ইফিক্লিস ভয়ে আতর্জনাদ করে
 উঠলো এবং বিছানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু হারকিউলিস উঠে
 বসলো এবং ঐ ভয়ংকর প্রাণী দুটির গলা ধরে ফেললো। তারা মোচড়াতে থাকলো
 এবং পাকিয়ে তার শরীরকে ঘিরে ফেলতে চাইছিল, কিন্তু সে তাদেরকে দৃঢ়ভাবে
 ধরে রাখলো। তাদের মা ইফিক্লিসের আতর্জনাদ শুনতে পেলেন এবং তার স্বামীকে
 ডেকে এনে সেই ঘরের দিকে দৌড়ে গেলেন। সেখানে বসে হারকিউলিস হাসছিল,
 তার প্রত্যেক হাতে ছিল একটি করে নিস্তেজ সাপ। সে উল্লসিত ভঙ্গিতে এদেরকে
 দিয়ে দিল অ্যাস্ক্রিয়নের কাছে। এরা ছিল মৃত। তখন সকলেই বুঝতে পারলো
 যে, এই শিশুটি একদিন বড় কিছু হবে। থিবিসের অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা টাইরেসিয়াস
 আত্মমিনাকে বললেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে অনেক গ্রিক নারী
 সন্ধ্যাকালে গুল বুননের সময় তোমার পুত্রের এবং যে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল
 সেই তোমার গুণকীর্তন করবে। সে হবে সমগ্র মানবজাতির গর্ব।'।

তার শিক্ষার ব্যাপারে নেয়া হয়েছিল খুবই যত্ন, কিন্তু যা সে শিখতে চাইতো না
 তা তাকে শেখানো ছিল খুবই বিপজ্জনক কাজ। সে সম্ভবত অপছন্দ করতো সংগীত, যা
 তখনকার দিনের যেকোন গ্রিক বালকের জন্য ছিল এক জরুরি শিক্ষণীয় বিষয়, অথবা
 যদি তা হয়ে থাকে তবে সে অপছন্দ করতো তার সংগীত শিক্ষককে। সে হঠাৎ ক্রোধে
 ফেটে পড়লো এবং তার বীণা দ্বারা তার শিক্ষকের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলো। এই
 প্রথম সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে বসলো এক মারাত্মক কাজ। সে হতভাগা
 সংগীতবিদটিকে মেরে ফেলার জন্য আঘাত করেনি; সে কেবল মুহূর্তের তাড়নায় তাকে
 আঘাত করেছিল, কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই, সে খুব কমই সতর্ক ছিল তার নিজের শক্তি
 সম্বন্ধে। সে দুঃখিত হলো, খুবই দুঃখিত, কিন্তু তা তাকে এই রকম কাজ বারবার করা
 থেকে বিরত রাখতে পারলো না। আর যে সকল বিষয় তাকে শেখানো হয়েছিল সেগুলো
 হলো অসিক্রীড়া, কুস্তি এবং অশ্ব-চালনা। এগুলো সে গ্রহণ করলো উদারভাবে এবং এই
 সকল বিষয়ে তার শিক্ষকরা বেঁচে গেলেন। এরই মধ্যে সে অসকর বহর বয়সে পা
 দিল। সে হয়ে গেল প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সে একাই মেরে ফেললো এক বিশাল থেসপিয়
 সিংহকে যা বাস করতো সিথিরীয় বনে। এর পর থেকে তিনি এর চামড়া দিয়ে তৈরি
 করেন নিজের পোশাক এবং এর মাথাটি ব্যবহার করেন শিরস্ত্রাণরূপে।

তার পরবর্তী অভিযান ছিল মিনিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তাদেরকে পরাস্ত
 করা, যারা থিবিসের কাছ থেকে আদায় করতো দুর্বহ কর। নগরবাসীরা কৃতজ্ঞতা
 স্বরূপ রাজকুমারী মেগারাকে তার সাথে বিয়ে দিলেন। তিনি তার প্রতি এবং তার

সন্তানদের প্রতি ছিলেন খুবই অনুরক্ত। তবুও এই বিয়েই তার জন্য বয়ে এনেছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ, এমন কি এটি তার জন্য হয়েছিল এমন সব বিচার ও বিপদের কারণ তার পূর্বে বা পরে আর কেউ যেতলোর মুখোমুখি হয়নি। মেগারা তিন পুত্র সন্তান জন্য দেয়ার পর হারকিউলিস উন্মাদ হয়ে যান। হেরা যিনি তার নিজের প্রতি কৃত কোন অন্যায়কে ভুলে যান না, তিনিই তাকে উন্মাদে পরিণত করেছিলেন। হারকিউলিস হত্যা করেন তার সন্তানদেরকে এবং মেগারাকেও, যখন তিনি তার সবচেয়ে কম বয়সী সন্তানটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রকৃতস্থ হলেন তখন নিজেকে আবিষ্কার করলেন এক রক্তস্নাত কক্ষে, তার পাশে পড়ে ছিল তার পুত্রগণ এবং স্ত্রীর মৃতদেহ। তার কোন ধারণাই ছিল না যে, কি ঘটে গেছে, তারা কিভাবে মারা গেল। তারপর থেকে তার কেবলই মনে হতে লাগলো যে, তারা যেন পরস্পরের সাথে কথা বলছে। চরম হতভম্বতায় যখন তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ভয়ার্ত লোকজন যারা দূর থেকে তাকে দেখছিল, তারা বুঝলো যে, তার উন্মত্ততা শেষ হয়েছে এবং অ্যাফিড্রিয়ন তার দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস দেখালেন। হারকিউলিসের কাছে কোন সত্য লুকোনোর চেষ্টা করা হলো না। তার জানা উচিত ছিল কিভাবে এই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটলো এবং অ্যাফিড্রিয়ন তাকে তা বললেন। হারকিউলিস তার সব কথা শুনলেন; অতঃপর বললেন, ‘এবং আমি নিজেই আমার প্রাণপ্রিয় স্বজনদেরকে হত্যা করেছি।’

‘হ্যাঁ’, অ্যাফিড্রিয়ন কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলেন; ‘কিন্তু তখনতো তুমি অপ্রকৃতস্থ ছিলে।’

হারকিউলিস এই অজুহাতে কর্ণপাত করলেন না। ‘তাহলে কি আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো,’ তিনি বললেন, ‘আমি এই সকল মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমার নিজেরই উপর।’

কিন্তু দৌড়ে চলে যাবার এবং নিজেকে হত্যা করার পূর্বেই, এমন কি তিনি তা শুরু করার উপক্রম করার পরেও তার বেপরোয়া প্রবণতাটি পাল্টে গেল এবং তার জীবন রক্ষা পেল। এটি এক পরম বিস্ময়—এটিও কোন অংশে কম কিছু নয়—চরম উত্তেজনাজাত অনুভূতি এবং ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি থেকে হারকিউলিসকে সংযমী যুক্তিশীলতা এবং দুঃখকে গ্রহণ করার মানসিকতায় নামিয়ে আনাও সামান্য কিছু নয়। এটি স্বর্গীয় কোন দেবতার কৃতিত্ব নয়। এই অত্যাশ্চর্য কর্মটি সাধিত হয়েছিল মানবীয় বন্ধুত্ব দ্বারা। তার বন্ধু থিসিউস তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন এবং দুহাত প্রসারিত করে দিলেন তার রক্তস্নাত হাত দুটি ধরার জন্য। কাজেই সাধারণ গ্রিক ধারণায় তিনি নিজেও কলুষিত হলেন এবং হারকিউলিসের দোষের অংশীদার হলেন।

‘ফিরে যেও না,’ তিনি হারকিউলিসকে বললেন, ‘তোমার সবকিছুর অংশীদার হওয়া থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখো না। যে পাপকে তোমার সাথে ভাগ করে নেই তা আমার কাছে কোন পাপ নয়। এবং আমার কথা শোন। মহান আত্মার মানুষেরা স্বর্গীয় আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং তারা কখনো পিছিয়ে যায় না।’

হারকিউলিস বললেন, 'তুমি কি জান আমি কি করেছি ?'

'আমি তা জানি' থিসিউস উত্তর দিলেন। 'তোমার দুঃখ পৌছে যায় মর্ত থেকে স্বর্গ অবধি।'

'কাজেই আমার মৃত্যু হওয়া উচিত।' হারকিউলিস বললেন।

'কোন বীরের মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না,' থিসিউস বললেন।

'মৃত্যু বরণ করা ছাড়া আমি আর কি বা করতে পারি ?' হারকিউলিস চিৎকার করে উঠলেন।

'বৈতে থাকা ? সবাই বলবে এক কলংকিত মানুষ যাকে সবাই বলবে, 'দেখ। এই তো সেই লোকটি যে তার স্ত্রী এবং পুত্রদেরকে হত্যা করেছে !' সর্বত্রই থাকবে আমার কারাপালেরা, বাকচতুর বিচ্ছুরা।'

'তবু দুঃখ ভোগ কর এবং শক্তি অর্জন কর,' থিসিউস উত্তর দিলেন।

'তোমার উচিত আমার সাথে এথেন্সে যাওয়া এবং আমার সব কিছুর অংশীদার হওয়া। এবং তুমি আমাকে এবং এই নগরীকে বিনিময়ে দেবে বিরাট কিছু, তোমাকে সাহায্য করার গৌরবরূপে।'

এর পর নেমে এসে দীর্ঘ নীরবতা। অবশেষে হারকিউলিস বললেন, ধীরে ধীরে, বেশ কিছু গুরুতর কথা। 'তবে তাই হোক' তিনি বললেন, 'আমি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবো এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবো।'

দুজনেই চলে গেলেন এথেন্সে কিন্তু হারকিউলিস সেখানে বেশিদিন থাকলেন না। চিন্তাবিদ থিসিউস এমন একটি ধারণাকে বাতিল করে দিলেন যে, কোন মানুষকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে যে জানতো না সে কি করতে যাচ্ছিল এবং যে এরকম কোন মানুষকে সাহায্য করলে সে নিজেও দোষী সাব্যস্ত হবে। এথেনীয়রা একমত হলো এবং হতভাগা বীরকে স্থাগত জানালো। কিন্তু হারকিউলিস নিজে ধারণাটি বুঝতে পারলেন না। তিনি বিষয়টিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না, কেবল অনুভব করতে পারলেন। তিনি তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছেন। তিনি নিজে কলুষিত এবং কলুষিত করেছেন অন্যদেরকেও। তার প্রাপ্য ছিল এমন এক শাস্তি যে, সবাই ঘৃণায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তিনি ডেলফিতে গেলেন ভবিষ্যদ্বক্তার সাথে কথা বলার জন্য, পুরোহিতানী ব্যাপারটিকে দেখলেন হারকিউলিসের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি তাকে বললেন যে, তার পংকিলতামুক্ত হওয়া উচিত এবং ভয়ংকর কোন প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেই কেবল তা করা সম্ভব। তিনি তাকে আদেশ দিলেন মাইসিনী (কিছু কিছু কাহিনীতে টিরান্স-এর রাজা, তার চাচাতো ভাই ইউরেস্টিউসের কাছে যেতে এবং তার যে কোন দাবি মেটাতে বললেন। তিনি স্বেচ্ছায় তার কাছে গেলেন, নিজেকে পংকিলতামুক্ত করার জন্য তিনি যে কোন কাজ করতে রাজি ছিলেন। কাহিনীর বাকি অংশ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, পুরোহিতানীটি জানতেন ইউরেস্টিউস কি প্রকৃতির ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি হারকিউলিসকে পুরোপুরিভাবে বিশোধিত করবেন।

ইউরেশিউস কোন ক্রমেই বোকা ছিলেন না, তার ছিল খুবই উদ্ভাবন-কুশল মন এবং যখন মর্তের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটি বিনীতভাবে তার কাছে এল ক্রীতনাস হবার জন্য, তিনি তারজন্য তৈরি করলেন এক প্রায়শ্চিত্তের তালিকা যা বিপদসংকুলতা এবং অসুবিধার দৃষ্টিকোণে ছিল ভয়ংকরতম। অবশ্য এটি বলতেই হবে যে, তাকে সাহায্য এবং চাপ প্রয়োগ করলেন হেরা নিজে। জিউসের সন্তান হবার কারণে হারকিউলিসের জীবনের শেষ পর্যন্ত হেরা তাকে কখনই ক্ষমা করেন নি। ইউরেশিউস হারকিউলিসকে যে সকল কাজ করতে বললেন তাদেরকে বলা হয় 'হারকিউলিসের শ্রম।' এগুলো ছিল বারো রকম এবং এদের প্রত্যেকটিই ছিল প্রায় অসম্ভব।

প্রথম শ্রমটি ছিল নিমিয়ার সিংহকে বধ করা, যাকে কোন অস্ত্রই আহত করতে পারতো না। হারকিউলিস এ অসুবিধাটি উত্তরালেন একে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। অতঃপর তিনি এর মৃতদেহটি তুলে নিলেন নিজ পৃষ্ঠের উপর এবং নিয়ে গেলেন মাইসিনীতে। এরপর সদা সতর্ক মানুষ ইউরেশিউস তাকে আর নগরীতে থাকতে দিলেন না। তিনি তাকে তার আদেশ দিলেন দূর থেকে।

দ্বিতীয় শ্রমটি ছিল লার্নাতে যাওয়া এবং সেখানকার এক জলাভূমিতে বাসরত হাইড্রা নামের নয় মাথা বিশিষ্ট এক আজব দানবকে হত্যা করা। এটি সম্পন্ন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন, কারণ এর একটি মাথা ছিল অমর, অন্যগুলো ছিল সমান বিপজ্জনক, হারকিউলিস, যখন এদের কোন একটি কেটে ফেললেন—সেখানে জেগে উঠলো আরো দুটি মাথা। তবে তিনি সাহায্য পেলেন তার ভাগ্নে আয়োলাসের কাছ থেকে, যে তাকে এনে দিল এক জ্বলন্ত লোহা, প্রতিটি মাথা কাটার পর যা দিয়ে ঘাড়টিকে বলসে দিলেন যাতে এটি আর শাখা ছড়াতে না পারে। যখন সবগুলো মাথা কাটা হয়ে গেল তখন তিনি অমর মাথাটিকে এক বিশাল পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখলেন।

তৃতীয় শ্রমটি ছিল এক পুরুষ হারিণকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনা যার ছিল স্বর্ণের শিং এবং যা আর্টেমিসের কাছে ছিল অতি পবিত্র, যা বাস করতো সেরিনিসিয়ার বনে। তিনি একে সহজেই মেরে ফেলতে পারতেন, কিন্তু একে জীবিতাবস্থায় নেয়াটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শিকারে সফল হতে তার এক বছর সময় লেগে গেল।

চতুর্থ শ্রমটি ছিল বন্য শূকর বধ করা যার গুহা ছিল এরিমেন্ডাস পর্বতে। তিনি বন্য প্রাণীটিকে ধাওয়া করলেন এক স্থান হতে অন্য স্থানে যতক্ষণ না এটি পরিশ্রান্ত ও নির্জীব হয়ে পড়লো, তখন তিনি এটিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন গভীর তুষারের মধ্যে এবং একে আটক করলেন।

পঞ্চম শ্রমটি ছিল রাজা অজিয়াসের আস্তাবলখলোকে একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করা। অজিয়াসের ছিল হাজার হাজার গরু এবং তাদের বিষ্ঠাগুলো বহু বছর ধরে পরিষ্কার করা হয় নি। হারকিউলিস দুটি নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে দিলেন এবং এদের প্রবলস্রোত প্রবাহিত করলেন সেই বিষ্ঠার ভিতর দিয়ে যা জঞ্জালগুলো ধুয়ে ফেললো মুহূর্তে।

ষষ্ঠ শ্রমটি ছিল স্টিমফ্যালিয়ন পাখিগুলোকে ত্যাগিয়ে দেয়া, যেগুলো তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে, স্টিমফ্যালাসবাসীদের জন্য বয়ে এনেছিল এক মহামারী। এদেরকে ঝোপ-ঝাড় থেকে ত্যাগে সাহায্য করলেন অ্যাথেনা এবং যখন এরা উড়ে গেল তখন হারকিউলিস এদেরকে তীর নিক্ষেপ করে ভূপাতিত করলেন।

সপ্তম শ্রমটি ছিল ক্রিটে যাওয়া এবং সেখান থেকে সেই সুন্দর ঝাড়টিকে নিয়ে আসা যা পোসাইডন উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন মাইনসকে। হারকিউলিস একে বশ মানালেন, একে উঠালেন এক নৌকায় এবং একে নিয়ে গেলেন ইউরেনিউসের কাছে।

অষ্টম শ্রমটি ছিল থ্রেসের রাজা ডায়োমিডিসের নর মাংস ভোজী ঘোটকীগুলো নিয়ে আসা। হারকিউলিস প্রথমে হত্যা করলেন ডায়োমিডিসকে এবং বিনা বাধায় ঘোটকীগুলোকে ত্যাগিয়ে নিয়ে এলেন।

নবম শ্রমটি ছিল আমাজনদের রানী হিপ্পোলাইটির কোমরবন্ধনী নিয়ে আসা। যখন হারকিউলিস এলেন তখন রানী তার সাথে দেখা করলেন সদয়ভাবে এবং তাকে বললেন যে, তিনি তাকে কোমরবন্ধনী দিয়ে দেবেন, কিন্তু হেরা ঘটালেন সমস্ত ঝঞ্ঝাটের সূত্রপাত। তিনি আমাজনদেরকে ভাবতে বাধ্য করলেন যে, হারকিউলিস তাদের রানীকে অপহরণ করতে এসেছেন এবং তারা তার জাহাজ আক্রমণ করলো। হারকিউলিস হিপ্পোলাইটির সদয়তার কথা ভুলে গেলেন, আদৌ-কোন চিন্তা ছাড়াই, তাকে তাত্ক্ষণিকভাবে মেরে ফেলেন, এই ভেবে যে, এই আক্রমণের দায়-দায়িত্ব তারই। তিনি অন্যদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন এবং কোমরবন্ধনীটি কেড়ে নিয়ে এলেন।

দশম শ্রমটি ছিল গেরাইয়নের গরুগুলোকে নিয়ে আসা, যে ছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপ ইরাইথিয়াতে বসবাসরত তিনদেহ বিশিষ্ট এক দানব। সেখানে যাওয়ার পথে হারকিউলিস ভূমধ্যসাগরের শেষ প্রান্তে এক ভূভাগে পৌঁছলেন এবং তিনি তার ভ্রমণের স্মৃতি স্বরূপ স্থাপন করলেন দুটি বিশাল পাথরের স্তম্ভ, যাদেরকে বলা হতো 'হারকিউলিসের স্তম্ভ' (অধুনা ডিব্রান্টার এবং ক্রিয়োট)। অতঃপর তিনি গেলেন ঝাড়গুলোকে এবং এদেরকে নিয়ে গেলেন মাইসিনীতে।

একাদশ শ্রমটি ছিল তখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন। এটি ছিল হেসপেরাইডিসদের স্বর্ণ-আপেল নিয়ে আসা এবং তিনি জানতেন না এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে। অ্যাটলাস, যিনি বহন করেছিলেন স্বর্ণের খিলান, তিনিই ছিলেন হেসপেরাইডিসদের পিতা। তাই হারকিউলিস গেলেন তার কাছে এবং তাকে তার কন্যা আপেলগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে যখন অ্যাটলাস দূরে থাকবেন তখন তিনি নিজেই আকাশের বোঝা বহন করবেন। অ্যাটলাস যখন দেখলেন যে, একটি কঠিন কাজ থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি পাওয়া যাবে তখন তিনি সুযোগটি গ্রহণ করলেন এবং হাসিমুখে রাজি হলেন। তিনি আপেল নিয়ে ফিরে এলেন, কিন্তু সেগুলো তিনি হারকিউলিসকে দিলেন না। তিনি হারকিউলিসকে আকাশ ধরে রাখা অব্যাহত রাখতে বললেন, কারণ তিনি নিজেই আপেলগুলো নিয়ে



হারকিউলিস নিয়ে আসছেন মারবেরাসকে

আসবেন ইউরেশিউসকে। এই ক্ষেত্রে হারকিউলিস শুধু তার বৃদ্ধির উপরই আস্থা রাখতে পারলেন, কারণ তার শারীরিক শক্তির পুরোটাই খরচ হয়ে যাচ্ছিল সেই বিশাল ওজনকে ধরে রাখার জন্য। তিনি সফল হলেন, কিন্তু তা সম্ভব হলো মূলত অ্যাটলাসের নির্বুদ্ধিতার জন্য, তার নিজের চাতুর্যের জন্য নয়। তিনি অ্যাটলাসের পরিকল্পনায় রাজি হলেন, কিন্তু অ্যাটলাসকে অনুরোধ করলেন সামান্য সময়ের জন্য আকাশের ওজনকে ধারণ করতে, যাতে তিনি তার উপর চাপ কমানোর জন্য কাঁধে একটি নরম আচ্ছাদন লাগিয়ে নিতে পারেন। অ্যাটলাস তার ফাঁদে পা দিলেন এবং সেই সুযোগে হারকিউলিস আপেল নিয়ে সরে পড়লেন।

দ্বাদশ শ্রমটি ছিল সবচেয়ে কষ্টকর। এটি তাকে নিয়ে গেল পাতাল রাজ্যে, এবং এর পরেই তিনি থিসিউসকে উদ্ধার করেন 'বিশ্বুতির আসন' থেকে। তার কাজ ছিল তিন মাথা বিশিষ্ট কুকুর সারবেরাসকে মর্তে নিয়ে আসা। পুটো তাকে অনুমতি দিলেন এই শর্তে যে, হারকিউলিস যেন তার বিরুদ্ধে কোন বল প্রয়োগ না করেন। তিনি কেবল তার হাতই ব্যবহার করতে পারবেন। তথাপি তিনি সেই ভয়ংকর দানবটির উপর বলপ্রয়োগ করলেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য। তিনি এটিকে টেনে তুললেন শূন্যে এবং বয়ে নিয়ে এলেন মর্তে মাইসিনীতে। খুব সুচিন্তিতভাবেই ইউরেশিউস এটিকে রাখতে চাইলেন না এবং হারকিউলিসের মাধ্যমে একে আবার ফেরত পাঠালেন। এটিই ছিল তার শেষ শ্রম।

যখন সব শ্রম সম্পন্ন হলো এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করা শেষ হলো, তখন এটি মনে হতে পারে যে, তিনি তার বাকি জীবনের জন্য পেলেন স্বস্তি এবং প্রশান্তি। কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। তিনি কখনোই স্বস্তি বা প্রশান্তি লাভ করতে পারেন নি। অন্যান্য শ্রমের মতোই কঠিন এক অভিযানে তাকে যেতে হলো, আর তা হলো ভয়ংকর দানব অ্যান্টিউসের বিরুদ্ধে। সে ছিল এক শক্তিশালী কুস্তিগীর, যে আগন্তুকদেরকে তার সাথে কুস্তিতে নামতে বাধ্য করতো এই শর্তে যে, যদি তারা পরাস্ত হয় তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। সে এক মন্দিরের ছাদ নির্মাণ করেছিল তার শিকারদের খুলিদ্বারা। যতক্ষণ সে ভূমির সংস্পর্শে থাকতো ততক্ষণ সে ছিল অজেয়, যদি তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হতো তবে সে ভূমির সংস্পর্শে নবতর শক্তি নিয়ে জেগে উঠতো। হারকিউলিস তাকে উপরে তুলে নিলেন এবং শূন্যে বুলিয়ে রেখে গলা টিপে হত্যা করলেন।

তার অভিযান নিয়ে রয়েছে গল্পের পর গল্প। তিনি লড়াই করেছিলেন নদী-দেবতা অ্যাকিলাসের সাথে, কারণ তিনি তার পছন্দের পাত্রীকে ভাগ্যবশতেন। অন্য সকলের মতো অ্যাকিলাসেরও কোন ইচ্ছা ছিল না তার সাথে লড়াই করার এবং তিনি তাকে যুক্তির মাধ্যমে বশে আনতে চাইলেন। কিন্তু তা কখনোই হারকিউলিসের ক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল না। এটি কেবল তাকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুললো। তিনি বললেন, 'আমার হাত আমার জিহ্বার চাইতে শ্রেষ্ঠতর। আমাকে লড়াই করেই জিততে হবে এবং তুমি হয়তো জিতবে কথার মাধ্যমে।' অ্যাকিলাস এক ঝাঁড়ের রূপ ধারণ করলেন এবং তাকে

ভয়ানকভাবে আক্রমণ করলেন, হারকিউলিস ঝাড় বশীকরণে ছিলেন দক্ষ। তিনি তাকে পরাস্ত করলেন এবং তার একটি শিং ভেঙে ফেললেন। ডিয়াইনাইরা নামক যে তরুণী রাজকুমারী ছিলেন এই লড়াইয়ের কারণ, সে তার স্ত্রী হলো।

তিনি আরো অনেক স্থানে গিয়েছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন আরো অনেক কীর্তি। ট্রয়ে তিনি রক্ষা করেছিলেন এক কুমারীকে যে অ্যান্ড্রোমিডার মতোই দুরাবস্থায় পড়েছিল। সে সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করছিল এক সমুদ্র-দানবের গ্রাসে চলে যাওয়ার জন্য যাকে আর কোন উপায়েই নিরস্ত করা যাচ্ছিল না। সে ছিল রাজা লাওমিডনের কন্যা, যিনি জিউসের আদেশে অ্যাপোলো এবং পোসাইডন রাজার জন্য ট্রয়ের প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়ার পর তাদের সাথে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক নিয়ে প্রতারণা করেছিলেন। এর জবাবে অ্যাপোলো পাঠালেন প্রেগ জাতীয় এক মহামারী এবং পোসাইডন পাঠালেন এক সামুদ্রিক সর্প দানব। হারকিউলিস মেয়েটিকে উদ্ধার করতে রাজি হলেন যদি তার পিতা জিউস কর্তৃক তার পিতামহকে প্রদত্ত ঘোড়াগুলো তাকে ফিরিয়ে দেন। লাওমিডন সেই প্রতিজ্ঞাই করলেন কিন্তু যখন হারকিউলিস দানবটিকে মেরে ফেললেন তখন রাজা তা দিতে অস্বীকার করলেন। হারকিউলিস নগরীটি দখল করে নিলেন, হত্যা করলেন রাজাকে এবং কুমারীটিকে তুলে দিলেন তার বন্ধু সালামিসের টেলামনের কাছে, যে তার অনেক সাহায্যে এসেছে।

স্বর্ণ-আপেল সহস্রকে জানার জন্য অ্যাটলাসের কাছে যাওয়ার পথে হারকিউলিস এলেন ককেশাসে, যেখানে তিনি উদ্ধার করেন প্রমিথিউসকে, সেই ঈগলকে বধ করে যা তাকে শিকার করছিল।

এই সকল মহিমাম্বিত কাজের পাশাপাশি ছিল অনেক অমর্যদাকর কাজ। তিনি এক অসতর্ক ঘৃষিতে হত্যা করেছিলেন এক বালককে যে এক ভোজনের আগে তার হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছিল। এটি ছিল নিছক এক দুর্ঘটনা এবং বালকটির পিতা হারকিউলিসকে ক্ষমা করে দিয়েছিল, কিন্তু হারকিউলিস নিজেকে ক্ষমা করতে পারলেন না এবং তিনি দেশান্তরে চলে গেলেন কিছুদিনের জন্য। আরো বেশি খারাপ ছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করা এবং তিনি তা করেছিলেন সেই তরুণের পিতা, রাজা ইউরিটাস কর্তৃক তার প্রতি কৃত অপমনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। এহেন হীন কাজের জন্য জিউস নিজে তাকে শাস্তি প্রদান করেন। তিনি তাকে লিডিয়াতে পাঠালেন রানী ওমফেলের ক্রীতদাস রূপে, কেউ বলে এক বছরের জন্য, কেউ বলে তিন বছরের জন্য। রানী নিজে তার সাথে মজা করতেন, কখনো তাকে নারীর পোশাকে সাজিয়ে এবং নারীসুলভ কাজ করিয়ে, যেমন কাপড় বুনন বা সুতা কাটা। বরাবরের মতোই তিনি ধৈর্যের সাথে নিজেকে সমর্পণ করলেন, কিন্তু এই দাসত্বের বন্ধনে নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে তিনি এজন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন ইউরিটাসকে এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মুক্তি পেলে এজন্য তিনি তাকে সর্বোচ্চ শাস্তিই দেবেন।

তার সহস্রকে বর্ণিত সব কাহিনীই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যবাহী কিন্তু যেটি তার সবচেয়ে স্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ করে তা হলো ডায়োমিডিসের নরমাংস ভোজী

ঘোটকীগুলোকে আনার সময় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি, যা ছিল সেই বারোটি শ্রমেরই অন্যতম। যে বাড়িতে তিনি একটি রাত কাটাবার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন তা ছিল থেসালির রাজা, তার বন্ধু অ্যাডমিটাসের বাড়ি, আর যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন তখন তা ছিল শোকে ভারাক্রান্ত, কারণ সবেমাত্র এক উদ্ভট উপায়ে মৃত্যু ঘটেছে অ্যাডমিটাসের স্ত্রীর।

তার মৃত্যুর কারণ খুঁজতে হলে যেতে হবে অনেক পেছনে, যখন অ্যাপোলো তার পুত্র এসক্রেপিয়াস জিউস কর্তৃক নিহত হলে তীব্র ক্রোধে হত্যা করেন জিউসের বন্ধু নির্মাণকারী সাইক্লোপসদেরকে। এর শাস্তিস্বরূপ তাকে এক বছরের জন্য ক্রীতদাসরূপে জোরপূর্বক পাঠিয়ে দেয়া হলো মর্তে। তার মনিব ছিলেন অ্যাডমিটাস যাকে তিনি পছন্দ করেছিলেন কিংবা জিউস যাকে তার জন্য পছন্দ করে দিয়েছিলেন। এই দাসত্বের কালে অ্যাপোলো গৃহের সকলের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, বিশেষত এর মনিব ও তার স্ত্রী অ্যালসেস্টিসের সাথে। যখন তিনি তার বন্ধুত্বের গভীরতা প্রমাণের সুযোগ পেলেন তিনি তা গ্রহণ করলেন। তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, তিন নিয়তিদেবী অ্যাডমিটাসের জীবন-সুতার বুনন প্রায় সেরে ফেলেছিলেন এবং একে প্রায় কেটে ফেলার পর্যায়ে ছিলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে সামান্য বিরতি পেলেন। যদি কেউ অ্যাডমিটাসের পরিবর্তে মরতে চায় তবে তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন। তিনি এই খবরটি নিয়ে গেলেন অ্যাডমিটাসের কাছে, যিনি তৎক্ষণাৎ হন্যে হয়ে তার একজন বিকল্প খুঁজতে লাগলেন। তিনি যথেষ্ট আশ্ব-বিশ্বাস নিয়ে গেলেন তার পিতা-মাতার কাছে। তারা ছিলেন বৃদ্ধ এবং তার প্রতি অনুরক্ত। নিশ্চিতভাবেই হয়তো কোন একজন মৃতদের রাজ্যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে রাজি হবেন। কিন্তু সর্বস্বয়ং তিনি দেখলেন যে, কেউ রাজি হলেন না। তারা তাকে বললেন, 'ঈশ্বরের দিবালোক বৃদ্ধের কাছেও সুমধুর। আমরা তো তোমাকে আমাদের জন্য মরতে বলি না। আমরাও তোমার জন্য মরবো না।' এবং তারা তার ক্রোধান্বিত ঘৃণাতেও সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকলেন : 'তোমরা তো পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছো মৃত্যুর দুয়ারে। তবু এত ভয় পাও মৃত্যুকে।'

তবু তিনি হাল ছেড়ে দিলেন না। তিনি একের পর এক তার বন্ধুদের কাছে গেলেন এবং প্রার্থনা করলেন যেন কেউ একজন মৃত্যুবরণ করে তাকে বাঁচতে দেয়। স্পষ্টতই তিনি তার জীবনকে এত মূল্যবান মনে করতেন যে, কেউ না কেউ হয়তো চূড়ান্ত উৎসর্গের মাধ্যমে তাকে রক্ষা করবো। কিন্তু একই রকম প্রত্যাখ্যান পেলেন সর্বত্র। অতঃপর চরম হতাশায় তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন এবং সেখানে তিনি একজন বিকল্প খুঁজে পেলেন। তার স্ত্রী অ্যালসেস্টিস তার জন্য মরতে রাজি হলেন। যারা এই উপাখ্যান এই পর্যন্ত পড়েছেন, তাদেরকে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি তার স্ত্রীর জন্য খুবই দুঃখ অনুভব করলেন এবং তার চাইতেও তার নিজের জন্য এই ভেবে যে, এমন ভালো একটি স্ত্রীকে তিনি হারালেন, যখন তিনি মারা গেলেন তখন তিনি তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। যখন তার স্ত্রী মারা গেলেন তখন তিনি শোকে মুহমান হয়ে পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন যে, তার মৃত স্ত্রীর জন্য আয়োজন করা হবে এক চমৎকার শেষকৃত্যানুষ্ঠান।

ঠিক এই সময়ে আগমন ঘটলো হারকিউলিসের। তিনি এলেন উত্তরে ডায়োমিডিসে যাওয়ার পথে বন্ধুর বাড়িতে বিশ্রাম নেয়া এবং উপভোগ করার জন্য। অ্যাডমিটাস যে ভাবে তাকে সমাদর করলেন তাতে বুঝা যায় সেখানে কতটা উচ্চ মাত্রার ছিল আতিথেয়তা, একজন অতিথি কতটা প্রত্যাশা করতেন তার আতিথ্য দানকারীর কাছে।

হারকিউলিসের আগমনের সংবাদ পেয়েই অ্যাডমিটাস কোন শোকের লক্ষণ ছাড়াই ছুটে এলেন তার সাথে দেখা করতে, কেবলমাত্র পরিচ্ছদের লক্ষণটুকু ব্যতীত। তার আচরণ ছিল আনন্দে স্বাগত জানানো কোন বন্ধুর মতো। কে যারা গেছে, হারকিউলিসের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন তার বাড়ির এক স্ত্রীলোকের কথা; কিন্তু তার কোন আত্মীয় বা নিকটজন নয়, আর তাকে ঐ দিনেই সমাধিস্থ করার আয়োজন চলছিল। তৎক্ষণাৎ হারকিউলিস বললেন যে, এমন সময়ে তিনি তাকে কষ্টে ফেলতে চান না, কিন্তু অ্যাডমিটাস তাকে ফিরে যেতে দৃঢ়ভাবে বারণ করলেন। 'আমি তোমাকে অন্যের ছাদের নিচে ঘুমোতে দেব না,' তিনি বললেন। তিনি তার ভৃত্যদেরকে বললেন যে, তার অতিথিকে যেন নিয়ে যাওয়া হয় দূরের কোন কক্ষে, যাতে শোকের বিলাপ ধ্বনি তার কানে না পৌঁছায় এবং সেখানে যেন তার নৈশভোজ ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়। যেন তিনি কোনক্রমেই জানতে না পারেন, কি ঘটেছে।

হারকিউলিস একাই নৈশভোজ গ্রহণ করলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্বভাবতই অ্যাডমিটাসকে উপস্থিত থাকতে হবে শেষকৃত্যে এবং ব্যাপারটি তার নিজের সাথে উপভোগে বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। বাড়ির ভৃত্যরা ব্যস্ত থাকলো তার তীব্র ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এবং বার বার পূর্ণ করে দিতে থাকলো তার মদ-পাত্র। হারকিউলিস পরম সুখে আচ্ছন্ন হলেন, হয়ে পড়লেন পাঁড়-মাতাল, এবং কথা বলতে লাগলেন অতি উচ্চ-স্বরে। তিনি তার কণ্ঠস্বরের সর্বোচ্চ তীব্রতায় গান গাইতে লাগলেন, যার কিছু ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর; তিনি এমন আচরণ করলেন যা শেষকৃত্যের সময় ছিল খুবই অসৌজন্যমূলক। যখন ভৃত্যরা অস্থির হওয়ার ভাব দেখালো, তখন তিনি তাদেরকে এত ভাবগাম্ভীর্য দেখানোর জন্য চিৎকার করে ভৎসনা করলেন। তারা কি মৃদু হেসে তার অনুসারী হতে পারে না? তাদের বিষাদময় মুখমণ্ডল তার ক্ষুধা কেড়ে নিল। 'আমার সাথে মদ্য পান কর,' তিনি বললেন, 'অনেক মদ্যপান।'

তাদের একজন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল যে, এটি হাসি-তামাশা এবং মদ্যপানের সময় নয়।

'কেন নয়?' চিৎকার করে বললেন হারকিউলিস। 'এক আগন্তুক নারীর মৃত্যু ঘটেছে, এ জন্য কি?'

'এক আগন্তুক—' এক জন ভৃত্য তোতলানো কণ্ঠে বললো।

'অ্যাডমিটাস তো আমাকে তা-ই বললেন,' হারকিউলিস রাগতস্বরে বললেন।

'আমি মনে করি তুমি একথা বলবে না যে তিনি আমাকে মিথ্যা বলেছেন।'

'হায়, তা নয়,' ভৃত্যটি উত্তর দিল। 'তিনি হলেন অতিরিক্ত অতিথিপরায়ণ। কিন্তু দয়া করে আরো কিছু মদ্যপান করুন। আমাদের কষ্টগুলো কেবল আমাদেরই।'

সে মদের পেয়ালাটি পূর্ণ করতে গেল, কিন্তু হারকিউলিস তাকে স্বাক্ষরে দিলেন—এবং কেউ কখনো তার হাতের সেই মুষ্টিকে অসম্মান করেনি।

‘এখানে উদ্ভট কিছু একটা আছে,’ তিনি ভীত লোকটিকে বললেন।

‘ভুলটি কি?’

‘আপনি নিজেই দেখুন আমরা শোকগ্রস্ত,’ অন্যজন উত্তর দিল।

‘কিন্তু কেন, বলো কেন?’ হারকিউলিস চিৎকার করে বললেন।

‘তাহলে আমরা আতিথ্যদানকারী কি আমাদের বোকা বানিয়েছেন? কে মারা গেছে?’

‘অ্যালসেস্টিস,’ ভূতটি ফিস ফিস করে বললো। ‘আমাদের রানী।’

এরপর নেমে এল দীর্ঘ নীরবতা। অতঃপর হারকিউলিস তার মদের পেয়ালা ছুড়ে মারলেন।

‘আমার বোঝা উচিত ছিল,’ তিনি বললেন। ‘আমি তাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম। তার চোখ দুটি ছিল লাল। কিন্তু তিনি দিব্যি কেটেই বলেছিলেন যে এটি কোন এক আগন্তুক। তিনিই আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন। হে বন্ধু, হে আতিথ্যদানকারী। এবং আমি মাতাল হয়ে পড়লাম, আনন্দে মেতে উঠলাম এই দুঃখনিমজ্জিত বাড়িতে। হায়, তার উচিত ছিল আমাকে সবকিছু বলা।’

তখন তিনি বরাবরের মতো একই কাজ করলেন, তিনি নিজের উপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন এক অর্থহীন, মাতাল অকর্মণ্য, যখন তার প্রিয় মানুষটি ছিল শোকে মুহুম্মান। বরাবরের মতোই তার চিন্তা দ্রুত পরিবর্তিত হলো প্রায়শ্চিত্ত করার কোন উপায় খোঁজার জন্য। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি কি বা করতে পারতেন? তার সামর্থ্যের অতীত কিছুই ছিল না। তিনি এই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু তার বন্ধুর কাজে লাগবে এমন সাহায্যাটি কি হতে পারতো? ‘এটিই তো সেই উপায়। আমি অবশ্যই অ্যালসেস্টিসকে মৃতদের মাঝ থেকে উদ্ধার করে আনবো। অবশ্যই। কোন কিছুই এর থেকে সুস্পষ্ট হতে পারে না। আমি খুঁজে বের করবো সেই মৃত্যু-দেবতাকে। নিশ্চিতভাবে তিনি অ্যালসেস্টিসের সমাধির কাছেই আছেন এবং আমি তার সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হবো। আমি আমার বাহুর মধ্যে তার শরীরকে পিষে ফেলবো যতক্ষণ না তিনি অ্যালসেস্টিসকে আমার কাছে দেন। যদি তিনি কবরের পাশে না থাকেন তবে আমি তার পিছু পিছু নেমে যাব নিচে হেডিস পর্যন্ত। ওহ, আমি আমার বন্ধুর কাছে ফিরে আসবো প্রকৃত বন্ধুর মতো যে আমার জন্য এত কিছু করেছে।’ তিনি নিজের উপর পরম সন্তুষ্টি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন এবং অসীকারকৃত কুস্তি খেলাটির উদ্দেশ্যে ভীষণ পুলকিত হলেন।

যখন অ্যাডমিটাস তার শূন্য ও একাকীত্বময় ঘরে এলেন, হারকিউলিস সেখানে ছিলেন তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এবং তার পাশে ছিল এক নারী। ‘অ্যাডমিটাস, এর দিকে তাকাও’ তিনি বললেন, সে কি তোমার পরিচিত কারো মতো?’ এবং যখন অ্যাডমিটাস চিৎকার করে বললেন, ‘এতো ভূত! এটি কি কোন

কূট কৌশল—দেবতাদের তামাশা ?' জবাবে হারকিউলিস বললেন, 'এ হলো তোমার স্ত্রী । আমি মৃত্যু-দেবতার সাথে লড়াই করে তাকে ফিরিয়ে এনেছি ।'

হারকিউলিসকে নিয়ে আর কোন কাহিনী নেই যা এত স্পষ্টভাবে তার চরিত্রকে উন্মোচিত করে যা গ্রিকরা দেখলো এভাবে : তার সরলতা এবং গুরুতর বোকামি ; যে বাড়িতে এক জনের মৃত্যু ঘটেছে সেখানে পাঁড় মাতাল না হওয়ার অসামর্থ্য ; যেকোন কিছু মূল্যেই তার দ্রুত প্রায়শ্চিত্ত করা এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার আকাঙ্ক্ষা ; তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমনকি মৃত্যু-দেবতাও তার সমতুল্য ছিল না । এই হলো হারকিউলিসের প্রতিকৃতি । নিশ্চিতভাবেই এটি আরো যথার্থ হতো যদি তাকে উপস্থাপন করা হতো সেইসব ভৃত্যদের একজনকে হত্যা করার দৃশ্যে যাদের বিষণ্ণমুখ তাকে বিরক্ত করছিল । কিন্তু কবি ইউরিপিডেস, যার কাছ থেকে আমরা কাহিনী পেয়েছি, অ্যালসেস্টিসের মৃত্যু ও তার পুনর্জন্মের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন কিছুকে পরিহার করেছেন । আরো দু-একটি মৃত্যু, যা হারকিউলিসের উপস্থিতিতে খুবই স্বাভাবিক, তিনি তার যে প্রতিকৃতি আঁকতে চেয়েছিলেন তাকে হয়তো কালিমালিগু করে তুলতে পারতো ।

ওমফেলের ক্রীতদাস থাকাকালে হারকিউলিস যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেমতে মুক্তির পর পরই তিনি রাজা ইউরিটাসকে শাস্তি দিতে শুরু করলেন, কারণ ইউরিটাসের পুত্রকে হত্যা করার কারণেই জিউস কর্তৃক তিনি নিজেই শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । তিনি একটি সেনাদল জোগাড় করলেন, রাজার নগরী দখল করলেন । কিন্তু ইউরিটাসেরও প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেল, কারণ পরোক্ষভাবে এই বিজয়ই ছিল তার মৃত্যুর কারণ ।

নগরীটির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের পূর্বেই তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী ডিয়ানাইরার কাছে পাঠালেন একদল বন্দি কুমারী মেয়ে, যে তখন ওমফেল থেকে লিডিয়াতে হারকিউলিসের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল । এদের মাঝে একজন ছিল অসামান্য সুন্দরী, সে হলো রাজকন্যা আয়োলি । যে লোকটি তাদেরকে ডিয়ানাইরার কাছে নিয়ে এল, সে তাকে বললো যে, হারকিউলিস রাজকুমারীটির সাথে গভীর প্রেমে লিপ্ত । এই খবরটি ডিয়ানাইরার কাছে তেমন কঠিন কিছু ছিল না, যেমনটি আশা করা হয়েছিল, কারণ সে বিশ্বাস করতো তার রয়েছে এক অসাধারণ প্রেম জাদু, যা সে বছরের পর বছর ধরে ধারণ করে রেখেছে এরকম দুইজনের জন্যই, তার নিজেরই গৃহে তেমনি এক নারী এসে হাজির হয়েছে । তার বিয়ের জীবনসংহিতা পরেই, যখন হারকিউলিস তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন নিজ গৃহে, তারা পৌঁছলো এক নদীর কূলে যেখানে সেন্টর নেসাস এক মাখির রূপ ধারণ করেছিল, যে যাত্রীদেরকে নদী পারা-পার করে দিচ্ছিল । সে ডিয়ানাইরাকে তুলে নিল তার পিঠের উপর এবং মাঝ-নদীতে তাকে লাঞ্ছিত করলো । ডিয়ানাইরা চিৎকার করে উঠলো এবং নদীর অপর পাড়ে পৌঁছার পর জন্তুটিকে আঘাত করলো । মারা যাওয়ার পূর্বে সে ডিয়ানাইরাকে তার কিছু রক্ত নিতে বললো এবং একে জাদু হিসেবে ব্যবহার করতে বললো হারকিউলিসের বিরুদ্ধে, যদি তিনি কোনো অন্য কোন নারীকে তার চাইতে বেশি ভালোবাসেন । সে যখন আয়োলির কথা শুনলো, তার মনে হলো যেন সেই

চতুষ্করণ এসে গেছে এবং সে সেই রক্ত মাখিয়ে দিল একটি চমৎকার গাউন জাতীয় জামায় এবং বার্তা বাহকের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিল হারকিউলিসের কাছে।

যখন হারকিউলিস তা পরিধান করলেন, ফলাফল হলো ঠিক সেরকম যেমনটি ঘটেছিল মিডিয়া যখন এরকম গাউন পাঠিয়েছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে যাকে জ্যাসন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন। তাকে গ্রাস করলো এক ভয়ংকর ব্যাথা, যেন তিনি এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। তার প্রথম যন্ত্রণায় তিনি ক্ষিপ্ত হলেন সেই বার্তাবাহকের উপর, যে ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি তাকে ধরে ফেললেন এবং সজোরে নিক্ষেপ করলেন সমুদ্রে। তিনি হয়তো আরো অনেককে হত্যা করতে পারতেন, কিন্তু এটি মনে হলো, যেন তিনি নিজে মারা যেতে পারেন না। যে নিদারুণ যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন তা, তাকে সামান্যই দুর্বল করতে পেরেছিল। যা করিহের রাজকন্যাকে সহজেই মেরে ফেলতে পেরেছিল তা হারকিউলিসকে মারতে পারলো না। তিনি যন্ত্রণাগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি তখনো বেঁচে ছিলেন এবং তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। এর অনেক পূর্বেই ডিয়ানাইরা জেনে গিয়েছিল তার উপহার তার স্বামীর কি পরিণতি ঘটিয়েছিল এবং সে আত্মহত্যা করলো। অবশেষে হারকিউলিস নিজেও তা করলেন। যেহেতু মৃত্যু তার কাছে আসবে না, কাজেই তারই মৃত্যুর কাছে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আশপাশে যারা ছিল তিনি তাদেরকে ওয়েটা পর্বতের উপর তার চিতা নির্মাণ করতে বললেন এবং তাকে সেখানে নিয়ে যেতে বললেন। অবশেষে তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এবার তিনি মরতে পারেন এবং তিনি প্রফুল্ল বোধ করলেন। 'এই হলো বিশ্রাম,' তিনি বললেন, 'এই হলো সমাপ্তি।' এবং যখন তাকে তোলা হলো সেই চিতার উপর, তিনি এর উপর শুয়ে পড়লেন এমনভাবে, যেমনটি কেউ শুয়ে পড়ে ভোজন টেবিলের গদিয়ুক্ত আসনে।

তিনি তার তরুণ অনুগামী ফিলোকটেটিসকে কাছে অগ্নি সংযোগ করতে বললেন; তিনি তাকে তার তীর-ধনুক দিয়ে দিলেন, যেগুলো বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল ট্রয়ের যুদ্ধে। তার পর জ্বলে উঠলো বহিঃশিখা এবং মর্তে আর কখনোই দেখা গেল না হারকিউলিসকে। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো স্বর্গে, যেখানে হেরার সাথে তার পুনর্মিলন ঘটলো এবং তার সাথে বিয়ে হলো হেরার কন্যা হিবির, এবং যেখানে—

অফুরান পরিশ্রমময় জীবনের পর তিনি পেলেন বিশ্রাম,

তার প্রিয়তম পুরস্কার হলো

মহিমাম্বিতদের আবাসস্থলে চিরন্তন শান্তি।

কিন্তু এটি কল্পনা করা সহজ নয় যে তিনি সত্ত্বষ্টচিত্তে উপভোগ করতেন শান্তি ও বিশ্রাম, এমনকি মহিমাম্বিত দেবতাদেরকে তা কল্পিত দিতেন।



বার আটলান্টা

(তার কাহিনী বিধৃত হয় কেবলমাত্র লেখক ওভিড এবং অ্যাপোলোডোরাস কর্তৃক, কিন্তু কাহিনীটি অতি প্রাচীন। সম্ভবত পর্ববর্তী কোন এক সময়ে, হয়তো খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে হেসিওড রচিত একটি কাব্য বর্ণনা করে স্বর্ণ-আপেলের কাহিনী এবং ইলিয়াড বর্ণনা করে ক্যালিডোনীয় শূকর শিকারের কাহিনী। আমি আমার বর্ণনায় অনুসরণ করেছি অ্যাপোলোডোরাসকে, যিনি লিখেছিলেন সম্ভবত প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতকে। ওভিদের বর্ণনা উৎকর্ষময় কেবল বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে। শিকারীদের মাঝে তিনি আটলান্টার এক চমৎকার চিত্র বর্ণনা করেন, যা আমি আমার রচনাতেও গ্রহণ করেছি, কিন্তু প্রায়শই, যেমন বন্য শূকরের বর্ণনাকে তিনি অতিরঞ্জিত করেছেন, তিনি চলে যান এক হাস্যকর পর্যায়ে। অ্যাপোলোডোরাস চিত্রময় নন, কিন্তু কখনো উদ্ভটও নন।)

কখনো কখনো বলা হয় যে, এই নামে দুজন নারী-চরিত্র আছে। নিশ্চিতভাবেই দুজন লোক, ইয়াসাস এবং ফ্রিনিউস, প্রত্যেককেই বলা হয় আটলান্টার পিতা ; কিন্তু তখন প্রায়শই এমন ঘটে যে, প্রাচীন কাহিনীগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়া হয় দুজন অগুরুত্বপূর্ণ লোককে। যদি দুজন আটলান্টা থাকতেন তবে এটি প্রণিধানযোগ্য যে, দুজনেই আর্গো-অভিযানে যেতে চাইতেন, দুজনেই অংশগ্রহণ করতেন ক্যালিডোনীয় বন্য শূকর শিকারে, দুজনেই বিয়ে করতেন একজন লোককে যে তাদেরকে পরাস্ত করেছিল এক দৌড় প্রতিযোগিতায় এবং উভয়েই শেষ পর্যন্ত পরিণত হতেন সিংহীতে। যেহেতু দুজনের কাহিনী একই রকম, তাই এটি ধরে নেয়াই সহজ যে, তারা একজনই ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, পৌরাণিক কাহিনীতেও সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া হবে যদি মনে করা হয় যে, একই সময়ে অস্তিত্বশীল ছিলেন এমন দুজন কুমারী যারা অন্য সব অকুতোভয় বীরদের মতোই পছন্দ করতেন অভিযানকে এবং যারা লক্ষ্যভেদ বা দৌড় বা ক্ষুণ্ণিতে পরাস্ত করতে পারতেন বীরত্বের দুই মহান যুগের কোন একটির পুরুষদেরকে।

আটলান্টার পিতা, তার নাম যা-ই হয়ে থাকুক, খুঁজি সন্তান জন্ম না নিয়ে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ায় খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কন্যা সন্তানটি উপযুক্তভাবে লালিত হওয়ার যোগ্য নয় এবং ছোট শিশুটিকে তিনি ফেলে এলেন এক দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, যাতে সে ঠাণ্ডা এবং ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ

করে। কিন্তু কাহিনীতে প্রায়শই যেমনটি ঘটে ; পতরা মানুষের চাইতে অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়, তেমনি ঘটলো। এক মেয়ে ভলুক তার দায়িত্ব নিল, তাকে লালন-পালন করলো, আগলে রাখলো উষ্ণতায় এবং এভাবে শিশুটি বেড়ে উঠলো এক কর্মঠ ও দুঃসাহসী ছোট বালিকারূপে। অতঃপর তাকে খুঁজে পেল দয়ালু শিকারীরা এবং তাদের সাথে থাকার জন্য তাকে নিয়ে গেল সাথে করে। একজন শিকারীর জীবনে যে সকল দুঃসাধ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সাধিত হয় সেই দৃষ্টিকোণে অবশেষে সে অন্য সকলের চাইতে বেশি পারদর্শী হয়ে উঠলো। একদা সে যখন একাকী তাকে দেখতে পেল এবং ধাওয়া করলো এমন দুটি সেন্টর যারা যেকোন মরণশীলের তুলনায় ছিল অধিক শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী। সে সরে গেল না ; এমনটি করলে তা হতো নির্বুদ্ধিতার সামিল। সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো, এবং তার ধনুকে একটি তীর সংযোগ করে তা নিক্ষেপ করলো। এর পর মুহূর্তেই বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় তীরটি। উভয় সেন্টরই মুমূর্ষু অবস্থায় লুটিয়ে পড়লো।

তারপর এল ক্যালিডোনিয় বন্য শূকর শিকারের বিখ্যাত কাহিনীটি। এটি ছিল এক ভয়ংকর প্রাণী যেটিকে আর্টেমিস পাঠিয়েছিলেন ক্যালিডোন দেশটিকে ধ্বংস করার জন্য। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজা ইনিউসকে শাস্তি দেয়া, কারণ তিনি ফসল তোলার দিনে যখন প্রথম ফলটি উৎসর্গ করছিলেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে, তখন ভুলে গিয়েছিলেন আর্টেমিসের কথা। হিংস্র প্রাণীটি তখনই করে ফেললো ফসলের মাঠ, ধ্বংস করলো গবাদি পশু, হত্যা করলো তাদেরকে যারা একে হত্যা করতে চেষ্টা করলো। অবশেষে ইনিউস সাহায্য প্রার্থনা করলেন গ্রিসের সবচেয়ে সাহসীদের কাছে এবং একদল চমৎকার যুবা-বীর জড়ো হলে, পরে যাদের অনেকেই আর্গো অভিযানে শরিক হয়েছিলেন। তাদের মাঝে অবধারিতভাবে ছিলেন আটালান্টাও 'আর্কেডির বনের অহংকার।' আমরা তার একটি বর্ণনা পাই যখন তিনি হেঁটে যেতেন পুরুষদের ভিড়ের ভিতর দিয়ে। 'গ্রীবার কাছে পরিচ্ছদে জড়িয়ে থাকতো একটি চকচকে বন্ধানুসুরী ; তার চুল থাকতো খুব সাধারণভাবে সাজানো, শুধু একটি ফিতা দিয়ে, বাঁধা থাকতো পেছনে। গজদণ্ডে তৈরি একটি তুণীর ঝুলে থাকতো তার বাম কাঁধে এবং হাতে থাকতো একটি ধনুক।'

এমনি ছিল তার পরিচ্ছদ। তার মুখমণ্ডলের ধরনটির জন্য সেটিকে কখনো মনে হতো কোন বালকের জন্য বালিকা সুলভ, এবং কোন বালিকার জন্য বালক সুলভ। সেখানে যেকোন পুরুষের কাছে তিনি ছিলেন তার দেখা অন্য যেকোন মেয়ের চেয়ে অধিকতর সুন্দরী এবং কাক্সিত। ইনিউসের পুত্র মেলিজার প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেলেন। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, আটালান্টা তাকে কেবল একজন সহযাত্রী রূপেই দেখতেন, সম্ভাব্য প্রেমিক রূপে নয়। শিকারের সঙ্গী ছাড়া তিনি কখনো পুরুষদেরকে পছন্দ করতেন না এবং তিনি বিয়ে না করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

কিছু কিছু বীর তার উপস্থিতিতে অনভুত হনেন এবং একজন নারীর সাথে শিকারে যাওয়াটাকে অপমানকর মনে করলেন, মেলিজার তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করলেন এবং অবশেষে তারা রাজি হলেন। এটি তাদের জন্য শুভ প্রমাণিত হলো, কারণ তারা যখন বন্য শূকরটি ঘিরে ফেললেন তখন হিংস্র জন্তুটি তাদের দিকে ধেয়ে এল এত দ্রুত যে, অন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার পূর্বেই এটি দুজনকে মেরে ফেললো এবং যা সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হলো তৃতীয় আর একজন বিদ্বান হলো দিকভ্রষ্ট বর্ষার আঘাতে। মুমূর্ষু সহযাত্রী এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে উড়ে আসা অস্ত্রের মাঝেও আটলান্টা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন না এবং তিনি বন্য শূকরটাকে আহত করে ফেললেন। তার তীরটি সর্বপ্রথম একে বিদ্ধ করলো। অতঃপর মেলিজার আহত প্রাণীটির দিকে ছুটে গোলন এবং এর হৃৎপিণ্ডে ছুরি ঢুকিয়ে দিলেন। সঠিকভাবে বললে, তিনিই এটিকে হত্যা করলেন, কিন্তু কৃতিত্বটুকু চলে গেল আটলান্টার নামে এবং মেলিজার পীড়াপীড়ি করে সবাইকে বোঝালেন যে, তাদের উচিত চামড়াটি আটলান্টাকে দেয়া।

খুবই অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এটিই মেলিজারের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠলো। যখন তার বয়স মাত্র এক সপ্তাহ তখন মা অ্যালথিয়ার সামনে হাজির হলেন নিয়তি দেবীরা এবং তার ঘরে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে নিক্ষেপ করলেন একটি কাঠের টুকরা। অতঃপর, যেমনটি তারা সচরাচর করে থাকে, সুতা বুনন করে, সুতা জড়িয়ে রাখার যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবং নিয়তির সুতা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, তারা গান গেয়ে উঠলেন—

হে নবজাতক শিশু, তোমার জন্য আমরা নিয়ে এসেছি এক উপহার
তুমি বাঁচবে ততক্ষণ যতক্ষণ এই কাঠখণ্ড ভস্মে পরিণত না হয়।

অ্যালথিয়া হ্যাঁচকা টানে অর্ধদণ্ড কাঠটিকে বের করে আনলেন আন্তন থেকে, নির্বাপিত করলেন এর আগুনকে এবং এটিকে একটি সিন্দুকের মধ্যে রেখে দিলেন। যারা বন্য শূকর শিকার করতে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অ্যালথিয়ার ভাইয়েরাও ছিলেন। তারা নিজেদেরকে অপমানিত বোধ করলেন এবং পুরস্কারটি একজন নারীর কাছে চলে যাওয়ায় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন, অন্যদেরও একই অনুভূতি জাগলো। যদিও তারা ছিলেন তার মামা, তবু তারা তার পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তারা ঘোষণা করলেন যে, আটলান্টা চামড়াটি পেতে পারেন না এবং মেলিজার বললেন যে, এটি অন্য কাউকে দেয়ার কোন অধিকার তার নেই। এর পর মেলিজার তাদের দুজনকেই হত্যা করলেন, অন্যদেরকে চিরতরে নিরস্ত করলেন।

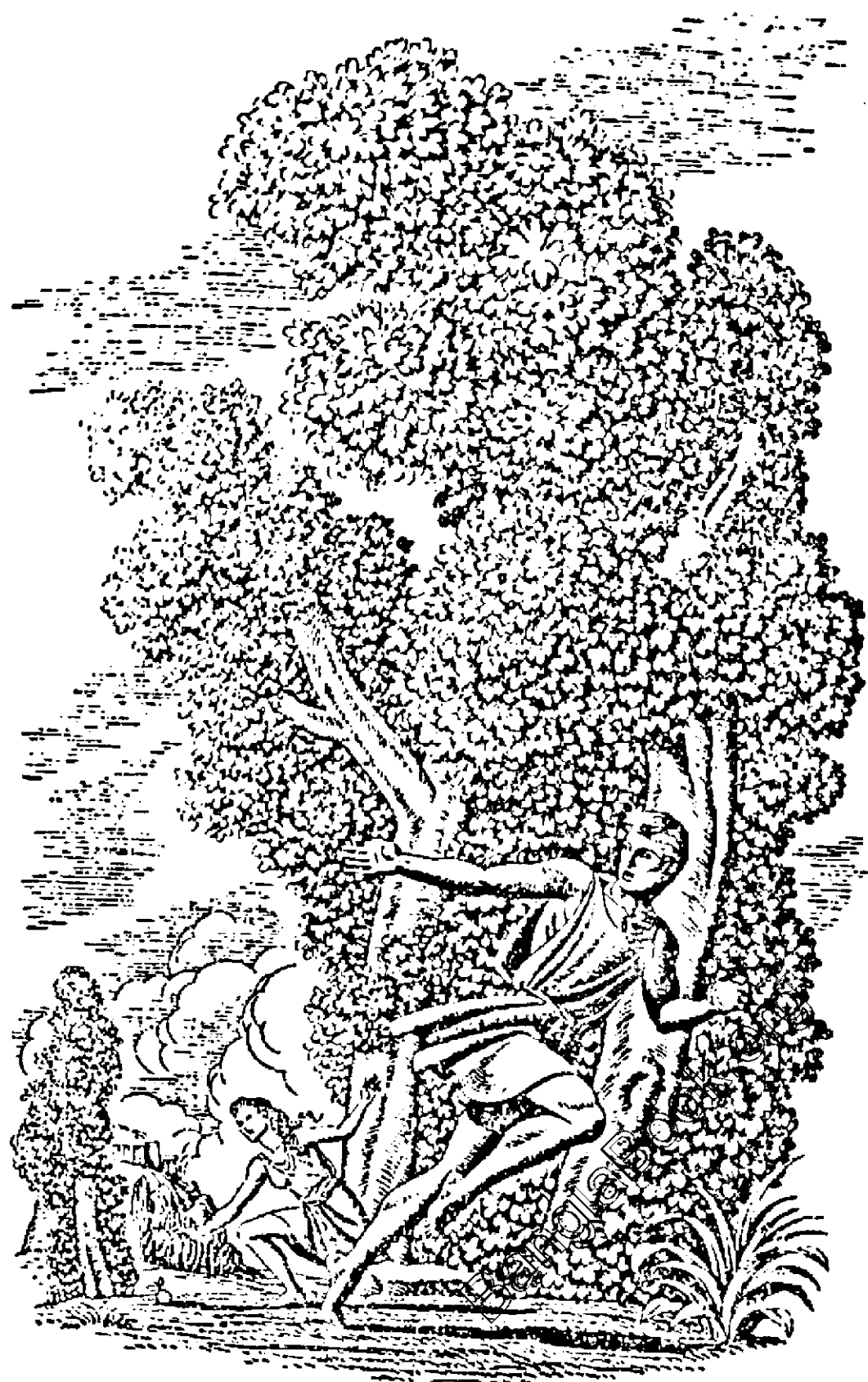
এই মৃত্যু-সংবাদটি পৌছে গেল অ্যালথিয়ার কাছে। তার প্রিয় ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন তার নিজ পুত্রের হাতে, যে এই ষোড়শমিটি করলো এমন এক নির্লজ্জ নারীর জন্য যে কিনা পুরুষদের সাথে শিকারে গিয়েছিল। এক প্রতিশোধের আগুন

জ্বলে উঠলো তার মনে। তিনি সেই কাঠের টুকরাটির জন্য এগিয়ে গেলেন সেই সিন্দুকটির দিকে এবং একে নিষ্ক্ষেপ করলেন জ্বলন্ত আগুনে। এটি জ্বলে উঠলো। মুমূর্ষু মেলিজার মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন এবং এক পর্যায়ে তার আত্মা দেহ ত্যাগ করলো। কথিত আছে, এই কাজ করার পর অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেছিলেন অ্যালথিয়া। কাজেই ক্যালিডোনিয় বন্য শূকর শিকারের অভিযানটির সমাপ্তি ঘটলো বিয়োগান্তভাবে।

আটলান্টার কাছে অবশ্য এটি ছিল তার অভিযাত্রাসমূহের কেবলমাত্র শুরু। কেউ বলে তিনি আর্গোনট যাত্রায় সামিল হয়েছিলেন, অন্যরা বলে জ্যাসন তাকে তা না করতে প্ররোচিত করেন। তাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীতে কখনোই তার নাম উল্লেখিত হয় না, আর তিনি এমন কেউ ছিলেন না যিনি দুঃসাহসী কাজগুলোর সময় গুটিয়ে বসে থাকবেন, কাজেই এটি মনে হয় যে, তিনি সম্ভবত সেই অভিযানে যান নি। পরবর্তীতে আমরা আবার তার কথা শুনতে পাই আর্গোনটগণ ফিরে আসার পর, যখন মিডিয়া হত্যা করলো জ্যাসনের চাচা পেলিয়াসকে তাকে পুনর্যৌবন দান করার অজুহাতে। তার সম্মানে আয়োজিত শেষকৃত্যের খেলাধুলায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হাজির হলেন আটলান্টা এবং কুস্তিতে জয়লাভ করলেন একিলিসের পিতা, মহান বীর পেলেউসের বিরুদ্ধে।

এই অর্জনের পর তিনি উদ্ঘাটন করলেন কারা ছিল তার পিতা-মাতা এবং চলে গেলেন তাদের সাথে বাস করতে, তার পিতার সাথে দৃশ্যত তার পুনর্মিলন ঘটলো এবং তিনি পেলেন এমন এক কন্যা যে ছিল প্রায় পুত্রের সমকক্ষ। এটি খুবই বেমানান হতো যদি খুব বেশি সংখ্যক পুরুষ তাকে বিয়ে করতে চাইতো, কারণ তিনি পারদর্শী ছিলেন শিকারকলা, তীর নিষ্ক্ষেপ এবং কুস্তিতে; কিন্তু তা-ই ঘটলো; তার ছিল বহু পাণিপ্রার্থী। তাদের গ্রহণ না করার কৌশল রূপে তিনি ঘোষণা করলেন যে, যে তাকে কোন দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে পারবে তিনি তাকেই বিয়ে করবেন, যদিও তিনি ভালো করেই জানতেন যে, জীবিত কারো পক্ষেই তা করা সম্ভব ছিল না। তার এল এক আনন্দঘন সময়। ক্ষিপ্ত গতি সম্পন্ন যুবকেরা আসতে থাকলো একের পর এক এবং তিনি তাদের সকলকেই পরাস্ত করলেন।

কিন্তু অবশেষে এল এমন একজন যে তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং দৌড়ের পারদর্শিতা উভয়ই ব্যবহার করলো। যুবকটি জানতো যে সে দৌড়ে আটলান্টার মতো দক্ষ ছিল না, কিন্তু তার ছিল একটি পরিকল্পনা। আফ্রোদিতির কল্যাণে, যে সকল তরুণী কুমারীর ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করতো তাদেরকে বিশেষ আনার জন্য সম্ভবত মেলানিয়ন (মিলানিয়ন) বা হিপ্লোমেনেস নামের উদ্ভাবনী শক্তিময় এই যুবকটি পেয়েছিল বিশুদ্ধ স্বর্ণের তৈরি তিনটি বিশ্বয়কর সোপেল, হেসপেরাইডিসের বাগানে যেমনটি ফলে তেমনি চমৎকার। জীবিত কেউ সেগুলো দেখতে বা চাইতে পারতো না।



আটলান্টা এবং স্বর্ণ-আপেল

দৌড় প্রতিযোগিতায় যখন আটলান্টা শুরু সংকেতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তার চারপাশে তার চেয়ে শতগুণ সুন্দর পোশাক পরিহিত মানুষগুলো বিষ্ময়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে, যারাই তাকে দেখলো তার সৌন্দর্য তাদের সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল, বিশেষত সেই সব পুরুষদের যারা তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামার জন্য অপেক্ষা করছিল। তবে মিলানিয়ন তার মাথা ঠিক রাখলো এবং তার স্বর্ণ-আপেল ধরে রাখলো শক্ত করে। দৌড় শুরু হলো, আটলান্টা ছুটলো তীরের মতো দ্রুতবেগে, তার শ্বেতশুভ্র গ্রীবার পেছনে নেচে উঠলো তার চুল, গোলাপের মতো রক্তিমাতা তার উজ্জ্বল শরীরকে রঞ্জিত করে তুলছিল। যখন তিনি মিলানিয়নকে প্রায় অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন সে তার সামনে গড়িয়ে দিল একটি আপেল। এটি তাকে সামান্য ঝুঁকতে বাধ্য করলো এবং তিনি এই সুন্দর জিনিসটি তুলে নিলেন। এই সামান্য বিবর্তিই মিলানিয়নকে এগিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর সে নিষ্ক্ষেপ করলো দ্বিতীয়টি এবার কিছুটা পার্শ্ব-দিকে। এবার আটলান্টাকে সরে যেতে হলো এক পার্শ্বে এবং তখন মিলানিয়ন তাকে অতিক্রম করে গেল। অবশ্য তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে আবার ধরে ফেললেন এবং লক্ষ্যস্থল ছিল খুবই নিকটে। কিন্তু তখনই তৃতীয় আপেলটি তার পথের আড়াআড়ি গড়িয়ে গেল এবং চলে গেল তার গতিপথ হতে দূরে ঘাসের মধ্যে। ঘাসের ভিতরেও দীপ্তি তার দৃষ্টি কেড়ে নিল এবং তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। যখন তিনি তার আপেলটি তুলে নিলেন তখন তার প্রেমিক হাঁপাচ্ছিল এবং দম-নিঃশেষিত অবস্থায় ছুঁয়ে ফেললো লক্ষ্যস্থলকে। আটলান্টাকে জয় করল সে। বনে বনে আটলান্টার একাকী মুক্ত দিনগুলো এবং খেলাধুলায় তার বিজয়ের পালা শেষ হলো।

বলা হয়ে থাকে যে, জিউস কিংবা আফ্রোদিতিকে অপমান করার দায়ে দুজনকেই পরিণত করা হয়েছিল সিংহে। তবে তার পূর্বেই আটলান্টা জন্ম দিয়েছিলেন পার্থেনোপিউস নামক এক পুত্র সন্তান, যিনি হয়েছিলেন থিভিসের বিরুদ্ধে অভিযানে সাতজনের অন্যতম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চতুর্থ পর্ব
ট্রয়ের যুদ্ধের বীরগণ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



ভের ট্রয়ের যুদ্ধ

(অবশ্যই এই কাহিনীর প্রায় পুরোটাই নেয়া হয়েছে হোমার থেকে। যদিও 'ইলিয়াড'-এর কাহিনী তরুণ গ্রিকদের ট্রয়ে পৌছানোর পর, যখন অ্যাপোলো তাদের উপর বর্ষণ করেন এক মহামারী। এটি বর্ণনা করে না ইফিজিনিয়ার উৎসর্গকে এবং প্যারিসের বিচার-সামর্থ্যের কেবল এক সন্দেহ ও পরোক্ষ বর্ণনা প্রদান করে। আমি ইফিজিনিয়ার কাহিনীটি নিয়েছি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ড্র্যাজেডি-রচয়িতা ইক্কিলাসের 'আপামেননন' নাটক থেকে এবং প্যারিসের ন্যায়বিচার-এর অংশটুকু নিয়েছি তার সমসাময়িক ইউরিপিদেসের নাটক 'ট্রয়ের নারী' থেকে এবং যোগ করেছি আরো কিছু কাহিনী, যেমন গদ্য-লেখক অ্যাপোলোডোরাসের 'ইনোনির কাহিনী', যিনি এটি লিখেছিলেন সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে। সচরাচর তার রচনা খুবই অচিন্ত্যকর, কিন্তু 'ইলিয়াড'-এর সাথে সম্পৃক্ত কাহিনীগুলোর ব্যাপারে তিনি দৃশ্যত উৎসাহিত হয়েছিলেন বিষয়বস্তুর মহত্বের কারণে এবং এই অংশে তিনি তার বইয়ের অন্য যেকোন অংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বিরক্তিকর।)

খ্রিস্টের জন্মের এক হাজার বছরেরও বেশি পূর্বে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্তে ছিল এক অতি শক্তিশালী ও সম্পদশালী মহানগরী, যা মর্তে ছিল অদ্বিতীয়। এর নাম ছিল ট্রয় এবং এমনকি আজকেও কোন নগরী এর চেয়ে বেশি বিখ্যাত নয়। এই দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতির কারণ ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'ইলিয়াড'-এ বর্ণিত এক যুদ্ধ এবং যুদ্ধের কারণটি ছিল অতীতের তিন ঈর্ষাকাতর দেবীর মধ্যে কলহ।

কলহদেবী এরিস তার দুই প্রকৃতির কারণে স্বভাবতই অলিম্পাসে খোঁচাই দেব-প্রিয় ছিলেন না, এবং যখন দেবতারা কোন ভোজ উৎসব আয়োজন করতেন তখন তারা যথাযথ কারণেই তাকে নিমন্ত্রণ করতেন না। এতে পক্ষান্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞা করলেন কোন আমেলা সৃষ্টি করার এবং তিনি প্রকৃতই খুব সফল হলেন। এক গুরুত্বপূর্ণ বিবাহনুষ্ঠানে, যা ছিল রাজা পেলিউস ও সমুদ্র-উপদেবী থেটিসের মধ্যে, সকল দেব-দেবীর মাঝে কেবল তিনিই নিমন্ত্রিত হলেন না, তিনি ভোজসভা কক্ষে নিক্ষেপ করলেন একটি বিষ-আপেল, যাতে উৎকীর্ণ ছিল 'শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর প্রাপ্য' কথাটি। স্বভাবতই সকল দেবীই এটি চাইলেন, কিন্তু অবশেষে পছন্দের নির্বাচনটি নেমে আসলো মাত্র তিন জনের মধ্যে : আফ্রোদিতি,

হেরা এবং প্যালাস অ্যাথেনার মধ্যে । তারা জিউসকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মাঝ থেকে একজনকে নির্বাচন করার জন্য, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতোই তিনি এ ব্যাপারে জড়িত হতে চাইলেন না । তিনি তাদেরকে ট্রয়ের নিকটবর্তী আইডা পর্বতে যেতে বললেন, যেখানে তরুণ যুবরাজ প্যারিস, যাকে আলেক্সান্ডারও বলা হতো, রক্ষণাবেক্ষণ করেন তার পিতার মেঘগুলোকে । জিউস তাদেরকে বললেন যে, তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের এক অসাধারণ বিচারক এক রাজপুত্র হওয়ার পরেও তিনি মেঘপালকের কাজ করছিলেন এ জন্য যে, তার পিতা, ট্রয়ের রাজা প্রায়ামকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, এই রাজপুত্র একদিন তার রাজ্যের পতন ডেকে আনবে এবং তাই তিনি তাকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন । এ সময় প্যারিস বাস করছিলেন এক সুন্দরী উপদেবী ইনোনীর সাথে ।

যখন তিন দেবী অপরূপ রূপ লয়ে তার সামনে হাজির হলেন তখন তার বিষয় সহজেই অনুধাবনযোগ্য । তাকে অবশ্য বলা হলো না সেই সুরভিত দেবীগণের পানে তাকাতে এবং তাদের মাঝে কে তার কাছে সবচেয়ে সুন্দরী তা নির্বাচন করতে, শুধু বিবেচনা করতে বলা হলো তারা প্রত্যেকে যে উপহারগুলো দেবে সেগুলোকে এবং এদের মাঝে তার কাছে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত উপহারটি নির্বাচন করতে । তবুও কাজটি সহজ ছিল না । মানুষ যা কিছু তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে সেগুলোই তাকে প্রস্তাব করা হলো । হেরা প্রতিজ্ঞা করলেন তাকে ইউরোপ ও এশিয়ার অধিপতি বানাবার ; অ্যাথেনা বললেন যে, প্যারিস গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ট্রোজানদেরকে নেতৃত্ব দেবেন এবং গ্রিসকে ধূলিস্যাৎ করে দেবেন ; আফ্রোদিতি বললেন যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীকে পাবেন তিনি । পরবর্তী সময়ে দুর্বলচিত্ত এবং কাপুরুষ বলে প্রমাণিত প্যারিস শেষটিকে পছন্দ করলেন । তিনি আফ্রোদিতিকে দিলেন স্বর্ণ-আপেলটি ।

এটিই 'প্যারিসের ন্যায়-বিচার', যা সর্বত্র বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল ট্রয়ের যুদ্ধের প্রকৃত কারণ রূপে ।

ট্রয়ের যুদ্ধ

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী নারী ছিলেন হেলেন, যিনি ছিলেন জিউস ও লিডার কন্যা এবং ক্যাস্টর ও পোলাক্সের বোন । তার এমনই রূপ-সৌন্দর্য ছিল যে গ্রিসের প্রতিটি তরুণ রাজকুমারই তাকে বিয়ে করতে চাইলো । যখন তার পাণিপ্রার্থীরা বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়ার জন্য তার প্রাসাদে জড়ো হলো তখন তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল এবং এত সব ক্ষমতামালী পুরুষ থেকে এসেছিল যে আপাত বিবেচনায় তার পিতা, প্রকৃতই তার মায়ের স্বামী, রাজা টিভারিউস, তাদের মাঝ থেকে একজনকে নির্বাচন করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেলেন, এই কারণে যে অন্যরা



প্যারিসের ন্যায়-বিচার

হয়তো জোট বেঁধে তার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাই সবার কাছ থেকে নিয়ে নিলেন একটি অনড় অঙ্গীকার যে, যে-ই হেলেনের স্বামী নির্বাচিত হোক কেন, তারা তার নির্বাচিত হওয়ার কারণটিকে সমর্থন করবে, এমনকি বিয়ের মাধ্যমে যদি তার প্রতি কোন অন্যায়ও করা হয়। আর সর্বোপরি এই অঙ্গীকারটুকু প্রত্যেকের জন্যই ছিল সুবিধাজনক, এই কারণে যে, প্রত্যেকেই আশা করতেন যে সে নিজেই নির্বাচিত হবে, কাজেই তারা সংঘবদ্ধ হলো এই ভিত্তিতে যে, কেউ হেলেনকে অপহরণ করতে এলে তাকে দেয়া হবে চরম শাস্তি। তখন টিভারিউস পছন্দ করলেন আগামেমননের ভাই মেনেলাউসকে এবং তাকে স্পার্টার রাজাও বানালেন।

কাজেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল যখন প্যারিস স্বর্ণ-আপেলটি দিলেন আফ্রোদিতিকে। প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভালই জানতেন কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে মর্তের সবচেয়ে সুন্দরী নারীটিকে। ইনোনির দুভাগ্যের কথা একবারও চিন্তা না করে তিনি তরুণ মেঘপালককে পাঠিয়ে দিলেন স্পার্টাতে, যেখানে মেনেলাউস ও হেলেন তাকে তাদের অতিথিরূপে সাদরে গ্রহণ করলেন। অতিথি এবং আতিথ্যদানকারীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি চমৎকার। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সাহায্য করলেন, কেউ কারো ক্ষতি করলেন না। কিন্তু প্যারিস ভেঙে দিলেন সেই পবিত্র বন্ধনটি।

এই বন্ধনে পূর্ণ আস্থা রেখে মেনেলাউস প্যারিসকে রেখে গেলেন তার গৃহে এবং রওনা দিলেন ক্রিটের উদ্দেশে। তখন—

প্যারিস এসে

প্রবেশ করলেন তার বন্ধুর মমত্বময় বাসগৃহে

তিনি লাঞ্ছিত করলেন সেই হাতকে যা তাকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিল,
অপহরণ করলেন এক নারীকে।

মেনেলাউস ফিরে গিয়ে দেখলেন যে, হেলেন নেই; এবং তিনি পুরো গ্রিসের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সকল দলপতিরা সাড়া দিলেন, কারণ তারা তা করতে বাধ্য ছিলেন। এই মহান কার্য সম্পাদনের জন্য তারা সোৎসাহে এগিয়ে এলেন সমুদ্রের ওপারে গিয়ে শক্তিশালী ট্রয়কে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য। শীর্ষস্থানীয় দুজনকে অবশ্য পাওয়া গেল না : ইথাকা দ্বীপের রাজা অডিসিউস এবং পেলোউস ও সমুদ্র-উপদেবী থেটিসের পুত্র একিলিসকে। অডিসিউস যিনি ছিলেন গ্রিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল মানুষ, একজন দীক্ষিত ভঙ্গকারী নারীর জন্য নিজ পরিবার ও দেশকে ছেড়ে অন্যদেশে এক ক্রোমান্টিক অভিযানে যেতে চাইলেন না। তাই তিনি পাগলের ভান করতে লাগলেন এবং গ্রিক সেনাবাহিনীর একজন দূত যখন এল তখন তিনি একজন রাজা হয়েও মাঠে লাঙ্গল চড়াচ্ছিলেন এবং বীজের পরিবর্তে মাঠে বপন করছিলেন ধ্বংস। কিন্তু দূতটিও ছিল সুচতুর। সে কেড়ে নিল অডিসিউসের ছোট পুত্রটিকে এবং তাকে সরাসরি স্থাপন করলো

লাঙ্গলের গতিপথের সামনে। তৎক্ষণাৎ পিতাটি তার লাঙ্গল সরিয়ে ফেললেন এবং তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতই। যা হোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে যেতে হলো সেনাদলে।

একিলিসকে আটকে রেখেছিলেন তার মা। উপদেবীটি জানতেন যে একবার ট্রয়ে গেলে তার পরিণতি হবে মৃত্যু। তিনি একিলিসকে পাঠিয়ে দিলেন রাজা লাইকোমেডিসের প্রাসাদে যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিলেন থেসেউসকে। একিলিসের মা একিলিসকে নারীবেশ ধারণ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাকে লুকিয়ে রাখা হলো মেয়েদের মাঝে। দল প্রধানগণ অডিসিউসকে পাঠিয়ে দিলেন তাকে খুঁজে বের করার জন্য। এক ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে তিনি গেলেন রাজ্য প্রসাদে, যেখানে ছদ্মবেশী একিলিস ছিলেন বলে ধারণা করা হয়, তার ঝোলায় করে সংগে নিলেন এমন সব চমৎকার গহনা যেগুলো সাধারণত পছন্দ করে নারীরা এবং সঙ্গে নিলেন কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও। যখন বালিকারা জড়ো হলো সামান্য মনোহরী দ্রব্যকে ঘিরে, তখন একিলিস দেখলেন তরবারি ও চাকুসমূহ। তখন অডিসিউস তাকে চিনতে পারলেন এবং তার তেমন কোন কষ্টই হলো না একিলিসকে তার মা যা বলেছেন তা অমান্য করতে রাজি করাতে এবং তার সাথে গ্রিক সেনাছাউনীতে নিয়ে যেতে।

কাজেই বিশাল নৌবহরটি তৈরি হয়ে উঠলো। এক হাজার জাহাজ নিয়ে চললো গ্রিক দলটিকে। তারা মিলিত হলো অনিসে, যে স্থানটি ছিল তীব্র বায়ু প্রবাহ ও মারাত্মক স্রোতে আক্রান্ত, উত্তর-বায়ুপ্রবাহ চলা পর্যন্ত পাল তোলা অসম্ভব হয়ে পড়লো। এবং এটি দিনের পর দিন বইতেই থাকলো।

এটির লোকজন হয়ে পড়লো ভগ্ন-হৃদয়,

আক্রান্ত হলো জাহাজ এবং রজ্জুও।

সময়ের চাকা থেমে থাকলো না,

তবে তা অতিক্রান্ত হতে যেন দ্বিগুণ অপেক্ষা করতে হচ্ছিল।

সৈন্যদল হয়ে উঠলো মরিয়া। ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যালকাস ঘোষণা করলেন যে, দেবতারা তাকে বলেছেন: আর্টেমিস ক্রোধান্বিত। তার প্রিয় বন্য প্রাণীদের অন্যতম একটি স্বরগোশকে তার শাবকসহ হত্যা করেছে গ্রিকরা এবং বায়ুপ্রবাহ শাস্ত করার এবং ট্রয়ে নিরাপদ যাত্রার জন্য তাকে প্রশমিত করার উপায় হলো সেনাদলের সর্বাধিনায়ক আগামেমননের কনিষ্ঠা কন্যা, ইফিগেনিয়াকে উৎসর্গ করা। এটি সকলের কাছেই ছিল এক ভয়ংকর ব্যাপার, আর তা কোন ক্রমেই তার পিতার কাছে সহনীয় ছিল না।

যদি আমাকে হত্যা করতেই হয়
আমার গৃহের আনন্দকে, আমার কন্যাকে।

ট্রয়ের যুদ্ধ

২২১

এক পিতার হাত
রঞ্জিত হবে এক বালিকার রক্ত হতে
প্রবাহমান প্রগাঢ় ধারায়
যাকে হত্যা করা হলো বেদির সামনে ।

তবু তিনি তা-ই করলেন । সৈন্যদলে তার গ্রহণযোগ্যতা, এবং ট্রয় জয় করে
গ্রিসকে বিজয়ী করার জন্য তার আকাক্ষা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল ।

তিনি কাজটি করার দুঃসাহস দেখালেন,
এক যুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য হত্যা করলেন নিজ সন্তানকে ।

তিনি ডেকে পাঠালেন তার কন্যাকে, আর তার স্ত্রীকে লিখে পাঠালেন যে,
তাদের কন্যার সাথে একিলিসের শুভ-বিবাহের আয়োজন করা হয়েছে, যিনি এরই
মধ্যে দলনায়ক হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন । কিন্তু যখন সে তার
বিবাহনুষ্ঠানে এল তখন তাকে হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো বেদিতে ।

এবং তার সকল মিনতি—পিতা, পিতা বলে চিৎকার
তার নবীন প্রাণ,
এসব কিছুই স্পর্শ করলো না
নিষ্ঠুর যুদ্ধোন্মাদদেরকে ।

সে মৃত্যুবরণ করলো এবং উত্তর-বায়ু প্রবাহ বন্ধ হলো এবং প্রশান্ত সমুদ্রে গ্রিক
জাহাজগুলো আবার যাত্রা করলো, কিন্তু যে পাপ তারা করলো তার মাসুল
তাদেরকে কোন একদিন দিতে হয়েছিল ।

যখন তারা ট্রয়ের অন্যতম নদী সিময়েসের উৎসে পৌঁছলো, যিনি প্রথম তীরে
পা রাখলেন, তিনি ছিলেন প্রতেসিলাউস । এটি ছিল অত্যন্ত সাহসী কাজ, কারণ
ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছিলেন যে, যিনি প্রথম ভূমি স্পর্শ করবেন তিনিই প্রথম মৃত্যুবরণ
করবেন । কাজেই যখন তিনি ট্রোজান বল্লমে বিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন, গ্রিকরা তাকে
এমনভাবে সম্মান জানালো যেন তিনি কোন দৈব চরিত্র এবং দেবতারাও তাকে
যথেষ্ট সম্মিহ করলেন । তাদের সাথে ছিলেন হার্মিস যিনি তাকে তুলে আনলেন
মৃতদের মাঝ থেকে, তার শোকে মুহ্যমান স্ত্রী লাওডামিয়াকে দেখানোর জন্য ।
লাওডামিয়া তাকে দ্বিতীয় বার হারাতে চাইলো না । যখন তিনি আবার ফিরে গেলেন
পাতাল রাজ্যে, সেও তার সহযাত্রী হলো ; সে বেছে নিল সম্মিহ হত্যার পথ ।

সহস্র জাহাজ বহন করছিল বীর ও যুদ্ধ-পারঙ্গম গ্রিক সৈন্যরা যাত্রী দলকে, গ্রিক
সেনাদলও ছিল খুবই শক্তিশালী, কিন্তু ট্রয় বাহিনীও ছিল পরাক্রমশালী । আক্রমণ
পরিচালনা করার জন্য ও প্রতিরক্ষা ব্যাহ করার জন্য রাজা প্রায়াম ও রানী
হেক্যবার ছিল অনেক সাহসী পুত্র সন্তান, সর্বোপরি হেক্টর, গ্রিকদের শ্রেষ্ঠ বীর
একিলিস ব্যতীত তার চেয়ে মহান ও সাহসী যোদ্ধা মর্তে আর কেউ ছিল না ।

প্রত্যেকেই জানতো যে, ট্রয় দখলের পূর্বেই একিলিসের মৃত্যু হবে। একিলিসকে তার মা বলেছিলেন, 'তোমার জীবনকাল হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। আর এটিই তোমাকে মুক্তি দেবে সব অশ্রু ও বেদনা থেকে, কারণ হে আমার প্রিয় সন্তান, তুমি বেশিদিন বাঁচবে না, যেকোন মানুষের চেয়ে কম হবে তোমার পরমায়ু এবং সবাই দেখাবে তাদের সহানুভূতি।' কোন দৈব চরিত্র হেষ্টিরকে কিছু বলেনি; কিন্তু তিনিও সমান নিশ্চিত ছিলেন, 'আমি আমার সর্বান্তকরণে জানি,' তিনি তার স্ত্রী অ্যাড্রোমাকিকে বললেন, 'সেই দিনটি একদিন আসবেই যেদিন পবিত্র ট্রয় নগরী, প্রায়াম এবং প্রায়মের লোকজন পরাস্ত হবে।' উভয় বীরই যুদ্ধ করছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়ায়।

নয় বছর ধরে বিজয় কখনো এই পক্ষের কখনো অন্যপক্ষের দিকে দুলছিল। কেউই পাচ্ছিল না কোন নিয়ামক সুবিধা। তখন একিলিস এবং আগামেমননের মাঝে হঠাৎ বাধলো এক বিবাদ এবং তা কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধের গতি পাল্টে দিল ট্রোজানদের অনুকূলে। এবারও কারণ ছিল এক নারী। তার নাম ছিল ক্রাইসেইস, যে ছিল অ্যাপোলোর পুরোহিতের কন্যা, যাকে গ্রিকরা অপহরণ করে এনেছিল এবং দিয়ে দিয়েছিল আগামেমননকে। তার পিতা এসেছিলেন তার মুক্তি ভিক্ষা চাইতে; কিন্তু আগামেমনন তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন পুরোহিত প্রার্থনা করলেন সেই পরাক্রমশালী দেবতার কাছে যার পূজা-কর্ম করতেন তিনি এবং ফিবাস অ্যাপোলো তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তার সূর্য-রথ হতে নিচে গ্রিক সৈন্যদের উপর তিনি নিক্ষেপ করলেন ভয়ংকর সব তীর এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ লোকজন এমন হারে মরতে লাগলো যে শেষকৃত্যের চিতা জ্বলতে থাকলো অবিরাম।

অবশেষে একিলিস দলপতিদের এক সমাবেশ আহ্বান করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন যে, তারা মহামারী ও ট্রোজান উভয়ের বিরুদ্ধে এক সাথে যুদ্ধ করে পেয়ে উঠবে না এবং তাদেরকে অবশ্যই অ্যাপোলোর ক্রোধ নিরসনের কোন উপায় বের করতে হবে অথবা বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তখন ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যালকাস দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং বললেন যে, দেবতা যে কারণে রুষ্ট তা তার জানা আছে এবং যতক্ষণ না একিলিস তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলেন, ততক্ষণ তিনি তা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। 'আমি তা দিলাম,' একিলিস উত্তর দিলেন, 'এমনকি যদি আপনি আগামেমনকেও দোষী সাব্যস্ত করেন।' সেখানকার প্রত্যেকেই এর অর্থ বুঝতে পারলো, তারা জানতো অ্যাপোলোর পুরোহিতের প্রতি কী আচরণ করা হয়েছে। যখন ক্যালকাস বললেন যে, ক্রাইসেইসকে অবশ্যই তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, সকল দলপতি তাকে সমর্থন করলেন, ক্রোধান্বিত আগামেমনন তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। 'কিন্তু আমি আমার সম্মানের পুরস্কার রূপে যাকে পেয়েছিলাম যদি তাকে হারাই তবে,' তিনি একিলিসকে বললেন, 'আমি তার পরিবর্তে আর একজনকে নেব।' তাই যখন ক্রাইসেইসকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হলো তখন, আগামেমনন তার দুই অনুচরকে পাঠালেন একিলিসের তাবুতে, তার সম্মানের পুরস্কার রূপে কুমারী ব্রিসেইসকে তার কাছে থেকে নিয়ে আসার জন্য। চরম অনিচ্ছা

সঙ্গেও তারা গেল এবং বীর একিলিসের সামনে দাঁড়ালো নিখর নীরবতায়। তাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনি বললেন যে, তার প্রতি কৃত অন্যায়াটির দায় তাদের উপর বর্তায় না। তারা নির্ভয়ে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারা শুনতে পেল যে, তিনি দেবকূল ও উপস্থিত লোকদের সামনে অঙ্গীকার করে বললেন যে, এই কাজের জন্য আগামেমননকে অবশ্যই একদিন চড়া মূল্য দিতে হবে।

সেই রাতে একিলিসের মা, রূপার পা-যুক্ত উপদেবী থেটিস তার কাছে এলেন। তিনিও ছিলেন তার মতো ক্রোধাধিত। তিনি তাকে বললেন গ্রিকদের জন্য আর কিছু না করার জন্য, এবং এই বলে তিনি চলে গেলেন উপরে স্বর্গে এবং জিউসকে অনুরোধ করলেন ট্রোজানদেরকে সাফল্য দেয়ার জন্য। জিউসের মধ্যে কাজ করছিল অনীহা। যুদ্ধটি এরই মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে অলিম্পাসেও—দেবতারা একে অপরের বিপক্ষে চলে যাচ্ছিলেন। আফ্রোদিতি অবশ্যই ছিলেন প্যারিসের পক্ষে। অবশ্যই হেরা এবং অ্যাথেনা ছিলেন সমভাবে তার বিপক্ষে। যুদ্ধ-দেবতা অ্যারেস সর্বদাই নিতেন আফ্রোদিতির পক্ষ, মহাসমুদ্র-দেবতা পোসাইডন সর্বদাই পক্ষপাত দেখাতেন গ্রিকদের প্রতি, কারণ সমুদ্র বেষ্টিত স্থানের মানুষ সর্বদাই উত্তম নাবিক হয়। অ্যাপোলো উদ্বিগ্ন থাকতেন হেষ্টরের জন্য এবং তার স্বার্থেই সাহায্য করলেন ট্রোজানদেরকে, এবং অ্যাটেমিস তার বোনের পক্ষই অবলম্বন করলেন। সার্বিকভাবে জিউস ট্রোজানদেরকেই বেশি পছন্দ করতেন, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেন, কারণ যখন তিনি খোলাখুলিভাবে হেরার বিরোধিতা করতেন তখন হেরা খুবই অনমনীয় হয়ে উঠতেন। কিন্তু জিউস রুখতে পারলেন না থেটিসকে। তখন হেরার সাথে জিউসের যাচ্ছিল খুব কঠিন একটি সময়, হেরা বরাবরের মতোই অনুমান করলেন, জিউস কোন্ পক্ষে ছিলেন। অবশেষে জিউস হেরাকে বলতে বাধ্য হলেন যে, যদি সে কথা বলা বন্ধ না করে তবে তিনি তার উপর জোর প্রয়োগ করবেন। তখন হেরা চুপ করে গেলেন, কিন্তু তার চিন্তা বিভোর ছিল কিভাবে গ্রিকদেরকে সাহায্য করা যায় এবং জিউসের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে না দেয়া যায় তার উপায় খুঁজে পেতে।

জিউস যা পরিকল্পনা করেছিলেন তা ছিল খুবই সরল। তিনি জানতেন যে, একিলিস ব্যতীত গ্রিকরা ছিল ট্রোজানদের চাইতে দুর্বলতর এবং তিনি আগামেমননের কাছে পাঠালেন এক মুমূর্ষু স্বপ্নের অঙ্গীকার যে, যদি তিনি আক্রমণ করেন তবে বিজয়ী হবেন। যখন একিলিস অপেক্ষা করছিলেন তার তাঁবুতে তখন সংঘটিত হতে যাচ্ছিল এক ভয়ংকর লড়াই, যদিও কঠিনতম লড়াইটি তখনো বাকি। ট্রয়ের প্রাচীরের উপর বসে বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম ও অন্যান্য বৃদ্ধগণ, যারা যুদ্ধ-জ্ঞানে ছিলেন পারদর্শী, তারা লড়াই দেখতে থাকলেন তাদের কাছে এগিয়ে এলেন হেলেন, যিনি ছিলেন সকল দুর্দশা ও মৃত্যুর কারণ। তখনো তার দিকে তাকিয়ে তারা তার কোন দোষ খুঁজে পেলেন না। 'তার মতো কারো জন্য মানুষ অবশ্যই যুদ্ধ করবে,' তারা পরস্পরকে বললেন। 'কারণ তার মুখশ্রী ছিল দেবীদের মুখশ্রীর

মতোই।' হেলেন তাদের পাশেই থাকলেন, তাদেরকে বলতে লাগলেন বিভিন্ন গ্রিক বীরের নাম, যতক্ষণ না বিশ্বাসভিদ্ধ হয়ে তারা লড়াই থেমে যেতে দেখলেন। দুপক্ষের সেনাদলই পিছিয়ে গেল এবং তাদের মাঝখানের খালি জায়গাটুকুতে পরস্পরের মোকাবেলায় নেমেছেন প্যারিস এবং মেনেলাউস। এটি পরিষ্কার যে, এই যুদ্ধে যে দুজন সবচেয়ে বেশি জড়িত ছিলেন তাদেরকে পরস্পরের সাথে লড়াইয়ে নামার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

প্রথম আঘাত করলেন প্যারিস, কিন্তু মেনেলাউস তার বর্ম দ্বারা দ্রুতগামী বর্শাটিকে আটকিয়ে ফেললেন, অতঃপর সজোরে নিক্ষেপ করলেন তার নিজেরটি। এটি বিদীর্ণ করে গেল প্যারিসের যুদ্ধ-পরিচ্ছদকে কিন্তু তাকে আহত করলো না। মেনেলাউস বের করলেন তার তরবারি, এটি ছিল তার শেষ অস্ত্র, কিন্তু যখন তিনি তা করছিলেন তখন এটি তার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। নিরস্ত্র হওয়ার পরেও তিনি অকুতোভয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্যারিসের উপর এবং তার শিরোস্ত্রাণ ধরে তাকে তার পায়ের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে দিলেন। তিনি তাকে টেনে বিজয়ীর বেশে নিয়ে যেতে পারতেন গ্রিকদের দিকে যদি না আফ্রোদিতি এতে হস্তক্ষেপ করতেন। আফ্রোদিতি শিরস্ত্রাণটির সাথে আটকানো ফিতাটি ছিঁড়ে ফেললেন যা দিয়ে মেনেলাউস প্যারিসকে টেনে নিতে পারতেন। যেই প্যারিস বর্শা নিক্ষেপ করা ছাড়া লড়াইয়ে তেমন কিছু করতে পারেননি, আফ্রোদিতি তাকে তুলে নিলেন মেঘের কোলে এবং অতঃপর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন ট্রয়ে।

ক্রুদ্ধভাবে মেনেলাউস ট্রোজান যুদ্ধাঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলেন প্যারিসের সন্ধানে, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে পারলো না, কারণ তারা সকলেই প্যারিসকে ঘৃণা করতো, কিন্তু তিনি চলে গেছেন চিরতরে, কেউ জানতো না কোথায় কিভাবে। তাই আগামেননন উভয় বাহিনীর কাছে ঘোষণা করলেন যে, মেনেলাউসই বিজয়ী এবং ট্রোজানদের প্রতি আহ্বান জানালেন হেলেনকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। এটিই ন্যায় সংগত ছিল এবং ট্রোজানরা রাজিই হতো যদি না হেরার প্ররোচনায় অ্যাথেনা এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতেন। হেরা কৃতসংকল্প ছিলেন যে, ট্রয় ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। অ্যাথেনা যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে প্যাডারাস নামক এক বোকা ট্রোজানকে উদ্বুদ্ধ করলেন সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ভেঙে ফেলার জন্য এবং মেনেলাউসের দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করার জন্য। সে তাই করলো এবং তীরটি মেনেলাউসকে সামান্য আহতও করলো। কিন্তু গ্রিকরা এই প্রতারণায় ক্রোধান্বিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ট্রোজানদের উপর এবং আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আতংক-দেবতা, ধ্বংস-দেবতা এবং ধনু-দেবতারা, যাদের ক্রোধ কখনো নির্বাপিত হয় না, যারা সবাই ছিলেন যুদ্ধ-দেবতার বৃদ্ধ, তারা মানুষকে লেলিয়ে দিলেন একে অপরকে হত্যা করার জন্য। তরবারি-শোনা যেতে থাকলো শুধু মৃত্যু মানুষের গোষ্ঠানোর শব্দ, আর শোনা যেতে থাকলো হত্যাকারীদের উল্লাস-ধ্বনি এবং মর্তভূমি ভেসে যেতে থাকলো রক্ত-স্রোতে।

গ্রিক পক্ষে একিলিস না থাকায় দুই শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন অ্যাক্সাস এবং ডায়োমিডিস। তারা সেদিন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং অনেক দ্রোজান তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়লো। হেক্টরের পর সবচেয়ে কুশলী ও সাহসী যুবরাজ ইনিয়াস ডায়োমিডিসের হাতে প্রায় মৃত্যুবরণ করতে বসেছিলেন। তার ছিল রাজ্য রক্তের চেয়েও উচ্চ এক পরিচয়, তার মা ছিলেন আফ্রোদিতি নিজে এবং যখন ডায়োমিডিস তাকে আহত করলেন তখন আফ্রোদিতি দ্রুত নেমে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে রক্ষা করার জন্য। তিনি তাকে তুলে নিলেন কোমল হাতে, কিন্তু ডায়োমিডিস জানতেন যে, তিনি ছিলেন এক ভীক্স দেবী, তিনি অ্যাথেনার মতো যারা যুদ্ধে পারঙ্গম তেমন কেউ ছিলেন না, তাই ডায়োমিডিস তার দিকে ছুটে গেলেন এবং তার হাতে আঘাত করলেন। চিৎকার করে তিনি ইনিয়াসকে ফেলে দিলেন এবং যন্ত্রণায় ক্রন্দনশীল হয়ে তিনি অলিম্পাসে ফিরে গেলেন, যেখানে জিউস আমোদ-প্রিয় দেবীকে অশ্রুসজ্জল দেখে ঈষৎ হেসে তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বললেন এবং তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, তিনি প্রেম-ভালোবাসাতেই মানানসই, যুদ্ধ তার কাজ নয়। যদিও তার মা ব্যর্থ হলেন, কিন্তু ইনিয়াসের মৃত্যু ঘটলো না। অ্যাপোলো তাকে মেঘে আচ্ছাদিত করে নিয়ে গেলেন ট্রয়ের পবিত্র স্থান পারগেমসে, যেখানে আর্টেমিস তাকে সারিয়ে তুললেন।

কিন্তু ডায়োমিডিস যুদ্ধোন্মত্ত রয়েই গেলেন, দ্রোজান সেনাদলে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করতে থাকলেন যতক্ষণ না যুখোমুখি হলেন হেক্টরের। সেখানে অ্যারেসকেও দেখে তিনি আতংকিত হয়ে উঠলেন। রক্তপিপাসু বুনে যুদ্ধ-দেবতা যুদ্ধ করছিলেন হেক্টরের পক্ষ হয়ে। এই দৃশ্য দেখে ডায়োমিডিস ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন এবং চিৎকার করে গ্রিকদেরকে পশ্চাদপসরণ করতে বললেন, ধীরে ধীরে, দ্রোজানদের দিকে দৃষ্টি রেখেই। তখন ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন হেরা। তিনি তার ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন অলিম্পাসে এবং জিউসকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মানুষের দূর্দর্শার হেতু অ্যারেসকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন কিনা।

যদিও তিনি ছিলেন তাদেরই সন্তান তবু জিউস তাকে হেরার চাইতে অধিক ভালোবাসতেন না, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই হেরাকে ছুটি দিলেন। ডায়োমিডিসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হেরা দ্রুত ছুটে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং তাকে তাড়া দিলেন সেই ভয়ংকর দেবতাকে আঘাত করার জন্য এবং ভয় না পাওয়ার জন্য। এতে বীর ডায়োমিডিস উদ্যম ফিরে গেলেন। তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন অ্যারেসের দিকে এবং তার বর্শা নিক্ষেপ করলেন তার দিকে। অ্যাথেনা একে চালিত করে দিলেন লক্ষ্যস্থলের দিকে এবং এটি বিদ্ধ হলো অ্যারেসের দেহে। যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার জনের চিৎকারের সমান তীব্রতায় চিৎকার করে উঠলেন যুদ্ধ-দেবতাটি এবং সেই ভীতিকর শব্দে কেঁপে উঠলো সবাই, গ্রিক ও দ্রোজানরা সমভাবে।

আ্যারেস ছিলেন মজ্জাগতভাবে এক উৎপীড়ক এবং তিনি অসংখ্য মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছেন তা নিজের উপর প্রযুক্ত হতে দেখে সহ্য না করতে পেরে পালিয়ে গেলেন জিউসের কাছে, অলিম্পাসে এবং অ্যাথেনার আক্রমণের ব্যাপারে তিক্তভাবে অনুযোগ করলেন। কিন্তু জিউস তার দিকে তাকালেন কঠোরভাবে এবং বললেন যে, সে তার মায়ের মতোই এক অসহনীয় চরিত্র এবং তাকে আদেশ করলেন তার আত্মচিৎকার থামাতে। ওদিকে আ্যারেস চলে যাওয়ার পর ট্রোজানরা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হলো। এই বিপর্যয়ে হেক্টরের এক ভাই উপলব্ধি করতে পারলেন দেবতাদের ইচ্ছা, হেক্টরকে অনুরোধ করলেন যত দ্রুত সম্ভব নগরীতে যেতে এবং তার মা, অর্থাৎ রানীকে বলতে বললেন, যেন তিনি অ্যাথেনাকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন সর্বোত্তম পোশাক এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হেক্টর এই উপদেশের মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন এবং অতিদ্রুত সব ফটক অতিক্রম করে চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে, যেখানে তার মা তিনি যা কিছু বললেন তার সবকিছুই করলেন। তিনি এমনই এক মহামূল্যবান পোশাক নিলেন যা জ্বলজ্বল করছিল নক্ষত্রের মতো, এবং তা দেবীর হাঁটুর কাছে সমর্পণ করে বললেন, 'দেবী অ্যাথেনা, করুণা কর নগরীটিকে এবং ট্রোজানদের ক্রীণণ ও সম্ভানদেরকে।' কিন্তু প্যালাস অ্যাথেনা তার প্রার্থনা নামছুব করলেন।

যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার পূর্বে হেক্টর আরো একবার হযতো শেষবারের মতো দেখা করতে গেলেন তার প্রিয়তম স্ত্রী, অ্যান্ড্রোমাকি এবং তার পুত্র অ্যাষ্টিয়ানাক্সের সাথে। তিনি তার স্ত্রীর সাথে দেখা করলেন সেই দেয়ালের কাছে যেখানে তার স্ত্রী ট্রোজানদের পঞ্চাদশসংগের কথা শুনে ভয়ে চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধ দেখতে। তার সাথে এক পরিচারিকা বহন করছিল তার ছোট পুত্রটিকে। হেক্টর মৃদু হাসলেন এবং নীরবে তাকালেন তাদের দিকে, কিন্তু অ্যান্ড্রোমাকি হেক্টরের হাত তুলে নিলেন নিজ হাতে এবং কুঁপিয়ে কান্দতে লাগলেন। 'হে আমার সর্বস্ব' তিনি বললেন, 'তুমিই আমার পিতা, মাতা বা ভাই এবং তুমিই আমার স্বামী, আমাদের সাথে থাকো। আমাকে বিধবা এবং তোমার সম্ভানকে অনাথ করো না।' হেক্টর তার স্ত্রীর অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি একজন কাপুরুষ সাজতে পারেন না। তাকে মানায় লড়াইয়ের সম্মুখভাগে থেকে লড়াই করা। তবু অ্যান্ড্রোমাকি জানতে পারলেন যে, হেক্টর কখনো তুলে যাননি তার হৃদয়ে তার স্ত্রীর সম্ভাব্য যন্ত্রণার কথা। অন্য যেকোন চিত্রার চাইতে সেই চিত্রটিই তাকে যন্ত্রণা দিতে থাকলো। তিনি তার স্ত্রীকে ছেড়ে আসতে উদাত্ত হলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তার দুহাত প্রশস্ত করে দিলেন তার পুত্রের দিকে নির্দেশ করে এবং ভয়ংকর বাক্যনো মুকুট দেখে ভয়ে ছোট ছেলেটি আরো কুঁচকিয়ে গেল। হেক্টর মৃদু হাসলেন এবং উজ্জ্বল শিশুটি মাথা থেকে খুলে ফেললেন। অতঃপর সম্ভানকে হাতে ধরে তাকে আদরের স্পর্শ দিলেন এবং প্রার্থনা করে বললেন, 'হে জিউস, ভাবীকালে অনেক

মানুষ আমার এই পুত্রকে নিয়ে অনেক কিছু বলবে গর্ব করে, যখন সে ফিরবে যুদ্ধ থেকে। বলবে যে, সে তার পিতার চাইতে অনেক বেশি পারদর্শী।’

তাই তিনি তার পুত্রকে শুইয়ে দিলেন তার স্ত্রীর হাতে এবং তার স্ত্রী পুত্রটিকে গ্রহণ করলেন হাসিমুখে, কিন্তু তখনো তিনি অশ্রুসজল। এবং হেষ্টির তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাকে হাত ধারা মৃদু স্পর্শ করে বললেন, ‘প্রিয়া, এত দুঃখগ্রস্ত হতে নেই, যা অদৃষ্টে আছে তাতো হবেই, কিন্তু আমার অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কেউ আমাকে হত্যা করতে পারবে না।’ অতঃপর তিনি তার শিরশ্রাণ তুলে নিয়ে অ্যাড্রোমাকির কাছে থেকে বিদায় নিলেন এবং অ্যাড্রোমাকি চলে গেলেন নিজ গৃহে, মাঝে মাঝে ফিরে তাকালেন তার স্বামীর দিকে, আর করুণ কান্নায় ভেসে গেল দুচোখ।

যুদ্ধক্ষেত্রে হেষ্টির আবারও লড়াইয়ের জন্য উনুখ হয়ে উঠলেন, কিছুক্ষণের জন্য তার জন্য এল অপেক্ষাকৃত ভালো সময়। এরই মধ্যে জিউসের মনে পড়লো একিলিসের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি থেটিসের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার কথা। তিনি অন্য সকল অমরকে অলিম্পাসে অবস্থান করতে বললেন, ট্রোজানদেরকে সাহায্য করার জন্য তিনি নিজে নেমে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তখন যুদ্ধটা গ্রিকদের জন্য কঠিন হয়ে উঠলো। তাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা একিলিস তখন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে একাকী বসেছিলেন তার তাঁবুতে, গভীরভাবে ভাবছিলেন তার ভুলগুলোকে নিয়ে। শ্রেষ্ঠ ট্রোজান বীর কখনো নিজেকে একরূপ পারদর্শী ও সাহসী রূপে প্রমাণ করতে পারেন নি। হেষ্টিরকে মনে হলো অপ্রতিরোধ্য। ট্রোজানরা তাকে বলতো অশ্বের পোষ ‘মানানোকারী’, তিনি তার অশ্ব তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন গ্রিক সেনাদলের ভিতর দিয়ে, যেন এক শক্তি উদ্দীপ্ত করেছে অশ্ব এবং তার চালককেও। তার উজ্জ্বল শিরশ্রাণটি ছিল সর্বত্র, একের পর এক অকুতোভয় যোদ্ধা তার মারাত্মক বিপজ্জনক ব্রোঞ্জের বর্শার নিচে পতিত হতে লাগলো। যখন সন্ধ্যা নেমে আসায় যুদ্ধ থেমে গেল, তখন ট্রোজানরা গ্রিকদেরকে হটিয়ে নিয়ে গেছে তাদের জাহাজের কাছে।

সে রাতে ট্রয় নগরী জুড়ে চলছিল আনন্দ-উৎসব, কিন্তু দুঃখ ও হতাশা গ্রাস করছিল গ্রিকদের ঘাঁটিসমূহকে। আগামেমনন নিজে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জাহাজ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন গ্রিসে। নেস্টর, যিনি ছিলেন দলপ্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং সবচেয়ে জ্ঞানী, এমনকি সবচেয়ে ধূর্ত অডিসিউসের চাইতেও জ্ঞানী, কথা বললেন সাহসের সাথে এবং আগামেমননকে বললেন যে, যদি তিনি একিলিসকে ক্ষেপিয়ে না তুলতেন তবে তারা আজ পরাজিত হতো না। ‘তাকে শান্ত করার কোন উপায় খুঁজে বের কর’ তিনি বললেন, ‘অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার চাইতে।’ সকলেই এই উপদেশের প্রশংসা করলেন এবং আগামেমনন স্বীকার করলেন যে, তিনি ঝগড়া মতোই কাজ করেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি ত্রিসেইসকে ফিরিয়ে দেবেন, এবং তার সাথে অন্যান্য সব সুন্দর উপহার সামগ্রী, এবং অডিসিউসকে মিনতি করে বললেন যে, তিনি যেন

এই প্রস্তাব একিলিসের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসেন। অডিসিউসের সঙ্গী হিসেবে তার যে দুজনকে নির্বাচন করা হলো তাদেরকে নিয়ে তিনি বীর একিলিসকে খুঁজে পেলেন ধরিত্রীতে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, প্যাট্রোক্লাসের সাথে। একিলিস তাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন এবং তাদের খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করলেন। কিন্তু যখন তারা তাদের আগমনের কারণ বললেন এবং এও বললেন যে সব সুন্দর উপহার সামগ্রী তারই হবে যদি তিনি তা নিতে চান, এবং দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর জন্য দয়া প্রার্থনা করলেন, তখন তারা পেলেন এক চরম প্রত্যাখ্যান। তিনি তাদেরকে বললেন যে, মিশরের সব সম্পদ দিয়েও তাকে কেনা যাবে না। তিনি তখন দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরও উচিত হবে তা-ই করা।

কিন্তু সেই উপদেশ নিয়ে অডিসিউস যখন ফিরে আসলেন তখন সবাই তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পরদিন সেই কোনঠাসা সাহসী মানুষেরা চরম সাহস নিয়ে আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবার তারা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হলো, যতক্ষণ না তারা সৈকতে জাহাজের কাছে ফিরে এল। কিন্তু কিছু সাহায্য পাওয়া গেল। হেরা কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি জিউসকে আইডা পর্বতের উপর বসে ট্রোজান বিজয় উদ্‌যাপন করতে দেখলেন, এবং তিনি ভাবলেন তিনি কিভাবে ঘৃণা করেন জিউসকে, কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, তিনি তার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো কিছু পেতে পারতেন শুধু একটি মাত্র উপায়ে। তাকে জিউসের কাছে এমন মনোহর রূপে যেতে হবে যেন তিনি তাকে উপেক্ষা না করতে পারেন। যখন জিউস হেরাকে বাহুতে আবদ্ধ করবেন তখন হেরা তার উপর বর্ষণ করবেন মধুর নিদ্রা এবং জিউস ভুলে যাবেন ট্রোজানদেরকে। হেরা তা-ই করলেন। তিনি তার নিজ কক্ষে গেলেন এবং নিজেকে অতুলনীয় সুন্দরী করে তোলার জন্য নিজের উপর প্রয়োগ করলেন তার জ্ঞাত রূপকলার সব কৌশল। অবশেষে তিনি ধার করলেন আফ্রোদিতির কোমরবন্ধ, যেখানে লুকোনো ছিল তার সব জাদু-কলার সামগ্রী এবং সেই জাদু-কলাসহ তিনি হাজির হলেন জিউসের সামনে। যেই নাকি জিউস দেখলেন হেরাকে, অমনি প্রেমানুরাগ ছেয়ে ফেললো জিউসের হৃদয়কে, ফলে তিনি ভুলে গেলেন—থেটিসকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতির কথা।

তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ মোড় নিল গ্রিকদের অনুকূলে। অ্যাজাক্স মাটিতে পড়ে ফেলে দিলেন হেক্টরকে, যদিও তাকে আহত করার পূর্বেই ইনিয়াস তাকে উঠে নিলেন এবং দূরে বয়ে নিয়ে গেলেন। হেক্টর চলে যাওয়ার সাথে সাথে গ্রিকরা ট্রোজানদেরকে জাহাজের কাছ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিল এবং জিউস জেগে না উঠলে হয়তো সেদিনই ট্রয় লুণ্ঠিত হতে পারতো। জিউস উঠে দাঁড়াইলেন এবং ট্রোজানদেরকে পলায়নপর অবস্থায় ও হেক্টরকে মাটিতে পড়ে ঝাঁপাতে দেখলেন। সবকিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরলেন হেরার দিকে। এটি তারই কাজ, তিনি বললেন, তার শঠতা ও অসৎ উপায়। তিনি মনস্থির করতে পারছিলেন না যে, তক্ষুণি হেরাকে শাস্ত দেওয়া উচিত কিনা। হেরা জানতেন যে, যদি তেমন

কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তবে তিনি খুবই অসহায় হয়ে পড়বেন। হেরা ট্রোজানদের পরাজয়ের সাথে তার নিজের কোন সম্পৃক্ততার কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। এসব কিছুই করেছেন পোসাইডন, তিনি বললেন এবং প্রকৃতই সমুদ্র-দেবতা গ্রিকদেরকে সাহায্য করছিলেন জিউসের আদেশ অমান্য করে, কিন্তু শুধু এ কারণেই যে হেরা তার কাছে তা প্রার্থনা করেছিলেন। এরকম একটি অজুহাতে জিউস এতটাই খুশি হলেন যে হেরার উপর তার সব রাগ অবদমিত হলো। তিনি হেরাকে পাঠিয়ে দিলেন অলিম্পাসে এবং তিনি রামধনু-দূত আইরিসকে ডেকে পাঠালেন, পোসাইডনকে এই আদেশ পৌঁছে দেয়ার জন্য যে, তিনি যেন যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। চাপা ক্রোধসহ সমুদ্র-দেবতা তা মেনে নিলেন এবং যুদ্ধের গতি আরো একবার গ্রিকদের বিপক্ষে চলে গেল।

অ্যাপোলো মূর্ছা-খাওয়া হেষ্টিরের স্তান ফিরিয়ে আনলেন এবং শ্বাসের মাধ্যমে তার মাঝে সঞ্চারিত করলেন অফুরান শক্তি। দেবতা এবং বীরের সামনে গ্রিকদেরকে মনে হলো পাহাড়ি সিংহের তাড়া খাওয়া ভীত সন্ত্রস্ত মেঘ-দলের মতো। তারা হতভম্ব হয়ে ফিরে গেল জাহাজে, এবং তারা আত্মরক্ষার জন্য যে দেয়াল নির্মাণ করেছিল তা বেলাতুমিতে শিশুদের হাতে তৈরি বাগির বাঁধের মতো ভেঙে পড়লো, যেমনটি শিশুরাই ভেঙে ফেলে খেলার ছলে। ট্রোজানরা প্রায় পুড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল জাহাজগুলোকে। আশাহীন গ্রিকদের মনে কেবল সাহসিকতার সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ভাবনাটিই কাজ করছিল।

একিলিসের প্রিয় বন্ধু, প্যাট্রোক্লাস আতংকগ্রস্ত হয়ে দেখলেন ছত্রভঙ্গ গ্রিকদেরকে। এমনকি একিলিসকে রক্ষা করার জন্যও তিনি আর এক মুহূর্তও যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না। ‘তুমি তোমার তীব্র ক্রোধ ধরে রাখতে পারো যখন তোমার স্বদেশীরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।’ তিনি চিৎকার করে বললেন একিলিসকে। ‘আমি পারি না, তোমার বর্মটি আমাকে দাও। যদি ট্রোজানরা ভাবে যে, আমিই তুমি, ওরা হয়তো সাময়িকভাবে থেমে যাবে এবং ছিন্ন-ভিন্ন গ্রিকরা দম নেয়ার সময় পাবে। তুমি এবং আমি, কেউই ক্লান্ত নই। আমরা হয়তো শত্রুদেরকে পশ্চাতে ঠেলে দিতে পারবো। কিন্তু তুমি যদি তোমার ক্রোধকে লালন করে বসে থাকতে চাও, তবে নিদেনপক্ষে আমাকেই বর্মটি দাও।’ যখন তিনি একথা বলছিলেন তখনই একটি গ্রিক জাহাজ জ্বলে ভস্মীভূত হলো। ‘এভাবে তারা সেনাদলের পশ্চাদপসরণকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে,’ একিলিস বললেন, ‘যাও। আমার বর্মটি নাও, আমার লোকজনকে নাও এবং জাহাজগুলোকে রক্ষা কর। আমি যেতে পারি না। আমি এক লাক্ষিত মানুষ। আমার নিজস্ব জাহাজগুলোর জন্য যদি যুদ্ধ খুব নিকটে ঘনিজে আসে, আমি যুদ্ধ করবো। আমি সে সকল মানুষের জন্য যুদ্ধ করবো না যারা আমাকে অপমানিত করেছে।’

কাজেই প্যাট্রোক্লাস পরিধান করলেন সেই অসাধারণ বর্মটি যেটিকে ট্রোজানরা চিনতো এবং ভয় পেত এবং একিলিসের বাহিনী, মিরমিডনদেরকে পরিচালিত

করলেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে। এই নতুন সেনাদলের আগমনে ট্রোজানরা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো; তারা ভাবলো একিলিস এদেরকে পরিচালিত করছেন। এবং প্রকৃতই কিছুক্ষণের জন্য প্যাট্রোক্লাস তেমনি কুশলীভাবে যুদ্ধ করলেন যেমনটি করতেন বীর একিলিস। কিন্তু অবশেষে তিনি মুখোমুখি হলেন হেক্টরের এবং তার নিয়তি নির্ধারিত হলো তেমনিভাবে যেমনটি সিংহের সামনে পড়ে নির্ধারিত হয় শূকরের পরিণতি। হেক্টরের বর্শা তাকে দিল মৃত্যু ডেকে আনা এক আঘাত এবং তার আত্মা দেহত্যাগ করে চলে গেল নিচে হেডিসের অন্তঃপুরে। তখন হেক্টর তার শরীর থেকে খুলে নিলেন সেই বর্ম এবং তার নিজেরটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেটিই পরে নিলেন। এতে মনে হলো যেন তিনি নিজেই ধারণ করলেন একিলিসের শক্তি এবং কোন গ্রিকই তার সামনে টিকতে পারলো না।

সন্ধ্যা হলো। যুদ্ধে নেমে এল বিরতি। একিলিস তার তাবুতে অপেক্ষা করছিলেন প্যাট্রোক্লাসের প্রত্যাবর্তনের জন্য। এর পরিবর্তে তিনি দেখলেন বৃদ্ধ নেষ্টরের পুত্র, ক্ষিপ্রগতিময় অ্যান্টিলোকাসকে তার দিকে দৌড়ে আসতে। যখন সে দৌড়াচ্ছিল তখন সে অশ্রু-সম্বরণ করতে পারছিল না। 'দুর্ভাগ্য আমাদের', সে চিৎকার করে উঠলো 'প্যাট্রোক্লাস নিহত এবং তার বর্ম নিয়ে গেছেন হেক্টর।' দুঃখ ছেয়ে ফেললো একিলিসের মনকে এবং তা এতই তীব্র ছিল যে, তার চারপাশে যারা ছিল তারা তার জীবন নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। নিচে সমুদ্র-গুহায় বসবাসরতা তার মা তার দুঃখ জানালেন এবং উঠে এলেন তাকে প্রবোধ দিতে। 'আমি আর মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই না,' একিলিস তার মাকে বললেন, 'যদি আমি প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর বদৌলতে হেক্টরকে মৃত্যুর স্বাদ দিতে না পারি।' তখন থেটিস তাকে কাঁদতে কাঁদতে মনে করিয়ে দিলেন যে, হেক্টরের পর পরই তারও মৃত্যু হবে। 'কাজেই আমার মৃত্যুই বরণ করা উচিত,' একিলিস উত্তর দিলেন, 'আমি সেই জন যে তার বন্ধুকে তার চরম প্রয়োজনেও সাহায্য করেনি। আমি যাকে ভালোবাসতাম তার হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করবো। অতঃপর মৃত্যু যখনই আসুক না কেন আমি তা বরণ করবো।'

থেটিস তাকে বাধা দিলেন না। 'কেবল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা কর,' তিনি বললেন, 'এবং তুমি নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধে যেতে পারো না। আমি হোমার জন্ম হেফেস্টাস কর্তৃক তৈরিকৃত স্বর্গীয় অস্ত্র এনে দেব।'

যখন থেটিস অস্ত্রগুলো নিয়ে এলেন তখন এগুলোকে দেখালো অতি চমৎকার, এদের প্রস্তুতকারকের মতোই উপযুক্ত, যা এই মর্তে আর কেউ কখনো ব্যবহার করেনি। সেগুলোর দিকে মিরমিডনরা তাকালো বিস্ময়ে এবং তাদের দিকে তাকিয়ে একিলিসের চোখে জ্বলে উঠলো আনন্দ-শিখা।

অবশেষে তিনি ত্যাগ করলেন তার সেই তাবু এতক্ষণ তিনি যেখানে বসে ছিলেন, এবং নিচে নেমে গেলেন সেখানে এতক্ষণ যেখানে জড়ো হচ্ছিল হতভাগ্য গ্রিকরা, ডায়োমিডিস ছিলেন গুরুতর আহত, অডিসিউস, আগামেমনন এবং আরো

অনেকেরই একই দশা। তাদের সামনে তিনি লঙ্ঘিত বোধ করলেন এবং তিনি এক সামান্য মেয়ের জন্য অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে যে নির্বৃত্তি দেখিয়েছেন তার দায়িত্ব স্বীকার করলেন। কিন্তু তা এখন অতীত, তিনি তাদেরকে পূর্বের মতোই নেতৃত্ব দিতে তৈরি ছিলেন। তারা যেন এখনি আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। দলপতিরা এর প্রশংসা করলেন সানন্দে, কিন্তু অডিসিউস বললেন যে, সবার আগে ব্যবস্থা করতে হবে খাদ্য এবং পানীয়ের, কারণ ক্ষুধার্ত যোদ্ধারা সর্বদাই দুর্বল প্রতিপক্ষ। ‘আমাদের সহযাত্রীরা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর তুমি বলছো খাদ্যের কথা’, একিলিস উত্তর দিলেন ভর্ৎসনার সুরে। ‘আমার গলা দিয়ে কিছুই নামবে না, যতক্ষণ না আমার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হয়।’ এবং তিনি নিজেকে বললেন, ‘হে প্রিয়তম বন্ধু, তুমি নেই বলে বন্ধ হয়ে গেছে আমার পানাহার।’

যখন অন্যরা ক্ষুধা নির্বাপিত করলেন, তখন একিলিস শুরু করলেন আক্রমণ। এটি ছিল দুই শ্রেণীর মধ্যে সর্বশেষ লড়াই, যা সব অমর জনেরাই জানতেন। তারা এটিও জানতেন যে, তা কিরূপ ফলাফল বয়ে আনতে পারে। আদি পিতা জিউস তার স্বর্ণ-নিজিটি স্থাপন করলেন। এর একটি পাল্লায় তিনি স্থাপন করলেন হেক্টরের মৃত্যু-ভাগ্য এবং অপরটিতে একিলিসের মৃত্যু-ভাগ্য। হেক্টরের ভাগ্য নিমজ্জিত হলো ভারে। কাজেই তার মৃত্যুর সম্ভাবনা নিশ্চিত হলো।

এতদসত্ত্বেও যে কোন জনেরই জয় সম্বন্ধে ছিল দীর্ঘ অনিশ্চয়তা। হেক্টরের নেতৃত্বে ট্রোজানরা যুদ্ধ করলো যেমনটি সাহসী যোদ্ধারা করে কোনঠাসা হয়ে গেলে। এমনকি তাতে অংশ নিল ‘ট্রয় নদী’, যাকে দেবতারা বলতেন ‘জ্যাম্বাস’ এবং মানুষরা বলতো ‘স্ক্যামান্ডার’। এটি সাধ্যমতো চেষ্টা করলো একিলিসকে ডুবিয়ে দিতে যখন তিনি এর জলরাশি অতিক্রম করতে চাইলেন। সবই ব্যর্থ হলো, কারণ তিনি তার সম্মুখে যাকেই পেলেন তাকেই হত্যা করলেন এবং সর্বত্র খুঁজতে লাগলেন হেক্টরকে। এরই মধ্যে দেবতাগণও যুদ্ধে মেতে উঠলেন, মানুষের মতোই উন্মত্তভাবে, এবং জিউস অলিম্পাসে বসে আনন্দে দেখতে থাকলেন দেবতাদের বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধ : অ্যাথেনা অ্যারেসকে ধরাশায়ী করলেন, হেরা আর্টেমিসের কাঁধ থেকে কেড়ে নিচ্ছেন তার ধনুক এবং তার কানে ঘুঘি ছাঁটাচ্ছেন এলোপাতাড়ি, পোসাইডন বিদ্রূপাত্মক শব্দ দ্বারা উত্তেজিত করে তুলছেন অ্যাপোলোকে, যেন সে তাকে প্রথম আঘাত করে। সূর্য-দেবতা সেই চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এখন হেক্টরের পক্ষে হয়ে যুদ্ধ করাটা ছিল নিরর্থক।

এরই মধ্যে ট্রয়ের বিখ্যাত ‘স্কীয়ান ফটক’ সমূহ বিস্তৃত হয়ে খুলে গেল, কারণ ট্রোজানরা তখন চূড়ান্তভাবে পলায়নপর এবং জড়ো হচ্ছিল নগরীতে। কেবল হেক্টরই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রাচীরের সামনে। ফটকের কাছ থেকে তার বৃদ্ধ পিতা, প্রায়াম এবং তার মাতা হেকুবা তাকে চিৎকার করে ডাকছিলেন যেন তিনি

ভিতরে এসে নিজেকে রক্ষা করেন, কিন্তু হেষ্টির তাতে কর্ণপাত করলেন না। তিনি ভাবছিলেন, 'আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম দ্রোহানদেরকে, তাদের পরাজয় আমারই দোষে। তখন আমি কি আমাকে বেঁচে থাকতে দিতে পারি? আমি কি পরিত্যাগ করতে পারি ঢাল-বর্ম এবং একিলিসকে অনুরোধ করতে পারি এই বলে যে, আমরা ফিরিয়ে দেব হেলেনকে এবং তার সাথে ট্রয়ের সম্পদের অর্ধেক? অর্থহীন। সে আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় মেরে ফেলবে যেন আমি এক নারী। তার চেয়ে ঢের ভালো তার সাথে লড়াইয়ে নামা, এতে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তবু।'

তখনই এলেন একিলিস, উদীয়মান সূর্যের মতো গৌরব নিয়ে। তার পাশে ছিলেন অ্যাথেনা, কিন্তু হেষ্টির ছিলেন একাকী। অ্যাপোলো তাকে তার নিয়তির হাতে সপে দিয়ে চলে গেছেন। যখন তারা দুজন এগিয়ে এলেন তখন হেষ্টির ঘুরে পালিয়ে গেলেন। তিনবার তাকে ট্রয়ের প্রাচীরের চারপাশে খোঁজা হলো হত্যা করার জন্য এবং সন্ধানকারীরা তাকে খুঁজলেন খুব দ্রুত। অ্যাথেনাই থামালেন হেষ্টিরকে। তিনি হেষ্টির সামনে হাজির হলেন তার ভাই ডেইফোবাসের রূপ ধরে এবং এই অবস্থায় হেষ্টির মুখোমুখি হলেন একিলিসের। হেষ্টির চিৎকার করে বললেন, 'যদি আমি তোমাকে হত্যা করি তবে আমি তোমার মৃতদেহ ফিরিয়ে দেব তোমার বন্ধুদের কাছে এবং ভূমি কি আমার প্রতি একই আচরণ করবে?' কিন্তু একিলিস উত্তরে বললেন, 'হে উন্মাদ। মেঘ এবং নেকড়ের মধ্যে যেমন কোন অঙ্গীকার হতে পারে না, তেমনি তোমার আমার মধ্যেও কোন অঙ্গীকার হতে পারে না।' এই বলে তিনি বর্শা নিক্ষেপ করলেন। এটি তার লক্ষ্যস্থলে আঘাত করতে পারলো না; কিন্তু অ্যাথেনা এটিকে ফিরিয়ে আনলেন। এবার হেষ্টির আঘাত করলেন নিখুঁত নিশানায়, বর্শাটি আঘাত করলো হেষ্টির ব্যবহৃত বর্মের ঠিক কেন্দ্রস্থলে, কিন্তু নিষ্ফল। সেই বর্মটি ছিল জাদুময় এবং ছিদ্র হলো না। হেষ্টির দ্রুত গেলেন তার ভাইয়ের কাছে তার বর্শাটি নেবার জন্য, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। তখন প্রকৃত সত্য অনুধাবন করলেন হেষ্টির। অ্যাথেনা তাকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং পালানোর আর কোন উপায় ছিল না। 'দেবতারা আমার উপর মৃত্যু আরোপ করেছেন,' হেষ্টির ভাবলেন। 'অন্তত আমি মারা যাবো না বিনা লড়াইয়ে। আগামী দিনের মানুষ গল্পে গল্পে স্মরণ করবে এই মহান লড়াইকে।' তিনি বের করলেন তার তরবারি, তখন যা ছিল তার একমাত্র অস্ত্র এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার শত্রুর উপর। কিন্তু একিলিসের ছিল একটি বর্শা, অ্যাথেনা যেটি তার জন্ম উদ্ভার করেছিলেন। হেষ্টির এগিয়ে আসার পূর্বেই যে বর্মটি হেষ্টির নিয়েছিলেন মৃত প্যাট্রোক্লাসের কাছ থেকে, যেটিকে ভালোভাবেই চিনতেন একিলিস, তার গলার নিকটে একটি ছিদ্র দিয়ে তিনি তার বর্শা ঢুকিয়ে দিলেন। হেষ্টির মূর্খ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শেষ নিশ্বাসের সাথে তিনি প্রার্থনা করলেন, 'আমার পিতা-মাতার কাছে আমার মৃতদেহ ফিরিয়ে দিও।' 'আমার কাছে কোন প্রার্থনা করো না, কুকুর'

একিলিস উত্তর দিলেন। 'তুমি আমার উপর যে অন্যায় করেছ সেই জন্য, যদি আমি পারতাম তবে তোমার কাঁচা মাংসই ভক্ষণ করতাম।'

তখন হেস্টরের আত্মা দেহ ত্যাগ করলো এবং চলে গেল পাতাল রাজ্যে, তার অদৃষ্টের জন্য শোক প্রকাশ করে, সব বীরত্ব ও যৌবন পেছনে ফেলে।

একিলিস হেস্টরের মৃতদেহ হাতে খুলে ফেললেন রক্তাক্ত বর্মটি, যখন গ্রিকরা বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল তার দীর্ঘ শরীর এবং এর সৌন্দর্যের দিকে। কিন্তু একিলিসের মন ব্যস্ত ছিল অন্য সব চিন্তায়। তিনি মৃত মানুষটির পা দুটো ছিদ্র করে ফেললেন এবং এদেরকে চামড়ার সন্মুখ ফালিতে বেঁধে কুলিয়ে দিলেন তার রথের পেছনে, যাতে মাথাটি ঝুলে থাকে। অতঃপর তিনি চাবুক চালালেন তার ঘোড়াগুলোর উপর এবং একের পর এক ট্রয়ের প্রাচীরগুলো অতিক্রম করে তিনি হেস্টরের সকল গৌরব ধূলিস্যাৎ করে তার শবদেহটি টেনে নিয়ে গেলেন।

অবশেষে যখন তার আত্মার প্রতিশোধ শূন্য নিবৃত্ত হলো তখন তিনি দাঁড়ালেন প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহের পাশে এবং বললেন, 'শোন আমার কথা, এমনকি হেডিসের অন্তঃপুরে থেকেও। আমি হেস্টরকে টেনে এনেছি আমার রথের পেছনে বেঁধে এবং আমি তাকে পাঠাবো তোমার শেষকৃত্যের চিতার পাশে কুকুরের গোখাসের কাছে।'

ওদিকে অলিম্পাসে চলছিল ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ। মৃতজনের এই অবমাননা হেরা অ্যাথেনা ও পোসাইডন ব্যতীত সকল দেবতাকে অসন্তুষ্ট করলো। বিশেষত এটি অসন্তুষ্ট করলো জিউসকে। তিনি আইরিসকে পাঠালেন প্রায়ামের কাছে, যেন তিনি বিশাল মুক্তিপণ নিয়ে নির্ভয়ে যান একিলিসের কাছে হেস্টরের মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্য। তাকে বলতে বলা হলো যে, একিলিস যতটুকু উগ্র, ঠিক ততটা খারাপ নয়, তবে তার উচিত ছিল একজন অসহায়ের প্রতি আরো ভালো ব্যবহার করা।

তখন বৃদ্ধ রাজা ট্রয়ের শ্রেষ্ঠতম একটি যানবাহন চমৎকার সব উপঢৌকনে পূর্ণ করে চলে গেলেন গ্রিক তাঁবুর দিকে। হার্মিস তার সাথে দেখা করলেন, যাকে দেখাচ্ছিল প্রকৃতই এক গ্রিক তরুণের মতো এবং প্রস্তাব করলেন একিলিসের তাঁবুতে যাওয়ার জন্য নিজেকে তার একজন পথ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করার। কাজেই হার্মিসকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ রাজা অনেক পাহারা-চৌকি পার হয়ে এলেন সেই মানুষটির কাছে যিনি তার পুত্রকে হত্যা ও অতঃপর লাঞ্ছিত করেছেন। তিনি একিলিসের হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন এবং তার হাতে চুম্বন দিলেন এবং তিনি তা স্বীকার করলেন একিলিস তার প্রতি অনুভব করলেন এক ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং উপস্থিত অন্যান্যরাও তা-ই অনুভব করলো এবং পরস্পরের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালো। 'একিলিস মনে রেখো', প্রায়াম বললেন, 'তোমার নিজ পিতা, আমারই মতো এবং আমারই মতো ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়েছিলেন পুত্রকে হারিয়ে। তথাপি আমি অধিকতর করুণা পাবার যোগ্য, যে কিনা এমন সাহস দেখিয়েছে যা মর্তের আর কেউ দেখাতে পারতো না, আর তা হলো আমি দুহাত প্রসারিত করেছি আমারই পুত্রের হত্যাকারীর কাছে।'

যখন একথা শুনলেন তখন একিলিসের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তিনি বৃদ্ধটিকে টেনে তুললেন। ‘এখানে আমার পাশে বসুন,’ তিনি বললেন, ‘এবং আমাদের দুঃখ আমাদের হৃদয়ের ভিতরেই নীরবে থাকুক। পাপ সব মানুষেরই ভাগ্য, কিন্তু আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না।’ তখন তিনি ভৃত্যদেরকে আদেশ দিলেন হেষ্টিরের মৃতদেহটিকে উত্তম করে ধুয়ে তেল দ্বারা মালিশ করে দিতে এবং নরম কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে বললেন যাতে প্রায়াম এটি দেখতে না পারেন, কারণ এটি এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি হয়তো তার ক্রোধ চেপে রাখতে পারতেন না। আর প্রায়াম যদি তাকে বিরক্ত করেন তবে তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা নিয়েও সন্দেহ ছিল। ‘তার শেষকৃত্য করার জন্য আপনার কত দিন প্রয়োজন?’ একিলিস জিজ্ঞাসা করলেন। ‘কারণ ততদিন আমি গ্রিকদেরকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো।’ তখন প্রায়াম হেষ্টিরের মৃতদেহ তার প্রাসাদে নিয়ে গেলেন, ট্রয়ে এমন শোক আর কখনো প্রকাশ করা হয় নি। এমনকি হেলেনও অশ্রুসজল হলেন। ‘অন্যসব ট্রোজানরা আমাকে ভৎসনা করতো,’ তিনি বললেন, ‘কিন্তু তোমার আত্মার সুবাস থেকে এবং তোমার কথা থেকে আমি সর্বদাই পেয়েছি সান্ত্বনা। তুমি কেবলি ছিলে আমার বন্ধু।’

নয় দিন ধরে তারা তার জন্য শোক প্রকাশ করলেন; অতঃপর তারা তাকে স্থাপন করলেন এক সুউচ্চ চিতায় এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। যখন সবকিছু পুড়ে গেল তখন তারা অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করলেন সুরার ধারায় এবং অস্থি ভস্মসমূহকে জড়ো করলেন এক ভস্মাধারে এবং এগুলোকে আচ্ছাদিত করে দিলেন রক্তাভ বেগুনি বর্ণের আবরণে। তারা ভস্মাধারটিকে রেখে দিলেন এক শূন্য সমাধিতে এবং এর উপর স্থাপন করলেন বিশাল প্রস্তরখণ্ড।

এই ছিল অশ্ব বশীকরণে পারদর্শী হেষ্টিরের শেষকৃত্য।
এবং এর মাধ্যমে শেষ হয় ‘ইলিয়াড’-এর কাহিনী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



চৌদ্দ ট্রয়ের পতন

(এই কাহিনীর বৃহত্তর অংশটি এসেছে ডার্জিলের রচনা থেকে। 'ইনিড'-এর দ্বিতীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো ট্রয় দখল, এবং এটি সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও ডার্জিলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী—যা সংক্ষিপ্ত, দিক নির্দেশক এবং স্পষ্ট। শুরু এবং শেষের অংশটুকু ডার্জিলে অনুপস্থিত। আমি ফিলোকটেটিসের কাহিনী এবং অ্যাজাক্সের মৃত্যুর কাহিনী নিয়েছি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ট্রাজেডি রচয়িতা সফোক্লিসের দুটি নাটক থেকে। শেষের অংশটুকু অর্থাৎ ট্রয়ের পতনের পর ট্রয়ের নারীদের কাহিনীটি নেয়া হয়েছে সফোক্লিসের অনুগামী নাট্যকার ইউরিপিডেসের রচনা থেকে। 'ইনিড'-এর বহুগুণ চেতনার সাথে এটি এক বিপরীতধর্মী ও কৌতূহলকর তুলনা। ডার্জিল এবং অন্যান্য রোমান কবিরের কাছে যুদ্ধ সর্বদাই ছিল সকল কাজের মধ্যে মহত্তম ও সবচেয়ে গৌরবময়। ডার্জিলের চারশ বছর পূর্বে এক গ্রিক কবি একে দেখেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণে। সেই বিখ্যাত যুদ্ধের সমাপ্তিতে কি ঘটেছিল? ইউরিপিডেস সম্ভবত তা-ই জানতে চান। শুধু এটুকুই— এক ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী, এক মৃত শিশু, কিছু ভাণ্ডা বিড়খিত নারী।)

হেক্টরের মৃত্যুর সাথে সাথে, একিলিস বুঝতে পারলেন, তার মায়েব কথা মতো, তার নিজের মৃত্যুও অনতিদূরে। চিরদিনের মতো তার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি আরো মহান কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করলেন। উষাদেবীর পুত্র ইথিওপিয়াব রাজকুমার মেমনন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন ট্রয়ের সাহায্যার্থে এবং হেক্টর মারা যাওয়া সত্ত্বেও কিছু সময়ের জন্য গ্রিকরা প্রচণ্ডভাবে বাধা পেল এবং হারালো বৃদ্ধ নেস্টরকে পুত্রদ্রুত গতিসম্পন্ন অ্যান্টিলোকাসনই আরো অনেক অকুতোভয় যোদ্ধাকে। অকস্মাৎ, এক গৌরবময় লড়াইয়ে একিলিস হত্যা করলেন মেমননকে, যা ছিল তাঁর শেষ লড়াই। অতঃপর তিনি নিজে পড়ে গেলেন স্ট্রীয়ান ফটকের পার্শ্বে। তিনি ক্রোজানদেরকে তাড়া করে নিয়ে এসেছিলেন ট্রয়ের প্রাচীর পর্যন্ত। সেখানে প্যাট্রিস তার দিকে নিক্ষেপ করলেন একটি তীর এবং অ্যাপোলো এটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেন যেন তা পায়ের এমন এক অংশে আঘাত করে যাতে তিনি আহত হয়ে পড়েন, আর তা ছিল তার গোড়ালি। যখন তিনি জেনেছিলেন তখন তার মা থেটিস তাকে আহত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে টিরা নদীর জলে ডুবিয়ে আঘাতের অসাধ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি খেয়াল করেননি যে, তিনি তার গোড়ালির যে অংশে

ধরে তাকে পানিতে ডুবিয়েছিলেন, তা শুধু এবং আঘাতসাধ্য হয়ে যায়। ফলে গোড়ালিতে আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন একিলিস এবং যখন অ্যাজাক্স তার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলেন যখন অভিসিউস ট্রোজানদেরকে দমিয়ে রাখলেন। কথিত আছে যে, তাকে শেষকৃত্যের চিতায় পোড়ানোর পর তার অস্থিভঙ্গ তার বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের উদ্ভাধারেই রেখে দেয়া হয়েছিল।

অ্যাজাক্সের মৃত্যু ডেকে আনলো একিলিসের সেই অস্ত্র যা থেটিস এনেছিলেন হেফেস্টাসের কাছ থেকে। সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে সেই অস্ত্রগুলোর সবচেয়ে বড় দাবিদার ছিলেন অ্যাজাক্স এবং অভিসিউস। তখন দুজনের মধ্যে এক গোপন ভোটের আয়োজন করা হলো এবং ভোটে অভিসিউস বিজয়ী হয়ে সেগুলো লাভ করলেন। সেকালে এরকম একটি ঘটনা ছিল খুবই মারাত্মক ব্যাপার। এতে বিজয়ী লোকটি শুধু সম্মানিত হতেন, তা নয়, বিজিত জন হতো অসম্মানিত। অ্যাজাক্স অপমানিত বোধ করলেন এবং চরম ক্রোধের বশে তিনি আগামেমনন এবং মেনেলাউসকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এবং কারণ বশতই যে, তারা ভোটের ফলাফল তার বিরুদ্ধে নিয়ে গেছেন। সন্ধ্যা নেমে আসার পর তিনি তাদেরকে খুঁজতে বের হলেন এবং যখন তিনি তাদের তাঁবুতে গেলেন তখন অ্যাথেনা তার ভিতর সঞ্চারিত করলেন উন্মাদনা। তিনি গ্রিকদের মেষ দল এবং পশুর পালগুলোকে সেনাদল বলে ভাবলেন, এবং তাদেরকে হত্যা করার জন্য দ্রুত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এই বিশ্বাসে যে তিনি হত্যা করছিলেন কোন না কোন দলপতিকে। অবশেষে তিনি তার তাঁবুতে টেনে নিয়ে এলেন এক বিশাল ভেড়া, যা তার বিক্ষিপ্ত মনের কাছে বিবেচিত হলো অভিসিউস রূপে। অ্যাজাক্স এটিকে বাঁধলেন তাঁবুর দণ্ডের সাথে এবং বেধড়ক পেটালেন। অতঃপর তার ক্রোধান্বিততা কেটে গেল। তিনি ফিরে পেলেন তার যুক্তিশীলতা এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার কৃতকর্ম তার নিজের উপর যে লজ্জা টেনে এনেছে তা তার সেই অস্ত্রগুলো না পাওয়ার অসম্মানের তুলনায় অনেক বেশি অসম্মানজনক। তার উন্মাদতা, তার নির্বুদ্ধিতা, তার উন্মাদনা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল। বধকৃত পশুগুলো পড়েছিল মাঠের সর্বত্র। 'হতভাগ্য পশুর দল,' তিনি নিজেই নিজেকে বললেন, 'আমি বিনা কারণেই এদেরকে হত্যা করলাম।' 'এবং আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি মানুষ ও দেবতা উভয়ের কাছেই ঘৃণ্য রূপে। এমন কোন অবস্থায় কেবল কোন কাপুরুষই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। যদি কোন মানুষ মহৎ ভাবে বাঁচতে না পারে, সে মহৎভাবে মরতে তো পারে।' তিনি তার তরবারি বের করলেন এবং আত্মহত্যা করলেন। গ্রিকরা তার দেহ পেড়িলো না; তাকে সমাধিস্থ করলো। তারা বিশ্বাস করতো কোন আত্মহত্যাকে শেষকৃত্যের চিতা এবং উদ্ভাধার-সমাধির মতো সম্মান দেয়া যেতে পারে না।

একিলিসের পর পরই এত দ্রুত তার মৃত্যু হতশায়ী ডুবিয়ে দিল গ্রিকদেরকে। বিজয়কে মনে হলো সুদূর পরাহত। তাদের ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যালকাস বললেন যে,

তাদের জন্য তিনি দেবতাদের কাছে থেকে কোন বার্তা পান নি। কিন্তু ট্রোজানদের মাঝে ছিলেন হেলেনাস নামে এক ভবিষ্যদ্বক্তা। যদি গ্রিকরা তাকে কজা করতে পারে তবে, তারা জানতে পারবে তাদের কি করা উচিত। অভিসিউস তাকে বন্দি করতে সমর্থ হলেন, এবং ভবিষ্যদ্বক্তাটি গ্রিকদেরকে বললেন যে, যতক্ষণ না কেউ হারকিউলিসের তীর-ধনুক দ্বারা ট্রোজানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ততক্ষণ ট্রয়ের পতন ঘটবে না। যখন হারকিউলিসের মৃত্যু ঘটে তখন এগুলো দেয়া হয়েছিল যুবরাজ ফিলোকটেটিসের হাতে, যিনি তার শেষকৃত্যের চিতা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন এবং যিনি পরবর্তীতে ট্রয় অভিমুখী গ্রিক দলে যোগদান করেন। সেই অভিযানে গ্রিকরা এক দ্বীপে থেমেছিল একটি উৎসর্গ সম্পন্ন করার জন্য এবং ফিলোকটেটিসকে দংশন করলো ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ। এটি নিরাময়যোগ্য ছিল না এবং তাকে ট্রয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়াও ছিল অসম্ভব, সেনাদল অপেক্ষা করতে পারলো না। তারা তাকে ফেলে গেল লেমনস দ্বীপে, যা ছিল এক জনমানবহীন দ্বীপ, যদিও একদা স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার অভিযানের বীরগণ সেখানে অনেক নারীর সন্ধান পেয়েছিলেন।

একজন অসহায় যন্ত্রণাক্রিষ্ট মানুষকে এভাবে ফেলে যাওয়াটা ছিল খুবই নিষ্ঠুর, কিন্তু সবাই তখন ট্রয়ে পৌছার জন্য ছিল মরিয়া, এবং তার তীর-ধনুকসহ তিনি অন্ততপক্ষে খাবারের অভাবে পড়বেন না। তবে হেলেনাস যখন বললেন, গ্রিকরা ভালো করেই জানতো যে, যার প্রতি তারা এতটা অন্যায় করেছে তাকে তার মূল্যবান অস্ত্রগুলো তাদেরকে দিয়ে দেয়ার জন্য রাজি করানো খুবই কঠিন হবে। তাই তারা ধূর্ততায় শ্রেষ্ঠ অভিসিউসকে পাঠালেন সেগুলো নিয়ে আসার জন্য। কারো মতে, তার সাথে ডায়োমিডিসও গিয়েছিলেন, অন্যরা বলে তার সঙ্গী হয়েছিলেন একিলিসের তরুণ পুত্র নিওন্টলেমাস, যাকে পিরাস নামেও ডাকা হতো। তারা তার তীর-ধনুক চুরি করতে সক্ষম হলেন, কিন্তু হতভাগ্য ও বঞ্চিত লোকটিকে একাকী ফেলে আসতে পারলেন না। অবশেষে তারা তাকে তাদের সাথে চলে আসতে রাজি করাতে পারলেন। ট্রয়ে ফিরে যাবার পর গ্রিসের জ্ঞানী চিকিৎসকরা তাকে সারিয়ে তুললেন, এবং যখন তিনি আবার সানন্দে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গেলেন তখন তার তীরে প্রথমেই আহত হলেন প্যারিস। প্যারিস মিনতি করলেন, তাকে ইনোনীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তিন দেবী তার কাছে আসার পূর্বে তিনি যে উপ-দেবীর সাথে থাকতেন আইডা পর্বতে। ইনোনী তাকে বলেছিলেন যে, তিনি এমন এক জাদুর ঔষধের কথা জানতেন যা যেকোন অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে পারতো। প্যারিসকে নিয়ে যাওয়া হলো ইনোনীর কাছে এবং তিনি তার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু ইনোনী তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। তাকে ছেড়ে প্যারিসের দূরে থাকা, তাকে দীর্ঘদিন ভুলে থাকা, তার প্রয়োজনে এক মূহূর্তে ইনোনী সেসব ক্ষমা করে দিতে পারলেন না। তিনি তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখলেন; অতঃপর তিনি দূরে চলে গেলেন এবং আত্মহত্যা করলেন।

প্যারিসের মৃত্যুতে ট্রয়ের পতন ঘটলো না। প্রকৃত পক্ষে তার মৃত্যু কোন বড় ক্ষতি ছিল না। অবশ্য গ্রিকরা জানলো যে, নগরীতে প্যালাস আর্থেনার এক পবিত্র মূর্তি ছিল যাকে বলা হতো প্যালাডিয়াম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রোজানরা সেটি নিজেদের দখলে রাখবে ততক্ষণ ট্রয় জয় করা যাবে না। সেই অনুযায়ী তখন জীবিত দুই মহান দলপতি অডিসিউস এবং ডায়োমিডিস, তা দখল করতে হির প্রতিজ্ঞা করলেন। ডায়োমিডিস মূর্তিটি চুরি করে নিয়ে এলেন। এক অন্ধকার রাতে তিনি অডিসিউসের সাহায্য নিয়ে উঠে গেলেন প্রাচীরের উপর, সন্ধান পেলেন প্যালাডিয়ামের এবং সেটি নিয়ে এলেন ঘাটিতে। এই উৎসাহব্যাঞ্জক ঘটনায় গ্রিকরা হির সিদ্ধান্ত নিল আর অপেক্ষা না করার, উপরন্তু এই অনন্ত যুদ্ধের পরিসমাপ্তির কোন উপায় বের করতে চাইলো।

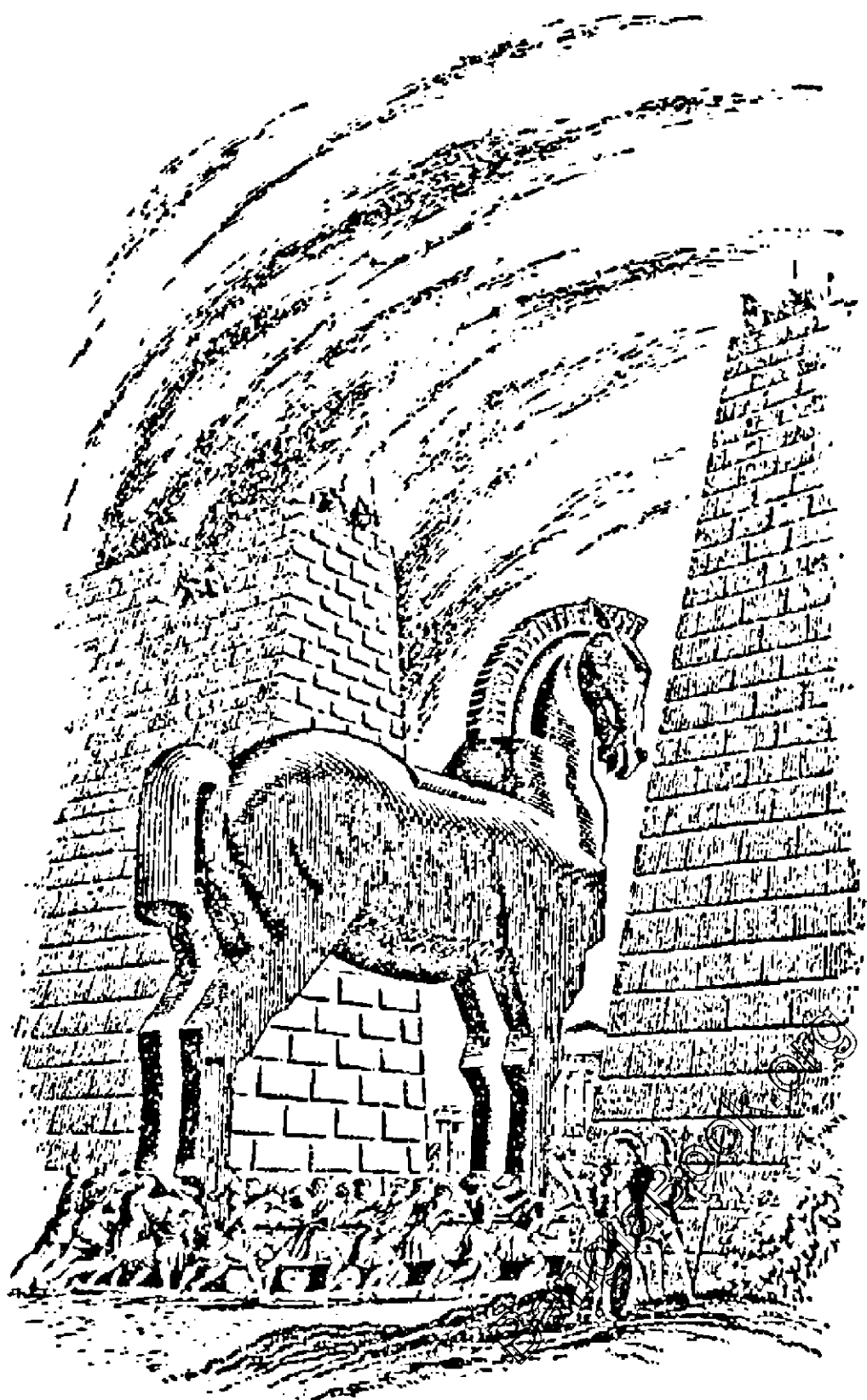
তারা পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে তারা যদি তাদের সেনাদলকে ট্রয়ে প্রবেশ করাতে না পারে এবং ট্রোজানদেরকে চমকে দিতে না পারে তবে কখনোই তারা জয়ী হতে পারবে না। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল তারা যখন প্রথম এই নগরী দখলের চেষ্টা করেছিল এবং আজ এটাকে মনে হচ্ছে তেমনি কঠিন যেমন ছিল প্রথমে। প্রাচীরগুলো তখনও অক্ষত। এগুলো কখনোই প্রকৃত আক্রমণের মুখে পড়ে নি। বেশির ভাগ সময় যুদ্ধ চলেছে এদের থেকে দূরে কোন স্থানে। গ্রিকদের অবশ্যই এই নগরীতে প্রবেশের কোন উপায় খুঁজে পেতে হবে অথবা তাদেরকে পরাজয় মেনে নিতে হবে। এই নতুন প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল ছিল কাঠের ঘোড়া দিয়ে ঠকানোর কৌশল। সকলেরই অনুমান ছিল যে, এটি অডিসিউসের ধূর্ত মনেরই সৃষ্টি। তার ছিল এক দক্ষ কাঠ-মিস্ত্রী যে তৈরি করলো এক বিশাল কাঠের ঘোড়া যা ছিল ফাঁপা এবং গহ্বরটি এতই বড় ছিল যে এটি প্রচুর মানুষ বহন করতে পারতো। অতঃপর তিনি সকলকে বুঝিয়ে রাজি করালেন—এবং, তা করতে তাকে যথেষ্ট অসুবিধা পোহাতে হলো—আরো কয়েকজন সুনির্দিষ্ট দলপতিসহ তিনি নিজে চুকে পড়লেন এর ভিতর। তাদের সকলেই ছিলেন আতংকগ্রস্ত, ব্যতিক্রম শুধু একিলিসের পুত্র, নিওপ্টলেমাস, এবং প্রকৃতই তারা যে বিপদ মোকাবেলা করলেন তা মোটেই সাধারণ কিছু ছিল না। পরিকল্পনাটি এমন ছিল যে, গ্রিকরা তাদের তাঁবু গুটিয়ে ফেলবে এবং দৃশ্যত সরে যাবে সমুদ্রের দিকে, তারা লুকিয়ে থাকবে নিকটতম দ্বীপ থেকেও আরো দূরে যাতে ট্রোজানরা তাদেরকে দেখতে না পায়। যা-ই ঘটুক না কেন তারা নিরাপদ থাকবে; যদি খারাপ কিছু ঘটে তবে তারা ফিরে যেতে পারবে নিজ দেশে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কাঠের ঘোড়ার ভিতর অবস্থানরত সকলেই নিশ্চিতভাবেই মৃত্যু বরণ করবে।

এটি সহজেই বিশ্বাসযোগ্য যে, অডিসিউস এই সত্যকে উপেক্ষা করেন নি। তার পরিকল্পনাটি ছিল এমন যে, জনশূন্য ভিত্তিতে ফেলে যাওয়া হবে একজন গ্রিককে যাকে এমন একটি হিসেবী কাহিনী বলে যাওয়া হবে যাতে ট্রোজানরা কাঠের ঘোড়াটিকে কোন পরীক্ষা ছাড়াই টেনে নিয়ে যাবে নগরীর ভিতরে।

অতঃপর যখন ঘনি়ে আসবে রাতের গভীর অন্ধকার তখন এর ভিতরে যেই গ্রিকরা রয়েছে তারা তাদের কাঠের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবে এবং খুঁসে নেবে নগরীর ফটকগুলোকে সেনাদলের জন্য খালা এরই মধ্যে আবার ফিরে এসেছে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে প্রাচীরের পাশে।

অবশেষে এল সেই রাত্রি যখন পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হলো। অভ্যন্তরীণ ঘটনোদ্রয়ের শেষ রজনীর। প্রাচীরের উপর ত্রোজান পর্যবেক্ষণকারীরা বিষয়জ্ঞের দেখলো দুটি দৃশ্য, প্রতিটিই ছিল সমান চমক জাগানিয়া। কীমান ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিল এক বিশাল ঘোড়া, যা নতিই ছিল অতীতপূর্ব, এক বিকট সৃষ্টি যা এতটাই উন্নত ছিল যে তা ছিল চরম ভয়ংকর, যদিও এটি থেকে কোন নড়াচড়া বা শব্দ হচ্ছিল না। কোলাহলময় গ্রিক তাঁবুগুলোতে নেমে এসেছিল নীরবতা; এর কোথাও কোন স্পন্দন ছিল না। আর জাহাজগুলোও চলে গিয়েছে। কেবল একটি উপসংহারকেই মনে হলো সত্য: গ্রিকরা আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারা পাল তুলেছে গ্রিসের উদ্দেশ্যে; তারা পরাজয় মেনে নিয়েছে। পুরো ট্রয় নগরী মেতে উঠলো উল্লাসে। দীর্ঘদিনের যুদ্ধ-সাজের সমাপ্তি ঘটলো, এর দুর্ভোগ পড়ে থাকলো অতীতে।

জনসাধারণ গ্রিকদের পরিত্যক্ত তাঁবু গুলোতে গেল সেই দৃশ্য দেখার জন্য: এই তো সেই স্থান যেখানে অকিলিস কাটিয়ে দিয়েছিলেন অনেক দিন; এখানে দাঁড়িয়ে আছে আগামেমননের তাঁবু; এই তো কুট বুদ্ধির সেরা অডিসিউসের গৃহ। এই স্থানগুলোকে শূন্য দেখতে কি এক তুরীয় আনন্দ, এখন এদের মাঝে ভয়ের কিছু নেই। অবশেষে তারা দ্রুত ধেয়ে গেল সেই দৈত্যাকার কাঠের ঘোড়াটির কাছে এবং জড়ো হলো এর চারদিকে, তারা ধাঁধায় পড়ে গেল যে, এর সাথে তাদের কি রূপ ব্যবহার করা উচিত। যেই গ্রিকটিকে ফেলে যাওয়া হয়েছিল তিনি তখন নিজেকে তাদের সামনে আবিষ্কার করলেন। তার নাম ছিল সিনোন, এবং তিনি ছিলেন প্রথম যুক্তি নির্ভর বক্তা। তাকে জোর করে টেনে নেয়া হলো প্রায়ামের কাছে, তিনি কাঁদছিলেন এবং প্রতিবাদ করে বলছিলেন যে তিনি আর গ্রিক হিসেবে কাজ করতে চান না। যে কাহিনীটি তিনি বললেন তা ছিল অডিসিউসের চাতুর্যের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সিনোন বললেন যে, প্যালাডিয়ামের চুরিতে প্যালাস আখেনা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই আতঙ্কে গ্রিকগণ ভবিষ্যদ্বাঙ্গির কাছে জ্ঞানতে চাইলো, কিস্তাবে তার রাগ প্রশমিত করা যাবে। ভবিষ্যদ্বাঙ্গী উত্তরে বললেন, 'রক্ত এবং এক বলীদানের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহকে প্রশীল করে তোমরা প্রথম ট্রয়ে এসেছিলে। এখন তোমাদের প্রত্যাবর্তনও হোক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। একজন গ্রিকের জীবন উৎসর্গ কর।' সিনোন প্রায়ামকে বললেন যে, তিনি নিজেই ছিলেন সেই হতভাগা যাকে বলিদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। সেই ভীতিকর স্বপ্ন সাধনের জন্য সবকিছুই প্রস্তুত ছিল, যা সম্পন্ন করার কথা ছিল গ্রিকদের বিদায়ের ঠিক পূর্বে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন এবং এক জলাধারে লুকিয়ে থাকলেন এবং সব জাহাজকে দূরে চলে যেতে দেখলেন।



কাঠের ঘোড়া

এটি ছিল একটি চমৎকার কাহিনী এবং এ নিয়ে ট্রোজানরা কখনোই প্রশ্ন তুললো না। সিনোনকে তারা সহানুভূতি জানালো, এবং নিশ্চয়তা দিল যে, তিনি তাদেরই একজন হিসেবে দিনাতিপাত করতে পারবেন। কাজেই বোঝা গেল যে, মিথ্যা, ধূর্ততা এবং শঠতার অশ্রুপাত তাদেরকে জয় করলো যাদেরকে কখনোই জয় করতে পারেনি মহান ডায়োমিডিস অথবা হিঙ্গ্র একিলিস, এমনকি যুদ্ধের নয়টি বৎসরও নয়, এমনকি সহস্র জাহাজও তা পারে নি। কারণ সিনোন ভুলে যান নি কাহিনীর দ্বিতীয় অংশটি, কাঠের ঘোড়াটি তৈরি করা হয়েছিল অ্যাথেনার প্রতি সমুদ্র বিধানের জন্য এবং এর আকৃতির বিশালতার কারণ ছিল এটিকে নগরীর ভিতরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ট্রোজানদেরকে নিরুৎসাহিত করা। গ্রিকরা আশংকা করেছিল যে ট্রোজানরা এটিকে ধ্বংস করে ফেলবে এবং এভাবে তাদের উপর নেমে আসবে অ্যাথেনার আক্রোশ। নগরীর মাঝখানে এটিকে স্থাপন করলে অ্যাথেনার আনুকূল্য গ্রিকদের বদলে চলে যেতে পারে ট্রোজানদের দিকে। কাহিনীটি ছিল অতি চাতুর্যপূর্ণ যাতে এটি সকল সম্ভাব্যতাকে কাজে লাগিয়ে অর্জন করতে পারে এর কাক্ষিত লক্ষ্য। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ট্রয়-বিরোধী, এমন এক কৌশল আবিষ্কার করলেন যে, বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়ে গেল। যখন ঘোড়াটিকে প্রথম আবিষ্কার করা হলো তখন পুরোহিত লাওকুন একে ধ্বংস করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। 'যখন গ্রিকরা উপহার নিয়ে আসে আমি তখনও তাদেরকে সন্দেহ করি,' তিনি বললেন। প্রায়ামের কন্যা ক্যাসান্দ্রাও তার কথায় সুর মেলালেন। কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং সিনোন আসার পূর্বেই তিনি চলে গেলেন প্রাসাদে। লাওকুন এবং তার দুই পুত্র কাহিনীটি শুনলেন সন্দিগ্ধ মনে, কেবল তারাই ছিল সেখানে সন্দেহকারী। যখন সিনোন তার কথা শেষ করলেন হঠাৎ সমুদ্র থেকে ভূমির দিকে ছুটে এল দুটি ভয়ংকর সাপ। সেখানে আসার পর এগুলো সোজা এগিয়ে গেল লাওকুনের দিকে। এরা তাকে এবং তার পুত্রদ্বয়কে এদের বিশাল শরীর দ্বারা পঁচিয়ে ধরলো এবং তাদের জীবন-দ্বীপ নির্বাপিত হলো। অতঃপর এরা চলে গেল অ্যাথেনার মন্দিরের দিকে।

আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকলো না। আতংকগ্রস্ত দর্শকদের কাছে এটি ছিল ঘোড়াটিকে ভিতরে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার বিরোধিতার শাস্তি। নিশ্চিতভাবে এখন আর কেউ তা করবে না। উপস্থিত জনতা চিৎকার করে বললো,

'কাঠের মূর্তিটি ভিতরে নিয়ে এসো
একে নিয়ে যাও অ্যাথেনার কাছে
উপটোকন হিসেবে দাও জিউসের সন্তানকে।'

কোন যুবক দ্রুত চলে যেতে চায় ;
কোন বৃদ্ধ থাকবে নিজ গৃহে ;

তারা ঘোড়াটিকে টেনে নিয়ে গেল ফটকের ভিতর দিয়ে এবং অ্যাথেনার মন্দির পর্যন্ত । অতঃপর তারা তাদের সৌভাগ্যে উল্লসিত হয়ে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং অ্যাথেনার আনুকূল্য পেয়েছে এই বিশ্বাস নিয়ে তারা তাদের গৃহে ফিরে গেল অপার শান্তি নিয়ে যা তারা পায়নি গত দশ বছর ধরে ।

মধ্যরাত্রে ঘোড়ার দরজাটি খুলে গেল । একের পর এক দলপতিরা নেমে এলেন নিচে । তারা চুপিসারে গেল ফটকগুলোর দিকে এবং সেগুলোকে টেনে খুলে দিলেন এবং ঘুমন্ত নগরীতে ঢুকে পড়লো গ্রিক সেনাদল । প্রথমে তাদেরকে যা করতে হবে তা সম্পন্ন করতে হবে নীরবে । নগরীর সকল অট্টালিকায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো । এরই মধ্যে জেগে উঠলো ট্রোজানরা, কি ঘটেছে তা তারা বুঝে উঠার পূর্বেই, যখন তারা কোন রকমে অস্ত্র ধারণ করছিল, তখনই জ্বলছিল ট্রয় নগরী । তারা সন্দেহের দোলচালে একে একে ধেয়ে গেল রাজপথে । দলে দলে সেখানে অপেক্ষা করছিল সৈন্যরা এবং অন্য কারো সাথে যোগ দেয়ার পূর্বেই তারা প্রতিটি মানুষকে আঘাত করলো । এটি কোন যুদ্ধ ছিল না, ছিল এক নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ । প্রতিটি মানুষ মারা গেল কোন প্রত্যাঘাত করার সুযোগ ছাড়াই । তবে নগরীর দূরবর্তী এলাকাগুলোতে ট্রোজানরা এখানে-সেখানে সংগঠিত হতে থাকলো এবং গ্রিকরা প্রতিরোধের মুখে পড়লো । তারা সেই সকল মরিয়া মানুষ দ্বারা তাড়িত হতে লাগলো যারা মৃত্যুর আগে একবার মরতে উদ্যত হলো । তারা জানতো যে, বিজিতের কোন নিরাপত্তার অর্থ হচ্ছে আর কোন নিরাপত্তার আশা না করা । এই তাড়না প্রায়ই বিজয়ীকে ঠেলে দেয় পরাজয়ের দিকে । সবচেয়ে দ্রুত বুদ্ধি সম্পন্ন ট্রোজানরা তাদের বর্ম ছিড়ে ফেললো এবং পরিধান করলো মৃত গ্রিকদের বর্ম, অসংখ্য গ্রিক তাদেরকে বন্ধু ভেবে তাদের সাথে যোগ দিতে গিয়ে অনুধাবন করলো যে, অনেক দেরি হয়ে গেছে এটা বুঝতে যে তারা ছিল শত্রু বাহিনী এবং এই ভুলের মাসুল দিতে হলো জীবন দিয়ে ।

তারা বাড়ির ছাদগুলো ভেঙে ফেললো এবং বীমগুলো সজোরে নিক্ষেপ করলো গ্রিকদের উপর । প্রায়ামের প্রাসাদের ছাদে দণ্ডায়মান সম্পূর্ণ টাওয়ারটি তার গাধুনীসহ তুলে নিক্ষেপ করা হলো বাইরে । আত্মরক্ষাকারীরা একে পড়তে দেখে উল্লসিত হলো এবং নিশ্চিহ্ন করলো এক বিরাট সেনাদলকে যারা রাজপ্রাসাদের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিল । কিন্তু এই সাফল্য নিয়ে এল কেবল এক ক্ষণিক বিরতি । অন্যরা এক বিশাল বিম নিয়ে ধেয়ে এল টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ এবং মৃতদেহগুলোর উপর দিয়ে তারা এর মাধ্যমে চতুর্থ আঘাত করলো দরজাগুলোতে । দরজাগুলো ভেঙে পড়লো এবং ট্রোজানরা ছাদ দিয়ে বেরিয়ে যাবার পূর্বেই গ্রিকরা প্রাসাদের ভিতর ঢুকে পড়লো । ভিতরের প্রাঙ্গণে বেদীর চারপাশে ছিল একদল নারী

ও শিশু, আর একজন মাত্র পুরুষ, বৃদ্ধ রাজা। এঁরাপিস তাকে আশাও করলেন না, কিন্তু তার পুত্র তাকে আশাও করে দৃষ্টিতে দিলেন তার স্ত্রী ও কন্যাদের সামনে।

এতক্ষণে যুদ্ধের সমাপ্তি এগিয়ে এসেছিল অনেক নিকটে। প্রথম দেকের প্রতিবন্ধিতাটি ছিল অসম। প্রথম আক্রমণেই নিহত হয়েছিল অনেক দ্রোহান। গ্রিকদেরকে আর কোথাও পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। দীরে দীরে প্রতিরোধ স্তিমিত হয়ে আসছিল। প্রত্যাহার পূর্বেই মৃত্যু ঘটলো সকল নেতার, কেবল একজন ব্যতীত, আফ্রোদিতির পুত্র ইনিয়াসই একমাত্র দ্রোহান নেতা গিনি পলায়ন করে যেতে পেরেছিলেন। যতক্ষণ একজন জীবিত দ্রোহান তার পাশে ছিল, ততক্ষণ তিনি গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেলেন, কিন্তু যখন চতুর্থোই চতুর্থে পড়লো সর্বত্র এবং মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে লাগলো আরো নিকটে, তিনি ভাবলেন তার নিজ গৃহের কথা, সেখানে ফেলে আসা অসহায় মানুষদের কথা। তিনি ট্রয়ের জন্য আর কিছু করতে পারতেন না, কিন্তু হয়তো তাদের জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল। তিনি দ্রুত চলে গেলেন তাদের কাছে, তার বৃদ্ধ পিতা, ছোট্ট ছেলে ও তার স্ত্রীর কাছে।

তিনি যাওয়ার পর তার সামনে আবির্ভূত হলেন তার মা আফ্রোদিতি গিনি তাকে তাড়া দিতে থাকলেন এবং নিরাপদ রাখলেন অগ্নি শিখা ও গ্রিকদের কাছ থেকে। এমনকি দেবীর সাহায্যের পরও ইনিয়াস তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারলেন না। যখন তারা গৃহ ত্যাগ করলো তখন সে নির্জিন হয়ে গিয়েছিল এবং মৃত্যুবরণ করলো। কিন্তু অন্য যে দুজনকে তিনি নিয়ে আসতে পারলেন শত্রুর ব্যুহ ভেদ করে তারা অতিক্রম করলেন নগরীর ফটকগুলো, চলে গেলেন প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে, তার পিতা ছিলেন তার কাঁধে, আর তার পুত্র শতভায়ে ধরে ছিল তার হাত। দেবকুলের কেউ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তাদেরকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না এবং সেদিন আফ্রোদিতিই ছিলেন একমাত্র দৈন-চরিত্র গিনি একজন দ্রোহানকে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি হেলেনকেও সাহায্য করলেন। হেলেন নগরী থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেন এবং চলে গেলেন মেনেলাউসের কাছে। তিনি হেলেনকে গ্রহণ করলেন সানন্দে এবং যখন তিনি গ্রীসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তখন তার সাথে হেলেনও ছিলেন।

যখন ভোর হলো তখন একদা এশিয়ার সবচেয়ে গৌরবান্বিত নগরীটি এক অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ট্রয়ে যা কিছু রয়ে গেল তা ছিল কেবল একদল অসহায় বন্দি নারী, যাদের স্বামীরা নিহত হয়েছিল; যাদের সন্তানদেরকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তারা ভিনদেশে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় অপেক্ষা করছিল তাদের মনিবদের জন্য।

বন্দিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বয়োবৃদ্ধ রাজা, হেক্যাবা এবং তার পুত্র-বধূ, হেক্টরের স্ত্রী, অ্যান্ড্রোমাকি। হেক্যাবার জন্য আর কোন আশা ছিল না। মাটির দিকে অবনত হয়ে তিনি গ্রিক জাহাজগুলোকে রওনা দেবার জন্য তৈরি হতে দেখলেন

এবং তার চোখে পড়লো এক ভয়ানক নগরী। ট্রয়ের এখন আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই, তিনি নিজেকে বললেন, এবং আমি—আমিই বা কে? একজন ক্রীতদাসীর প্রতি তো তেমনি আচরণ করা হয়, যেমনটি করা হয় কোন পুত্র প্রতি। আমি এমন এক বৃদ্ধা নারী যার কোন গৃহ নেই।

এমন কি দুঃখ আছে যা আমার নয়?
হারিয়েছি স্বদেশ, স্বামী এবং সন্তান-সন্ততি।
আমার গৃহের সকল গৌরব হয়েছে ভুলুপ্ত।

এবং তার চারপাশের নারীরা উত্তর দিল—

একই যন্ত্রণায় পুড়ছি আমরাও।
আমরাও ক্রীতদাসী
আমাদের সন্তানেরা ক্রন্দনশীল। অশ্রুসিক্ত হয়ে ডাকছে আমাদেরকে,
'মা, আমি বড়ই একাকী।
অন্ধকার জাহাজে করে তারা নিয়ে যাচ্ছে আমাকে,
এবং মা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

একজন নারীর কাছে তখনও ছিল তার সন্তান। অ্যাব্রোমাকি তার বাহুতে আগলে রেখেছিলেন তার পুত্র, অ্যাট্টিয়ানাক্সকে, যে একদা তার পিতার উঁচু মুকুটযুক্ত শিরস্ত্রাণ থেকে তার মাথা সরিয়ে নিয়েছিল। 'সে খুবই তরুণ' তিনি ভাবলেন। 'তারা হয়তো তাকে আমার সাথে নিতে দেবে।' কিন্তু গ্রিক শিবির থেকে তার কাছে এল এক বার্তাবাহক এবং কথা বললো দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে। সে তাকে বললো যে, সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জন্য যে সংবাদ নিয়ে এসেছে সেজন্য তিনি যেন তাকে ঘৃণা না করেন। তার পুত্র...। তিনি তার কথার মাঝেই বললেন, এই নয় কি, সে আমার সাথে যাচ্ছে না?

সে উত্তর দিল,

বালকটিকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে—নিষ্কিণ্ড হবে
ট্রয়ের সুউচ্চ স্তম্ভের উপর থেকে নিচে।
এখন—এখন—এটি সম্পন্ন হোক। সহ্য কর
এক সাহসী নারীর মতো। ভাবো। তুমি একাকী।

একজন নারী এবং এক ক্রীতদাসী এবং কোথাও কোন সাহায্য নেই।
তিনি জানতেন যে, সে যা বলেছে তার সবই সত্য। কোথাও কোন সাহায্য নেই। সে তার সন্তানকে বিদায় জানালো।

তুমি কি ক্রন্দনশীল, ও আমার ছোট শিশু?
তুমি জানতে পারো না, সেখানে কি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।

—এটি কি রকম হতে পারে ? পতিত হবে নিচে—নিচে-সব ভেঙে যাবে—
এবং কেউ করুণা করবে না।
চুপন কর আমাকে। আর কখনই নয়। আরো কাছে এসো, আরো কাছে।
তোমার মা, যে তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিল—তোমার বাহু দ্বারা
জড়িয়ে ধরো আমার গ্রীবা।
এখন চুপন কর আমাকে, ঠোট থেকে ঠোটে।

সৈন্যরা বালকটিকে দূরে সরিয়ে নিল। তাকে প্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষেপ
করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তারা একিলিসের সমাধিতে হত্যা করেছে একটি তরুণী
বালিকাকে, যে ছিল হেক্যবার কন্যা, পলিজেনা। হেক্টরের পুত্রের মৃত্যুর সংগে
সংগে ট্রয়ের শেষ উৎসর্গটি সম্পন্ন হলো। যেসব নারীরা জাহাজের জন্য অপেক্ষা
করছিল তারা শেষ পর্যন্ত সবকিছু দেখলো।

ধ্বংস হয়ে গেল মহান ট্রয় নগরী।
সেখানে এখন রয়েছে শুধু লাল অগ্নিশিখা।
জেগে উঠছে ধূলিকণা,
ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়ার বিশাল আবরণের মতো
এবং সবকিছুই রয়েছে লুকোনো।
আমরা এখন চলে গেছি, বিভিন্ন স্থানে,
এবং ট্রয় চলে গেছে চিরতরে।

বিদায়, প্রিয় নগরী, যেখানে বাস করতো আমার সন্তানেরা।

ঐ স্থানে, নিচে, অপেক্ষা করছে গ্রিক জাহাজগুলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



পনের

অডিসিউসের অভিযানসমূহ

(এই কাহিনীর একমাত্র উৎস হলো 'অডিসি', কেবলমাত্র গ্রিক নৌবহরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে পোসাইডনের মতৈক্যের অংশটুকু ছাড়া। এই অংশটুকুর কোন উল্লেখ নেই 'অডিসি'তে এবং এটি আমি নিয়েছি ইউরিপিডিসের রচনা 'ট্রোজান নারী' থেকে। 'অডিসি'-র সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে অংশটি একে আলাদা করেছে 'ইলিয়াড' থেকে, তা হলো এর বৃটিনাটি বর্ণনা, যেমনটি দেয়া হয়েছে 'নাউসিক্লা'-এর কাহিনীতে এবং মেনেলাউসের সাথে টেলেমেকাসের সাক্ষাতের ঘটনার বিবরণে। কাহিনীকে প্রাণবন্ত ও বাস্তব প্রতিপন্ন করার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রশংসনীয় দক্ষতায়, একে অতিরিক্ত মূল্য দেয়া বা পাঠকের মনোযোগ মূল ধারা হতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা হয় নি।)

ট্রয়ের পতনের পর যখন বিজয়ী গ্রিক নৌবহরগুলো সমুদ্রে রওনা দিল, তখন অনেক দলপতি এমন সব অজানা সমস্যার মুখোমুখি হলো যা তারা বয়ে এনেছিল ট্রোজানদের জন্য। অ্যাথেনা এবং পোসাইডন ছিলেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টের গ্রিক সমর্থক, কিন্তু ট্রয়ের পতনের পর পাণ্টে গেল সবকিছু। তারাই পরিণত হলেন গ্রিকদের সবচেয়ে বড় শত্রুতে। যে রাতে গ্রিকরা বিজয়ীর বেশে নগরীতে প্রবেশ করলো, তারা উন্মাতাল হয়ে গেল আনন্দের আতিশয্যে; তারা ভুলে গিয়েছিল দেবতাদের প্রাপ্যটুকু এবং তাদের বাড়ি ফেরার অভিযাত্রায় তারা ভয়ংকর শাস্তি পেয়েছিল।

প্রায়ামের অন্যতম কন্যা ক্যাসান্দ্রা ছিলে ভবিষ্যদ্বক্তা। অ্যাপোলো তাকে জলো বেসেছিলেন এবং তাকে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পবিত্রত্বের কারণে তিনি তার বিপক্ষে চলে গিয়েছিলেন, কারণ ক্যাসান্দ্রা তার ভালোবাসাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং যদিও তিনি তার আশীর্বাদ ফিরিয়ে নিতে পারেন না—একবার কাউকে দৈব ক্ষমতা প্রদান করলে তা আর প্রত্যাহার কর্তব্য নয় না—তিনি এটিকে অকার্যকর করে দিলেন: তাকে কেউ আর কখনো বিশ্বাস করতো না। তিনি প্রতি বার বলতেন কি ঘটতে পারে, কিন্তু তারা কখনো তার কথায় কর্ণপাত করতো না। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, গ্রিকরা কাঠের ঘোড়ার ভিতর লুকিয়ে আছে। এটি ছিল তার চরম দুর্ভাগ্য যে, তিনি সর্বদাই জানতেন কি ভয়ংকর সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে

এবং তা ছিল অনিবার্য। যখন গ্রিকরা নগরীটি লুণ্ঠন করছিল তখন ক্যাসান্দ্রা ছিলেন অ্যাথেনার মন্দিরে, তার মূর্তির অতি সন্নিহিতে, দেবীর সুরক্ষা-ছায়ায়। গ্রিকরা তাকে সেখানেই পেল এবং তারা তার দিকে অসঙ্কমের হাত বাড়ানোর দুঃসাহস দেখালো। অ্যাজাক্স, অবশ্য সেই মহান অ্যাজাক্স নন, যিনি মারা গিয়েছিলেন পূর্বেই, উপরন্তু একই নামের এক অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দলপতি তাকে বেদীর উপর থেকে নামালেন এবং টেনে নিয়ে গেলেন সেই পবিত্র স্থানের বাইরে। পবিত্র স্থানে এই অসম্মানজনক কাজের প্রতিবাদ করলো না একজন গ্রিকও। চরমভাবে ক্রোধান্বিত হলেন অ্যাথেনা। তিনি গেলেন পোসাইডনের কাছে এবং তার প্রতি কৃত অন্যায়ে র কথা তাকে অবহিত করলেন। 'এর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর,' তিনি বললেন, 'গ্রিকদেরকে দাও স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের এক তিক্ত স্বাদ। যখন তারা জাহাজে পাল তুলবে তখন জলরাশিকে আন্দোলিত কর ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা। উপসাগর ওলো ভরে থাক মানুষের মরদেহে এবং আচ্ছাদিত করে ফেলুক বেলাভূমি আর শৈল শ্রেণীকে।

পোসাইডন সম্মত হলেন। এতক্ষণে ট্রয় নগরী পরিণত হয়েছিল এক ভস্ম-স্থূপে। তিনি ট্রোজানদের বিরুদ্ধে তার জমানো ক্ষোভ ভুলে গেলেন। গ্রিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করারপর ভয়ংকরতম ঝড়টি আঘাত করলো গ্রিকদেরকে এবং এতে আগামেমননকে হারাতে হলো তার প্রায় সবগুলো জাহাজ, মেনেলাউসকে এটি ভাসিয়ে নিয়ে গেল মিশরে; চরম পাপী ও ভ্রষ্টাচারী অ্যাজাক্স জলে ডুবে মারা গেল। ঝড়ের তীব্রতার মুখে তার জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে গেল, কিন্তু সে সাঁতারিয়ে তীরে আসতে সক্ষম হলো। সে হয়তো বেঁচে যেত যদি না সে চরম বোকামির বশে চিৎকার করে বলতো যে, সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যাকে সমুদ্র ডোবাতে পারে নি। এরকম ঔদ্ধত্য সর্বদাই দেবতাদেরকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। যেই খাঁজকাটা পাথরের টুকরা সে ধরেছিল পোসাইডন তা ভেঙে দিলেন। পড়ে গেল অ্যাজাক্স এবং ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল মৃত্যুর কাছে।

অডিসিউস মৃত্যুবরণ করলেন না, যদিও তিনি অন্যান্য গ্রিকদের মতো তীব্র ভোগান্তির শিকার হন নি, কিন্তু তিনি ভুগলেন সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে। নিজ গৃহে ফেরার পূর্বে তাকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে হলো দশটি বছর। যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তার সেই ছোট্ট ছেলেটি এক প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক। ট্রয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর অডিসিউস কাটিয়ে দিয়েছেন বিশটি বছর।

তার গৃহ যেই দ্বীপে ছিল, সেই ইথাকার অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়েছে। তার স্ত্রী পেনিলোপী আর তার পুত্র টেলমেকস হাড়া বাকি সবাই ধরে নিয়েছিল যে, তার মৃত্যু ঘটেছে। তারা প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি নয়। সবাই ধরে নিল যে পেনিলোপী একজন বিধবা এবং তার আবার বিয়ে করা উচিত। আশপাশের দ্বীপগুলো এবং ইথাকা থেকে দল বেঁধে পুরুষরা এল তার পানিত্রার্থনা করতে। তিনি তাদের কাউকে গ্রহণ করতে পারলেন না; তার স্বামী

ফিরে আসবেই—এই আশা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকলো, কিন্তু তা কখনোই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। উপরন্তু তিনি এবং টেলেমেকাস উভয়েই তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেন এবং এর কারণও ছিল। তারা ছিল দুর্ব্যবহারকারী লোভী, হেচ্ছাচারী মানুষ, যারা তাদের দিনাতিপাত করছিল বিশাল অট্টালিকার ভিতর অডিসিউসের সঙ্কল্প গোত্রাসে গিলে, তার গন্ধ, মেঘ ও শূকরগুলো বধ করে, তার মদ্য পান করে, তার কাঠ পুড়িয়ে, তার ভৃত্যদেরকে আদেশ দিয়ে। তারা ঘোষণা করলো যে, যতক্ষণ না পেনিলোপী তাদের একজনকে বিয়ে করেছে ততক্ষণ তারা যাবে না। টেলেমেকাসের সাথে তারা ব্যবহার করলো উপহাস ও তাচ্ছিল্য ভরে যেন সে এক সামান্য বালক এবং তাকে গ্রাহ্য করার কিছু নেই। এটি মা ও পুত্র দুজনের জন্যই ছিল এক অসহনীয় অবস্থা, এবং তবু তাদের করার কিছু ছিল না। তারা ছিলেন কেবল দুজন এবং এর মাঝে একজন আবার নারী, এক বিশাল দলের বিরুদ্ধে।

পেনিলোপী প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন তাদেরকে বিরক্ত করে ফেলার। তিনি তাদেরকে বললেন যে, যত দিন না তিনি অডিসিউসের বৃদ্ধ পিতা ল্যাটিসের মৃত্যু উপলক্ষে আগাম একটি শবাচ্ছদন বুনন করতে পারছেন ততদিন তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এমন একটি দিন ধর্মীয় ব্যাপারে তারা মেনে নিল এবং তারা সেই কাজটি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হলো। কিন্তু তা কখনোই শেষ হলো না, কারণ দিনের বেলায় পেনিলোপী যা বুনন করতেন রাতে তা খুলে ফেলতেন। কিন্তু অবশেষে কৌশলটি ধরা পড়ে গেল। তার পরিচারিকাদের মধ্যে কোন একজন রহস্যটি ফাঁস করে দিল পাণি-প্রার্থীদের মধ্যে এবং তারা তাকে সেই কাজে নিমগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করলো। অবশ্যই এরপর তারা আরো পীড়িপীড়ি করতে লাগলো এবং আগের যেকোন সময়ের তুলনায় অধিকতর বেপরোয়া হয়ে উঠলো। কাজেই পরিস্থিতিটা জটিল রূপ ধারণ করলো যখন অডিসিউসের ইতস্তত অনিশ্চিত নৌযাত্রার দশ বছরটি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল।

ক্যাসান্দ্রার প্রতি গ্রিকরা যে অসন্তোষের আচরণ করেছে সেই কারণে অ্যাথেনা গ্রিকদের প্রতি প্রদর্শন করলেন নির্বিচার ক্রোধ, কিন্তু এর পূর্বে ট্রয়ের যুদ্ধের সময় তিনি বিশেষভাবে আনুকূল্য দেখিয়েছেন অডিসিউসের প্রতি। তার চতুর মন, তার ধূর্ততা এবং তার চালাকিতে অ্যাথেনা চমৎকৃত হয়েছিলেন : তিনি সর্বদাই তাকে আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতেন। ট্রয়ের পতনের পর তিনি অন্যদের সাথে অডিসিউসকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন তার ক্রোধপূর্ণ অসন্তোষের ভিতর। অডিসিউসও বিপর্যস্ত হলেন সেই ঝড়ের কাছে যখন তিনি জাহাজে পাল তুললেন এবং তিনি গতিপথ থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হলেন যে, তিনি তা কখনোই খুঁজে পেলেন না। বছরের পর বছর ধরে তিনি চলতে থাকলেন তার সমুদ্র যাত্রায়, মুঝোমুখি হতে থাকলেন একটির পর একটি বিপজ্জনক ঘটনার।

অবশ্য যে কোন রাগ ধরে রাখার জন্য দশ বছর খুবই দীর্ঘসময়। এর মধ্যে পোসাইডনের ব্যতিক্রমটি ছাড়া অন্য সকল দেবতাই তার জন্য দুঃখিত হলেন এবং

সবচেয়ে দুঃখিত ছিলেন অ্যাথেনা। অডিসিউসের জন্য ফিরে এল তার পুরোনো অনুভূতি। তিনি তার কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য স্থির প্রতিজ্ঞা ছিলেন এবং তাকে স্বগৃহে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। যখন তার মনে এই চিন্তা বিরাজ করছিল তখন একদিন তিনি পোসাইডনকে অলিম্পাসে অনুপস্থিত দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি চলে গিয়েছিলেন ইথিওপীয়দেরকে দেখতে, যারা বাস করতো ওস্যানের দূরবর্তী উপকূলে, দক্ষিণে, এবং এটি নিশ্চিত ছিল যে, তিনি সেখানে কিছুকাল অবস্থান করবেন এবং তাদের সাথে সানন্দে ভোজনে অংশ নেবেন। তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাথেনা অডিসিউসের দুঃখজনক ঘটনাটি সবার সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে, অডিসিউস তখন দৃশ্যত এক দীপে বন্দি, যা শাসিত হতো উপদেবী ক্যালিন্সো কর্তৃক, যে তার প্রেমে পড়েছিল এবং তাকে কখনো ফিরে যেতে না দেবার পরিকল্পনা করেছিল। তাকে কেবল স্বাধীনতাটুকু দেয়া ছাড়া অন্য সকল পথেই অভিভূত করে ফেললো; তার যা কিছু ছিল সবই তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু অডিসিউস ছিলেন চরমভাবে দূর্ভাগ্যপীড়িত। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন তার স্ত্রী আর পুত্রের জন্য। তিনি দিনের পর দিন বসে থাকতেন বেলাভূমিতে, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, একটি জাহাজের আগমনের প্রত্যাশায়, যা আর কখনো আসে নি, এমনকি তার গৃহ হতে যে ধোঁয়া নির্গত হতো তা ভেবেও তিনি পীড়িত হয়ে পড়তেন।

অলিম্পীয়রা অ্যাথেনার কথায় আলোড়িত হলেন। তারা অনুভব করলেন যে, অডিসিউস তাদের কাছে আরো ভালো ব্যবহার পাবার দাবি রাখেন। জিউস তাদের সকলের বুদ্ধি একত্রে প্রয়োগ করে তার ফেরার কোন পথ বের করতে বললেন। যদি তারা সকলে একমত হন, তবে পোসাইডন একা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না। জিউস তার নিজের পক্ষ থেকে বললেন যে, তিনি হার্মিসকে পাঠাবেন ক্যালিন্সোর কাছে তাকে এটুকু বলার জন্য যে, সে যেন অবশ্যই অডিসিউসের গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে। অ্যাথেনা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়ে ত্যাগ করলেন অলিম্পাস এবং রওনা দিলেন ইথাকার দিকে। তিনি এরই মধ্যে তার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছিলেন।

তিনি খুবই পছন্দ করতেন টেলেমেকাসকে, কিন্তু তা শুধু এ জন্য নয় যে, সে ছিল তার প্রিয় অডিসিউসের পুত্র; এ জন্য যে, সে ছিল সম্ভ্রান্ত ও স্পষ্টভাষী যুবক, সে ছিল ধীর-স্থির, দূরদর্শী এবং নির্ভরযোগ্য। তিনি ভাবলেন যে, যখন অডিসিউস থাকবেন তার বাড়ি ফেরার যাত্রায় তখন টেলেমেকাসকে স্ত্রীর ক্রোধে পাণি-প্রার্থীদের আক্রমণাত্মক ব্যবহার নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করার চাইতে তাকে কোন ভ্রমণে পাঠিয়ে দেয়াই সমীচীন হবে। এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণাও জন্য দেবে যে তার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হলো তার পিতার কোন খবরের সন্ধান করা। তারা তাকে ভাববে, আসলেই সে যে রকমটি ছিল, যে, সে একজন ধার্মিক যুবক যার ছিল প্রশংসনীয় সম্ভ্রানোচিত আবেগ। সে মতে, অ্যাথেনা এমন এক ছদ্মবেশ

ধারণ করলেন যাতে তাকে দেখালো এক সমুদ্র যাত্রীর মতো এবং চলে গেলেন গৃহভ্যন্তরে। টেলিমেকাস তাকে দরজার সামনে অপেক্ষমাণ দেখলো এবং এই ভেবে বিড়ম্বিত ছিল যে, একজন অতিথিকে তাৎক্ষণিকভাবে স্বাগতম জানানো হয় নি। সে দ্রুত তাকে গৃহভ্যন্তরে এগিয়ে গেল, তার বর্শা হাতে নিল এবং তাকে বসতে দিল সম্মানিত আসনে। উপস্থিত পরিচারিকাবৃন্দও তাকে দ্রুত দান করলো পরম আতিথ্য, তার সামনে পরিবেশন করলো খাদ্য ও মদ এবং তাকে কোন-কিছুরই অভাবে রাখলো না। অতঃপর দুজনে একত্রে আলাপ করলেন। অ্যাথেনা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন যে, সে নিজেরও এরকম মদ্য-পান পর্বের সম্মুখীন হয়েছে কিনা? তিনি টেলিমেকাসকে আক্রমণ করতে চাননি, কিন্তু চমৎকার আচার-ব্যবহার দ্বারা সম্পন্ন একজন মানুষ অভিযুক্ত হতে পারেন তার চারপাশের লোকজন দ্বারা যে অশোভন আচরণ করেছে তার জন্য। তখন টেলিমেকাস তাকে সবকিছু খুলে বললে। সেই ভয়ের কথা যে, অডিসিউস হয়তো নিশ্চিতভাবেই এরই মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন; বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন মানুষ কিভাবে তার মায়ের পাণি-প্রার্থনা করতে এসেছে, যে তাদের প্রস্তাবগুলোকে তিনি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, আবার এগুলোর কোনটি গ্রহণও করতে পারলেন না। সে আরও বললো, কিভাবে পাণি-প্রার্থীরা তাদরেকে ধ্বংস করে ফেলছিল, তাদের খাদ্য ভক্ষণ করে চলছিল এবং কিভাবে বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে চলছিল। অ্যাথেনা চরম ক্রোধ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে, এটি একটি নির্লজ্জ কাহিনী। একবার যদি অডিসিউস বাড়ি ফিরতে পারেন তবে সেই দুষ্ট লোকদের ঘটবে চরম পরিণতি। তখন তিনি টেলিমেকাসকে চরমভাবে উপদেশ দিলেন, যেন সে তার পিতার ভাগ্যের ব্যাপারে কিছু জ্ঞানার চেষ্টা করে। যারা এ ব্যাপারে সবচেয়ে নিশ্চিত তথ্য দিতে পারতেন তারা হলেন নেষ্টর এবং মেনেলাউস। এই বলে তিনি চলে গেলেন, এটি তরুণ যুবাটিতে সঞ্চারিত করলো উষ্ণ আবেগ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এবং এতে দূর হয়ে গেল তার পূর্বের সকল অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ। সে বিস্ময়ভরে উপলব্ধি করলো পরিবর্তনটি এবং এই বিশ্বাস তাকে আচ্ছন্ন করলো যে, তার অতিথিটি ছিলেন এক দৈব-চরিত্র।

পরবর্তী দিন সে তার অনুগত উচ্চ পদে আসীন লোকদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তার পরিকল্পনা প্রকাশ করলো এবং তাদেরকে একটি সুনির্মিত জাহাজ এবং বিশজন দাঁড়ির ব্যবস্থা করতে বললো। কিন্তু বিদ্রূপ-উপহাস ব্যতীত তখন আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। পাণি-প্রার্থীরা তাকে বোঝালো যে, সে যেন গৃহেই অবস্থান করে এবং সেখানে বসেই তার পিতার খবরাদি শোনে। তারা দেখতে চাইছিল যে সে যেন কোন অভিযাত্রায় না বেরোয়। বিদ্রূপের হাসি তুলে তারা সদভ্রমে চলে গেল অডিসিউসের প্রাসাদের দিকে। হতাশায় ভুগে গিয়ে টেলিমেকাস চলে গেল উপত্যকার আরো অনেক দূরে এবং হাঁটতে হাঁটতে সে প্রার্থনা করলো অ্যাথেনার কাছে। তিনি তার কথা শুনলেন এবং এগিয়ে এলেন। তিনি ধারণ

করলেন মেন্টরের রূপ, অভিসিউস সকল ইশাকাবানীর মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। তিনি তাকে সান্ত্বনা ও সাহসের বাণী শোনালেন। তিনি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তার জন্য একটি দ্রুতগামী জাহাজ এনে দেবেন; এবং তিনি নিজে তার সাথে পাল তুলবেন। মেন্টর ব্যতীত অন্য কেউ তার সাথে কথা বলছিল, এটি টেলিমেকাস ভাবতেই পারেনি, কিন্তু সাহায্যটুকু পেয়ে সে প্রকাশ্যে পাণি-প্রার্থীদের বিরোধিতা করার সাহস পেল এবং অভিযাত্রার জন্য সবকিছু প্রস্তুত করার জন্য দ্রুত ফিরে গেল প্রাসাদে। সে রওনা দিতে দূরদর্শীর মতো অপেক্ষা করলো রাত্রি পর্যন্ত। সে নেমে গেল জাহাজের কাছে যেখানে অপেক্ষা করছিলেন মেন্টর (অ্যাথেনা), জাহাজ রওনা দিল এবং খুঁজতে থাকলো বৃদ্ধ নেটরের বাড়ি, পাইলোসকে।

তারা তাকে এবং তার পুত্রগণকে দেখতে পেলেন, উপত্যকায় পোসাইডনের উদ্দেশ্যে একটি উৎসর্গ সম্পন্ন করতে। নেটর তাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন, কিন্তু যেই কারণে তারা সেখানে এসেছে সেই ব্যাপারে তিনি খুব কমই সাহায্য করতে পারলেন। তিনি অভিসিউস সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, তারা এক সাথে ট্রয় ত্যাগ করেন নি এবং এর পর তিনি তার সম্বন্ধে কোন কথাই শোনেন নি। তার মতে যে মানুষটি এ ব্যাপারে সবচেয়ে নিশ্চিত সংবাদ দিতে পারে তিনি ছিলেন মেনেলাউস, যিনি গৃহে ফেরার পূর্বে মিশরের দিকে পুরোটা পথই পাড়ি দিয়েছিলেন। যদি টেলিমেকাস চায় তবে তাকে তার কোন এক পুত্রের সাথে রপ্তে করে পাঠিয়ে দেবেন স্পার্টায়, ঐ পথটি যার চেনা ছিল এবং এটি হবে সমুদ্র পথে যাত্রার চাইতে দ্রুততর। টেলিমেকাস কৃতজ্ঞতা ভরে রাজি হলো এবং জাহাজের দায়িত্ব নেটরের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে পরদিন সে নেটরের পুত্রের সাথে মেনেলাউসের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

তারা যাত্রা বিরতি দিল স্পার্টার রাজকীয় আবাসের পূর্বেই, যেই প্রাসাদটি ছিল দুই যুবকের জীবনে দেখা যেকোনটির চাইতে সুন্দরতর। এক রাজসিক অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। প্রাসাদের পরিচারিকারা তাদেরকে নিয়ে গেল স্নানের জন্য রূপার তৈরি এক স্নান-পাত্রের দিকে এবং তাদের শরীরে মালিশ করলো সুমিষ্ট গন্ধময় এক তৈল।

চমৎকার জ্যাকেট জাতীয় পোশাকের উপর তারা তাদেরকে প্রভালো উষ্ণ ও রক্তিমাবৎ বেগুনি আলখেল্লা এবং নিয়ে গেল ভোজ-সভার দিকে। সেখানে এক ভৃত্যা চটজলদি স্বর্ণ-কলসিতে করে নিয়ে এল পানি, যা সে এক রৌপ্য-পাত্র দ্বারা ঢেলে দিল তাদের পায়ে। তাদের পাশেই রাখা ছিল একটি উজ্জ্বল টেবিল এবং তা সাজানো ছিল অটেল খাদ্য-সামগ্রীতে এবং প্রত্যেকের জন্য একটি করে স্বর্ণ-পানপাত্র পূর্ণ ছিল মদে। মেনেলাউস তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন এবং তাদেরকে যতটুকু সম্ভব খেতে বললেন। যুবকদ্বয় খুব সুখী বোধ করলো এবং এতসব চমৎকার আয়োজনে তারা কিছুটা কুণ্ঠিত বোধ করলো। টেলিমেকাস তার

সঙ্গীটকে কানে কানে বললো, 'অনিশ্চাসে ডিউসের সভাকক্ষ অবশ্যই এবই মতো দৃষ্টিনন্দন হবে। এটি আমার নিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছে।' কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কেটে গেল তার সব আড়ষ্টতা, কারণ মেনেলাউস বলতে শুরু করেছিলেন অডিসিউসের কথা— মহত্ত্ব ও দীর্ঘ দুঃখের কাহিনী। যখন যুবক টেলেমেকাস সে কথা শুনছিল, অশ্রুবিন্দু জমা হচ্ছিল তার চোখের কোণে এবং সে তার আলখেল্লা টেনে তার অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। মেনেলাউস তা দেখে ফেললেন এবং তিনি ধারণা করতে পারলেন তার পরিচয় সম্বন্ধে।

তবে, ঠিক তখনই ঘটলো এক ব্যাঘাত যা কেড়ে নিল সেখানকার প্রত্যেকের চিন্তার একনিষ্ঠতা। সুন্দরী হেলেন বেরিয়ে এলেন সুরভিত্ত কক্ষ থেকে, সঙ্গে তার পরিচারিকাগণ, একজন বহন করছিল তার আসন, আরেকজন তার পায়ের জন্য একটি নরম গালিচা এবং তৃতীয় জন বহন করছিল বেগুনি ওলে পূর্ণ তার রূপার বুড়িটি। তিনি টোলমেকাসকে চিনতে পারলেন তার পিতার সাথে সাদৃশ্যের কারণে এবং তিনি তাকে নাম ধরেই ডাকলেন। নেস্টরের পুত্র উত্তর দিল এবং সে বললো যে, তিনি ঠিকই ধরেছেন। তার বন্ধুটি ছিল অডিসিউসের পুত্র এবং সে তাদের কাছে এসেছে সাহায্য ও উপদেশের জন্য। টেলেমেকাস তাদেরকে তার গৃহের দুর্দশার কথা জানালো, যা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারে কেবল তার পিতার গৃহ-প্রত্যাবর্তন এবং মেনেলাউসকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তার কোন খবর জানেন কিনা, সে ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন।

'এ এক দীর্ঘ কাহিনী,' মেনেলাউস উত্তরে বললেন, 'কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলাম এবং বড় অদ্ভুত উপায়ে। এটি ঘটেছিল মিশরে। সেখানে আমি ফ্যারোস নামক এক দ্বীপে দীর্ঘদিন যাবৎ আবহাওয়া-বিপর্যয়ে বন্দি হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছিল এবং আমি ছিলাম আশাহীন যখন আমার উপর দয়া হলো এক সমুদ্র-দেবীর। তিনি আমাকে জানালেন যে, তার পিতা সামুদ্র-দেবতা প্রোউস আমাকে বাতলে দিতে পারবেন এই জঘন্য দ্বীপ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া এবং নিরাপদে বাড়ি ফেরা যায়, অবশ্য যদি আমি তা তার কাছে আদায় করে নিতে পারি। এ জন্য আমার কাজ হবে তাকে পাকড়াও করা এবং ততক্ষণ ধরে রাখা যতক্ষণ না সে আমি যা জানতে চাচ্ছিলাম তা প্রকাশ করে। তিনি যে পরিকল্পনাটি করলেন তা ছিল অতি চমৎকার। প্রতিদিন প্রোউস সঙ্গে কতগুলো সীল নিয়ে উঠে আসতেন সমুদ্র থেকে এবং এদের সাথে নিয়ে থাকতেন বালিতে, সব সময় একই স্থানে। সেখানে আমি চারটি গর্ত করলাম এবং আমি আমার আরো তিন সঙ্গীসহ লুকিয়ে থাকলাম প্রত্যেকেই দেবীর প্রদত্ত সীলের চামড়ার নিচে। যখন বৃদ্ধ দেবতা আমাদের অনতিদূরে গিয়ে পড়লেন তখন গর্ত থেকে বের হয়ে তাকে ধরে ফেলা কোন ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু তাকে ধরে রাখাটাই ছিল কঠিন—তার ছিল নিজের আকৃতি বৈশিষ্ট্য পাল্টে ফেলার ক্ষমতা এবং সেখানে আমাদের হাতের ভিতরেই তিনি পরিণত হলেন সিংহে, কখনো ড্রাগনে

এবং আরো অনেক পত্নীর রূপে, এবং অবশেষে পরিণত হলেন শাখা-প্রশাখাযুক্ত এক উঁচু বৃক্ষে। কিন্তু আমরা তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখলাম এবং অবশেষে আমি যা জ্ঞানতে চেয়েছিলাম তার সবকিছুই তিনি আমাকে বললেন। তিনি বললেন যে, 'তোমার পিতা ছিলেন এক দীপে, বাড়ি ফেরার তাড়নায় তিনি ক্রমশ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলেন, তাকে সেখানে আটকে রেখেছিলেন উপদেবী ক্যালিন্সো। এরপর আমার আর কিছু জানা নেই, যখন থেকে আমরা ট্রয় ত্যাগ করলাম, দশ বছর আগে।' যখন তিনি কথা বন্ধ করলেন তখন সকলের মাঝে নেমে এল নীরবতা। তারা সকলে ভাবলো ট্রয়ের কথা এবং এরপর ঘটে যাওয়া সব ঘটনা এবং তারা কান্দলো—টেলমেকাস তার পিতার জন্য, সেন্টরের পুত্র তার ভাই দ্রুতগামী অ্যান্টিলোকাসের জন্য, যে মারা গিয়েছিল ট্রয়ের প্রাচীরগুলোর সামনে; মেনেলাউস সেই সব সহযাত্রীর জন্য যারা মৃত্যু বরণ করেছিল ট্রয়-ভূমিতে, এবং হেলেন—কে বলতে পারতো, কার জন্য ঘটলো হেলেনের অশ্রুপাত? তিনি কি ভাবছিলেন প্যারিসের কথা যেন তিনি বসে আছেন তার স্বামীর পাশে সেই চমৎকার প্রাসাদে?

যুবকদ্বয় সেই রাতটুকু কাটালো স্পার্টাতে। হেলেন পরিচারিকাদের আদেশ করলেন তাদের জন্য বাড়ির প্রবেশ মুখেই শয্যার আয়োজন করতে, নরম ও উষ্ণ এবং রক্তিমভাঙ বেগুনি বর্ণের পুরু কম্বল দ্বারা, যা আবৃত হবে মসৃণভাবে বয়ন করা পশমের চাদর দ্বারা এবং সবকিছুর উপরে থাকবে পশমের কাপড়ের আচ্ছাদন। একজন ভৃত্যা হাতে বাতি নিয়ে তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিল এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে আরামে নিদ্রা গেল।

এরই মধ্যে জিউসের আদেশ নিয়ে হার্মিস চলে গিয়েছিলেন ক্যালিন্সোর কাছে। তিনি কারুকার্যময় ফিতায় তার পায়ে বেঁধে নিলেন স্বর্ণের অক্ষয় পাদুকা যা তাকে নিঃশ্বাসের মতো দ্রুততায় বয়ে নিয়ে গেল সমুদ্র ও পৃথিবীর উপর নিয়ে। তিনি হাতে নিলেন তার জাদুর কাঠি যা দ্বারা মানুষের চোখকে মোহাবিষ্ট করলেন সুখনিদ্রায় এবং বায়ুতে ভেসে ভেসে নেমে গেলেন সমুদ্র-সমতলে। তরঙ্গ-চূড়াগুলো ঈষৎ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবশেষে তিনি পৌঁছে গেলেন সেই মনোহর দীপে যা অডিসিউসের জন্য হয়ে উঠেছিল এক ঘৃণ্য বন্দিশালা। তিনি উপদেবীটিকে হুঁজে পেলেন একাকী অবস্থায়, অডিসিউস বরাবরের মতো অশ্রুসিক্ত হচ্ছিলেন বালুকাময় বেলাভূমিতে শূন্য সমুদ্রের পানে চেয়ে চেয়ে। ক্যালিন্সো অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেও স্নেহে নিলেন জিউসের আদেশ। ক্যালিন্সো বললেন যে, যখন জাহাজ ভেঙে পড়েছিল দীপের পাশে তখন তিনিই তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি তার সযত্ন নিরাপত্তা দিয়েছেন। অবশ্যই প্রত্যেককে জিউসের কথা বিশ্বাস করুণা দিতে হয়, কিন্তু এরূপ দাবি অসঙ্গত। কিন্তু তিনি কিভাবেই বা তার শ্রম: যাত্রার ব্যবস্থা করবেন? তার নেই কোন জাহাজ বা নাবিক। কিন্তু হার্মিস উপলব্ধি করলেন যে, এটি ক্যালিন্সোর ভাববার ব্যাপার নয়। 'ওধু জিউসকে রাগান্বিত না করার কথা চিন্তা কর,' তিনি বললেন এবং হাসিমুখে চলে গেলেন।

ক্যালিন্সো বিষাদগ্রস্ত হয়ে প্রয়োজনীয় প্রত্নুতি নিতে লাগলেন। তিনি এটি জ্ঞানালেন অডিসিউসকে, যিনি প্রথমে ধরেই নিয়েছিলেন যে এটি তার মাঝে আরো বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার জন্য উপদেবীটির কোন কূট-কৌশল মাত্র। কিন্তু অবশেষে ক্যালিন্সো তাকে বুঝাতে সক্ষম হলেন। তিনি অডিসিউসকে একটি শত্রু ও সুন্দর নৌযান তৈরিতে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন এবং একে প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করে তাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। অডিসিউস যে আনন্দ নিয়ে তার নৌযান তৈরি করলেন, তার চাইতে অধিক আনন্দে আর কোন মানুষ কোনদিন কোন কাজ করেনি। বিশটি বিশাল গাছ থেকে সেই কাঠ সংগ্রহ করা হলো, এগুলো নৌযানে এতটাই শুকনো ছিল যে, এরা অনেক উঁচু হয়েই ভেসে থাকলো। ক্যালিন্সো তুলে দিয়েছিলেন অনেক খাদ্য ও পানীয়, এমনকি অডিসিউস পছন্দ করতেন এমন এক মুখ রোচক পানীয়। হার্মিসের আগমনের পনেরতম ভোরে অডিসিউস সমুদ্রযাত্রা করলেন শান্ত জলে, এক অনুকূল বায়ুপ্রবাহের সময়।

সতের দিন ধরে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটলো না, সর্বদাই ধাবমান, যা কখনোই তার দুচোখে ঘুম আসতে দিল না। আঠারতম দিনে তিনি সমুদ্রের উপর জেগে উঠতে দেখলেন মেঘে ঢাকা এক পর্বতশৃঙ্গ। তিনি বিশ্বাস করলেন যে, তিনি এখন নিরাপদ।

ঠিক সেই সময়ে ইথিওপিয়া থেকে ফেরার পথে পোসাইডন তাকে দেখে ফেললেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, দেবতারা কি করেছেন। 'কিন্তু', তিনি নিজেকে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি মনে করি, তার গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই আমি তাকে দিতে পারি দুঃখের ভিতর আরো দীর্ঘতর এক যাত্রা।' এর সাথে সাথেই তিনি আহ্বান করলেন সব ঘূর্ণীবায়ুকে এবং সমুদ্র ও স্থলভাগকে ছেয়ে ফেললো ঝড়ো মেঘ। পূর্ব-বায়ু লড়াইয়ে লিপ্ত হলো দক্ষিণ বায়ুর সাথে এবং অন্তত পশ্চিম-বায়ু উত্তর-বায়ুর সাথে, তরঙ্গ-মালা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো অনেকদূর পর্যন্ত। অডিসিউস অনুভব করতে পারলেন মৃত্যুর অতি সন্নিকট-উপস্থিতি।

'হে মানুষগণ, যারা ট্রয়ের মাটিতে মারা গেলেন গৌরবদীপ্তভাবে তারা কতই না পরিতৃপ্ত।' তিনি ভাবলেন, 'আর আমার মৃত্যু হবে একরূপ অগৌরবের মাঝে।' এটি প্রকৃতই মনে হলো যে, তিনি আর রক্ষা পাবেন না। নৌযানটি উঠলো তেমনিভাবে যেমন শুষ্ক খিসল পাতা উড়ে যায় শরতের মাঠের উপর দিয়ে।

কিন্তু করুণাময়ী দেবী তার পক্ষ নিলেন, তিনি হলেন জুপিটার ইনো, যিনি একদা ছিলেন এক থিবীয় রাজকুমারী। তিনি তার প্রতি স্নেহানুভূতি দেখালেন এবং পানি থেকে সিন্ধু-সারসের মতো উঠে এসে তিনি তাকে বললেন যে, তার একটি উপায় ছিল নৌযানটি ত্যাগ করা এবং সাতরে উপস্থিত হয়ে চলে যাওয়া। তিনি তাকে তার অবশুষ্ঠানটি দিলেন যাতে যতক্ষণ সম্ভব থাকবেন ততক্ষণ যেন অডিসিউস বিপদগ্রস্ত না হন। অতঃপর জলদেবীটি বিলীন হয়ে গেলেন বিশাল তরঙ্গমালায় ভিতর।

দেবীর উপদেশ অনুসরণ করা ছাড়া অভিসিউনের আর কিছু করার ছিল না। পোনাইডন তার উদ্দেশ্যে পাঠালেন তরঙ্গমালার মাঝে ভয়ংকরতম তরঙ্গটিকে, যা ছিল সমুদ্রের এক আতংক। এটি ছিন্নভিন্ন করে ফেললো নৌযানের কাঠের গুঁড়িগুলোকে, যেমন এক তীব্র বায়ুপ্রবাহ এসে ছড়িয়ে দেয় শুষ্ক ঝড়ের গানাকে; তেমনি এটি উন্মত্ত জলের উপর উড়িয়ে নিয়ে ফেললো অভিসিউসকে। কিন্তু যদি তিনি এটি জ্ঞানতেন যে সকল খারাপ ঘটনার মাঝে কেটে গেছে সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটি। পোনাইডন সবুট বোধ করলেন এবং আশ্চর্য হয়ে চলে গেলেন অন্য কোথাও অন্য কোন ঝড়ের পরিকল্পনা করার জন্য, এতে মুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন অ্যাথেনা। এবং তিনি শান্ত করলেন তরঙ্গ মালাকে। এর পরেও অভিসিউসকে সাঁতার কাটতে হলো দুদিন ও দুরাত ধরে যতক্ষণ না তিনি পৌছতে পারলেন স্থলভূমিতে এবং ঝুঁজে পেলেন এক নিরাপদ আশ্রয়। তিনি বেরিয়ে এলেন বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া সফেন তরঙ্গপুঞ্জ হতে, নিস্তেজ, ক্ষুধার্ত ও নগ্ন এক শরীর। তখন নেমে এসেছিল সন্ধ্যা, কোন লোকালয় বা কোন প্রাণীর লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু অভিসিউস তো কেবল একজন বীরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তুখোড় বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতাসম্পন্ন মানুষ। তিনি এমন একটি স্থান ঝুঁজে পেলেন যেখানে কয়েকটি গাছ এমন ঘন ও মাটির কাছাকাছি হয়ে জন্মেছিল যে কোন অর্দ্রতা তাদেরকে ভেদ করতে পারতো না। নিচে ছিল শুষ্ক পাতার গাঁদা, যা ছিল অনেক মানুষকে আচ্ছাদিত করার জন্য যথেষ্ট। তিনি একটি গর্ত ঝুঁড়ে ফেললেন এবং সেখানে শুয়ে পড়ে নিজের উপর পুরু আস্তরণের মতো বিছিয়ে দিলেন পাতাগুলো। অবশেষে তিনি উষ্ণ এবং স্থির হলেন, সুমিষ্ট গন্ধ বয়ে গেল তার দিকে এবং তিনি সুখনিদ্রা গেলেন।

অবশ্য তার কোন ধারণাই ছিল না যে, তিনি কোথায় ছিলেন, অ্যাথেনা তার জন্য সবকিছুর সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। দেশটি ছিল ফিয়াসিয়ানদের, যারা ছিল দয়ালু এবং দক্ষ নাবিক। তাদের রাজা ছিলেন মহৎ ও দায়িত্বশীল, যিনি জানতেন তার স্ত্রী অ্যারিট ছিলেন তার চাইতে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং গুরুত্বপূর্ণ যেকোন কিছু মীমাংসা করার দায়িত্ব তিনি তাকে দিয়ে দিতেন। তাদের ছিল এক অবিবাহিতা কন্যা।

নাউসিক্লা, কারণ এই নামেই তাকে ডাকা হতো, পরদিনের সেই ভোরের কথা কখনো কল্পনাই করেনি যখন সে হয়ে উঠবে এক বীরের জীবনের আতা। যখন সে জেগে উঠেছিল তখন সে কেবল পারিবারিক ধোয়া স্নান করার কাজগুলো নিয়ে ভাবছিল। সে ছিল এক রাজকুমারী, প্রকৃতই, কিন্তু তরঙ্গমালার দিনে উচ্চ স্থানীয় মহিলারা কর্মোপযোগী হবে তেমনটিই আশা করা হতো এবং গৃহের চাদর জাতীয় কাপড়গুলো নাউসিক্লার দায়িত্বেই ছিল। তখন কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা একটি গ্রহণযোগ্য কাজই ছিল। তার ছিল দাস-দাসী যারা স্বচ্ছ-চালিত একটি বীর-গতির বাহন তৈরি রাখতো এবং একে ময়লা কাপড়-চোপড়ে পূর্ণ করে দিত। তার মা তার

জন্য সুবাদু খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী দ্বারা পূর্ণ করে দিল একটি বাত্র, একটি স্বর্ণ-ফ্লাস্কে করে তিনি তাকে দিলেন স্বচ্ছ জলপাই তেল যদি সে এবং তার সেবা-দাসীরা এটি ব্যবহার করতে চায় স্নানের সময়। অতঃপর তারা রওনা দিল। বাহন চালাচ্ছিল নাউসিকা। তারা যাচ্ছিল ঠিক সেখানেই যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন অডিসিউস। একটি চমৎকার নদী সেখানে বয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের পানে, যেখানে ছিল অতি সুন্দর এক কাপড় কাচার ঘাট এবং প্রচুর স্বচ্ছ বৃন্দবৃন্দময় জলধারা। সেখানে বালিকারা যা করতো তা হলো কেবল কাপড়গুলোকে বিছিয়ে দেয়া এবং এদের উপর নৃত্য করা যতক্ষণ না সব ময়লা ধুয়ে যেত। জলাশয়গুলো ছিল ঠাণ্ডা ও ছায়াময়, আর এটা ছিল এক আনন্দদায়ক কাজ। অতঃপর তারা কাপড়গুলোকে মেলে দিত বেলাভূমিতে এগুলোকে শুকানোর জন্য, যেখানে সমুদ্র এগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিল আগেই।

অতঃপর তারা আয়েশ করলো। তারা স্নান করলো এবং শরীরে মাখলো মসৃণ ও চকচকে তেল, সেরে নিল মধ্যাহ্ন ভোজ্য এবং মজা করলো একটি বল একে অপরের কাছে নিক্ষেপ করে এবং সবসময় নেচে নেচে। অবশেষে অন্তায়মান সূর্য তাদেরকে সতর্ক করে এটি জানিয়ে দিল যে, আনন্দঘন দিনটি ফুরিয়ে এসেছিল। তারা কাপড়গুলো একত্রে জড়ো করলো, খচ্চরের গাড়িটিতে জোয়াল চড়ালো এবং বাড়ি রওনা দেয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো বন্য চেহারার এক নগ্ন পুরুষকে। অডিসিউস জেগে উঠেছিলেন মেয়েগুলোর কণ্ঠস্বরে। ভয়ে তারা দৌড়ে পালিয়ে গেল, কেবল নাউসিকা ব্যতীত। সে নির্ভয়ে তার মুখোমুখি হলো এবং অডিসিউস তার বাকপটুতার মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব বোধগম্য করে তার সাথে কথা বললেন। 'আমি আপনার পদপ্রান্তে এক দয়াপ্রার্থী ও শরণাগত, হে রানী,' তিনি বললেন; 'কিন্তু আপনি দেবী নাকি মর্তের কেউ তা আমার জানা নেই। আমি কখনো একরূপ কারো পানে দৃষ্টিপাত করিনি। আমি আপনাকে দেখে বিস্মিত হচ্ছি। আপনার কাছে শরণ প্রার্থীর প্রতি সদয় হোন, যে তার জাহাজ ডুবির পর বেঁচে যাওয়া একজন, নির্বাক ও অসহায়, নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্যতম কাপড়টুকুও যার নেই।'

নাউসিকা তার কথায় সহানুভূতিসহ উত্তর দিল। সে অডিসিউসকে বললো তিনি কোথায় এসেছেন এবং বললো যে, সেই দেশের মানুষ হতভাগ্য ভ্রমণকারীদের প্রতি দয়াশীল। এই রাজ্যের রাজা তার বাবা এবং তিনি সকল শিষ্টতা ও আতিথেয়তাসহ তাকে গ্রহণ করবেন। সে ছেকে আনলো আতংকগ্রস্ত পরিচারিকাদেরকে এবং তাদেরকে আদেশ দিল আগন্তুককে তেল দিতে যেন তিনি নিজেকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে পারেন এবং তার জন্য একটি আলখেল্লার ও একটি জ্যাকেট জাতীয় পোশাক খুঁজে দিতে বললো। তিনি যখন স্নান করলেন এবং পোশাক পরিধান করলেন তখন তারা অপেক্ষা করলো এবং অতঃপর সকলেই নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিল। তবে তারা নাউসিকার বাড়ি পৌঁছার পূর্বে, সেই সতর্ক

মেয়েটি অভিসিউসকে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য করলো এবং অন্য মেয়েগুলো একাকী চলে গেল। 'মানুষের জিভকে বেঁধে রাখা যায় না,' সে বললো; 'যদি তারা আমার সাথে তোমার মতো সুদর্শন মানুষকে দেখে তবে তারা সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন ইঙ্গিত দিতে শুরু করবে। এবং তুমি সহজেই আমার পিতার প্রাসাদ খুঁজে পেতে পারবে, এটি খুবই দৃষ্টি নন্দন। সাহসের সাথে প্রবেশ কর এবং সোজা চলে যাও আমার মায়ের কাছে, যিনি তখন কক্ষ উত্তাপকের পাশে বসে সুতা বনন করতে থাকবেন। আমার মা যা বলবেন আমার বাবা তা-ই করবেন।'

অভিসিউস তাত্ক্ষণিকভাবে রাজি হলেন। তিনি তার চমৎকার ধারণার প্রশংসা করলেন এবং তিনি তার দিক নির্দেশনা অনুসরণ করলেন যথাযথভাবে। প্রাসাদে পৌঁছানোর পর তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে হলের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন কক্ষ-উত্তাপকের দিকে এবং রানীর সামনে অবনত হয়ে বসে পড়ে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাজা তাকে দ্রুত টেনে তুললেন এবং তাকে টেবিলে বসতে এবং নির্ভয়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে বললেন। তিনি যেই হোন না কেন বা যেখান থেকেই এসে থাকুন না কেন তিনি নিশ্চিত্তে বিশ্রাম নিতে পারেন এই জেনে যে, তারা তাদের কোন একটি জাহাজে করে তাকে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা নেবে। তখন ছিল ঘুমোবার সময়, তবে পরদিন সকালে অভিসিউস তাদেরকে বলতে পারবেন তার নাম এবং তিনি কিভাবে তাদের কাছে এলেন, তা। কাজেই তারা ঘুমোলেন রাতভর, অভিসিউস পরম সুখনিদ্রায় গেলেন এমন এক নরম গদিতে যা তিনি ক্যালিন্সো দ্বীপ ছাড়ার পর আর কোথাও দেখেন নি।

পরদিন সকল ফিয়াসিয়ান দলপতিদের উপস্থিতিতে তিনি তার দশ বছর ধরে বিক্ষিপ্ত ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি আরম্ভ করলেন ট্রয় থেকে বিদায়ের ঘটনাকে দিয়ে এবং সেই ঝড় দিয়ে যা আঘাত করেছিল তার নৌবহরকে। তার জাহাজটি সমুদ্রবক্ষে তাড়িত হলো নয় দিন ধরে। দশম দিনে তারা এসে ভিড়লেন পদ্মভূকদের দেশে এবং সেখানে অবতরণ করলেন। কিন্তু তারা ক্লান্ত ছিলেন বলে সতেজ হওয়ার জন্য দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের সাথে সদয়ভাবে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদেরকে তাদের ফুল-জাত খাবার খেতে দিল, কিন্তু যারা এগুলোর স্বাদ গ্রহণ করলো, তাদের বাড়ি ফেরার তাড়না লোপ পেল। তারা কেবলই পদ্ম-রাজ্যে থাকতে চাইলো, এবং সকলের মন থেকে সব স্মৃতি হারিয়ে যেতে থাকলো। অভিসিউস তাদেরকে টেনে জাহাজে তুললেন এবং তাদেরকে সেখানে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন। তারা কাঁদলো, থেকে যাওয়ার জন্য তাদের এমনই আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, চিরদিনের জন্য সেই মধুর মতো মিষ্টি ফুলের স্বাদ নিয়ে।

পরবর্তী অভিযানটি ছিল সাইক্লোপস পলিফেমাসের বিরুদ্ধে যার পূর্ণ বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পর্বে দেয়া হয়েছে। তারা এর হাতে তাদের বেশ কিছু

সহযাত্রীকে হারালেন এবং এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার এই ছিল যে, তারা পলিফেনাসের পিতা পোসাইডনকে এতটাই রাগান্বিত করে তুলেছিলেন যে, তিনি এই বলে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, অডিসিউস যেন কেবল দীর্ঘ কষ্টভোগের পরই গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন এবং পথে তিনি যেন হারান তার সকল সহযাত্রীকে। এই দশটি বছর ধরে দেবতাটির সেই ক্রোধ সমুদ্রের পথে পথে তাকে অনুসরণ করেছে।

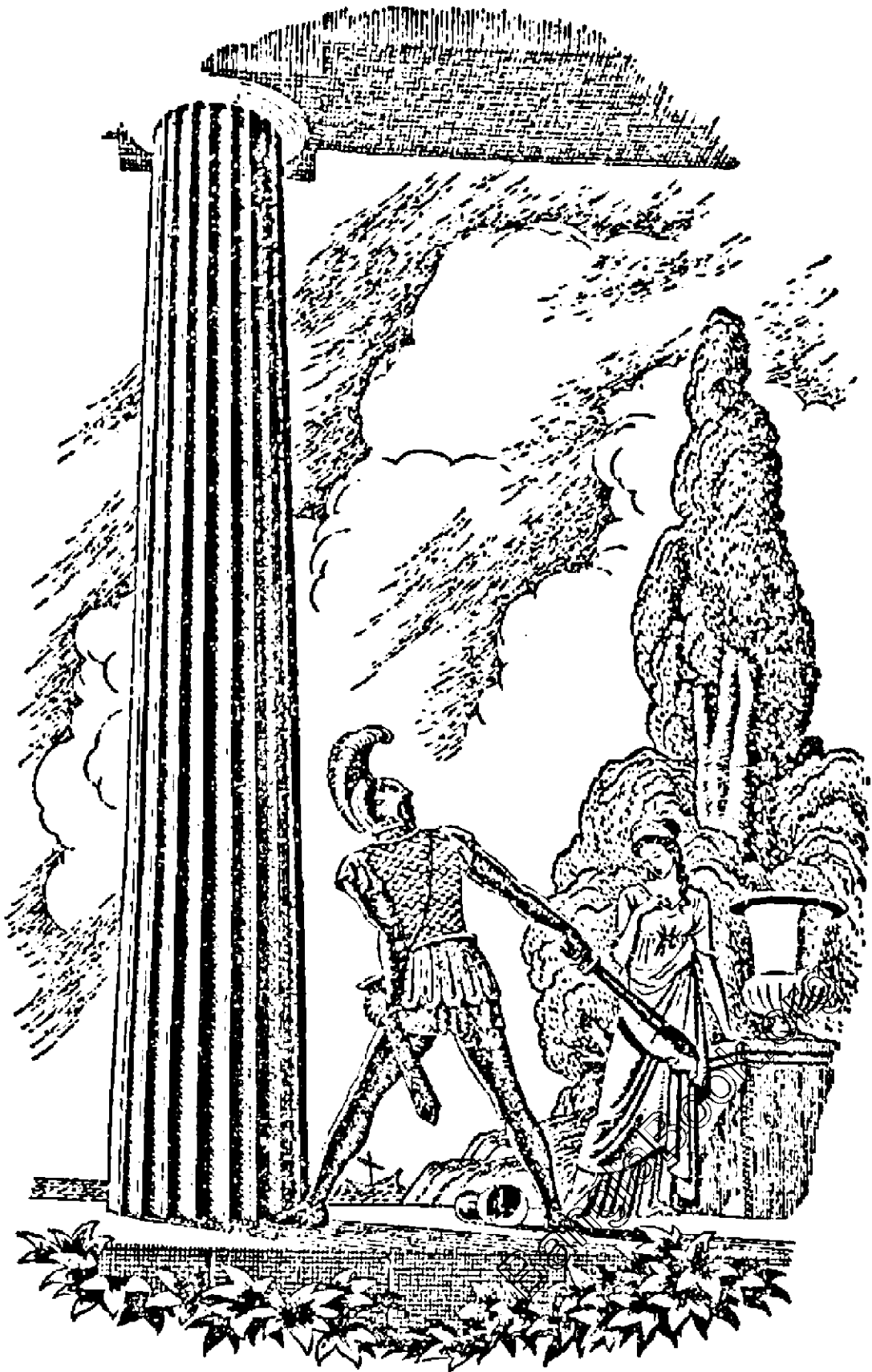
সাইক্লোপসদের দ্বীপ হতে তারা এলেন বায়ুরাজের রাজ্যে, যা শাসিত হতো রাজা ঈওলাস কর্তৃক। জিউস তাকে নির্বাচন করেছিলেন বায়ু-নিয়ন্ত্রণকারীরূপে, কাজেই বায়ুব নিন্তেজ হওয়া বা তীব্র হওয়াটা ছিল তার ইচ্ছার অধীন। ঈওলাস তাদেরকে আতিথেয়তাসহ গ্রহণ করলেন এবং যখন তারা স্থানটি ত্যাগ করলেন তখন অডিসিউসকে বিদায়ী উপহার হিসেবে দেয়া হলো একটি চামড়ার থলি যার ভিতর তিনি ভরে দিলেন সব প্রতিকূল বায়ু। এটি এমন শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিল যে, সবচেয়ে কম বায়ু নির্গমন যা জাহাজের জন্য বিপজ্জনক তা-ও বের হতে পারতো না। নাবিকদের জন্য একরূপ অনুকূল অবস্থায় অডিসিউসের নাবিকরা নিজেদের জন্য মৃত্যু ডেকে আনার উপক্রম করলো। তারা মনে করলো এত যত্ন সহকারে রেখে দেয়া থলিটি হয়তো স্বর্ণে পরিপূর্ণ, যেকোন মূল্যেই তারা দেখতে চাইলো এর ভিতরে কি আছে। তারা এটিকে খুললো, এরফলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসলো সব বায়ু এবং তাদেরকে ভাসিয়ে নিল প্রবল ঝড়। অবশেষে বেশ কিছু বিপদসংকুল দিনের পর তারা ঝুঁজে পেলেন স্থলভূমি; কিন্তু তাদের জন্য মঙ্গলতর ছিল সেই ঝড়কা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেই থেকে যাওয়া, কারণ এটি ছিল লিট্রিগনদের দেশ যারা ছিল দৈত্যাকার এবং নরখাদক। এই ভয়ংকর দলটি অডিসিউসের সব জাহাজ ধ্বংস করে দিল, কেবলমাত্র তিনি যে জাহাজটিতে ছিলেন সেটি ব্যতীত, যা আক্রমণ শুরু হওয়ার সময়ও পোতাশ্রয়ে ঢুকেনি।

এ পর্যন্ত এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ক্ষয়-ক্ষতি এবং ভগ্নহৃদয় নিয়ে তারা পৌঁছলেন পরবর্তী দ্বীপে। তারা কখনো সেখানে নামতেন না যদি তারা জানতেন তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। তারা এসেছিলেন পরম সুন্দরী ও সবচেয়ে বিপজ্জনক কুইকিনী সার্সির রাজ্য ঈয়াতে। যে-ই তার কাছে যেত সেই পরিণত হতো জড়ুতে। কেবল তার যুক্তি বোধটিই অবশিষ্ট থাকতো: সে বুঝতে পারতো তার কি ঘটেছে। অডিসিউস তার যেই দলটিকে এলাকার ঝোঁড়-ঝবর নিতে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে সে প্ররোচিত করে নিয়ে গেল তার গৃহে এবং তাদেরকে শূকরে পরিণত করলো। সে তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখলো একটি খোঁয়াড়ে এবং খেতে দিল ওক গাছের বীজ। তারা সেগুলো খেয়ে উঠলো, তারা ছিল শূকর। কিন্তু তারা অন্তঃকরণে ছিল মানুষ, যদিও তারা তাদের প্রকৃতরূপে অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, কিন্তু তারা পুরোপুরি সার্সির নিয়ন্ত্রণেই ছিল।

অডিসিউসের জন্য সৌভাগ্য ছিল এটি যে, দলটির একজন সেই বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারে সাবধানী ছিল। যা কিছু ঘটেছে তার সবই সে দেখলো এবং ভয়ে

আতংকিত হয়ে ফিরে গেল জাহাজে। বরফটি অডিসিউসের মনে কোন সাবধানতা জাগিয়ে তুললো না। তিনি রওনা দিলেন, একাকী—নাবিকদের কেউই তার সাথে যেতে পারলো না—তিনি গেলেন কিছু একটা করার চেষ্টা করতে, তার লোকদের জন্য সাহায্য দিতে। পথে তার সাথে দেখা হলো হার্মিসের। তাকে দেখালো একজন যুবকের মতো, সেই বয়সের মতো যখন কোন যুবককে দেখায় সুন্দরতম। তিনি অডিসিউসকে বললেন যে, তিনি একটি ওষধির কথা জানেন যা তাকে সার্সির মারাত্মক জাদুকলা থেকে রক্ষা করতে পারে। এর সাহায্যে তিনি যেকোন কিছুর হাদ বুঝতে পারবেন এবং সব ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবেন। যখন তিনি পান করে পেয়ালটি শূন্য করে ফেলবেন তখন সার্সি তাকে আরো সাধবে হার্মিস বললেন, তখন তিনি যেন তাকে ছুরিকাঘাত করার ভয় দেখান যদি না সে তার সহযাত্রীদেরকে মুক্তি দেয়। অডিসিউস ওষধিটি নিলেন এবং কৃতজ্ঞতাভরে তার পথে রওনা দিলেন। হার্মিস যা অনুমান করেছিলেন সবকিছু তার চাইতে ভালো ঘটেগো। যখন সার্সি জাদুটি প্রয়োগ করলো অডিসিউসের উপর, যা এতদিন পর্যন্ত কখনো অসফল হয়নি, সে বিষয়ভরে দেখলো যে, অডিসিউস দিব্যি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোন পরিবর্তন ছাড়াই, তাই সে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো অভিভূত হয়ে, যাকে তার জাদু কারু করতে পারেনি, এমনভাবে যেন সে তার প্রেমে পড়ে গেছে। অডিসিউস যা চাইতো সে তা-ই করতে প্রস্তুত ছিল এবং সে তৎক্ষণাৎ তার সহযাত্রীদেরকে মানব-রূপে ফিরিয়ে আনলো। সে তাদের সাথে সহানুভূতিময় আচরণ করলো, তাদেরকে তার বাড়িতে এমন আড়ম্বরময়ভাবে ভোজ প্রদান করলো যে, একটি পুরো বছরের জন্য তারা তার সাথে থেকে গেল।

অবশেষে যখন তারা উপলব্ধি করলো যে, তাদের বিদায়ের সময় এসেছে, তখন সে তার জাদুময়ী প্রজ্ঞা ব্যবহার করলো তাদের অনুকূলে। সে বুঝতে পারলো নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য তাদের পরবর্তীতে অবশ্যই কি করা উচিত। সে তাদের কাছে উত্থাপন করলো এক ভয়ংকর পরিকল্পনা। তাদেরকে অবশ্যই পাড়ি দিতে হবে ওস্যান নদী এবং জাহাজটিকে ভিড়াতে হবে পার্সিফোনের তীরে, যেখানে রয়েছে হেডিসের অশ্রুকার জগতে ঢোকার একটি প্রবেশ পথ। অডিসিউসকে তখন অবশ্যই নেমে যেতে হবে পাতাল রাজ্যে এবং খুঁজে বের করতে হবে ভবিষ্যদ্বক্তা টাইরেসিয়াসের আত্মাকে, যিনি ছিলেন থিবিসের এক পবিত্র মানুষ। তিনি অডিসিউসকে বলে দেবেন কিভাবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তার প্রেতাত্মাকে মোহমুগ্ধ করে নিকটে আনার কেবলমাত্র একটি উপায় ছিল। আর তা ছিল মেঘ হত্যা করা এবং এদের রক্ত দ্বারা একটি মাটির গর্ত পূর্ণ করা। সকল প্রেতাত্মারই থাকে রক্ত পান করার অপ্রতিরোধ্য ব্যগ্রতা। এদের সকলেই দ্রুত ধাবমান হয়ে এগিয়ে আসবে সেই গর্তের দিকে, কিন্তু অডিসিউসকে বের করে আনতে হবে তার তরবারি এবং এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ না টাইরেসিয়াস কথা বলবে।



অভিসিউস এবং মার্সি

এটি প্রকৃতই ছিল একটি দুঃসংবাদ এবং যখন তারা সার্সির দ্বীপ ত্যাগ করলেন তখন তারা সকলেই ক্রন্দনশীল হয়ে উঠলেন এবং জাহাজের অগ্রভাগ ঘুরিয়ে দিলেন এদ্রিবাসের দিকে, যেখানে হেডিস রাজ্যত্ব করেন ভয়ংকর পার্সিফোনের সাথে। প্রকৃতই এটি ছিল অত্যন্ত আতংকজনক যখন গর্তটি খনন করা হলো এবং পূর্ণ করা হলো রক্ত দ্বারা এবং মৃতদের আত্মাগুলো দল বেঁধে এর দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু অডিসিউস ঘাবড়ে গেলেন না। তিনি তার তীক্ষ্ণ তরবারি উদ্যত করে তাদেরকে আটকে রাখলেন যতক্ষণ না তিনি দেখলেন টাইরেনিয়াসের প্রেতাত্মাকে। তিনি তাকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিলেন এবং সে পান করলো কালো রক্ত, তিনি তার কাছে তার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। ভবিষ্যদ্বাণী তার উত্তরসহ প্রস্তুত ছিল। সে বললো, যে প্রধান বিপদটি তাদের প্রতি হুমকিস্বরূপ ছিল তা হলো, তারা হয়তো আহত করে ফেলতে পারে সূর্য-দেবের গাভীগুলোকে যখন তারা প্রবেশ করবেন সেই দ্বীপে যেখানে এরা বাস করতো। সেগুলো ছিল জগতের সুন্দরতম গাভী এবং সূর্য-দেবের অতি প্রিয়। কিন্তু যা কিছুই ঘটুক না কেন অডিসিউস বাড়ি ফিরতে পারবেন এবং যদিও তাকে সহ্য করতে হবে চরম কষ্ট, কিন্তু অবশেষে তিনিই জয়যুক্ত হবেন।

ভবিষ্যদ্বাণী তার কথা বন্ধ করার পর মৃতদের এক দীর্ঘ মিছিল এগিয়ে গেল রক্ত পানের জন্য এবং কথা বললো অডিসিউসের সাথে এবং চলে গেল মহান বীর এবং অতীতের সুন্দরী নারীরা, যোদ্ধারাও, যারা মারা গিয়েছিল ট্রয়ের যুদ্ধে। এল একিলিস এবং অ্যাজাক্স, যে তখনও প্রতিশোধপ্রবণ ছিল একিলিসের বর্মের জন্য যা গ্রিক দলপতিরা তাকে না দিয়ে দিয়েছিলেন অডিসিউসকে। এল আরো অনেকে, সকলেই উদ্গ্রীব ছিল তার সাথে কথা বলার জন্য। অবশেষে অগণিত। ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠা ভয় এসে গ্রাস করলো অডিসিউসকে। তিনি দ্রুত চলে গেলেন জাহাজে এবং তার নাবিকদেরকে আদেশ করলেন পাল তুলে রওনা দেয়ার জন্য।

সার্সির কাছ থেকে জেনেছিলেন তাদেরকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে সাইরেনদের দ্বীপ। তারা গান করতো চমৎকার এবং সেই কণ্ঠস্বরে মত্তমুগ্ধ হয়ে মানুষ ভুলে যেত তার সবকিছু এবং সেই গান কেড়ে নিত তাদের জ্ঞান। যে সব মানুষকে তারা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যেত মৃত্যুর কাছে তাদের ধূসরিত কংকণ ছড়িয়ে থাকতো তাদের চারপাশে যখন তারা গান করতো বেলাভূমিতে বসে। অডিসিউস তার লোকজনকে এদের সম্বন্ধে অবহিত করলেন এবং এদেরকে নিরাপদে অতিক্রম করে চলে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল প্রত্যেকের কান মোম দ্বারা বন্ধ করা। কিন্তু তিনি নিজে সেই গান শুনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, ক্রুগণ যেন তাকে মাস্তুলের সাথে এমন দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে যাতে তিনি ছুটে যেতে না পারেন। তারা তাই করলো এবং চলে এল দ্বীপটির কাছে। কিন্তু অডিসিউস ছাড়া কেউই শুনতে পেল না সেই চমৎকার সংগীত। তিনি তা শুনলেন এবং এর বাণী ছিল সুরের চাইতে অধিক প্রলুব্ধকারী, বিশেষত একজন গ্রিকের কাছে। তারা

বুঝালো যে, তাদের কাছে যে-ই আসতো তারা তাকে দান করতো জ্ঞান, গভীর প্রজ্ঞা এবং আত্মার উৎকর্ষ। 'এর পর পৃথিবীতে কি ঘটবে আমরা জানি তার সবকিছুই।' এমনি মনোমুগ্ধকর ছন্দময়তায় বেজে উঠলো তাদের গান এবং অভিসিউসের চিত্ত গভীর প্রত্যাশায় হয়ে উঠলো বেদনাতুর।

কিন্তু রশিগুলো তাকে ধরে রাখলো এবং বিপদটি কেটে গেল নিরাপদে। তখন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক সামুদ্রিক বিপদ—সাইলা ও চ্যারিবডিসের মধ্যবর্তী স্থানে। আর্গোনটগণ এর ভিতর প্রবেশ করলো; ঈনিয়াস, যিনি ঠিক সেই সময়ে ইটালির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, একে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এক ভবিষ্যদ্বক্তার সতর্কবাণীর কারণে, অবশ্য অভিসিউস এটি অতিক্রম করে যেতে পারলেন অ্যাথেনার সজাগ পর্যবেক্ষণের কারণে। কিন্তু এটি ছিল এক ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষা এবং সেখানে জীবন হারালো ছয়জন নাবিক। অবশ্য তারা কোনক্রমেই খুব বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারতো না, সূর্য-দেবের দ্বীপে তারা করেছিল এক অবিশ্বাস্য বোকামি। তারা ছিল ক্ষুধার্ত এবং তারা হত্যা করলো পবিত্র গাভীটিকে। অভিসিউস ছিলেন দূরে। তিনি একাকী দ্বীপের ভিতর গিয়েছিলেন প্রার্থনা করতে। ফিরে এসে তিনি খুবই হতাশ হলেন, কিন্তু গাভীটিকে রান্না করে ভক্ষণ করে ফেলা হয়েছিল এবং আর কিছুই করার ছিল না। সূর্য-দেবের প্রতিশোধও ছিল তাৎক্ষণিক। যেই মাত্র তারা দ্বীপটি ত্যাগ করলো এক বজ্রপাত ধ্বংস করে ফেললো তাদের জাহাজটিকে। সকলেই ডুবে মারা গেল, কেবল অভিসিউস ব্যতীত। তিনি ধরে রাখলেন জাহাজের তলদেশ এবং সেই ঝড় হতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। অতঃপর তিনি বাহিত হলেন দিনের পর দিন, যতক্ষণ না অবশেষে তিনি এসে পৌঁছলেন ক্যালিন্সোদের দ্বীপে, যেখানে তাকে থাকতে হয়েছিল বহু বছর ধরে। অবশেষে তিনি স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। কিন্তু প্রবল এক ঝড়ে তার জাহাজডুবি হলো এবং অনেক ভয়ংকর সব বিপদ মোকাবেলা করার পরেই কেবল তিনি ফিয়াসিয়ানদের রাজ্যে পৌঁছতে পারলেন, যিনি ছিলেন এক অসহায় ও দুর্গত মানুষ।

দীর্ঘকাহিনী বর্ণনা শেষ হলো, কিন্তু উপস্থিত সকলেই স্থির হয়ে বসে রইল, এটি দ্বারা আবেগাপ্ত হয়ে। অবশেষে রাজা কথা বললেন। তার দুর্ভাগ্য শেষ হয়েছে বলে রাজা নিশ্চয়তা দিলেন অভিসিউসকে। তারা তাকে সোঁদীনই বাড়ি পাঠাবে এবং উপস্থিত প্রত্যেকে তাকে বিদায়ী উপহার সামগ্রী দিয়ে যেতলো তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। সকলেই রাজি হলো। জাহাজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো, উপহার সামগ্রী এক সপ্তে বেঁধে দেয়া হলো এবং অভিসিউস তাকে আতিথ্যদানকারী সদয় মানুষদের কাছ থেকে সন্তোষ বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়লেন। তিনি আয়েশে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন জাহাজের পাটাতনের উপর এবং তার দুটোখে এসে ভর করলো সুখ-নিদ্রা। জেগে উঠে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন এক শুষ্কভূমিতে, সৈকতের উপর শুয়ে। নাবিকরা তাকে নামিয়ে দিয়েছিল তীরে, যেমনটি তিনি

ছিলেন ঠিক তেমন ভাবে এবং তার দ্রব্যাদি তার পাশে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে চলে গেল। তিনি অকস্মৎ উঠে পড়লেন এবং চারনিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি তার নিম্ন দেশকে চিনতে পারলেন না। এক তরুণ এগিয়ে এল তার দিকে আপাতভাবে তাকে মনে হলো এক মেঘপালক, কিন্তু যখন সে মেঘ চড়ায় তখন তাকে চমৎকার ও সম্ভ্রান্ত ব্যবহার সম্পন্ন কোন রাজপুত্রের মতো হয়। তাকে অডিসিউসের কাছে তেমনি মনে হলো, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে ছিল অ্যাথেনার পরিবর্তিত রূপ। সে তার কৌতূহলজ্ঞাপক প্রশ্নের উত্তর দিল এবং তাকে বললো যে তিনি তখন ইথাকায়। এমনকি এই আনন্দময় সংবাদের মাঝেও অডিসিউস তার সতর্কতা বজায় রাখলেন। তিনি কে এ ব্যাপারে তিনি তাকে একটি দীর্ঘ কাহিনী বললেন যার মধ্যে একটিও সত্য কথা ছিল না। তাই দেবী মৃদু হাসলেন এবং অতঃপর তিনি স্বমূর্তি ধারণ করলেন, দৈব উচ্চতা ও সৌন্দর্য নিয়ে। 'তুমি অসংকুটিত দুর্বৃত্ত।' দেবী হেসে বললেন, 'যে কেউ তোমার শঠতার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে চাইলে তাকে হতে হবে চতুর মানুষ।' অডিসিউস তুরীয় আনন্দে উদ্ভূত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানালেন কিন্তু দেবী তাকে আদেশ দিয়ে স্বরণ করিয়ে দিলেন কত কাজ তখনো বাকি এবং দুজনে ঠিক করলেন যে, একটি পরিকল্পনা খুঁজে বের করতে হবে। অ্যাথেনা তাকে বললেন তার গৃহের দ্রব্যাদি কেমন আছে এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি সেই বাড়ি থেকে পাণি-প্রার্থীদেরকে বিতাড়িত করতে তাকে সাহায্য করবেন। সেদিন থেকে অ্যাথেনা তাকে পরিণত করে ফেললেন এক ভিক্ষুকে যাতে তিনি অচেনা রূপে সর্বত্র চলাফেরা করতে পারেন। সেই রাতটি অডিসিউসকে অবশ্যই কাটাতে হবে তার শূকর-পালক, ইউমেউসের সাথে, যে ছিল এক অসম্ভব বিশ্বস্ত লোক। নিকটস্থ এক গর্তে মূল্যবান সামগ্রীগুলো, লুকিয়ে রেখে তারা আলাদা হয়ে গেলেন। অ্যাথেনা চলে গেলেন টেলেমেকাসের বাড়িতে তার সাথে দেখা করতে, আর দেবীর জাদুতে এক অতিশয় দরিদ্র ও শতচ্ছিন্ন বৃদ্ধ পরিণত হয়ে অডিসিউস খুঁজতে গেলেন সেই শূকর-পালককে। ইউমেউস বৃদ্ধ আগন্তুককে স্বাগত জানালো, তাকে চমৎকারভাবে আপ্যায়ন করলো এবং রাতটির জন্য তাকে থাকতে দিল, তাকে পরতে দিল তার নিজের পুরু আলখেল্লাটি।

ওদিকে, প্যালাস অ্যাথেনার প্রণোদনায় টেলেমেকাস বিদ্যুৎ বিনলেন মেনেলাউস এবং হেলেনের কাছ থেকে। তার পৌছানোর পরপরই তার জাহাজ যাত্রা শুরু করলো সর্বোচ্চ দ্রুতিতে, গৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে। তিনি এরকমই পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আবারও অ্যাথেনা তার মনে এই চিন্তাটি ঢুকিয়ে দিলেন যে—জাহাজ থেকে নামার পর তার সরাসরি বাড়ি যাওয়া ঠিক নয়, তার অনুপস্থিতিতে কিছু ঘটেছে কিনা তা জানার জন্য তার প্রথমে যাওয়া উচিত সেই শূকর-পালকের কাছে। অডিসিউস যখন সন্ধ্যার নাস্তা তৈরিতে সাহায্য করছিলেন তখন যুবকটি তার দরজায় এল। ইউমেউস তাকে আনন্দাশ্রুসহ স্বাগত জানালো এবং বসতে ও খেতে বললো, তার পূর্বেই তিনি শূকর-পালকটিকে দ্রুত পাঠিয়ে

দিলেন পেনিলোপীর কাছে, তার প্রত্যাভর্তনের খবর দেয়ার জন্য। তখন পিতা-পুত্র একাকী একত্রে অবস্থান করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে অডিসিউস দরজার ও পাশে অ্যাথেনার আগমন বুঝতে পারলেন তার ইশারায়। তিনি গেলেন দেবীর কাছে এবং মুহূর্তের মধ্যে দেবী অডিসিউসকে ফিরিয়ে আনলেন তার স্বরূপে এবং তিনি তাকে টেলেমেকাসের কাছে তার প্রকৃত পরিচয়টি দিতে বললেন। যুবকটি কিছুই বুঝতে পারলো না যতক্ষণ না অডিসিউস ভিক্ষুকের বেশ ছেড়ে ফিরে এলেন তার রাজকীয় রূপ নিয়ে। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন যেন দেখছেন কোন দেবতাকে। 'আমি তোমার পিতা,' অডিসিউস বললেন, এবং উভয়ে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হলো তাদের চোখ। কিন্তু তাদের সময় ছিল অতি সামান্য এবং অনেক কিছুই পরিকল্পনা করার বাকি ছিল। এরপর চলতে থাকলো উৎকণ্ঠিত আলাপচারিতা। অডিসিউস পাণি-প্রার্থীদেরকে বলপূর্বক সরিয়ে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু দুজন মানুষ কিভাবে একটি বিশাল দলকে মোকাবেলা করবে? অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, পরবর্তী সকালে তাদের বাড়ির ফেরা উচিত। অডিসিউস আবার তার ছদ্মবেশ ধারণ করলেন এবং টেলেমেকাসও সব যুদ্ধাস্ত্র লুকিয়ে ফেললেন, কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে তারা এগুলো সহজেই পেতে পারেন তেমন ভাবে রেখে। অ্যাথেনা দ্রুত সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। যখন ইউমেউস ফিরে এল, সে তার বৃদ্ধ ভিখারীকে পূর্বাবস্থাতেই ফিরে পেল।

পরদিন টেলেমেকাস একাকীই চললেন, অপর দুজন তাকে অনুসরণ করতে থাকলেন। তারা শহরে এসে পৌঁছলেন এবং অবশেষে দীর্ঘ বিশ বছর পর অডিসিউস তার প্রিয় আবাসস্থলে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি পৌঁছলেন তখন এক বয়সী কুকুর, তার মাথা ভুললো এবং তার কান খাড়া হয়ে গেল। এই সেই আর্গস যেটিকে অডিসিউস জন্মাতে দেখেছেন তার ট্রয় যাত্রার পূর্বেই। এটি তার প্রভুর আগমনী বুঝতে পারলো এবং তার লেজ নাড়তে থাকলো; কিন্তু এটির সামান্য শক্তিও ছিল না নিজেকে তার কাছে একটু এগিয়ে নেয়ার। অডিসিউস একে চিনতে পারলেন এবং নিজের অশ্রু সম্বরণ করলেন। শূকর-পালকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে অডিসিউস এর কাছে গেলেন এবং যেই মুহূর্তে তিনি সন্তোষে এলেন তখনই মৃত্যু ঘটলো বড়ো কুকুরটির।

বিশাল কক্ষের ভিতর পাণি-প্রার্থীরা ভোজনশেষে অলসভাবে তাদের সময় নষ্ট করছিল, তারা এমন এক মানসিক অবস্থায় ছিল যে অনুপ্রবেশকারী দুর্দশাময় বৃদ্ধটিকে নিয়ে তামাশা করছিল এবং অডিসিউস তাদের বাস্তবিক সব কথা শুনলেন চরম ধৈর্য সহকারে। অবশেষে তাদেরই একজন বিনোদনজাজী লোক বিরক্ত হয়ে উঠলো এবং অডিসিউসকে আঘাত করলো। অঘাত করার সাহস দেখালো এমন একজন আগন্তুককে যে প্রার্থনা করছিল আতিথেয়তা। পেনিলোপী এই নিষ্ঠুরতার কথা জানতে পারলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজে সেই দুর্ভাগ্য

পীড়িত বৃদ্ধের সাথে কথা বলবেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে সেই ভোজনভার কক্ষে যাওয়ার। তিনি টেলিমেকাসকে দেখতে চাইলেন এবং তার কাছে এও মনে হলো যে, তার নিজের উচিত তার পাণি-প্রার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করা। তিনি তার পুত্রের মতোই ছিলেন দূরদর্শী। যদি অডিসিউস মারা গিয়ে থাকেন তবে এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে মঙ্গলজনক হবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী এবং উদার লোকটিকে বিয়ে করা। তার উচিত হবে না তাদেরকে খুব বেশি নিরুৎসাহিত করা। এছাড়া তার এমন একটা ধারণা জন্মেছিল যেটিকে বেশ চমৎকার বলে মনে হচ্ছিল। কাজেই তিনি তার কক্ষ থেকে চলে গেলেন সভা-কক্ষে। তার পাশে ছিল দুই পরিচারিকা এবং তারা তার মুখ-মণ্ডলের সামনে ধরে রেখেছিল একটি নেকাব। আর তাকে এমনই মনোহারিণী দেখাচ্ছিল যে, উপস্থিত পাণি-প্রার্থীরা তার রূপ দর্শনে শিহরিত হয়ে উঠলো। একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো, কিন্তু সতর্ক নারীটি উত্তরে বললেন যে, তিনি ভালো করেই জানেন যে, তিনি তার সৌন্দর্য পুরোটাই হারিয়েছেন শোক এবং উৎকর্ষার চাপে। তাদের কাছে তিনি এসেছেন একটি জরুরি বিষয়ে কথা বলতে। সন্দেহ নেই যে তার স্বামী আর আসবেন না। তাহলে কেন তাদের মাঝে কেউ তাকে প্রচুর উপহার সামগ্রী দিয়ে তার মতো সম্ভ্রান্ত নারীকে বিয়ে করছে না। এই পরামর্শে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ হলো। সকলেই তার জন্য নিয়ে এল চমৎকার সব দ্রব্যাদি, পোশাক, রত্ন-সচিত্র অলংকার এবং স্বর্ণের কণ্ঠহার। তার পরিচারিকারা সেগুলো নিয়ে গেল এবং পেনিলোপী তার প্রসন্ন হৃদয়ে গভীর সন্তুষ্টি বোধ করলেন।

অতঃপর তিনি ডেকে পাঠালেন সেই আগন্তুককে যার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি সদয়ভাবে তার সাথে কথা বললেন এবং অডিসিউস তাকে তার স্বামীর সাথে ট্রয়ের পথে দেখা হওয়ার একটি কাহিনী বললেন যা তাকে ততক্ষণই কাঁদালো যতক্ষণ না তিনি তাকে সাবুনা দিলেন। তবুও অডিসিউস নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন না, তিনি তার মুখমণ্ডলে ধরে রাখলেন এক দৌহ-কঠোরতা। কতক্ষণ পর পেনিলোপী স্বরণ করলেন একজন আতিথ্যদানকারীরূপে তার কর্তব্যসমূহকে। তিনি ডেকে পাঠালেন এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ইউরিক্লিয়াকে যে অডিসিউসের যত্ন নিয়েছে তার বাল্যকাল হতে এবং তাকে আদেশ করলেন আগন্তুকের পা ধুয়ে দেয়ার জন্য। অডিসিউস ভয় পেয়ে গেলেন, কারণ বাল্যকালে এক বন্যশূকর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করেছিল তার এক পায়ে এবং তিনি ভয়ালেন সে হয়তো তা চিনে ফেলবে। তা-ই ঘটলো এবং সে তার পা-টিকে এমনভাবে ছুড়ে ফেলে দিল যে পা ধোয়ার পাত্রটি উল্টে গেল এবং অডিসিউস তার হাত ধরে ফেললেন এবং বিড়বিড় করে বললেন, 'ওহে তুমি তো জানই। আরও কাউকে জানতে দিও না।' পরিচারিকাটি ফিসফিস করে তার প্রতিজ্ঞার কথা বললো এবং অডিসিউস চলে গেলেন। সভাকক্ষের প্রবেশ মুখেই তিনি একটি শয্যা দেখতে পেলেন কিন্তু তিনি ঘুমোতে পারলেন না, কারণ তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কিভাবে তিনি এতগুলো

নির্লজ্জ লোককে পরাস্ত করবেন। অবশেষে তিনি নিজেকে স্বরণ করিয়ে দিলেন যে, সাইক্লোপসদের ওহাতে তার অবস্থা আরও খারাপ ছিল এবং আর্থেনার সাহায্য নিয়ে তিনি এখানেও সাফল্য পাওয়ার আশা পোষণ করলেন এবং ঘুমোতে গেলেন।

সকালে পাণি-প্রার্থীরা আবার এল, আগের চেয়েও ছিল বেশি উদ্ধত। যাক্ষে-তাইভাবে এবং আরাম করে তারা বসে পড়লো তাদের চারপাশে সাজানো অটেল খাবারের মাঝে; তারা জানতো না যে, দেবীটি এবং অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করা অডিসিউস তাদের জন্য আয়োজন করছিল এক ভয়ংকর ভোজ-সভার।

পেনিলোপী কিছু না জেনেই তাদের পরিকল্পনা এগিয়ে নিলেন। রাতে তিনি নিজেই একটি পরিকল্পনা করলেন। যখন সকাল হয়ে এল তখন তিনি গেলেন তার শুদাম-ঘরে যেখানে অন্য অনেক দ্রব্যের সাথে ছিল একটি বিরাট ধনুক এবং একটি তৃণী, যা পরিপূর্ণ ছিল তীরে। এগুলো ছিল অডিসিউসের এবং তার হাত ছাড়া আর কেউ এগুলোতে কখনো তার লাগায়নি বা ব্যবহারও করেনি। এগুলোকে নিজে নিচে নামিয়ে এনে তিনি গেলেন সেখানে, যেখানে জড়ো হয়েছিল পাণি-প্রার্থীরা। 'তুনু, আমার সম্মানিত জনেরা,' তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের সামনে রাখছি দেবতুল্য অডিসিউসের ধনুকগুলো। যিনি এর তার বাঁধতে পারবেন এবং এক সারিতে রাখা বারোটি আংটির ভিতর দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতে পারবেন আমি তাকেই আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবো।' টেলেমেকাস তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন এটিকে কিভাবে তাদের অনুকূলে নিয়ে যেতে হবে এবং তিনি দ্রুত তার মায়ের কথায় সায দিলেন। 'পাণি-প্রার্থীরা সকলেই আসুন,' তিনি চিৎকার করে বললেন, 'কোন বিলম্ব বা কালক্ষেপ নয়। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন। আমিই প্রথম চেষ্টা করবো এবং দেখুন আমি আমার পিতার অস্ত্র বহন করার যোগ্য কিনা।' এই বলে তিনি আংটিগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজালেন, এদেরকে স্থাপন করলেন একই রেখায়। অতঃপর তিনি ধনুকটি হাতে নিলেন এবং এর তার স্থাপনে আগ্রাণ চেষ্টা করলেন। অডিসিউস তাকে বারণ না করলে তিনি হয়তো অবশেষে তা পেরেও ফেলতেন। তারপর একের পর এক তাদের সকলেই চেষ্টা করলো, কিন্তু ধনুকটি ছিল খুবই ঝঞ্জু; সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটিও এটিকে সামান্য পরিমাণ বাঁকাতে পারলো না।

কেউ সফলকাম হবে না এটি নিশ্চিত হওয়ার পর অডিসিউস প্রতিযোগিতার-স্থল ত্যাগ করলেন এবং চলে গেলেন প্রাসাদ প্রাঙ্গণে যেখানে শূকর-পালকটি কথা বলছিল গো-পালকের সাথে, যে ছিল তার মতোই বিশ্বস্ত। অডিসিউস তাদের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করলেন এবং তিনি তাদের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করলেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি তাদেরকে দেখালেন তার পায়ের দাগটি যা তারা আগে দেখেছে অনেক বার। তারা এটি চিনতে পারলো এবং আনন্দে কেঁদে ফেললো। কিন্তু অডিসিউস দ্রুত তাদেরকে শান্ত করলেন। 'এখন এসব কিছু না,' তিনি বললেন, 'শোন, আমি তোমাদের কাছ থেকে কি চাই। ভূমি, ইউমেউস, ধনুক ও তীরগুলোকে কোনভাবে আমার হাতে তুলে দিতে পারো কিনা। অতঃপর দেখ, নারীদের

বাসগৃহগুলো বন্ধ কিনা, যাতে কেউ এখানে প্রবেশ করতে না পারে। এবং তুমি হে গো-পালক, বন্ধ করে দাও ফটকগুলো।' তিনি ফিরে গেলেন সভাকক্ষে, অন্য দুজন তাকে অনুসরণ করছিল। যখন তারা পৌছলো তখন শেষ পাণি-প্রার্থীটি সবেমাত্র চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। অভিসিউস বললেন, 'আমাকে ধনুকটি দিন এবং আমাকে দেখতে দিন একদা আমার যে শক্তি ছিল তা এখনও আমার আছে কিনা।' এক ক্রোধোন্মত্ত কোলাহল ফেটে পড়লো সেই কথায়। এক ভিক্ষুকসময় ভিনদেশী সেই ধনুক স্পর্শ করতে পারে না, তারা চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু টেলেমেকাস তাদের সাথে কথা বললেন কঠোরভাবে। কে ধনুক ধরবে তা ঠিক করা তার ব্যাপার, তাদের ব্যাপার নয় এবং তিনি ইউমেউসকে আদেশ করলেন তা অভিসিউসকে দিতে।

যখন তিনি এটি হাতে নিলেন এবং পরীক্ষা করলেন তখন তা সবাই লক্ষ্য করলো একপ্রভাবে। তিনি অতি সাবলীলভাবে, একজন দক্ষ সুরস্রষ্টা যেভাবে তার বীণায় স্থাপন করেন সুরসৃষ্টিকারী তার, তেমনি সহজভাবে তিনি বাঁকালেন ধনুকটিতে এবং এতে স্থাপন করলেন তার। অতঃপর তিনি একটি তীরকে বসালেন ঋজুর মাঝে এবং নিজের আসন থেকে একটুও না নড়ে তিনি তীরটিকে পাঠিয়ে দিলেন বারোটি আংটির ভিতর দিয়ে। পর মুহূর্তে তিনি এক লাঞ্চে চলে গেলেন দরজার কাছে এবং পাশে থাকলেন টেলেমেকাস। 'অবশেষে, অবশেষে,' অভিসিউস উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলেন এবং তিনি নিক্ষেপ করলেন একটি তীর যা এর উদ্দেশ্য ঋজু পেল, পাণি-প্রার্থীদের একজন মৃত্যু বরণ করলো এবং লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। অন্যরা আতংকে দাঁড়িয়ে উঠলো। তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো—সেগুলো কোথায়; একটিও ঋজু পেল না তারা এবং অভিসিউস তীর নিক্ষেপ করেই যাচ্ছিলেন। প্রতিটি তীর কক্ষের মধ্য দিয়ে ছুটে যাওয়ার সাথে সাথে একজন করে লোক মারা যাচ্ছিল। টেলেমেকাস তার দীর্ঘ বর্শা দ্বারা লোকগুলোকে পেছনের দিক থেকে পাহারা দিয়ে রাখলেন যাতে তারা দরজার ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে অথবা অভিসিউসকে যাতে পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে। তারা এক সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো এবং যতক্ষণ তীরের সরবরাহ থাকলো ততক্ষণ তারা আত্মরক্ষার কোন সুযোগ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করলো। এমনকি তীর ফুরিয়ে আসার পরেও তারা সামান্যই উন্নতি করতে পারলো, কারণ ততক্ষণে এই মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করতে এসে গেছেন অ্যাথেনা এবং অভিসিউসের প্রতিটি ব্যর্থ নিশানাকে তিনি আঘাত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অভিসিউসের উজ্জ্বল বর্শাটি কখনো এর লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে ব্যর্থ হলো না এবং খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল এবং মেঝে ভেসে পেরে রক্তে।

অবশেষে নির্লজ্জ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দলটির কেবলমাত্র দুজন সদস্য বাকি রয়ে গেল, একজন ছিল পাণি-প্রার্থীদের পুরোহিত এবং অপরজন তাদের চারণ কবি। তাদের দুজনেই চিৎকার করলো ক্ষমার জন্য। কিন্তু পুরোহিতটি অভিসিউসের পা জড়িয়ে ধরে সবিনয় প্রার্থনা করেও কোন সুবিধা পেল না। বীরের

তরবারটি তার দেহকে ভেদ করে গেল এবং সে তার প্রার্থনার মাঝেই মারা গেল। চারণ কবিতা ছিল নৌভাগ্যবান। অভিসিউস এমন একজনকে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করলেন, যে দেবতাগণের কাছে শিখেছিল স্বর্গীয় সংগীত কিতাবে গাইতে হয় এবং আরো গান গাওয়ার জন্য তিনি তাকে ক্ষমা করলেন।

লড়াইটি, যা ছিল এক হত্যাযজ্ঞ, অবশেষে শেষ হলো। ইউরিক্লিয়া এবং তার সহ-পরিচারিকাদেরকে ডাকা হলো স্থানটিকে পরিষ্কার করার জন্য এবং সবকিছু স্বাভাবিক করার জন্য। তারা অভিসিউসকে ঘিরে ধরলো, অশ্রুসজল হলো, অতঃপর আনন্দে উদ্বেলিত হলো এবং তাকে স্বাগত জানালো তার প্রাসাদে যতক্ষণ না অভিসিউসের নিজের মাঝেও জেগে উঠলো কান্নার প্রবৃত্তি।

অবশেষে তারা কাজে গেল, ইউরিক্লিয়া চলে গেল তার মনিবার কক্ষে। সে তার বিছানার পাশে দাঁড়ালো। 'জেগে উঠুন, আমার প্রিয় মনিবা, 'সে বললো, 'কারণ অভিসিউস গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং সকল পাণি-প্রার্থীর মৃত্যু ঘটেছে।' 'হে বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধা মহিলা,' পেনিলোপী অভিযোগ করলেন। 'এবং আমি ঘুমোচ্ছিলাম কত মধুরভাবে। তুমি দূর হও এবং এই ডেবে সুখী হও যে, তোমাকে চড় লাগানো হয়নি।' কিন্তু ইউরিক্লিয়া তার যুক্তিতে অটল থাকলো। 'আসলেই, আসলেই, অভিসিউস এখানে। তিনি আমাকে তার ক্ষতচিহ্নটি দেখিয়েছেন, যা তার একান্তই নিজস্ব।' তখনও পেনিলোপী তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দ্রুত নেমে গেলেন সভাকক্ষে, তাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য।

দীর্ঘাঙ্গী এবং যুবরাজ সুলভ একজন লোক বসেছিল কক্ষ-উত্তাপকের পাশে, যেখানে আগুনের আলো এসে পড়ছিল তার উপর। তিনি লোকটির বিপরীতে বসে পড়লেন এবং নীরবে তাকালেন তার দিকে। তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্তে তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হলো, পরমুহূর্তেই তাকে তার কাছে আগন্তুক বলে মনে হলো। টেলেমেকাস তাকে লক্ষ্য করে কেঁদে উঠলেন : 'মা, মা, তুমি কত নিষ্ঠুর ! অন্য কোন নারী কি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতো, যদি তার স্বামী ফিরে আসতো বিশটি বছর পর ?' 'আমার পুত্রধন,' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার নড়ার মতো কোন শক্তি নেই। যদি তিনি সত্যিই অভিসিউস হয়ে থাকেন, তবে আমাদের রয়েছে পরস্পরকে চেনার উপায়।' এতে অভিসিউস মৃদু হাসলেন এবং টেলেমেকাসকে বললেন তাকে একা রেখে চলে যেতে। 'আমরা একে অপরকে চিনে নেব,' অভিসিউস বললেন।

তখন পরিপাটি সভাকক্ষটি মেতে উঠলো আনন্দে। ভ্রাম্যমাণ সুরকার তার বীণায় তুললেন সুমধুর সুর এবং সকলের মাঝে জেগে উঠলো নৃত্যের বাসনা। উচ্ছলতায় মেতে উঠলো পরিচ্ছদে পরিপাটি নরনারীরা, বিশাল প্রাসাদটি ঝংকৃত হয়ে উঠলো তাদের পদ-শব্দে। কারণ অভিসিউস অবশেষে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আপন গৃহে এবং প্রত্যেকের চিত্তে আনন্দধারা।



মোল

ঈনিয়াসের অভিযানসমূহ

(শ্রেষ্ঠতম ল্যাটিন কাব্যগ্রন্থ 'ঈনিড' হলো এই কাহিনীর প্রধান সূত্র। এটি রচিত হয়েছিল সিজারের হত্যাকাণ্ডের পর সৃষ্ট নৈরাজ্যের অবস্থার শেষে যখন অগাস্টাস ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার দৃঢ় শাসন সমাপ্তি ঘটায় ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের এবং নিয়ে আসে অগাস্টাসের যুগ, যা টিকেছিল প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে।

নতুন পরিস্থিতিতে ভার্জিল এবং তার প্রজন্ম মেতে উঠলো সৃষ্টির উন্মাদনায় এবং 'ঈনিড' রচিত হলো সম্রাটের প্রশংসার উদ্দেশ্যে, এক মহান জাতীয় বীর এবং এর এক প্রতিষ্ঠাতাকে উপস্থাপনের জন্য, যাতে 'এমন এক জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি হয় যাদের শাসনাধীনে আসবে সারা বিশ্ব।' ভার্জিলের দেশাত্মবোধক উদ্দেশ্যই সম্ভবত প্রথম খণ্ডের মানবিক ঈনিয়াস থেকে শেষ খণ্ডের অমানবিক বিশ্বয়ের জন্য দায়ী। অবশেষে কবি ধাবিত হন এমন এক প্রতিজ্ঞার দিকে যেন তিনি রোমের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন এক বীর যার সামনে অন্য সব বীরকে মনে হবে যতসামান্য। অতিরঞ্জন প্রবণতা এক রোমান বৈশিষ্ট্য। অবশ্যই ব্যবহৃত হয়েছে দেবতাদের ল্যাটিন নামসমূহ এবং যে চরিত্রের ল্যাটিন ও গ্রিক উভয় নামই রয়েছে তার ক্ষেত্রে ল্যাটিন রূপটিই ব্যবহৃত হয়েছে।
উদাহরণ স্বরূপ : ইউলিসিস হলো অডিসিউসের ল্যাটিনরূপ।)

প্রথম পর্ব : ট্রয় থেকে ইটালি

ভেনাসের পুত্র ঈনিয়াস ছিলেন সেইসব বিখ্যাত বীরদের অন্যতম যারা ট্রয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ট্রোজানদের পক্ষে তার স্থান ছিল হেক্টরের পরেই। তখন গ্রিকরা ট্রয় দখল করে নিল তখন তিনি তার মায়ের সহায়তায় তার পিতা ও শিশুপুত্রসহ নগরী থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন এবং এক নতুন আবাসের সন্ধানে যাত্রা করলেন।

অনেক বিক্ষিপ্ত ভ্রমণ এবং স্থল ও সমুদ্রে অনেক প্রাচুর্যের পর তিনি পৌছলেন ইটালিতে, যেখানে তিনি পরাস্ত করলেন তাদেরকে যারা সেখানে তার প্রবেশে বাধা দিয়েছিল, বিয়ে করলেন এক শক্তিশালী রাজার কন্যাকে এবং এক নগরীর পত্তন ঘটালেন। তাকেই সর্বদা ধরা হয় রোমের প্রতিষ্ঠাতা রূপে, কারণ প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস ও রেমাস জন্ম নিয়েছিলেন তার পুত্র কর্তৃক নির্মিত অ্যালবা লসায়।

যখন ট্রয় থেকে ভাষাত্ত ছাড়লেন তখন অনেক ট্রয়বাসী তার সাথে যোগ দিয়েছিল। সকলেই উদ্ভীষ ছিল কোন একস্থানে আবাস গড়ার জন্য, কিন্তু কারুরই কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না তা কোথায় হবে। কয়েকবারই তারা নগর নির্মাণের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রতিবারই তারা বিতাড়িত হলেন দুর্ভাগ্যের দ্বারা অথবা কোন অদ্ভুত সংকেত দ্বারা। অবশেষে স্থপতি ঈনিয়াসকে বলা হলো তাদের নিয়তি নির্ধারিত দেশটি ছিল ইটালি—সেই সময় যাকে বলা হতো হেনসেপেবিয়া বা ‘পশ্চিমের দেশ’। তারা তখন ছিলেন ক্রিট দ্বীপে, এবং যদিও কাক্সিত দেশটি ছিল অজানা সমুদ্রের উপর দিয়ে এক দীর্ঘ অভিযাত্রার পর এক সুদূরের দেশ, তবুও তারা এই ভেবে কৃতজ্ঞতা বোধ করলো যে, অবশেষে তারা কোন একদিন তাদের আবাস স্থজে পাবে বলে নিশ্চয়তা পেল এবং তারা তৎক্ষণাৎ তাদের যাত্রা শুরু করলো। তারা তাদের কাক্সিত আবাসভূমিতে পৌছানোর পূর্বেই কেটে গেল অনেক দিন এবং ঘটে গেল অনেক কিছু, আগে ভাগে জানা থাকলে ও নিজেদের উৎসাহ প্রশমিত করতে পারলে যেগুলো নাও ঘটতে পারতো।

যদিও আর্গোনটগণ গিয়েছিল গ্রিসের পূর্ব দিকে এবং ঈনিয়াসের দল গিয়েছিল ক্রিট হতে পশ্চিম দিকে, ট্রোজানরা এসে পড়লো হার্পিদের কাছে যেমনটি ঘটেছিল জ্যাসন ও তার লোকদের ক্ষেত্রে। গ্রিক বীরগণ ছিলেন অধিকতর সাহসী অথবা উৎকৃষ্টতর তরবারি চালনাকারী। আইরিস হস্তক্ষেপ করার পূর্বেই তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল বিকট দানবীগুলোকে, কিন্তু ট্রোজানরা এদের দ্বারা বিতাড়িত হলো এবং সমুদ্রের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। এর পরের স্থানে বিশ্বয়করভাবে তাদের সাথে দেখা হলো হেষ্টিরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকির। ট্রয়ের পতনের পর তাকে হস্তান্তর করা হয়েছিল নিওপ্টলেমাসের কাছে, যাকে কখনো কখনো পিরাস নামেও সম্বোধন করা হতো, যিনি ছিলেন একিলিসের পুত্র, যিনি বৃদ্ধ প্রায়ামকে হত্যা করেছিলেন বেদীর উপরেই। তিনি হেলেন-কন্যা হারমিওনের প্রেমাসক্ত হয়ে অ্যান্ড্রোমাকিকে ত্যাগ করেন, কিন্তু এই বিয়ের পর তিনি বেশিদিন বাঁচতে পারেন নি এবং তার মৃত্যুর পর অ্যান্ড্রোমাকি বিয়ে করেন ট্রোজান ভবিষ্যদ্বক্তা হেলেনাসকে। অতঃপর তারা দেশটিকে শাসন করতে থাকলেন এবং আনন্দে স্বাগতম জানালেন ঈনিয়াস ও তার লোকজনকে। তারা তাদেরকে সর্বোচ্চ আতিথেয়তা দ্বারা সেবা করলেন এবং তারা বিদায় নেয়ার পূর্বে হেলেনাস তাদেরকে তাদের যাত্রা সম্বন্ধে দিলেন প্রয়োজনীয় উপদেশ।

তিনি তাদেরকে বললেন যে, তারা যেন অবশ্যই ইটালির নিকটতম উপকূলীয় ভূমি অর্থাৎ পূর্ব উপকূলে অবতরণ না করে, কারণ এটি ছিল গ্রিক নাগরিকে পরিপূর্ণ। তাদের নিয়তি নির্ধারিত স্থান ছিল পশ্চিম উপকূলে, কিছুটা উত্তর দিকে, কিন্তু তারা যেন কোন ক্রমেই স্বল্পতম পথটি নির্বাচন না করে এবং নিসিলি ও ইটালীর মধ্য দিয়ে যেন না যায়। এই সকল জরুরীমায় রয়েছে সবচেয়ে বিপজ্জনক সংযোগ শ্রণালী যা নিয়ন্ত্রিত হয় সাইলা ও চ্যারিবডিস কর্তৃক, যা আর্গোনটরা

পেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন এ জন্য যে, থেটিস তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং সেখানে ইউলিসিস তার ছয়জন সহযাত্রীকে হারিয়েছিলেন। এটি পরিষ্কার নয় যে, আর্গোনটগণ তাদের যাত্রাপথে ঠিক কিভাবে ইটালির পশ্চিম উপকূলে পৌঁছলেন, এমনকি ইউলিসিস যেভাবে তা ঘটালেন সে কারণেও নয়, তবে, প্রণালীটি কোথায় ছিল, কোন একভাবে সেই ব্যাপারে হেলেনাস হয়েছিলেন নিঃসন্দেহ এবং তিনি ইনিয়াসকে সতর্ক করে দিলেন এইসব ধ্বংসাত্মক স্থানকে— কিভাবে নাবিকদের এড়িয়ে চলতে হয়। দক্ষিণে সিসিলির চারদিকে এক দীর্ঘ বর্তনী তৈরি করে এবং কৃপাহীন চ্যারিবডিসের ঘূর্ণী ও সাইলা যে কৃষ্ণ গুহায় গিলে ফেলেছিল সব জাহাজকে, সেগুলো থেকে অনেক উত্তরে কিভাবে পৌঁছতে হবে ইটালিতে।

যখন ট্রোজানরা তাদের দয়াশীল আতিথ্যদানকারীদের কাছ থেকে বিদায় নিল এবং সাফল্যের সাথে চকর দিল ইটালির পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্তকে, তারা তাদের ভবিষ্যদ্বক্তার দিক-নির্দেশনার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে জাহাজ চালিয়ে যেতে লাগলো সিসিলির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। তবে হেলেনাস তার সকল রহস্যময় ক্ষমতা সত্ত্বেও আপাতদৃষ্টিতে সতর্ক ছিলেন না এ ব্যাপারে যে, তখনও ন্যূনতম পক্ষে সিসিলির দক্ষিণাংশটুকু ছিল সাইক্লোপসদের দখলে এবং তিনি ট্রোজানদেরকে সতর্ক করেন নি সেখানে নামার ব্যাপারে। তারা সূর্যাস্তের পর সেই দ্বীপে পৌঁছলো এবং নির্দিধায় সেখানকার বেলাতুমিতে তাঁরু ফেললো। সম্ভবত তারা সকলেই ধরা পড়তো এবং সাইক্লোপসদের গ্রাসে চলে যেত যদি না পরদিন খুব ভোরে, ইনিয়াস যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে এক দরিদ্র হতভাগ্য লোক দৌড়িয়ে না আসতো, কোন দৈত্য জেগে উঠার আগেই। সে তার হাঁটুর উপর নিজেকে সমর্পণ করলো, আসলেই তার দুর্দশা সাহায্য প্রার্থনা করতেই পারে, তার মুখের মলিনতা ছিল অনাহারে অর্ধমৃত কোন মানুষের মতো, তার পোশাক ছিল কটকাকীর্ণ, তার মুখমণ্ডল নোংরা হয়ে উঠেছিল অতিরিক্ত চুল-দাড়িতে। সে তাদেরকে বললো যে, সে ইউলিসিসের অন্যতম নাবিক যাকে অনিচ্ছাকৃতভাবে ফেলে যাওয়া হয়েছিল পলিফেমাসের গুহায় এবং সেই থেকে সে বাস করে আসছিল বন-বনানীতে যেখানে যেমনভাবে সম্ভব, সাইক্লোপসদের চরম আতঙ্কের মাঝে। এরা সংখ্যায় ছিল প্রায় একশ, সকলেই পলিফেমাসের মতো ভয়ংকর ও বিশাল। 'চলে যাও,' সে অনুরোধ করলো, 'যত দূরে পারো, যত দ্রুত সম্ভব। ছিড়ে ফেলতে হবে সেই সব রশি যেগুলো জাহাজগুলোকে তীরে বেঁধে রেখেছিল।' তারা তার কথা মতো কাজ করলো, কেটে ফেললো রশিগুলো এবং তা করলো অতি দ্রুত, সকলই যতটুকু সম্ভব নীরবতার ভিতর দিয়ে। কিন্তু তারা কেবল তখনই জাহাজগুলো ছাড়তে পারলো যতক্ষণে অন্ধ দৈত্যটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো বেলাতুমির সেই গহ্বরকে ধৌত করার জন্য যেখানে তার চোখ রাখা ছিল, যা তখনও ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। সে গুনতে পেল দাঁড়ের শব্দ এবং ছুটে গেল সমুদ্রের দিকে সেই শব্দের সন্ধানে। কিন্তু ততক্ষণে

ট্রোজানরা ভালভাবেই জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। সে তাদেরকে ধরে ফেলার আগেই পানির গভীরতা হয়ে গেল এতটাই, যা তার বিশাল উচ্চতার তুলনায়ও ছিল বেশি।

তারা সেই বিপদ পার হলো, কিন্তু তা কেবল আরো একটি সমান সর্বনাশা বিপদ মোকাবেলা করার জন্যই। তারা যখন সিসিলি চক্কর দিয়ে মুখোমুখি হলো এমন এক ঝড়ের, যেরূপ ঝড় সেখানে আগে বা পরে আর কখনো দেখা যায় নি। তরঙ্গমালা এত উঁচু ছিল যে এদের চূড়াগুলো ছুঁয়ে ফেললো তারকারাজিকে এবং এদের মাঝখানের খাদগুলো এত গভীর ছিল যে, সমুদ্রের তনদেশ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। এটি পরিষ্কারভাবেই ছিল মরণশীলদের সামর্থ্যের অতীত এক ঝড় এবং প্রকৃতপক্ষে এর পশ্চাতে কাজ করছিলেন জুনো।

তিনি নিশ্চিতভাবেই ঘৃণা করতেন সকল ট্রোজানকে ; তিনি কখনই প্যারিসের বিচার মেনে নিতে পারেন নি এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ছিলেন ট্রয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু, আর ঈনিয়াসের প্রতি তার ছিল এক বিশেষ ঘৃণা। তিনি জানতেন যে, রোম নগরী, যা প্রতিষ্ঠিত হবে ঈনিয়াসের পরবর্তী প্রজন্ম ট্রোজান রক্তবাহী কোন একজনের দ্বারা, নিয়তিদেবীদের নির্দেশে তা কোন একদিন দখল করে নেবে তার প্রিয় নগরী কার্থেজকে যাকে তিনি মর্তের অন্য যেকোন স্থানের চাইতে বেশি পছন্দ করতেন। এটি ঠিক জানা নেই যে, তিনি প্রকৃতই নিয়তিদেবীদের আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার চিন্তা করেছিলেন কিনা, যা জুপিটার নিজেও করতে পারতেন না, তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি ঈনিয়াসকে ডুবিয়ে মারার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাই চালিয়েছিলেন। তিনি চলে গেলেন বায়ু-রাজ ঈওলাসের কাছে, যিনি চেষ্টা করছিলেন ইউলিসিসকে সাহায্য করার জন্য এবং তিনি তাকে অনুরোধ করলেন ট্রোজান জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিতে, বিনিময়ে তিনি অঙ্গীকার করলেন যে, তিনি তাকে তার স্ত্রীরূপে দিবেন তার সবচেয়ে সুন্দরী উপদেবীটিকে। এরই ফলাফল ছিল সেই প্রলয়ংকরী ঝড়। জুনো যা চেয়েছিলেন এই ঝড় নিঃসন্দেহে তার সবটুকুই সাধন করতো, যদি এতে নেপচুন হস্তক্ষেপ না করতেন। জুনোর ভাই হিসেবে তিনি তার ক্রিয়া-কর্ম সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকতেন এবং বিনা অনুমতিতে তার সমুদ্রে জুনোর এই অনধিকার চর্চা তার ভালো লাগলো না। তিনি জুনোর ব্যাপারে সাবধানী থাকলেন, যেমনটি থাকতেন জুপিটার। তিনি জুনোর সাথে একটি কথাও বললেন না, কিন্তু কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন ঈওলাসকে। অতঃপর নেপচুন শাস্তি করলেন সমুদ্রকে এবং ট্রোজানদের পক্ষে সম্ভব হলো স্থলভাগ খুঁজে পাওয়া। অবশেষে তারা জাহাজ ভেড়ালো আফ্রিকার উত্তর উপকূলে। তারা সেখানে পৌঁছলো সিসিলি থেকে নিরন্তর বায়ু তড়িত হয়ে। তারা সমুদ্র সৈকতের যে স্থানটিতে এল তা ছিল কার্থেজের বেশ নিকটবর্তী এবং তৎক্ষণাৎ জুনো চেষ্টা করতে লাগলেন কিভাবে এই আগমনকে ট্রোজানদের জন্য অসুবিধা এবং কার্থেজবাসীদের জন্য সুবিধারূপে ব্যবহার করা যায়।

দিদো নামক এক নারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কার্থেজ নগরী, যিনি তখনও ছিলেন এর শাসনকর্ত্রী। তিনি ছিলেন সুন্দরী ও বিধবা ; যে রাতে ঈনিয়াস ট্রয় ত্যাগ করেছিলেন সেই রাতেই তিনি হারিয়েছিলেন তার স্ত্রীকে। জুনোর পরিকল্পনা ছিল তাদের দুজনের

মধ্যে প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ঈনিয়াসকে ইটালি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া এবং দিদোর সাথে তার সম্পর্ক করতে প্ররোচিত করা। এটি একটি চমৎকার পরিকল্পনাই হতো যদি ভেনাস এতে বাদ না সাধতেন। তিনি জুনোর ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিলেন এবং একে খামাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তার নিজের একটি পরিকল্পনা ছিল। তিনিও চেয়েছিলেন দিদো যেন ঈনিয়াসের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে যাতে কার্ণেজে ঈনিয়াস কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হন ; তিনি দেখতে চাইলেন যে, দিদোর প্রতি ঈনিয়াসের অনুভূতি যেন সেই রকম সার্বিক ইচ্ছাশক্তির চাইতে অধিক না হয়, যাতে তিনি নিয়ে নিতে পারেন দিদো দিতে ইচ্ছুক এমন সবকিছু ; কিন্তু তা যেন কোন-ক্রমেই বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সবচেয়ে অনুকূল সময়ে তার ইটালিতে রওনা দেয়ার পথে। এই সন্ধিক্ষণে তিনি চলে গেলেন অনিশ্চিন্তে, জুপিটারের সাথে কথা বলার জন্য। তিনি ভ্রমসনা করলেন জুপিটারকে এবং তার অপরাধ চোখ দুটো হলো অশ্রুসিক্ত। তিনি বললেন যে, তার প্রাণপ্রিয় পুত্র আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। এবং দেবতা ও মানবকুলের সর্বসর্বা, দেবতা জুপিটার তার কাছে অঙ্গীকার করলেন যে, ঈনিয়াস হবেন এমন এক প্রজন্মের পূর্বপুরুষ, যারা পরবর্তীতে কোন একদিন নিয়ন্ত্রণ করবে পুরো পৃথিবীকে। জুপিটার হাসলেন এবং চুমু দিয়ে মুখে দিলেন ভেনাসের অশ্রুবিদ্যুতলো। তিনি তাকে বললেন যে, তিনি যা অঙ্গীকার করেছেন তা নিশ্চিতভাবেই বাস্তবায়িত হবে। ঈনিয়াসের উত্তরসূরিরাই হবে রোমের নাগরিক নিয়তিদেবীগণ যাদের কাছে এক সীমাহীন ও অন্তহীন সাম্রাজ্য দান করার অমোঘ বিধান জারি করেছেন।

ভেনাস বিদায় নিলেন প্রশান্ত চিন্তে, কিন্তু সবকিছুকে আরো সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি সাহায্যের জন্য ফিরে গেলেন তার পুত্র কিউপিডের কাছে। তিনি ভাবলেন যে, দিদো সহজেই ঈনিয়াসের কাছে তার আবেদন সৃষ্টি করতে পারবেন, কিন্তু তিনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন না যে, ঈনিয়াস দিদোর মাঝে আদৌ তার প্রতি কোন প্রেমাসক্তি সৃষ্টি করতে পারবেন কিনা। অধরা বলেই দিদো সমধিক পরিচিত ছিলেন। দেশের চারপাশের রাজারা তাকে বিয়ে করতে প্ররোচিত করে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ভেনাস কিউপিডকে ডেকে পাঠালেন, যিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি এমন ব্যবস্থা নেবেন যে, ঈনিয়াসকে দেখার পর পরই দিদোর মনে ছুঁলে উঠবে প্রেমানল। তাদের দুজনের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করাটা ভেনাসের জন্য ছিল খুবই সহজ ব্যাপার।

তাদের অবতরণের পরের দিন সকালে, জাহাজ-ডুবির শিকারী দুর্ভাগ্যপীড়িত সহযাত্রীদেরকে ফেলে রেখে ঈনিয়াস তার বিশ্বস্ত বন্ধু অ্যাকাস্টাসকে নিয়ে বাইরে গেলেন, এটা জানার চেষ্টা করতে যে তারা পৃথিবীর ঠিক কোন্ অংশে আছেন। ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি তাদের সাথে সানন্দে আলোচনার তা সম্পন্ন করলেন।

সহযাত্রীগণ, তোমাদের এবং আমার রয়েছে দুঃখের সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয়।

আমরা জেনেছি দুঃখ-চক্র আরও ক্ষতি করবে আমাদের।

একদিন অবশ্যই শেষ হবে এগুলো। সঞ্চয় কর সাহস।

দূর কর বিষাদময় ভয়। হয়তো কোনদিন আসবে সব কিছু মনে করার।
এই কষ্টও একদিন বয়ে আনবে আনন্দ....

যখন দুই বীর ঘুরে বেড়াছিলেন অদ্ভুত সেই দেশটিতে, এক শিকারী স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে তাদের সামনে হাজির হলেন ভেনাস। তিনি তাদেরকে জানালেন তারা কোথায় এসেছেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন তারা যেন সোজা চলে যান কার্থেজে যেখানকার রানী তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। পরম নিশ্চয়তা পেয়ে তারা রওনা দিলেন ভেনাসের নির্দেশিত পথে, যদিও তারা এটি চিনতেন না। ভেনাস তাদেরকে সুরক্ষিত রাখলেন কুয়াশার পুরু আবরণে। কাজেই তারা কোন সমস্যা ছাড়াই পৌঁছলেন নগরীটিতে এবং ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেন সবার অলক্ষ্যে। কিভাবে রানীর কাছে যাওয়া যায় তা অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে তারা এসে পৌঁছলেন এক মন্দিরের সামনে এবং তাদের মনে জেগে উঠলো নতুন আশা। যখন তারা বিস্ময়ে তাকালেন সেই চমৎকার অটালিকার দিকে, তারা দেখতে পেলেন দেয়ালের উপর অপূর্ণ সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ আছে ট্রয়ের যুদ্ধের চিত্র, যাতে তারা নিজেরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা দেখলেন তাদের শত্রু এবং বন্ধুদের অনুরূপ চিত্র : অ্যাট্রিয়ুসের পুত্রগণ, প্রায়াম বাড়িয়ে দিলেন তার হাত একিলিসের দিকে, মৃত হেষ্টির। 'আমি সাহস পাচ্ছি', ঈনিয়াস বললেন। 'এখানেও যেকোন কিছু অর্জনের জন্য ঝড়ছে অশ্রুধারা এবং হৃদয় ব্যথিত হয় মরণশীলদের নিয়তি দেখে।'

সেই মুহূর্তে বিশাল একদল পরিচারিকাসহ এগিয়ে এলেন ডায়ানার মতো সুন্দরী, দিদো স্বয়ং। তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল ঈনিয়াসের শরীর-ঘেরা কুয়াশার আবরণ এবং তিনি দিদোর সামনে দাঁড়ালেন অ্যাপোলোর সৌন্দর্য নিয়ে। যখন তিনি তার পরিচয় দিলেন তখন রানী তাকে গ্রহণ করলেন সর্বোচ্চ উদারতাসহ এবং তাকে ও তার দলকে স্বাগত জানালেন তার নগরীতে। তিনি জানতেন এই নির্বাকব ও আশ্রয়হীন মানুষগুলোর অনুভূতিকে, কারণ তিনি মাত্র কয়েকজন বন্ধু নিয়ে তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন আফ্রিকায়, যে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। 'কষ্ট ও যন্ত্রণা সম্বন্ধে অজ্ঞ নই, আমি শিখেছি কিভাবে সাহায্য করতে হয় ভাগ্য বিড়ম্বিতদেরকে,' তিনি বললেন।

সেই রাতে দিদো আগন্তুকদের জন্য আয়োজন করলেন এক চমৎকার ভোজ-সভা যেখানে ঈনিয়াস বর্ণনা করলেন তাদের কাহিনী, প্রথমে ট্রয়ের পতনের কাহিনী এবং অতঃপর তাদের দীর্ঘ ভ্রমণের কাহিনী। তিনি কথা বললেন প্রশংসনীয়ভাবে এবং বাকপটুতার মাধ্যমে। এমন বীরত্ব ও লালিত্যময় ভাষার কাছে দিদোর সমর্পণ করারই কথা, এমনকি যদি কোন দেবতার ভূমিকা না থাকতো, কিন্তু যেহেতু সেখানে ছিলেন কিউপিড, তাই তার আর কোন বিকল্প ছিল না।

কিছু কাল দিদো সুখীই ছিলেন। ঈনিয়াসকে তার প্রতি অনুরক্তই মনে হলো, দিদো নিজেও তার জন্য সবকিছু করলেন। তিনি ঈনিয়াসকে উপলব্ধি করালেন যে, নগরীটি তাদের দুজনেরই। ঈনিয়াস, যিনি ছিলেন জাহাজ-ডুবির শিকার এক হতভাগ্য মানুষ,

তার সাথে উপভোগ করবেন সমান সম্মান। দিদো কার্থেজবাসীদেরকে বোঝালেন যে, ঈনিয়াসের সাথে যেন এমন ব্যবহার করা হয় যেন তিনিও এখানকার শাসক। ঈনিয়াসের সহযোগীরাও দিদোর আনুকূল্য পেল। কিন্তু তিনি তাদের জন্য যথেষ্ট কিছু করতে পারলেন না। এইসব কিছুর মাঝে তিনি কেবল দিতেই চেয়েছিলেন, বিনিময়ে তিনি ঈনিয়াসের ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু চাননি। অপরদিকে ঈনিয়াস চরম পরিতৃপ্তিসহ পেলেন দিদোর উদারতা। তিনি আরাম-আয়েশে বাস করতে লাগলেন এক সুন্দরী নারীর সাথে এবং ক্ষমতামালা রানীর সাথে যিনি তাকে ভালোবাসতেন এবং তার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করতেন এবং চিন্তা-বিনোদনের জন্য আয়োজন করতেন শিকার অভিযানের এবং তাকে কেবল এর অনুমতিই দিতেন না, তাকে অনুরোধ করতেন বার বার তার অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করার জন্য।

এটি একটু বিশ্বয়ের ব্যাপার যে, অজানা কোন দেশের সন্ধানে জাহাজ-যাত্রার ধারণা তার কাছে ক্রমশ কম আকর্ষণীয় মনে হতো লাগলো। যা কিছু ঘটছিল তাতে জুনো যথেষ্ট সন্তুষ্টই ছিলেন, তথাপি ভেনাস ছিলেন অবিচলিত। তিনি জুপিটারকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার স্ত্রীর চাইতেও অধিক। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, জুপিটার অবশেষে ঈনিয়াসকে নিয়ে যাবেন ইটালিতে এবং দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী এই অবকাশটিতে দিদোর সাথে এই সম্পর্ক তার পুত্রের জন্য খুব একটা বড় সমস্যা হবে না। তার ধারণা ঠিকই ছিল। জুপিটার খুবই কার্যকরী হয়ে উঠতেন যদি একবার তিনি নিজেকে জাগিয়ে ভুলতে পারতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মারকারীকে একটি জরুরি বার্তাসহ পাঠিয়ে দিলেন ঈনিয়াসের কাছে। দেবতাটি বীরকে হাঁটতে দেখলেন চমৎকার পোশাক পরে, তার এক পার্শ্বে ছিল জ্যাম্পার পাথর বসানো তরবারি, তার কাঁধে ছিল স্বর্ণ-রজ্জুতে ঝুঁত রক্তাভ বেগুনি বর্ণের আচ্ছাদন— অবশ্যই দুটোই ছিল দিদোর উপহার, আর দ্বিতীয়টিতো প্রকৃত পক্ষে তার নিজের হাতের কাজ। হঠাৎ সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি বিশ্বয়ে জেগে উঠলো তার অলস আত্মত্বি থেকে। কঠোর বাণী এসে পৌছলো তার কানে। ‘এখানে এই অলস বিলাসিতায় আর কতদিন কাটাবে তুমি?’ এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করলো তাকে। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দৃশ্যতই দেবতা মারকারী দাঁড়িয়েছিলেন তার সামনে। ‘স্বর্গের সর্বোচ্চ নিজে আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে,’ তিনি বললেন, ‘তিনি তোমাকে এখান থেকে বিদায় নিতে বলেছেন এবং খুঁজে নিতে বলেছেন সেই রাজ্য যা হর্বে তোমার পরম লক্ষ্য।’ এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন বায়ুতে, যেমন কুয়াশার স্তর অদৃশ্য হয়ে যায় বায়ুতে। আর ঈনিয়াসকে প্রকৃতই ফেলে গেলেন চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনার মাঝে এবং তা মেনে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তার মাঝে এক দুর্ভাগ্য পীড়িতের বোধ জেগে উঠলো মূলত এই ভেবে যে, এটি কেমন কঠিন হবে দিদোর জন্য।

তিনি তার লোকজনকে একত্রে ডাকলেন এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন একটি নৌবহর প্রস্তুত রাখতে যাতে তারা বিদায় নিতে পারেন তখনই, কিন্তু সবকিছুই করতে হবে গোপনে। এতদসত্ত্বেও দিদো তা জেনে ফেললেন এবং তিনি ঈনিয়াসকে ডেকে

পাঠালেন। প্রথমে তিনি তার সাথে খুবই বিনীত আচরণ করলেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, ঈনিয়াস প্রকৃতই তাকে ছেড়ে যাবেন। ‘তুমি কি সত্যিই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে’, দিদো ভিজ্জানো করলেন, ‘তোমাকে মিনতি করে এই অশ্রু, এই হাত যা আমি তোমাকে সমর্পণ করেছিলাম। যদি আমি কখনো তোমার মঙ্গল করে থাকি, বা আমার কোন কিছু যদি তোমার সুখ স্মৃতি হয়ে থাকে—’ ঈনিয়াস উত্তরে বললেন যে, তিনি এমন মানুষ নন যে তার জন্য দিদো যা করেছেন তা অস্বীকার করবেন এবং তিনি তাকে কখনই ভুলে যাবেন না। কিন্তু অবশ্যই দিদো যেন ভুলে না যান যে, তিনি তাকে বিয়ে করেন নি এবং যখন চাইবেন তিনি তাকে ছেড়ে যেতেই পারেন। জুপিটার তাকে চলে যেতে আদেশ করেছেন এবং তাকে অবশ্যই তা মানতে হবে। ‘এই নালিশসমূহ থেকে দূরে থাকো,’ তিনি দিদোকে অনুনয় করলেন, ‘যা আমাদের দুজনকে কেবল যন্ত্রণাই দেয়।’

তখন দিদো তার ভাবনা প্রকাশ করলেন ঈনিয়াসের কাছে। কি অবস্থায় ঈনিয়াস এসেছিলেন তার কাছে—অনাহারে ও নিঃস্ব অবস্থায় এবং তিনি কিভাবে নিজেকে ও নিজের রাজ্যটি তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈনিয়াসের পূর্ণ নির্বিকারত্বের সামনে তার আবেগ হয়ে পড়লো অসহায়। তার যন্ত্রণাবিদ্ধ কথাগুলোর মাঝেই তার কণ্ঠস্বর ভেঙে আসলো। তিনি ঈনিয়াসের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন এবং এমন এক স্থানে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন যেখানে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

দ্রোজানরা বুদ্ধিদীপ্তভাবে সেই রাতেই রওনা দিল। রানীর যেকোন একটি কথায় তাদের বিদায় হয়ে উঠতো অসম্ভব। জাহাজের উপর থেকে কার্ণেজের দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে ঈনিয়াস সেগুলোকে এক আগুনের লেলিহানে উজ্জ্বলতর রূপে দেখলেন। তিনি আগুনের শিখাকে জ্বলে উঠতে এবং নিবে যেতে দেখলেন এবং তিনি আশ্চর্য হলেন এটির কারণ খুঁজতে গিয়ে। কেউ জানলো না যে এটি ছিল দিদোর চিতার আগুন। যখন তিনি দেখলেন যে, ঈনিয়াস চলে গেছেন, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব : পাতাল রাজ্যে অবনমন

কার্ণেজ হতে ইটালির পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত যাত্রাটি ছিল পূর্বের জরুরী সহজতর। তবে জাহাজের বিশ্বস্ত চালক প্যালিনারাসের মৃত্যু ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি, যে মারা গিয়েছিল সমুদ্রের বিপদসংকুল এলাকার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে। ভবিষ্যদ্বক্তা হেলেনাস ঈনিয়াসকে বলেছিলেন যে, সে যেন ইটালি পৌছানোর পর পরই কিউমির সিবিলের গুহা খুঁজে বের করেন, যিনি ছিট্রিন গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী, যিনি বলে দিতে পারতেন ভবিষ্যতকে এবং তাকে উপদেশ দিতে পারতেন তার কি করা উচিত। ঈনিয়াস তাকে খুঁজে পেলেন এবং তিনি ঈনিয়াসকে বললেন যে, তিনি

তাকে পাতাল রাজ্যে যাওয়ার সব পথ বলে দেবেন, যেখানে গিয়ে ঈনিয়াস তার পিতা অ্যাংকাইসিজের কাছ থেকে শিখে নিতে পারবে প্রয়োজনীয় সবকিছু, যিনি মারা গিয়েছিলেন প্রলয়ংকরী ঝড়টির ঠিক পূর্বে। তিনি ঈনিয়াসকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, এটি কোন সহজ কাজ ছিল না :

অ্যাংকাইসিজের পুত্র, হে ট্রোজান,

আভারনাসে অবতরণটি সহজ।

দীর্ঘ দিবস-রজনী ধরে বোলা থাকে অন্ধকার হেডিসের দরজাগুলো

কিন্তু সেই ফেরার পথটি আবার খুঁজে বের করে

বর্গের সুবাসাস গ্রহণ করাটাই কঠিন। সেটি প্রকৃতই শ্রম সাপেক্ষ।

তবুও ঈনিয়াস যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকেন তবে সিভিল তার সাথেই যাবেন। প্রথমত তাকে বনের ভেতর খুঁজে পেতে হবে এক স্বর্ণ-শাখা যা জানুচ্ছে এক বৃক্ষের উপর, যা তাকে অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে এবং তার সাথে নিতে হবে। কেবলমাত্র এটি হাতে থাকলেই তিনি হেডিসে ঢোকার অনুমতি পাবেন। ঈনিয়াস তৎক্ষণাৎ এর সন্ধানে রওনা দিলেন এবং সঙ্গে থাকলো সদা বিশ্বস্ত অ্যাকাটোস। তারা প্রায় আশাহীনভাবে প্রবেশ করলো বৃক্ষ-লতার গভীর অরণ্যানীতে, যেখানে কোন কিছু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হলো। কিন্তু হঠাৎ তাদের চোখে পড়লো দুটো ঘুঘু যেগুলো ছিল ভেনাসের পাখি। সেগুলো যখন উড়ে গেল তারা এদেরকে অনুসরণ করলেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না তারা পৌঁছলেন আভারনাস হ্রদ পর্যন্ত, যা ছিল উৎকট গন্ধময় জলের এক স্তর যার সম্বন্ধে সিভিল ঈনিয়াসকে বলেছিলেন যে, সেখানকার এক গুহা থেকে রাস্তাটি চলে গেছে পাতাল রাজ্যের দিকে। এখানেই ঘুঘুগুলো উড়ে গেল উপরে এক বৃক্ষে যার পত্র-পল্লব থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল এক উজ্জ্বল হরিদ্রাভ দীপ্তি। এটিই ছিল সেই স্বর্ণ-শাখা। ঈনিয়াস এটি তুলে নিলেন সানন্দে এবং তা দিলেন সিভিলকে। তখন ভবিষ্যদ্বক্তা এবং বীর ঈনিয়াস একত্রে তাদের পথে রওনা দিলেন।

ঈনিয়াসের পূর্বে অন্যান্য অনেক বীর এটি তুলেছিলেন, কিন্তু তারা কেউই এটির মাঝে সর্বিশেষ আতংকের কিছু পাননি। নিশ্চিতভাবেই, জড়ো হওয়া ভূতগুলো অবশেষে ভীত করে তুলেছিল ইউলিসিসকে, কিন্তু থিসিউস, হারকিউলিস, অর্ফিউস, পোলাক্স দৃশ্যত বিনা বাধায় একে অতিক্রম করেন। প্রকৃত পক্ষে, সীক্স সাইকি ভেনাসের জন্য সৌন্দর্যের জাদু আনতে সেখানে প্রসারপিনার কাছে গিয়েছিলেন একাই এবং সেখানে তিনি তিন মাথাযুক্ত কুকুর সারবেরাস ছাড়া আর খারাপ কিছুই দেখেন নি, আর একে নিবৃত্ত করা গিয়েছিল সামান্য কেকের মাধ্যমেই। কিন্তু রোমান বীর দেখতে পেলেন বিপদের পর বিপদ। সিভিল যে পথে রওনা দেয়ার কথা ভেবেছিলেন তা ছিল এমন যে সবচেয়ে সাহসী জনকেও আতঙ্কিত করে তুলবে। গভীর রাতে কৃষ্ণবর্ণ হ্রদের তীরে অন্ধকার গুহার সামনেই তিনি হত্যা করলেন নিশি-দেবী হেকাটির গাঢ় কালো রঙের চারটি ঐন্ডে বাছুরকে। যেই নাকি সিভিল এদের উৎসর্গীকৃত

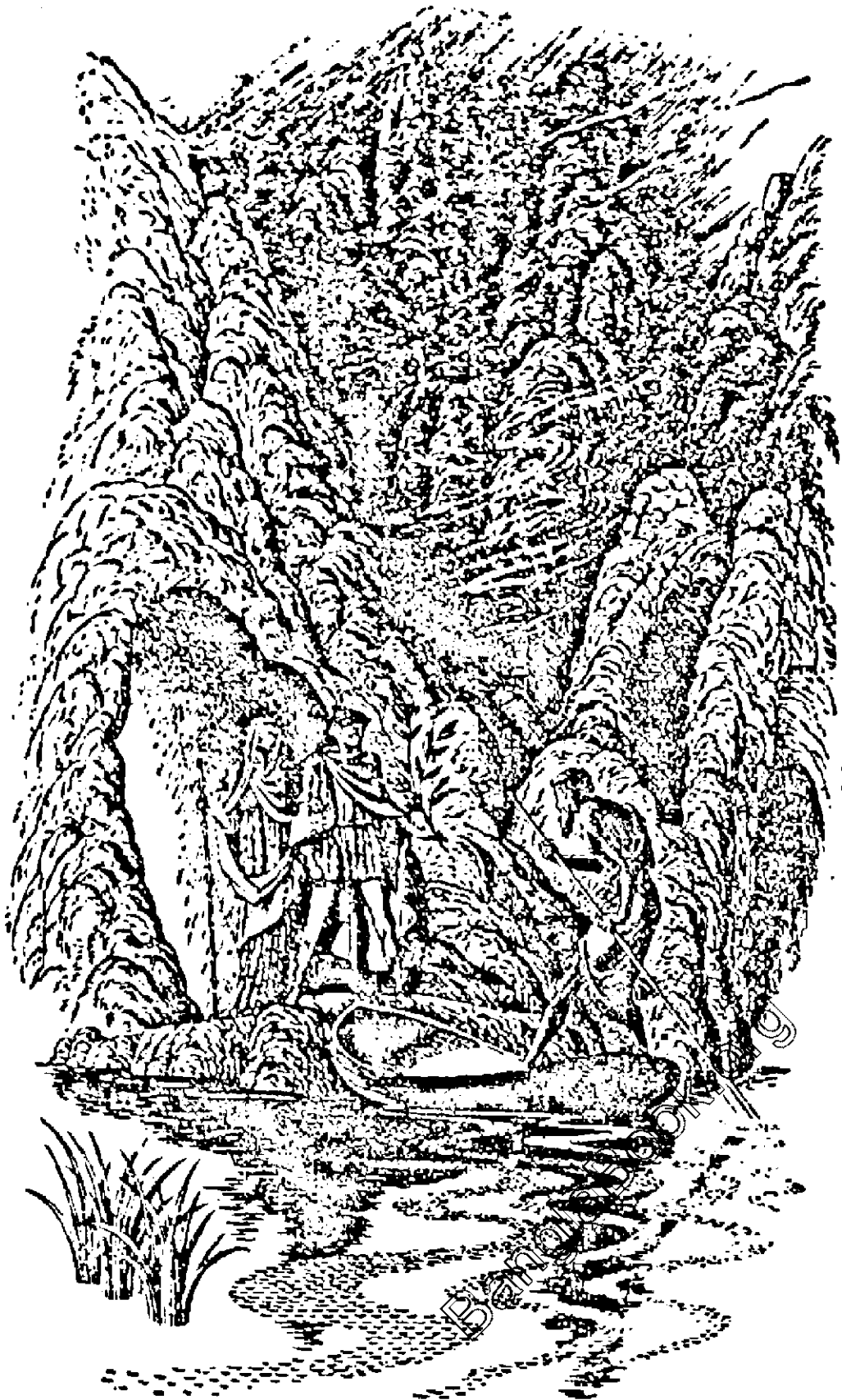
অংশগুলো রাখলেন এক প্রজ্জ্বলিত বেদীর উপর, ভয়ংকর শব্দ করে কেঁপে উঠলো মর্ত্তভূমি এবং দূর থেকে কুকুর ডেকে উঠলো অন্ধকারে। ‘এখন হবে তোমার সাহসের অগ্নিপরীক্ষা’, ঈনিয়াসের দিকে তীব্র চিৎকার করে সিবিল দ্রুত চলে গেলেন গুহার দিকে এবং ঈনিয়াস তাকে নিঃশব্দ চিহ্নে অনুসরণ করলেন। তারা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলেন এক ছায়াবৃত রাস্তায় তবু যা তাদেরকে দেখতে দিল দুপাশের ভয়ংকর আকৃতিগুলোকে, বিষণ্ণ রোগ-দেবতা ও প্রতিশোধ পরায়ণ উদ্বেগ-দেবতা, এবং ক্ষুধা-দেবতাকে যিনি প্ররোচিত করেন অপরাধের দিকে এবং এরূপ আরো অনেক ভয়ংকর চরিত্র। মৃত্যুর সাথে ছড়িত যুদ্ধ-দেবতাও সেখানে ছিলেন এবং ছিলেন সর্পিলাকার ও রক্তস্নাত চুলবিশিষ্ট উন্মাদ বিপদ-দেবতা এবং মরণশীলদের জন্য আরো অনেক অভিশাপ। তারা তাদের মাঝ দিয়ে নিরাপদ অবস্থায় অতিক্রম করলেন এবং অবশেষে এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যেখানে এক জলধারার উপর ফেরি নৌকা চালাচ্ছিল এক বৃদ্ধ। সেখানে তারা দেখলেন এক বেদনাদায়ক দৃশ্য, শীতের প্রথম শৈত্যে যেমন অগণিতভাবে ঝড়ে পড়ে বনের পাতারা তেমিনভাবে জলধারার তীরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য আত্মা। তারা সকলেই তাদের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিল এবং ফেরির মাঝিকে অনুরোধ করছিল তাদেরকে পার করে অপর পাড়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু বিষণ্ণ বৃদ্ধটি নিজের ইচ্ছা মতোই নির্বাচন করছিল; তার ছোট নৌকাটিতে সে কাউকে উঠার অনুমতি দিচ্ছে, কাউকে বা আবার ঠেলে দিচ্ছে দূরে। যখন ঈনিয়াস বিস্মিত হয়ে তাকালেন, তখন সিবিল তাকে বললেন যে, তারা পৌঁছে গেছেন পাতালের দুই বিখ্যাত নদী ককাইটাস এবং আকিরনের সংগমস্থলে। ফেরি নৌকার মাঝিটি ছিল ক্যারন এবং যারা তার নৌকায় উঠার অনুমতি পেল না তারা ছিল সেই সব লোক যাদেরকে যথাযথভাবে সমাধিস্থ করা হয়নি। তাদের নিয়তি নির্ধারিত হয়েছিল শতবর্ষ ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য এবং তাদের জুটেবে না কোন বিশ্রামস্থল।

ক্যারন মাঝি ঈনিয়াস এবং তার পথ নির্দেশককে নিতে অস্বীকার করতে চাইছিল যখন তারা এলেন নৌকার কাছে। সে তাদেরকে থামতে বললো এবং তাদেরকে বললো যে, সে কেবল মৃতদেরকেই পারাপার করে, জীবিতদেরকে না। অবশ্য বৃক্ষের স্বর্ণ-শাখা দেখে সে মত পাল্টালো এবং তাদেরকে ওপারে নিয়ে গেল। ওপারে ছিল কুকুর সারবেরাস এবং এটি তাদের যাত্রাকে বাধা দিতে চাইলো কিন্তু তারা সাইকির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলো। সিবিলও এর জন্য নিয়ে নিয়েছিলেন কিছু কেক এবং এটি কোন সমস্যার সৃষ্টি করলো না। তাদের যাত্রাপথে তারা এলেন সেই ভাবগম্ভীর স্থানে যেখানে ইউরোপার পুত্র মাইনস, যিনি ছিলেন মৃতদের বিচারক, চূড়ান্ত জেরা করছিলেন তার সামনে উপস্থিত আত্মাসমূহকে। তারা সেই নির্মম অবস্থা থেকে দ্রুত সরে গেলেন এবং নিজেদেরকে আবিষ্কার করলেন শোকের প্রান্তরে। যেখানে বাস করতো সেইসব অসুখী প্রেমিকরা যারা তাদের কষ্ট তাড়িত হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেই দুঃখময় কিন্তু মনোরম স্থানটিতে, যা ছায়াবৃত ছিল চিরহরিৎ মাটলের তরুদল দ্বারা, ঈনিয়াস দেখতে

পেলেন দিদোকে । তিনি যখন দিদোর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন তখন দিদো কেঁদে উঠলেন । ‘আমিই কি ছিলাম তোমার মৃত্যুর কারণ ?’ ঈনিয়াস দিদোকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি নিবিা ভেটেই বলি, আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম ।’ দিদো তার দিকে তাকানেন না, এমনকি তার কথারও উত্তর দিলেন না । হয়তো একটি মার্বেলের টুকরাও এর চেয়ে কম অনড় থাকতে পারতো না । কিন্তু ঈনিয়াস নিজে ছিলেন খুবই আলোড়িত এবং দিদো দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঈনিয়াস ছিলেন অশ্রুসজ্জল ।

অবশেষে তারা পৌছলেন এমন এক স্থানে যেখানে রাস্তাটি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । বাম দিকের মাথা থেকে আসছিল ভয়ংকর সব শব্দ, আর্তনাদ আর বন্য দমকা হাওয়া এবং শিকলের টুং টাং শব্দ । ঈনিয়াস ভয়ে থমকে দাঁড়ালেন । কিন্তু সিবিল তাকে ভয় পেতে মানা করলেন, কিন্তু স্বর্ণের বৃক্ষ-শাখাটিকে সেই দেয়ালের উপর ঝুলিয়ে রাখতে বললেন যার সামনে ছিল দুই রাস্তার সংযোগস্থল । সিবিল বললেন যে, বামের অঞ্চলটি শাসিত হতো অনমনীয় র্যাডামাস্থাস কর্তৃক, তিনিও ছিলেন ইউরোপার পুত্র এবং তিনি শান্তি দিতেন পাপীদেরকে তাদের অন্যায় কাজের জন্য ; কিন্তু ডানদিকের রাস্তাটি চলে গিয়েছিল ‘ইলিসিয়ান মাঠ’-এর দিকে যেখানে ঈনিয়াস খুঁজে পেতে পারতেন তার পিতাকে । সেখানে যখন তারা এলেন তখন সবকিছুই ছিল চমৎকার, নরম সবুজ তৃণভূমি, মনোরম তৃণদল, এক চমৎকার প্রাণশক্তিময় বায়ু, এমন এক সূর্যালোক যা বিকিরণ করে পেলব রক্তিম আভা, এক শান্তি ও আশীর্বাদের আবাস । এখানে বাস করেন মহৎ ও উত্তম চরিত্রের মৃতজনেরা, বীরগণ, কবিকুল এবং তারা সকলেই যারা অন্যদেরকে সাহায্য করে নিজেদেরকে স্মরণীয় করে রেখে গেছেন । তাদের মাঝে খুব দ্রুতই ঈনিয়াস খুঁজে পেলেন অ্যাংকাইসিজকে, যিনি স্বাগত জানালেন অবিশ্বাস মিশ্রিত আনন্দে । পিতা এবং পুত্র আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন মৃত এবং জীবিতের মাঝে এক অদ্ভুত মিলনে, যাদের ভালোবাসা এমনই শক্তিশালী ছিল যে, তা একজনকে টেনে নিয়ে এসেছে মৃতদের রাজ্য পর্যন্ত ।

পরস্পরকে বলার অনেক কিছুই ছিল । অ্যাংকাইসিজ ঈনিয়াসকে নিয়ে গেলেন বিশ্বৃতির নদী লীথির তীরে, আত্মসমূহকে উপরে পৃথিবীতে আবার বসবাসের জন্য যাওয়ার পথে অবশ্যই এর জল পান করতে হবে । ‘দীর্ঘ বিশ্বৃতির একটি চুমুক’ অ্যাংকাইসিজ বললেন । তিনি তার পুত্রকে দেখালেন কারা তার এবং ঈনিয়াসের উত্তরাধিকারী হবে, যারা এখন নদীর পাশে অপেক্ষা করছে জলপানের জন্য, অতীত জীবনে তাদের কৃতকর্ম ও ভোগ করা কষ্টকে বিশ্বৃত হওয়ার জন্য । তারা ছিল এক চমৎকার দল—ভবিষ্যৎ রোমান পৃথিবীর শাসক । অ্যাংকাইসিজ একে একে তাদের সবাইকে দেখালেন এবং বললেন তাদের সেইসব কঠিন কথা যেগুলো সাধন করলে তাদেরকে কেউ কখনো ভুলবে না । অবশেষে তিনি তার পুত্রকে দিলেন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা যাতে সে ইটালিতে সবচেয়ে সফলভাবে তার আবাস গড়তে পারে এবং তার সামনে যে সব দুঃখ-দুর্দশা হাজির হবে তাদেরকে এড়িয়ে যেতে বা সহ্য করতে পারে ।



ঈনিয়্যাস এবং সিবিগ উঠলেন ক্যারনের নৌকায়

অতঃপর তারা একে অপরের কাছ থেকে বিনায় নিলেন প্রশান্ত চিন্তে, কারণ তারা জানতেন যে এটি ক্ষমিকের বিনায়। ইনিয়াস এবং নিবিল মর্তে ফেরার পথে রওনা দিলেন এবং ইনিয়াস ফিরে এলেন তার জাহাজে। পরদিন সকালে ট্রোজানরা তাদের কাঙ্ক্ষিত আবাসের সন্ধানে ভিড়লো ইটালির উপকূলে।

তৃতীয় পর্ব : ইটালিতে যুদ্ধ

ভয়ংকর পরীক্ষা অপেক্ষা করছিল সেই ক্ষুদ্র অভিযাত্রী দলটির জন্য। আবারও সকল বিপত্তির মূলে ছিলেন জুনো। তিনি সে দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী জনগোষ্ঠী ল্যাটিন এবং কুটুসিয়ানদেরকে সেখানে ট্রোজানদের আবাস স্থাপনের ঘোরতর বিরোধী করে তুললেন। তার মাধ্যমে যদি এটি না ঘটতো তবে সব কিছু ভালোভাবেই চলতো। স্যাটার্নের অন্যতম প্রপৌত্র এবং ল্যাটিয়াম নগরীর রাজা বৃদ্ধ ল্যাটিনাস, তার পিতা ফনাসের প্রেতাত্মা কর্তৃক এই বলে সতর্কীকৃত হয়েছিলেন যে, তার একমাত্র সন্তান, কন্যা ল্যাভিনিয়াকে যেন বিয়ে দেয়া না হয় কোন স্বদেশীর কাছে বরং এক আগন্তুকের কাছে যে শীঘ্রই এসে হাজির হবে। এই মিলন থেকে জন্ম নেবে এমন এক প্রজন্ম যারা নিয়তি-নির্ধারিত ভাবেই পুরো পৃথিবীকেই নিয়ে নেবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে। কাজেই যখন এক দূত এসে উপকূলে একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় এবং বায়ু ও জলের সাধারণ ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করলেন তখন ল্যাটিনাস তাদেরকে সাদরে সম্বাষণ জানালেন। তিনি যথেষ্টভাবেই উপলব্ধি করলেন যে, ফনাসের অনুমান অনুযায়ী ইনিয়াসই হলেন তার জামাতা এবং তিনি দূতকে যথাযথ আশ্বাস দিলেন। তিনি বললেন যে, তার জীবদ্দশায় তাদের কোন বন্ধুর অভাব হবে না। তিনি ইনিয়াসের কাছে এক বার্তা পাঠালেন যে, তার একটি মাত্র কন্যা আছে, স্বর্গ হতে আদেশ করা হয়েছে যে, তাকে যেন একজন ভিনদেশীর কাছে বিয়ে দেয়া হয় এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, ট্রোজান প্রধানই হলেন সেই নিয়তি-নির্ধারিত পাত্র।

কিন্তু আবারও দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটলো জুনোর। তিনি হেডিস হতে ডেকে পাঠালেন ফিউরিদের অন্যতম অ্যালেক্টোকে এবং দেশটির উপর তিক্ত যুদ্ধ ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে আদেশ দিলেন। অ্যালেক্টো তা পালন করলেন সানন্দে। প্রথমত তিনি ক্ষোভে জ্বালিয়ে তুললেন রানী আমাতার মনকে, যিনি ছিলেন ল্যাটিনাসের স্ত্রী, যাতে তিনি তার কন্যা ও ইনিয়াসের মধ্যে বিয়েতে চরমভাবে বিরোধিতা করেন। অতঃপর তিনি চলে গেলেন কুটুসিয়ানদের রাজা টার্নাসের কাছে, যিনি এতদিন পর্যন্ত ছিলেন ল্যাভিনিয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য পাণি-প্রার্থী।

অ্যালেক্টোর এই সফর খুবই জরুরি ছিল তাকে ট্রোজানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য। তাকে ব্যতীত ল্যাভিনিয়ার অন্য কাউকে বিয়ে করার ধারণাটি টার্নাসকে চরমভাবে ক্রোধান্বিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। যখনই তিনি শুনলেন

রাজার কাছে সেই দূতের যাওয়ার ঘটনাটি, তিনি তৎক্ষণাৎ তার সেনাদলসহ রওনা দিলেন ল্যাটিয়ামের দিকে যাতে বল প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়া যায় ল্যাটিন এবং আগন্তুকদের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপনকে।

অ্যালেক্টোর তৃতীয় প্রচেষ্টা ছিল খুবই চতুরভাবে সাজানো। এক ল্যাটিন কৃষকের ছিল এক পোষা পুরুষ-হরিণ, যা ছিল এক মনোহর প্রাণী, এমনই পোষমানা যে, এটি দিনভর দৌড়াতো কিন্তু রাত্রির আগমনে চলে আসতো সর্বদাই কোন চেনা দরজায়। কৃষকটির মেয়ে এর পরিচর্যা করতো অনুরাগ মিশ্রিত আদরে, সে এর গাত্র আবরণ পরিষ্কার করে দিত এবং এর শিং-এ মালা জড়িয়ে দিত। সব স্থানের কৃষকরাই একে চিনতো এবং একে রক্ষা করতো। যে কেউ, এমনকি সে যদি তাদের নিজেদেরও কেউ হতো, এর কোন ক্ষতি করলে তাকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হতো। কিন্তু কোন ভিনদেশী যদি তা করার দুঃসাহস দেখাতো তবে তা ক্রোধান্বিত করে খুলতো পুরো দেশটিকেই। অ্যালেক্টোর প্ররোচনায় ঈনিয়াসের তরুণ পুত্র, অ্যাকানিয়াস তা-ই করলো।

অ্যাকানিয়াস বেরিয়েছিল শিকারে এবং শিকারী কুকুরগুলো ফিউরী দেবী কর্তৃক নির্দেশিত হলো বনের সেই স্থানের দিকে সেখানে পুরুষ হরিণটি শুয়ে ছিল। সে একে তীরবিদ্ধ করলো এবং মুমূর্ষুভাবে আহত করলো, কিন্তু এটি তার মনিবের বাড়ি পৌছতে সক্ষম হলো এবং মনিবের সামনে মৃত্যুবরণ করলো। অ্যালেক্টো এই সংবাদটিকে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি সেরে নিল এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, উন্মত্ত কৃষকরা অ্যাকানিয়াসকে হত্যা করতে বদ্ধ পরিকর ছিল এবং ট্রোজানরা তাকে রক্ষা করে চললো।

টার্নাসের আগমনের সামান্য পরেই এই খবরটি পৌছে গেল ল্যাটিয়ামে। প্রকৃত সত্য এই যে তার লোকজন আগে থেকেই অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং এর চেয়েও অশুভ সত্য এই ছিল যে, কুটুলিয়ান সৈন্যদল তাঁর গেড়েছিল প্রাসাদ ফটকের সামনে যা রাজা ল্যাটিনাসের জন্য যথেষ্টই ছিল। ক্রোধান্বিত রানীও নিঃসন্দেহে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছিলেন। রাজা প্রাসাদভ্যন্তরেই থাকলেন এবং সবকিছুকে চলতে দিলেন স্বাধীনভাবে। যদি ল্যাভিনিয়াকে জয় করতে হয় তবে ঈনিয়াস তার ভাবী স্বপুত্রের কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করতে পারেন না।

নগরীতে এমন একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যখন যুদ্ধ অবধারিত ছিল তখন দেবতা জ্যানাসের মন্দিরের ছুটি ভাঁজ করা ফটক, যেগুলো শান্তিকালীন সময়ে সর্বদা বন্ধ থাকতো, রাজা এদেরকে অর্গলমুক্ত করে দিতেন যখন ত্বর্য বেজে উঠতো এবং যোদ্ধারা চিৎকার করে উঠতো। কিন্তু ল্যাটিনাস রাজপ্রাসাদে বন্দি থাকায় এই পবিত্র কৃত্যটি সম্পন্ন করা গেল না। যখন নাগরিকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কি করতে হবে তা ভেবে, জুনো নিজে নেমে এলেন দুর্গ থেকে এবং নিজ হাতে আঘাত করে দরজাগুলোকে প্রশস্তভাবে খুলে দিলেন। আনন্দ ছেয়ে ফেললো নগরীকে,

আনন্দ তখন যুদ্ধ-প্রাক্ষেপে উজ্জ্বল বর্মভলোতে গর্বিত ও তেজোদ্বীপ্ত উদ্দীপনায়, এমন এক আনন্দ যা অনায়াসে মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেয়।

ল্যাটিন ও ক্রটুলিয়ানদের এক বিশাল সমন্বিত সেনাদল তখন যুঝেযুঝি হলো ট্রোজানদের এক ক্ষুদ্র দলের। তাদের নেতা টার্নাস ছিলেন এক সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা; আর একজন সমর্থ নিম্র ছিলেন মেজেন্টিয়ান, এক সুদক্ষ সেনা, কিন্তু এতটাই নিষ্ঠুর যে, তার প্রজাগণ, বিশাল ইটুয়ান জনতা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তিনি টার্নাসের কাছে পালিয়ে গেলেন। তৃতীয় মিত্রটি ছিল এক নারী, কুমারী ক্যামিলা, যে লালিত-পালিত হয়েছিল তার পিতা কর্তৃক এক সুদূর বনে এবং অতি শৈশবেই তার ক্ষুদ্র হাত দ্বারা নিষ্ফিণ্ড ছোরা বা তীরের মাধ্যমে শিকার করে ফেলতে পারতো দ্রুতগতির সারস বা বন্য রাজহাঁস, এদের ডানা থাকার পরেও তার পা ছিল প্রায় এদের সমান দ্রুতির। সে পারদর্শী ছিল সব যুদ্ধ-কৌশলে, বর্শা ও দুই প্রান্ত বিশিষ্ট কুড়াল এবং ধনুক ব্যবহারেও ছিল অদ্বিতীয়া। সে ঘৃণা করতো বিয়ে করাকে। সে উপভোগ করতো শিকারের পিছু ছোটা, যুদ্ধ এবং তার স্বাধীনতাকে। একদল যোদ্ধা তাকে অনুসরণ করতো, এর মধ্যে থাকতো কিছু কুমারী।

ট্রোজানদের এই চরম বিপদসংকুল অবস্থায় যে বিশাল নদীর তীরে তারা তাঁবু গেড়েছিল তার দেবতা ফাদার টাইবার স্বপ্নে দেখা দিলেন ইনিয়াসের সাথে। তিনি তাকে দ্রুত নদীর উজানে যেতে আদেশ করলেন, যেখানে বাস করেন এক দরিদ্র ছোট্ট শহরের রাজা, ইভাভার, যে শহরটি নিয়তির অমোঘ নির্দেশে কোন একদিন হয়ে উঠবে পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিত নগরী, যেদিন রোমের অট্টালিকাগুলো উঠে যাবে আকাশ পর্যন্ত। এখানে, নদীর দেবতা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ইনিয়াস তার প্রয়োজনীয় সব সাহায্য পাবেন। প্রত্যুষে ইনিয়াস তার নির্বাচিত কিছু সঙ্গীসহ রওনা দিলেন এবং প্রথমবারের মতো সশস্ত্র মানুষসহ একটি নৌকা ভাঙ্গালেন টাইবারের জলধারায়। যখন তারা পৌঁছলেন ইভাভারের প্রাসাদে তখন রাজা ও তার তরুণ পুত্র প্যালাসের কাছে তারা পেলেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। যখন তারা অতিথিদেরকে নিয়ে গেলেন ক্রঙ্ক অট্টালিকার দিকে যা তাদের প্রাসাদ হিসেবে কাজ করতো, তারা তাদেরকে দেখালেন বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দৃশ্যাবলী : বিশাল টারপিয়ান পর্বত, এর নিকটে ছিল এক পাহাড় যা জোভের কাছে ছিল পবিত্র, যা এখন জরাজীর্ণ হয়ে গেছে কাঁটা-লতায়, যেখানে কোন একদিন জেগে উঠে ছিল সোনালি ও উজ্জ্বল 'ক্যাপিটল' ভবন; দারুণরত গরুতে পূর্ণ এক ভূগভূমি, যা একদিন হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর মিলন মেলা 'রোমান ফোরাম।' 'একদা বিভিন্ন বনদেবতা আর উপদেবীরা বাস করতেন এখানে,' রাজা বললেন, 'এবং এক বন্য প্রজাতির মানুষ। কিন্তু স্যাটার্ন এলেন এই দেশে, এক গৃহহীন, নির্বাসিত, যিনি পালিয়ে এলেন তার পুত্র জুপিটারের ক্ষিপ্ত থেকে। তখন পাল্টে গেল সবকিছু। মানুষ ত্যাগ করলো তাদের গর্হিত ও ভয়ংকর পথ। তিনি এমন ন্যায়বিচার এবং শাস্তিসহ শাসন করতেন যে, তখন থেকে তার রাজত্বকালকে বলা হতো স্বর্ণযুগ। কিন্তু পরবর্তী কালে জয়ী হলো অন্য সব প্রথা, স্বর্ণের লোভ ও যুদ্ধের

আতংকে পড়ে উধাও হলো শান্তি ও ন্যায়বিচার। টাইরান্টরা দেশটি শাসন করেছিল ততদিন যতদিন না নিয়তি আমাকে এখানে নিয়ে এল, খ্রিস হতে এক নির্বাসনে, আমার প্রিয় বাসভূমি থেকে এই আর্কেডিতে।’

যখন বৃদ্ধটি তার কাহিনী শেষ করলেন তখন তারা পৌছে গেছেন এক সাধারণ পূর্ণকুটিরে যেখানে তিনি বাস করতেন এবং সেখানে ঈনিয়াস সেই রাতটি কাটালেন পাতায় তৈরি এক গদিতে যা আচ্ছাদিত ছিল ভল্লুকের লোমে। পরবর্তী সকালে তারা সকলেই জেগে উঠলেন ভোরের পাখির ডাকে। রাজা সম্মুখে এগিয়ে গেলেন দুটি বিরাট কুকুরসহ যারা তাকে অনুসরণ করছিল, যেগুলো ছিল তার একমাত্র ভ্রমণসঙ্গী এবং দেহরক্ষী। খাবার গ্রহণের পর তিনি ঈনিয়াসকে দিলেন সেই উপদেশ যার জন্য তিনি এসেছেন। আর্কেডি—যে পুরোনো নামে তিনি তার দেশকে ডাকতেন, ছিল এক দুর্বল রাজ্য, তিনি বললেন, এবং ট্রোজানদেরকে এটি সামান্যই সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু নদীর অপর পাড়ে বাস করতো ধনী এবং শক্তিশালী ইট্রিসকানরা যার ফেরারী রাজা মেজেন্টিয়াস সাহায্য করছিল টার্নাসকে। এই একটি মাত্র সত্যতাই যুদ্ধে পুরো জাতিটিকেই ঈনিয়াসের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে, এমনই তীব্র ঘৃণাবোধ ছিল তাদের ভূতপূর্ব শাসকটির প্রতি। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল নিষ্ঠুরতার এক দানবরূপে, সে আনন্দ পেত দুঃখ প্রদান করে। সে জনগণকে হত্যা করার এমন এক উপায় বের করেছিল যার চাইতে অধিক ভয়ংকর কোন কিছু এর আগে মানুষের জানা ছিল না। সে জীবিত এবং মৃতদেরকে বেঁধে ফেলতো একত্রে, হাতে হাত বেঁধে, মুখে মুখ বেঁধে, সেই মর্মপীড়াদায়ক অলিঙ্গনাবস্থায় তাদের উপর প্রয়োগ করতো ধীরে বিস্ক্রিয়া যা তাদের জন্য ডেকে আনতো দীর্ঘ যন্ত্রণাময় মৃত্যু।

অবশেষে তার বিরুদ্ধে জেগে উঠলো পুরো ইট্রিয়া, কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তবে স্থির প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তারা তাকে ফিরিয়ে আনবে এবং ন্যায্য শাস্তির ব্যবস্থা করবে। ঈনিয়াস তাদেরকে প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং শক্তিশালী মিত্র হিসেবে পেতে পারেন। বৃদ্ধ রাজা বললেন, তিনি নিজে তার একমাত্র পুত্র প্যালাসকে ট্রোজান বীরের অধীনে পাঠাতে পারেন যুদ্ধ-দেবতার কাছে এবং তার সাথে থাকবে একদল তরুণ যারা ছিল আর্কেডীয় বীর-ধর্ম সম্পন্ন। তিনি তার প্রতিটি অভিধিকে আরও দিলেন একটি করে দুঃসাহসী ঘোড়া যাতে তরুণ দ্রুত পৌছতে পারেন ইট্রিস্কান সেনাদলের কাছে এবং পেতে পারেন তাদের সাহায্য।

এদিকে ট্রোজান ক্যাম্প, যা রক্ষিত হয়েছিল কেবলমাত্র মাটির দুর্গ দ্বারা এবং বক্ষিত ছিল এর নেতা এবং সেরা যোদ্ধাদের উপস্থিতি হতে, হয়ে পড়লো কোণঠাসা। টার্নাস একে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন। সারাদিন ট্রোজানরা ভালোভাবেই নিজেদেরকে রক্ষা করলো, বিদায় কালে ঈনিয়াস কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ যে, কোন ক্রমেই প্রথমে আক্রমণাত্মক হওয়া চলবে না, সেই আদেশ চরমভাবে মেনে চললো। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল খুবই কম। ভবিষ্যৎ ছিল খুবই অন্ধকার যদি কিনা তারা ঈনিয়াসের কি ঘটেছে সেই ব্যাপারে যোগাযোগ না করতে পারে। প্রশ্ন

ছিল যে, এটি আদৌ সম্ভব কিনা, যেহেতু কটুলিয়ানরা দুর্গটি সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র দলটিতে এমন দুজন ছিল যারা সাফল্য বা ব্যর্থতার সুযোগকে ত্যাগ করলো না, তাদের কাছে এই প্রচেষ্টার অন্যতম কারণই ছিল এর ঝুঁকি। এই দুজন শত্রুর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালানোর এবং রাতের অন্ধকারে ঈনিয়াসের কাছে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিল।

তাদের নাম ছিল নিসাস এবং ইউরায়ালাস, প্রথম জন একজন সাহসী বীর এবং অভিজ্ঞ সৈনিক, অপরজন ছিল এক সাধারণ কিশোর, কিন্তু সমান সাহসী এবং বীরসুলভ কাজ করার জন্য উদার আবেগ সমৃদ্ধ। তাদের অভ্যাস ছিল পাশাপাশি যুদ্ধ করার। প্রহরা কাজে বা মাঠে যেখানেই একজন থাকুক না কেন অন্য জনকে সেখানেই পাওয়া যেত। এই মহান অভিযানের ধারণাটি প্রথম এসেছিল নিসাসের মনে যখন সে দুর্গের দেয়ালের উপর দিয়ে তাকালো শত্রুদের দিকে এবং দেখতে পেল বাতির সংখ্যা কত কম এবং আলো কত অনুজ্জ্বল, তখন কেমন নীরব ছিল যখন মানুষজন ছিল গভীর নিদ্রায় বিভোর। সে তার পরিকল্পনা বললো তার বন্ধুর কাছে, কিন্তু তারও যাওয়ার কোন চিন্তা না করে। কিন্তু বালকটি চিৎকার করে বলে উঠলো যে তাকে ফেলে যাওয়া চলবে না এবং এমন মহান প্রচেষ্টায় সে মৃত্যুর বিনিময়ে জীবনকে ত্যাগ করলো, নিসাস কেবল দুঃখ ও হতাশাই বোধ করতে পারলো।

‘আমাকে একা যেতে দাও,’ সে অনুনয় করে বললো।

‘যদি হঠাৎ ভুল কিছু ঘটে যায় এবং এমন একটি অভিযানে সে রকম কিছু ঘটানো হাজার সুযোগ রয়েছে—তখন তুমি আমাকে মুক্ত করো অথবা আমাকে সমাধিস্থ করার কৃত্য সম্পন্ন করো। এও মনে রেখো যে, তুমি বয়সে তরুণ। তোমার সামনে পড়ে আছে পুরোটা জীবন।’ ‘নিরর্থক কথা,’ ইউরায়ালাস উত্তরে বললো। ‘আমাদেরকে রওনা দিতে হবে এক্ষুণি এবং কোন বিলম্ব ছাড়াই।’ নিসাস অনুধাবন করতে পারলো যে তাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে রাজি হলো তাতে।

তারা দেখলো যে, ট্রোজান নেতারা একটি সভা আয়োজন করেছিলেন এবং তারা তাদের সামনে একটি পরিকল্পনা পেশ করলো। এটি তাত্ক্ষণিকভাবে গৃহীত হলো এবং যুবরাজগণ প্রায় শ্বাসরোধ করা কণ্ঠে ও অশ্রু সজল চোখে তাদেরকে সাধুবাদ জানালেন এবং তাদের জন্য পুরস্কারের অঙ্গীকার করলেন। ‘আমার কেবল একটিই চাওয়া,’ ইউরায়ালাস বললো। ‘এখানকার তাঁবুতে আছেন আমার মা। তিনি আমার নাবীদের মতো পেছনে পড়ে থাকবেন না। তিনি আমাকে অনুসরণ করবেন। আমিই তার সবকিছু। যদি আমি মারা যাই—’ ‘তখন তিনি হবেন আমার মা,’ অ্যাস্কানিয়াস ছেদ টানলেন। ‘যাকে আমি হারিয়েছি ট্রয়ের শেষ রাতটিতে, তিনি আমার সেই মায়ের স্থান দখল করবেন। আমি এটি তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি। এবং এটি তোমার সাথে নাও, আমার নিজের তরবারি। এটি তোমাকে ব্যর্থ হতে দেবে না।’

অতঃপর তারা দুজন রওনা দিল সৈন্যদের পরিখার ভিতর দিয়ে এবং এগিয়ে গেল শত্রুদের তাঁবুর দিকে। চারদিকে তখন সবাই নিদ্রামগ্ন। নিসাস ফিসফিস করে

বললো, 'আমি আমাদের পথ পরিষ্কার করতে যাচ্ছি। তুমি খেয়াল রেখো। এর সাথে সাথেই সে হত্যা করতে লাগলো মানুষের পর মানুষ, এমনই দক্ষভাবে যে একজনও মৃত্যুর চিৎকারটি পর্যন্ত দিতে পারলো না। একটি আত্ননাদের মাধ্যমে এমনকি কেউ দিতে পারলো না কোন সতর্কতা সংকেত। ইউরায়ালাস শীঘ্রই যোগ দিল রক্তক্ষয়ী কাজে। যখন তারা তাঁবুর শেষ প্রান্তে পৌঁছলো তখন তারা এটিকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেছে যে, একে মনে হলো এক নির্জন মহা সড়কের মতো যেখানে পড়ে আছে কেবল মৃত মানুষেরা। কিন্তু তারা বিলম্ব করে ভুল করলো। ভোরের সাথে সাথে বেরিয়ে আসছিল দিবালোক, ল্যাটিয়ামের একদল অশ্বারোহী সৈনিক আসার সময় দেখে ফেললো ইউরায়ালাসের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ এবং তাকে চ্যালেঞ্জ করলো। যখন সে কোন উত্তর না দিয়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলো। তারা বুঝতে পারলো যে, সে একজন শত্রু এবং তারা বনটিকে ঘিরে ফেললো। তাড়াহুড়োয় দুই বন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ইউরায়ালাস নির্বাচন করলো ভুল পথটি। তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য নিসাস প্রবল উত্তেজনায় ফিরে তাকালো পিছন দিকে। নিজেকে আড়ালে রেখেই সে ইউরায়ালাসকে অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেল। কিভাবে সে তাকে উদ্ধার করতে পারে? সে তো একা। এ ছিল এক আশাহীন ব্যাপার এবং তবুও নিসাস জানতো যে, কিছু একটা করার চেষ্টা করাটাই ছিল তার অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং ইউরায়ালাসকে ফেলে যাওয়ার চাইতে তার উচিত মৃত্যুবরণ করা। নিসাস তাদের সাথে যুদ্ধ করলো, একজন মানুষ পুরো দলের বিরুদ্ধে এবং তার উড়ন্ত বর্শা ভূমিতে লুটিয়ে দিল একের পর এক যোদ্ধাকে। দলের নেতাটি জানতো না যে, কোন্ দিক হতে আক্রমণটি হচ্ছিল, ইউরায়ালাসের চিৎকারে সে ঘুরে দাঁড়ালো। তার উড্ডীন তরবারি ইউরায়ালাসকে আঘাত করার পূর্বেই নিসাস তীব্র বেগে এগিয়ে এল। 'আমাকে মারো, আমাকে,' সে চিৎকার করে উঠলো। 'কাজটি পুরোটাই আমার। সে কেবল আমাকে অনুসরণ করেছে।' কিন্তু এই শব্দগুলো তার ঠোঁটে থাকা অবস্থাতেই, তরবারিটি প্রবিষ্ট হলো বালকটির বুকে। যখন বালকটি লুটিয়ে পড়ছিল মৃত্যুর কোলে নিসাস দু টুকরো করে ফেললো তার বন্ধুর হত্যাকারীকে, তখন অনেক আঘাতে শতচ্ছিন্ন হয়ে সে-ও ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

দ্রোজানদের বাকি সব অভিযান ছিল যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই। নিজেদের ঘাটিকে রক্ষা করার জন্য ঈনিয়াস ফিরে এলেন ইউট্রাকানদের এক বিশাল বাহিনীসহ। এবং শুরু হয়ে গেল ভয়ংকর যুদ্ধ। তার পর থেকে কাহিনীটি হয়ে উঠলো মানুষের একে অপরকে হত্যা করার বৃত্তান্তেরও অধিক। লড়াইয়ের পর লড়াই কিন্তু সেগুলো ছিল সব একই রকম। অসংখ্য বীরের মৃত্যু হলো, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে তুললো ধরিত্রীকে, বেজে উঠলো তুর্য ধনি, অসংখ্য ধনুক হতে শিলাবৃষ্টির মতো ছুটে গেল তীর, ভয়ংকর অশ্বগুলোর ক্ষুর সবেগে উৎসারিত করে রক্তাক্ত শিশির, মাড়িয়ে যাচ্ছিল মৃতদেরকে। সবকিছুর সমাপ্তির পূর্বেই একটি আতংকের স্থান নিচ্ছিল অন্য এক

আতঙ্ক। মৃত্যু হলো দ্রোহানদের সকল শত্রু। দুই চরিত্র ক্যামিলা মৃত্যুর পূর্বে দেখালো তার যথেষ্ট পারদর্শিতা ; মেথেনটিয়াস নিয়তির চরম পরিণতিই ভোগ করলো যা তার প্রাপ্য ছিল, তবে কেবল তার সাহসী ভরুণ পুত্রটি তাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবার পরই সে মারা গেল। মিত্রশক্তিরও অনেকেই মারা গেলেন, এর মধ্যে ইভাভারের পুত্র ম্যালাসও ছিলেন।

অবশেষে টার্নাস এবং ইনিয়াস পরস্পরের সাথে লড়াইয়ে মগ্ন হলেন। এরই মধ্যে ইনিয়াস, কাহিনীর প্রথম অংশে যিনি ছিলেন হেট্টর বা একিলিসের মতোই মানবিক, পাল্টে গেলেন অদ্বুত রকম এবং বিশ্বয়করভাবে তিনি হয়ে উঠলেন এমন যেন নন কোন মানবীয় চরিত্র। একদা যখন তিনি তার পিতাকে জ্বলন্ত ত্রয় থেকে পরম যত্নে বয়ে এনেছিলেন এবং তার ছোট পুত্রটিকে তার পাশাপাশি দৌড়াতে উৎসাহিত করেছিলেন, যখন তিনি কার্ণেজে এলেন বুঝতে পারলেন করুণার স্বাদ কি রকম, যা ছিল এমন এক স্থানে পৌছানো, 'যেখানে সর্বকিছুর জন্য রয়েছে অশ্রুপাত' তিনি তখনও ছিলেন মানবিক যখন তিনি সদর্পে ঘুরে বেড়াতেন দিদোর প্রাসাদে, চমৎকার সব মানবিক পোশাক পরে। কিন্তু ল্যাটিন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিনি কোন মানুষ থাকলেন না, হয়ে উঠলেন এক ভয়ংকর মহাবিশ্বয়। তিনি ছিলেন, অ্যাথোস পর্বতের মতো সর্বব্যাপী, তিনি ছিলেন ফাদার অ্যাপিনি-এর মতো ব্যাপক, যেমনটি তিনি নাড়াতেন তার বিশাল ওকগুলোকে এবং তুষারময় শীর্ষগুলোকে তুলে ফেলতেন আকাশ অবধি, অনেকটা ইজিয়নের মতো, যার ছিল একশত বাহু এবং একশত হাত, এবং পঞ্চাশটি মুখের ভিতর দিয়ে তিনি নির্গত করতেন আগুন, বজ্র তুলতেন পঞ্চাশটি শক্ত পাতের উপর এবং বহন করতেন পঞ্চাশটি তীক্ষ্ণ তরবারি— তেমনভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয়ের উন্মত্ততা প্রকাশ করতেন ইনিয়াস। যখন তিনি টার্নাসের সাথে শেষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন তখন এর ফলাফলটি ছিল অর্থহীন। ইনিয়াসের সাথে টার্নাসের লড়াই এমনই বৃথা প্রয়াস ছিল যে তা যেন কোন বজ্রালোক বা ভূমিকম্পের সাথে লড়াই করা।

ভার্জিলের মহাকাব্য শেষ হয় টার্নাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এটি সহজেই অনুমেয় যে, ইনিয়াস বিয়ে করেন ল্যাভিনিয়াকে এবং সূচনা করেন রোমান যুগের—ভার্জিলের ভাষায় যা, 'অন্য সব জাতিসমূহের সামনে রেখে গেলি শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের মত বিষয়গুলোকে এবং নিয়তির অমোঘ বিধানের মতো তারা মর্তের সকল মানুষকে নিয়ে এল তাদের সাম্রাজ্যের অধীনে। তারা প্রতিষ্ঠা করলো প্রতিরোধহীন সমর্পণের উপর নিজের শাসন চাপিয়ে দেয়। কৌশল, তারা তাদের তোষামোদকারীদেরকে রক্ষা করলো, কিন্তু ধ্বংস করলো তাদেরকে যারা নিজেদের উপর গর্ব বোধ করতো।

পঞ্চম পর্ব
পুরাণের বিখ্যাত পরিবারসমূহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



সতের অ্যাট্রিয়ুসের পরিবার

(অ্যাট্রিয়ুস এবং তার উত্তরসূরিদের কাহিনীর প্রধান চরিত্র এই যে, খ্রিষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের ট্রাজিক কবি ইক্কিলাস এটিকে নিয়ে ছিলেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-রচনা 'ওরেস্টিয়া'-র বিষয়বস্তু রূপে, যা গঠিত হয়েছিল তিনটি নাটকের সমন্বয়ে, এগুলো হলো, 'আগামেমনন,' 'তর্পণ বাহকগণ' এবং 'ইউমেনিডিস'। ইডিপাস এবং তার সন্তানদের নিয়ে রচিত সফোক্লিসের চারটি নাটক ব্যতীত গ্রিক ট্রাজেডি রচনায় এর সমকক্ষ কোন কিছু নেই। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শুরুতে পিভার, দেবতাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ট্যান্টালাসের ভোজ্য সম্বন্ধে বর্তমান কাহিনীটি বর্ণনা করেন এবং প্রতিবাদ করে বলেন যে, এটি সত্য ছিল না। ট্যান্টালাসের শাস্তির কাহিনী প্রায়শই বর্ণিত হয়, প্রথমত 'অডিসি'তে, যা থেকে আমি এটি নিয়েছি। অ্যাফ্রিয়ন এবং নাইওবীর কাহিনী আমি নিয়েছি ওভিদ থেকে, কেবল তিনিই এটিকে বর্ণনা করেন পূর্ণভাবে। পিলোপসের রথ-প্রতিযোগিতা জয়ের কাহিনীর জন্য আমি পছন্দ করেছি প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতকের লেখক অ্যাপোলোডোরাসকে, যিনি দিয়েছেন কাহিনীটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। অ্যাট্রিয়ুস এবং থিয়েসিসের অপরাধসমূহ এবং তৎপরবর্তী সকল ঘটনা আমি নিয়েছি ইক্কিলাসের 'ওরেস্টিয়া' থেকে।)

অ্যাট্রিয়ুসের পরিবার পুরাণের সবচেয়ে বিখ্যাত পরিবারসমূহের অন্যতম। আগামেমনন, যিনি ট্রয়ের যুদ্ধে গ্রিকদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এই পরিবারেরই ছিলেন। তার নিকটজনেরা সবাই, তার স্ত্রী ক্লাইটেমেনেস্ট্রা, তার সন্তানগণ, ইফিজিনিয়া, ওরেস্টেস এবং ইলেক্টা, তার মতোই সুপরিচিত ছিলেন। তার ভাই মেনেলাউস ছিলেন হেলেনের স্বামী, যার কারণে সংঘটিত হয় ট্রয়ের যুদ্ধ।

এটি ছিল এক দুভাগ্যপীড়িত পরিবার। দুভাগ্যের কারণ হিসেবে ধরা হয় তাদের এক পূর্ব পুরুষকে, লিডিয়ার এক রাজা ট্যান্টালাসকে, যিনি তার অতি দুষ্ট কর্মের জন্য নিজের উপর বয়ে এনেছিলেন ভয়ংকর শাস্তি। এখানেই ব্যাপারটি থেমে যায়নি। যে পাপ তিনি করেছিলেন তা তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত ছিল। তার উত্তরসূরিরাজ করলো পাপ কর্ম এবং পেয়েছিল তার শাস্তি। মনে হলো পরিবারটির উপর ঝুলে থাকলো এক অভিশাপ, নিজেদের ঋণবর্তী অন্য মানুষকে পাপে সংশ্লিষ্ট করে এবং দোষীদের সাথে নির্দোষের উপরেও দুর্ভোগ ও মৃত্যু ডেকে এনে।

ট্যান্টালাস ও নাইওবী

ট্যান্টালাস ছিলেন জিউসের পুত্র এবং দেবতাদের দ্বারা সম্মানিত হতেন জিউসের যে কোন মরণশীল সন্তানের চাইতে অধিকতর। তারা তাকে তাদের টেবিলে ষাণ্ডার অনুমতি দিয়েছিলেন, নেষ্টার এবং অ্যামব্রোজিয়ার স্বাদ নিতে দিতেন যাতে তিনি ব্যতীত কেবল দেবতারা অংশগ্রহণ করতে পারতেন। দেবতারা করেছিলেন আরও, তারা এসেছিলেন তার প্রানাদে এক ভোজসভায়, তারা নিচে নেমে এসেছিলেন তার সাথে ভোজ গ্রহণের জন্য। তাদের আনুকূল্যের প্রতিদানস্বরূপ তিনি এমন এক নৃশংস কাজ করলেন যে, এমনকি কোন কবিও তার আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। তিনি তার একমাত্র পুত্র পিলোপসকে হত্যা করলেন, সিদ্ধ করলেন একটি বিশাল কড়াইয়ের মধ্যে এবং সেই নরমাংস পরিবেশন করলেন দেবতাদের সামনে। দৃশ্যত তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার এক তীব্র অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন, যা তাদের উপর নরখাদক হওয়ার আতংক সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে তার মাঝে জাগিয়ে তুললেন তার নিজ পুত্রকে হত্যা করার বাসনা। এমনও হতে পারে যে, তিনি সবচেয়ে বিস্ময়কর ও কষ্টদায়ক উপায়ে দেখতে চেয়েছিলেন যে, শ্রদ্ধামিশ্রিত-ভয় জাগানো, পূজনীয় এবং বিনীত প্রশংসাপ্রাপ্ত দৈব চরিত্রগুলোকে বোকা প্রতিপন্ন করা কত সহজ ছিল। দেবতাদের প্রতি তার তাক্ষিল্য এবং তার অপরিমেয় আত্মবিশ্বাসের কারণে তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তার অতিথিরা বুঝে ফেলবেন তাদের সামনে কি পরিবেশন করা হয়েছিল।

তিনি ছিলেন সত্যিই এক বোকা। অলিম্পীয়রা বুঝে ফেলেছিলেন। তারা সেই ভয়ংকর ভোজসভা ছেড়ে চলে গেলেন এবং যে অপরাধীটি এই কৌশল বের করেছিল তার উপর ক্রিও হয়ে উঠলেন। তারা ঘোষণা করলেন যে, তাকে এমন শাস্তি দেয়া হবে, যা আর কোন মানুষ কখনো ভোগ করেনি, এই মানুষটি কি রূপ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তা শুনে, কেউ আর কখনো দেবতাদেরকে অপমান করার দুঃসাহস দেখাবে না। তারা এই চরম পাপীকে স্থাপন করলো হেডিসের এক জলাশয়ের উপর, কিন্তু যখনই সে নিদারুণ তৃষ্ণায় আনত হয়ে আসছিল জলপান করার জন্য, সে পৌছতে পারলো না জল পর্যন্ত। এটি উধাও হয়ে গেল, রয়ে গেল মাটিতে যখন সে বাঁকা হলো। জলাশয়ের উপর ঝুলে ছিল অনেক ফুল-গাছ যেগুলো পরিপূর্ণ ছিল নাশপাতি, ডালিম, গোলাপি আপেল আর মিষ্টি ডুমুর ফলে। প্রতিবার সে সেগুলো মুঠোয় আনার জন্য হাত প্রসারিত করার সাথে সাথে বাতাস এসে এগুলোকে উড়িয়ে নিত এমন উচ্চতায় যেন তা চলে যায় তার নাগালের বাইরে। এইভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকলো অনন্তকাল, তার অরিন্দিত গলা চিরকাল ধরে থাকলো তৃষ্ণার্ত, চরম প্রাচুর্যের মাঝেও তার ক্ষুধার নিষ্পত্তি ঘটলো না কোনদিন।

তার পুত্র পিলোপস দেবতাগণ কর্তৃক পুনর্জীবিত হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে গজদন্ত হতে তৈরি করতে হয়েছিল একটি কাঁধ। দেবীদের অন্যতমা, কেউ বলে

নিমিত্ত, কেউ বলে খেঁচিস, অসাবধানতাবশত সেই দুঃখজনক ভোজন থেকে কিছু অংশ দেখে ফেলেছিলেন এবং যখন বালকটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গনমূহ আবার ভোড়া লাগানো হচ্ছিল তখন একটি কাঁধ কম পড়েছিল। এই কাহিনীটি নেমে এনেছিল এর নিষ্ঠুরতার স্তরে। পরবর্তী প্রিকরা এটি পছন্দ করেনি এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কবি পিতার এটিকে বর্ণনা করেন :

এটি এমন এক কাহিনী যা সত্য বাণীর বিরুদ্ধে অলংকৃত হয়েছে
চাকচিক্যময় মিথ্যা দ্বারা।

একজন মানুষ পবিত্র দেবতাদেরকে নরবাদক প্রতিপন্ন করতে পারে
না।

তবে পিলোপসের বাকিটা জীবন ছিল সার্থকতাময়। সে-ই ছিল ট্যান্টালাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী যাকে দুর্ভাগ্য তাড়া করেনি। সে তার বিবাহিত জীবনে ছিল সুখী, যদিও সে পাণি গ্রহণ করেছিল এমন এক বিপজ্জনক নারীর যে ছিল অনেক মৃত্যুর কারণ, রাজকুমারী হিপ্পোডামিয়াকে। যে নারীর কারণে মানুষগুলো মারা গিয়েছিল সেটি তার নিজের দোষ ছিল না, তা ঘটেছিল তার পিতার কারণে। এই রাজার ছিল অ্যারেস প্রদত্ত এক জোড়া চমৎকার ঘোড়া—অবশ্যই যেগুলো যেকোন মরণশীল ঘোড়ার চাইতে ছিল শ্রেষ্ঠতর। তিনি চান নি তার কন্যা বিয়ে করুক এবং যখনই তার জন্য কোন পাণি-প্রার্থী আসতো, যুবকটিকে বলা হতো যে, রাজকুমারীটিকে পেতে হলে তাকে তার পিতার সাথে রথ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। যদি পাণি-প্রার্থীটির ঘোড়া জয়লাভ করে তবে সে পাবে রাজকুমারীকে, আর যদি তার পিতার ঘোড়া জয়যুক্ত হয় তবে যুবকটিকে এই পরাজয়ের মাসুল দিতে হবে তার নিজের জীবন দান করে। এই ভাবে বেশ কিছু অপরিণামদর্শী যুবককে মৃত্যু বরণ করতে হলো। এর পরেও পিলোপস দুঃসাহস দেখালো। তার ছিল বিশ্বস্ত এক ঘোড়া যা তাকে উপহার দিয়েছিলেন পোসাইডন। সে রথ চালনায় জয়লাভ করলো, কিন্তু এমন এক কাহিনী প্রচলিত আছে যে, পোসাইডনের ঘোড়ার চাইতেও এই বিজয়ে বেশি অবদান ছিল হিপ্পোডামিয়ার। হয় সে পিলোপসের প্রেমে পড়েছিল, অথবা সে উপলব্ধি করেছিল যে, এরকম প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। সে পিলোপসকে সাহায্য করার জন্য তার পিতার রথী মারটিলাসকে উৎকোচ প্রদান করেছিল। সে খুলে ফেললো সেই সকল বস্তু যেগুলো রাজার রথের চাকাগুলোকে ধরে রাখতো এবং পিলোপস সহজেই জয়লাভ করলো। পরবর্তীতে পিলোপসের হাতে নিহত হয় মারটিলাস এবং মৃত্যুর সময় সে দিয়ে গেল অভিশাপ এবং কেউ কেউ বলে যে, এটিই ছিল সেই কারণ, যা পরবর্তীতে পরিবারটির উপর ডেকে এনেছিল দুর্ভাগ্য। কিন্তু বেশিরভাগ লেখক বলেন এবং সেটিই বেশি যৌক্তিক যে, ট্যান্টালাসের দুঃখই তার উত্তরাধিকারীদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

তার কন্যা নাইওবীর চাইতে খারাপ পরিণতি আর কেউ ভোগ করেননি। কিন্তু প্রথমে মনে হয় যে, দেবতারা তার সৌভাগ্য দিয়েই শুরু করেছিলেন যেমনটি ঘটেছিল পিলোপসের ক্ষেত্রে। তিনি তার বিয়েতে সুখী ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন ছিউনের পুত্র অ্যাফ্রিয়ন যিনি ছিলেন এক অতুলনীয় সংগীতজ্ঞ। একদা অ্যাফ্রিয়ন এবং তার ভ্রমজ ভাই জেথাস পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন খিবিসকে সুরক্ষিত করার, এর চারদিকে একটি সুউচ্চ দেয়াল নির্মাণ করে। জেথাস ছিলেন শারীরিকভাবে অতি সামর্থ্যবান এবং তিনি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিলেন পুরুষ সুলভ খেলাধুলার প্রতি তার ভাইয়ের অনাগ্রহ এবং শিল্পকলার প্রতি আগ্রহের ব্যাপারে। তথাপি যখন দেয়াল নির্মাণের জন্য প্রচুর পাথর আনার মতো ভারি কাজের পালা এল তখন সেই নিরীহ সংগীতজ্ঞটি পেছনে ফেলে দিলেন শক্তির ক্রীড়াবিদটিকেই : তিনি তার এমন চমৎকার সুর তুললেন যে, তাতে সেই পাথরগুলোও নড়ে উঠলো এবং তাকে অনুসরণ করলো খিবিস পর্যন্ত।

সেখানে অ্যাফ্রিয়ন এবং নাইওবী শাসন করলেন পূর্ণ সন্তুষ্টিসহ যতদিন না নাইওবী দেখালেন যে, তার নিজের মধ্যেও বিরাজ করছে ট্যান্টালাসের উন্মত্ততা। নাইওবী তার চরম উৎকর্ষের সাহায্যে নিজেকে ধরে রেখেছিলেন সকল ডয় ও শঙ্কার উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন ধনী, উচ্চবংশজাত এবং ক্ষমতাবান। তার ছিল সাতপুত্র, তারা ছিল সাহসী ও সুন্দর যুবক এবং সাত কন্যা যারা ছিল সুন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, তিনি তার পিতার মতো দেবতাদেরকে শুধু বোকা বানানোর সামর্থ্যই রাখতেন না, এমনকি প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করতেন।

তিনি খিবিসের জনগণকে তার পূজা করার জন্য আহ্বান জানালেন। 'তোমরা ধূপ প্রজ্জ্বলিত কর লেটোর জন্য,' তিনি বললেন, 'এবং সে আমার তুলনায় কি ? তার ছিল দুই সন্তান মাত্র, অ্যাপোলো এবং আর্টেমিস। আমার আছে সাতগুণ। আমি হল্যাম রানী আর সে ছিল এক গৃহহীন আগন্তুক যতক্ষণ না মর্তের সকল স্থানের মধ্যে কেবল ক্ষুদ্র ডেলোস তাকে গ্রহণ করেছিল। আমি সুখী, শক্তিশালী ও বিরাট মানুষ বা দেবতা যে কারো পক্ষেই আমার ক্ষতি করা খুবই কঠিন ব্যাপার। লেটোর মন্দিরে আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর, এখন শুধুই আমার জন্য তার জন্য নয়।'।

সচেতনভাবে ঔদ্ধত্য থেকে উচ্চারিত হতো যে উদ্ধত কথা তা সর্বদাই শোনা যেত স্বর্গ হতে এবং সর্বদাই পেত তার উপযুক্ত শাস্তি। ক্রীতদাসের দেবতা এবং শিকারী দেবী যথাক্রমে অ্যাপোলো এবং আর্টেমিস প্রিলিম্পাস হতে দ্রুত চলে গেলেন খিবিসে এবং অব্যর্থ নিশানায় তীর নিক্ষেপ করে তারা হত্যা করলেন নাইওবীর পুত্র ও কন্যাদেরকে। তিনি তাদেরকে চরম যন্ত্রণা ভোগ করে মরে যেতে দেখলেন। সেই তরুণ ও বলবান মানুষগুলোর মৃতদেহের পাশে তিনি বসে রইলেন পাথরসম দুঃখ নিয়ে, পাথরের মতো নির্বাক হয়ে এবং তার চিন্তা তার ভিতরে পড়ে

রইল এক পাথরের মতো। কেবল তার অশ্রুধারাই প্রবাহিত হলো এবং তা ধামলো না আর কখনো। তিনি পরিণত হয়ে গেলেন এক পাথরে, যা চিরদিন দিবা-রাত্রি ধরে নিষ্ঠা থাকতো অশ্রুকণায়।

পিলোপসের ছিল দুই পুত্র সন্তান, অ্যাট্রিয়ুস এবং থায়েস্টেস। তাদের মধ্যেও পাপের উত্তরাধিকার সঞ্চারিত হলো পুরোদস্তুর। থায়েস্টেস তার ভাইয়ের স্ত্রীর প্রেমে পড়লেন এবং তাকে তার বিয়ের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত করতে সমর্থ হলেন। অ্যাট্রিয়ুস সব কিছু বুঝতে পারলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তার ভাইকে এমনই মাসুল দিতে বাধ্য করবেন যেমনিভাবে আগে কখনো কেউ দেয়নি। তিনি তার ভাইয়ের ছোট্ট দুটি সন্তানকে হত্যা করলেন, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কেটে টুকরো টুকরো করলেন, সিদ্ধ করলেন এবং তাদের পিতাকে সেগুলো ভোজনে পরিবেশন করলেন। যখন তিনি খেয়ে উঠলেন—

চরম হতভাগ্যরূপে যখন তিনি জানলেন ঘৃণ্য কাজটির কথা,
তিনি তীব্রভাবে চিৎকার করে উঠলেন, পিছু ফিরে গেলেন—
উদগীরণ করলেন সেই মাংস,
পরিবারটির উপর নেমে আসলো এক অমোঘ নিয়তি,
ভেঙে গেল সেই ভয়ংকর ভোজসভা।

অ্যাট্রিয়ুস ছিলেন রাজা। থায়েস্টেসের কোন ক্ষমতাই ছিল না। অ্যাট্রিয়ুস তার জীবদ্দশায় এই নৃশংস অপরাধের জন্য কখনো প্রতিশোধের মুখোমুখি হননি কিন্তু তার সন্তানেরা, তার সন্তানদের সন্তানেরা ভুগতে থাকলো যন্ত্রণায়।

আগামেমনন এবং তার সন্তানেরা

অলিম্পাসে দেবতারা মিলিত হয়েছিলেন সকলে। সবার আগে কথা বলা শুরু করলেন সকল দেবতা ও মানুষের অধিকর্তা দেবরাজ জিউস। তিনি চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মানুষ সর্বদাই দেবতাদের সাথে হীনভাবে ব্যবহার করে আসছিল বলে, তাদের নিজস্ব দুর্কর্ম যেগুলো তাদের জন্য বয়ে আনছিল যে মন্দাভাগ্য তার জন্য এবং প্রায়শই যখন অলিম্পীয়রা তা থেকে তাদেরকে ফেরাতে চেষ্টা করতেন তখনো তারা দেবতাদের উপরেই দোষারোপ করতো বলে। 'তোমরা সকলেই জানো এজিস্থাস সম্বন্ধে, যাকে হত্যা করেছিল আগামেমননের পুত্র, ওরেস্টেস' জিউস বললেন, 'সে কিভাবে আগামেমননের স্ত্রীকে ভালোবেসেছিল, এবং ট্রয় থেকে ফেরার পর তিনি তাকে হত্যা করলেন। নিশ্চিতভাবেই এই ঘটনায় কোন দোষ আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। আমরা হার্মিসের মাধ্যমে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। 'অ্যাট্রিয়ুসের পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে ওরেস্টেস।' এই ছিল হার্মিসের কথা,

কিন্তু এমন বন্ধু সুলভ উপদেশও নিরস্ত করতে পারেনি এজিস্থাসকে, এখন সে তার চূড়ান্ত খেদারত দিচ্ছে।’

‘ইলিয়াড’-এর এই অনুচ্ছেদটি অ্যাট্রিয়ুসের পরিবারের প্রথম বর্ণনা। ‘অভিসি’-তে অভিসিউস যখন পৌছিলেন ফ্রিয়ানিয়ানদের দেশে এবং বলছিলেন তার পাতালরাজ্যে যাওয়ার এবং যে সকল প্রেতাত্মা তিনি মোকাবেলা করেন তাদের কাহিনী, তিনি বললেন যে, সকলের মধ্যে আগামেমননের আত্মাই ছিল সবচেয়ে বেশি কষ্টকর জাগানো। তিনি তার আত্মাকে মিনতি করে বলেছিলেন তিনি কিভাবে মারা গিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে এবং মৃত দলপ্রধানটি বললেন যে, তাকে হত্যা করা হয়েছিল খুবই অসম্মানজনকভাবে যখন তিনি বসেছিলেন একটি খাবার টেবিলে, আঘাত করা হয়েছিল এমনভাবে যেন কসাই আঘাত করলো ঝাড়কে। ‘এই হলো এজিস্থাস,’ তিনি বললেন, ‘আমার অভিশপ্ত স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলো এবং যখন আমি ভোজ্য গ্রহণ করলাম তখন আমাকে হত্যা করা হলো। আমার লোকদেরকেও। তোমরা দেখেছো যে, অনেকেই মারা যায় একটি মাত্র লড়াইয়ে বা সংঘাতে, কিন্তু কেউই আমাদের মতো মারা যায়নি মদের বোতল এবং পরিপূর্ণ টেবিলের পাশে একটি সভাকক্ষে, যার মেঝে ভেসে গিয়েছিল রক্তে। ক্যাসান্দ্রার মৃত্যু-চিৎকার বেজে উঠলো আমার কানে, যখন সে পড়ে গেল। ক্লাইটেমনেস্ট্রা তাকে বধ করলো আমার শরীরের উপর ফেলে। আমি তার জন্য আমার হাত দুটো তোলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেগুলো পড়ে গেল। আমি তখন মূর্খ।’

এভাবে কাহিনীটি বর্ণিত হলো : আগামেমনন নিহত হয়েছিলেন তার স্ত্রীর প্রেমিক কর্তৃক। এটি একটি অনুজ্জ্বল কাহিনী। কতকাল এটি এর অবস্থা ধরে রেখেছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাটি আমরা পাই শতাব্দী পরে, ইক্ষিলাসের রচনায় ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যা একেবারেই অন্যরকম। এটি এক বিশাল উপাখ্যান যা কৃপাহীন প্রতিহিংসা, বিয়োগাত্মক আবেগ আর অবশ্যজ্ঞাবী ধ্বংসের বৃত্তান্ত। আগামেমননকে হত্যার কারণ এখন আর এক জোড়া নর-নারীর প্রণয় নয়, কারণটি হলো এক কন্যার জন্য এক মায়ের ভালোবাসা যাকে হত্যা করেছিল তার নিজ পিতা, এবং সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে নিজ স্বামীকে হত্যা করার জন্য এক স্ত্রীর প্রতিজ্ঞা। এজিস্থাস বিস্মৃত, সে আর দৃশ্যপটে নেই। আগামেমননের স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রা রয়েছেন পুরো ঘটনার পটভূমিতে।

অ্যাট্রিয়ুসের দুই পুত্র, ট্রয়ে গ্রিক বাহিনীর অধিনায়ক আগামেমনন এবং হেলেনের স্বামী মেনেলাউস, তাদের জীবনের শেষ ভাগ কাটিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। মেনেলাউস প্রথম দিকে কম সফল ছিলেন তার পরবর্তী জীবনে তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে সফল। তিনি তার স্ত্রীকে কিছু কালের জন্য হারালেও ট্রয়ের পতনের পর তিনি তাকে ফিরে পান। গ্রিক নৌবহরের উদ্দেশ্যে অ্যাথেনা কর্তৃক পাঠানো ঝড়ে তার জাহাজ তড়িত হয়েছিল মিশরের দিকে, কিন্তু অবশেষে

তিনি ফিরে আসতে পেরেছিলেন নিরাপদে এবং এরপর হেলেনের সাথে বাস করেছিলেন সুখে-শান্তিতে। কিন্তু তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

যখন ট্রয়ের পতন ঘটলো তখন বিজয়ী দলপতিদের মধ্যে আগামেমনন ছিলেন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান। সেই ঝড়ের মাঝেও তার জাহাজ ফিরে এসেছিল নিরাপদে, যদিও সেই ঝড় অন্য অনেক জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছিল বা তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কোন দূর দেশে। তিনি অনেক বিপদের পরেও নগরীতে প্রবেশ করলেন শুধু নিরাপদেই নয়, বিজয়ীর বেশে, ট্রয়ের যুদ্ধের গর্বিত বিজয়ী রূপে। তার পরিবার ছিল তার প্রত্যাশায়। খবর পাঠানো হলো যে তিনি ফিরে এসেছেন এবং নগরীর লোকজন যোগ দিল তার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক বিশাল সম্বর্ধনা সভায়। মনে হলো, যেন, তিনি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণভাবে সফল, এক অসামান্য বিজয়ের পর তার জন্য সব শান্তি ও উন্নতি অপেক্ষা করারই কথা।

কিন্তু যেই জনতা তাকে কৃতজ্ঞতাভরে স্বাগত জানালো তাদের মধ্যে অনেক উদ্বিগ্ন চেহারাও ছিল, অন্ধকার আশঙ্কাময় উচ্চারণ অতিক্রম করলো একজনের কাছে থেকে অপরজনের কাছে। 'তিনি এসে জানতে পারবেন সব দুর্কর্মের কথা,' তারা বিড়বিড় করে বললো। 'সেখানে একদা সবকিছু ভালই ছিল, কিন্তু এখন তার তা নেই। সেই প্রসাদটি যদি কথা বলতে পারতো তবে একটি উপাখ্যানই বলে ফেলতে পারতো।'

রাজ প্রাসাদের সামনে বয়োজ্যেষ্ঠরা দাঁড়িয়েছিল তাদের রাজাকে সম্মান জানানোর জন্য, কিন্তু তারাও ছিল বিপন্ন, আরো এক প্রবলতর উদ্বিগ্নতায়, আরো অন্ধকার আশঙ্কায়, সন্দেহদগ্ধ জনতার মাঝে যা ছিল তার চাইতেও তীব্রতর। যখন তারা অপেক্ষা করছিল তারা ক্ষীণস্বরে আলাপ করছিল অতীত নিয়ে। তারা ছিল বৃদ্ধ এবং এটি তাদের কাছে বর্তমানের চাইতেও বেশি বাস্তব মনে হলো। তারা স্মৃতিচারণ করলো ইফিজিনিয়ার উৎসর্গের, মনোরম, নিষ্পাপ তরুণ মুখ, চরমভাবে বিশ্বাস করতো তার পিতাকে, এবং অতঃপর মুখোমুখি হলো বেদীর, নিষ্ঠুর তরবাবীর এবং তার পাশে ছিল কেবল দয়ামায়াহীন কতগুলো মুখ। যখন এক বৃদ্ধ এগুলো বললো, এটিকে তাদের কাছে মনে হলো এক উজ্জ্বল স্মৃতিরূপে, যেন তারা সেখানেই বিরাজ করছিল, যেন তারা তার সাথে তার পিতাকেও শুনতে পাচ্ছিল। যে পিতাকে সে ভালোবাসতো, সেই পিতাই লোকজনকে বলছিলেন তাকে তুলে আনার জন্য এবং বেদীর উপর তাকে ধরার জন্য, তাকে হত্যা করার জন্য। তিনি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেন নি, কিন্তু তাড়িত হয়েছিলেন অধৈর্য হয়ে উঠা সেনাবাহিনীর দ্বারা যারা ট্রয়ের অভিযাত্রায় শুষ্ক মাথাপ্রবাহের জন্য অপেক্ষা করছিল। এবং তথাপি ব্যাপারটি এতটা সহজ ছিল না। তিনি তার সেনাবাহিনীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন, কারণ পুরোনো দুর্কর্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তার বংশে পাপ

ডেকে আনার জন্য কান্ন করতো। বয়োজ্যেষ্ঠরা জানতো যে এই পরিবারের উপর
ঝুলে ছিল এক অভিশাপ।

...রক্তের ভূষণ—

এটি মিশে ছিল তাদের রক্ত-মাংসে।

পুরোনো ক্ষতটি সেরে উঠবার পূর্বেই, শুরু হতো নতুন রক্তপাত।

ইফিজিনিয়ার মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছিল দশটি বছর, কিন্তু তার মৃত্যুর
ফলাফলটি পৌছে গেল তাদের বর্তমান পর্যন্ত। বয়োজ্যেষ্ঠরা ছিল স্ত্রী। তারা
জানতো যে, প্রতিটি পাপ সূত্রপাত ঘটায় নতুন এক পাপের, প্রতিটি অন্যায় তার
চক্রে নিয়ে আসে আরেকটি অন্যায়। মৃত বালিকাটির কাছ থেকে একটি বিপদ তার
পিতার উপর ঝুলে ছিল তার বিজয়ের সময়ও। তবু তারা হয়তো একে অপরকে
বললো যে, সম্ভবত তা কিছুকাল প্রকৃতরূপ ধারণ করবে না। কাজেই তারা কিছু
আশা খুঁজে পেতে চাইল, কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে তাবা জানতো, তবু
জোরে বলার দুঃসাহস দেখালো না যে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে আগামেমননের জন্য
অপেক্ষা করছিল এক প্রতিহিংসার পাল।

এটি অপেক্ষা করছিল তখন থেকে যখন রানী ক্রাইটেমেনেট্রা ফিরে এলেন
অলিস থেকে, যেখানে তিনি তার কন্যাকে মরে যেতে দেখেছেন। তিনি আস্থা
রাখতে পারলেন না তার স্বামীর উপর যিনি তার সন্তানকে হত্যা করেছেন, যে ছিল
তার নিজেরও সন্তান, তিনি নির্বাচন করলেন এক প্রেমিক এবং দেশবাসী সকলেই
তা জানলো। আগামেমননের প্রত্যাবর্তনের খবর পৌছানোর পরেও তিনি তার
প্রেমিককে দূরে পাঠিয়ে দিলেন না। প্রাসাদের দরজার আড়ালে কি পরিকল্পনা
হচ্ছিল? তাদের বিশ্বাস ও ডয়কে সত্য প্রতিপন্ন করে এক তীব্র কোলাহল এসে
পৌছলো, রথের শব্দ, কণ্ঠস্বরের চিৎকার। রাজাকে নিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ঢুকে
পড়লো রাজকীয় গাড়ি এবং তার পাশে ছিল একটি সুন্দরী বালিকা, কিন্তু সে দেখতে
ছিল অদ্ভুত রকমের। প্রাসাদের লোকজন এবং নাগরিকবৃন্দ তাদেরকে অনুসরণ
করছিল এবং যখন তারা থামলো বিশাল প্রাসাদের দরজাগুলো প্রসারিত হয়ে খুলে
গেল এবং আবির্ভাব ঘটলো রানীর।

রাজা নেমে এলেন উচ্চস্বরে প্রার্থনা করে, 'হে বিজয়, তুমি এখন আমার,
চিরদিনের জন্য আমার হও।' তার স্ত্রী তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে
গেলেন। তার মুখ ছিল উজ্জ্বল, শির ছিল উন্নত। তিনি জানতেন যে সেখানে
একমাত্র আগামেমনন ব্যতীত সকলেই সাবধান ছিল তার ব্যভিচারী প্রকৃতি নিয়ে,
কিন্তু তিনি সবারই মুখোমুখি হলেন এবং তাদেরকে হাসিমুখে বললেন যে, এমন
একটি মুহূর্তে তাদের উপস্থিতিতেও তাকে সম্মুখি প্রকাশ করতে হবে যে কত
ভালোবাসা তিনি বহন করেন তার স্বামীর জন্য এবং কত যত্নগাদ্ধ কষ্ট তিনি ভোগ
করেছেন তার অনুপস্থিতিতে। অতঃপর উল্লসিত কণ্ঠে তিনি স্বাগত জানালেন তার

স্বামীকে। ‘আপনি আমাদের নিরাপত্তা,’ তিনি তাকে বললেন, ‘আমাদের সুনিশ্চিত সুরক্ষা। আপনাকে দেখাটা হলো ঝড়ের পর নাবিকের কাছে উপকূল দর্শনের মতোই কাত্তিকৃত, তৎক্ষণাত পথিকের কাছে হঠাৎ নির্গত হওয়া জালধারার মতোই প্রিয়।’

আগামেমনন উত্তর দিলেন, কিন্তু সাবধানে এবং তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকতে উদ্যত হলেন। প্রথমে তিনি নির্দেশ দিলেন রথের ভিতর বসে থাকা মেয়েটির দিকে। সে ছিল প্রায়ামের কন্যা, ক্যাসান্দ্রা, তিনি তার স্ত্রীকে বললেন মেয়েটি ছিল তার জন্য সৈন্যদের উপহার, সকল বন্দি নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ক্লাইটেমনেস্ট্রা যেন তাকে দেখতে যান এবং তার প্রতি সদাচরণ করেন। এই বলে তিনি প্রাসাদের ভিতর ঢুকে গেলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর পেছনে দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। সেগুলো আর কোনদিন তাদের উভয়ের জন্য খুললো না।

জনতা চলে গিয়েছিল। কেবলমাত্র বৃদ্ধরা অস্বস্তিকর অবস্থায় অপেক্ষা করছিল নীরব অটালিকা এবং শূন্য দরজার সামনে। বন্দি রাজকুমারী তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলো এবং তারা আগ্রহভরে তার দিকে তাকালো। তারা ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে তার অভূত খ্যাতির কথা শুনেছিল যাকে কেউ বিশ্বাস করতো না এবং ঘটনা ঘটান পর তার ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদাই সত্য বলেই প্রমাণিত হতো। সে তাদের দিকে তাকালো ভয়ানক চোখে তাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে, সে তাদেরকে মরিয়্যাতাবে প্রশ্ন করলো—এটি কোন্ প্রাসাদ? তারা তাকে আশ্বস্ত করে বললো যে, এটি সেই স্থান যেখানে বাস করেন অ্যাট্রিয়ুসের পুত্র। সে চিৎকার করে উঠলো, ‘না। এটি এমন এক প্রাসাদ যাকে ঘৃণা করেন দেবরাজ, যেখানে মানুষকে হত্যা করা হয় এবং মেঝে হয় রক্তস্নাত।’ বৃদ্ধরা গোপনে পরস্পরের সাথে বিনিময় করলো ভয়ানক দৃষ্টি। রক্ত, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এই নিয়ে তো তারাও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, অন্ধকার অতীত আরও অন্ধকারের অঙ্গীকার বহন করে। সে কিভাবে জেনে ফেললো সেই অতীত, যে এক আগন্তুক ও ভিনদেশী? ‘আমি শুনতে পাচ্ছি ছোট্ট শিশুদের চিৎকার ধ্বনি,’ সে বিলাপ করে বললো,

...চিৎকার করছে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে

এক পিতা ভোজসভায় পরিবেশন করলো তার সন্তানের শব্দ।

থায়েষ্টেস এবং তার পুত্রগণ...। সে কোথা থেকে জ্ঞানলো। আরও উত্তেজিত বাক্য বর্ণিত হলো তাদের ঠোট থেকে। বছরের পর বছর ধরে এই প্রাসাদে কি ঘটেছে যেন সে নিজ চোখে তা দেখেছে, যখন একটি মৃত্যু অনুসরণ করছিল অপর একটি মৃত্যুকে তখন যেন সে পাশে দাঁড়িয়েছিল, যেন দেখেছে প্রত্যেকটি অপরাধকে যেগুলো একত্রে কাজ করেছে আরো অপরাধ ঘটনার জন্য। সে চিৎকার করে বললো যে, ঠিক ঐ দিনটিতে সেই তালিকায় যোগ হবে আরো দুটি মৃত্যু, তার নিজেরটিও। ‘আমি সহ্য করবো মৃত্যুকে,’ সে বললো, যখন সে

দূরে সরে গেল এবং চলে গেল প্রাসাদের দিকে। তারা তাকে সেই অগভ প্রাসাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাইলো, সে তা চাইলো না, সে প্রবেশ করলো এবং দরজাগুলো তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে। তার চলে যাওয়ার সময় নেমে এসেছিল যে নীরবতা তা হঠাৎ ও ভয়ংকরভাবে ভেঙে গেল। একটি চিৎকার ছড়িয়ে পড়লো, একটি পুরুষ কণ্ঠের প্রবল যন্ত্রণা : 'ওহ্ ! আমাকে আঘাত করা হয়েছে। আমার মৃত্যু খেয়ে আসছে—' এবং তারপর আবার নীরবতা। বৃদ্ধগণ আতংকিত হয়ে পড়লো, হতভম্ব অবস্থায় তারা ঠাসাঠাসি করে জড়ো হতে লাগলো। সেটি ছিল তাদের রাজ্যের কণ্ঠস্বর। তাদের কি করা উচিত ? 'ভেঙে ঢুকে পড় প্রাসাদে। দ্রুত, খুব দ্রুত।' তারা একে অপরকে অনুরোধ করলো। 'আমাদেরকে অবশ্যই জানানতে হবে।' কিন্তু তখন আর কোন ভাঙচুরের প্রয়োজন পড়লো না। দরজাগুলো খুলে গেল এবং প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে রানী।

গাঢ় লাল ছোপ ছড়িয়ে ছিল তার পোশাক, হাত এবং মুখমণ্ডল জুড়ে, তবুও তাকে দেখালো অনালোড়িত, দৃঢ়ভাবে নিজের সম্বন্ধে সচেতন ও নিশ্চিত। তিনি ঘোষণা করলেন সকলকে শোনানোর জন্য, কি ঘটানো হয়েছে। 'এখানে শুয়ে আছে আমার স্বামী, যিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমার হাতে খুন হয়েছেন,' তিনি বললেন। এটি ছিল তার স্বামীরই রক্ত যাতে রঞ্জিত হয়েছে তার পোশাক এবং মুখমণ্ডল এবং তিনি ছিলেন আনন্দিত।

তিনি পড়ে গেলেন এবং যখন তিনি অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছিলেন,
ফিনকি দিয়ে বের হলো তার রক্ত এবং গাঢ় রঙে রঞ্জিত
করলো আমাকে,
এ যেন এক মৃত্যুর শিশির, যা আমার কাছে ছিল
স্বর্গের বৃষ্টি ধারার মতোই মধুর,
যখন পল্লবিত হয় ফসলের ক্ষেত।

তিনি তার কর্মের কোন ব্যাখ্যা দেয়া বা অজুহাত দেখানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তার নিজের দৃষ্টিতে তিনি কোন খুনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন কেবল এক দণ্ড প্রদানকারী। তিনি শাস্তি দিয়েছেন এক খুনিকে যে খুন করেছেন তার নিজ সন্তানকে,

একটি পশুর মৃত্যুর অধিক মূল্য দিলেন না যিনি
যখন খোয়াড় ভর্তি পশুর দলের ভিতর হত
হত্যা করলেন তার কন্যাকে—হত্যা করলেন
খ্রিস্টীয় বায়ুর বিরুদ্ধে এক জাদুর জাদু।

তার প্রেমিক তাকে অনুসরণ করলেন এবং তার পাশে দাঁড়ালেন—এজিহাস,
থায়েস্টেসের কনিষ্ঠতম সন্তান, যিনি জন্মেছিলেন সেই ভয়ংকর ভোজের পর।

আগামেমননের সাথে তার নিজের কোন বিবাদ ছিল না, কিন্তু অ্যাট্রিয়ুসের সাথে ছিল, যিনি তার সম্ভানদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের পিতার জন্য তাদেরকে ভোজন-টেবিলে পরিবেশন করেছিলেন, যিনি এখন মৃত এবং কোন প্রতিশোধ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কাজেই তার পুত্রকেই দিতে হবে খেসারত।

রানী এবং তার প্রেমিক, দুজনের এটি জানার কারণ ছিল যে, কোন দুর্কর্মের নিষ্পত্তি হতে পারে না কোন দুর্কর্ম দ্বারা। যে মানুষটিকে তারা এই মাত্র হত্যা করেছে তার মৃতদেহ ছিল এর প্রমাণ। কিন্তু তাদের এই বিজয়-উদ্দেশ্যে তারা এটুকু ভাবার অবকাশ পেল না যে, এই মৃত্যুটিও অন্যান্য সব মৃত্যুর মতোই পূর্বের ধারাবাহিকতায় নিশ্চিতভাবেই বয়ে আনবে অন্য কোন পাপ। 'তোমার এবং আমার জন্য আর কোন রক্তপাত নয়,' ক্রাইটেমেনেট্টা বললেন এজিহুসকে। 'আমরা এখানে সর্বসর্বা। আমরা এখানে আদেশ করবো সবকিছু।' এটি ছিল এক ভিত্তিহীন আশা।

ইফিজিনিয়া ছিল তিন সম্ভানের অন্যতম। অন্য দুজনের একজন ছিল বালিকা, একজন বালক, যথাক্রমে ইলেক্ট্রা এবং ওরেস্টেস। এজিহুস নিশ্চিতভাবেই বালকটিকে হত্যা করতো যদি ওরেস্টেস সেখানে থাকতো, কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে। যে বালিকাটিকে এজিহুস হত্যা করতে ভাঙ্ছিল্য করলেন; তাকে তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়ে যত্নগাদ্ধ করলেন, যতক্ষণ না তার সারাটি জীবন কেন্দ্রীভূত হলো একটিমাত্র আশার উপর; যে ওরেস্টেস ফিরে আসবে এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। সেই প্রতিশোধটি কি হবে? সে বার বার নিজেকে এই প্রশ্ন করলো। এজিহুসকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, কিন্তু কেবল তাকে হত্যা করাটাই নায বিচারকে সন্তুষ্ট দিতে পারবে না। তার অপরাধ আর একজনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম কলিমালিগু ছিল। এর পর কি? তাহলে এক পুত্র যদি তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার মাকে হত্যা করে তবে তা কি ন্যায়সঙ্গত হবে? তাই সে পদবর্তী বহুবত্তলোর তিক্ত দিনগুলো ধরে ভাবতে থাকলো, যতদিন ক্রাইটেমেনেট্টা এবং এজিহুস দেশটি শাসন করলেন।

যখন বালকটি প্রাপ্ত বয়স্ক হলো তখন সে তার বোনের চাইতেও বেশিভাবে বুঝতে পারলো অবস্থার ভয়ংকরতা। এটি তো পুত্রের কর্তব্য পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়া, যা অন্য যে কোন কিছুর চাইতে অগ্রাধিকারযোগ্য। কিন্তু যে পুত্র তার মাকে হত্যা করে সে দেবতা ও মানুষ উভয়ের কাছেই ঘৃণ্য। এক সময় পবিত্র নৈতিক বাধাটা জড়িত ছিল এক জঘন্য অপরাধের সাথে। সঠিক কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সে এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছিল যে, তাকে দুটি জঘন্য ভুলের মেকোন একটিকে নির্বাচন করতে হবে। তাকে অবশ্যই হতে হবে তার পিতার বিশ্বাসঘাতক অথবা হতে হবে তার মায়ের হত্যাকারী।

সিদ্ধান্তহীনতার যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট হয়ে সে ডেলফিতে গেল ভবিষ্যত্বের সাহায্যের যত্নাশায় এবং আপ্যোনা তাকে স্পষ্টভাবে, নির্দেশ দিলেন,

দুজন খুনিকেই হত্যা কর।

মৃত্যুর বদলা হোক মৃত্যুতে।

রক্তপাতের জবাবে ঘটাও রক্তপাত।

এবং ওরেটেন্স জানতো যে তাকে তার পরিবারের উপর বর্ষিত অভিশাপ বহন করতে হবে, প্রকৃত প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মূল্য দিতে হবে নিজের ধ্বংস ডেকে এনে। সে গেল সেই শ্রানাদে যেখানে সে যায়নি সেই বাল্যকালের পর আর কখনো এবং তার সাথে গেল তার চাচাতো ভাই এবং বন্ধু পাইলেডিস। দুজন বড় হয়েছিল একই সাথে এবং তারা পরস্পরের এতটাই অনুরক্ত ছিল যা সাধারণ বন্ধুত্বের তুলনায় ছিল অকল্পনীয়। তারা যে আসছিল সে ব্যাপারে ইলেক্ট্রার কোন ধারণাই ছিল না, তবুও সে দিন গুণছিল। তার জীবন কেটে গেছে তার ভাইয়ের প্রত্যাশায় যে তাকে এনে দেবে তার জীবনের একমাত্র প্রাপ্যটুকু যা জীবন তার জন্য ধারণ করে ছিল।

একদিন সে তার পিতার সমাধিতে মৃতজনের জন্য এক বিসর্জনের সময় প্রার্থনা করছিল, 'হে পিতা, ওরেটেন্সকে তার গৃহের দিকে দিক-নির্দেশনা দাও।' সহসা ওরেটেন্স তার পাশে এসে দাঁড়ালো, তাকে দাবি করলো তার বোন বলে, প্রমাণ হিসেবে সে দেখালো তার ছদ্মবেশ যাতে ছিল তার হাতের কাজ এবং যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন তার গায়ে এটি জড়িয়ে দিয়েছিল তার বোন। কিন্তু এটি প্রমাণের কোন প্রয়োজন পড়লো না। ইলেক্ট্রা চিৎকার করে বললো, 'তোমার মুখশ্রী আমার পিতারই মুখশ্রী।' এবং সে তার ভাইটিকে দিল তার সব ভালোবাসা, যা এই সুদীর্ঘ যন্ত্রণার বছরগুলো ধরে কেউ তার কাছে চায়নি :

এসব কিছুই এখন কেবলি তোমার,
আমার পিতার জন্য সঞ্চিত ভালবাসা যিনি এখন মৃত,
যে ভালবাসা আমি দিতে পারতাম আমার মাকে,
এবং আমার হতভাগ্য বোনটিকে যাকে নিষ্ঠুরভাবে
ঠেলে দেয়া হয়েছিল মৃত্যুর কোলে,
এখন সকলই তোমার, শুধু তোমার জন্য।

ওরেটেন্স তার নিজের ভাবনাতেই ছিল বিভোর, যা সে ঘোষণা করা করতে যাচ্ছিল তা নিয়ে ছিল খুব বেশি একাগ্র, তার বোনটির কথার উত্তর দেয়ার জন্য বা এতে মনোযোগ দেয়ার জন্য নয়। সে ইলেক্ট্রার কথায় ছন্দ টানলো তা বলার জন্য যা তার মনকে ব্যাপ্ত করে রেখেছিল এমনভাবে যে, সেখানে অন্য কিছু পৌছাতে পারতো না : অ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণীর সেই ভয়ঙ্কর শব্দগুলো। ওরেটেন্স আতংকে উচ্চারণ করলো :

তিনি বললেন ত্রুদ মৃতদেরকে নিরস্ত করতে,

যখন কেউ শুনতে পায় না তার প্রতি মৃতদের চিৎকারকে,
 তার জন্য নেই কোন গৃহ, নেই কোথাও কোন আশ্রয় ।
 তার জন্য বেদীতে প্রজ্জ্বলিত হবে না কোন অগ্নিশিখা,
 বন্ধুর শুভেচ্ছাও জুটবে না কখনো ।
 সে মৃত্যুর কাছে সমর্পিত হয় একাকী এবং করুণ পথে ।
 হে সর্বাধিপতি, আমাকে কি এরকম ভবিষ্যদ্বাণীই
 বিশ্বাস করতে হবে ?
 — কিন্তু তবুও কাজটি আমাকে অবশ্যই করতে হবে
 এবং আমাকে তা অবশ্যই করতে হবে ।

তিনজন মিলে তাদের পরিকল্পনা ঠিক করলো । ওরেস্টেস ও পাইলেডিস যাবে
 প্রাসাদে এই দাবি নিয়ে যে তারা এমন এক বার্তা নিয়ে এসেছে যা ওরেস্টেসের
 মৃত্যুর নিশ্চয়তা প্রদান করবে । এটি ক্লাইটিমেনেস্ট্রা ও এজিস্থাসের জন্য হবে
 আনন্দের খবর যারা সর্বদা তার আতংকে ছিল এবং তারা নিশ্চিতভাবেই
 বার্তাবাহকদ্বয়কে দেখতে চাইবে । একবার প্রাসাদে ঢুকতে পারলে ভাইটি এবং তার
 বন্ধু তাদের তরবারীর উপর আস্থা রাখবে এবং হঠাৎ আক্রমণ করবে ।

তারা অনুমতি পেল এবং ইলেক্ট্রা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য । সেটি ছিল
 তার জীবনের সবচেয়ে মর্মপীড়াদায়ক অংশ । তখন দরজাগুলো ধীরে ধীরে খুলে
 গেল এবং একজন নারী বেরিয়ে এলেন এবং প্রশান্তভাবে দাঁড়ালেন তার পদচিহ্নের
 উপর । তিনিই ছিলেন ক্লাইটেমেনেস্ট্রা । তিনি সেখানে কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্যই
 ছিলেন, তখনই একজন ক্রীতদাস দ্রুত দৌড়ে এল আর্তনাদ করে, 'বিশ্বাস
 ঘাতকতা ! আমাদের সর্বেসর্বা ! বিশ্বাস ঘাতকতা !' সে ক্লাইটেমেনেস্ট্রাকে দেখলো
 এবং জড়িয়ে ধরে বললো, 'ওরেস্টেস জীবিত — এখানে ।' তিনি তখন বুঝতে
 পারলেন । সকলই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো ; কি ঘটেছে এবং কি ঘটতে
 যাচ্ছিল । তিনি ক্রীতদাসটিকে কঠোরভাবে আদেশ দিলেন তাকে লড়াই-এর কুড়াল
 এনে দেয়ার জন্য । তিনি জীবনের জন্য যুদ্ধ করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, কিন্তু তিনি
 তার মন পরিবর্তন করার পূর্বে তার হাতে কোন অস্ত্র এল না । একটি মানুষ এগিয়ে
 এল, তার তরবারি ছিল রক্তে রঞ্জিত, কার রক্ত তাও তিনি বুঝতে পারলেন, কে
 ধারণ করে আছে তরবারিটি সেটিও বুঝতে পারলেন । তিনি নিজেকে রক্ষা করার
 একটি নিশ্চিততর উপায় খুঁজে পেলেন । তিনি ছিলেন তার সামনে দাঁড়ানো
 লোকটির মা । 'খামো, আমার পুত্র,' তিনি বললেন, 'দেখ আমার বুক । তোমার
 ভারি মাথাটি এর উপর এসে পড়তো এবং তুমি ঘুমিয়ে পড়তে হে, কত বার ।
 তোমার নরম মুখ, যাতে কোন দাঁত ছিল না, আমার স্তন পান করতো এবং এভাবে
 তুমি বড় হয়ে উঠলে—' ওরেস্টেস চিৎকার করে উঠলো, 'হে পাইলেডিস । সে
 আমার মা । আমি কি তাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে পারি ?' তার বন্ধু

তাকে দৃঢ়ভাবে বললো : না । অ্যাপোলোর আদেশ । দেবতাদেরকে অবশ্যই অমান্য করা যাবে না । 'আমি অবশ্যই মান্য করবো,' ওরেস্টেস বললো । 'তুমি—আমাকে অনুসরণ কর ।' ক্লাইটেমনেস্ট্রা বুঝতে পারলেন যে তিনি হেরে গেছেন । তিনি শাস্তভাবে বললেন, 'এটিই মনে হচ্ছে পুত্র আমার, যে তুমি তোমার মাকে হত্যা করবে ।' ওরেস্টেস তার মাকে প্রাসাদের ভিতরে যেতে বাধ্য করলো । তিনি গেলেন এবং সে তাকে অনুসরণ করলো ।

যখন সে আবার বেরিয়ে এল তখন প্রাসাদ প্রাসঙ্গে যারা অপেক্ষা করছিল তাদেরকে আর বলার প্রয়োজন পড়লো না সে কি করে এসেছিল । কোন প্রশ্ন না করে তারা তাকে লক্ষ্য করলো ধৈর্য সহকারে, এখন সে-ই তাদের প্রভু । সে তাদেরকে না দেখার ভান করলো, সে তাদের সীমার বাইরে দেখছিল ভয়ংকর কোন কিছুকে । তোতলামির শব্দ বের হলো তার ঠোঁট দিয়ে : লোকটি মৃত । আমি এক্ষেত্রে নির্দোষ । সে এক ব্যভিচারী । মৃত্যুই তার প্রাপ্য ছিল । কিন্তু আমার মা সে কি এটি করেছে অথবা করেনি । হে আমার বন্ধুগণ । আমি বলছি যে, আমি তোমার মাকে হত্যা করেছি—তথাপি তা বিনা কারণে নয়—সে ছিল ঘৃণ্য এবং সে হত্যা করেছিল আমার প্রিয় পিতাকে এবং দেবরাজ তাকে ঘৃণা করতেন, তার চোখ সর্বদা স্থির হয়ে থাকলো সেই অদেখা ভয়ের দিকে । সে আর্তনাদ করে বললো, 'দেখুন । দেখুন । সেখানে এক স্ত্রীলোক । কালো, সব কিছু কালো এবং তার দীর্ঘ চুল সাপের মতো ।' তারা তাকে উৎসাহ ভরে বললো যে, সেখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল না । 'এটি কেবল আপনার কল্পনামাত্র । নির্ভয়ে থাকুন ।' 'তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছে না ?' সে চিৎকার করে বললো । 'কোন কল্পজগৎ নয়, আমি—আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি । আমার মা তাদেরকে পাঠিয়েছে । তারা আমার চারদিকে জড়ো হলো এবং তাদের চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছিল । আমাকে যেতে দাও ।' সে দ্রুত চলে গেল, একাকী, সেই অদৃশ্য সঙ্গীগুলো তার সাথেই থাকলো ।

যখন পরবর্তীতে তিনি তার দেশে ফিরে এসেছিলেন তখন চলে গেছে অনেক বছর । তিনি ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেক স্থানে, সর্বদাই তাড়িত হয়েছেন একই ভয়ংকর আকৃতি দ্বারা । তিনি জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন কষ্টে কষ্টে, কিন্তু তার সবকিছু হারানোর মধ্যে ছিল এক প্রাণিবোধও । 'আমি শিখেছি কষ্ট-দুর্দশার কাছ থেকে,' তিনি বললেন । তিনি শিখেছেন যে, কোন অপরাধই প্রায়শ্চিত্তের অতীত নয় ; এমনকি তিনিও, যিনি মায়ের হত্যাকারী রূপে কলুষিত, পুনরায় পুণর্জন্ম হতে পারে ।

তার সমস্যাটি আখেনার সামনে পেশ করার জন্য অ্যাপোলোর নির্দেশে তিনি গেলেন এথেন্সে । তিনি এসেছিলেন সাহায্য প্রার্থনার জন্য ; তবুও তার মনে ছিল আত্মবিশ্বাস । যারা পরিতপ্ত হতে চায় তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয় এবং তার অপরাধের কালো দাগগুলো তার মন থেকে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হতে লাগলো বছরের পর বছর ধরে তার একাকী বিক্ষিপ্ত ভ্রমণে ও যত্রগায় ।



ক্লাইটেনেস্ট্রা এবং ওরেস্টেস

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এরই মধ্যে তা দূর হয়ে গেছে। 'আমি অ্যাথেনার সাথে কথা বলতে পারি পাপমুক্ত ঠোটে,' তিনি বললেন।

দেবী তার মিনতিটি শুনলেন। তার পাশে ছিলেন অ্যাপোলো।

'আমি সেই জন যার উত্তর দেয়া উচিত তার কৃত কর্মের জন্য,' অ্যাপোলো বললেন, 'সে আমার আদেশেই হত্যা করেছে।' তাকে তড়া করে বেড়ানো ভয়ংকর আকৃতিগুলো, যেমন, এরিনিগণ, ফিউরিগণ তার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হলো কিন্তু ওরেস্টেস প্রতিশোধের জন্য তাদের দাবির কথা শান্তভাবে শুনলেন। 'অ্যাপোলো নন, আমি, আমার মায়ের হত্যার জন্য দায়ী,' তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি আমার দোষ থেকে মুক্ত হয়েছি।' এই কথাগুলো কখনো বলেনি অ্যাট্রিয়ুসের পরিবারের আর কেউ। ঐ বংশের খুনিরা কখনো তাদের অপরাধের কারণে ভোগেনি এবং নিজেদের মনে করতো দোষমুক্ত। অ্যাথেনা প্রার্থনাটি মঞ্জুর করলেন। তিনি প্রতিশোধপরায়ণ দেবীদেরকে বোঝালেন যে, তারাও যেন এটি মেনে নেন এবং ক্ষমার এই নতুন রীতি গৃহীত হবার পর তারা নিজেরাও পাল্টে গেলেন। ভয়ংকর বৈশিষ্ট্যের ফিউরি হতে তারা হয়ে গেলেন দয়াবতী ইউমেনিডিস, দীনহীনের ত্রাতা। তারা ওরেস্টেসকে নির্দোষ বলে রায় দিলেন এবং সেই সাথে তার বংশের উপর যে পাপাখ্যা ভর করেছিল তা বিতাড়িত হলো। ওরেস্টেস অ্যাথেনার বিচারালয় থেকে বেরিয়ে গেলেন একজন মুক্ত মানুষরূপে। তিনি বা তার কোন উত্তরসূরিই আর কখনো অতীতের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা দ্বারা তাড়িত হবেন না পাপ বা অন্যায়ের দিকে। অ্যাট্রিয়ুসের পরিবারের উপর বর্ষিত অভিশাপের পালা সমাপ্ত হলো।

টোরিয়দের মাঝে ইফিজিনিয়া

(আমি এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবেই নিয়েছি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ট্রাজিক কবি ইউরিপিডেসের দুটি নাটক থেকে। অন্য কোন লেখকই কাহিনীটি পূর্ণভাবে বর্ণনা করেন নি। 'ডিয়ুস এক্স ম্যাসিনা,' নামের এক দৈব চরিত্রের মাধ্যমে শুভ সমাপ্তি নিয়ে আসার কৌশলটি ছিল তিনি ট্রাজিক কবির মধ্যে একমাত্র ইউরিপিডেস কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত। আমাদের ধারণামতে এটি একটি দুর্বলতা এবং এই ক্ষেত্রে এটি ছিল অপ্রয়োজনীয়। এক নিয়ামক মুহূর্তে অ্যাথেনার আবির্ভাব একটি চমৎকার কাহিনীর পটভূমিকে সজ্জিত করে। পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক নাট্যকারের পক্ষে এই সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ ছিল এই যে, স্পার্টার সাথে যুদ্ধের কারণে সেই সময় গ্রীসের চরম দুর্ভোগে ছিল এবং তারা প্রতীক্ষা করতো বিশ্বয়ের জন্য এবং ইউরিপিডেস তা থেকে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন।)

যেমনটি বলা হয়েছে যে, গ্রিকরা এমন কোন কাহিনী পছন্দ করে না যাতে ভ্রুঙ্ক দেবতাদেরকে তুষ্ট করার জন্য বা ধরিত্রী মাঝে যাতে প্রদান করে প্রচুর ফসল বা তার মাধ্যমে অন্য কোন কিছু ঘটানোর জন্য মানব বলিকে। এসব বলি সম্বন্ধে

তাদের ভাবনা ছিল আমাদেরই মতো। নেতুলো ছিল ন্যাক্কারজনক। কোন দেবতা এগুলো দাবি করলে তিনি মন্দ বলে প্রতিপন্ন হতেন এবং যেমনটি বলেন ইউরপিদেস, 'যদি দেবতারা মন্দ কাজই করেন তবে তারা আর দেবতা নয়।' কাজেই এটি অনিবার্য ছিল যে, অলিসে ইফিজিনিয়ার উৎসর্গের ব্যাপারে আর একটি কাহিনীর জন্ম হবে। পুরোনো সূত্রমতে, তাকে হত্যা করা হয়েছিল এই জন্য যে, আর্টেমিসের প্রিয় একটি পশুকে গ্রিকরা হত্যা করে ফেলেছিল এবং দোষী শিকারীরা আবার দেবীর আনুকূল্য লাভ করতে পারতো কেবলমাত্র একটি তরুণী বালিকার মৃত্যুর বিনিময়ে। কিন্তু পরবর্তী গ্রিকদের কাছে এর অর্থ হলো আর্টেমিসকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া। বনের মনোহর এই দেবী, যিনি বিশেষভাবে রক্ষা করেন ক্ষুদ্র ও অসহায় প্রাণীদেরকে তিনি কখনো এরূপ দাবি করতে পারেন না।

তিনি পরম বিনয়, আর্টেমিস পবিত্র ছিলেন
শিশির স্নাত যৌবনের কাছে, নিষ্পাপ শিশুর কাছে,
ভূগভূমির উপর ঘুরে বেড়ায় যা কিছু যৌবনময়,
যারা বিচরণ করে বন-বনান্তরে তাদের সকলের কাছে।

কাজেই কাহিনীতে দেয়া হলো নতুন এক সমাপ্তি। যখন অলিসের গ্রিক সেনারা এল ইফিজিনিয়াকে নেয়ার জন্য যেখানে সে অপেক্ষা করছিল মৃত্যুর শমনের জন্য, তার পাশে ছিলেন তার মা, সে ক্লাইটেমেনেট্রাকে বারণ করলো তার সাথে বেদীতে যেতে। 'এটি তোমার এবং আমার উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক,' সে বললো। তার মা একাকী রয়ে গেল। অবশেষে তিনি একটি মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। সে দৌড়াচ্ছিল এবং তিনি আশ্চর্য হলেন এই ভেবে যে, কেন কেউ তাড়াহুড়ো করে তার জন্য কোন সংবাদ নিয়ে আসবে। কিন্তু সে তার কাছে চিৎকার করে বললো, 'আশ্চর্য খবর!' তার কন্যাকে বলি দেয়া হয়নি, সে বললো। এটি ছিল নিশ্চিত কিন্তু তার ঠিক কি ঘটেছিল তা কেউ জানতো না। যখন পুরোহিত তাকে আঘাত করতে যাচ্ছিলেন নিদারুণ যন্ত্রণা বিদ্ধ করলো সেখানকার প্রত্যেক মানুষকে এবং সকলের মাথা নুয়ে এল। কিন্তু একটি চিৎকার ভেসে এল পুরোহিতের কাছ থেকে এবং তারা তাকিয়ে দেখতে পেল এক অবিশ্বাস্য বিষয়। বালিকাটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেবীর পাশে মাটিতে গুয়েছিল একটি হরিণ, এর গলা ছিল দ্বিগুণিত। 'এটি আর্টেমিসের কাজ,' পুরোহিতটি ঘোষণা করলেন। 'তিনি তার বেদী মানুষের রক্তে স্নান হতে দেবেন না। তিনি নিজেই অসহায় মেয়েটির গতি করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন উৎসর্গটি।' 'আমি আপনাকে বলছি রানী' বর্তীবাহকটি বললো, 'আমি সেখানে ছিলাম এবং ব্যাপারগুলো এভাবেই ঘটেছে। নিশ্চিতভাবেই আপনার সন্তানটি বাহিত হয়েছে দেবতাদের কাছে।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইফিজিনিয়া স্বর্গে বাহিত হয় নি। আর্টেমিস তাকে নিয়ে গেছেন টোরীয়দের কাছে (আজকের ক্রিমিয়াতে), 'অবক্ষুসুলভ সমুদ্র'-এর তীরে—

এমন ভয়ংকর জনগোষ্ঠীর দেশ, যাদের আদিম প্রথা ছিল এমন যে, কোন গ্রিককে পাওয়া গেলেই তাকে দেবীর কাছে বলি দেয়া হতো। আর্টেমিস খেয়াল রাখলেন যেন ইফিজিনিয়া নিরাপদ থাকে ; তিনি তাকে তার মন্দিরের পুরোহিতানী বানালেন। কিন্তু তার কাজটি এমনই কঠিন ছিল যে, তাকে বলি দানগুলো পরিচালনা করতে হতো, যদিও সে নিজে তার স্বদেশীদেরকে হত্যা করতে না, কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুযায়ী সে তাদেরকে পূত-পবিত্র করে পৃথক করে রাখতো এবং যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের কাছে সরবরাহ করতো।

তখন সে সেখানে দেবীর সেবার পার করে দিয়েছিল অনেক বছর, যখন এক গ্রিক রণভরী ভিড়লো সেই অ-আতিথ্যেরতাময় সমুদ্র-তীরে, চরম প্রয়োজনে, বা ঝড়-তড়িত হয়ে নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে। যদিও এটি সকলেই জানতো টোরীয়দের হাতে ধরা পড়লে গ্রিকদের কি পরিণতি ঘটতো। এক চরম উদ্দেশ্য নিয়ে জাহাজটি সেখানে নোঙর ফেললো। এটি হতে প্রত্যুষে বেরিয়ে এল দুজন যুবক এবং গোপনে ঝুঁজে গেল মন্দিরে যাওয়ার পথ। দুজনেই স্পষ্টতই ছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের ; তারা দেখতে ছিল রাজপুত্রের মতো, কিন্তু একজনের মুখমণ্ডল ছিল গভীরভাবে বেদনা রেখায় চিহ্নিত। সে-ই তার বন্ধুকে ফিসফিস করে বললো, 'পাইলেডিস, তুমি কি মনে কর না যে, এটিই সেই মন্দির ?'

'হ্যাঁ, ওরেস্টেস,' অন্যজন উত্তর দিল। 'এটি অবশ্যই সেই রক্তস্নাত স্থান।'

এখানে ওরেস্টেস এবং তার বিশ্বস্ত বন্ধুটি ; গ্রিকদের জন্য এমন বিপজ্জনক দেশে তারা কি করছিল ? এটি কি ঘটেছিল নিজ মাকে হত্যার অপরাধ থেকে ওরেস্টেসের মুক্তি প্রাপ্তির আগে নাকি পরে ? এটি ঘটেছিল তার কিছুকাল পরে। যদিও অ্যাথেনা তাকে দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু সকল এরিনি এই রায় মেনে নেয় নি। তাদের কেউ কেউ তাকে ভাড়া করছিল বা অন্যথায় তারা এমনটি করছিল বলে ওরেস্টেস ভাবছিল। এমনকি অ্যাথেনার জারিকৃত বেকসুর খালাসের ঘোষণার পরেও তার মনের শান্তি ফিরে আসে নি। তার পশ্চাদ্ধাবনকারীর সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু তারা তখনো তার সাথে ছিল।

তার চরম হতাশার মধ্যে সে গেল ডেলফিতে। যদি সে সেখানে কোন সাহায্য ঝুঁজে না পায়, যা ছিল গ্রীসের পবিত্রতম স্থান, তবে তাকে তা ঝুঁজে পেতে হবে অন্য কোথাও। অ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বক্তা তাকে আশা দেখালো, কিন্তু সেই তার জীবনের ঝুঁকিসহ। তাকে অবশ্যই যেতে হবে টোরীয়দের দেশে, ডেলফির পুরোহিতানী বললেন, এবং তার মন্দির হতে আর্টেমিসের পবিত্র মূর্তি সরিয়ে নেওয়া হবে। যখন সে এটি স্থাপন করবে এথেন্সে তখন সে অবশেষে পাবে তার আত্মার উপশম এবং থাকতে পারবে শান্তিতে। সে আর কখনোই দেখবে না সেই ভয়ংকর আকৃতিসমূহকে যারা প্রায়শই তাকে অনুসরণ করতো। এটি ছিল সর্বাপেক্ষা বিপদ-সংকুল এক অভিযান, কিন্তু তার সবকিছুই নির্ভর করছিল এর উপর। যে-কোন মূল্যে সে এই প্রচেষ্টাটি চালাতে বাধ্য ছিল এবং পাইলেডিস তাকে এটি একা করতে দিল না।

যখন তারা মন্দিরে পৌছলো তারা তৎক্ষণাৎ দেখতে পেল যে, তাদেরকে কোন কিছু করার আগে অবশ্যই সেই রাতটি অপেক্ষা করতে হবে। দিনের বেলায় সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঐ মন্দিরে প্রবেশ করার কোন সুযোগ নেই। তারা সবকিছু পিছিয়ে দিয়ে ঠিক করলো যে, অন্ধকার ও জনমানবহীন কোন স্থানে কোন কিছুর আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে।

ইফিজিনিয়া বরাবরের মতোই দুঃখভারাক্রান্ত মনে দেবীর জন্য দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পন্ন করছিল, তখনই এক বার্তাবাহক এসে এর বিঘ্ন ঘটিয়ে তাকে বললো যে, দুজন গ্রিক তরুণকে আটক করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তাদেরকে বলি দেয়া হবে। তাকে পাঠানো হয়েছে এটি বলার জন্য যে, এই পবিত্র কৃত্যের জন্য যেন সব কিছুই ঠিক করে রাখা হয়। যেই ভয় তাকে প্রায়শই গ্রাস করতো এবারও তাই ঘটলো। সে উদ্বেগে খরখর করে কাঁপছিল, যদিও তা ছিল অতি পরিচিত এক দৃশ্য, সেই ভয়ানক রক্তপাত, অসহায় মানুষটির চরম যন্ত্রণা। কিন্তু এবার একটি নতুন চিন্তাও এল। সে নিজেকে প্রশ্ন করলো, 'কোন দেবী কি এসব আদেশ দেন? তিনি কি বলিকৃত খুনসমূহে আনন্দ পান? আমি তা বিশ্বাস করি না,' সে নিজেই নিজেকে বললো। 'এই জায়গার লোকজনই রক্তপিপাসু এবং তাদের নিজেদের দোষ চাপিয়ে দেয় দেবতাদের উপর।'

যখন সে এরূপ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনই বন্দিদেরকে নিয়ে আসা হলো। সে পরিচারিকাদেরকে বললো সবকিছুর আয়োজন করতে এবং যখন তারা তিনজন একত্রে দাঁড়িয়েছিল সে তরুণদ্বয়ের সাথে কথা বললো। তাদের বাড়ি কোথায়, সে জিজ্ঞাসা করলো, যে বাড়িতে তারা আর কখনো ফিরতে পারবে না। সে তার অশ্রু সযরণ করতে পারলো না এবং তারা তাকে এত সমবেদনাশীল দেখে বিস্মিত হলো। ওরেস্টেস তাকে মৃদুভাবে বললো যে, সে যেন তাদের জন্য শোকগ্রস্ত না হয়, যখন তারা এই স্থানে এসেছিল তখন থেকেই তারা মোকাবেলা করে আসছিল যা কিছু সংঘটিত হওয়ার কথা। কিন্তু সে প্রশ্ন করা অব্যাহত রাখলো। তারা কি পরস্পরের ভাই? হ্যাঁ, মায়াভরা কণ্ঠে উত্তর দিল ওয়েস্টেস, কিন্তু রক্তের সম্পর্কে নয়। তাদের নাম কি? 'যে মানুষটি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তাকে এ প্রশ্ন করার অর্থ কি?' ওরেস্টেস বললো।

'তোমরা এমনকি আমাকে তোমাদের নগরীটির নামও বলবে না?' সে জিজ্ঞাসা করলো।

'আমি এসেছি মাইসিনী থেকে,' ওরেস্টেস উত্তর দিল, 'যে নগরীটি একদা ছিল খুবই উন্নত।'

'নিশ্চিতভাবেই এর রাজা ছিলেন খুবই ধনাঢ্য,' ইফিজিনিয়া বললো, 'তার নাম ছিল আগামেমনন।'

'আমি তার সম্বন্ধে কিছু জানি না,' ওরেস্টেস হঠাৎ করেই বললো, 'আমাদের এখন এই আলাপ বন্ধ করা উচিত।'

‘না-না। আমাকে তার কথা বলো,’ সে মিনতি করে বললো।

‘মৃত,’ ওরেস্টেস বললো, ‘তার নিজ স্ত্রী তাকে হত্যা করেছিল। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।’

‘আর একটি ব্যাপার।’ সে চিৎকার করে বললো, ‘সে—স্ত্রীটি কি জীবিত?’

‘না,’ ওরেস্টেস তাকে বললো, ‘তার পুত্র তাকে হত্যা করে।’

তিনজনই একে অপরের দিকে নীরবে তাকালো।

‘এটি ন্যায়সঙ্গত ছিল,’ ইফিজিনিয়া ধরধর করে কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিসিয়ে বললো, ‘ন্যায়সঙ্গত—তথাপি পাপ, ভয়ংকর।’ সে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলো। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করলো, ‘তারা কি কখনো তাদের কন্যার ব্যাপারে কথা বলতো যাকে বলি দেয়া হয়েছিল?’

‘একজন মৃতের ব্যাপারে যেভাবে কথা বলা হয় সেভাবেই,’ ওরেস্টেস বললো। ইফিজিনিয়ার চেহারা পাণ্টে গেল। তাকে দেখালো উৎসুক এবং সতর্ক।

‘আমি তোমাদেরকে এবং নিজেকে সাহায্য করার জন্য একটি পরিকল্পনা করেছি,’ সে বললো। ‘তুমি কি মাইসিনীতে আমার বন্ধুদের কাছে একটি চিঠি নিয়ে যেতে পারবে যদি আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারি?’

‘না, আমি পারবো না,’ ওরেস্টেস বললো, ‘কিন্তু আমার বন্ধু করবে। সে এখানে এসেছে শুধু আমারই জন্য। তাকে তোমার চিঠি দাও এবং আমাকে হত্যা কর।’

‘কাজেই, তাই হোক,’ ইফিজিনিয়া উত্তর দিল। ‘অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আমি চিঠিটা নিয়ে আসছি।’ সে দ্রুত চলে গেল এবং পাইলেডিস এল ওরেস্টেসের কাছে।

‘আমি এখানে তোমাকে ফেলে যেতে পারবো না একাকী মরার জন্য,’ সে তাকে বললো। ‘যদি আমি সে রকম কিছু করি তবে সবাই আমাকে কাপুরুষ বলবে। না। তুমি আমার প্রিয় বন্ধু—এবং আমি ভয় পাই মানুষের কথাকে।’

‘আমি আমার বোনকে তোমার কাছে সমর্পণ করেছিলাম তাকে রক্ষা করার জন্য,’ ওরেস্টেস বললো। ইলেক্ট্রা তোমার স্ত্রী। তুমি তাকে উপেক্ষা করতে পার না। কারণ আমার জন্য—মরে যাওয়াটা কোন দুর্ভাগ্য নয় আমার জন্য।’ তারা পরস্পরের সাথে দ্রুত ফিসফিস করে কথা বললো। ইফিজিনিয়া প্রবেশ করলো তার হাতে একটি চিঠিসহ। ‘আমি রাজাকে বোঝাবো। তিনি আমার বার্তাবাহককে যেতে দেবেন, আমি নিশ্চিত।’ কিন্তু প্রথমত—সে গেল পাইলেডিসের দিকে—‘আমি তোমাকে বলে দেব কি আছে এই চিঠিতে, যদি দুর্ঘটনাবশত তুমি এটি হারিয়ে ফেল তবে তুমি আমার বাণী বহন করবে স্মৃতিতে এবং তা দিয়ে যাবে আমার বন্ধুদের কাছে।’

‘এটি একটি ভালো পরিকল্পনা,’ পাইলেডিস বললো, ‘কার কাছে আমি এটি নিয়ে যাবো?’

‘ওরেস্টেসের কাছে,’ ইফিজিনিয়া বললো, ‘আগামেমননের পুত্র।’

ইফিজিনিয়া তাকালো দূরের পানে, তার চিন্তারা তখন বিচরণ করছিল মাইসিনীতে। সে দেখতে পেল না যে, দুজন লোক তার দিকে বিশ্বয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল।

‘তুমি অবশ্যই তাকে বলবে,’ সে বলে চললো, ‘যে, এই বার্তাটি পাঠিয়েছে, সে, যাকে অলিসে বলি দেয়া হয়ে ছিল। সে মরে যায় নি—’

‘মৃতরা কি জীবনে ফিরে আসতে পারে?’ ওরেস্টেস চিৎকার করে বললো।

‘স্থির হও।’ ইফিজিনিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে বললো। ‘সময় খুব সংক্ষিপ্ত। তাকে বলো, ‘ভাইটি, আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে মুক্ত কর এই ভয়ংকর পুরোহিত-জীবন থেকে, এই বর্বর দেশ হতে। ভালো করে খেয়াল রেখো হে যুবক, তার নাম ওরেস্টেস।’

‘হায় ঈশ্বর, ঈশ্বর,’ ওরেস্টেস আর্ত চিৎকার করে উঠলো। ‘এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।’

‘আমি তোমার সাথে কথা বলছি, তার সাথে নয়,’ ইফিজিনিয়া বললো পাইলেডিসকে, ‘তুমি নামটি মনে রেখো।’

‘হ্যাঁ,’ পাইলেডিস উত্তর দিল, ‘কিন্তু তোমার বার্তা বহন করে নিতে আমার খুব সামান্যই সময় লাগবে। ওরেস্টেস, এখানে একটি চিঠি। আমি নিয়ে এসেছি তোমার বোনের কাছ থেকে।’

‘এবং আমি তা গ্রহণ করলাম,’ ওরেস্টেস বললো, ‘এমন এক সুখের সাথে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।’

পরমুহূর্তেই সে ইফিজিনিয়াকে তার দুহাতে জড়িয়ে নিল। কিন্তু ইফিজিনিয়া নিজেকে মুক্ত করে নিল।

‘আমি জানি না,’ সে চিৎকার করে উঠলো। ‘কিভাবে আমি তা বুঝবো? এর প্রমাণ কি?’

‘অলিসে চলে যাবার আগে তুমি তোমার এমবয়ডারির শেষ যে কাজটি করেছিলে তা তোমার মনে আছে?’ ওরেস্টেস জিজ্ঞাসা করলো। ‘আমি তা তোমার কাছে বর্ণনা করব। তুমি সেই প্রাসাদে তোমার কক্ষটি মনে করতে পারো? সেখানে কি ছিল আমি তা তোমাকে বলে দিতে পারবো।’

ওরেস্টেস তাকে বোঝাতে সমর্থ হলো এবং ইফিজিনিয়া নিজেকে তার বাহুতে সমর্পণ করলো। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ‘প্রিয়তম ভাই! তুমি তো আমার সবচেয়ে প্রিয়। এক শিশু, এক ছোট শিশু, যখন আমি তোমাকে ফেলে আসি। যা ঘটলো তা তো বিশ্বয়েরও অধিক।’

‘হতভাগ্য মেয়ে,’ ওরেস্টেস বললো, ‘দুঃখের ক্ষেত্রে, যেমনটি আমি। এবং তুমি হয়তো তোমার ভাইকে মেরেই ফেলতে।’

‘ওহ, ভয়ংকর,’ ইফিজিনিয়া চিৎকার করলো। ‘কিন্তু আমি আমাকে নিয়ে এসেছি ভয়ংকর সব কাজ করার জন্য। এই হাতদুটো তোমাকে হয়তো হত্যা করে

ফেলতো। কিন্তু এখনই বা আমি তোমাকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি? কোন দেবতা বা কোন মানুষটি আমাদেরকে সাহায্য করবে?’ পাইলেডিস অপেক্ষা করছিল নীরবে, সহানুভূতিশীল কিন্তু অধৈর্য। সে ভেবেছিল কোন কিছু করার সময়টি প্রকৃতই এসে গিয়েছিল। ‘আমরা আবার কথা বলতে পারবো,’ সে ভাই-বোন দুটিকে স্বরণ করিয়ে দিয়ে বললো, ‘যখন আমরা এই ভয়ংকর স্থান থেকে মুক্ত হবো।’

‘ধর, আমরা রাজাকে হত্যা করবো,’ ওরেস্টেস উৎসাহভরে প্রস্তাব দিল, কিন্তু ইফিজিনিয়া রেগে গিয়ে সেই ধারণা প্রত্যাখ্যান করলো। রাজা থোয়াস তার প্রতি ছিলেন যথেষ্ট সদয়। সে তার ক্ষতি করতে পারবে না। সেই মুহূর্তে তার মনে একটি যথার্থ পকিঙ্গনা খেলে গেল, বিস্তারিতভাবে। দ্রুত সে এর ব্যাখ্যা দিল এবং যুবকদ্বয় তাৎক্ষণিকভাবে সম্মতি দিল। তারা তিনজনই তখন মন্দিরে প্রবেশ করলো।

কিছুক্ষণ পর ইফিজিনিয়া বেরিয়ে এল তার হাতে একটি মূর্তি নিয়ে। ঠিক তখনই মন্দির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করছিল একজন মানুষ। ইফিজিনিয়া চিৎকার করে উঠলো রাজা, থামুন। যেখানে আছেন আপনি ঠিক সেখানেই থাকুন।’ বিস্মিত হয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঘটেছে। সে তাকে বললো যে, যে দুজন লোককে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গের জন্য তার কাছে পাঠানো হয়েছিল তারা শুদ্ধ নয়। তারা কলুষিত, ঘৃণাবহ; তারা তাদের মাকে হত্যা করেছে এবং আর্টেমিস তাদের উপর ক্রুদ্ধ।

‘আমি মূর্তিটাকে নিয়ে যাচ্ছি সমুদ্র-তীরে একে পবিত্র করার জন্য,’ সে বললো। ‘এবং সেখানে আমি ঐ লোক দুটিকেও মুক্ত করবো তাদের পংকিলতা থেকে। কেবল এর পরেই উৎসর্গ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারে। এসব যা কিছু আমি করবো, সবকিছুই সম্পন্ন হতে হবে জনমানবহীন অবস্থায়। বন্দি দুজনকে যেন নিয়ে আসা হয় এবং নগরীময় ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয় যেন কেউ আমার নিকটে না আসে।’

‘তুমি যা ভাবো তাই করো,’ থোয়াস উত্তর দিলেন, ‘এবং যতটুকু সময় লাগে তুমি নিতে পারো।’ তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন দলটিকে সামনে এগিয়ে যেতে, ইফিজিনিয়া নেতৃত্ব দিচ্ছিল মূর্তিটিসহ, ওরেস্টেস এবং পাইলেডিসকে এবং পরিচারিকাবৃন্দ বহন করছিল জলভর্তি পাত্র যেগুলো দিয়ে সম্পন্ন হবে শুদ্ধিকরণের কৃত্য। ইফিজিনিয়া জোরে জোরে প্রার্থনা করে বলছিল, ‘কুমারী এবং রানী, জিউস এবং লেটোর কন্যা, তুমি বাস করবে সেখানে সেখানে বিরাজ করে শুদ্ধতা এবং আমরা হবো সুখী।’ তারা চলে গেল চোখের আড়ালে সেই পথের প্রান্তের দিকে যেখানে অপেক্ষা করছিল ওরেস্টেসের জাহাজ। এমন মনে হলো যেন ইফিজিনিয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ যাবে না।

ভবুও তা-ই ঘটলো। প্রকৃতপক্ষে তারা সমুদ্র-পারে পৌছবার পূর্বেই পরিচরিকাবৃন্দ পেছনে পড়ে যাওয়ায় ইফিজিনিয়া তার ভাই ও পাইলেডিসের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল। তারা তার জন্য আতংকে দাঁড়িয়েছিল এবং সে যা বলেছিল তারা ঠিক তাই করলো। তখন তারা সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে সবকিছু করলো এবং জাহাজে পৌছলো এবং নাবিকরা তা ভাসিয়ে দিল। কিন্তু পোতাশ্রয়ের ঠিক মুখে যেখানে এটি সমুদ্রে ঢুকবে ঠিক সেখানেই এক তীব্র বায়ু প্রবাহ ঘটতে শুরু করলো তীরের দিকে এবং তা আঘাত করলো তাদেরকে এবং তারা এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলো না। তারা তাড়িত হলো সেই বায়ুস্রোত দ্বারা। মনে হলো জাহাজটি ভেঙে পড়বে পাথরের উপর। দেশটির লোকজন এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছিল কি ঘটতে যাচ্ছিল।

কেউ কেউ লক্ষ্য রাখছিল যেন তীরে ঠেকার পর জাহাজটিকে পাকড়াও করা যায়; অন্যরা খবরটি নিয়ে ছুটে গেল থোয়াসের কাছে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি মন্দির হতে দ্রুত বেরিয়ে আসলেন সেই অধার্মিক আগন্তুকগুলোকে এবং সেই বিশ্বাসঘাতক পুরোহিতানীকে ধরতে এবং হত্যা করতে; তখনই হঠাৎ তার উপর শূন্যে আবির্ভূত হলো এক উজ্জ্বল আকৃতি—সুস্পষ্টভাবেই যিনি ছিলেন এক দেবী। রাজা পেছনে ফেরা শুরু করলেন এবং আতংকে তার পদযুগল দমিত হয়ে এল।

‘খামো, হে রাজা,’ সেই আকৃতিটি বললো। ‘আমি অ্যাথেনা। এটি তোমার প্রতি আমার আদেশ। জাহাজটিকে যেতে দাও। এমনকি এখন পোসাইডনও বায়ু ও তরঙ্গমালাকে শাস্ত করে আনছেন এর জন্য নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করার জন্য। ইফিজিনিয়া এবং তার সাথে সবাই আছে দৈব দিক-নির্দেশনায়। তোমার ক্রোধকে রহিত কর।’

থোয়াস আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন। ‘দেবী, তোমার যাতে আনন্দ তা-ই হবে।’ এবং সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান লোকজন দেখলো যে, বায়ুর দিক পাল্টে গিয়েছিল, তরঙ্গমালা নিস্তেজ হয়ে এসেছিল, এবং গ্রিক জাহাজটি ত্যাগ করলো পোতাশ্রয়টি পূর্ণ-পালে, এটি চলতে থাকলো সমুদ্রের সীমানা ছাড়িয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



আঠার থিবিসের রাজ পরিবার

(থিবীর পরিবারের কাহিনী খ্যাতিতে প্রতিদ্বন্দী ছিল অ্যাট্রিয়ুসের পরিবারের এবং এরই ফলশ্রুতিতে একই কথা প্রযোজ্য খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইতালিসের নাটকগুলো, যেগুলো রচিত হয়েছিল অ্যাট্রিয়ুসের উত্তরাধিকারীদেরকে নিয়ে এবং ইডিপাস ও তার সন্তানদেরকে নিয়ে রচিত সফোক্লিসের বিখ্যাত নাটকগুলোর ক্ষেত্রে।)

ক্যাডমাস ও তার সন্তানেরা

(ক্যাডমাস ও তার সন্তানদের কাহিনী আরো বৃহৎ কাহিনীর পূর্বকথা মাত্র। এটি জনপ্রিয় ছিল চিরায়ত দিনগুলোতে এবং বেশ কিছু লেখক এটি লিখেছেন আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে। আমি পছন্দ করেছি অ্যাপোলোডোরাসের বর্ণনা যিনি লিখেছেন প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে। তিনি এটি বর্ণনা করেছেন সহজ এবং স্পষ্টভাবে।)

যখন ইউরোপাকে অপহরণ করলো একটি ষাঁড়, তার পিতা তার ভাইদেরকে পাঠালেন তাকে খুঁজে বের করতে, তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো যে, তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন ফিরে না আসে। তাদের একজন, ক্যাডমাস সূচিস্তিতভাবেই গেলেন ডেলফিতে অ্যাপোলোকে জিজ্ঞাসা করতে যে, সে কোথায় আছে। দেবতাটি তাকে বললেন যে, তাকে নিয়ে বা তাকে না পেয়ে ফিরে আসার ব্যাপারে তিনি যেন আর নিজেকে ব্যস্ত না রাখেন, উপরন্তু তিনি নিজে যেন একটি নগরীর গোড়াপত্তন করেন। ডেলফি ত্যাগ করার পর তিনি একটি বকনা বাছুরের দেখা পাবেন, অ্যাপোলো বললেন; তিনি যেন তাকে অনুসরণ করেন এবং যেখানে এটি বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়বে সেখানেই যেন তিনি তার নগরী নির্মাণ করেন। এভাবেই থিবিসের প্রতিষ্ঠা ঘটলো এবং দেশটি চারদিকে পরিচিতি পেয়ে গেল বকনা বাছুরের দেশ, 'বিয়োতিয়া' রূপে। প্রথমদিকে অবশ্য ক্যাডমাসকে সংগ্রাম করতে হলো এবং হত্যা করতে হলো একটি ভয়ঙ্কর ড্রাগনকে যা নিকটস্থ একটি ঝর্ণা পাহারা দিচ্ছিল এবং ক্যাডমাসের সঙ্গীরা জলপানের জন্য গেলে যে তাদের সবাইকে হত্যা করেছিল।

একাকী তার পক্ষে নগর নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু যখন ড্রাগনটি নিহত হলো তখন তার কাছে দেখা দিলেন অ্যাথেনা এবং তাকে ড্রাগনের দাঁত মাটিতে বপন করতে বললেন। কি ঘটতে যাচ্ছিল তার কোন ধারণা ছাড়াই তিনি তার কথা মতো কাজ করলেন এবং প্রচণ্ড আতঙ্কে তিনি দেখলেন যে, চাষের স্থান থেকে জেগে উঠলো সব অস্ত্রধারী মানুষ। তবে তারা তার দিকে কোন মনোযোগ দিল না, কিন্তু তারা একে অপরকে আক্রমণ করলো যতক্ষণ না পাঁচজন ছাড়া সকলেই মারা গেল, ক্যাডমাস যাদেরকে প্রভাবিত করে তার সাহায্যকারী বানালেন।

সেই পাঁচজনের সহায়তায় ক্যাডমাস থিবিসকে পরিণত করলেন এক মহান নগরীতে এবং পরম জ্ঞানের সাহায্যে একে শাসন করলেন এর চরম উৎকর্ষ সাধন পর্যন্ত। হেরোডোটাস বলেন যে, তিনি গ্রিসে প্রচলিত করেন বর্ণমালা। তার স্ত্রী ছিলেন হারমোনিয়া যিনি ছিলেন অ্যারেস এবং আফ্রোদিতির কন্যা। দেবতারা তাদের উপস্থিতি দ্বারা অলংকৃত করেছিলেন তাদের বিবাহকে এবং আফ্রোদিতি হারমোনিয়াকে দিয়েছিলেন একটি বিশ্বয়কর নেকলেস যা তৈরি হয়েছিল হেফেস্টাস কর্তৃক, যিনি ছিলেন অলিম্পাসের দেব-কারিগর, কিন্তু এর দৈব পরিচিতির কারণেই পরবর্তী প্রজন্মে এটি ডেকে এনেছিল ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ।

তাদের ছিল চারকন্যা ও একপুত্র এবং তাদের সন্তানদের মাধ্যমে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেবতাদের আনুকূল্যের বায়ু কখনই দীর্ঘদিন একই দিকে প্রবাহিত হয় না। তাদের সব কন্যাই আক্রান্ত হয়েছিলেন দুর্ভাগ্যের দ্বারা। তাদের একজন ছিলেন ডায়োনিসাসের মা সেমেলি, যিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন জিউসের উদ্ঘাটিত আলোকচ্ছটার তাপে। আরেকজন ছিলেন ইনো। তিনি ছিলেন ফ্রিক্সাসের দুই সৎ মা, যে বালকটি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল স্বর্ণ-চামড়ার মেঘটির কারণে। তার স্বামী উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল এবং হত্যা করে তাদের পুত্র মেলিকার্টিসকে। তার মৃতদেহ দুবাহুতে ধরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন ইনো। যদিও দেবতারা তাদের দুজনকেই রক্ষা করেছিলেন। তিনি পরিণত হয়েছিলেন এক সমুদ্র-দেবীতে, যিনি অডিসিউসের নৌযানটি যখন ভেঙে গিয়েছিল তখন তাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তার পুত্র পরিণত হয়েছিল এক সমুদ্র-দেবতায়। 'অডিসি'-তে তাকে এখনো সন্মোদন করা হয় ইনো রূপে কিন্তু পরবর্তীতে তার নাম পাল্টে হয়েছিল লিউকোথিয়া এবং তার পুত্রকে বলা হতো প্যালামন। তার বোন সেমেলির মতো অবশেষে তিনিও হয়েছিলেন ভাগ্যবতী। অন্য দুজন তা ছিলেন না। তারা দুজনেই তাদের পুত্র দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলেন। এগেভ ছিল মায়াদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য, যিনি উন্মাদে পরিণত হয়েছিলেন ডায়োনিসাস কর্তৃক, যিনি নিজ পুত্রকে মনে করতেন এক সিংহ এবং তাকে স্বহস্তে হত্যা করেন। অটোনির পুত্র ছিলেন অ্যান্ড্রিয়ন, যিনি ছিলেন এক দক্ষ শিকারী। অটোনি ছিলেন এগেভের চেয়ে কম হতভাগ্য, এই দৃষ্টিতে যে, তিনি নিজে তার পুত্রকে হত্যা করেন নি; কিন্তু তাকে সহ্য করতে হয়েছিল যৌবনের পরম শক্তির

বহুদূর তার পুত্রের অকাল মৃত্যুকে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক মৃত্যু, কারণ তার পুত্র কোন অন্যায় করে নি।

সে গিয়েছিল শিকারে এবং তাপ ও তৃষ্ণায় সে প্রবেশ করেছিল এক গুহার মধ্যে যেখানে একটি ক্ষুদ্র জনধারা ছড়িয়ে যাচ্ছিল একটি জলাধারে। সে কেবল নিজেই ক্ষতিক-স্বচ্ছ জলে শীতল করতে চাইছিল। কিন্তু কোন কিছু না জেনেই সে এসে পড়েছিল আর্টেমিসের প্রিয় স্থান-স্থানে—এবং ঠিক তখনই, যখন দেবী তার পোশাক ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং নগ্ন সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন জলের প্রান্তে। লাক্ষিত দেবী সামান্য চিন্তাও করলেন না যে, যুবকটি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাকে অপমানিত করেছে কিনা কিংবা সেখানে নিষ্পাপ মনে এসেছিল কিনা। তিনি তার অঙ্গুলি ভরে জল নিক্ষেপ করলেন যুবকের মুখমণ্ডলে এবং সে পরিণত হয়ে গেল এক পুরুষ-হরিণে। শুধু শারীরিকভাবে নয়। তার চিত্ত হয়ে গেল এক হরিণের চিত্ত এবং যে কিনা পূর্বে কখনো ভয় পেত না সে-ই ভয়ে পালিয়ে গেল। তার কুকুর-গুলো তাকে দৌড়াতে দেখলো এবং তারা তাকে ধাওয়া করলো। এমনকি ভয়ের চরম যন্ত্রণাও তাকে যথেষ্ট দ্রুতি দিতে পারলো না সেই তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পন্ন প্রাণীগুলোকে পেছনে ফেলার জন্য। তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তারই বিশ্বস্ত কুকুরগুলো, এবং তাকে হত্যা করলো।

চরম উন্মত্তির পর শেষ দিকে ক্যাডমাস ও হারমোনিয়ার সন্তানদের উপর এবং পৌত্র-পৌত্রীদের উপরেও নেমে এসেছিল চরম দুঃখ। পেট্রুউসের মৃত্যুর পর তারা পালিয়ে গেল থিবিস হতে, যেন তারা চেষ্টা করছি দূর্ভাগ্যের কবল থেকে পালাতে। কিন্তু দূর্ভাগ্য তাদেরকে অনুসরণ করলো। যখন তারা অনেক দূরের ইলিরিয়াতে পৌঁছলো তখন দেবতারা তাদেরকে পরিণত করলো সাপে, শান্তি হিসেবে নয়, কারণ তারা কোন অন্যায় করেনি। তাদের অদৃষ্ট প্রকৃতপক্ষে এরই প্রমাণ বহন করছিল যে, যন্ত্রণা সর্বদা অন্যায়েরই শান্তি নয়; কখনো কখনো দোষীর মত নির্দোষও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়।

সেই দূর্ভাগ্য প্রজন্মে কেউ ঈডিপাসের চাইতে অধিক নিষ্পাপ ছিল না, যিনি ছিলেন ক্যাডমাসের মহান পৌত্র এবং আর কেউ তার মতো দুঃখ পোহায়নি।

ঈডিপাস

(আমি এই কাহিনীটি পুরোপুরি গ্রহণ করেছি এই শিরোনামে সফোক্লিসের একটি নাটক থেকে, কেবলমাত্র স্থিৎকাসের ধার্মা অংশটি ব্যতীত, যা সফোক্লিস খুব কমই উল্লেখ করেন। এটি অনেক লেখকই বর্ণনা করেন, প্রায় একই আকারে।)

থিবিসের রাজা লেইয়াস ছিলেন ক্যাডমাসের তৃতীয় প্রজন্মের এক উত্তরাধিকার। তিনি তার দূর সম্পর্কের বোন জোকাষ্টাকে বিয়ে করেন। তাদের শাসনামলে

ডেলফিতে প্রদত্ত অ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী পরিবারের অদৃষ্টে এক বিরাট ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

অ্যাপোলো ছিলেন সত্যের দেবতা। ডেলফির পুরোহিতানী যা-ই বলতেন তা অমোঘভাবে সম্পন্ন হতো। ভবিষ্যদ্বাণীকে অকার্যকর প্রতিপন্ন করার বৃথা চেষ্টায় কোন কাজ করার অর্থ ছিল নিয়তির নির্দেশের বিরুদ্ধে যাওয়া। তবুও, ভবিষ্যদ্বক্তা যখন লেইয়াসকে বললেন যে, তিনি তার পুত্রের হাতে নিহত হবেন তখন তিনি স্থির প্রতিজ্ঞা ছিলেন যে সে রকমটি কিছু ঘটতে দেয়া হবে না। যখন শিশুটির জন্ম হলো তখন তিনি তার পা দুটিকে একত্রে বেঁধে ফেললেন এবং তাকে ফেলে আসেন এক জনমানবহীন পর্বতের উপর যেখানে এর মৃত্যু ঘটবে অতি শীঘ্রই। তিনি আর কোন ভয় অনুভব করলেন না; তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি দেবতাদের চাইতেও ভালো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। তার মৃত্যু তার গৃহে তার সামনে উদ্ঘাটিত হয় নি। তিনি নিহত হলেন, প্রকৃতই, কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন, যে মানুষটি তাকে আক্রমণ করেছিল সে ছিল এক আগভুক। তিনি কখনোই জানতে পারেন নি যে, তিনি তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অ্যাপোলোর সত্যকেই প্রমাণ করে গিয়েছিলেন।

যখন তিনি মারা গেলেন তখন তিনি ছিলেন নিজ গৃহ থেকে অনেক দূরে এবং শিশুটিকে পর্বতের উপর ফেলে আসার পর তখন কেটে গিয়েছিল অনেক বছর। এটি বলা হয় যে, একদল জলদস্যু তাকে এবং তার সকল ভৃত্যকে হত্যা করে, কেবল সেই ভৃত্যটি বেঁচে গিয়েছিল যে বয়ে এনছিল তার মৃত্যু সংবাদটি। বিষয়টি সঠিকভাবে যাচাই করা হয়নি। কারণ থিবিস তখন ছিল চরম বিপন্ন। দেশটি তখন চারদিক থেকে অবরুদ্ধ ছিল এক ভয়ংকর দানব ফিংকস কর্তৃক, যা দেখতে ছিল ডানায়ুক্ত সিংহের মতো, কিন্তু যার বক্ষদেশ এবং মুখাবয়ব ছিল নারীর মতো। এটি নগরীর দিকে রাস্তাগুলোর পাশে শুয়ে থাকতো পথিকদের প্রতীক্ষায় এবং যাকেই এটি ধরতে পারতো তাকে দিত একটি ধাঁধা, এই বলে যে, যদি সে তার উত্তর দিতে পারে তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কেউ উত্তর দিতে পারতো না এবং ভয়ংকর দানবটি মানুষের পর মানুষ গিলে খেয়ে ফেলতে লাগলো যতক্ষণ না নগরীটি হয়ে পড়লো অবরুদ্ধ। সাতটি বিশাল ফটক বন্ধ হয়ে গেল যেগুলো ছিল থিবিসদের গর্ব এবং নাগরিকদের উপর প্রায় আপতিত হলো এক দুর্ভিক্ষ।

এই বিষয়টি নতুনভাবে দেখা হলো, যখন আক্রান্ত দেশটিতে এল এক আগভুক, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান এক মানুষ, যার নাম ছিল ঈডিপাস। তিনি ত্যাগ করেছিলেন তার দেশ করিন্থ, যেখানে তাকে মনে করা হতো রাজা পলিবাসের পুত্র রূপে, এবং স্বেচ্ছা-নিঃসর্গের কারণ ছিল ডেলফির আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী। অ্যাপোলো ঘোষণা করেছিলেন যে, ঈডিপাস তার পিতাকে হত্যা করবেন। তিনিও লেইয়াসের মতো ভেবেছিলেন ভবিষ্যদ্বাণীটিকে অসত্য

প্রতিপন্ন করার জন্য, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি আর কখনো পলিবাসের মুখোমুখি হবেন না। তার একাকী বিক্ষিপ্ত ভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি পৌছিলেন থিবিসে এবং তখনলেন সেখানে কি ঘটছিল। তিনি ছিলেন গৃহহীন, স্বজনহীন এক মানুষ যার কাছে জীবনের অর্থ খুব সামান্যই এবং তিনি স্থির করলেন ফিংকসকে খুঁজে বের করতে এবং সেই ধাঁধাটির সমাধান করার চেষ্টা করতে। 'কোন প্রাণী,' ফিংকস জিজ্ঞাসা করলো তাকে, 'সকালে চারপায়ে, দুপুরে দুই পায়ে এবং সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে?' 'মানুষ,' উত্তর দিলেন ঈডিপাস। 'শৈশবে সে হামাগুড়ি দেয় হাত ও পা দ্বারা, প্রাপ্ত বয়সে সে হাঁটে দু পায়ে; এবং বৃদ্ধ বয়সে সে সাহায্য নেয় একটি লাঠির।' এটি ছিল সঠিক উত্তর। ফিংকস অব্যাহতভাবে আত্মহত্যা করলো এবং সৌভাগ্যবশত বেঁচে গেল থিবীয়রা। অনেক কিছুই পেলেন ঈডিপাস এবং যা তিনি ছেড়ে এসেছিলেন তার চাইতেও অধিক। কৃতজ্ঞ নাগরিকরা তাকে তাদের রাজা বানাতে এবং তিনি বিয়ে করলেন মৃত রাজার স্ত্রী জোকাস্টাকে। অনেক বছর ধরে তারা বাস করলেন সুখের সাথে। এটি মনে হতে লাগলো যে, এই ক্ষেত্রে অ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছিল।

যখন তাদের দুই পুত্র প্রাপ্ত বয়স্ক হলো তখন থিবিস আক্রান্ত হলো এক ভয়াবহ মহামারীতে। সবকিছুর উপর আপতিত হলো এক ধ্বংস। রাজ্য ব্যাপী শুধু মানুষই মরছিল না; পশুপাখির দল এবং মাঠের ফলও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল। যারা মহামারীতে মারা গেল না, তারা মারা গেল দুর্ভিক্ষে। ঈডিপাসের চাইতেও বেশি কেউই ভুগলো না। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রাজ্যের পিতা বলে মনে করতেন এবং তার প্রজারা তার কাছে ছিল নিজ সন্তানের মতো; প্রত্যেকের কষ্ট ছিল তার নিজেরও কষ্ট। তিনি জোকাস্টার ভাই ক্রেয়নকে পাঠালেন ডেলফিতে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য।

ক্রেয়ন ফিরে এলেন শুভ সংবাদ নিয়ে। অ্যাপোলো ঘোষণা করলেন যে, মহামারী প্রত্যাহার করা হবে একটি শর্তের সাপেক্ষে: রাজা লেইয়াসকে যে-ই হত্যা করে থাকুক না কেন তাকে শাস্তি পেতে হবে। ঈডিপাস চরমভাবে ভারমুক্ত হলেন। নিশ্চিতভাবেই লোকটি বা লোকদেরকে এত বছর পরেও খুঁজে বের করা সম্ভব, এবং তারা ভালোভাবেই জানতো তাকে বা তাদেরকে কিভাবে শাস্তি দিতে হবে। ক্রেয়ন কর্তৃক বাহিত বার্তা শোনার জন্য জড়ো হওয়া লোকজনের কাছে তিনি ঘোষণা করলেন:

এই রাজ্যের কেউ যেন

তাকে আশ্রয় না দেয়। তাকে বহিষ্কার করে তোমাদের গৃহ থেকে,

যেহেতু সে কলুষিত, পংকিলতা তবু সহচর।

এবং গভীরভাবে আমি প্রার্থনা করি, যে তাকে হত্যা করেছে

সেও যেন জীবনে নিগৃহীত হয় পাপে, যেহেতু সে নিজেও পাপগ্রস্ত।



ঐতিহাস এবং ফিল্মস

ঈডিপাস ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সাথে নিভ্র দায়িত্বে নিলেন। তিনি তাকে পাঠালেন অন্ধ ভবিষ্যদ্বাটা টাইরেনিয়ানকে, যিনি ছিলেন থিবীয়দের কাছে সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন একজন। দেবীকে খুঁজে বের করার জন্য তার কোন উপায় জানা আছে কিনা, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে সেই দেবী ব্যক্তি? চরম বিশ্বয় এবং ক্রোধের সাথে তিনি দেখলেন যে, ভবিষ্যদ্বাটাটি প্রথমে উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন। 'সর্বশক্তিমানের অনুগ্রহনহ,' ঈডিপাস তার কাছে প্রার্থনা করে বললেন। 'যদি আপনার কোন ধারণা থেকে থাকে—' 'বোকার দল' টাইরেনিয়াস বললেন, 'তোমরা সবাই বোকা। আমি উত্তর দেব না।' কিন্তু যখন ঈডিপাস এতটুকু এগিয়ে গেলেন যে, ভবিষ্যদ্বাটাটি নিজেই এই বুনের সাথে জড়িত বলে নীরব থাকার জন্য অভিযুক্ত করলেন, এর ফলে ভবিষ্যদ্বাটাটি রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং তিনি বললেন যে, সেই কথাগুলো কখনোই তার ঠোট থেকে থেকে সশব্দে বোরোবে না:

'তুমিই সেই খুনি যাকে তুমি খুঁজছো।' ঈডিপাসের মধ্যে বৃদ্ধটির মন বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; তিনি যা বলছিলেন তা ছিল পুরোদস্তুর উন্মাদনা। ঈডিপাস ভবিষ্যদ্বাটাটিকে তার দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে আদেশ দিলেন এবং তাকে আর কোন দিন তার সামনে আসতে বারণ করলেন।

জোকাস্টাও ব্যাপারটিকে ঘৃণাভরে দেখলেন। 'ভবিষ্যদ্বাটাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই,' তিনি বললেন। তিনি তার স্বামীকে বললেন ডেলফির পুরোহিতানী কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, লেইয়াস নিহত হবেন তার পুত্রের হাতে এবং তিনি নিজে তার সাথে এটি ভেবেছিলেন যে, শিশুটিকে মেরে ফেললে সেটি ঘটার কোন উপায় থাকবে না।' এবং লেইয়াস নিহত হয়েছিলেন দস্যুদের হাতে, যেখানে ডেলফির দিকে তিনটি রাস্তা একত্রিত হয়েছিল, তিনি বিজয়ীর মতো উপসংহার টানলেন। ঈডিপাস তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালেন। 'এটি কখন ঘটেছিল?' তিনি ধীরে ধীরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'তোমার থিবিসে আসার পূর্বে,' জোকাস্টা বললেন। 'তার সাথে কজন ছিল?' ঈডিপাস জিজ্ঞাসা করলেন। 'তারা সবাই মিলে ছিলেন পাঁচজন,' জোকাস্টা দ্রুত বললেন, 'একজন ব্যতীত সকলেই মারা গিয়েছিল।' 'আমাকে অবশ্যই তাকে দেখতে হবে,' ঈডিপাস তাকে বললেন। 'তাকে ডেকে পাঠাও।' 'আমি পাঠাচ্ছি,' জোকাস্টা বললেন। 'এক্ষুণি। কিন্তু আমার অধিকার আছে তোমার মনে কি আছে তা জানার।' 'আমি যা জানি তার সবই তুমি জানবে,' ঈডিপাস উত্তর দিলেন। 'এখানে আসার ঠিক আগে আমি গিয়েছিলাম ডেলফিতে, কারণ একজন লোক আমাকে বলেছিল যে, আমি পলিবাসের পুত্র ছিলাম না। আমি দেবতাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না, কিন্তু তিনি আমাকে ভয়ংকর সব ব্যাপার বললেন—যে, আমি আমার পিতাকে হত্যা করবো, বিয়ে করবো আমার মাকে, এই ফলে যে সব সন্তান জন্ম নেবে তাদের দিকে মানুষ তাকাবে ঘৃণা ভরে। আমি কখনোই আর করিষের দিকে যাই নি। ডেলফি থেকে ফেরার পথে যেখানে তিনটি রাস্তা মিলেছে, আমার সাথে দেখা

হয় একজন লোকের যার সাথে ছিল তার চার ভৃত্য। তিনি আমাকে জোর করে পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন ; তিনি আমাকে তার লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। ক্রোধে আমি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং আমি তাদেরকে হত্যা করলাম। তাহলে কি এদের নেতাই ছিলেন লেইয়াস ?' 'যে লোকটি জীবিত ছিল সে ফিরে এসে দস্যুদের এক কাহিনী ছড়িয়ে দিল,' জোকাষ্টা বললেন। 'লেইয়াস দস্যুদের হাতে মারা গেলেন, পুত্রের হাতে নয়—যে হতভাগাটি মৃত্যুবরণ করেছিল পর্বতের উপর।'

যখন তারা আলাপ করছিলেন তখন মনে হলো যে, আরো একটি প্রমাণ উদ্ঘাটিত হলো তাদের কাছে যে, অ্যাপোলো মিথ্যা বলেছেন। করিন্থ থেকে একজন লোক এল পলিবাসের মৃত্যু সংবাদ ঈডিপাসকে জানাতে। 'হে দেবতার ভবিষ্যদ্বাণী' জোকাষ্টা বললেন, 'তুমি এখন কোথায় ? মানুষটি মারা গেল কিন্তু তার পুত্রের হাতে নয়।' বার্তাবাহকটি মৃদু হাসলো বিজ্ঞের মতো। 'আপনার পিতাকে হত্যা করার ভয়-ই কি আপনাকে করিন্থ হতে তাড়িয়ে এনেছিল ?' বার্তাবাহকটি জানতে চাইলো। 'হে রাজা, আপনি ভুল করছেন। আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই—কারণ আপনি পলিবাসের পুত্র নন। তিনি আপনাকে এমনভাবে লালন-পালন করেন যেন বা আপনি ছিলেন তারই সন্তান, কিন্তু তিনি আপনাকে আমার হাত থেকেই নিয়েছিলেন।' 'আমাকে আপনি কোথায় পেয়েছিলেন ?' ঈডিপাস জিজ্ঞাসা করলেন। 'কারা ছিলেন আমার পিতা-মাতা ?' 'আমি তাদের কিছুই জানিনা', বার্তাবাহকটি বললো। 'ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো এক মেঘপালক আপনাকে দিয়েছিলেন আমার কাছে, যে ছিল লেইয়াসের এক ভৃত্য।'

জোকাষ্টা মুহূর্তে যেন রক্তশূন্য হয়ে পড়লেন, তার মুখমণ্ডলে তখন এক ভয়ের চাহনি। 'একজন প্রজা যা বলছে তা নিয়ে এত ভাবছেন কেন ?' তিনি চিৎকার করে বললেন। 'সে যা-ই বলুক তার কোন অর্থ নেই।' তিনি দ্রুত কথাগুলো বললেন যদিও তার মাঝে কাজ করছিল এক আতংক। ঈডিপাস তাকে বুঝতে পারলেন না। 'আমার জন্ম কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় ?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 'দোহাই ঈশ্বরের আর কিছু বলোনা,' জোকাষ্টা বললেন। 'আমার যন্ত্রণার অনেক হয়েছে।' তিনি ভেঙ্গে পড়লেন এবং দৌড়ে প্রাসাদের ভিতর চলে গেলেন।

সেই মুহূর্তে একজন বৃদ্ধ লোক এল। সে এবং বার্তাবাহক প্রকৃষ্ণের দিকে চোখ রাখলো কৌতূহল ভরে। 'রাজা ! এই তো সেই লোকটি, বার্তাবাহক চিৎকার করে উঠলো। 'সেই মেঘপালক যে আপনাকে আমার কাছে দিয়েছিল।' 'এবং তুমি' ঈডিপাস অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে যেমন আমাকে চেনে, আপনিও কি তাকে সেরূপ চেনেন ?' বৃদ্ধটি উত্তর দিল না, কিন্তু বার্তাবাহকটি জোর দিয়ে বললো, 'তোমার মনে থাকতেই হবে। একবার তুমি খুঁজে পাওয়া একটি শিশু আমাকে দিয়েছিল—এবং এই রাজাই হলেন সেই শিশু।' 'তুমি অভিশপ্ত হও' অন্যজন বিড়বিড় করে বললো। 'তোমার মুখ বন্ধ কর।' 'কি ?' ঈডিপাস ক্রুদ্ধ হয়ে

বললেন। 'তুমি তার সাথে যড়যন্ত্র করে আমি যা জানতে চাচ্ছি তা লুকোতে চাইছো ? নিশ্চিতভাবেই তা তোমার কাছ থেকে জানার উপায় আছে।'

বৃদ্ধটি বিলাপ করে বললো, 'ও, আমাকে আঘাত করে না। আমি তাকে শিওর দিয়েছিলাম কিন্তু এর চাইতে বেশি কিছু জানতে চেও না, প্রভু, ঈশ্বরের মোহাই।' 'তুমি আমাকে কোথায় পেয়েছিলে তা আমাকে বলতে যদি তোমাকে দ্বিতীয়বার আদেশ করতে হয় তবে তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও,' ঈডিপাস বললেন। 'আপনার সহধর্মিনীকে জিজ্ঞাসা করুন,' বৃদ্ধটি চিৎকার করে উঠলো। 'তিনিই সবচেয়ে ভালো-ভাবে আপনাকে বলতে পারবেন।' 'তিনিই কি তাকে তোমার কাছে দিয়েছিলেন ?' ঈডিপাস জিজ্ঞাসা করলেন। 'জী তা-ই, তা-ই,' অন্যজন আতর্জন করে বললো। 'আমাকে বলা হয়েছিল শিওরটিকে হত্যা করতে। ছিল এক ভবিষ্যদ্বাণী—' 'এক ভবিষ্যদ্বাণী।' ঈডিপাস পুনরাবৃত্তি করলেন। 'যে সে তার পিতাকে হত্যা করবে ?' 'জী,' বৃদ্ধটি ফিসফিস করে বললো।

রাজার কাছ থেকে এল এক যন্ত্রণার চিৎকার। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন। 'সবই সত্য। এখন আমার আলো অন্ধকারে পরিবর্তিত হওয়া উচিত। আমি অভিশপ্ত।' তিনি তার পিতাকে হত্যা করেছেন, তিনি বিয়ে করেছেন তার পিতার স্ত্রীকে, নিজ মাকে। সাহায্যের আর কিছু রইলো না তার জন্য, জোকাষ্টার জন্য, তাদের সন্তানদের জন্য।

ধ্রুপদে অত্যন্ত ঈডিপাস চরমভাবে খুঁজলেন তার স্ত্রীকে, যে ছিল তার মা। তিনি তাকে তার কক্ষে খুঁজে পেলেন। তখন তিনি মৃত। যখন সত্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছিল তখন জোকাষ্টা আত্মহত্যা করেছিলেন। তার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের উপর বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল ঈডিপাসের মন, কিন্তু সেটা তার নিজের জীবনকে শেষ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। তিনি তার আলোকে পরিণত করলেন অন্ধকারে। তিনি তার নিজের চোখ দুটো উৎপাটন করে ফেললেন। অন্ধকারের কালো জগতটি ছিল তার জন্য এক আশ্রয়; অন্ধুত লজ্জায় আড়ষ্ট চোখে একদা উজ্জ্বল সেই জগতকে দেখার চাইতে সেই অন্ধকার জগতে বাস করাই তার জন্য ছিল উত্তম।

অ্যান্টিগনি

(আমি এই কাহিনীটি নিয়েছি সফোক্লিসের দুটি নাটক, 'অ্যান্টিগনি' এবং 'কলোনাসে ঈডিপাস' থেকে, ব্যতিক্রম শুধু সেনিসিউসের মৃত্যু, যেটি বর্ণিত হয়েছে ইউরিনিসিসের একটি নাটক, 'সাগ্রিয়েটস'-এ।)

জোকাষ্টার মৃত্যু এবং এর সাথে বয়ে আসা সর্বদা প্রাপের পর ঈডিপাস বাস করতে থাকলেন থিবিসে, যেখানে বড় হয়ে উঠছিল তার সন্তানেরা। তার ছিল দুই পুত্র,

পলিনেইসিস ও ইটিওক্রেস এবং দুই কন্যা, অ্যান্টিগনি ও ইসমিনি। তারা ছিল খুবই হতভাগ্য তরুণ-তরুণী, কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তাটি ঈডিপাসকে যেমনটি বলেছিলেন যে, দানবের দিকে সবাই যেমন তাকায় ঘৃণার চোখে, তেমনি পরিণতি হতে তারা ছিল ভিন্নতর অবস্থায়। দুটি পুত্রকেই খিবীয়রা খুবই পছন্দ করতো এবং দুটি কন্যা ছিল আর দুটি ভালো মেয়ের মতোই।

ঈডিপাস অবশ্যই সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, বড় ছেলে পলিনেইসিসও একই কাজ করেছিলেন। খিবীয়রা উপলব্ধি করেছিল যে, পরিবারটির ভয়ংকর অবস্থানের কারণে সেটিই ছিল উত্তম কাজ এবং জোকাস্টার ভাই ক্রেয়নকে গ্রহণ করেছিল রাজপ্রতিভা রূপে। অনেক বছর তারা ঈডিপাসের সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করলো, কিন্তু অবশেষে তারা তাকে নগরী থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নিল। কি কারণে তারা এহেন কাজে উৎসাহিত হয়েছিল তা জানা নেই, ক্রেয়ন তা করেছিলেন এবং ঈডিপাসের পুত্ররা তাতে রাজি হয়েছিলেন। ঈডিপাসের একমাত্র বন্ধু তখন হয়েছিল তার কন্যারা।

তার সকল দুর্ভাগ্যের সময় তারা তার প্রতি ছিল বিশ্বস্ত। যখন তিনি নগরী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তখন অ্যান্টিগনি চলে গেল তার সাথে তার অন্ধত্বের মাঝে তাকে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য এবং তার যত্ন নেয়ার জন্য আর ইসমিনি তার স্বার্থ তদারকি করার জন্য রয়ে গেল থিবিসে এবং তাকে অবহিত করতো গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু ঘটতো।

তিনি চলে যাওয়ার পর তার দুই পুত্রই সিংহাসন দাবি করলো এবং প্রত্যেকেই রাজা হতে চেষ্টা করলো। ইটিওক্রেস সফল হলো যদিও সে ছিল অনুজ এবং সে তার ভাইকে থিবিস থেকে বহিস্কার করলো। পলিনেইসিস আর্গসে আশ্রয় নিল এবং থিবিসের বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করার জন্য সম্ভব সবকিছু করলো। তার উদ্দেশ্য ছিল একটি সেনাদল গঠন করে নগরীটির দিকে অগ্রসর হওয়া।

তাদের নিঃসঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত ভ্রমণের এক পর্যায়ে ঈডিপাস এবং অ্যান্টিগনি এল কলোনাসে, এথেন্সের কাছেই একটি স্থানে, যেখানে এক সময়ের এরিনি ও ফিউরিগনের, তখন 'বেনিগন্যান্ট দেবী'-দের ছিল এক পবিত্র স্থান এবং সেই কারণে শরণার্থীদের জন্য ছিল এক আশ্রয় স্থল। অন্ধ বৃদ্ধটি এবং তার কন্যা সেখানে নিরাপদ বোধ করলো এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করলেন ঈডিপাস। তার জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি ছিলেন অসুখী, অবশেষে তিনি সুখী হলেন। যে ভবিষ্যদ্বক্তা একদা তাকে গুনিয়েছিলেন কঠোর বাণী, তিনি তার মৃত্যুকালে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। অ্যাপোলো অঙ্গীকার করে বললেন যে, তিনি হতসম্মান ও গৃহহীন এক পথিক রূপে এমন এক স্থানে আনীত হবেন যেখানে তার সমাধি দেবতাদের জন্য হয়ে উঠবে এক আশীর্বাদস্থল। এথেন্সের রাজা থিসিউস তাকে গ্রহণ করলেন পূর্ণ সম্মান দিয়ে এবং বৃদ্ধটি মারা গেলেন এই আনন্দ নিয়ে যে, তিনি আর মানুষের

কাছে ঘৃণা থাকলেন না, বরং যেখানে তিনি আশ্রয় পেলেন সেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন এক চনহিতকারী রূপে।

ইসমিনি, যে তার পিতাকে ভবিষ্যদ্বক্তার শুভ সংবাদটি দিতে এনেছিল, তাদের পিতার মৃত্যুর সময় তার বোনের পাশেই ছিল এবং পরবর্তীতে থিনিসউন তাদের উভয়কে নিরাপদে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা এসে দেখতে পেল যে, তাদেরই এক ভাই নগরী আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছিল, সে একে দখল করতে স্থির করেছিল এবং অন্যজন সংকল্প করলো শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে একে রক্ষা করার জন্য। পলিনেইসিস, যে একে আক্রমণ করলো, এর উপর তার ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি অধিকার, কিন্তু কনিষ্ঠজন, ইটিওক্রেস, যুদ্ধ করছিল থিবিসের জন্য, এটিকে দখল থেকে বাঁচানোর জন্য, দুই বোনের পক্ষে অসম্ভব ছিল কোন ভাইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া।

পলিনেইসিসের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন ছয়জন দল প্রধান, তাদের একজন ছিলেন আর্গস-রাজ অ্যাড্রাস্টাস এবং অন্যজন অ্যাড্রাস্টাসের শ্যালক অ্যাফিয়ারাস। শেমোক্স জন খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন ভবিষ্যদ্বক্তা এবং তিনি জানতেন যে, সাতজনের একজনও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারবেন না, কেবলমাত্র অ্যাড্রাস্টাস ব্যতীত। যাহোক, তিনি তার স্ত্রীর কাছে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন যে, যখনই তার এবং অ্যাড্রাস্টাসের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা দেখা দেবে সেটি মীমাংসা করার ভার ছেড়ে দেয়া হবে তার স্ত্রী, ইউরিফাইলের উপর। তিনি একদা তার কাছে এটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যখন তার এবং অ্যাড্রাস্টাসের মধ্যে বিবাদ বেধেছিল এবং ইউরিফাইল তাদের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিয়েছিল। পলিনেইসিস তাকে জয় করলো উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে, সেই বিস্ময়কর নেকলেসটি দিয়ে যা ছিল তার পূর্বসূরি হারমোনিয়ার বিয়ের উপহার। এবং সে তার স্বামীকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করলো।

থিবিসের সাতটি ফটক আক্রমণ করার জন্য ছিলেন সাতজন বীর এবং সমান সাহসী সাতজন ছিলেন অভ্যন্তরে এগুলো রক্ষা করার জন্য। ইটিওক্রেস সেই ফটকটিকে রক্ষা করার দায়িত্বে থাকলেন যেটিকে আক্রমণ করেছিলেন পলিনেইসিস এবং ইসমিনি ও অ্যান্টিগনি অপেক্ষা করছিল প্রাসাদের ভিতরে এটি জ্ঞানার জন্য যে, কে কাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু কোন নিয়ামক নড়াই সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই, থিবিসের এক তরুণ, সে তখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, মারা গেল তার দেশের জন্য। এবং তার মৃত্যু ছিল সকলের মধ্যে মনোহর। সে ছিল ক্রেয়নের কনিষ্ঠতম পুত্র মিনিসিউস।

টাইরেসিয়াস, যে ভবিষ্যদ্বক্তাটি এতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী বয়ে এনেছিলেন রাজ পরিবারের জন্য, এবার নিয়ে এলেন আরো একটি। তিনি ক্রেয়নকে বললেন যে, থিবিস রক্ষা পাবে কেবল যদি মৃত্যু ঘটে মিনিসিউসের। পিতাটি এটি ঘটতে

চরমভাবে অস্বীকার করলেন। তিনি নিজে মরতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি বললেন—
 'কিন্তু আমার নিজের নগরীর জন্যও আমি আমার পুত্রকে হত্যা করতে পারি না।' তিনি বালকটিকে আদেশ করলেন, যখন টাইরেসিয়াস কথা বলছিলেন তখন যে সেখানেই উপস্থিত ছিল, 'উঠ, আমার পুত্র, নগরীর সবাই জেনে ফেলার পূর্বেই যত দ্রুত পারো সরে যাও।' 'কোথায় পিতা?' বালকটি জানতে চাইলো। 'কোন নগরীর খোঁজে, কোন বন্ধুর কাছে?' 'যত দূরে পারো,' পিতাটি উত্তর দিলেন। 'আমি উপায় খুঁজে নেব—আমি খুঁজে নেব স্বর্ণকে।' 'তবে তাই কর,' মিনিসিউস বললো, কিন্তু ক্রেন যখন তাড়াহুড়া করছিলেন সে বললো অন্য কথা:

আমার পিতা—তিনি আমাদেরকে বঞ্চিত করতে পারেন
 কাক্ষিত নগরীটি হতে,
 আমাকে প্রতিপন্ন করতে পারেন এক কাপুরুষ। ও তবে বেশ—যেহেতু
 তিনি বৃদ্ধ
 তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া যায়। কিন্তু আমি তো যুবক।
 আমি যদি থিবিসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে তা হবে ক্ষমার
 অযোগ্য।
 আমি কিভাবে ভাবতে পারি যে, আমি নগরীটিকে রক্ষা করবো না?
 কি অর্থ থাকবে আমার জীবনের যদি আমি পালিয়ে যাই
 যখন আমি মুক্ত করতে পারতাম আমার দেশকে?

সে চলে গেল যুদ্ধে যোগ দিতে এবং যুদ্ধ কৌশলে অপারদর্শী হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটলো।

অবরোধকারী এবং অবরুদ্ধ কেউই বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারলো না এবং অবশেষে উভয় পক্ষ রাজি হলো বিষয়টিকে দুই ভাইয়ের মধ্যে একটি লড়াইয়ের মাধ্যমে মীমাংসা করতে। যদি ইটিওক্রেস জয়ী হয় তবে আর্গিভ সেনাদল প্রত্যাহার করা হবে; আর যদি ইটিওক্রেস পরাজিত হয় তবে পলিনেইসিস হবে রাজা। কেউই বিজয়ী হতে পারলো না; তারা একে অপরকে হত্যা করলো। ইটিওক্রেস মূর্খ অবস্থায় তার ভাইয়ের দিকে তাকালো এবং কেঁদে ফেললো; তার কথা বলার সামর্থ্য ছিল না। পলিনেইসিস মূর্খ শব্দ করে বলতে পারলো কিছু কথা: 'হে আমার ভাই, আমার শত্রু, কিন্তু প্রিয়, সবসময়ই প্রিয়। আমাকে সমাধিস্থ করো আমার নিজ দেশে—আমার নগরীর কিছুটা পাওয়ার জন্য হলেও।'

লড়াইটি কোন সিদ্ধান্তই দিতে পারলো না এবং যুদ্ধ আবার নতুনভাবে শুরু হলো। কিন্তু মিনিসিউসের মৃত্যু বৃথা গেল এবং অবশেষে থিবীয়রা জয়লাভ করলো এবং সাতজন বীরের সবাই নিহত হলেন, কেবলমাত্র অ্যান্ড্রাস্টাস ব্যতীত। তিনি

ছত্রভঙ্গ সেনাদল নিয়ে পালিয়ে গেলেন এখেন্দে। খিদিনের নিয়ন্ত্রণ থাকলো ক্রেয়নের হাতে এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, যারা নগরীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছে তাদের কাউকেই সমাহিত করা হবে না। ইটিওক্রেস পাবেন সেই সব কৃত্য যা পেয়ে থাকেন একজন মহান ব্যক্তি তার মৃত্যুতে, কিন্তু পলিনেইসাসকে ফেলে দেয়া হবে পণ্ড-পাথির সামনে তাদের হাতে হিন্দিভিন ও তাদের গলাধঃকরণের শিকার হওয়ার জন্য। এটি ছিল দেবতাদের সহনশীলতার সীমা লঙ্ঘন করা এক প্রতিশোধ, ছিল ন্যায়ের সীমার বাইরে, এ ছিল এক মৃতকে শাস্তি দেয়া। সমাহিত না করা লোকদের আত্মাগুলো পাড়ি দিতে পারে না সেই নদীকে যা ঘিরে রাখে মৃত্যু-রাজ্যকে; কিন্তু ঘুরে বেড়ায় নিঃশব্দভাবে; কোন আবাস স্থল ছাড়াই, কখনো পায় না তারা বিশ্রাম তাদের ক্রান্তির মাঝে। মৃতকে সমাহিত করা ছিল এক পবিত্র কর্তব্য, শুধু নিজের নিকট জনকেই নয়, কোন আগন্তুককে ও। কিন্তু ক্রেয়নের ঘোষণা অনুযায়ী, এই কর্তব্যটি পলিনেইসাসের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এক অপরাধে। যে তাকে সমাহিত করবে তাকেই হত্যা করা হবে।

অ্যান্টিগনি ও ইসমিনি আতঙ্কিত হয়ে তুললো, ক্রেয়ন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইসমিনির কাছে এটি এতই বেদনাদায়ক ছিল যে, করুণাপ্রার্থী সেই মৃতদেহের জন্য তার নিদারুণ কষ্ট তাকে শোকাভিভূত করে ফেললো, মনে হলো এক আবাসহীন আত্মা, কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। সে এবং অ্যান্টিগনি ছিল চরমভাবে একাকী। সকল থিবীয় আনন্দ প্রকাশ করছিল এই ভেবে যে, যে মানুষটি তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, এরূপ ভয়ংকরভাবেই তার শাস্তি হওয়া উচিত।

‘আমরা নারী, ইসমিনি তার বোনকে বললো,’ ‘আমাদেরকে সবকিছু মেনে নিতে হবে। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার শক্তি আমাদের নেই।’ ‘তুমি তোমার মতো থাকো,’ অ্যান্টিগনি বললো, ‘আমি আমার প্রিয় ভাইটিকে সমাহিত করতে যাচ্ছি।’ ‘তুমি যথেষ্ট শক্তিশালী নও’ ইসমিনি চিৎকার করে বললো, ‘কেন, তবে কখন আমার শক্তি ব্যর্থ হবে,’ অ্যান্টিগনি উত্তর দিল। ‘আমি তা করবই।’ সে তার বোনকে ত্যাগ করলো, ইসমিনি তাকে অনুসরণ করার সাহস পেল না।

কয়েক ঘণ্টা পর ক্রেয়ন তার প্রাসাদে একটি চিৎকারে চমকে উঠলেন, ‘আপনার আদেশ উপেক্ষা করে পলিনেইসাসকে সমাহিত করা হয়েছে।’ তিনি দ্রুত অতিক্রম করে গেলেন সেই সব পাহারাদারকে যারা সেই মৃতদেহের দায়িত্বে ছিল এবং অ্যান্টিগনির মুখোমুখি হলেন। ‘এই মেয়েটি তাকে সমাহিত করেছে,’ তারা চিৎকার করে বললো। ‘আমরা তাকে দেখেছি। এক তীব্র বালি-ঝড় তাকে সুযোগ করে দিয়েছিল। যখন তা কেটে গেল তখন মৃতদেহটিকে সমাহিত করা সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং মেয়েটি মৃতের জন্য প্রার্থনা করছিল।’ ‘তুমি আমার আদেশ জানতে?’ ক্রেয়ন জিজ্ঞাসা করলেন। ‘জী,’ অ্যান্টিগনি উত্তর দিল। ‘এবং তুমি আইন ভঙ্গ করেছিলে?’

‘আপনার আইন, কিন্তু সেটাতো ন্যায়-দেবতার আইন নয় যিনি বাস করেন দেবতাদের সাথে’, অ্যান্টিগনি বললো। ‘স্বর্গের অনিখিত আইনগুলো শুধু আজ বা গতকালের নয়, এগুলো চিরদিনের জন্য।’

ইসমিনি কাঁদতে কাঁদতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল তার বোনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ‘আমি এটি করতে তাকে সাহায্য করেছিলাম,’ সে বললো। কিন্তু অ্যান্টিগনি তা মানলো না। ‘এতে তার কোন ভূমিকা ছিল না,’ সে বললো ক্রেয়নকে। সে তার বোনকে আর কিছু বলতে মানা করলো। ‘তোমার পছন্দ ছিল বেঁচে থাকা,’ সে বললো, ‘আমার ছিল মরে যাওয়া।’

যখন তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো, সে পাশে দাঁড়ানো লোকজনকে বললো :

...আমাকে দেখ, কি কষ্ট আমি ভোগ করেছি
কারণ আমি যা কিছু মহান তাকে সম্মুখ রেখেছিলাম।

ইসমিনি চলে গেল। তার সম্বন্ধে আর কোন গল্প নেই, কবিতা নেই। থিবিসের শেষ রাজ পরিবার, ইউরিপিসের পরিবার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।

থিবিসের বিরুদ্ধে সাতজন

(দুজন মহান লেখক এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এটি ইঙ্কিলাসের একটি এবং ইউরিপিসিসের একটি নাটকের বিষয়বস্তু। আমি পছন্দ করেছি ইউরিপিসিসের রচনাটি, যা তার স্বভাবসুলভ ভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করে। ইঙ্কিলাস কাহিনীটি বর্ণনা করেন চমৎকারভাবে, কিন্তু তার হাতে এটি হয়ে উঠে একটি উদ্ভেজনাঙ্কর যুদ্ধ বিষয়ক রচনা। ইউরিপিসিসের নাটক ‘দ্য সাপ্লিয়েন্টস’ প্রকাশ করে তার আধুনিক মননশীলতাকেই, তার অন্য যেকোন নাটকের চাইতে উত্তম উপায়ে।)

পলিনেইসাস সমাহিত হয়েছিল তার বোনের মৃত্যুর বিনিময়ে ; তার আত্মা মুক্ত হয়ে গেল নদী পার হওয়ার জন্য এবং মৃতদের মাঝে ঝুঁজে পেল একটি আবাস। কিন্তু যেই পাঁচজন দল প্রধান তার সাথে সেনাদল নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা থিবিসে পড়ে থাকলেন সংস্কারবিহীন অবস্থায় এবং ক্রেয়নের অধ্যাদেশ অনুযায়ী এমন ভাবে পড়ে থাকতে হবে অনন্তকাল ধরে।

সাত জনের মধ্যে জীবিত কেবলমাত্র একজন অ্যাড্রাস্টাস, যিনি যুদ্ধটি শুরু করেছিলেন, এলেন এথেন্সের রাজা থিসিউসের কাছে, তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে যেন তিনি থিবীয়দেরকে প্রভাবিত করতে পারেন সেই মৃতদেহগুলো সংস্কার করতে। তার সাথে ছিল মৃতদের পুত্র এবং মাতাগণ। ‘আমরা সকলে চাইছি,’ তিনি থিসিউসকে

বললেন, ‘আমাদের মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থা। আমরা আপনার কাছে এসেছি সাহায্যের জন্য, কারণ সকল নগরীর মধ্যে এখেন্সই সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল।’

‘আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি না,’ থিসিউস উত্তর দিলেন, ‘আপনি আপনার জনগণকে থিবিসের বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিলেন, যুদ্ধটি ছিল আপনার কৃতকর্ম, তাদের নয়।’

কিন্তু থিসিউসের মা,—ঈপ্রা, যাকে অন্য মায়েদের শোক আলেড়িত করলো, দুজন রাজাকে ধামাতে সাহস দেখালেন। ‘পুত্র আমার,’ তিনি বললে, ‘আমি কি তোমার সম্মান এবং এখেন্সের জন্য কথা বলতে পারি?’

‘জী, বলুন,’ তিনি উত্তর দিলেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনলেন যখন তিনি বললেন তার মনে কি ছিল। ‘তুমি সকলকে রক্ষা করতে বাধ্য যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে,’ তিনি বললেন, ‘এই উগ্র মানুষগুলো যারা, মৃতদের সৎকার সম্পন্ন হওয়ার অধিকার হরণ করে, তুমি তাদেরকে আইন মানতে বাধ্য কর। এটি পুরো গ্রিস জুড়েই এক পবিত্র কর্ম। প্রত্যেকে ন্যায়ের আইনসমূহ মেনে চলে, তাছাড়া আর কি আমাদের রাজ্যতলোরকে একত্রে বেঁধে রেখেছে এবং সব রাজাকে সর্বত্র?’

‘মা,’ থিসিউস চিৎকার করে উঠলেন, ‘এগুলো সবই সত্য কথা। তথাপি আমি নিজে ব্যাপারটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কারণ আমি এই রাষ্ট্রটিকে পরিণত করেছি এক প্রজাতন্ত্রে—, যেখানে সবার আছে ভোটের সমান অধিকার। যদি জনগণ রাজি থাকে, তবে আমি থিবিসে যাব।’

হতভাগ্য নারীরা অপেক্ষা করতে থাকলো, তাদের সাথে ছিলেন ঈপ্রা, যখন থিসিউস গেলেন তার পরিষদের অধিবেশন ডাকতে যা তাদের মৃত সন্তানদের দুর্ভোগ অথবা মুক্তির সিদ্ধান্ত দেবে। তারা প্রার্থনা করলো: ‘ও অ্যাথেনার নগরী, আমাদেরকে সাহায্য কর, যেন ন্যায়বিচারের আইনসমূহ কলুষিত না হয় এবং সকল স্থানে অসহায় ও নিপীড়িতরা যেন মুক্ত হয়।’ যখন থিসিউস ফিরে এলেন, তিনি নিয়ে এলেন সুসংবাদ। পরিষদ ভোট দিয়েছে এটা বলার জন্য যে, এখেন্স একটি ভালো প্রতিবেশী হতে চায়, কিন্তু সে তা থাকতে পারছে না একটি চরম অন্যায় ঘটতে দেখে। ‘আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন,’ তারা থিবিসকে বলবে। ‘আমরা কেবল তা-ই চাই যা ন্যায়, কিন্তু আপনারা যদি তা না করেন, তবে আপনারা যুদ্ধকেই নির্বাচন করুন, কারণ আমাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে অসহায়দেরকে রক্ষা করার জন্য।’

তিনি তার কথা শেষ করার পূর্বেই একজন বার্তাবাহকের প্রবেশ ঘটলো। সে জিজ্ঞাসা করলো, ‘এখানে কে নেতা, এখেন্সের প্রভু?’ আমি তার জন্য থিবিসের প্রভুর কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি।’

‘আপনি এমন একজনকে খুঁজছেন যার কোন অস্তিত্ব নেই,’ থিসিউস উত্তর দিলেন। ‘এখানে কোন প্রভু নেই, এখেন্স এক প্রজাতন্ত্র। সে শাসিত হয় তার জনগণ কর্তৃক।’

‘সেটি থিবিসের জন্য মঙ্গলকর,’ বার্তাবাহক চিৎকার করে উঠলেন। ‘আমাদের নগরী শাসিত হয় না জনতার দ্বারা, এটি শাসিত হয় একজন লোক দ্বারা। কিভাবে নিরক্ষর জনতা ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে একটি জাতিকে?’

‘আমরা এথেন্সে,’ থিসিউস বললেন, ‘নিজেরা নিজেদের আইন লিখি এবং পরবর্তীতে সেটি দ্বারা শাসিত হই। আমরা বিশ্বাস করি যে, রাষ্ট্রের জন্য তার চাইতে খারাপ কোন শত্রু নেই, যে তার নিজের হাতে আইন ধরে রাখে। আমাদের রয়েছে এক বড় সুবিধা এই যে, আমাদের দেশ তার সেইসব সন্তানদের জন্য আনন্দবোধ করে, যারা তাদের জ্ঞান ও ন্যায় কাজের যুক্তিতে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। কিন্তু একজন স্বৈরশাসকের কাছে তারা ঘৃণ্য। সে তাদেরকে হত্যা করে এই ভয়ে যে তারা তার ক্ষমতার ভিত নাড়িয়ে দেবে।’

‘থিবিসে ফিরে যান এবং তাকে বলুন যে, আমরা জানি মানুষের জন্য শান্তি যুদ্ধের চেয়ে কত বেশি মঙ্গল কর। বোকারাই ছুটে যুদ্ধের পেছনে একটি দুর্বলতর দেশকে ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য। আমরা তোমাদের রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে চাই না। আমরা কেবল মৃত লোকগুলোকে খুঁজছি, মর্তে সেই দেহগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য, কোন মানুষই যার স্বত্বাধিকারী নয়, কিন্তু কেবল ক্ষণিকের জন্য তারা এখানে অতিথি। ধূলি অবশ্যই ফিরে যাবো আবার ধূলিতে।’

ক্রেয়ন থিসিউসের মিনতি শোনে নি এবং এথেনীয়রা এগিয়ে গেল থিবিসের দিকে। তারা তা জয় করলো। নগরীর আতংকগ্রস্ত মানুষেরা কেবল ভাবলো যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রীতদাসে পরিণত করা হবে এবং তাদের নগরীকে ধ্বংস করে ফেলা হবে। যদিও বিজয়ী এথেনীয় সেনাবাহিনীর জন্য সেই পথটি পরিষ্কারই ছিল, থিসিউস তাদেরকে নিরস্ত করলেন। ‘আমরা এখানে এসেছি নগরীকে ধ্বংস করার জন্য নয়,’ তিনি বললেন, ‘শুধুমাত্র মৃতজনদেরকে উদ্ধার করার জন্য।’ ‘এবং আমাদের রাজা,’ যে বার্তাবাহকটি এথেন্সে উদ্বেগের মাখে অপেক্ষমাণ লোকদের জন্য সংবাদটি নিয়ে এল সে বললো, ‘স্বয়ং থিসিউস সেই হতভাগ্য পাঁচজনের মরদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন, সেগুলো ধোয়া এবং আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছেন এবং স্থাপন করেছেন শবাধারে।’

কিছুটা সান্ত্বনা এল সেই দুঃখভারাক্রান্ত মায়েদের মনে, কারণ তাদের পুত্রদেরকে চিতার আগুনে শোয়ানো হয়েছিল পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মানসহ। অ্যাড্রাস্টাস প্রত্যেকের জন্য উচ্চারণ করলেন শেষ কথাগুলো: ‘এখানে শুয়ে আছেন ক্যাপানিউস, একজন অতি সম্পদশালী লোক, তথাপি বিত্তহীনতার মতোই বিনয়ী এবং সকলের এক প্রকৃত বন্ধু। তিনি কোন প্রতারণা জ্ঞান করেন না; তার ঠোটে সর্বদাই থাকতো কেবল সত্য ভাষণ। এরপর রয়েছেন ইটিওক্রেস, সম্মান ব্যতীত সবকিছুতেও তিনি ছিলেন দরিদ্র। সম্মানের ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতই ছিলেন ধনী। যখন মানুষ তাকে স্বর্ণ দিত তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তিনি হতে পারতেন না সম্পদের কাছে ক্রীতদাস। তার পাশে শুয়ে আছে হিপ্পোমেডন। তিনি ছিলেন এমন এক

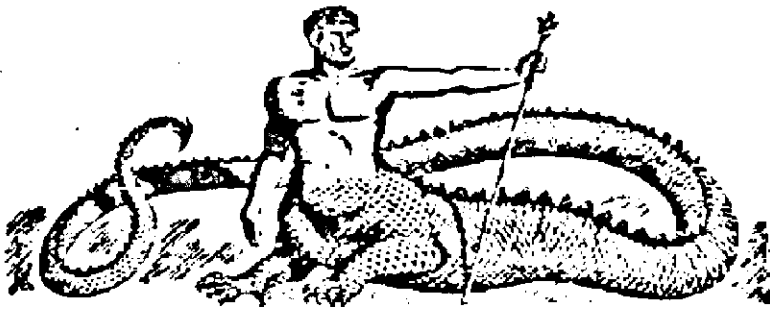
মানুষ যিনি কষ্ট সহ্য করেছেন খুশি মনে, তিনি ছিলেন একজন শিকারী এবং সৈনিক। বাল্যকাল থেকে তিনি তাত্ত্বিক্য করেছেন সহজ জীবনকে। তারপর রয়েছেন আটলান্টার পুত্র, পার্থেনোপিউস, যাকে প্রত্যেক নর-নারী ভালবাসতো এবং তিনি কখনো কারো প্রতি অন্যায় করেন নি। তার আনন্দ ছিল তার দেশের মঙ্গলে, যখন এটি অমঙ্গলে আক্রান্ত হতো তখন তিনিও শোকগ্রস্ত হতেন। শেষজন হলেন টাইডিউস এক নিরীহ মানুষ, তিনি তার তরবারি ও ঢালের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করতেন সর্বোত্তমভাবে। তার হৃদয় ছিল উচ্চমার্গের ; কথা নয়, কাজই প্রকাশ করতো তা কত উঁচুতে বিচরণ করতো।

যখন পাহাড়ের উপর চিতায় ধরিয়ে দেয়া হলো আগুন, তখন এল এক নারী। সে ছিল ক্যাপানিউসের স্ত্রী, ইভাডনি। সে কাঁদলো,

আমি ঝুঁজে পেয়েছি তোমার ভিতর চিতার আলো,
তোমার সমাধি।
আমি সেখানে সমাপ্তি ঘটাবো জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণার
ওহ, মধুর মৃত্যুবরণ করবো আমি আমার মৃত প্রিয়তমের পাশে।

সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জ্বলন্ত চিতার উপর এবং তার স্বামীর সাথে চলে গেল পাতাল রাজ্যে।

শান্তি এল মায়েদের মনে, এই জেনে যে, অবশেষে তাদের সন্তাদের আত্মা বিশ্রাম পেল। অবশ্য মৃতদের তরুণ পুত্রদের ক্ষেত্রে তা ঘটলো না। যখন তারা তাকিয়ে ছিল চিতার দিকে তখন তারা এই প্রতিজ্ঞা করলো যে, বড় হয়ে তারা অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে থিবিসের উপর। 'আমাদের পিতারা ঘুমিয়ে আছে সমাধিতে, কিন্তু তাদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা কখনো ঘুমিয়ে থাকতে পারে না,' তারা বললো। দশ বছর পর তারা অগ্রসর হলো থিবিসের দিকে। তারা জয়যুক্ত হলো, বিজিত থিবিররা পালিয়ে গেল এবং তাদের নগরীকে মিশিয়ে দেয়া হলো মাটির সাথে। ভবিষ্যৎদন্ডা টাইরেনসিয়াস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন পলায়নের সময়। পুরোনো থিবিসের যা কিছু ফেলে যাওয়া হলো তার মধ্যে ছিল হারমোনিয়ার নেকলেস, যা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ডেলফিতে এবং শত শত বছর ধরে তা দেখানো হলো জীর্ণ যাত্রীদের কাছে। তাদের পিতারা যে কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তারা সে কাজে সফল হলেও, তাদেরকে সর্বদাই সন্দেহন করা হতো 'এপিগনি', 'পরে জানু-নেয়া' যেন তারা পৃথিবীতে এসেছিল খুব দেরিতে, সব মহৎ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর। কিন্তু যখন থিবিসের পতন ঘটলো, তখনো গ্রিক জাহাজগুলো ট্রোজান ভূমিতে এসে পৌঁছায়নি এবং টাইডিউসের পুত্র, ডায়োমিডিস, পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন সেইসব মহান যোদ্ধাদের অন্যতম বলে যারা ট্রয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।



উনিশ

এথেন্সের রাজ পরিবার

(আমি প্রকনি ও ফিলোফিলার কাহিনীটি নিয়েছি ওভিদ হতে। তিনি যে কারোর চাইতে এটি দক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন, তথাপি সেটিও কখনো কখনো অচিন্ত্যনীয় রকমের নিম্নমানের। তিনি দীর্ঘ পনেরটি লাইনে (যা আমি বর্জন করেছি) বর্ণনা করেন কিভাবে ফিলোফিলার জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং এটিকে কিসের মতো দেখাচ্ছিল ভেরেউস নিক্ষেপ করার পর যখন এটি 'কাঁপছিল' মাটিতে পড়ে। গ্রিক কবিগণ এগুলো এত বিস্তারিতভাবে লিখতেন না, কিন্তু এ ব্যাপারে ল্যাটিনদের কোন আপত্তি ছিল না। আমিও অনুসরণ করেছি ওভিদকে, গ্রিস ও অরিস্থিয়ার কাহিনীর বেশির ভাগ অংশের জন্য, আর কিছুটা নিয়েছি অ্যাপোলোডোরাস থেকে। ফ্রেউসা ও আয়নের কাহিনী ইউরিপিদেসের একটি নাটকের বিষয়বস্তু, এটি সেই সব নাটকের অন্যতম যেগুলোতে তিনি চেষ্টা করেছেন এথেনীয়দের দেখাতে যে, পুরাণের দেবতারা প্রকৃত পক্ষে কি ছিলেন যখন তাদেরকে বিচার করা হতো ক্ষমা, সম্মান ও আশ্রয়-নিয়ন্ত্রণের মতো সাধারণ মানবিক মাপকাঠি দ্বারা। ইউরোপার অপহরণের মতো কাহিনীগুলো দ্বারা গ্রিক পুরাণ পরিপূর্ণ যেখানে প্রেমের মুখোমুখি দেব চরিত্রটি কাজ করেছেন স্বর্গীয় চরিত্রের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট উপায়ে। ফ্রেউসার কাহিনীর নাট্যায়নের সময় ইউরিপিদেস উপস্থিত দর্শকদেরকে বলেন, 'আপনাদের অ্যাপোলোর দিকে তাকান, সূর্যের সমান উজ্জ্বল বীণার প্রভু, সত্যের শুদ্ধ দেবতা। এই তার কর্ম। তিনি পাশবিকভাবে বল প্রয়োগ করেন একটি অসহায় তরুণী বালিকার উপর এবং অতঃপর তাকে পরিত্যাগ করেন।' গ্রিক পুরাণের সমাপ্তি ঘনিষ্ঠে আসছিল, যখন এথেন্সে এসব নাটক পাচ্ছিল অসম্ভব দর্শকপ্রিয়তা।)

এই পরিবারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এমনকি অনেক বিখ্যাত পৌরাণিক পরিবারের মাঝেও, এই পরিবারে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আজগুবি ঘটনার জন্য। তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার চাইতে অদ্ভুত কাহিনী আর নেই।

সিক্রোপ্স

এটিকার প্রথম রাজার নাম ছিল সিক্রোপ্স। তার ছিল না কোন মানুষী পূর্বপুরুষ এবং তিনি নিজে ছিলেন এক অর্ধ-মানব।

সিক্রোপ্স, প্রভু এবং বীর,
জন্ম যার ড্রাগন হতে,
যার দেহের নিচের অংশ ড্রাগনসদৃশ।

সচরাচর এই মনে করা হয় যে, তার কারণেই অ্যাথেনা এথেন্সের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। পোসাইডনও নগরীটি চেয়েছিলেন এবং তিনি কত বড় জনহিতকারী হতে পারবেন তা দেখানোর জন্য তার ত্রিশূল দ্বারা অ্যাক্রোপলিসের পর্বতে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, সেই ঝাঁজ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো লোনা জল এবং তৈরি হলো এক গভীর কূপ। কিন্তু অ্যাথেনা এর চাইতেও ভালো কাজ করলেন। তিনি সেখানে জন্মালেন এক জনপাই গাছ, যা ছিল গ্রিসের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসিত।

অ্যাথেনা মানুষকে দেখালেন
ধূসর-দীপ্তিময় জলপাই,
উর্ধ্বলোক হতে তার দান
যা উজ্জ্বল এথেন্সের গর্ব।

এই চমৎকার দানের কারণে নগরীর নিয়ন্তা সিক্রোপ্স সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এথেন্স হবে অ্যাথেনার। পোসাইডন চরমভাবে ক্রোধান্বিত হলেন এবং এর জনগণকে শাস্তি দিলেন তাদের উপর এক প্রলয়ংকরী বন্যা চাপিয়ে দিয়ে। দুই দৈব চরিত্রের মাঝে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি কাহিনীতে নারীর ভোটাধিকার রেখেছিল এক বিরাট ভূমিকা। আমরা জানতে পারি যে, সেই আদি দিনগুলোতেও নারীরা পুরুষের মতো ভোট দিতে পারতো। সকল নারীই ভোট দিল দেবীটির পক্ষে এবং সকল পুরুষ দেবতাটির পক্ষে। পুরুষের চাইতে নারী ছিল একজন বেশি, তাই অ্যাথেনার জয় হলো। কিন্তু সকল পুরুষসহ পোসাইডনও নারীর এই বিজয়ে বিরক্ত বোধ করলেন; এবং যখন পোসাইডন এগিয়ে গেলেন দেশটিতে বন্যা ছড়িয়ে দিতে পুরুষেরা সিদ্ধান্ত নিল নারীর কাছ থেকে ভোটাধিকার কেড়ে নিতে। তবু, অ্যাথেনা রক্ষা করলেন এথেন্সকে।

বেশির ভাগ লেখকই বলেন যে, এই সব কিছুই ঘটেছিল নুহের মহাপ্লাবনের পূর্বে এবং বিখ্যাত এথেনীয় পরিবারটির আদিতম প্রতিনিধি, সিক্রোপ্স ছিলেন না কোন প্রাচীন অর্ধ-ড্রাগন অর্ধ-মানব রূপী কোন কিছু, তিনি ছিলেন এক সাধারণ মানুষ, যিনি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তার বংশ পরিচয়ের কারণে। তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত রাজার পুত্র, দুই সুপরিচিত পৌরাণিক নারীর ভ্রাতৃপুত্র। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন এথেন্সের বীর থিসিউসের প্রপিতামহ।

সচরাচর বলা হয়ে থাকে যে, তার পিতা, এথেন্সের রাজা ইরেকথিউসের শাসনামলেই দিমিতির এসেছিলেন ইলিউসিসে এবং শুরু হয় কৃষি কাজের। তার ছিল দুই বোন, প্রকনি এবং ফিলোমিলা, যারা বিখ্যাত হয়েছিল তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে। তাদের উপাখ্যানটি ছিল চরমভাবে বিরোগাত্মক।

প্রকনি এবং ফিলোমিলা

প্রকনি যে ছিল দুজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠা, তার বিয়ে হয়েছিল থ্রেসের তেরেউসের সাথে, যে ছিল অ্যারেসের পুত্র, যে পেয়েছিল তার পিতার সকল মিন্দিত বৈশিষ্ট্য। দুজনের ছিল আইটিস নামে একটি পুত্র সন্তান, যখন তার বয়স পাঁচ বছর তখন প্রকনি, যে সারাটা কাল ধরে তার পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন থেকে বাস করে আসছিল থ্রেসে, সে মিনতি করলো তেরেউসকে যেন তার ছোট বোন, ফিলোমিলাকে নিমন্ত্রণ করে তার কাছে আনা হয়। তেরেউস রাজি হলো এবং ঠিক করলো যে সে নিজে এথেন্সে যাবে ও তাকে সসম্মানে নিয়ে আসবে। কিন্তু যেই নাকি সে মেয়েটির উপর দৃষ্টি রাখলো, তৎক্ষণাৎ সে হয়ে উঠলো কামাতুর। ফিলোমিলা ছিল উপদেবী বা জলপরীর মতো সুন্দরী। সে তাকে তেরেউসের সাথে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য সহজেই তার পিতাকে রাজি করালো এবং এতে সে খুবই খুশি হলো। তারা রওনা দিল থ্রেসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন তারা জাহাজ থেকে নামলো এবং রওনা দিল থ্রাসাদের দিকে, তখন ফিলোমিলাকে বললো যে, সে পেয়েছে প্রকনির মৃত্যু-সংবাদ এবং সে তাকে এক সাজানো বিয়েতে রাজি হতে বাধ্য করালো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ফিলোমিলা আসল সত্যটি জেনে ফেললো, সে তার জন্য ছিল এক হুমকিস্বরূপ।

সে তেরেউসকে বললো যে, সে নিশ্চিতভাবেই খুঁজে পাবে এমন এক উপায় যাতে সারা পৃথিবী জেনে যাবে সে কি করেছে এবং সে মানুষের কাছে এক অধম জন বলেই পরিচিত হবে। ফিলোমিলা তেরেউসের মাঝে একই সাথে জাগিয়ে তুললো ক্রোধ এবং ভয়। তেরেউস ফিলোমিলার জিভ কেটে ফেললো এবং তাকে ফেলে গেল এক সুরক্ষিত স্থানে এবং চলে গেল এক মিথ্যা গল্প নিয়ে যে, ফিলোমিলা পথিমধ্যে মারা গেছে।

ফিলোমিলার কাছে নিজ ভাগ্যকে মনে হলো আশাহীন। সে স্তব্ধ হয়ে গেল ; সে আর কথা বলতে পারলো না ; সেই সময়ে লেখার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। মনে হলো যে, তেরেউস তখন নিরাপদ। যদিও তখন মানুষ লিখতে পারতো না, তবু তারা কিছু না বলেও বর্ণনা করতে পারতো যে কোন গল্প, কারণ তারা ছিল চমৎকার কারিগর, এমনটি যা আর কখনো দেখা যায়নি। একজন কামার তৈরি করতে পারতো এমন একটি ঢাল, যার পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ থাকতো সিংহ শিকারের দৃশ্য, দুটি সিংহ ভক্ষণ করছে একটি ঘাঁড়কে, যখন রাখলে তাড়া দেয় তাদের কুকুরগুলোকে ধরার জন্য। অথবা সে চিত্রায়িত করতে পারতো ফসল তোলার কোন দৃশ্য, যারা ফসল কাটছে এবং ফসলের আঁট যারা বাঁধছে তাদেরকে এবং এক দ্রাক্ষাস্কেন্দ্র যা পরিপূর্ণ থাকতো আঙুরে, যেগুলো যুবক-যুবতীরা জড়ো করতো তাদের বুড়িতে আর তাদের একজন বাজাতে থাকতো রাখলে স্বাশি তাদের পরিশ্রমে আনন্দ দেয়ার জন্য। নারীরাও সমানভাবে পটু ছিল তাদের কাজে। তারা পারতো কাপড় বোনার কাজ, তাদের তৈরি চমৎকার ফ্রেমে যা এতই জীবনঘনিষ্ঠ হতো যে, যে

কেউ উপলব্ধি করতে পারতো কি গল্প এখানে চিত্রায়িত আছে। যথারীতি ফিলোমিলা ফিরে গেল তার তাঁতঘরে। তার প্রবলতর ইচ্ছা ছিল যে, সে তার কাপড়ে কাহিনীটিকে যেরূপ স্পষ্টভাবে সেলাইয়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে বর্ণনা করবে, সেরূপভাবে কোন শিল্পীও কোন দিন পারেন নি। অনন্ত যন্ত্রণা ও আশ্চর্য দক্ষতায় সে তৈরি করলো পশমি ও রঙিন সুতা দ্বারা অলংকৃত ও চিত্রিত এক বিস্ময়কর কাপড় খণ্ড, যার উপর উন্মোচিত হলো তার প্রতি কৃত সব অন্যান্যের তথ্য। এটি সে দিল তার পরিচর্যাকারী বৃদ্ধাকে এবং তাকে বুঝিয়ে দিল যে, এটি রানীর জন্য।

এমন একটি চমৎকার উপহার বহন করার গর্বে বৃদ্ধাটি তা নিয়ে গেল প্রকন্নির কাছে, তার পরিধানে তখনো ছিল তার বোনের জন্য শোকের পোশাক এবং তার চিত্ত ছিল তার পোশাকের মতোই শোকাবহ। সে মেলে ধরলো কাপড়টি, সেখানে সে দেখতে পেল ফিলোমিলাকে, ঠিক তারই মুখমণ্ডল ও রূপ, তেমনি নির্ভুলভাবে উপস্থিত ছিল তেরেউস। আতংকিত হয়ে সে জানতে পারলো কি ঘটেছিল, তার কাছে সবকিছুই ছাপার মতোই স্পষ্ট বলে মনে হলো। অপমানের গভীর অনুভূতি তাকে স্বনিয়ন্ত্রিত হতে সাহায্য করলো। তখন অশ্রুসঞ্জল হওয়ার বা কোন কিছু বলার উপায় ছিল না। সে তার মনকে পুরোপুরিভাবে তার বোনের চিন্তায় নিবিষ্ট করলো এবং তার স্বামীর জন্য একটি যথোপযুক্ত শান্তির উপায় খুঁজতে লাগলো। প্রথমে সে রওনা দিল ফিলোমিলার উদ্দেশ্যে, সন্দেহাতীত ভাবেই সেই বার্তাবাহিকার সাহায্য নিয়ে এবং যখন সে তাকে বললো যে, সে কথা বলতে না পারলেও সব কিছুই জানে, তখন প্রকন্নি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল প্রাসাদে। সেখানে যখন ফিলোমিলা কাঁদলো তখন প্রকন্নি অন্য এক চিন্তায় মগ্ন। ‘আমাদেরকে কাঁদতে হবে অন্য কোন সময়,’ সে তার বোনকে বললো। ‘তেরেউস তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছে তাকে তার যোগ্য শাস্তি দেয়ার জন্য আমি যেকোন কাজ করতে পারি।’ সেই মুহূর্তে তার ছোট্ট ছেলেটি, আইটিস, দৌড়ে ঘরে ঢুকলো এবং প্রকন্নি যখন তার দিকে তাকালো তখন মনে হলো যেন সে তার সন্তানটিকে ঘৃণা করে। ‘তুমিও তো তোমার পিতার মতোই হবে,’ সে ধীরে ধীরে বললো, এবং সেই কথাগুলোর সাথে তার পরিকল্পনাটি তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে শিশুটিকে হত্যা করে ফেললো তরবারির একটি আঘাতে। সে ছোট্ট মৃতদেহটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো, এবং সেগুলো আগুনের উপর একটু কেটলিতে রাখলো এবং সেগুলোকে রাতের খাবার হিসেবে খেতে দিল তেরেউসকে। যখন সে খেল তখন প্রকন্নি তাকিয়ে থাকলো তার দিকে; অতঃপর সে তেরেউসকে বললো তাকে কি খাওয়ানো হয়েছে।

তেরেউস তার প্রথম আতংকে নড়তে পারলো না এবং বোন দুটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। ডলিসের কাছে সে অবশ্য তাদেরকে ধরে ফেললো এবং যখন তাদেরকে প্রায় হত্যা করতে যাচ্ছিল তখন দেবতারা তাদেরকে হঠাৎ পরিণত করে ফেললেন পাখিতে। প্রকন্নি হলো নাইটিঙ্গেল এবং ফিলোমিলা হলো চাতক পাখি,

কারণ তার জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছিল, সে কেবল কিচিরমিচির করতে পারতো, গাইতে পারতো না। প্রকনি,

বাদামি ডানার পাখি

মধুর-কণ্ঠ নাইটিঙ্গেল

চিরদিনের জন্য শোকাহত ; ও আইটিস, আমার সন্তান,

আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।

সব পাখির মধ্যে তার গানই ছিল মধুরতম কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের। সে কখনো ভুলতে পারলো না তার পুত্রকে যাকে সে হত্যা করেছে।

হতভাগ্য তেরেউসও পরিণত হলো এক পাখিতে ; এক কুৎসিত পাখি যার ছিল এক বিশাল চঞ্চু, যাকে কখনো কখনো বলা হতো বাজ পাখি।

যেসব রোমান লেখক এই কাহিনীটি বর্ণনা করেন তারা যেকোন ভাবেই দুই বোনকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন এবং বলেন যে, জিহ্বাহীন ফিলোমিলাই ছিল সেই নাইটিঙ্গেল, যা স্পষ্টতই অবাস্তব। কিন্তু ইংরেজি কবিতায় তাকে সর্বদা এভাবেই সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রক্ৰিস এবং সিফালাস

এই দুর্ভাগা নারীঘরের ভ্রাতৃপুত্রী ছিল প্রক্ৰিস এবং সে প্রায় তাদেরই মতো হতভাগ্য ছিল। তার সুখী বিবাহিত জীবন কাটছিল সিফালাসের সাথে, যিনি ছিলেন বায়ুবাজ ইগুলাসের পৌত্র ; কিন্তু তাদের বিয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সিফালাস অপহৃত হলেন, আর কেউ নয়, স্বয়ং উষাদেবী অরোরা কর্তৃক। সে পছন্দ করতো কোন কিছুকে ধাওয়া করা এবং প্রায়ই ভোরে উঠতো হরিণ ধরার জন্য। তাই এমনটি ঘটলো যে, অনেকবারই যখন দিবালোক দেখা দিত তখন তিনি দেখে ফেলতেন শিকারীটিকে, এবং অবশেষে তিনি তার প্রেমে পড়লেন। কিন্তু সিফালাস ভালোবাসতেন প্রক্ৰিসকে। এমনকি মনোহারিনী দেবীটিও তার সেই বিশ্বাস ভাঙতে পারলেন না। তার প্রিয় ছিল কেবল প্রক্ৰিসের স্থান। এই দুর্দমনীয় অনুরাগে ক্রুদ্ধ হয়ে, যেটিকে দেবীরা কোন কূট কৌশলই দুর্বল করতে পারলো না, অবশেষে অরোরা তাকে ছেড়ে দিলেন এবং তার স্ত্রীর কাছে যেতে বললেন, কিন্তু নিশ্চিত হতে বললেন যে, এই অসুপস্থিতির কালে তিনি তার প্রতি যতটা বিশ্বস্ত ছিলেন তার স্ত্রীও তার প্রতি ততটা বিশ্বস্ত ছিল কি না।

এই বিদেহপরাণ উপদেশ সিফালাসকে ত্যাগ করলো চরম ঈর্ষাসহ। তিনি এতদিন দূরে ছিলেন অথচ প্রক্ৰিস এতটা সুন্দরী আকলো...। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি আর কখনোই সন্তুষ্ট চিত্তে স্থির হতে পারবেন না যদি না তিনি নিজের কাছে সব সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণ করতে পারেন যে, সে কেবল তাকেই ভালোবাসে

এবং আর কাউকে নয়। সেই অনুযায়ী তিনি নিজেকে ছদ্মবেশে লুকোলেন। কেউ বলে যে, অরোরা তাকে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু যেভাবেই হোক, এমন চমৎকার ছদ্মবেশ যে, যখন তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন কেউ তাকে চিনতে পারলো না। এটি দেখা স্বস্তিকর ছিল যে, পুরো বাড়িটিই তার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য তাকে সংযত করলো। যখন তিনি প্রক্রিসের কাছে যাওয়ার অনুমতি পেলেন, তখন প্রক্রিসের প্রকাশভঙ্গি ছিল শোকময়, মুখাবয়ব ছিল দুঃখময় এবং ব্যবহার ছিল চাপা, এবং এগুলো তার পরিকল্পনাকে প্রায় ত্যাগ করার উপক্রম করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না, তবে তিনি অরোরার উপহাস ভরা কথাগুলো ভুলতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রক্রিসকে তার প্রেমাবিষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন, যিনি ছিলেন এক আগভূত, সে তাকে যেমনটি ভেবেছিল। তিনি তার জন্য আবেগময় ভালবাসা প্রদর্শন করলেন, সর্বদা তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, তার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। তবুও, দীর্ঘ সময় তিনি তাকে প্রভাবিত করতে পারলেন না। তার সকল মিনতিতে সে একই উত্তর দিল, 'আমি তারই। সে যেখানেই থাকুক না কেন আমি তার জন্যই আমার ভালোবাসাকে রক্ষা করবো।'

একদিন তিনি যখন প্রকাশ করছিলেন তার আকুল আবেগ, প্ররোচনা, আর প্রতিজ্ঞা, সে ইতস্তত করলো। সে সায় দিল না; কেবল সে তাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলো না, কিন্তু সেটিই সিফালাসের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'হে কুহকিনী, নির্লজ্জ নারী, আমি তোমার স্বামী। আমার নিজ চোখেই দেখলাম তুমি এক বিশ্বাসঘাতিনী।' প্রক্রিস তার দিকে তাকালো। অতঃপর সে ঘুরে গেল এবং একটি কথা না বলেই সে ত্যাগ করলো তাকে এবং তার গৃহটিকেও। মনে হলো, সিফালাসের জন্য তার ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল; তার বিরাগ জাগলো পুরো পুরুষ জাতির উপর এবং সে একাকী জীবন যাপনের জন্য চলে গেল পর্বতের উপর। তবে, সিফালাস দ্রুত তার সন্ধি ফিরে পেলেন এবং নিজের কৃত হীন কাজটি উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রক্রিসের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে খুঁজলেন সর্বত্র। অতঃপর তিনি বিনীতভাবে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। প্রক্রিস তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা করতে পারলো না, সিফালাস তার সাথে যে প্রতারণা করেছিলেন তাতে সে চিরমভাবে অপমানিত বোধ করছিল। অবশেষে তিনি আবার তাকে জয় করতে পারলেন এবং তারা একত্রে কিছু বছর কাটালো সুখের সাথে। অতঃপর একদিন তারা গেল শিকারে যেমনটি তারা প্রায়ই করতো। প্রক্রিস সিফালাসকে দিয়েছিল এমন একটি বর্শা যা কখনো লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে ব্যর্থ হতো না। স্বামী বনে পৌঁছে শিকারের সন্ধানে আলাদা হয়ে গেল। সিফালাস তীক্ষ্ণভাবে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে দেখলো যে, কিছু একটা সামনের ঝোপে নড়াচড়া করছিল এবং তিনি নিশ্চয় করলেন তার বর্শা। এটি লক্ষ্যবস্তুকে খুঁজে পেল। সেখানে ছিল প্রক্রিস এবং বর্শাটি বিদ্ধ করলো তার হৃৎপিণ্ডে। প্রক্রিস মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

অরিথিয়া এবং বোরিয়াস

প্রক্সেসের এক বোন ছিল অরিথিয়া নামে। উত্তর-বায়ু দেবতা তার প্রেমে পড়েছিলেন, কিন্তু অরিথিয়ার পিতা ইরেকথিউস এবং এথেসের জনগণও এই আকাক্ষার বিরোধিতা করেছিল। যেহেতু প্রক্সি ও ফিলোমিলার দুঃখজনক পরিণতি এবং অনিষ্টকারী তেরেউস এসেছিল উত্তর থেকে, তাই তারা ঘৃণা করতো তাদের সবাইকে যারা বাস করতো উত্তরে এবং তারা কুমারীটিকে বোরিয়াসের কাছে সমর্পণ করতে অস্বীকার করলো। কিন্তু তারা বোকামি করলো এই ভেবে যে, যাকে শক্তিশালী উত্তর-বায়ু দেবতা পেতে চেয়েছেন তাকে তারা ধরে রাখতে পারবে। একদিন যখন অরিথিয়া এক নদীর তীরে তার বোনদের সাথে খেলছিল, এক আকস্মিক দমকা বাতাস রূপে নেমে এলেন বোরিয়াস এবং তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিলেন। সে তার ঔরসে গর্ভে ধারণ করেছিল ক্যালাইস ও জেটিস নামে দুই পুত্র, যারা জ্যাসনের সাথে স্বর্ণমেঘের চামড়া আনার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল।

মহান গ্রিক দার্শনিক, সক্রেটিস, যিনি পৌরাণিক কাহিনীগুলোর প্রথম বর্ণনার সম্ভবত শত শত বা হাজার হাজার বছর পর জন্মেছিলেন, একদা ইটতে বেরিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় এক শিষ্য ফ্যাদ্রাসের সাথে। অলস আলাপ-চারিতার সময় ফ্যাদ্রাস তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটিই কি ইলিসাস নদীর তীরবর্তী সেই স্থানটির নিকটবর্তী কোন স্থান নয়, যেখান হতে বোরিয়াস অপহরণ করেছিলেন অরিথিয়াকে?'

'কাহিনীটি তেমনই,' সক্রেটিস উত্তর দিলেন।

'আপনি কি মনে করেন এটিই সেই স্থান?' ফ্যাদ্রাস বিস্মিত হলো। 'ছোট নদীটি অতি স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। আমি কল্পনা করি নিকটেই হয়তো খেলা করছে কুমারীরা।'

'আমি বিশ্বাস করি' সক্রেটিস উত্তর দিলেন, 'সেই স্থানটি এখান থেকে এক মাইলের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ভাটিতে এবং আমি মনে করি, সেখানে, বোরিয়াসের জন্য কোন বেদী আছে।'

'আমাকে বলুন সক্রেটিস,' ফ্যাদ্রাস বললো, 'আপনি কি কাহিনীটি বিশ্বাস করেন?'

'জ্ঞানীরা সন্দেহপ্রবণ,' সক্রেটিস উত্তরে বললেন, 'আমি অনন্য হয়ে যাবো না, যদি আমিও সন্দেহ করি।'

এই কথোপকথনটি ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষ অর্ধে। প্রাচীন কাহিনীগুলো তখন থেকেই মুছে যাচ্ছিল মানুষের মন থেকে।

ক্রেউসা এবং আয়ন

ক্রেউসা ছিল প্রক্সিস এবং অরিথিয়ার বোন, এবং সেও ছিল এক হতভাগ্য নারী। একদিন যখন সে শ্রায় এক শিশু, সমুদ্রের নিকটবর্তী খাড়া পাহাড়ের এক গভীর গুহায় কুড়োচ্ছিল ক্রোকাস ফুল। তার অবগুপ্তন, যা সে ব্যবহার করেছিল বুড়িরূপে,

তা পূর্ণ ছিল হলুদ ফুলে এবং সে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা দিচ্ছিল। ঠিক তখনই সে বাঁধা পড়লো একটি মানুষের বাহুবন্ধনে, যিনি কোন একস্থান হতে এসে উদয় হয়েছিলেন, যেন কোন এক অদৃশ্য বস্তু হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় রকমের সুন্দর, আতংকের যন্ত্রণায় সে কখনই দেখেনি তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। সে তার মায়ের জন্য আর্তনাদ করে উঠলো ; কিন্তু তার জন্য কোন সাহায্য ছিল না। কারণ অ্যাপোলো নিজেই ছিলেন তার অপহরণকারী। তিনি তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলেন সেই অন্ধকার গুহার ভিতর।

যদিও তিনি ছিলেন দেবতা, তবুও সে তাকে ঘৃণা করলো, বিশেষত যখন তার সন্তান জন্মানোর সময় এল ; তিনি তার পরিণয়ের কোন লক্ষণ দেখালেন না ; তাকে কোন সাহায্যও করলেন না। সে তার পিতা মাতাকে তা বলার দুঃসাহস দেখালো না। প্রকৃত সত্য ছিল এই যে, প্রেমিকটি ছিলেন এক দেবতা এবং তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না, যেমনটি দেখা যায় অনেক কাহিনীতে, এটি কোন অজুহাত হিসেবে গৃহীত হতো না। যদি কোন বালিকা তা স্বীকার করে তবে তাকে নিতে হতো মৃত্যুর ঝুঁকি।

যখন ক্রেউসার সময় ঘনিয়ে এল তখন সে একাকী ফিরে গেল সেই অন্ধকার গুহাতে এবং সেখানে তার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো।

নিজ পুত্রকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে সে চলে গেল। তার কি ঘটেছে তা জ্ঞানার প্রত্যাশার যন্ত্রণায় তাড়িত হয়ে সে ফিরে গেল সেখানে। গুহাটি ছিল শূন্য এবং কোথাও কোন রক্তপাতের চিহ্ন পাওয়া গেল না। শিশুটিকে অবশ্যই কোন বন্য জন্তু মেরে ফেলে নি। এছাড়া যা ছিল খুবই অদ্ভুত তা হলো, যে নরম কাপড়ে সে তাকে পেঁচিয়ে রেখেছিল, একটি অবগুঠন ও একটি পোশাক, যা তার নিজের হাতে বুনন করা, তা পাওয়া গেল না। সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো এই ভেবে যে, হয়তো কোন বিরাট ঈগল বা শুকুন এসে তার নিষ্ঠুর নখ দ্বারা পোশাকসহ শিশুটিকে নিয়ে গেছে। এটিকেই মনে হলো সম্ভাব্য একমাত্র ব্যাখ্যা।

এর কিছুকাল পর ক্রেউসার বিয়ে হলো। তার পিতা, রাজা ইরেকথিউস পুরস্কার রূপে তাকে সঁপে দিল এক বিদেশীর হাতে, যিনি তাকে এক যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। জুথাস নামক এই মানুষটি নিশ্চিতভাবেই ছিলেন একজন গ্রিক, কিন্তু তিনি এথেন্স বা এট্রিকায় বাস করতেন না, এবং তাকে বিবেচনা করা হতো একজন আগন্তুক ও ভিনদেশী রূপে ; যখন সে এবং ক্রেউসা কোন সন্তান পেল না তখন এথেনিয়রা একে কোন দুর্ভাগ্য মনে করলো না। তবে জুথাস তাই মনে করলেন। তিনি ক্রেউসার চাইতেও তীব্রতরভাবে একটি পুত্রসন্তান কামনা করছিলেন। তারা গেল ডেলফিতে বিপদের কালে যা ছিল গ্রিকদের আশ্রয়, এটা জানতে যে, তারা কোন সন্তান আশা করতে পারে কিনা।

ক্রেউসা তার স্বামীকে শহরে রেখে নিজে পুরোহিতদের একজনের সাথে চলে গেল সেই পবিত্র স্থানটিতে। সে বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি সুন্দর ছেলেকে পুরোহিত সুলভ পোশাক পরে একটি সোনালি পাত্র থেকে পানি নিয়ে পবিত্র স্থানটিকে শুদ্ধ করতে দেখলো, যখন কাজ করছিল তখন সে দেবতার উদ্দেশ্যে এক প্রোত্নগীত পাঠ করছিল। সে অপরূপ

রাজকীয় নারীটিকে দেখলো সদয়ভাবে এবং নারীটিও তাকালো তার দিকে। তারা পরস্পরের সাথে কথা বলতে শুরু করলো। বালকটি ক্রেউসাকে বললো যে, সে দেখতে পাচ্ছিল যে, তিনি উচ্চ বংশ জাত এবং সৌভাগ্যের আশীর্বাদপুষ্ট। ক্রেউসা উত্তরে বললো, 'সৌভাগ্য। উপরন্তু, বলো যে, দুঃখই আমার জীবনকে করে তুলেছে অসহনীয়।' তার সকল কষ্টই ছিল তার কথার মধ্যে, তার আতংক এবং বহুদিনের পুরোনো তার সকল যন্ত্রণা, তার সন্তানের জন্য তার শোক, সত্যকে আড়াল করার যাতনা, যা সে বহন করেছে বছরের পর বছর ধরে। কিন্তু বিশ্বয়ের ব্যাপার হলো এই যে, বালকটির চোখে সে নিজেকে আবিষ্কার করলো এবং জিজ্ঞাসা করলো যে, সে কে, এমন তরুণ এবং তবুও, মনে হয়, কতটা উৎসর্গপ্রাণ হয়ে সে সেবা করছে খ্রিসের এই পবিত্রতম স্থানটিতে। সে বললো যে, তার নাম আয়ন, কিন্তু সে জানতো না যে, সে কোথেকে এসেছিল। অ্যাপোলোর পুরোহিতানী ও ভবিষ্যদ্বাণীকারিনী, পাইথনেস, একদিন সকালে তাকে দেখতে পান, একটি ছোট্ট ছেলে শুয়ে ছিল মন্দিরের সিঁড়ির উপর এবং তাকে নিয়ে এলেন মায়ের মমতা দিয়ে। সেখানে সে সর্বদাই ছিল সুখী, আনন্দে কাজ করতো মন্দিরে, মানুষের নয়, দেবতাদের সেবা করে সে ছিল গর্বিত।

সে তখন ক্রেউসাকে প্রশ্ন করতে সাহস সঞ্চয় করলো। সে বিনয়ীভাবে তার কাছে জানতে চাইলো যে, কেন তিনি এতটা দুঃখভারাক্রান্ত, কেন তিনি অশ্রুসজল? ডেলফিতে আগত তীর্থ-যাত্রীদের কাছে এটি কাম্য ছিল না, এখানে তারা সানন্দে আসে সত্যের দেবতা অ্যাপোলোর পুণ্যস্থান দর্শনের জন্য।

'অ্যাপোলো!' ক্রেউসা বললো, 'না! আমি তাকে সেভাবে মূল্যায়ন করি না।' তখন আয়নের চমকিত ও ভর্তসনাময় দৃষ্টির উত্তরে সে বললো যে, এক গোপন ও উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণে সে এসেছিল ডেলফিতে। তার স্বামী এখানেই আছে এটি জিজ্ঞাসা করতে যে সে একটি পুত্র সন্তান আশা করতে পারে কিনা, কিন্তু তার নিজের উদ্দেশ্য হলো এটা জানা যে, সেই শিশুটির ভাগ্য কি ঘটেছে যার পিতা হলেন...। সে তৌতলাতে লাগলো এবং কতক্ষণ নীরব থাকলো। অতঃপর সে দ্রুত বলতে লাগলো, 'আমার এক বান্ধবী, এক হতভাগ্য নারী, যার প্রতি তোমার এই ডেলফির পবিত্র দেবতা করেছিলেন চরম অন্যায়। এবং যখন শিশুটির জন্ম হলো, যা তিনি তাকে বহন করতে বাধ্য করেছিলেন, তাকে পরিত্যাগ করলো। শিশুটির মৃত্যু ছিল অবধারিত প্রায়। বহু বছর পূর্বে এটি ঘটেছিল। কিন্তু সে শিশুটির প্রতীক্ষা করছিল নিশ্চিত হতে এবং জানতে কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। তাই আমি তার পক্ষ হয়ে এসেছি অ্যাপোলোর কাছে।'

ক্রেউসা আয়নের প্রভু ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুললো তাতে আয়ন আতংকিত হয়ে উঠলো। 'এটি সত্য নয়,' সে ব্যগত্বরে বললো। 'এটি করেছে অন্য কেউ এবং সে লজ্জাজনকভাবে চাপিয়ে দিচ্ছে দেবতার উপর।'

'না,' ক্রেউসা তার কথায় অনড় থাকলো। 'এটি ছিলেন অ্যাপোলো।'

আয়ন নীরব হয়ে গেল। অতঃপর সে স্তব্ধ মাথা ঝাঁকালো। 'যদি তা সত্য হয়েও থাকে,' সে বললো, 'আপনি যা করছেন তা বোকার কাজ। আপনি অবশ্যই দেবতার বেদীকে দেবতাকেই অপছন্দ করার স্থান বানাতে পারেন না।'

ফ্রেড্রিকা বুঝতে পারলো যে, তার উদ্দেশ্য দুর্বল হয়ে আসছে এবং তার উদ্যমে ডাটা পড়লো। যখন সেই অদ্ভুত বালকটি কথা বলছিল। 'আমি তা করবো না,' ফ্রেড্রিকা আত্মনম্রপণের ভঙ্গিতে বললো, 'তুমি যা বলবে আমি তা-ই করবো।'

ফ্রেড্রিকা তার মনে যে উপলব্ধিটি জেগে উঠছিল তা বুঝতে পারলো না। যখন দুজনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন প্রবেশ করলেন জুথাস, তার চোখে মুখে তখন বিজয়ের ছাপ। তিনি তার বাহু বাড়িয়ে দিলেন আয়নের দিকে, যে পিছিয়ে গেল শীতল বিরাগে। কিন্তু জুথাস তাকে জড়িয়ে ধরলো, তার চরম অস্থিতি সন্তোষ।

'তুমি আমার সন্তান,' তিনি চিৎকার করে বললেন। 'অ্যাপোলো এটি ঘোষণা করেছেন।'

'প্রবল বিরোধিতার এক চেতনা জেগে উঠলো ফ্রেড্রিকার হৃদয়ে।'

'তোমার পুত্র?' সে প্রশ্ন করলো স্পষ্টভাবে। 'কে তার মা?'

'আমি জানি না।' জুথাস ছিলেন সংশয়গ্রস্ত। 'আমি মনে করি, সে-ই আমার সন্তান, কিন্তু সম্ভবত দেবতাই তাকে আমার কাছে দিয়েছিলেন। যেভাবেই হোক সে আমারই।'

এই দলে আয়ন ছিল বরফ শীতলভাবে নিম্প্রহ, জুথাস হতভম্ব। কিন্তু সুখী ফ্রেড্রিকা উপলব্ধি করলো যে, সে ঘৃণা করে পুরুষ জাতিকে এবং তাই সে মেনে নেবে না কোন অজানা মানুষের পুত্রকে, তার উপর হীন নারীত্ব চাপিয়ে দেয়াকে, তখন প্রবেশ করলেন অ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী কারিণী, বৃদ্ধ পুরোহিতানীটি। তার হাতে তিনি বহন করছিলেন দুটো জিনিস যেগুলো ফ্রেড্রিকা ঠেলে দিল, তার মনের সকল চিন্তাবিষ্টতার মাঝে, চমকিত ও তীক্ষ্ণভাবে এদের দিকে তাকানোর জন্য। একটি ছিল অবগুষ্ঠন, অপরটি ছিল একটি পোশাক। পবিত্র নারীটি জুথাসকে বললেন যে, পুরোহিত তার সাথে কথা বলতে চান; এবং যখন জুথাস চলে গেলেন তখন তিনি আয়নকে দেখালেন তিনি কি বহন করছিলেন।

'প্রিয় বালক,' তিনি বললেন, 'তুমি অবশ্যই এগুলো নিয়ে যাবে তোমার সাথে যখন তুমি তোমার নব-প্রাপ্ত পিতার সাথে যাবে এথেন্সে। এগুলো হলো সেই পোশাক যা দিয়ে তুমি মোড়ানো ছিলে যখন আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছিলাম।'

'ওহ' আয়ন চিৎকার করে বললো, 'আমার মা অবশ্যই এগুলো দ্বারা আমাকে পৌঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এগুলো আমার মায়ের শনাক্তকারী কিছু জিনিস হতে পারে। আমি তাকে সর্বত্র খুঁজবো—ইউরোপ হতে এশিয়া পর্যন্ত।'

কিন্তু ফ্রেড্রিকা অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেল তার দিকে এবং দ্বিতীয়বার দূরে সরে যাওয়ার পূর্বে, সে তার বাহু প্রসারিত করে দিল তার দিকে, এবং কান্দতে কান্দতে সে তার মুখমণ্ডল দ্বারা আয়নের গলা চেপে ধরে তাকে বলতে লাগলো, 'পুত্র আমার—পুত্র আমার!'

এটি আয়নের জন্য খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। 'তিনি অবশ্যই উন্মাদ হয়ে গেছেন,' সে চিৎকার করে বললো।



অ্যাথেনা আকর্ষিত হলেন ফ্রেউসা এবং আর্যনের সামনে

‘না, না,’ ক্রেউসা বললো। ‘ঐ অবগুষ্ঠন, ঐ পোশাক আমার। আমি এগুলো দ্বারা তোমাকে আচ্ছাদিত করেছিলাম যখন আমি তোমাকে ফেলে গিয়েছিলাম। দেখ। যে বান্ধবীর কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম...সে কোন বান্ধবী নয়, সে তো আমি নিজেই। অ্যাপোলো তোমার পিতা। ওহ, দূরে চলে যেও না। আমি এটি প্রমাণ করতে পারি। এই কাপড়গুলো উন্মোচন কর। আমি এর উপরের সকল এমব্রয়ডারি বর্ণনা করতে পারবো। এই হাতগুলো দ্বারা আমি এগুলো তৈরি করেছিলাম। এবং তাকাও। তুমি দেখতে পাবে দুটি স্বর্ণের সাপ যেগুলো আটকানো আছে পোশাকের সাথে। আমি এগুলো সেখানে বসিয়েছিলাম।’

আয়ন মুক্তাগুলো খুঁজে পেল এবং সেখান থেকে তাকালো ক্রেউসার দিকে। ‘আমার মা,’ সে বললো বিশ্বয়ভরে। ‘তাহলে কি সত্যের দেবতা সত্য নয়? তিনি বলেছিলেন যে, আমি জুথাসের পুত্র। ও মা। আমার কষ্ট হচ্ছে।’

‘অ্যাপোলো তোমাকে বলেন নি যে, তুমি জুথাসের আপন পুত্র। তিনি তোমাকে তার কাছে দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে,’ ক্রেউসা চিৎকার করে বললো, কিন্তু সে কাঁপছিলও।

একটি আকস্মিক বিকিরণ পতিত হলো দুজনের উপর এবং তাতে তারা তাকালো সেই দিকে। তখন তাদের সকল কষ্ট মুছে গেল এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে ও বিশ্বয়ে। তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল এক দৈব রূপ, সুন্দর এবং তুলনারহিত রকমের রাজকীয়।

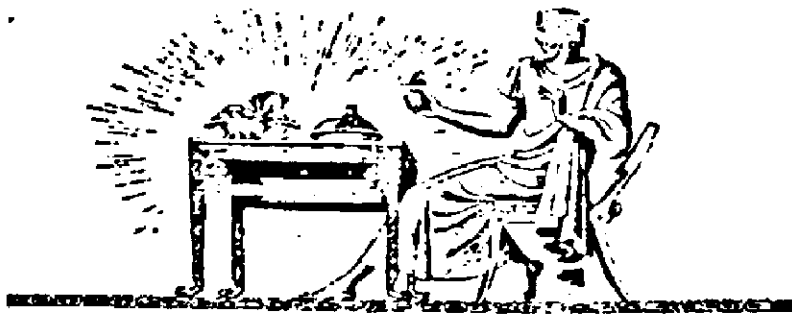
‘আমি প্যালাস অ্যাথেনা,’ দৈব রূপটি বললো, ‘অ্যাপোলো আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন তোমাকে এটি বলার জন্য যে, আয়ন তার এবং তোমার পুত্র। তিনিই তাকে সেই গুহা থেকে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন যেখানে তুমি তাকে ফেলে এসেছিলে। ক্রেউসা, তাকে তোমার সাথে এথেন্সে নিয়ে যাও। সে-ই আমার দেশ এবং নাগরীটিকে শাসন করার জন্য উপযুক্ত।’

তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মা এবং ছেলে একে অপরের দিকে তাকালো, আয়ন তাকালো পরিপূর্ণ আনন্দসহ। কিন্তু ক্রেউসা? অ্যাপোলোর বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ কি তার ভোগ করা সকল কষ্টকে দূর করতে পেরেছিল? আমরা কেবল অনুমানই করতে পারি, কাহিনীটি তার কিছুই বলে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ষষ্ঠ পর্ব
অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পুরাণসমূহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



বিশ মিডাস এবং অন্যান্যরা

মিডাস

(মিডাসের কাহিনীটি সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করেছেন ওভিড, যার রচনা থেকে আমি এটি নিয়েছি। ঈক্লিউপেপাসের জন্য আমার উৎস হলেন পিভার, যার জীবন তিনি বর্ণনা করেন পূর্ণভাবে। ডানাইদ হলো ঈক্লিউপেপাসের একটি নাটকের বিষয়বস্তু। গ্রকাস এবং সাইলা, পোমোনা এবং ভোরটুমনাস, এরাইসিকথন, সবই এসেছে ওভিড হতে।)

মিডাস, যার নামটি হয়ে উঠেছে ধনী ব্যক্তির সমার্থক, তিনি তার ধন-সম্পদ হতে সামান্যই অর্জন করেছিলেন। সেগুলো উপভোগ করার অভিজ্ঞতা তার টিকেছিল একদিনেরও কম সময় ধরে এবং এটি তাকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছিল। তিনি ছিলেন এক বোকার নিদর্শন, পাপের মতোই মারাত্মক, কারণ তিনি কোন ক্ষতির কারণ ছিলেন না, তিনি কেবল তার বুদ্ধিটাই প্রয়োগ করতেন না। তার কাহিনী বলে যে, তার এ গুলো ব্যবহারের কিছুই ছিল না।

তিনি ছিলেন গোলাপের দেশ ফ্রিজিয়ার রাজা এবং তার প্রাসাদের পাশে ছিল বিশাল সব গোলাপ-বাগান। সেই বাগানের ভিতর একদা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল বৃদ্ধ সাইলেনাস, যে বরাবরের মতোই ছিল মাতাল, সে হেঁটে এসেছিল ব্যাকাসের আবাস হতে এবং পথ হারিয়ে ফেলেছিল। রাজপ্রাসাদের কিছু ভৃত্য স্বর্ণকিঞ্চি বৃদ্ধ মাতালটিকে যুমন্ত অবস্থায় পেল এক গোলাপ-কুঞ্জে। তারা তাকে বেধে ফেললো গোলাপের মালা দ্বারা, তার মাথার উপর স্থাপন করলো ফুলডোষী জাগিয়ে তুললো তাকে এবং এই বিদ্রূপাত্মক ছদ্মবেশে এক চরম কৌতুকের সাধরূপে তাকে নিয়ে গেল মিডাসের কাছে। কিন্তু মিডাস তাকে স্বাগত জানালেন এবং আপ্যায়ন করলেন দশ দিন ধরে। অতঃপর তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাকাসের কাছে, যিনি তাকে পেয়ে আবার আনন্দিত হয়ে উঠলেন, মিডাসকে বিজ্ঞপ্তি দিলেন যে, তিনি যা চাইবেন তা-ই বাস্তবায়িত হবে। অনিবার্য ফলাফল নিয়ে কোমল চিন্তা না করেই মিডাস ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, যা তিনি স্পর্শ করবেন তা-ই যেন স্বর্ণ হয়ে যায়। অবশ্যই এই দাবি

অনুমোদন করার সময় ব্যাঙ্কাস আগেভাগেই বুঝতে পারলেন যে, পরবর্তী ভোজনের সময় কি ঘটতে যাচ্ছিল। কিন্তু মিডাস বুঝতে পারলেন না কিছুই যতক্ষণ না তিনি খাবার তুললেন তার ঠোটে এবং তা পরিণত হয়ে গেল স্বর্ণের পিণ্ডে। হতাশ এবং বুঝই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি বাধ্য হলেন দ্রুত দেবতার কাছে যেতে এবং করজোড়ে প্রার্থনা করলেন যেন তার দান প্রত্যাহার করা হয়। ব্যাঙ্কাস তাকে বললেন প্যাটোলাস নদীর উৎসে গিয়ে অবগাহন করতে এবং তাতেই তিনি হারাবেন সেই ভয়ংকর দান। তিনি তা-ই করলেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, এটিই ছিল সেই কারণ যে জুনো নদীর বালিতে পাওয়া যায় স্বর্ণ।

পরবর্তীতে অ্যাপোলো মিডাসের কান দুটোকে পরিণত করেন গাধার কানে, কিন্তু এবারও শক্তিটি ছিল বোকামির কারণে, কোন অনায়াস করার জন্য নয়। অ্যাপোলো এবং প্যানের মধ্যে এক বাঁশিবাদন প্রতিযোগিতায় তাকে নির্বাচন করা হয়েছিল অন্যতম বিচারকরূপে। অমার্জিত দেবতাটি তার বাঁশিতে চমৎকার সুর তুলতে পারতেন, কিন্তু অ্যাপোলো যখন তার রূপার বীণাতে সুর তুলতেন তখন মর্ত বা স্বর্গে এমন কোন শব্দ থাকতো না যা এর চাইতেও মধুরতর হতো, কেবলমাত্র মিউজদের সুর ব্যতীত। পর্বত-দেবতা মলাস অ্যাপোলোকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন, মিডাস, যিনি সংগীত বিদ্যায় মোটেই জ্ঞানী ছিলেন না, মনোনিবেশ দিলেন প্যানকে। অবশ্যই এটি তার ক্ষেত্রে ছিল দুইবার বোকামি করার সামিল। সাধারণ দূরদর্শিতা থাকলেও তা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারতো যে, অ্যাপোলোর বিপক্ষে গিয়ে প্যানের পক্ষচারণ করা কতটা বিপজ্জনক ছিল, যিনি ছিলেন অ্যাপোলোর তুলনায় অতি নগণ্য। আর তাই তিনি পেলেন গাধার কান। অ্যাপোলো বললেন যে, তার শ্রবণ ক্ষমতা এতই নিম্ন মানের যে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিডাস বিশেষভাবে একটি টুপির আড়ালে সেগুলো ঢেকে রাখতেন, কিন্তু যে ভৃত্যটি তার চুল কাটতো সে চুল কাটার সময় সেগুলো দেখতে বাধ্য হতো। তিনি তাকে দিয়ে কঠোর শপথ করালেন যে, সে যেন কখনোই তা বাইরে প্রকাশ না করে, কিন্তু গোপনীয়তাব্রতটুকু তার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল যে, সে অবশেষে একটি মাঠে গিয়ে একটি গর্ত করলো এবং এর কাছে মুদুভাবে বললো, 'রাজা মিডাসের আছে গাধার কান।' তখন সে হালকা কৌতুক করলো এবং গর্তটি ভরে ফেললো। কিন্তু বসন্তে সেখানে জেগে উঠলো নল-পাগড়া এবং যখন এগুলো আন্দোলিত হলো তখন বায়ুর ফিসফিসানিতে সেই সকল সমাধিস্থ শব্দাবলী সেই হতভাগ্য বোকা রাজার ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া সমস্তটিকে ছড়িয়ে দিল মানুষের মাঝে, শুধু তা-ই নয়, এটিও যে, যখন দেবতাদের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তখন নিরাপদ হলো অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী জনের পক্ষ নেয়া।

ঈস্কিউলেপাস

থেসালীতে করোনিস নামে এক পরমা সুন্দরী নারী ছিল, যার প্রেমে পড়েন অ্যাপোলো। কিন্তু অদ্ভুত এই যে, সে দীর্ঘদিন তোয়াক্কা করেনি সেই দেব প্রেমিককে ; সে প্রত্যাশা করছিল কেবল কোন মরণশীলের ভালোবাসা। সে বুঝতে পারেনি যে, সত্যের দেবতা অ্যাপোলো অন্যকে যেমন কখনো প্রতারণা করেননি, তেমনি তিনি নিজেও কখনো প্রতারিত হতে চান নি।

ডেলফির পাইথিয়ান প্রভু,

তার ছিল এমন এক সহচর যাকে তিনি বিশ্বাস করতেন,

সত্য ভাষী, কখনো হতো না বিপথগামী।

এটি ছিল তার মন যা জানতো সবকিছু,

যা কখনো স্পর্শ করতো না মিথ্যাকে,

যাকে দেবতা বা মরণশীল কেউই হার মানাতে পারতো না চাতুর্যে।

সে দেখতে পেতো,

কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকুক, বা শুধু এর

পরিকল্পনাই করা হয়ে থাকুক না কেন।

করোনিস প্রকৃতই ছিল বোকা, যে ভেবেছিল যে, তিনি তার বিশ্বাসভঙ্গতা জানতে পারবেন না। এটি বলা হয়ে থাকে যে, সংবাদটি বাহিত হয়েছিল তার প্রিয় পাখি, এক দাঁড়কাক দ্বারা, তখন যেটি ছিল ধবধবে সাদা তুষারগুস্ত পালকযুক্ত। অ্যাপোলো মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হলেন এবং পুরোপুরি অন্যায়াভাবে, যা দেবতার ক্ষোধ বশে প্রায়ই করে থাকেন, শাস্তি দিলেন তার বিশ্বস্ত বার্তাবাহকটিকে, এর পালকগুলোকে করে দিলেন কালো। অবশ্যই করোনিসকে হত্যা করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলে যে, দেবতা নিজেই তা করেন, অন্যরা বলেন যে, তিনি আর্টেমিসকে প্রভাবিত করে তার নির্ভুল নিশানার তীরের আঘাতে তা সম্পন্ন করেন।

তার নির্মমতা সত্ত্বেও তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন শোকের এক যন্ত্রণা, যখন তিনি কুমারীটিকে দেখলেন শেষকৃত্যের চিতায় এবং ছড়িয়ে পড়লো আগুন বন্য লেলিহান। ‘আর কিছু না হলেও আমি আমার সন্তানকে রক্ষা করবো,’ তিনি নিজেকেই বললেন, এবং যেমনটি জিউস করেছিলেন সেমেলি মার যন্ত্রণার কালে, ঠিক তেমনিভাবে তিনি ছিনিয়ে নিলেন শিশুটিকে, যে তখন প্রায় জন্মের মুহূর্তে এসে পৌছেছিল। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন কীরনের কাছে, যিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, এবং দয়ালু বৃদ্ধ সেন্টর ; তাকে পেলিয়ন পর্বতের যে গুহায় তিনি থাকেন সেখানে তার তত্ত্বাবধানে রেখে আসার জন্য এবং তাকে বঝলেন যে, তিনি শিশুটিকে যেন ঈস্কিউলেপাস নামে সম্বোধন করেন। অনেক বিশিষ্ট জনই তাদের পুত্রদেরকে লালন-পালন করার জন্য দিয়ে আসতেন কীরনের কাছে, কিন্তু তার সকল শিষ্যের

মধ্যে তার কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিল মৃত করোনিদের সন্তান। সে অন্যান্য বালকের মতো ছিল না, যারা সর্বদা ছুটোছুটি করতো আর খেলা নিয়ে মেতে থাকতো ; তার পালক-পিতা চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে যা কিছু শেখাতেন সে তার সর্বোচ্চটুকু শেখার চেষ্টা করতো। এবং তা সামান্য ছিল না। কীরন জানতেন ভেষজ ঔষধ এবং সাধারণ মন্ত্র আর প্রশমিত করার তরল ঔষধ সম্বন্ধে। কিন্তু তার শিষ্য তাকে অতিক্রম করে গেল। সে সব রকমের অনুস্থায় ঔষধ দিতে পারতো। যে-ই তার কাছে আসতো, কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত পেয়ে অথবা রোগে ক্ষয়িষ্ণু শরীর নিয়ে ; এমনকি যারা কোন মরণব্যাদিতে আক্রান্ত তারাও ; সে তাদেরকে নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিত।

এক সাধারণ লোক যে উপশম ঘটাতো সমস্ত ব্যথার,
যে ছিল তীক্ষ্ণ ও আকস্মিক ব্যথার নিরাময়কারী,
মানুষের জন্য নিয়ে আসতেন আনন্দ এবং নিরোগ স্বাস্থ্য।

তিনি ছিলেন এক সার্বজনীন জনহিতকারী। তবু তিনিও নিজের উপর নামিয়ে আনলেন দেবতাদের আক্রোশ এবং তা এমন এক পাপের মাধ্যমে যা দেবতার কখনো ক্ষমা করেন না। তিনি ভেবেছিলেন, 'চিন্তা মানুষের জন্য অতি উত্তম।' একদা একজন মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করার জন্য তাকে দেয়া হয়েছিল প্রচুর উৎসাহ এবং তিনি তা-ই করেছিলেন। অনেকেই বলেন যে, যে মানুষটি তার জীবন ফিরে পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন থিসিউসের পুত্র হিপ্পোলাইটিস, যার মৃত্যু হয়েছিল খুবই অন্যায্যভাবে এবং তিনি আর কখনো মৃত্যুর খাবার আক্রান্ত হননি, বাস করতে লাগলেন ইটালিতে, চিরদিনের মতো অমর রূপে, যেখানে তাকে ডাকা হতো ভারবিউস বলে এবং পূজা করা হতো একজন দেবতা রূপে।

তবে যে মহান চিকিৎসকটি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন মৃত্যু-রাজ্য থেকে, তার এমন এক সৌভাগ্য হয়নি। মৃতজনের উপর একজন মরণশীলের একরূপ ক্ষমতা অনুমোদন করেননি জিউস এবং তিনি ইক্টিউলেপাসকে আঘাত করলেন তার বজ্র দ্বারা এবং তার মৃত্যু ঘটালেন। অ্যাপোলো তার পুত্রের মৃত্যুতে প্রচণ্ড ক্রোধাবিত হয়ে চলে গেলেন এটনাতে যেখানে সাইক্লোপসরা তৈরি করতো বজ্রগুলো এবং তার তীর দ্বারা হত্যা করেন সাইক্লোপসদেরকে, কেউ বলে তাদের শত্রুদেরকে। এই ঘটনায় চরমভাবে ক্ষিপ্ত জিউস দোষী সাব্যস্ত করলেন অ্যাপোলোকে এবং তাকে রাজা অ্যাডমিটাসের ক্রীতদাসে পরিণত করলেন—নির্দিষ্ট কালের জন্য যা বর্ণনা করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, এক অথবা নয় বছরের জন্য। এটি সেই অ্যাডমিটাস, যার স্ত্রী অ্যালসেস্টিসকে হারকিউলিস উদ্ধার করেন হেডিস হতে।

কিন্তু ইক্টিউলেপাস, যদিও তিনি দেবতা ও মানবকুলের সর্বসর্বাকে এতটা অসন্তুষ্ট করেছিলেন, তবু পৃথিবীতে তাকে যে সম্মান করা হয় তা আর কোন মরণশীল পান নি। তার মৃত্যুর শত শত বছর পরেও পীড়িত, পঙ্গু আর অন্ধ জনেরা

নিরাময়ের জন্য আসতো তার মন্দিরে। সেখানে তারা প্রার্থনা এবং উৎসর্গ করতো এবং এর পর চলে যেত নিদ্রায় এবং অতঃপর স্বপ্নে সেই মহান চিকিৎসকটি প্রকাশ করতেন নিরাময়ের উপায়। তাদের নিরাময়ে কিছুটা ভূমিকা রাখতো সাপ, ঠিক কি ভূমিকা তা জানা যায় না, তবে তারা ছিল ঈক্সিউলেপাসের পবিত্র পরিচারক।

এটি নিশ্চিত যে, হাজার হাজার অসুস্থ মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বাস করতো যে, তিনি তাদেরকে মুক্ত করেছিলেন যন্ত্রণা থেকে এবং ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সুস্থ স্বাস্থ্যময় জীবনে।

ডানাইনদগণ

এরা বিখ্যাত কুমারীদল—যে কেউ তাদের কাহিনী পড়ে যা প্রত্যাশা করবেন তার চাইতে অধিক বিখ্যাত। তাদেরকে প্রায়শই বর্ণনা করেন কবিগণ এবং পুরাণের নরকে তারা হলো সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগকারীদের অন্যতম, যারা অনন্তকাল ধরে পানি ঢেলে যায় ছিদ্রযুক্ত পায়ে। তাদের একজন ব্যতিক্রম, হাইপারমেনেট্রা ছাড়া, তারা তাই করেছিল যা আর্গোনটরা দেখেছিলেন লেমনসের নারীদেরকে করতে, যারা তাদের স্বামীদেরকে হত্যা করেছিল। তথাপি, লেমনিয়দেরকে সামান্যই উল্লেখ করা হয়, যেখানে, প্রত্যেকেই যারা পুরাণ সম্বন্ধে সামান্যও জানেন, তারা শুনেছেন ডানাইনদগণের কথা।

ডানাইনদগণ সংখ্যায় ছিলেন পঞ্চাশ জন, সকলেই ডানাইসের কন্যা, যিনি ছিলেন আইও'র অন্যতম উত্তরাধিকারী, যিনি বাস করতেন নীল নদের তীরে। তাদের পঞ্চাশজন চাচাতো ভাই, যারা ছিলেন ডানাইসের ভাই ঈগিস্টাসের পুত্র, তাদেরকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কতগুলো অব্যাখ্যায় কারণে তাদেরকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ডানাইনদগণ তাদের পিতার সাথে জাহাজে করে চলে গেল আর্গসে যেখানে তারা আশ্রয় পেলেন। আর্গসবাসীরা সর্বসম্মতভাবে ভোট দিল শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা করার জন্য। যখন ঈগিস্টাসের পুত্ররা এলেন তাদের কনে পাবার জন্য যুদ্ধ করার প্রণুতি নিয়ে, নগরীটি তাদেরকে অসহযোগিতা করলো। তারা সেই নবাবগণদেরকে বললো যে, তারা কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিয়ে করাকে অনুমোদন করবে না, অথবা তারা কোন শরণার্থীকে সমর্পণও করবে না, তাদের সন্ধানকারী যতই দূর্বল বা শক্তিশালী হোক না কেন।

এই অবস্থায় কাহিনীটিতে এল একটি ছেদ। যখন এটি আবার শুরু হয়, পরবর্তী অধ্যায়ে এমনই বলা হয় যে, কুমারীদেরকে তাদের চাচাতো ভাইদের সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাদের পিতা সেই বিবাহ-ভোজে সভাপতিত্ব করবেন। এটি কিভাবে ঘটলো তার কোন ব্যাখ্যা নেই, তবে তাৎক্ষণিকভাবে এটি পরিষ্কার যে,

এটি ডানাউস বা তার কন্যাদের মনে কোন পরিবর্তনের ফলে ঘটে নি, কারণ ভোজ- সভাতে তিনি তার কন্যাদেরকে দিলেন একটি করে তরবারি। ঘটনাসমূহ দেখায় যে, তাদের সবাইকে কি করতে বলা হয়েছিল এবং তারা তা করতে রাজি হলেন। বিয়ের পর গভীর রাতে তারা হত্যা করলেন তাদের বরদেরকে—কেবল হাইপারমেনেস্ট্রা ব্যতীত। কেবল তারই মনকে ছুঁয়ে গেল সহানুভূতি। তিনি তাকালেন তার পাশে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা শক্তিমান তরুণটির দিকে; এবং সেই উজ্জ্বল তেজকে শীতল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য তিনি তাকে তার তরবারি দ্বারা আঘাত করতে পারলেন না। তিনি ভুলে গেলেন তার পিতা ও বোনদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা। ল্যাটিন কবি হোরেস বলেন, এ ছিল এক সুন্দর মিথ্যা। তিনি জাগিয়ে তুললেন যুবকটিকে, যার নাম ছিল লিনসিউস,—তাকে সব খুলে বললেন, এবং তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলেন।

বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার পিতা তাকে কারাগারে বন্দি করলেন। একটি কাহিনীতে বলা হয় যে, তিনি এবং লিনসিউস আবার মিলিত হয়েছিলেন এবং অবশেষে সুখের সাথে জীবন যাপন করতে থাকেন, এবং তাদের পুত্র ছিলেন আবাস, যিনি ছিলেন পার্সিউসের প্রপিতামহ। অন্য কাহিনীটি শেষ হয় সেই ভয়ানক বাসর রাত এবং তার বন্দিত্বের মধ্য দিয়ে।

তবে তাদের সকলেই বর্ণনা করেন ঊনপঞ্চাশ ডানাইদকে, যারা নিখল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খেটে খান পাতাল রাজ্যে, তাদের স্বামীদেরকে হত্যার শাস্তি হিসেবে। নদীর তীরে তারা পূর্ণ করে ছিদ্রময় এক পাত্র, ফলে পড়ে যায় সব পানি, এবং তাদেরকে আবার ফিরে আসতে হয় তা পূর্ণ করার জন্য এবং আবার দেখতে পায় যে, তা পানিশূন্য হয়ে গেছে।

গ্রকাস এবং সাইলা

গ্রকাস ছিলেন এক ছেলে, একদিন যিনি মাছ ধরছিলেন এক সবুজ তৃণভূমি থেকে যা নেমে গিয়েছিল সমুদ্র অবধি। তিনি ঘাসের উপর উনুত করছিলেন তার মাটি এবং গণনা করছিলেন মাছগুলো। তখন তিনি দেখলেন যে, মাছগুলো সব নড়তে এবং চলে যেতে শুরু করেছিল, অতঃপর চলে গেল পানির দিকে, গিয়ে পড়লো পানিতে এবং সাঁতারে চলে গেল দূরে। তিনি চরমভাবে বিস্মিত হলেন। এটি ছিল কি কোন দেবতার কাজ, নাকি ঘাসের মধ্যে ছিল অদ্ভুত শক্তি? তিনি ভুলে নিলেন এর বেশ কিছু এবং বেয়ে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ তার মাথায় জন্ম নিল সমুদ্রের প্রতি এক ঈর্ষ ও অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা। এর দিককে মরি করার কিছুই ছিল না। তিনি দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরঙ্গ রাশির উপর। সমুদ্র-দেবতারা তাকে সহানুভূতিসহ গ্রহণ করলেন এবং তাকালেন ওয়ান ও টেথিসকে, তার মনুষ্যস্বভাব বিদূষিত করার



জনা এবং তাকে তাদের একজন করার জন্য। একশত নদীকে ডাকা হলো তাদের জলধারাকে তার উপর বর্ষণ করার জন্য। দ্রুত ধাবমান জলধারায় তিনি জ্ঞান হারালেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন তিনি পরিণত হয়ে গেছেন এক সমুদ্র-দেবতায়, সমুদ্রের মতো নীল চুল বিশিষ্ট এবং তার শরীর শেষ হয়েছিল এক মাছের লেজ দ্বারা, জলচরদের জন্য যা ছিল একটি চমৎকার ও পরিচিত অবয়ব, মর্তবাসীদের জন্য যা ছিল অতি উদ্ভট ও অনাকর্ষণীয়। কাজেই তিনি এক উপসাগরে স্নানরতা জল-উপদেবী সাইলার চোখে পড়লেন যখন তিনি উঠে আসছিলেন সমুদ্র থেকে। উপ-দেবীটি পালিয়ে বেড়ালো যতক্ষণ না সে দাঁড়াতে পারলো উপকূল থেকে অগ্রবর্তী এক উঁচু স্থানে যেখানে হতে সে তাকে নিরাপদে দেখতে পারলো। সে বিস্মিত হলো এই অর্ধ-মানব, অর্ধ-মাছটিকে দেখে। প্রকাস তাকে ডাকলেন, 'কুমারী, আমি কোন দৈত্য নই। আমি এক দেবতা যার কর্তৃত্ব আছে জলের উপর এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি।' কিন্তু সাইলা তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল এবং দ্রুত স্থলভাগের দিকে হারিয়ে গেল।

প্রকাস হতাশ হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, এবং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি যাবেন সার্সির কাছে, যে ছিল এক জাদুকরী এবং তার কাছে প্রার্থনা করলেন প্রেমের জাদুকলা, যা দিয়ে তিনি গলাতে পারবেন সাইলার কঠিন হৃদয়। কিন্তু যখন তিনি তাকে তার কাহিনী বললেন এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করলেন, তখন সার্সি নিজেই তার প্রেমে পড়ে গেল। সে তার মধুরতম শব্দাবলী ও চাহনী দ্বারা তার শ্রণয় ভিক্ষা করলো, কিন্তু তার জন্য প্রকাসের কিছুই করার ছিল না। 'যদি আমি সাইলার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করি তবে বৃক্ষমালা ছেয়ে ফেলবে সমুদ্রের তলদেশকে এবং সমুদ্রের 'সীউইড' গাছ ঢেকে দেবে পর্বতের শিখরকে,' তিনি তাকে বললেন। সার্সি মারাত্মক বকম রেগে গেল, কিন্তু তা সাইলার উপর, প্রকাসের উপর নয়। সে তৈরি করলো একটি বোতলভর্তি অত্যন্ত শক্তিশালী বিষ এবং গেল সেই উপসাগরে যেখানে স্নান করতো সাইলা, সে এর মধ্যে ঢেলে দিল সেই অমঙ্গলের তরল। যেই নাকি সাইলা নামলো পানিতে, সে পরিণত হলো এক ভয়ংকর দানবীতে। তার শরীর থেকে রক্ত হয়ে আসলো সাপ এবং ভয়ংকর কুকুরের মাথা। জন্তুর প্রত্যঙ্গগুলো ছিল তার অংশ বিশেষ; সে এদের থেকে নিজেকে ছাড়তে পারলো না বা এদেরকে দূরে ঠেলে দিতে পারলো না। সে সেখানে এক পাথরবস্তুর সাথে গুঁথ হয়ে দাঁড়ায় থাকলো; তার অবর্ণনীয় দুর্দশায় সে ঘৃণা ও ভয় করেতো তার নাপায়েশের মধ্যে যা কিছু আসতো, যা ছিল সেসব নারিকের জন্য এক বিপজ্জনক স্থান দ্বারা এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিল, যেমনটি অভিজ্ঞতা হতছিল জ্যাসন, অর্ডিসিউস এবং মিনিয়াসের।

এরাইসিক্থন

এমন এক নারী যার ছিল বিভিন্ন আকৃতি ধারণের ক্ষমতা, যেমনটি ছিল প্রতেউসের। সে তা ব্যবহার করেছিল অদ্ভুতভাবে, তার অনাহারী পিতার খাবার জোগাড় করার জন্য। তার কাহিনীই একমাত্র কাহিনী যাতে মঙ্গলের দেবী, সিরিস আবির্ভূত হন নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণরূপে। এরাইসিক্থন সিরিসের কাছে পবিত্র ওক গাছের এক কুঞ্জে সবচেয়ে বড় গাছগুলোকে কেটে ফেলার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। সে গাছগুলোকে কেটে ফেলার আদেশ দিলে তার ভৃত্যরা ভয়ে সরে যেত; যেখানে সে নিজেই স্থাপন করতো কুড়াল এবং আক্রমণ করতো বিশাল কাণ্ডকে যার চারদিকে ড্রায়াডরা প্রায়শই তাদের নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজন করতো। যখন সে আঘাত করতো গাছকে তখন সেখান থেকে ঝরে পড়তো রক্ত এবং ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতো এক সাবধানবাণী যাতে বলা হতো যে, সিরিস নিশ্চিতভাবেই তার অপরাধের শাস্তি দেবেন। কিন্তু এ সকল বিশ্বয় তার উন্মত্ত আচরণকে দমিত করতে পারলো না, সে আঘাত করতে লাগলো একের পর এক যতক্ষণ না বিশাল গাছটি মাটিতে পতিত হলো। ড্রায়াডরা দ্রুত চলে গেল সিরিসের কাছে কি ঘটেছে তা জানানোর জন্য এবং দেবী চরমভাবে অপমানিত বোধ করে তাদেরকে বললেন যে, তিনি এই অপরাধীকে এমন এক উপায়ে সাজা দেবেন যা কারো জানার বাইরে। তিনি তার বাহনে করে তাদের একজনকে পাঠালেন জনমানবহীন এক অঞ্চলে যেখানে বাস করতেন দুর্ভিক্ষের দেবী, তাকে আদেশ দেয়ার জন্য, যেন তিনি এরাইথিক্সনকে কোণঠাসা করে ফেলেন। 'তাকে এটি দেখাতে আদেশ কর,' সিরিস বললেন, 'যে, কোন প্রাচুর্যই তাকে কখনো সন্তুষ্ট করতে পারবে না। সে ক্ষুধায় ভুগবে অটেল খাদ্য গোত্রাসে খাওয়ার পরেও।'

দুর্ভিক্ষের দেবী তার আদেশ মেনে নিলেন। তিনি প্রবেশ করলেন এরাইথিক্সনের কক্ষে যেখানে সে ঘুমিয়েছিল এবং সে তার চর্মসার হাত দ্বারা তাকে পেঁচিয়ে ধরলো। তাকে তার জঘন্য আলিঙ্গনে ধরে রেখে সে তার মাঝে সঞ্চারিত করলো অনন্ত ক্ষুধা। সে জেগে উঠলো চরম ক্ষুধায় এবং কিছু খেতে চাইলো। কিন্তু সে যত বেশি খেল, তত বেশি চাইতে থাকলো। এমনকি সে যখন মাংস ভক্ষণ করে কানায় কানায় ভরে ফেললো গলা পর্যন্ত তখনও তার ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটলো না। সে তার সকল সম্পদ খরচ করে ফেললো তার বিপুল খাবারের যোগানের জন্য যা তাকে মুহূর্তের তৃপ্তিও দেয়নি কখনো। অবশেষে তার আর কিছুই থাকলো না তার কন্যাটি ছাড়া। সে তাকেও বিক্রি করে দিল। সমুদ্র তীরে যেখানে তার মনিবের জাহাজটি অবস্থান করছিল, সে সেখানে প্রার্থনা করলো পোসাইডনের কাছে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য এবং দেবতা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তিনি তাকে জেলেতে পরিণত করলেন। তার মনিব, যে তার সামান্য পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দেখলেন সমুদ্র-তীরের দীর্ঘপথে এক পুরুষের শরীর, যে ব্যস্ত ছিল

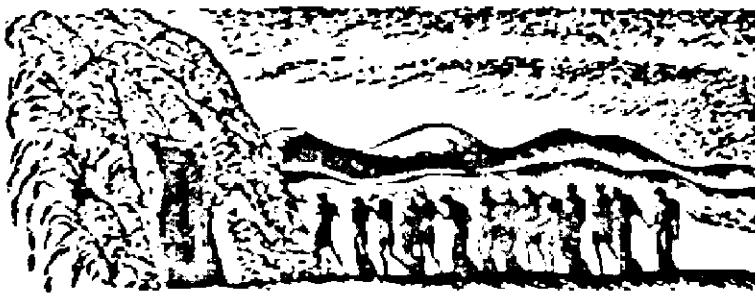
তার মাহ ধরা নিয়ে। তিনি তাকে বললেন, 'এখানে কতক্ষণ আগেও যে মেয়েটি ছিল সে কোথায় গিয়েছে? এখানে রয়েছে তার পদচিহ্নগুলো এবং তারপর হঠাৎ তা খেমে গেছে।' সেই জেলে ছেলেটি উত্তর দিল, 'আমি সমুদ্র দেবতার নামে দিব্যি ক্রোটে বলছি যে, এই বেলাভূমিতে আমি ছাড়া আর কেউ আসেনি এবং কোন স্ত্রীলোকও নয়।' যখন অন্যজন পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে চলে গেল তার জাহাজে, বালিকাটি ফিরে এল তার আপন রূপে। সে ফিরে গেল তার পিতার কাছে এবং যা কিছু ঘটেছে তা শুনে সে উৎফুল্ল বোধ করলো। সে দেখতে পেল তার কন্যার মাধ্যমে ছিল অর্থ উপার্জনের অফুরন্ত সুযোগ। সে বার বার তাকে বিক্রয় করলো, পোসাইডন প্রতিবার তার রূপ পাল্টে দিলেন। কখনো এক ঘোটকী, কখনো বা পাখি এবং এরকম আরো অনেক কিছুতে। প্রতিবার সে বেঁচে গেল তার মনিবের হাত থেকে এবং ফিরে এল তার পিতার কাছে। কিন্তু, অবশেষে, যখন পিতাটি দেখলো যে, তার কন্যা তার জন্য যে অর্থ উপার্জন করছিল তা তার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না, তখন সে আক্রমণ করলো নিজের শরীর এবং তা ভক্ষণ করলো যতক্ষণ না আত্মহনন করলো।

পোমোনা এবং ভোরটুম্নাস

এরা দুজন ছিলেন রোমান দৈব-চরিত্র, গ্রিক নয়। পোমোনা ছিলেন একমাত্র উপদেবী যিনি ভালোবাসেননি অরণ্যকে। তিনি ভালো বাসতেন ফলমূল এবং ফলবাগান আর এগুলোই প্রত্যাশা করতেন। তিনি আনন্দ পেতেন গাছপালা ছেঁটে দিতে, গাছের কলম দিতে এবং যা কিছু মালির কলাকৌশলে কাজে লাগতো সেগুলো করতে। তিনি মানুষের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন, থাকতেন একাকী তার প্রিয় গাছপালার সাথে এবং কোন পানি-প্রার্থী তার কাছে আসতে পারতেন না। যারা তাকে পেতে চাইতেন তাদের মধ্যে সবচাইতে আকুল ছিলেন ভোরটুম্নাস, কিন্তু তিনি কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না। প্রায়শই তিনি ছদ্মবেশে প্রবেশ করতেন তার অবস্থানে, কখনো গ্রামীণ দাওয়ালরূপে যে তার জন্য নিয়ে আসতো বুড়ি ভর্তি যব, কখনো গ্রাম্য রাখালের বেশে, কখনো বা আঙুরলতার ডানা ছাঁটার লোক হয়ে। এ সকল সময় তিনি তার পানে তাকানোর আনন্দটুকু পেতেন, কিন্তু প্রবলভাবে হতাশ হতেন এও ভেবে যে, তার দিকে পোমোনা কখনই তাকাবে না। অবশেষে তিনি অপেক্ষাকৃত ভালো একটি পরিকল্পনা বের করলেন। তিনি তার কাছে এলেন একজন অতি স্বাক্ষর ছদ্মবেশে, তখন এটি পোমোনার কাছে উদ্ভট ঠেকলো না যখন তার মনের প্রশংসা করে তিনি বললেন, 'কিন্তু তুমি এর চাইতেও বেশি সুন্দর,' এবং তাকে চুমু খেলেন। এর পরেও তিনি তাকে চুমু খেতে লাগলেন যা কোন বৃদ্ধা কখনো করে না এবং পোমোনা চমকিত

হলো। এটি উপলব্ধি করতে পেরে তিনি তাকে সরে যেতে দিলেন এবং তিনি বসে পড়লেন এক এলুম গাছের বিপরীতে যার উপর জন্মুছিল এক আঙুর গাছ যা পরিপূর্ণ ছিল রক্তাভ বেগুনি বর্ণের আঙুরে। তিনি মৃদুভাবে বললেন, ‘এরা একসাথে কি চমৎকার, এবং বিচ্ছিন্ন হলে এদেরকে কি খাপছাড়াই না দেখাতো, গাছটি হয়ে পড়তো অর্থহীন এবং দ্রাক্ষালতারা পড়ে থাকতো মাটিতে ফল বহনের ক্ষমতা হারিয়ে। তুমি কি এমন এক দ্রাক্ষালতার মতো নও? যারা তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করে তুমি তাদের সকলের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছো। তুমি একাকী দাঁড়াতে চেষ্টা কর। এবং তবুও তোমার জন্য আছে একজন—শোন এই বৃদ্ধার কথা যে তোমাকে ভালোবাসে অন্য যে কারো চাইতে অধিকতর—যদি তুমি ভোরটুমনাসকে প্রত্যাখ্যান কর তবে তা তোমার জন্য মঙ্গলকর হবে না। তুমি তার প্রথম ভালোবাসা এবং হবে শেষ ভালোবাসা। এবং সে নিজেও পছন্দ করে ফল এবং ফুলের বাগান। সে তোমার পাশে থেকেই কাজ করবে।’ তখন তিনি তাকে চরম গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তিনি উদাহরণ দিলেন তাকে যে, কিভাবে ভেনাস দেখিয়েছেন অনেকবার যে তিনি ঘৃণা করেন কঠোর-হৃদয় কুমারীদেরকে, তিনি তাকে বললেন অ্যানাক্সারেটের কাহিনীটি, যে অবহেলায় উপেক্ষা করেছিল তার পাণি-প্রার্থী আইফিসকে, যতক্ষণ না তিনি অ্যানাক্সারেটের ফটকে নিজেকে ফাঁসিতে ঝোলালেন, যেখানে অবশেষে ভেনাস সেই হৃদয়হীনা মেয়েকে পরিণত করেছিলেন এক পাথরের মূর্তিতে। ‘সাবধান হও,’ তিনি মিনতি করে বললেন, ‘তোমার প্রকৃত প্রেমিকের কাছে সমর্পিত হও।’ এই বলে তিনি তার ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন এবং তার সামনে দাঁড়ালেন এক মনোহর যুবক রূপে। পোমোনা এমন চমৎকার সৌন্দর্যের কাছে হার মানলো, যার ছিল অসাধারণ বাক্পটুতা, এবং এর পর থেকে তার ফল বাগানটি পেল দুজন মালি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



একুশ

বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো সংক্ষিপ্ত পুরাণ

অ্যামালথিয়া

একটি কাহিনী অনুসারে সে ছিল এক ছাগী যার দুগ্ধ পান করতেন শিশু জিউস। অন্য একটি কাহিনী অনুযায়ী, তিনি ছিলেন এক উপদেবী। যার ছিল একটি ছাগী। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি পেয়েছিলেন একটি শিং যা সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকতো কোন খাবার অথবা পানীয় দ্বারা যে কেউ যা চাইতো সেই অনুযায়ী, যে শিংটিকে বলা হতো 'প্রাচুর্যের শিং' (ল্যাটিন ভাষায় Cornu Copiae—ল্যাটিন পুরাণতত্ত্বে 'Cornucopia' নামেও পরিচিত ছিল)। কিন্তু ল্যাটিনরা বলে যে, Cornucopia ছিল একিলাসের শিং, যা ভেঙে গিয়েছিল যখন হারকিউলিস হারিয়ে দিয়েছিলেন নদী-দেবতাটিকে, যিনি তার সাথে লড়াই করার জন্য ধারণ করেছিলেন ঝাড়ের আকৃতি। এটি জাদুকরীভাবে সর্বদাই পূর্ণ থাকতো ফুল-ফলে।

আমাজনবৃন্দ

ইকিলাস তাদেরকে সম্বোধন করেন 'যুদ্ধবাজ আমাজনবৃন্দ, যারা ঘৃণা করতো পুরুষদেরকে।' তারা ছিল এক নারী গোষ্ঠী, সকলেই ছিল যোদ্ধা। মনে করা হয় যে, তারা বাস করতো ককেশাস অঞ্চলে এবং তাদের প্রধান নগরী ছিল থেমিসকাইরা। কৌতূহলোদ্দীপক হলো এই যে, তাদেরকে নিয়ে কবিদের কোন কিছু লেখার চাইতো তারা শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করতো তাদের মূর্তি তৈরি ও ছবি আঁকার জন্য। তারা হামলা চালিয়েছিল লাইসিয়াতে এবং বিভাড়িত হয়েছিল বোলরোফোন কর্তৃক। তারা আক্রমণ করেছিল ফ্রিজিয়াতে যখন প্রায়াম ছিলেন তরুণ এবং এথিন্সে যখন রাজা ছিলেন থিসিউস। থিসিউস অপহরণ করেছিলেন তাদের রানীকে এবং তারা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু থিসিউস তাদেরকে পরাস্ত করেন।

ট্রয়ের যুদ্ধে তারা তাদের রানী পেথেসিলীর অধীনে যুদ্ধ করেছিল গ্রিকদের পক্ষে, যা বর্ণিত হয় পসানিয়াসের এক কাহিনীতে, 'ইকিলাস'-এ নয়। তিনি বলেন যে, পেথেসিলী নিহত হয়েছিলেন একিলিসের হাতে এবং একিলিস যখন তরুণী ও সুন্দরী সেই রানীর মৃত্যুদেহটিকে পড়ে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

অ্যামিমোনি

অ্যামিমোনি ছিল ডানাইদদের অন্যতম। তার পিতা তাকে জল আনতে পাঠিয়েছিল এবং অর্ধমানব ও অর্ধপশু রূপী এক বনদেবতা তাকে দেখলো এবং তার পশ্চাদ্ধাবন করলো। পোসাইডন তার চিৎকার শুনে তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন, তাকে ভালোবাসলেন এবং তাকে সেই বনদেবতার হাত থেকে রক্ষা করলেন। তার ত্রিশূল দ্বারা তিনি অ্যামিমোনির সম্মানে সৃষ্টি করলেন এক ঝর্ণাধারা যা বহন করে তার নাম।

অ্যান্টিওপি

থিবিসের এক রাজকুমারী, অ্যান্টিওপি, যিনি জিউসের ঔরসে গর্ভে ধারণ করেছিলেন দুটি পুত্র, জ্যাথাস এবং অ্যাফিয়ন। তার পিতার ক্রোধের ভয়ে জন্মের পরপরই তিনি তাদেরকে ফেলে গিয়েছিলেন এক জনমানবহীন পর্বতে, কিন্তু তাদেরকে আবিষ্কার করলো এক রখাল এবং তারা লালিত-পালিত হলো তার কাছেই। তখনকার থিবিসের রাজা লাইকাস এবং তার স্ত্রী ডার্সি অ্যান্টিওপির সাথে চরম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন, যতক্ষণ না সে স্থির করলো তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার। অবশেষে সে এল সেই পর্ণকুটিরে যেখানে তার পুত্ররা বাস করতো। কোন একভাবে তারা তাকে চিনতে পেরেছিল বা সে তাদেরকে, এবং তারা তাদের বন্ধুদের একটি দলকে নিয়ে সেই প্রাসাদে গেল এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

তারা হত্যা করলো লাইকাসকে এবং ডার্সির জন্য বয়ে আনলো এক ভয়ংকর মৃত্যু, তার চুলকে তারা বেঁধে দিয়েছিল এক ঘাঁড়ের সাথে। তার মৃতদেহকে নিক্ষেপ করা হলো এক ঝর্ণাধারায়, এরপর থেকে সেটিকে সম্বোধন করা হতো তার নামানুসারে।

আরাকনি

(এই কাহিনীটি বর্ণিত হয় কেবলমাত্র ল্যাটিন কবি ওভিদ কর্তৃক। তাই দেবতাদের ল্যাটিন নামগুলোই দেয়া হলো।)

দেবতাদের সমকক্ষতা দাবি করার ফলাফল কি হতে পারে তা এই কুমারী মেয়েটির পরিণতি তার আর একটি উদাহরণ। অলিম্পীয়দের মধ্যে মিনার্তা ছিলেন দক্ষ বয়নকারিণী যেমনটি ভালকান ছিলেন কামার। তাই ঋষ স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার বয়নকৃত দ্রব্যগুলোকে সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতায় মনে করতেন অতুলনীয় ও অনর্জনীয়, এবং তিনি ক্রোধান্বিত হলেন যখন শুধুমাত্র যে এক সাধারণ চামীর মেয়ে আরাকনি ঘোষণা করেছিল যে, তার কাজই ছিল শ্রেষ্ঠতর। দেবীটি তাৎক্ষণিকভাবে গেলেন সেই পর্ণকুটিরে যেখানে কুমারীটি বাস করতো এবং তাকে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

আহ্বান করলেন। আরাকনি চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলো। দুজনেই স্থাপন করলো নিছ নিছ তাঁত যন্ত্র এবং সুতা বিনাস্ত করতে থাকলো তার উপর। অতঃপর তারা তাদের দক্ষতা দেখিয়ে যেতে থাকলো। তাদের পাশে চমৎকার সুতার ফেটির যে সকল গাঁদা ছিল সেগুলো ছিল রংধনুর মতো বর্ণিল এবং ছিল স্বর্ণ ও রূপার সুতাও। মিনার্ভা তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন এবং ফলাফল ছিল বিস্ময়কর, কিন্তু একই সময়ে শেষ হলো আরাকনির কাজ এবং তা কোন ক্রমেই হীনতর ছিল না। দেবী ক্রোধের উন্মত্ততায় কাপড়টি ছিঁড়ে ফেললেন আগা-গোড়া এবং বালিকাটিকে আঘাত করলেন মাথায়। আরাকনি অপমানিত ও লজ্জিত বোধ করলো এবং তীব্র ক্ষোভে আত্মহত্যা করলো। তখন সামান্য অনুতাপ প্রবেশ করলো মিনার্ভার চিন্তে। তিনি বালিকার শরীরটি নামালেন ফাঁস থেকে এবং এর উপর ছিটিয়ে দিলেন জাদুর তরল। আরাকনি পরিণত হলো এক মাকড়শায় এবং বয়নক্ষমতাটুকু তার থেকেই গেল।

অ্যারিয়ন

মনে হয় তিনি ছিলেন একজন বাস্তব ব্যক্তি, একজন কবি, যিনি জীবিত ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে, কিন্তু তার কোন কবিতাই আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি, তার সম্বন্ধে আসলে যা জানা যায় তা হলো মৃত্যুর কাছ থেকে তার পলায়নের কাহিনী, যা প্রায় এক পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে। তিনি করিন্থ থেকে সিসিলিতে গিয়েছিলেন এক সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। তিনি বীণা বাদনে ছিলেন অসাধারণ দক্ষ এবং তিনি পুরস্কারটি জেতেন। জাহাজে করে ফেরার পথে নাবিকরা প্রবলভাবে কামনা করলো পুরস্কারটি এবং তাকে হত্যার পরিকল্পনা করলো। অ্যাপোলো স্বপ্নে তাকেই তার আসন্ন বিপদের কথা বললেন এবং কিভাবে তার জীবন বাঁচাতে হবে সেটিও। যখন নাবিকরা তাকে আক্রমণ করলো তখন তিনি শেষ চাওয়া হিসেবে প্রার্থনা করলেন যেন তাকে মৃত্যুর পূর্বে আরো একবার সুর নিয়ে খেলা করতে দেয়া হয়। গানটি শেষ হওয়ার পর পরই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। তার মোহময় সুরে আচ্ছন্ন হয়ে যে সকল ডলফিন চলে এসেছিল জাহাজের কাছে, তিনি ডুবে যাওয়ার সময় তারাই তাকে টেনে তুললো এবং নিয়ে গেল স্থলভাগের দিকে।

অ্যারিস্টেউস

তিনি ছিলেন মৌমাছি-দেবতা, অ্যাপোলো ও জল-উপদেবী সাইরিনীর পুত্র। কোন এক অজ্ঞাত কারণে তার সকল মৌমাছি মারা গেলে তিনি তার মায়ের কাছে গেলেন সাহায্যের জন্য। তিনি তাকে বললেন যে, জলময় ও বৃদ্ধ সমুদ্র দেবতা প্রতেউস তাকে দেখাতে পারবেন যে, কিভাবে তিনি একইরকম আরো একটি বিপর্যয় ঠেকাতে পারবেন, অবশ্য তা আদায় করে নিতে হবে। অ্যারিস্টেউসকে অবশ্যই তাকে পরাস্ত

করতে হবে এবং তাকে বেঁধে ফেলতে হবে যা ছিল খুবই কঠিন কাজ, যেমনটি মেনেলাউস বুঝতে পেরেছিলেন তার ট্রয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে। প্রতেউসের ছিল যে কোন রূপে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতা। তবে তাকে আক্রমণকারী যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় এবং তার রূপ পরিবর্তনের সময় তাকে দ্রুত ধরে ফেলতে পারে তবে তিনি অবশেষে হার মানবেন এবং তাকে যা জিজ্ঞাসা করা হবে তিনি তার উত্তর দেবেন। অ্যারিস্টেউস সেই দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করলেন। তিনি গেলেন প্রতেউসের প্রিয় শিকার-স্থল ফ্যারোস দ্বীপে, অথবা কেউ কেউ বলেন কারপেথোসে। সেখানে তিনি তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে আটকে রাখলেন, তার ভয়ংকর রূপ গ্রহণের পরেও, যতক্ষণ না দেবতাটি হতোদ্যম হয়ে পড়লেন এবং ফিরে গেলেন তার নিজ রূপে। অতঃপর তিনি অ্যারিস্টেউসকে বললেন দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করতে এবং পশুগুলোর মৃতদেহ উৎসর্গের স্থানে রেখে যেতে। নয়দিন পর তাকে আবার ফিরে আসতে হবে সেখানে এবং মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করতে হবে। আবারো অ্যারিস্টেউস কাজ করলেন সেই আদেশ মতো এবং নবম দিনে তিনি দেখলেন এক বিস্ময়, সেই মৃতদেহগুলোর একটিতে মৌমাছির এক বিশাল ঝাঁক। তিনি এদের মাঝে কোন ক্ষতি বা রোগ দ্বারা বিপদগ্রস্ত হলেন না।

অরোরা এবং টিথোনাস

এই দুজনের জাহিনী 'ইলিয়াড'-এ পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

এখন উচ্চ বংশীয় টিথোনাসের পাশে শুয়ে থাকা দেবী
উঠলেন তার শয্যা থেকে,
উষাদেবী, গোলাপ-অঙ্গুলির দেবী জেগে উঠে
দেবতা ও মানুষের জন্য নিয়ে এলেন উজ্জ্বল আলোক।

এই টিথোনাস, যিনি ছিলেন উষাদেবী অরোরার স্বামী, ছিলেন ইথিওপিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ রাজপুত্র, মেমননের পিতা, যিনি ট্রোজানদের পক্ষে যুদ্ধ করার সময় নিহত হন ট্রয়ের যুদ্ধে। টিথোনাসের নিজেরও ছিল এক অদ্ভুত ভাগ্য। অরোরা জিউসের কাছে চেয়েছিলেন টিথোনাসের অমরত্ব এবং তিনি রাজি হলেন, কিন্তু অরোরা তার চির যৌবন চাওয়ার কথা বিস্মৃত হন। তাই এক সময় টিথোনাস বৃদ্ধ হয়ে গেলেন কিন্তু মৃত্যু হলো না তার। অবশেষে অসহায়, এমনকি হাত-পা নাড়াতেও অক্ষম হয়ে পড়লেন, তিনি নিজের মৃত্যু কামনা করলেন, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটলো না। তাকে বেঁচে থাকতে হবে অনন্তকাল ধরে আর বার্ধক্যের উপর অধিক থেকে অধিকতরভাবে চেপে বসছিল। অবশেষে করুণার দিগ্গে দেবী তাকে এক কক্ষে গুইয়ে দিলেন এবং দরজা বন্ধ করে তাকে ফেলে এলেন। সেখানে টিথোনাস বকবক করতে থাকলেন অফুরন্তভাবে এবং সেই শব্দগুলোর কোন অর্থ ছিল না।

বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো সংক্ষিপ্ত পুরাণ

তার শরীরের শক্তির সাথে সাথে তার মনের শক্তিও হারিয়ে যাচ্ছিল। সে হয়ে উঠলো মানুষের এক শুষ্ক খোলস-স্বরূপ।

এমন একটি কাহিনীও আছে যে, তিনি আকৃতিতে সংকুচিত হতে আরো সংকুচিত হতে লাগলেন যতক্ষণ না প্রকৃতির অংশ রূপে আরো তাকে পরিণত করলেন এক চর্মসার ও বিরক্তিকর ঘাসফড়িং-এ।

তার পুত্র, মেমননের জন্য মিশরের খিবিসে এক বিশাল মূর্তিনির্মাণ করা হয় এবং এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, যখন ভোরের প্রথম আলো এসে পড়তো এর উপর তখন হার্পের তারের শব্দের মতো ভেসে আসতো টুংটাং শব্দ।

বিটোন এবং ক্রিওবিস

এরা ছিলেন হেরার এক পুরোহিতানী, সাইডেগ্লির পুত্র। পুরোহিতানীটি দেখতে প্রত্যাশা করেছিলেন দেবীর এক অসাধারণ সুন্দর মূর্তি যা ছিল আর্গসে, যা তৈরি করেছিলেন মহান ভাস্কর পলিক্লিটাস (বড়), যাকে তার চেয়ে তরুণ কিন্তু সমসাময়িক ফিডিয়াসের সমান দক্ষ বলে ধরা হয়। আর্গস ছিল অনেক দূরে, পুরোহিতানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না সেখানে হেঁটে যাওয়া এবং তাকে বহন করার জন্য কোন ঘোড়া বা গাভী ছিল না। কিন্তু তার দুই পুত্র তার মনের বাসনা পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা নিজেরাই একটি গাড়ির জোয়াল কাঁধে তুলে নিল এবং পুরোটা পথের ধুলো এবং তাপ সহ্য করে তারা তাকে টেনে নিল। প্রত্যেকেই তাদের সন্তানোচিত ভক্তির প্রশংসা করলো যখন তারা পৌছলো এবং গর্বিত ও সুখী মা মূর্তিটির পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলো যে, হেরা যেন তাদেরকে তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ আশীর্বাদটি দিয়ে পুরস্কৃত করেন। যখন তিনি তার প্রার্থনা শেষ করলেন তখন বালক দুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারা মৃদ হাসছিল এবং তাদেরকে দেখালো যেন তারা শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে; কিন্তু আসলে তখন তারা মৃত।

ক্যালিস্টো

সে ছিল আর্কেডিয়ার রাজা লাইকাওনের কন্যা। লাইকাওনকে তার দুই প্রাচরণের জন্য পরিণত করা হয়েছিল এক নেকড়েতে। সে জিউসের স্বামীর টেবিলে পরিবেশন করেছিল নরমাংস যখন দেবতাটি ছিলেন তার আতিথি। তার শান্তি প্রাপ্যই ছিল, কিন্তু তার কন্যা ক্যালিস্টো তার সমান কষ্ট ভোগ করেছিল এবং সে ছিল নিষ্পাপ। অ্যাটেমিসের এলাকায় শিকাররত অবস্থায় জিউস দেখে ফেলেন তাকে এবং তিনি তার প্রেমে পড়ে যান। জিউসের প্রেমে ক্যালিস্টো এক পুত্র সন্তান জন্ম দিলে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হেরা মেয়েটিকে পরিণত করেন এক স্ত্রী-ভল্লুকে। যখন বালকটি বড় হলো এবং শিকারের জন্য বাইরে গেল, দেবী তার সামনে নিয়ে এলেন ক্যালিস্টোকে, যাতে সে নিজের অজ্ঞাতেই হত্যা করে ফেলে তার মাকে।

কিন্তু জিউস ভল্লুকটিকে দ্রুত সরিয়ে ফেললেন এবং তাকে স্থাপন করলেন নক্ষত্রলোকে, যেখানে তাকে সম্বোধন করা হয় 'সপ্তর্ষিমণ্ডল'। পরবর্তীতে তার পুত্র আর্কাসকে স্থাপন করা হয় তার পাশে এবং তাকে বলা হতো 'লম্বু সপ্তর্ষিমণ্ডল'। হেরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর এই সম্মান-প্রাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন মহাসমুদ্র-দেবতাকে অন্যান্য নক্ষত্রের মতো সপ্তর্ষিমণ্ডললোকেও সমুদ্রে অবনমিত হওয়ার সুযোগ দিতে নিষেধ করার জন্য প্ররোচিত করলেন। এরাই নক্ষত্রপুঞ্জের একমাত্র সদস্য যারা কখনো দিগন্তের নিচে নামতে পারে নি।

কীরন

তিনি ছিলেন সেন্টরদের অন্যতম কিন্তু তিনি অন্যদের মতো উগ্র ও ভয়ংকর ছিলেন না। তিনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন তার সদৃশ এবং জ্ঞানের জন্য, এমনই যে, বীরগণের তরুণ পুত্রদেরকে প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত করার জন্য তার উপরই আস্থা রাখা হতো। তার শিষ্য ছিলেন একিলিস এবং শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক ঐস্কিউলেপাস বিখ্যাত শিকারী অ্যাণ্টিয়ন এবং আরো অনেকে। সেন্টরদের মধ্যে কেবল তিনিই ছিলেন অমর এবং তবুও তার মৃত্যু ঘটেছিল এবং তিনি চলে গিয়েছিলেন পাতাল রাজ্যে। পরোক্ষভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও, তার মৃত্যুর কারণ ছিলেন হারকিউলিস। তিনি তার এক বন্ধু, সেন্টর ফোলাসকে দেখার জন্য থেমেছিলেন এবং খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি তাকে একটি মদের পাত্র খুলতে প্ররোচিত করেন যেটি ছিল সকল সেন্টরের সাধারণ সম্পদ। সেই বিশ্বয়কর তরলের সুগন্ধি পেয়ে অন্যরা বুঝতে পারলো কি ঘটেছে এবং তারা দ্রুত নেমে এল আক্রমণকারীর উপর প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু হারকিউলিস একাই তাদের বিরুদ্ধে ছিলেন যথেষ্ট। তিনি লড়াইয়ে তাদেরকে পরাস্ত করলেন, কিন্তু লড়াইয়ে তিনি দুর্ঘটনাবশত আহত করলেন এমন একজনকে যিনি আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন নি। আঘাতটি অনিরাশয়যোগ্য প্রমাণিত হলো এবং জিউস চিরদিন যন্ত্রণার মাঝে থাকার চাইতে কীরনকে মৃত্যু বরণ করার অনুমতি দিলেন।

ক্লাইটি

তার কাহিনীটি অনন্য, কারণ এক্ষেত্রে কোন তরুণীর উপর কোন দেবতার ভালোবাসা জোর করে চাপিয়ে দেয়া নয়, বরং এক অনিচ্ছুক দেবতার উপর এক তরুণীর একতরফা ভালোবাসাই ছিল কাহিনীর মূল। ক্লাইটি ভালোবাসতো সূর্যদেবতাকে, কিন্তু তিনি তার মধ্যে প্রেমে পড়ার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না। সে বাড়ির বাইরে মাটিতে বসে তার জন্য আকুলভাবে প্রতীক্ষা করতো তার মুখ ঘুরিয়ে এবং তার চোখ দ্বারা তাকে অনুসরণ করে যেত যখন তিনি আকাশপথে ভ্রমণ করতেন। এভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে একটি ফুলে পরিণত হলো, যার নাম সূর্যমুখী, যা সর্বদা ঘুরে থাকে সূর্যের দিকে।

ড্রায়োপি

তার কাহিনীটি আরো অনেক কাহিনীর মতোই, যা দেখায় যে, প্রাচীন গ্রিকগণ বৃক্ষ নিধনকে কত ভীতভাবে ঘৃণা করতো।

তার বোন আয়োলির সাথে একদিন সে গেল এক জলাশয়ে উপদেবীদের জন্য ফুলের মালা তৈরি করতে। তার সাথে ছিল তার ছোট পুত্রটি এবং জলের ধারে এক পল্লগাছকে উজ্জ্বল ফুলে পরিপূর্ণ দেখে সে এদের কিছু সংখ্যককে তুলে আনলো তার শিশু সন্তানটির জন্য। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে সে দেখলো যে, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝড়ছে সেই ছিন্ন কাণ্ড থেকে। গাছটি সত্যিই ছিল এক উপদেবী, লোটিস, যিনি এক পশ্চাদ্ধাবন থেকে পালিয়ে এই রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। যখন ড্রায়োপি এই অদ্ভুত দৃশ্যে সত্ত্বত হয়ে পড়লো, দ্রুত সরে যেতে চাইলো, তার পা নড়লো না, মনে হলো তারা যেন ঠোঁটে ঠোঁটে মাটিতে। আয়োলি তাকে অসহায়ভাবে দেখতে লাগলো, তার শরীরকে আচ্ছাদিত করে জন্মাতে লাগলো বাকল। এটি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার মুখমণ্ডল পর্যন্ত যখন তার স্বামী তার পিতাকে নিয়ে এল ঘটনাস্থলে। কি ঘটেছে তা বলে আয়োলি চিৎকার করে উঠলো এবং দুজনে গাছটির দিকে দৌড়ে গেল, উচ্চ কাণ্ডটিকে জড়িয়ে ধরলো এবং তাদের অশ্রুধারায় তা সিক্ত হয়ে উঠলো। ড্রায়োপির সময় ছিল কেবল এটুকু বলার যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন অন্যায় করে নি এবং তাদেরকে অনুন্নয় করে বললো যে, তারা যেন তার সন্তানটিকে মাঝে মাঝে গাছটির কাছে নিয়ে আসেন যেন সে এর ছায়ায় বসে খেলা করতে পারে এবং কোন দিন তারা তাকে বেন তার কাহিনীটি বলে দেন, যাতে সে যখনই স্থানটি দেখবে তখনই ভাবতে পারে : 'এখানে এই বৃক্ষ-কাণ্ডে লুকিয়ে আছেন আমার মা।' 'তাকে এটাও বলে দিও,' সে বললো, 'কখনো ফুল না ছিড়তে এবং ভাবতে বলো যে, প্রতিটি ফোঁপেই ছয়বেশে থাকতে পারেন কোন দেবী।' তারপর সে আর কোন কথা বলতে পারলো না, বাকল তার মুখমণ্ডলকেও আচ্ছাদিত করে ফেললো। সে চিরতরে চলে গেল।

এপিমেনিডেস

লৌকিক কাহিনীতে এপিমেনিডেস এমন একটি চরিত্র যিনি কেবলমাত্র তার দীর্ঘ নিদ্রার জন্যই পরিচিত। তিনি জীবিত ছিলেন ৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের দিকে এবং বলা হয়ে থাকে যে, বলক বয়সে তিনি যখন তার এক হাঙ্গানো মেয়েকে সন্তান করছিলেন, তখন অক্রান্ত হন এক সুখ-নিদ্রায় যা বজায় ছিল সাতান্ন বছর ধরে। জেলসি উঠার পরেও কি ঘটেছে তা না ভেবেই তিনি তার মেয়েটি খুঁজে লাগলেন এবং দেখলেন সবাকিছু পাল্টে গেছে। ডেলফির এক চরিত্রাঙ্কতা তাকে পাঠিয়েছিলেন এখানে থেকে এক মহামারী থেকে মুক্ত করার জন্য। যখন কঠোর এপেনায়রা কঠোর হাত তাকে বিশাল অংকের অর্থ দিতে চাইলো তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে, এখেন ও তার অনুস্থান ক্রিটের নোমাসের মধ্যে কেবল একটি বন্ধুত্ব হতে পারে।

এরিকথোনিয়াস

সে এবং ইরেকথিউস একই চরিত্র। হোমার এই নামে একজনকেই জানতেন। প্রেটো বলেন দুজনের কথা। সে ছিল হেফেস্টাসের পুত্র এক অর্ধমানব-অর্ধসর্প, যাকে লালন-পালনের ভার নিয়েছিলেন অ্যাথেনা। তিনি শিশুটিকে একটি বাস্কে ভরে তা গচ্ছিত রাখেন সিক্রোপসের তিন কন্যার কাছে এবং তাদেরকে এটি খুলতে নিষেধ করলেন। তবু তারা এটি খুললো, এর ভিতর দেখলো সাপের মতো একটি প্রাণীকে। এর শাস্তিস্বরূপ অ্যাথেনা তাদেরকে উন্মাদে পরিণত করেন এবং তারা অ্যাক্রোপলিসের ছাদ থেকেই লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। যখন এরিকথোনিয়াস প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন তখন তিনি হলেন এথেন্সের রাজা। তার পৌত্রকে সম্বোধন করা হতো তার নামেই, এবং তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সিক্রোপস, থ্রাক্সিস, ক্রেউসা এবং অরিথিয়ার পিতা।

হিরো ও লিয়াভার

লিয়াভার ছিল হেলিসপন্টের এক শহর অ্যাবাইডসের এক যুবক এবং হিরো ছিলেন এর বিপরীত উপকূলে। সেটাসে আফ্রোদিতির এক মন্দিরের পুরোহিতানী। প্রতি রাতে লিয়াভার তার কাছে যেত সাতার কেটে, আলোক-নির্দেশিত হয়ে, কেউ বলে সেই আলো আসতো সেটারের এক আলোক-ঘর হতে, কেউ বলে এটি আসতো এক টাওয়ারের শীর্ষে হিরো যে উজ্জ্বল মশাল জ্বলে রাখতেন তা থেকে। একদা এক ঝড়ের রাতে আলোটি নিভে গেল বায়ুর ঝাপটায় এবং লিয়াভার নিখোঁজ হয়ে গেল। তার মৃতদেহ ভেসে উঠলো উপকূলে এবং তা দেখে আত্মহত্যা করলো হিরো।

হায়াডিস

তারা ছিলেন অ্যাটলাসের কন্যা এবং প্রিয়াডিসের সৎবোন। ছিলেন বৃষ্টির নক্ষত্র, মনে করা হয় তারা বৃষ্টি নিয়ে আসে এই কারণে যে, তাদের সন্ধ্যা ও ভোরের আগমনী সময়টি আসে মে এবং নভেম্বরে, যা সচরাচর বৃষ্টিবহুল। তারা সংখ্যায় ছিলেন ছয়জন। শিশু ডায়োনিসাসকে তাদের কাছে দিয়েছিলেন ক্রিউস এবং তাকে সম্বন্ধে লালন পালন করার পুরস্কার হিসেবে তারা স্থান পান নক্ষত্রলোকে।

ইবিকাস এবং সারসগুলো

তিনি কোন পৌরাণিক চরিত্র নন, কিন্তু এক কবি যিনি জীবিত ছিলেন ৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। তার কবিতার খুব সামান্য অংশই আমাদের কাছে আসতে পেরেছে। তার সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তার পুরোটাই হলো তার নাটকীয় মৃত্যুর কথা। তিনি

করিস্থের নিকটে আক্রান্ত হয়েছিলেন দস্যুদের দ্বারা এবং মূর্খভাবে আহত হন। একদল সারস উপর দিয়ে গেলে তিনি এদেরকে ডাকেন এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। এর কিছু পরেই, করিস্থের উন্মুক্ত নাট্যক্ষেত্রে, যেখানে দর্শকপূর্ণ অবস্থায় একটি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল, একদল সারস এসে উপস্থিত হলো, জনতার উপর স্থির হয়ে ভেসে থাকলো। হঠাৎ একজন মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে চিৎকার করে উঠলো যেন আতংকগ্রস্ত হয়ে, 'ইবিকাসের সারসগুলো, যারা নেবে প্রতিশোধ।' উপস্থিত দর্শকবৃন্দও এর জবাবে চিৎকার করে উঠলো, 'খুনিটি তার নিজেরই তথ্য দিয়ে দিল।' লোকটিকে পাকড়াও করা হলো, অন্য দস্যুদেরকেও খুঁজে বের করা হলো এবং সবাইকে হত্যা করা হলো।

লেটো (ল্যাটোনা)

তিনি ছিলেন টাইটান ফিবি এবং কিউসের কন্যা। জিউস তাকে ভালোবাসতেন এবং যখন জিউসের ঔরসজাত সন্তান জন্ম দেয়ার সময় আসন্ন হয়ে এল তখন জিউস হেরার ভয়ে লেটোকে ত্যাগ করলেন। সকল দেশ ও দ্বীপ, একই ভয়ে ভীত হয়ে তাকে গ্রহণ করতে এবং শিশুটি জন্ম দেয়ার জন্য একটি স্থান দিতে অস্বীকার করলো। দীর্ঘ সময় তিনি মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়ালেন যতক্ষণ না তিনি খুঁজে পেলেন সমুদ্রের উপর ভাসমান এক চিলতে জমি। এর কোন ভিত্তি ছিল না, কিন্তু ভেসে থাকতো বায়ু ও তরঙ্গ দ্বারা। একে বলা হতো ডেলোস এবং সকল দ্বীপের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে অনিরাপদ ও পর্বতময়। যখন লেটো পদার্পণ করলেন এবং আশ্রয় চাইলেন, ক্ষুদ্র দ্বীপটি তাকে স্বাগত জানালো সানন্দে এবং সেই মুহূর্তে চারটি সুউচ্চ স্তম্ভ জেগে উঠলো সমুদ্রের তলদেশ থেকে এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখলো চিরদিন। সেখানে জন্ম নিল লেটোর সন্তানেরা, আর্টেমিস এবং ফিবাস অ্যাপোলো; বহু বছর ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো অ্যাপোলোর পবিত্র মন্দির, যা পরিদর্শিত হলো সারা পৃথিবীর মানুষ কর্তৃক। শূন্য পর্বতটিকে বলা হতো, 'স্বর্গ-নির্মিত দ্বীপ,' এবং সব চাইতে নগণ্য দ্বীপ থেকে তা পরিণত হলো সবচাইতে বিখ্যাত দ্বীপে।

লিনাস

'ইলিয়াড'-এ একটি আঙুরতলার বর্ণনা আছে যেখানে যুবক যুবতীরা ফল তোলার সময় গান গাইছে, 'এক মধুর লিনাস সংগীত।' এটি সম্ভবত অ্যাপোলো এবং সামাথির তরুণ পুত্র লিনাসের জন্য এক শোক সংগীত, যাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তার মা, যে লালিত হয়েছিল এক মেঘ-পালক কর্তৃক, এবং যে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই কুকুর দ্বারা টুকরো টুকরো হয়ে মৃত্যু বরণ করে ছিল। এই লিনাস ছিল অ্যাডোনিস এবং হায়াসিস্থাসের মতো, সকল তরুণ প্রাণের এক রূপভেদ, যা ঝরে যায় বা শুকিয়ে যায় ফল জন্মানোর পূর্বেই। গ্রিক শব্দ 'ailinon !' যার অর্থ

‘দুঃখ লিনাসের জন্য !’ ইংরেজিতে যার অর্থ ‘alas’-এর কাছাকাছি এবং অতিরিক্ত শোকে এটি ব্যবহৃত হতো। আরো একজন লিনাস ছিলেন, অ্যাপোলো এবং এক মিউজের পুত্র, যিনি শিক্ষাদান করেছিলেন অর্ফিউসকে এবং হারকিউলিসের জন্যও একই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হারকিউলিসের হাতেই তার মৃত্যু ঘটে।

মার্পেসা

সে অন্য কুমারীদের চাইতে বেশি ভাগ্যবতী ছিল যারা দেবতাদের প্রেমের শিকার হয়েছিল। ক্যালিডোনিয় শিকার কাহিনীর অন্যতম বীর এবং আর্গোনটদের অন্যতম আইডাস তাকে তার পিতার কাছ থেকে অপহরণ করে নিয়ে যান তার সম্মতিতেই। এরপর তারা এক সাথে সুখেই থাকতে পারতেন; কিন্তু অ্যাপোলো তার প্রেমে পড়ে যান।

আইডাস তাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন, তিনি মার্পেসার জন্য এমনকি অ্যাপোলোর সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস দেখালেন। জিউস তাদেরকে নিরস্ত করলেন এবং মার্পেসাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার যাকে খুশি তাকেই পছন্দ করতে। সে মরণশীলকেই পছন্দ করলো, এই ভয়ে যে, দেবতাটি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন না এবং এই ভয়টি অমূলক ছিল না।

মার্সিয়াস

বাঁশি আবিষ্কৃত হয়েছিল অ্যাপেনা কর্তৃক, কিন্তু তিনি এটি ফেলে দিলেন, কারণ এটি বাজাতে হলে তাকে তার গাল ফোলাতে হতো এবং বিকৃত করতে হতো তার মুখমণ্ডলকে। এক অর্ধমানব-অর্ধ পশুরূপী বনদেবতা, মার্সিয়াস তা খুঁজে পেলেন এবং তিনি এত চমৎকারভাবে তা বাজাতে পারতেন যে, তিনি অ্যাপোলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানানোর সাহস দেখালেন। অবশ্যই জয়যুক্ত হলেন দেবতাটি এবং মার্সিয়াসকে শাস্তি দিলেন তার শরীর থেকে চামড়া তুলে ফেলে।

মেলাপাস

তিনি রক্ষা করেছিলেন এবং লালন-পালন করেছিলেন দুটি সাপকে যখন তার ভৃত্যরা মেরে ফেলেছিল এদের জন্মদাত্রী সাপটিকে এবং সোষা প্রাণী হিসেবে এরা তাকে যোগ্য প্রতিদানও দিয়েছিল। একদা যখন তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন, তারা চুপিসারে উঠে এল তার বিছানার উপর এবং তার কপন অবলেহন করলো। তিনি চমকে উঠলেন ভয়ে, কিন্তু তিনি দেখলেন যে তিনি বুঝতে পারছিলেন তার জানানায় দুটি পাখি তখনো পরস্পরকে কি বলছিল। সাপ দুটো তাকে দিল সকল উড়ন্ত এবং প্রবণ প্রাণীর ভাষা বোঝার সামর্থ্য। এভাবে তিনি শিখলেন ভবিষ্যদ্বাণী

করার কলা যেমনটি আর কেউ কখনো পারেনি এবং পরিণত হলেন এক বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা। তার জ্ঞানের সাহায্যে তিনি নিজেকেও বাঁচিয়েছিলেন। একদা তার শত্রুরা তাকে অবরুদ্ধ করলো এবং তাকে বন্দি হিসেবে রাখলো একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। সেখানে থাকার সময় তিনি পতঙ্গগুলোকে বলতে শুনলেন যে, ছাদের বিমগুলো এতটাই ক্ষয়ে গিয়েছিল যে তা খুব শীঘ্রই ভেঙে পড়বে এবং এর নিচে সবকিছুকে চূরমার করে দেবে।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে যারা বন্দি করেছিল তাদেরকে তা বললেন এবং সবকিছু অন্যত্র সরাতে বললেন। তারা তার কথা মতো কাজ করলো এবং তার পরপরই ছাদটি ধসে পড়লো। তখন তারা বুঝতে পারলো যে, তিনি কত বড় ভবিষ্যদ্বক্তা এবং তারা তাকে মুক্তি দিল এবং পুরস্কৃত করলো।

মেরোপি

তার স্বামী, ফ্রেসফনটোস, যিনি ছিলেন হারকিউলিসের পুত্র এবং মেসেনিয়ার রাজা, দুই পুত্রসহ নিহত হয়েছিলেন এক বিদ্রোহে। পলিফনটোস, যিনি তার উত্তরাধিকারী হলেন, তিনি মেরোপিকে নিলেন তার স্ত্রী রূপে। কিন্তু মেরোপি তার তৃতীয় পুত্র, ইপিটাসকে লুকিয়ে রেখেছিলেন আর্কেডিয়াতে। সে বহু বছর পর ফিরে এল এমন এক মানুষের ভান করে যে হত্যা করেছিল ইপিটাসকে এবং তাই সে পলিফনটোস কর্তৃক সাদরে গৃহীত হলো। তবে তার মা সে প্রকৃত পক্ষে কে তা না জেনেই তার পুত্রের হত্যাকারীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন। যাহোক, অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন সে কে ছিল এবং দুজনে মিলে বয়ে আনলেন পলিফনটোসের মৃত্যু। ইপিটাস তখন হলেন রাজা।

মিরমিডনবৃন্দ

ঈজিনা দ্বীপের এই মানুষগুলো সৃষ্টি হয়েছিল পিপড়া থেকে, ঈকাসের শাসনামলে, যিনি ছিলেন একিলিসের পিতামহ এবং তারা ট্রয়ের যুদ্ধে ছিল একিলিসের অনুসারী। তারা কেবল মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমীই ছিল না, যেমনটি কেউ ভাবেন তাদের জনাসূত্রের কারণে, তারা সাহসীও ছিল। তারা পিপড়া থেকে মানুষে পরিণত হয়েছিল হেরার এক বিদ্রোহপূর্ণ আক্রমণের কারণে। তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এই কারণে যে, জিউস ভালোবেসেছিলেন ঈজিনাকে, যে ছিল সেই রাজকুমারী যার নামে দ্বীপটির নামকরণ করা হয়েছিল এবং যার পুত্র ঈকাস হয়েছিলেন এর রাজা। হেরা পাঠিয়েছিলেন এক মহামারী যার কারণে তারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। এটি মনে হতে থাকলো যেন কেউই জীবিত থাকবে না। ঈকাস আরোহণ করলেন জিউসের সুউচ্চ মন্দিরটিতে এবং তার কাছে প্রার্থনা করলেন, তাকে মনে করিয়ে

দিলেন যে, তিনি তারই পুত্র এবং এমন এক নারীর পুত্র যাকে ভালোবেসেছিলেন দেবতাটি। যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন একদল ব্যস্ত পিপড়াকে। 'হে পিতা,' তিনি চিৎকার করে বললেন, 'এই প্রাণীগুলোকে আমার জন্য মানুষে পরিণত কর, তাদের মতোই অসংখ্য, এবং আমার শূন্য নগরীটিকে পূর্ণ করে দাও।' মনে হলো এক বজ্র নিনাদ তার কথার উত্তর দিল এবং সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, পিপড়াগুলো মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ভোর হওয়ার সাথে সাথে তার পুত্র টেলামন তাকে জাগিয়ে তুললো এই বলে যে, মানুষের এক বিরাট দল এগিয়ে আসছিল প্রাসাদের দিকে। তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং দেখলেন অজস্র মানুষ, সেই পিপড়াগুলোর মতোই অসংখ্য, সকলেই চিৎকার করে বলছিল যে, তারা তার বিশ্বস্ত প্রজা। ফলে পিপড়ার দল থেকে ঈজিনা আবার জনমানুষে অধ্যুষিত হলো এবং যা থেকে তারা জন্মেছে সেই পিপড়ার (মিরমেম্ব্র) নামে তাদেরকে সাহোদন করা হতো মিরমিডন।

নিসাস এবং সাইলা

মেগারার রাজা, নিসাসের মাথায় ছিল রক্তাভ বেগুনি বর্ণের চুল, যা কখনো না কাটতে তাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। চুলগুলো সংরক্ষণের উপর নির্ভর করছিল তার সিংহাসনের নিরাপত্তা। ক্রিটের মাইনস তার নগরী অবরোধ করলেন, কিন্তু নিসাস জানতেন যে, যতক্ষণ তার রক্তাভ বেগুনি বর্ণের চুল থাকবে ততক্ষণ তার কোন ক্ষতি হবে না। তার কন্যা সাইলা নগরীর প্রাচীর হতে প্রায়ই দেখতো মাইনসকে এবং সে গভীরভাবে তাকে ভালোবেসে ফেললো। মাইনসের জন্য তার প্রেম প্রকাশ করার জন্য সে তার পিতার চুল নিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখলো না, কারণ, এর ফলে মাইনস দখল করতে পারবেন নগরীটি। সে তা-ই করলো, সে কেটে ফেললো তার পিতার চুল, যখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন এবং মাইনসের কাছে তা বয়ে নিয়ে গিয়ে সে স্বীকার করলো সে কি করেছে। তিনি আতংকে সরে গেলেন তার কাছ থেকে এবং তাকে দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে দেলেন। যখন নগরীটিকে জয় করা সুসম্পন্ন হলো এবং ক্রিটবাসীরা তাদের জাহাজগুলো ছেড়ে দিয়েছিল স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য তখন আবেগে আকুল হয়ে সে দৌড়ে এল কোলাভূমিতে এবং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেললো সেই জাহাজের পাল, যেটি বহন করছিল মাইনসকে। কিন্তু ঠিক তখনই এক অতিকায় ঈগল ছোঁ মারলো তার উপর। এটি ছিল তার পিতা, যাকে দেবতারা রক্ষা করেছিলেন একটি পাখিতে পরিণত করে। আতংকে সে তার হাত ছেড়ে দিল এবং হয়তো পানিতে পড়ে যেত, কিন্তু হঠাৎ সে নিজেও পরিণত হলো এক পাখিতে। তার প্রতি কিছু দেবতার ছিল সহানুভূতি, যদিও সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং ভালোবাসাকে করেছিল পাপক্ৰিষ্ট।

ওরাইয়ন

সে ছিল এক বিশালদেহ ও সুদর্শন যুবক এবং এক দক্ষ শিকারী। সে কিওসের রাজকন্যার প্রেমে পড়েছিল এবং তার ভালোবাসার জন্য সে দ্বীপটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছিল সকল বন্য প্রাণীকে। সে সব কিছু শিকার করে নিয়ে আসতো তার প্রিয়ার জন্য, যার নাম কখনো বলা হয় ঈরো, কখনো বা মেরোপি। তার পিতা ঈনোপিয়ন তাকে ওরাইয়নের কাছে দিতে রাজি হলেন, কিন্তু তিনি বিয়েটি স্থগিত করে দিলেন। মদ্যপ অবস্থায় ওরাইয়ন একদিন লাঞ্ছিত করে মেয়েটিকে এবং ঈনোপিয়ন ডায়োনিসাসের কাছে মিনতি করেন তাকে শাস্তি দেবার জন্য। দেবতাটি তাকে পাঠিয়ে দিলেন গভীর নিদ্রায় এবং ঈনোপিয়ন তাকে অন্ধ করে ফেললেন। এক ভবিষ্যদ্বক্তা অবশ্য তাকে বলেছিলেন যে, সে আবার দেখতে পাবে যদি সে পূর্বদিকে যায় এবং উদীয়মান সূর্যের আলো আপতিত হতে দেয় তার চোখে। সে চলে গেল লেমনসের মতো সুদূর পূর্বে এবং সেখানে সে তার দৃষ্টি ফিরে পেল। রাজার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে তাত্ক্ষণিকভাবে রওনা দিল কিওসের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওরাইয়ন তাকে খুঁজে পেল না। সে চলে গেল ক্রিটে এবং সেখানে বাস করতে লাগলো আর্টেমিসের শিকারী রূপে, তবুও দেবীটি অবশেষে তাকে হত্যা করেন। কেউ কেউ বলেন, উষাদেবী আরোরো ভালোবাসতেন তাকে এবং আর্টেমিস ঈর্ষাজাত ক্রোধে তাকে হত্যা করেন। অন্যরা বলেন যে, সে অ্যাপোলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল এবং দেবতা সুকৌশলে তার বোন কর্তৃক তাকে হত্যা করান। তার মৃত্যুর পর সে স্থান পেল স্বর্গে এক নক্ষত্ররূপে, যা তাকে উপস্থাপন করে একটি কোমরবন্ধ, তরবারি, লাঠি এবং সিংহের চামড়াসহ।

প্রিয়াডিজ

তারা ছিলেন অ্যাটলাসের কন্যা, সংখ্যায় সাতজন। তাদের নাম ছিল ইলেক্ট্রা, মাইয়া, টেইগেটি, অ্যালসীয়ন, মেরোপি, সেলীনো এবং স্টেরোপি। ওরাইয়ন তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং তারা পালিয়ে গেলেন তার সামনে থেকে এবং সে কাউকে ধরতে পারলো না। তবুও সে তাদেরকে অনুসরণ করা অব্যাহত রাখলো যতক্ষণ না জিউস তাদেরকে নক্ষত্ররূপে স্থাপন করলেন আকাশলোকে। কিন্তু এমন বলা হয়ে থাকে যে, ওরাইয়ন সেখানেও তাদেরকে অনুসন্ধান করতে থাকলো, সর্বদাই ব্যর্থ হলেও সে তার প্রচেষ্টায় অটল থাকলো। যতক্ষণ তারা মর্তে ছিল, তাদের একজন, মাইয়া ছিলেন হার্মিসের স্ত্রী আর একজন ইলেক্ট্রা ছিলেন ট্রোজান যুগের প্রতিষ্ঠাতা ডার্ডেনাসের মা। যদিও এটি মেনে নেয়া হয় যে, তারা ছিলেন সাতজন, কিন্তু মাত্র ছটি নক্ষত্রই পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়। সপ্তমটি সাধারণভাবে অদৃশ্যমান, কেবলমাত্র তাদেরকে ছাড়া যাদের রয়েছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

রিকাস

রিকাস একটি ওক গাছকে প্রায় পতনশীল দেখে একে ঠেস দিয়ে রাখলো। এটি পড়ে গেলে যে বনদেবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারতেন তিনি তাকে যা খুশি তা-ই চাইতে বললেন এবং তিনি তাকে তা দেবার অঙ্গীকার করলেন। সে বললো যে, সে কেবল তার ভালোবাসাই চায় এবং তিনি তাতে রাজি হলেন। তিনি তাকে আদেশ করলেন সাবধানে থাকতে, কারণ তিনি একটি মৌমাছিকে পাঠাবেন তার বার্তাবাহকরূপে যেন সে এর কাছে তার ইচ্ছাটুকু জানিয়ে দেয়। কিন্তু রিকাস তার কিছু সঙ্গীর সাথে দেখা করলো এবং মৌমাছিটির কথা বিস্মৃত হলো, এতটাই যে, যখন সে এর গুঞ্জন শুনলো তখন সে একে দূরে তাড়িয়ে দিল এবং একে আঘাত করলো। গাছটির কাছে ফেরার পর সে সেই বনদেবী কর্তৃক অন্ধ হয়ে গেল, যিনি তার কথার বরখেলাপে এবং বার্তাবাহককে আহত করায় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

সালমোনেউস

দেবতাদেরকে ছাপিয়ে যেতে বা তাদের সমকক্ষ হতে চাইলে মানুষের কি ভয়ংকর পরিণতি হতো এই মানুষটি তারই আর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। সে যা করেছিল তা ছিল খুবই বড় রকমের বোকামি, তবে পরবর্তী সময়ে এটি বলা হতো যে, সে উন্মাদে পরিণত হয়েছিল। সে ভান করতো যে, সে নিজেই ছিল জিউস। তার ছিল পিতলের এমন এক রথ যা চলাচল করার সময় এর চাকায় চাকায় ঘর্ষণে বেজে উঠতো তীব্র শব্দ। জিউসের উৎসবের দিনে সে এটিকে নগরীময় চালালো ভয়ংকরভাবে, একই সময়ে সে ছড়ালো মশালের আগুন এবং জনগণকে বললো তার পূজা করার জন্য, কারণ সেই ছিল বজ্রসৃষ্টিকারী জিউস। কিন্তু ঠিক তখনই এল প্রকৃত বজ্রপাতের আঘাত এবং এর আলোকচ্ছটা। সালমোনেউস তার রথ থেকে পড়ে গেল মৃত অবস্থায়।

এই কাহিনীটি ইঙ্গিত দেয় সেই সব দিনের যখন প্রায়শই চর্চা করা হতো আবহাওয়া-জাদুকনার। এই দৃষ্টিকোণে সালমোনেউস ছিল এক জাদুকর, যে অনুকরণের মাধ্যমে বৃষ্টি-ঝড় আনার চেষ্টা করেছিল, যা ছিল এক সাধারণ জাদুপদ্ধতি।

সিসিফাস

সিসিফাস ছিলেন করিন্থের রাজা। একদিন হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন এক বিশাল ঈগল, যা যেকোন মরণশীল পাবির চাইতে ছিল অপেক্ষাকৃত বড় এবং বেশি সুন্দর, যা অনতিদূরের এক দ্বীপের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক কুমারীকে। নদী-দেবতা

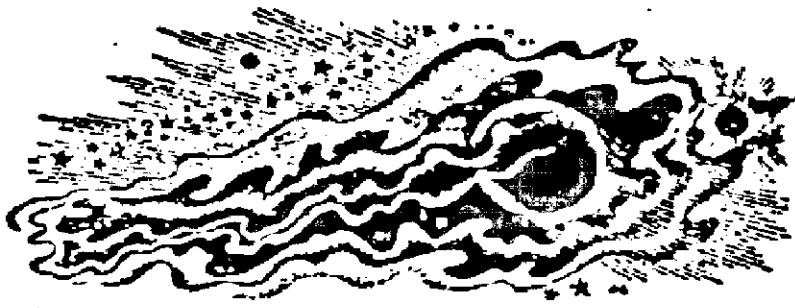
অ্যাসোপাস তার কাছে এলেন তাকে বলার জন্য যে, তার কন্যা ঈজিনা অপহৃত হয়েছে, এবং তিনি চরমভাবে সন্দেহ করেন জিউসকে এবং তাকে খোঁজার জন্য তার সাহায্য চাইলেন ; তখন সিসিকাস তাকে বললেন তিনি কি দেখেছিলেন । এভাবে তিনি তার উপর নামিয়ে আনলেন জিউসের অসীম ক্রোধ । হেডিসে তাকে শাস্তি দেয়া হলো একটি পাথরখণ্ডকে পাহাড়ের উপর তোলার চেষ্টা করতে দিয়ে, যা প্রতি বারই গড়িয়ে পড়ে যেত নিচে । তিনি অ্যাসোপাসকেও সাহায্য করেন নি । নদী-দেবতাটি দীপটিতে গেলেন কিন্তু জিউস তার বজ্রপাত দ্বারা তাকে বিভাড়িত করেন । সেই কুমারীর সম্মানে দীপটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল ঈজিনা । ঈজিনার পুত্র ইকাস ছিলেন একিলিসের পিতামহ, যাকে কখনো কখনো বলা হয় ইকাসের উত্তরাধিকারী ইয়্যাসিডেস ।

টাইরো

টাইরো ছিল সালমোনেউসের কন্যা । সে পোসাইডনের ঔরসে গর্ভে নিয়েছিল দুই জমজ পুত্র । কিন্তু তার পিতার অসন্তোষের ভয়ে, যদি তিনি জানতে পারেন শিশুদ্বয়ের জন্মের কথা, সে তাদেরকেই ত্যাগ করেছিল । তাদেরকে ঝুঁজে পেল সালমোনেউসের ঘোড়া-রক্ষক এবং তারা সানিত হলো তার কাছে এবং তার স্ত্রীর কাছে, যারা তাদের একজনকে ডাকতো পেলিয়াস এবং অন্যজনকে নেলেউস । টাইরোর স্বামী, ক্রিথিউস কিছু বছর পর আবিষ্কার করলেন, পোসাইডনের সাথে তার কি সম্পর্ক ছিল । চরম ক্রোধে তিনি তাকে ত্যাগ করলেন এবং বিয়ে করলেন টাইরোর এক ভৃত্যা সিডেরোকে, যে তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল । যখন ক্রিথিউস মারা গেলেন, তখন পালক-মাতাটি জমজ ভাই দুটিকে বললো তাদের প্রকৃত পিতা-মাতা কারা ছিলেন ; তারা তৎক্ষণাৎ টাইরোকে ঝুঁজতে বেরিয়ে চরম দুঃখ-কষ্টের মাঝে পড়লো এবং যখন তারা তাকে আবিষ্কার করলো, তখন সে বাস করছিল চরম দুঃখ-দুর্দশার মাঝে । অতঃপর তারা ঝুঁজতে থাকলো সিডেরোকে, তাকে শায়েস্তা করার জন্য । সে তাদের আগমনের কথা শুনে আশ্রয় নিল হেরার মন্দিরে । দেবীর ক্রোধকে উপেক্ষা করে পেলিয়াস তাকে হত্যা করলেন । হেরা নিজে এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক বছর পরে । পেলিয়াসের সৎ ভাই, টাইরো এবং ক্রিথিউসের পুত্র, ছিলেন জ্যাসনের পিতা, যাকে পেলিয়াস হত্যা করতে চেয়েছিলেন স্বর্ণ-মেঘের চামড়া আনার অভিযানে প্যারিসে । উল্টো, জ্যাসন হলেন তার মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ । তিনি নিহত হন তার কন্যাদের হাতে, জ্যাসনের স্ত্রী মিডিয়ায় নির্দেশনায় ।

সপ্তম পর্ব
নর্সদের পুরাণতত্ত্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



নর্স পুরাণতত্ত্বের ভূমিকা

নর্স পুরাণতত্ত্বের জগৎ এক অদ্ভুত জগৎ। অ্যাসগার্ড, যা ছিল দেবতাদের আবাসস্থল, মানুষের স্বপ্নলোকের যেকোন স্বর্গের চাইতে ছিল ভিন্নতর। এতে ছিল না আনন্দের কোন দীপ্তি, ছিল না স্বর্গ-সুখের কোন নিশ্চয়তা। এটি এক সমাধি এবং ভাবগম্ভীর স্থান, যার উপর ঝুলে আছে অনিবার্য ধ্বংসের পরিণতি। দেবতারা জানেন যে, এমন একদিন আসবে যেদিন তারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। কোন একদিন তারা মুখোমুখি হবেন তাদের শত্রুদের এবং তাদের কাছে তারা পরাস্ত হবেন ও মৃত্যু বরণ করবেন। অ্যাসগার্ড ধ্বংস হয়ে যাবে পুরোপুরি, শুভ শক্তির যা কারণে যুদ্ধ করবেন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তা আশাহীন। তবুও দেবতারা এর জন্য যুদ্ধ করবেন শেষ পর্যন্ত।

অবশ্যম্ভাবীভাবে একই কথা সত্য মানুষের ক্ষেত্রে। যদি দেবতারা শেষ পর্যন্ত অশুভ শক্তির সামনে অসহায় হয়ে পড়েন, তবে মানুষেরও হবে একই পরিণতি। প্রথম আদি কাহিনীগুলোতে নায়ক-নায়িকারা মুখোমুখি হয় ধ্বংসের। তারা জানে যে, তারা নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না, সাহস, সহিষ্ণুতা বা সৎকর্ম—কোন কিছুর দ্বারাই তা সম্ভব নয়। তারা প্রতিরোধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করে। এক সাহসী মৃত্যু তাদেরকে অধিকার করে নেয়—কমপক্ষে বীরগণকে—ভ্যালহল্লার এক আসনে, যা ছিল অ্যাসগার্ডের এক সভাকক্ষ। কিন্তু সেখানেও তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে চূড়ান্ত পরাজয় এবং ধ্বংসের জন্য। শুভ এবং অশুভের মধ্যে শেষ যুদ্ধে তারা দেবতাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবে এবং তাদের সাথে মৃত্যুবরণ করবে।

এটি ছিল সেই জীবন-দর্শন যা নর্স ধর্মের ভিত্তিরূপে কাজ করতো, যা ছিল মানুষের মন থেকে জাত সবচেয়ে নিরানন্দ ধারণা। মানবাত্মার জন্য ধারণ করা সম্ভাব্য একমাত্র সহায় ছিল এই যে, একজন শুদ্ধ ও কালিমাস্কৃত ভালো মানুষ কেবল বীরত্ব অর্জন করার আশা করতে পারে, এবং ত্যাগেই ছিল বীরত্বের মাহাত্ম্য। একজন বীর কেবল মৃত্যুর মাধ্যমেই প্রমাণ করতে পারে তার পরিচয়। শুভ শক্তির সামর্থ্য প্রমাণিত হয় অশুভকে সর্বতোভাবে পরাস্ত করার মাধ্যমে নয় বরং নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েও অশুভকে অব্যাহতভাবে প্রতিরোধ করে যাওয়ার মাধ্যমে।

প্রথম দৃষ্টিতে, জীবন সম্বন্ধে এরূপ একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়তিবাদী বলে মনে হয়। কিন্তু নিয়তিবাদ সেন্ট পল বা তার সামরিক প্রোটেক্ট্যান্ট অনুসারীদের উপর বতর্টুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল, নর্সম্যানদের অস্তিত্বের চেতনায় নির্মম নিয়তির পরিণতি তার চাইতে অধিক প্রভাব বিস্তার করে নি এবং এর কারণও ছিল সুস্পষ্ট। যদিও নর্স বীরকে বশ্যতা স্বীকার না করলে পেতে হয় মৃত্যুর স্বাদ, তাকে পছন্দ করতে হয় বশ্যতা স্বীকার এবং মৃত্যু বরণের মধ্যে যেকোন একটিকে। সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজটি তার নিজেরই। এমনকি তার চাইতেও বেশি। বীরের মতো মৃত্যু, ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীর মতো মৃত্যু, তা কোন পরাজয় নয়, এক বিজয়। একটি নর্স কাহিনীতে একজন বীর উচ্চস্বরে হাসতে থাকে যখন তার শত্রুরা তার হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে ফেলতে থাকে তার জীবন্ত শরীর থেকে, তা তাকে তার উপর বিজয়ীর চাইতেও তাকে শ্রেষ্ঠতর রূপে প্রমাণ করে। সে তাদেরকে বলে যে, এর ফলে, তোমরা আমার কিছুই করতে পারবে না, কারণ আমি তোয়াক্কা করি না তোমরা কি করছো তাতে। তারা তাকে মেরে ফেললো, কিন্তু সে বিজয়ী রূপেই মৃত্যুবরণ করে।

মানুষের জন্য বেঁচে থাকা এক কঠিন বিষয়, এক ভিন্নতর পথে হলেও যা পর্বতের উপর সের্মনের সাথেই তুলনীয়, কিন্তু সহজ পথটি পরিণামে কখনই মানবজাতির কর্তব্য নির্দেশ করতে পারে নি। আদি খ্রিস্টানদের মতো নর্সম্যানরাও তাদের জীবনকে পরিমাপ করতো বীরসুলভ আদর্শ দ্বারা। খ্রিস্টানরা অবশ্য এক স্বর্গ বা চিরায়ত আনন্দের কথা ভাবতো। নর্সম্যানরা তা-ও করে নি। কিন্তু অজানা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যতদিন না খ্রিস্টান মিশনারিগুলো এল, বীরত্বই ছিল যথেষ্ট।

নর্স পুরাণের কবিগণ দেখেছিলেন যে মৃত্যুতেই অর্জন করা সম্ভব বিজয় এবং সেই সাহস কখনোই পরাস্ত হয়নি। মহান টিউটনিক যুগের পুরোটার জন্য তারাই ছিলেন একমাত্র মুখপাত্র—যে যুগের অংশ ছিল ইংল্যান্ড এবং আমরা, যারা প্রথম বসতি স্থাপন করি আমেরিকায়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ব্যতীত অন্য সকল স্থানে আদি নথিপত্রসমূহ, ঐতিহ্য, সংগীত এবং উপাখ্যানসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল খ্রিস্টানদের পুরোহিতগণ দ্বারা, যারা এক তিক্ত ঘৃণা অনুভব করতো প্যাগান ধর্মাচরণের প্রতি, যাকে তারা ধ্বংস করতে এসেছিল। এটি বিশ্বয়কর যে কত নিবৃত্তভাবে তারা এই ধ্বংসের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। সামান্যই টিকে থাকলো : ইংল্যান্ডের বিগুল্ফ, জার্মানির নাইবলুংগেনলিড এবং ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আরো কিছু স্থান। কিন্তু দুটি আইসল্যান্ডিয় Edda যুদ্ধ না পাওয়া যেত তবে ধর্মটি সম্বন্ধে আমরা বাস্তবে কিছুই জানতে পারতাম না যা যুগটিকে পরিণত করেছে সেই রূপে যা আজ আমরা দেখছি। আইসল্যান্ড এর অবস্থানের কারণে স্বভাবতই ছিল উত্তর দিকের শেষ দেশ যা খ্রিস্টানত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল, যেখানে মিশনারিগুলোকে মনে হয় অপেক্ষাকৃত মার্জিত অথবা হয়তো তাদের ছিল কম প্রভাব। ল্যাটিনরা নর্স

ভাষাকে লেখার ভাষা হতে ছুড়ে ফেলে দেয় নি। জনগণ এখনও বলে পুরোনো গল্পগুলো সাধারণ কথা ভাষায়, এবং তার কিছু লিখিত রূপও এসেছিল, যদিও আমরা জানি না এটি সম্পন্ন হয়েছিল কার দ্বারা বা কখন। Elder Edda-এর প্রাচীনতম পাণ্ডুনিপিকে তারিখ দেয়া হয়েছে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে, খ্রিষ্টানদের আগমনের তিনশত বছর পরে, কিন্তু যে কবিতাগুলো দ্বারা এটি গঠিত সেগুলো বিতর্কভাবেই প্যাগান এবং সকল পণ্ডিত ব্যক্তিই বলেন যে, এটি অতি পুরোনো। গদ্যরূপের Younger Edda, লিখিত হয়েছিল স্মরি স্টার্নসন নামক এক লেখক কর্তৃক, দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষ অংশে। এর প্রধান অংশ হলো এক গবেষণামূলক আলোচনাগ্রন্থ কিভাবে কবিতা লিখতে হয় তার উপর, কিন্তু এটি ধারণ করে কিছু প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক উপাদান যা নেই Elder Eddaতে।

দুটির মধ্যে অধিকতর বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো Elder Edda. এটি গঠিত ভিন্ন ভিন্ন কবিতা দ্বারা প্রায়শই একই কাহিনীর উপর, কিন্তু কখনোই একটি অপরাটর সাথে সম্পর্কিত নয়। যেখানে রয়েছে বিশাল মহাকাব্যের রসদ, যা হতে পারে 'ইলিয়াড'-এর মতোই বিশাল, এমনকি এর চাইতেও বিশালতর, কিন্তু কোন কবিই এগিয়ে আসেন নি এটি নিয়ে কাজ করার জন্য, যেমনটি হোমার করেছিলেন প্রাচীন কাহিনীগুলো নিয়ে, যা ছিল 'ইলিয়াড'-এর পুরোগামী। নর্থল্যান্ডে এমন কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিল না কবিতাগুলোকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া এবং একে সৌন্দর্য ও ক্ষমতার উৎসে পরিণত করার জন্য; এমনকি স্থূল ও সাদামাটা বিষয়গুলোকে বাতিল করা এবং অপটু ও একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিগুলোকে বাদ দেয়ার মতোও কেউ ছিল না।

Edda-তে নামের এমন তালিকা আছে যেগুলো পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে লেখা হয় অতর্কিত অবস্থায়। তবুও এর কাহিনীগুলোর বিষয় মইমা ছড়িয়ে পড়ে এর একরূপ স্টাইলের জন্য। হয়তো কেউই বলতে পারবে না 'স্টাইল'-টির কথা যারা পড়তে পারে না প্রাচীন নর্স কাহিনী; কিন্তু সবগুলো অনুবাদ আনড়িপনা এবং অনিরপেক্ষতায় এমনই এক রকম যে, কেউ একজন মূল রচনাটিকেই দোষী সাব্যস্ত করতে পারে, কমপক্ষে অংশবিশেষে। Elder Edda-এর কবিগণকে মনে হয় যেন কাহিনীগুলোকে শব্দে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার চাইতে ধারণাই ছিল বেশি। কাহিনীগুলোর অনেকগুলোই চমৎকার। এদের সমকক্ষ হওয়ার মতো কোন কিছুই নেই পুরাণে, কেবলমাত্র ট্র্যাজেডির কবিদের রচনাগুলো ব্যতীত। সকল শ্রেষ্ঠ নর্দান কাহিনীই ট্র্যাজিক, সেই সব নর-নারী সম্বন্ধে যারা অস্বাভাবিকভাবে মুখোমুখি হয় মৃত্যুর, প্রায়শই একে পছন্দ করে ইচ্ছাকৃতভাবে, এমনকি একে পরিকল্পনা করে রাখে আগে ভাগেই। অন্ধকারের মাঝে একমাত্র আলোক হলো বীরত্ব।



বাইশ সিগুনি এবং সিগার্ডের কাহিনী

(আমি এই কাহিনীদ্বয়কে বর্ণনা করার জন্য নির্বাচন করেছি এ কারণে যে, আমার কাছে মনে হয় এগুলো অন্য যেকোনটির তুলনায় নর্স চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে প্রকাশ করে। সিগার্ড হলো নর্স বীরদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ; তার কাহিনী মূলত নাইবলুংগেনলিডের সিগফ্রিডের কাহিনীর। তিনি ভোলসুংগাসাগাতে পালন করেন প্রধান ভূমিকা, যা হলো জার্মান কাহিনীর নর্স-রূপ, যাকে পরিচিত করে তুলেছিল ওয়াগনার অপেরা। তবুও আমার কাহিনীর জন্য আমি এর কাছে যাইনি, গিয়েছি Elder Edda-এর কাছে, যেখানে সিগার্ড, ডাইনহিল্ড এবং শুডরান-এর ভালোবাসা ও মৃত্যুই হলো অনেকগুলো কবিতার বিষয়বস্তু। স্যাগাস, যেগুলো সবই গদ্য কাহিনী, রচিত হয়েছিল আরো পরে। সিগুনির কাহিনী বর্ণিত আছে ভোলসুংগাসাগাতে।)

সিগুনি ছিল ভোলসাং-এর কন্যা এবং সিগমুন্ডের বোন। তার স্বামী বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিল ভোলসাংকে এবং বন্দি করে তার পুত্রদেরকে। রাতের অন্ধকারে সে একে একে তাদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়ে গেল সেখানে, যেখানে নেকড়েগুলো খুঁজে পাবে এবং ভক্ষণ করবে তাদেরকে। যখন শেষ জনকে, যে ছিল সিগমুন্ড, আনা হলো বাইরে এবং বাঁধা হলো শিকলে, সিগুনি তাকে বাঁচানোর একটি উপায় খুঁজে পেল। সে তাকে মুক্ত করলো এবং দুজনে প্রতিজ্ঞা করলো তাদের পিতা ও ভাইদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার। সিগুনি স্থির করলো যে সে সিগমুন্ডের ঔরসে এক সন্তানকে গর্ভে ধারণ করবে তাকে সাহায্য করার জন্য এবং সে ছদ্মবেশে তার সাথে দেখা করলো এবং তার সাথে তিন রাত কাটালো। সিগমুন্ড কখনো জানলো না তার সাথে কে মিলিত হয়েছিল। তাদের মিলনের ফলে জন্ম নেয়া বালকটি যখন সিগুনিকে ত্যাগ করার বয়সে পৌঁছলো, সে তাকে পাঠিয়ে দিল সিগমুন্ডের কাছে এবং তারা দুজনে একত্রে থাকলো যতদিন না বালকটি যার নাম ছিল সিনফ্রয়োটলি প্রাপ্ত বয়স্ক হলো। এই পুরোটা সময় সিগুনি বাস করলো তার স্বামীর সাথে, তার ঔরসে গর্ভে ধারণ করলো সন্তান, তার হৃদয়ের এক চরম বাসনা

সম্বন্ধে তাকে কিছুই বুঝতে দিল না তার উপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে। অবশেষে এল এর জন্য উপযুক্ত দিন। সিগমুন্ড এবং সিনফিয়োটলি চমকে দিল পুরো সংসারটিকে। তারা হত্যা করলো সিগ্গনির অন্যান্য সন্তানদেরকে ; তার স্বামীকে তারা বন্দি করলো ঘরের ভিতর এবং এতে আশ্রয় ধরিয়ে দিল। সিগ্গনি এসব দেখলো নীরবে, নিঃশব্দে। যখন সব কিছু সাঙ্গ হলো তখন সে তাদেরকে বললো যে, তারা কৃতিত্বের সাথে সব মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে ; এবং সাথে সাথে প্রবেশ করলো সেই জ্বলন্ত ঘরে এবং সেখানেই মারা গেল। বছরের পর বছর ধরে সে অপেক্ষা করেছে, সে পরিকল্পনা করেছে ; যখন সে তার স্বামীকে হত্যা করবে, তখন সেও তার সাথে আত্মহত্যা দেবে। তার পাশে ক্লাইটেমেনেস্ট্রা মান হয়ে যেত যদি তার কাহিনী লেখার জন্য থাকতো একজন নর্স ঈক্সিলাস।

সিগফ্রিডের কাহিনীটি এমন পরিচিত যে এর আদিরূপ সিগার্ডের কাহিনীটি বর্ণনা করা যায় সংক্ষেপে। এক ভ্যালকাইরি, ব্রাইনহিল্ড, অবমাননা করেছিল ওদিন-কে এবং নিদ্রায় নিক্ষিপ্ত হয়ে শান্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যতক্ষণ না কেউ এসে তাকে জাগিয়ে তুলবে। সে প্রার্থনা করে যে, তার কাছে যে আসবে তাকে হতে হবে এমন একজন যার চিত্ত হবে শঙ্কাহীন, কারণ ওদিন তার শয্যার চারদিকে ছড়িয়ে রাখেন লেলিহানময় আগুন যা কেবল একজন বীরের পক্ষেই সম্ভব সাহসের সাথে মোকাবেলা করা। সিগমুন্ডের পুত্র সিগার্ড কাজটি করলো। সে তার ঘোড়াকে চালিয়ে দিল অগ্নিশিখার ভিতর দিয়ে এবং জাগিয়ে তুললো ব্রাইনহিল্ডকে, যে সানন্দে নিজেকে সমর্পণ করলো বীরটির কাছে, কারণ সে প্রমাণ করেছে যে, তার সাহস ছিল তার কাছে পৌছানোর। কিছুদিন পর সিগার্ড ব্রাইনহিল্ডকে সেই অগ্নি-বন্ধ স্থানে রেখে চলে এল।

সিগার্ড গেল গিউকাংসদের আবাসস্থলে, যেখানে সে ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার করলো রাজা গানারের সাথে। গানারের মা গ্রিমহিল্ড কামনা করেন সিগার্ডকে তার কন্যা গুডরানের জন্য এবং তাকে দিল এমন এক জাদুর তরল যার ক্রিয়ায় সে ভুলে গেল ব্রাইনহিল্ডকে। সে বিয়ে করলো গুডরানকে, তখন গ্রিমহিল্ডের জাদুর ক্ষমতায় সে ধারণ করলো গানারের রূপ, সে আবার ঘোড়া চালালো অগ্নিশিখার ভিতর দিয়ে, গানারের জন্য ব্রাইনহিল্ডকে জয় করার জন্য, যে নিজে সেই কাজ করার মতো বীর ছিল না। সিগার্ড তার সাথে সেখানে তিন রাত কাটালো, কিন্তু সে বিছানায় তাদের মাঝখানে রেখেছিল তার তরবারিটি। ব্রাইনহিল্ড তার সাথে গেল গিউকাংসে, যেখানে সিগার্ড তার নিজ রূপ ফিরিয়ে আনলো, কিন্তু তা ব্রাইনহিল্ডকে না জানিয়ে। ব্রাইনহিল্ড বিয়ে করলো গানারকে, এটি বিশ্বাস করে যে, সিগার্ড তার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল, এবং গানার আগুনের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে তার কাছে

গিয়েছিল। গুডরানের সাথে এক ঝগড়ার ফলে সে জেনে ফেলে সত্যটি এবং প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করলো। ব্রাইনহিল্ড গানারকে বললো যে, সিগার্ড গানারের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভেঙে ফেলেছিল, যে সে প্রকৃতই তাকে ভোগ করেছিল তিন রাত ধরে, যদিও সে বলেছিল যে তাদের মাঝে ছিল তার ডরবারি, এবং যদি গানার সিগার্ডকে হত্যা না করে, তবে সে তাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। গানার নিজে সিগার্ডকে হত্যা করতে পারে না, সে তার সাথে যে ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার করেছিল তার কারণে, কিন্তু সিগার্ডকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার জন্য সে তার ছোট ভাইকে প্ররোচিত করে, এবং গুডরান জেগে উঠে দেখলো তার স্বামীর রক্ত বয়ে যাচ্ছিল তার শরীরের উপর দিয়ে।

তখন ব্রাইনহিল্ড হাসলো
কেবল একবার, হৃদয় নিংড়ানো হাসি,
যখন সে তুললো গুডরানের বিলাপ।

যদিও সে বয়ে এনেছিল সিগার্ডের মৃত্যু, তাই সিগার্ডের মৃত্যুর পর সে-ও আর বেঁচে থাকতে চাইলো না। সে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে বললো :

আমি কেবল একজনকেই ভালবেসেছিলাম।
আমার চিন্তা কখনো ছিল না পরিবর্তনশীল।

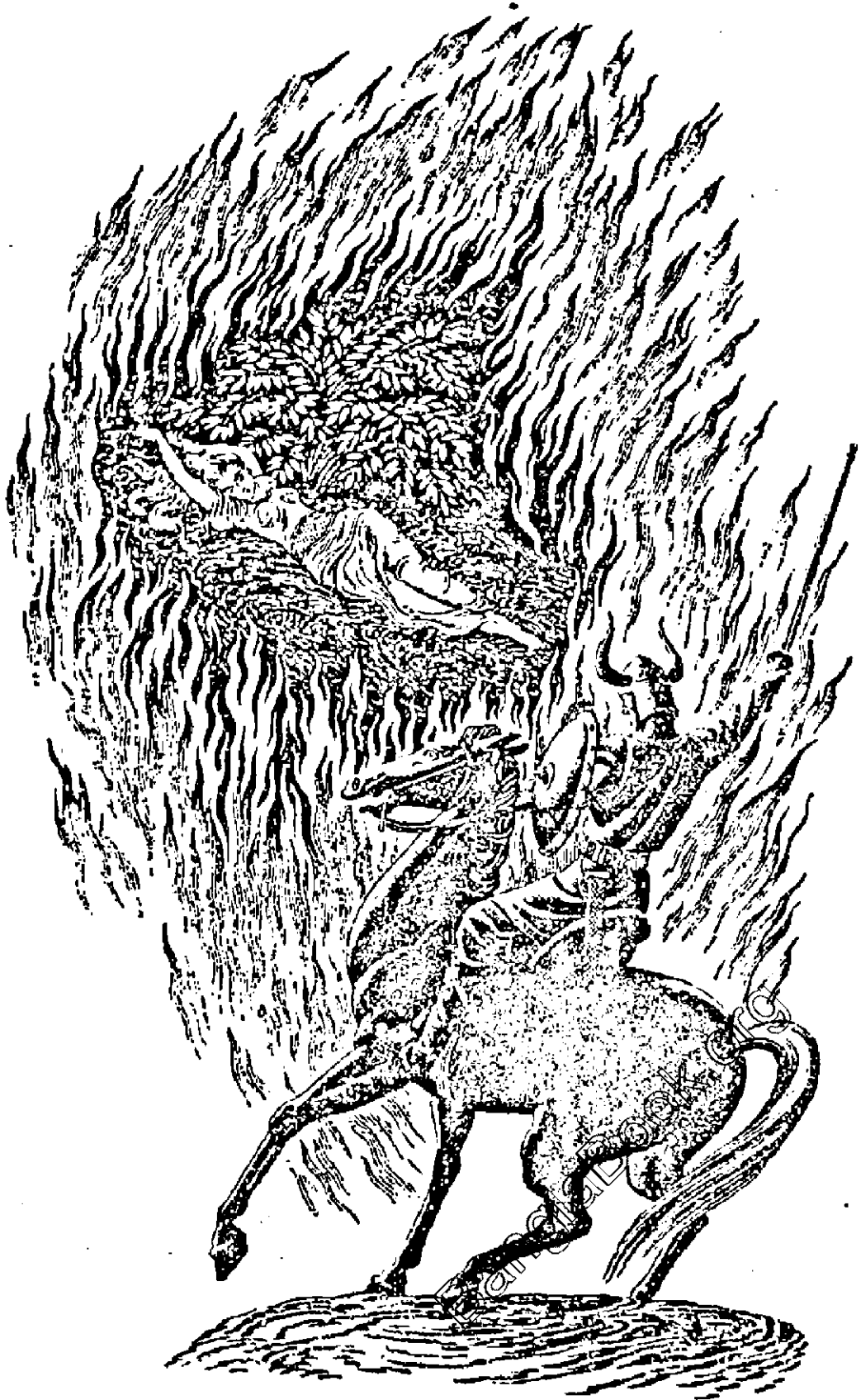
সে তাকে বললো যে, সিগার্ড তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি যখন ভয়ংকর অগ্নি-বলয়ের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে সে তাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল গানারের জন্য।

আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম একই শয়্যায়
যেন সে ছিল আমার ভাই।
কখনো পৃথিবীতে নর-নারীর জন্য হয়
দীর্ঘ দুঃখভোগের জন্য—

সে আত্মাহুতি দিল এই প্রার্থনায় যে, চিতার আগুনে তার দেহটিকেও শুইয়ে দেয়া হোক সিগার্ডের সাথে।

সিগার্ডের দেহের পাশে গুডরান বসে থাকলো নীরবে। সে কোন কথা বলতে পারলো না, সে কাঁদতেও পারলো না। সকলেই ভয় পেয়ে গেল যে, যদি সে তার শোক থেকেই মুক্তি না পায় তবে হয়তো তারও মৃত্যু ঘটবে, এবং একের পর এক নারীরা এসে তাদের নিজ নিজ দুঃখ বর্ণনা করতে লাগলো :

সেই তিস্ততম যন্ত্রণা যা প্রত্যেকে সহ্য করেছে।



সিগার্ড আগুনের তিতর দিয়ে ছুটে চলেছেন ব্রাইনহিল্ডের দিকে

স্বামী, কন্যা, বোন, ভাই,—একজন বনলো,—সকলেই চলে গেল আমার কাছে
থেকে, এবং তবু আমি বেঁচে আছি।

তবুও শোকের ভারে কানতে পারলো না ওড়রান।

বীরের মৃতদেহের পাশে এমনই কঠিন হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়।

আমার সাতটি পুত্র মারা গেল দক্ষিণ-ভূমিতে, আর একজন বনলো, এবং
আমার স্বামীও, আট জনই যুদ্ধে। আমি নিজ নিজ হাতে তাদের মৃতদেহগুলো
ওইয়ে দিলাম কবরে। কেবল ছ'মাসের মধ্যেই আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল এসব
কিছু। এবং কেউ আসেনি আমাকে সাহায্য দিতে।

তবুও শোকের ভারে কানতে পারলো না ওড়রান

বীরের দেহের পাশে এমনই কঠিন হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়।

তখন অবশিষ্টদের চাইতে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমতী একজন, মৃত জনটির উপর
থেকে তুলে নিল শবাব্যাদন বস্ত্রটি।

...সে তয়ে পড়লো।

স্বামীর প্রিয় মাথাটি স্ত্রীর হাঁটুর উপর।

‘তার দিকে তাকাও যাকে তুমি ভালবাসতে এবং

তোমার ঠোঁট চেপে ধর তার ঠোঁটে, যেন সে এখনো জীবিত।’

ওড়রান তাকালো কেবল একবার।

সে দেখলো রক্তে জটবাঁধা তার চুল,

তার নিমিলিত চোখ যা ছিল উজ্জ্বল,

তারপর সে অবনত হলো এবং নুইয়ে দিল তার মাথা,

এবং তার অশ্রু নেমে এল বৃষ্টির ফোঁটার মতো।

আদি নর্স কাহিনীগুলো এরকমই। মানুষের জন্য দুঃখ ভোগের জন্য,
অগ্নিস্কুলিঙ্গ যেমন-উঠে যায় উপরে, এটি তেমনি সত্য। বেঁচে থাকা মানেই কষ্ট
ভোগ করা এবং জীবনের সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো সাহসের সাথে কষ্টকে
ভোগ করা। ব্রাইনহিস্টের সাথে প্রথমবার যাওয়ার পথে সিগার্ডের সাথে দেখা হয়
এক জ্ঞানী ব্যক্তির এবং সে তাকে জিজ্ঞাসা করে কি হবে তার পরিণতি:

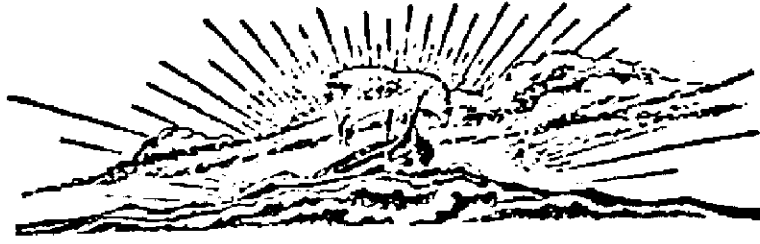
যতই কঠোর হোক না কেন আমার কাছে

কিছুই করবে না গোপন।

জানী ব্যক্তিটি উত্তর দিলেন :

তুমি জেনে রেখো যে, আমি মিথ্যা বলবো না ।
কখনো তুমি হয়ে যেয়ো না কদর্যতায় কালিমালিঙ
তবু একদিন তোমার উপর নেমে আসবে ক্ষতসের দিন,
ভয়ানক রোধের একটি দিন এবং নিদারুণ যন্ত্রণার একটি দিন ।
কিন্তু সর্বদাই মনে রেখো, মানুষের নিয়ন্তা,
যে নিয়তিই নিয়ন্ত্রণ করে বীরের জীবন ।
এবং সিগার্ডের চেয়ে উজ্জ্বল জীবন যাপন করা
কারো পক্ষে সম্ভব নয় ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



তেইশ নর্স দেবতাগণ

ত্রিসের কোন দেবতা বীর হতে পারতেন না। সকল অলিম্পিয়ান ছিলেন অমর এবং অপরাজেয়। তারা কখনো অনুভব করতেন না সাহসের উত্তাপ; তারা কখনো গ্রাহ্য করতেন না বিপদকে। যখন তারা যুদ্ধ করতেন তখন তারা নিশ্চিত থাকতেন বিজয় সম্বন্ধে এবং কোন ক্ষতিই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারতো না। এটি ভিন্নতর ছিল অ্যাসগার্ডে। জায়ান্টগণ, যাদের নগরী ছিল জোতুনহিম, ছিল ঈসার নামে অভিহিত দেবতাদের সক্রিয় এবং অনড় শত্রু, এবং তারা শুধু সদা-বর্তমান কোন বিপদই ছিল না, এও জানতো যে, পরিশেষে তাদের পূর্ণ বিজয় অবধারিত।

এই ধারণাটি অ্যাসগার্ডের সকল অধিবাসীর হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল, এর প্রভাব সবচাইতে বেশি ছিল তাদের প্রধান এবং শাসক ওদিনের উপর। জিউসের মতো ওদিনও ছিলেন আকাশ-পিতা,

মেঘ-ধূসর এক পোশাকে সজ্জিত এবং
মাথা ও ঘাড়ের বস্ত্রাবরণটি আকাশ-নীল।

কিন্তু এখানেই সাদৃশ্যটি শেষ। জিউস এবং ওদিনের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন হবে। ওদিন এক অভিনব ও অনন্য চরিত্র, সর্বদাই একাকী। এমনকি তিনি যখন ভোজসভাতে বসেন দেবতাদের সাথে তার স্বর্ণ-প্রাসাদ, গ্ল্যাডশিমে অথবা বীরগণের সাথে, ভ্যালহাল্লাতে, তখন তিনি কোন খাবার গ্রহণ করেন না। তার সামনে পরিবেশিত খাবার তিনি দিয়ে দেন দুটি নেকড়েকে যেগুলো জ্বলন্ত হয়ে থাকে তার পায়ের কাছে। তার কাঁধের উপর বসে থাকে দুটি দাঁড়কীয়া পক্ষী প্রতিদিন উড়ে বেড়ায় পৃথিবীময় এবং তার জন্য নিয়ে আসে সকল মানুষের কৃত কর্মের খবর। একটির নাম 'চিন্তা' (হগিন) এবং অপরটির নাম 'স্মৃতি' (মুনিন)।

যখন অন্য দেবতাদেরকে ভোজ দেয়া হয়, তখন ওদিন অস্বস্তিতে থাকেন 'চিন্তা' এবং 'স্মৃতি' তাকে কি জানালো।

অন্য সকল দেবতার একত্রে দায়িত্বের চাইতে তার ছিল অধিকতর বেশি দায়িত্ব, ঋৎসের দিন 'রাগনারক'কে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে দেয়া, যখন ঋৎস হয়ে যাবে স্বর্ণ-মর্ত্য সবকিছু। তিনি ছিলেন সর্ব-পিতা, দেবতা ও মানবকুলের

সর্বাধিপতি, তথাপি তিনি সর্বক্ষণ সন্ধান করতেন গভীরতর জ্ঞানের। জ্ঞানী মিমিরের সুরক্ষায় থেকে তিনি চলে গিয়েছিলেন 'জ্ঞানের কূপ'-এর নিচ পর্যন্ত, এ থেকে এক চুষক পাওয়ার আশায়, এবং যখন মিমির উত্তর দিলেন যে, এ জন্য তাকে হারাতে হবে একটি চোখ, তিনি চোখটি হারাতেও রাজি হলেন। অনেক কষ্ট ভোগের মাধ্যমে তিনি জয় করেন রুনেসের জ্ঞানও। রুনেস ছিল জাদুকরী আকীর্ণ শব্দাবলী, যে কাঠ, ধাতু বা পাথর—যেকোন কিছু উপর খোদাই করতে পারতো, এরা তার জন্য বয়ে আনতো চরম ক্ষমতা। ওদিন এগুলোকেও আয়ত্তে আনলেন রহস্যময় যন্ত্রণাভোগের মাধ্যমে। Elder Edda-তে তিনি বলেন যে, তিনি বলেছিলেন

নয়টি পূর্ণরাত ধরে বায়ু-প্রকম্পিত বৃক্ষে
এক বর্শায় আহত হয়ে।
আমি নিজে নিজেই উৎসর্গীকৃত হলাম ওদিনের উদ্দেশে,
সেই বৃক্ষে, যা চেনে না কোন মানুষ।

তিনি তার কষ্টার্জিত জ্ঞানকে সঞ্চারিত করেন মানুষের মধ্যে। তারাও রুনেস ব্যবহার করতে সক্ষম হলো নিজেদের সুরক্ষার জন্য। তিনি তার জীবনকে আবার বিপন্ন করে তুলেছিলেন জায়ান্টদের কাছ থেকে স্ক্যালডিক মদ আনতে গিয়ে, যে কেউ এর স্বাদ নিলে যা তাকে পরিণত করতো কবিতে। এই চমৎকার আশীর্বাদটি তিনি দেবতা ও মানুষ উভয়ের উপরেই বর্ষণ করেন। সকল বিবেচনাতেই তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য হিতৈষী।

কুমারী মেয়েরা 'ছিল তার পরিচারিকা ; ভ্যালকাইরিবৃন্দ। তারা অপেক্ষা করতো অ্যাসগার্ডের টেবিলে এবং পূর্ণ করে রাখতো মদ্য পানের পাত্রটি, কিন্তু তাদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া এবং ওদিনের আদেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যে, কে জিতবে আর কে মারা যাবে এবং সাহসী মৃতটিকে ওদিনের কাছে নিয়ে আসা। 'ভ্যাল'-এর অর্থ হলো 'হত্যা কৃত,' এবং ভ্যালকাইরিগণ ছিল হত্যা কৃতদেরকে নির্বাচনকারী ; যে স্থানে মৃত বীরদেরকে নিয়ে আসা হতো তা ছিল হত্যা কৃতদের কক্ষ 'ভ্যালহাল্লা'। যুদ্ধে মৃত্যু-নিয়তিকে বরণ করে নেয়া বীরগণ দেখবে :

পরম সুন্দরী কুমারীগণ তাদের
উজ্জ্বল অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের যোড়া,
ভাবগাভীর্যময় এবং গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন,
আর তাদের শ্বেতগুহ্র হাতগুলো কয়েক ইশারা।

অবশ্যই বুধবার ছিল ওদিনের দিবস। তার নামের দক্ষিণী রূপ ছিল 'উদেন'।

অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে কেবল পাঁচজন ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ : ব্যান্ডার, ধর, ফ্রিয়ার, হিমডাল এবং টার।

ব্যান্ডার ছিলেন সকল দেবতার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়, মর্ত ও স্বর্গ উভয় স্থানেই। তার মৃত্যুই ছিল প্রথম বিপর্যয় যা নেমে এসেছিল দেবতাদের উপর। এক রাতে তিনি স্বপ্নের দ্বারা যন্ত্রণাগ্রস্ত হলেন, মনে হয়েছিল যা তার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করবে আরও বিপদের কথা। যখন তার মা, ফ্রিগা, ওদিনের স্ত্রী, এটি শুনলেন, তখন তিনি তাকে সামান্যতম বিপদ থেকেও উদ্ধার করতে মনস্থ করলেন। তিনি ঘুরে বেড়ালেন পৃথিবীময় এবং সকল কিছু থেকে আদায় করলেন এক অঙ্গীকার, জীবন বা জড় সবকিছু থেকেই, যে তারা কখনো ব্যান্ডারের ক্ষতি করবে না। কিন্তু ওদিন তখনও ভয় পেলেন। তিনি ঘোড়া চালিয়ে নেমে গেলেন মৃতদের জগৎ নিফলহিমে যেখানে তিনি খুঁজে পেলেন মৃতদের দেবী, 'হেলা' বা 'হেল'-এর আবাসস্থল, যেখানে সবকিছু সাজানো ছিল উৎসবের সাজে। 'একজন জ্ঞানী মহিলা' তাকে বললেন কার জন্য এই বাড়িটি সাজানো হয়েছে :

সুরাটি তৈরি করা হয়েছে ব্যান্ডারের জন্য।

শীর্ষ-দেবতাদের আশা এখন তিরোহিত।

ওদিন তখন জানলেন যে, ব্যান্ডারের মৃত্যু অবশ্যজারী, কিন্তু অন্য দেবতারা বিশ্বাস করতেন যে, ফ্রিগা তাকে নিরাপদে রেখেছেন। সে মতে তারা একটি খেলা খেললেন যা তাদেরকে প্রভূত আনন্দ দিল। তারা ব্যান্ডারকে আঘাত করলেন, তার দিকে নিক্ষেপ করলেন পাথর, বাণ ইত্যাদি কিংবা আঘাত করলেন একটি তরবারি দ্বারা, কিন্তু সর্বদাই অস্ত্রগুলো তার কাছ থেকে কাছে পড়লো বা তার কোন ক্ষতি না করেই চলে গেল। কিছুই তাকে আঘাত করতে পারলো না। মনে হলো এই অদ্ভুত অব্যাহতির মাধ্যমে তিনি উঠে গেছেন তাদের উর্ধ্বে এবং সকলেই তাকে এজন্য সম্মান করলেন, কেবলমাত্র একজন ছাড়া। লকি। সে কোন দেবতা ছিল না, কিন্তু ছিল এক জায়ান্টের পুত্র, এবং সে যেখানেই যেত সেখানেই সমস্যার সূত্রপাত ঘটতো। সে একের পর এক দেবতাদেরকে জড়িয়ে ফেলতো বিপদ-আপদে, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল অ্যাসগার্ডে মুক্তভাবে আসতে, কারণ কিছু অব্যাহাত কারণে, ওদিন তার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের অঙ্গীকার করেন। সে সর্বদা ঘৃণা করতো শুভ শক্তিকে এবং সে ঈর্ষা করতো ব্যান্ডারকে। সে হির প্রতিজ্ঞা করেছিল তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করার যাতে কোন উপায়ে তাকে আহত করা যায়। সে এক নারীর ছদ্মবেশ নিয়ে গেল ফ্রিগার কাছে, এবং তার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। ফ্রিগা তাকে বললেন ব্যান্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তার ভ্রমণের কথা এবং কিভাবে সবকিছু তার কাছে অঙ্গীকার করলো ব্যান্ডারের কোন ক্ষতি না করার। ব্যতিক্রম করল একটি ক্ষুদ্র তরু-ডুক গুল্ম, যা ছিল এমনই তুচ্ছ যাকে তিনি পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন।

এটুকুই লকির জন্য যথেষ্ট ছিল। সে তরু-ভূক গুল্মটিকে সাথে নিয়ে গেল সেখানে, যেখানে পরস্পরের সাথে মজা করছিলেন দেবতারা। ব্যান্ডারের অন্ধ ভাই, হোডার বসে ছিলেন পাশেই। ‘কেন খেলাটিতে অংশ নিচ্ছ না?’ লকি জিজ্ঞাসা করলো। ‘যেহেতু, আমি অন্ধ,’ হোডার বললেন। ‘এবং এমনকি ব্যান্ডারের দিকেও কিছু নিক্ষেপ করনি?’ ‘ওহ, তোমার কাজটি তোমাকেই করতে হবে,’ লকি বললো। ‘এখানে আছে গাছের একটি ছোট শাখা। এটি নিক্ষেপ কর এবং আমি তোমার দিক নির্দেশনা করে দেব।’ হোডার তুলে নিলেন তরু-ভূক গুল্মটিকে এবং সর্বশক্তিতে এটি নিক্ষেপ করলেন। লকির দিক নির্দেশনায় এটি দ্রুত আঘাত করলো ব্যান্ডারকে এবং তার হৃৎপিণ্ডকে ছিদ্র করে ফেললো। ব্যান্ডার মারা গিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

তার মা তখনও আশা ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন। ফ্রিগা চিৎকার করে দেবতাদের কাছে চাইলো একজন স্বেচ্ছাসেবক যেন সে হেলাতে যায় এবং ব্যান্ডারকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে। তার পুত্রদের অন্যতম হারমোড নিজেই তা করতে রাজি হলেন। ওদিন তাকে দিলেন তার ঘোড়া স্লিপনিরকে এবং সে দ্রুত নেমে গেল নিফলহিমে।

অন্যরা শেষকৃত্যের আয়োজন করছিলেন। তারা একটি বড় জাহাজের উপর একটি বিশাল চিতা নির্মাণ করলো এবং সেখানে তারা শুইয়ে দিল ব্যান্ডারের দেহটিকে। তার স্ত্রী, ন্যানা এটিকে শেষবারের মতো দেখতে গেল, তার মন ভেঙে পড়লো এবং সে মারা গিয়ে পড়ে গেল পাটাতনের উপর। তার দেহটিও স্থাপিত হলো ব্যান্ডারের মৃতদেহের পাশে। অতঃপর চিতাটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো এবং জাহাজটি ছেড়ে দিল উপকূল হতে। যখন এটি চলে গেল সমুদ্রের দিকে, অগ্নিশিখাগুলো তেজোদীপ্ত হয়ে উঠলো এবং জাহাজটি আচ্ছাদিত হয়ে গেল আগুনে।

যখন হারমোড দেবতাদের মিনতিসহ পৌঁছলেন হেলার কাছে, তিনি উত্তরে বললেন যে, তিনি ব্যান্ডারকে ফিরিয়ে দেবেন যদি তার কাছে এটি প্রমাণ করা যায় যে, সর্বত্র ব্যান্ডারের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু যদি একটি বস্তু বা একটি প্রাণীও তার জন্য কাঁদতে অস্বীকার করে তবে তিনি তাকে মুক্তি দেবেন না। দেবতারা দ্রুত সর্বত্র দূত পাঠিয়ে দিলেন সকল সৃষ্টিকে বলে দিতে যেন তারা অশ্রুপাত করে যাতে ব্যান্ডারকে মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত করা যায়। তারা কোন প্রত্যাখ্যান ছাড়াই সেই দাবি মেটালো। স্বর্গ-মর্ত এবং সকলেই স্বেচ্ছায় কাঁদলো প্রিয় দেবতার জন্য। দূতগণ সেই সংবাদ নিয়ে আনন্দে ফিরে যেতে শুরু করলেন দেবতাদের কাছে। তখন, তাদের পথ পরিক্রমণের প্রায় শেষ সময়ে, তারা মুখোমুখি হলো স্ত্রী জায়ান্টের এবং জগতের সকল দুঃখ পর্যবসিত হলো নিফলতায়, কারণ সে কাঁদতে অস্বীকার করলো। ‘তোমরা আমার কাছ থেকে পাবে কেবল শুষ্ক অশ্রু,’ সে তৌতলানো কণ্ঠে বললো। ‘ব্যান্ডারের জন্য আমার কোন মঙ্গল-বোধ

নেই, এমনকি আমি তাকে কোন মঙ্গল দিতেও পারবো না।' তাই হেলা তাকে মৃত অবস্থাতেই রেখে দিলেন।

লকি শক্তি পেয়েছিল। দেবতার তাকে ধরে আনলো এবং বেঁধে রাখলো এক গভীর বহাির মধ্যে। তার মাথার উপর স্থাপন করা হলো এক সাপ যাতে এর বিষ পতিত হয় তার মুখমূলে, যা কারণ হবে তার অবর্ণনীয় যন্ত্রণার। কিন্তু তার স্ত্রী, সিগীন এগিয়ে এলো তাকে সাহায্য করতে। সে তার পাশে জায়গা করে নিল এবং সর্পবিষকে নিয়ে নিল একটি পেয়ালাতে। এর পরেও, যখন তাকে পেয়ালাটিকে শূন্য করতে হলো তখন বিষ পড়লো লকির উপর, একমুহূর্তের মধ্যে তার যন্ত্রণা এমন তীব্র হয়ে উঠতো যে, তার শরীরের প্রবল আলোড়ন কাঁপিয়ে তুলতো মর্ত্তমিকে।

অন্য তিনজন মহান দেবতার মধ্যে, থর ছিলেন বজ্র-দেবতা, তার নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে বৃহস্পতিবারের; যিনি ছিলেন ঈসারদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী; ফ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন পৃথিবীর ফল-ফলাদির, হিমডাল ছিলেন অ্যাসগার্ডের দিকে নির্দেশিত রংধনু-সেতু বাইফ্রস্টের কারারক্ষী; টার ছিলেন যুদ্ধ-দেবতা যার নামে নামকরণ করা হয়েছে মঙ্গলবারের, একদা যেটিকে বলা হতো টারের দিবস।

অ্যাসগার্ডে দেবীরা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না যতটা ছিলেন অলিম্পাসে। নর্স দেবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি অ্যাথেনার সাথে তুলনীয়, এবং কেবল দুজনই ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

ওদিনের স্ত্রী, ফ্রিগা, যার নামে নামকরণ করা হয়েছে শুক্রবারের, কেউ কেউ বলেন, খুব জ্ঞানী বলে তার পরিচিতি ছিল, কিন্তু তিনিও ছিলেন খুব প্রশান্ত এবং তিনি কাউকে বলেন নি, এমনকি ওদিনকেও নয়, তিনি কি জানতেন। তিনি এক অস্পষ্ট চরিত্র, প্রায়শই তাকে দেখা যেত তার সুতা-বোনার চরকায়, যেখানে তিনি বয়ন করতেন যে সুতা তা ছিল স্বর্গের তৈরি, কেন তিনি তা বয়ন করতেন তা ছিল গোপনীয়।

ফ্রেইয়া ছিলেন ভালবাসা এবং সৌন্দর্যের দেবী, কিন্তু আমাদের চিত্রক্রেতৃচমকে দেয়ার ব্যাপার হলো এই যে, যুদ্ধে যারা নিহত হতো তাদের অর্ধেক হয়ে যেতো তার। ওদিনের ভালকাইরিবুন্দ কেবল অর্ধেককেই বয়ে নিতে পারতো ভালহাল্লাতে। ফ্রেইয়া নিজে ঘোড়া চালিয়ে যেতেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং মৃতদের পাওয়ার ব্যাপারে তার অংশীদারিত্ব দাবি করতেন; এবং নর্স কবিদের দৃষ্টিতে ভালবাসার দেবীর জন্য তা ছিল এক স্বাভাবিক ও উপযুক্ত স্থান। সাধারণত মনে করা হয় যে, শুক্রবারের নামকরণ করা হয়েছে তার নামানুসারে।

কিন্তু একটি জগৎ ছিল যা কেবল একজন দেবীর একচ্ছত্র শাসনের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছিল। মৃতদের রাজ্য ছিল হেলার নিয়ন্ত্রণে। কোন দেবতার

সেখানে কোন কর্তৃত্ব ছিল না, এমনকি ঔদিনেরও নয়। স্বর্ণালী অ্যাসগার্ড ছিল দেবতাদের জন্য, গৌরবময় ড্যালহাল্লা ছিল বীরদের জন্য, মিডগার্ড ছিল পুরুষদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র, যাতে নারীরা সংশ্লিষ্ট ছিল না। Elder Edda-তে ওডরান বলেন, পুরুষদের ভয়ংকরতাই শাসন করে নারীদেরকে।

নর্স পুরাণতত্ত্বে ছায়াময় মৃতদের শীতল ও বিষণ্ণ জগতটিই ছিল নারীর পরিমণ্ডল।

সৃষ্টি

Elder Edda-তে এক জ্ঞানী নারী বলেন :

প্রথমে কিছুই ছিল না,
বালি, সমুদ্র বা শীতল তরঙ্গমালা, কিছুই নয়।
ছিল না কোন মর্ত, উর্ধ্বে ছিল না কোন স্বর্ণ।
ছিল কেবল এক বিস্তৃত গহ্বর।
সূর্য জানতো না তার আবাসস্থল,
কিংবা চাঁদও জানতো না তার জগতকে।
নক্ষত্ররা পায়নি তাদের স্থান।

ভীষণ বড় আকৃতির হলেও গহ্বরটি সর্বত্রবিস্তৃত ছিল না। দূরতম উত্তরে ছিল মৃতদের শীতল রাজ্য নিফলহিম, এবং দূরতম দক্ষিণে ছিল অগ্নি-ভূমি মুসপেলহিম। নিফলহিম হতে বেরিয়ে আসলো বারোটি নদী, যেগুলো প্রবাহিত হলো গহ্বরের ভিতর দিয়ে এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে পরিণত হলো বরফে। মুসপিলহিম হতে এল ভয়ংকর মেঘ যা বরফকে পরিণত করলো কুয়াশায়। কুয়াশা থেকে পতিত হলো জলবিন্দু এবং তা থেকেই সৃষ্টি হলো তুষার-কন্যাদের এবং ঈমিরের, যে ছিল প্রথম জায়ান্ট। তার পুত্র ছিলেন ঔদিনের পিতা, যার মা এবং স্ত্রী ছিলেন তুষার-কন্যা।

ঔদিন ও তার দুই ভাই হত্যা করেন ঈমিরকে। তা থেকে তারা সৃষ্টি করলেন মর্ত এবং আকাশকে, তার রক্ত থেকে সমুদ্র, তার শরীর থেকে মৃত্যু, তার করোটি থেকে স্বর্ণ। তারা অগ্নিস্কুলিঙ্গ নিলেন মুসপেলহিম থেকে এবং এদেরকে আকাশে স্থাপন করলেন সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররূপে। মর্ত ছিল গোলাকৃতির এবং বেষ্টিত ছিল সমুদ্র দ্বারা। এক বিশাল দেয়াল যেটি দেবতারা তৈরি করেছিলেন ঈমিরের চোখের জ্ব থেকে তা রক্ষা করতো সেই স্থানটিকে যেখানে বাস করতো মানবজাতি। এর ভিতরের স্থানটিকে বলা হতো মিডগার্ড। এখান থেকে সৃষ্টি করা হলো প্রথম মানব ও মানবী, মানবটিকে 'অ্যাশ' থেকে, মানবীটিকে 'এল্ম' থেকে। তারা

ছিলেন সমগ্র মানব-জাতির পিতা-মাতা। পৃথিবীতে ছিল কুৎসিত ডোয়ার্ফরা, যারা ছিল দক্ষ কারিগর, যারা বাস করতো মর্তের নিচে; ছিল মনোহারিণী পরী, এলভেস, যারা পরিচর্যা করতো ফুল এবং নদীর।

এক বিশ্বয়কর অ্যাশ-বৃক্ষ, ঈগড্রাসিল, ধরে রাখতো মহাবিশ্বের ভার। এটি তার মূল স্থাপন করতো মর্তের তিতর দিয়ে।

সেখানে ঈগড্রাসিলের ছিল তিনটি মূল,
প্রথমটির নিচে বাস করতো হেল।
দ্বিতীয়টির নিচে কুয়াশা-দানবরা,
এবং তৃতীয়টির নিচে মানুষেরা।

এটিও বলা হয়ে থাকে যে, 'একটি মূল প্রোথিত হয়েছিল অ্যাসগার্ড পর্যন্ত।' এই মূলের পাশে ছিল সাদা পানির কূপ, 'উরদার কূপ', এমনই পবিত্র যে, কেউ এর পানি পান করতে পারতো না। তিনজন নর্ন পাহারা দিতেন এটিকে, যারা

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নিয়ে আসে মানুষ,
এবং নির্ধারণ করে তাদের নিয়তিকে।

এই তিনজন ছিলেন উরদা (অতীত), ভারড্যাভি (বর্তমান), এবং স্কান্ড (ভবিষ্যৎ)। এখানে প্রতিদিন আসতেন দেবতারা, কস্পমান রংধনু-সেতুটিকে অতিক্রম করে সেই কূপটির পাশে বসার জন্য এবং মানুষের কৃতকর্মের বিচার করার জন্য। আরও একটি মূলের নিচে ছিল আর একটি কূপ, জ্ঞানের কূপ, যা পাহারা দিতেন জ্ঞানী মিমির।

অ্যাসগার্ডের মতো ঈগড্রাসিলের উপরেও কুলে থাকতো ধ্বংসের হুমকি। দেবতাদের মতো এরও নিয়তি নির্ধারিত ছিল মৃত্যুতে। একটি সাপ ও তার বাকাসমূহ বিরামহীনভাবে কামড়াতে থাকতো নিফলহিমের পাশের মূলটিতে, যা ছিল হেলের আবাস। কোন দিন হয়তো এরা এই বৃক্ষটিকে নিধন করতে সমর্থ হবে এবং ধ্বংস হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি।

তুষার-জায়ান্ট এবং পর্বত-জায়ান্টরা, যারা বাস করতো জোতুনহিমে, সকলেই ছিল শুভশক্তির শত্রু। তারা ছিল মর্তের নিষ্ঠুর শক্তি এবং তাদের শুষ্কগীর্ষ চরিত্রদের মধ্যে অনিবার্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হবে নিষ্ঠুর শক্তিরাই।

ধ্বংস হলো দেবতাগণ এবং এর সমাপ্তি ছিল মৃত্যুতে।

দেবতারা হলো অশুভ শক্তির চাইতে বেশি শক্তিশালী—মানবাত্মার এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দেবতাদের ধ্বংসের বিশ্বাসটি ছিল এক বিপরীত ধারণা। এমনকি চরম নৈরাশ্যবাদী নর্সরাও, বরফময় ভূমিতে কৃষ্ণ-শীত ব্যাপী যাদের জীবন ছিল বীরত্বের প্রতি এক চিরন্তন চ্যালেঞ্জস্বরূপ, দেখতে পেল অন্ধকার ভেঙে আসছে এক

সুদূর আলো। Elder Edda-তে আছে একটি ভবিষ্যদ্বাণী, 'Revelation' গ্রন্থটির মতো, যে দেবতাদের পরাজয়ের পর,—যখন

সূর্য হয়ে উঠলো কালো এবং মর্ত ডুবে যায় সমুদ্রে,
উত্তপ্ত নক্ষত্রগুলো পতিত হয় আকাশ হতে,
এবং অগ্নি সঞ্চারিত হয় উর্ধ্বে প্রায় স্বর্গ পর্যন্ত।

—হয়তো আবার হবে এক নতুন স্বর্গ এবং এক নতুন মর্ত।

বিস্ময়কর সৌন্দর্যে আবারো
বাসগৃহের ছাদগুলো নির্মিত হবে স্বর্ণে।
বীজ বপন না করলেও মাঠ ভর্তি থাকবে পাকা ফলে,
চিরদিনের সুখে।

তারপর আসবে এমন 'একজন'-এর শাসন যিনি হবেন ওদিনের চাইতেও
শ্রেষ্ঠতর এবং থাকবেন অন্তত শক্তির নাগালের বাইরে—

সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠতর।
কিন্তু আমি কখনো তার নাম বলার সাহস পাই না।
এবং এমন কেউ কেউ আছে যারা দেখতে পারে
ওদিনের পতনের মুহূর্তের সীমা ছাড়িয়ে।

সুখের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনন্ত দূরের, চরম হতাশার বিপরীতে যাকে মনে হয়
সামান্য এক তৃপ্তি, তবুও Eddas-এ এটিই একমাত্র আশার আলো।

নর্স প্রজ্ঞা

নর্স চরিত্রের আছে আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গি, বীরত্বের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ভীষণভাবে
অসঙ্গতিপূর্ণ, Elder Edda-তে যার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমন কতকগুলো প্রজ্ঞাময়
বিবৃতি আছে যেগুলো বীরত্বকে প্রতিফলিত করে না, শুধু তাই নয়, এগুলো দেয়
জীবনের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা বীরত্বকে পরিহারও করে। নর্স প্রজ্ঞা-সাহিত্য
হিব্রুদের প্রবাদ গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক কম গভীর, প্রকৃতই এটি খুব সামান্যই যোগ্য
'প্রজ্ঞা'-এর মতো মহান শব্দটির জন্য, যা এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু
নর্সগণ, যারা এটিকে সৃষ্টি করেছিলেন, যেকোনভাবেই হোক, এর মাঝে সঞ্চারিত
করেছিলেন শুভ ধারণার এক বিশাল সংগ্রহ, যা বীরত্বের আপোসহীন চেতনার সাথে
এক বিস্ময়কর বৈপরীত্য। মনে হয় প্রবাদসমূহের রচয়িতারাও ছিলেন বৃদ্ধ, তারা
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ যারা গভীর চিন্তা করেছেন মানবিক ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে।
সন্দেহ নেই, একদা তারাও ছিলেন বীর, কিন্তু এখন তারা অবসর নিয়েছেন যুদ্ধ-

ক্ষেত্র থেকে এবং তারা সবকিছুকে দেখেন এক ভিন্নতর দৃষ্টিকোণে। কখনো কখনো তারা জীবনের দিকে তাকান এর হাস্যরসের স্পর্শসহ :

অধিকাংশের বিশ্বাসের তুলনায় যব-সুরায়
মানুষের জন্য আছে কম ভল শক্তি।
একজন মানুষ জানবে না কিছুই যদি সে না জানে
সম্পদ প্রায়শই জন্ম দেয় অমার্জিত রূপের।
একজন কাপুরুষ ভাবে যে সে বাঁচবে অনন্তকাল ধরে,
যদি সে পরিহার করতে পারে যুদ্ধকে।
তোমার চিন্তাগুলোকে প্রকাশ কর একজনের কাছে, কিন্তু দুজন হলে
সাবধান।
তিনজন জেনে গেছে যা, সকল মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে তা।
একজন নির্বোধই কেবল জেগে থাকে সারারাত,
আর অনেক কিছু নিয়ে ডুবে থাকে চিন্তায়।
ভোর হলে পর, সে আবার আক্রান্ত হয় উদ্বেগে,
এবং তার যন্ত্রণা থেকে যায় আগের মতোই।

কেউ বা দেখান মানব-প্রকৃতির মূর্তজ্ঞান :

একজন তুচ্ছ মানুষ যার মনটিও দরিদ্র
সে-ই, যে সকল বিষয়ে তামাশা করে।
একজন সাহসী মানুষ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে সর্বত্র,
একজন কাপুরুষ সর্বদা আড়ষ্ট থাকে ভয়ে।

মাঝে মাঝেই তারা আনন্দে মেতে উঠেন, প্রায় লঘু-চিত্তের :

একদা আমি ছিলাম যুবক এবং ভ্রমণ করেছি একাকী।
আর একজনের সাথে আমার দেখা হলে আমি নিজেকে ভাবলাম সম্পন্ন।
মানুষই মানুষের আনন্দ।
তোমার বন্ধুর সাথে হয়ে যাও বন্ধু।
তাকে হাসির বিনিময়ে দাও হাসি।
একজন ভালো বন্ধুর গৃহটির
পথ খুবই ঝুজু,
যদিও সে থাকে অনেক দূরে।

একটি বিষয়করভাবে সহনীয় চেতনা প্রকাশ দায় খুবই কম :

দুঃখ ছাড়া মানুষের আর কিছু নেই,
সে যেন এতটা দুর্বল না হয়ে পড়ে

তার আনন্দ-সম্ভারী পুত্রদের প্রতি, তার
আত্মীয়দের প্রতি বা তার সম্পদের প্রতি ।
এবং এমনকি আরো একটির প্রতি, তা হলো তার কৃত মঙ্গলকর্ম ।
কোন মানুষ যেন বিশ্বাস না করে কোন কুমারী মেয়ের কথা,
এমনকি কোন নারীর কথাও ।
কিন্তু নারী ও পুরুষ উভয়কেই জানি ।
পুরুষের চিত্ত সর্বদাই থাকে নারীর পানে উদ্বেলিত ।

কোন কোন ক্ষেত্রে আছে অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃত গভীরতা :

প্রতি জনকে হতে হবে ঈশৎ জ্ঞানী,
অতি জ্ঞানী নয়, কারণ একজন জ্ঞানীর চিত্ত
খুব কমই আনন্দিত থাকে ।
মৃত্যু ঘটে পশু পাখি এবং সবকিছুর ।
আমরাও বরণ করি মৃত্যুকে ।
শুধু থেকে যায়
প্রতি জনের উপর কৃত ন্যায়-আচরণটি ।

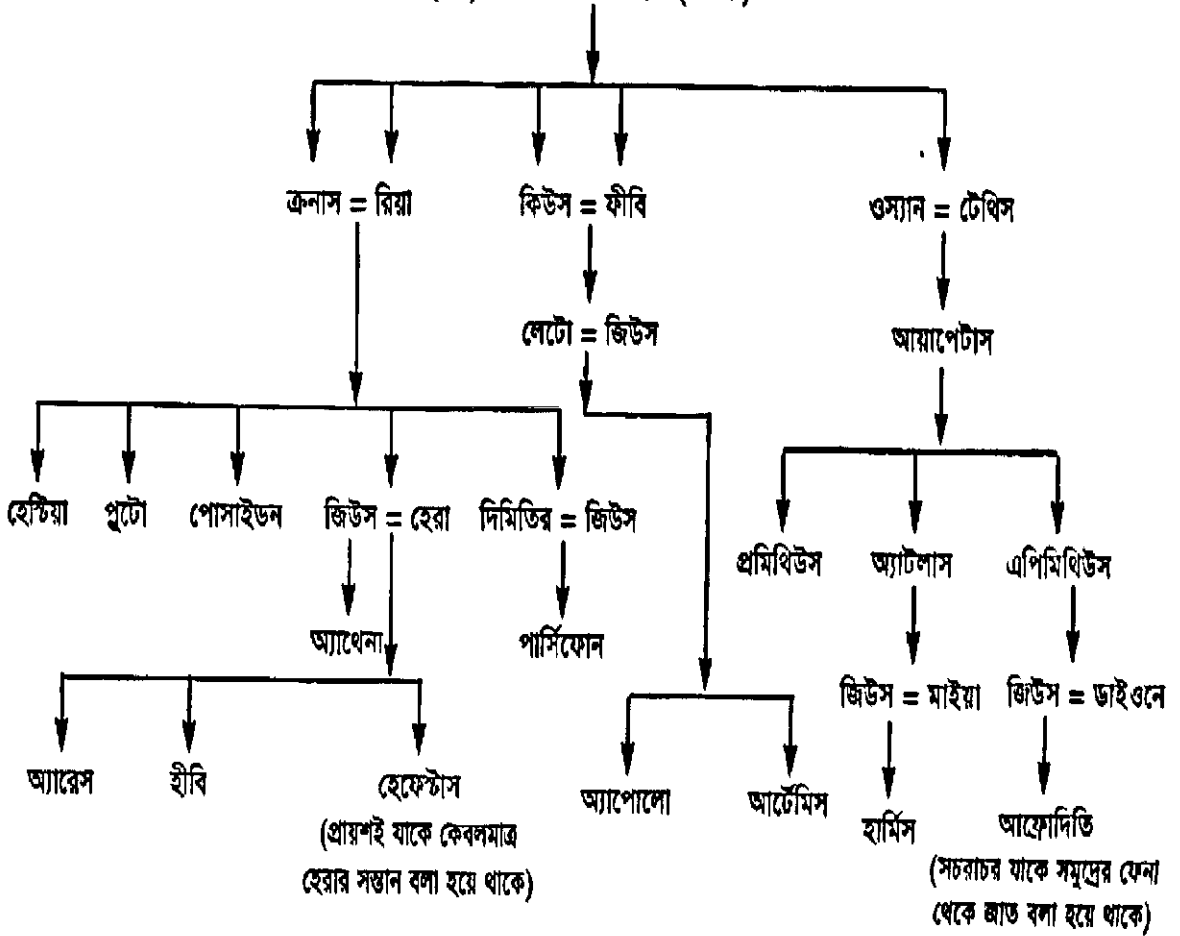
সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহগুলোর সমাপ্তির কাছাকাছি দুটি ছত্র হলো :

মনই কেবল জানে
কি থাকে হৃদয়ের কাছে ।

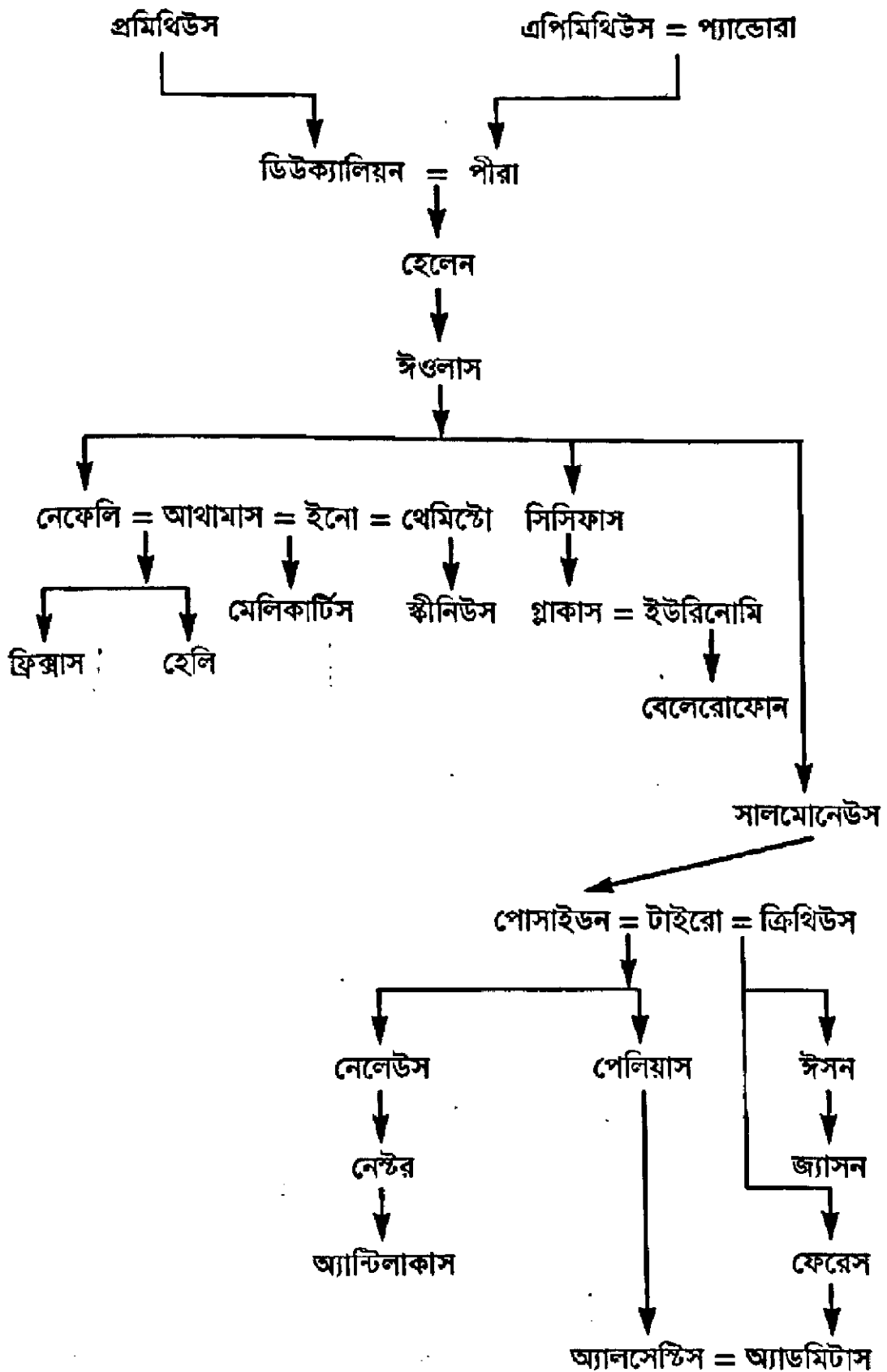
চরম আতংক-উদ্দীপক বীরত্বের সাথে, উত্তরের এই মানুষগুলোর ছিল
চমৎকার সাধারণ জ্ঞান । এরূপ সমন্বয়কে অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু কবিরা
এখানে তা-ই প্রমাণ করেছেন । জাতিগতভাবে আমরা সংযুক্ত নর্সদের সাথে ;
আমাদের সংস্কৃতি ফিরে যায় গ্রিকদের কাছে । নর্স পুরাণ এবং গ্রিক পুরাণ একত্রে
সেই সব মানুষের প্রকৃতিকে উদ্ঘাটন করে যাদের কাছ থেকে এসেছে আমাদের
আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারের এক বিশাল অংশ ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

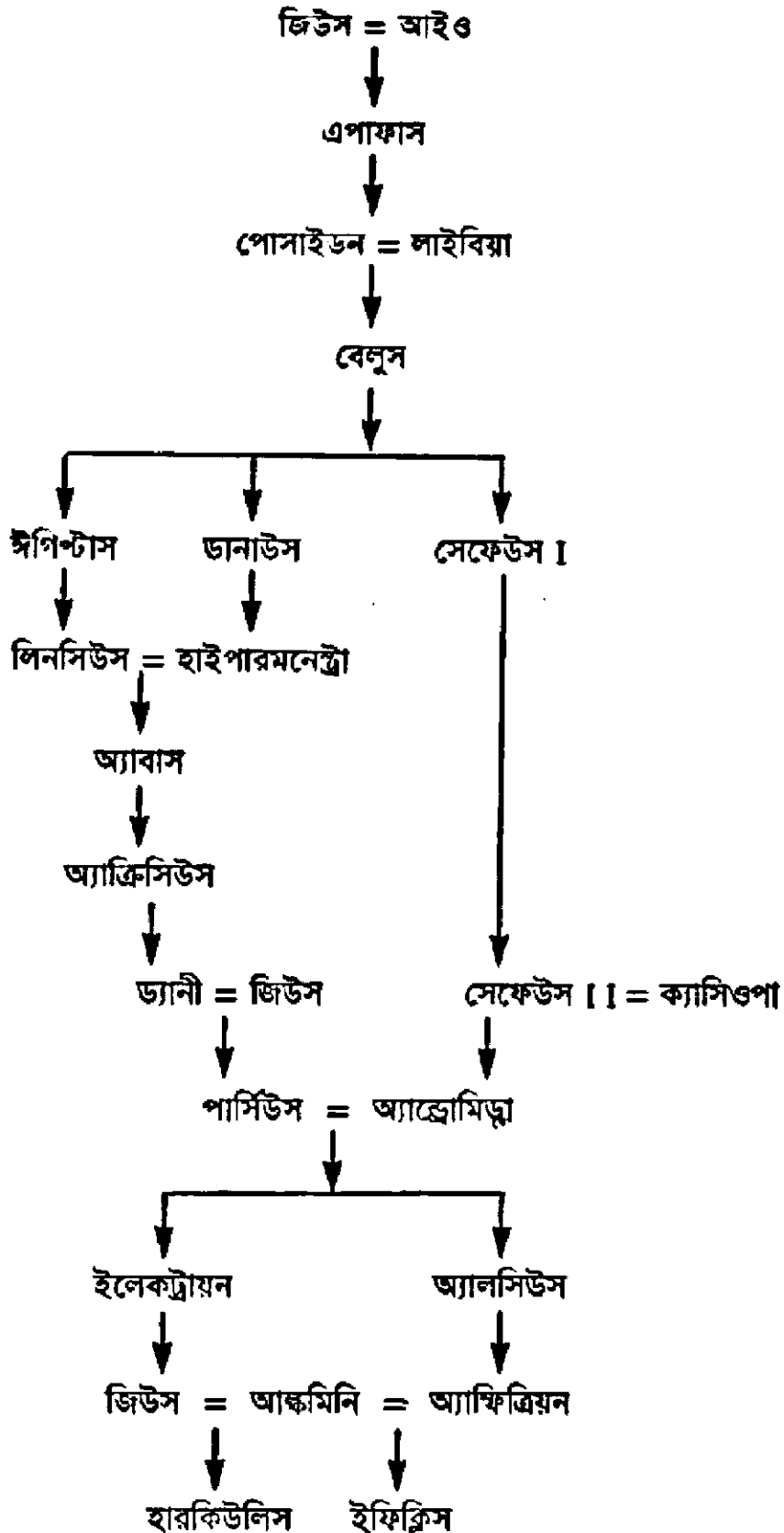
প্রধান দেবতাবৃন্দ
(স্বর্গ) ইউরেনাস = গেইয়া (ধরিত্রী)



প্রমিথিউসের বংশধর



পার্সিউস এবং হারকিউলিসের পূর্বপুরুষগণ



একিলিসের পূর্বপুরুষগণ

ওস্যান = টেথিস



অ্যানোপাস (এক নদী-দেবতা)



ঈজিনা = জিউস



ইয়াকাস



পেনেউস = থেটিস



একিলিস

ট্রয়ের পরিবার

টিউসার



দার্দানাস = ব্যাটিয়া



এরিকথোনিয়াস



ট্রস



আইলাস



লাওমিডিন



প্রায়াম = হেকুবা



হেক্টর

ডেইফোবাস

প্যারিস

আসারাকাস



ক্যাপিস

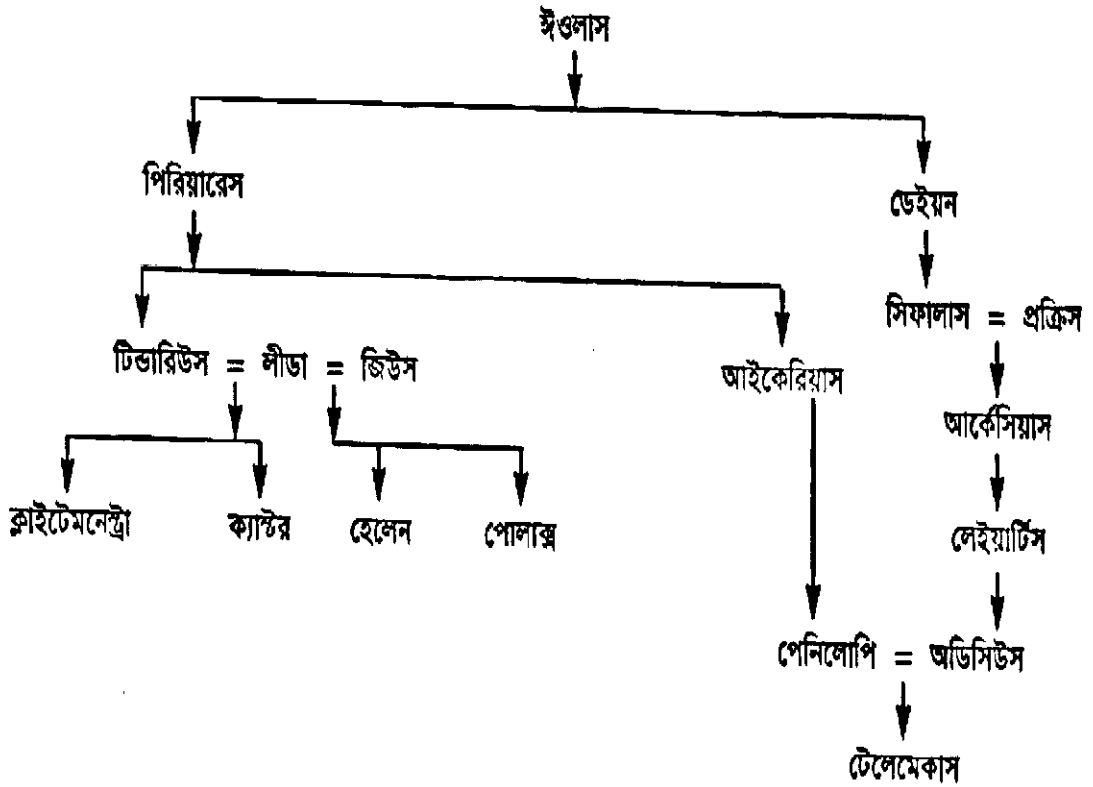


অ্যাংকাইসীজ = অ্যাক্রোদিতি



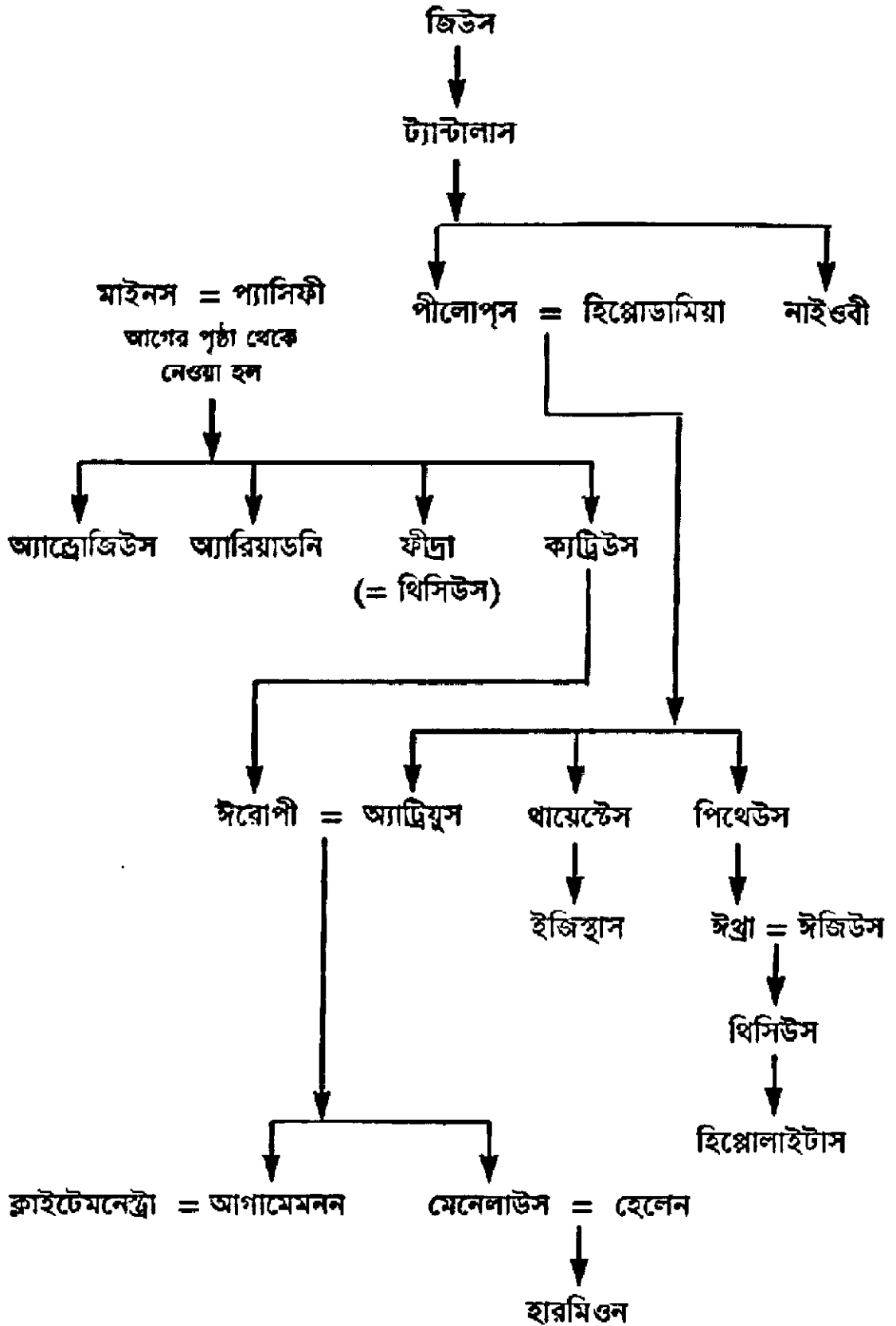
ইনিয়াস

ট্রয়ের হেলেনের পরিবার



The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ্যাক্রিয়সের পরিবার



এথেন্সের রাজ পরিবার

